॥ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়॥

॥শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ॥

॥শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত॥

অনুবাদ : শ্রীযুক্ত সুমন্ত ঠাকুর (গোস্বামী)

(এল. এল. বি. কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ)

BANGLADARSHAN.COM

আপনার প্রিয়জনের স্মৃতি অক্ষয় করে রাখতে এই মহান গ্রন্থখানি তাঁর নামে উৎসর্গ করুন। ব্যয় নামমাত্র। যোগাযোগ করুন : contact@bangladarshan.com

॥ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়॥

॥একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্যন্ত॥

॥ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়॥

॥শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণম্॥

॥একাদশঃ স্কন্ধঃ॥

প্রথম অধ্যায়

যদুবংশের উপর ঋষিদের অভিসম্পাত

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

কৃত্বা দৈত্যবধং কৃষ্ণঃ সরামো যদুভির্বৃতঃ।
ভুবোঽবতারয়দ্ ভারং জবিষ্ঠং জনয়ন্ কলিম্॥ ১১-১-১

ব্যাসনন্দন ভগবান শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবারি-দলন কার্যে বলরামাদি যদুবংশজাতদের সাহচর্য গ্রহণ করেন এবং কুরু-পাণ্ডবদের অবস্থান কালে ভূভার লাঘবার্থে এমন কলহের সূত্রপাত করেছিলেন যা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরিণত হতে অতি অল্প সময়ই লেগেছিল। ১১-১-১

BANGLADARSHAN.COM

যে কোপিতাঃ সুবহু পাণ্ডুসুতাঃ সপত্নৈর্দুর্দ্যূতহেলনকচগ্রহণাদিভিস্তান্।
কৃত্বা নিমিত্তমিতরেতরতঃ সমেতান্ হত্বা নৃপান্ নিরহরৎ ক্ষিতিভারমীশঃ॥ ১১-১-২

কৌরবগণ কপটদ্যূত মাধ্যমে পাণ্ডবদের নানাভাবে অপদস্থ করেছিল। দ্রৌপদীকেও কেশাকর্ষণ আদি শারীরিক নিগ্রহ করে চরম লাঞ্ছিত করেছিল। এর ফলে পাণ্ডবদের ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে থাকাই স্বাভাবিক। সেই ক্রোধকে উপলক্ষ্য করে পাণ্ডবদের উদ্দীপিত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধকালে উপস্থিত উভয় পক্ষের রাজন্যবর্গকে বিনাশপূর্বক ভূভার লাঘবের কার্য সমাধা করেছিলেন। ১১-১-২

ভূভাররাজপৃতনা যদুভির্নিরস্য গুপ্তৈঃ স্ববাহুভিরচিন্তয়দপ্রমেয়ঃ।
মন্যেঽবনের্ননু গতোঽপ্যগতং হি ভারং যদ্ যাদবং কুলমহো অবিষহ্যমাস্তে॥ ১১-১-৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মন-বুদ্ধির অধরা। নিজের বাহুবলে সুরক্ষিত যদুবংশজাতদের দ্বারা রাজা ও তাদের সৈন্যসকলকে বিনাশ করে তিনি বিচার-মগ্ন হলেন এবং উপলব্ধি করলেন যে আপাতদৃষ্টিতে ধরণীর ভার লাঘব হলেও বস্তুত তা তখনও সম্পূর্ণ হয়নি কারণ অজেয় যদুবংশ তখনও ধরাধামে বিদ্যমান। ১১-১-৩

নৈবান্যতঃ পরিভবোঽস্য ভবেৎ কথঞ্চিন্মৎসংশ্রয়স্য বিভবোন্নহনস্য নিত্যম্।
অন্তঃকলিং যদুকুলস্য বিধায় বেণুস্তম্বস্য বহ্নিমিব শান্তিমুপৈমি ধাম॥ ১১-১-৪

তিনি চিন্তা করলেন যে, এই যদুবংশ আমার আশ্রিত। তারা গজ, অশ্ব সৈন্যবল ও ধনসম্পত্তি আদি বিশাল বৈভব হেতু উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। অন্য কারো দ্বারা এমনকি দেবতাদের দ্বারাও তাদের পরাভূত হওয়া সম্ভব নয়। ডালে ডালে ঘর্ষণে যেমন বাঁশের বনে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে সমগ্র বনটিকে ভস্মীভূত করে, তেমনভাবেই যদুবংশেও কলহ-অগ্নি উৎপন্ন করে তাদের সংগ্রামে লিপ্ত করে এবং ধ্বংস করে আমি শান্তি লাভ করব এবং তারপর স্বধামে প্রত্যাগমন করব। ১১-১-৪

এবং ব্যবসিতো রাজন্ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ।
শাপব্যাজেন বিপ্রাণাং সংজহ্রে স্বকুলং বিভুঃ॥ ১১-১-৫

রাজন্! ভগবান সর্বশক্তিমান ও সদা সত্য সংকল্পে অধিষ্ঠিত। পরিকল্পনা অনুসারে ব্রাহ্মণের অভিশাপকে নিমিত্ত করে তিনি নিজ যদুবংশকেই সংহার করলেন এবং তাঁর সমস্ত লীলার উপকরণসহ স্বধামে গমন করলেন। ১১-১-৫

স্বমূর্ত্যা লোকলাবণ্যনির্মুক্ত্যা লোচনং নৃণাম্।
গীর্ভিস্তাঃ স্মরতাং চিত্তং পদৈস্তানীক্ষতাং ক্রিয়াঃ॥ ১১-১-৬
আচ্ছিদ্য কীর্তিং সুশ্লোকাং বিতত্যা হ্যঞ্জসা নু কৌ।
তমোহনয়া তরিষ্যন্তীত্যগাৎ স্বং পদমীশ্বরঃ॥ ১১-১-৭

হে পরীক্ষিৎ! ভগবানের সেই মনোহর মূর্তি ছিল অসাধারণ, অকল্পনীয়। তিনি নিজ সৌন্দর্য মাধুরীতে সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর বাণী ও তাঁর উপদেশ ছিল পরম মধুর ও দিব্যাতি দিব্য, যার দ্বারা তিনি স্মরণকারীদের চিত্ত হরণ করে নিয়েছিলেন। তাঁর চরণকমল ছিল ত্রিলোকসুন্দর। যে তাঁর পদচিহ্নও দর্শন করেছে তার বহির্মুখ দৃষ্টির অপনয়ন হয়েছে এবং সে কর্মপ্রপঞ্চের উর্ধ্বে উঠে তাঁর সেবাতেই মগ্ন হয়েছে। এই বসুন্ধরায় তিনি অক্লেশে নিজ কীর্তির বিস্তার করলেন, প্রতিষ্ঠিত মহাকবিগণ যার কীর্তন অতি সুললিত ভাষায় করেছেন। এর এক বিশেষ কারণ ছিল। তিনি চেয়েছিলেন যে তাঁর অদর্শনের পর তাঁর এই কীর্তি কীর্তন, শ্রবণ ও স্মরণ করে তাঁর ভক্তগণ এই অজ্ঞানান্ধকার থেকে সহজেই যেন পরিত্রাণ পায়। এরপর পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করলেন। ১১-১-৬-৭

রাজোবাচ

ব্রহ্মণ্যানাং বদান্যানাং নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাম্।
বিপ্রশাপঃ কতমভূদ্ বৃষ্ণীনাং কৃষ্ণচেতসাম্॥ ১১-১-৮

BANGLADARSHAN.COM

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু! যদুবংশজাতগণ অতি ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। তাঁদের অপরিসীম ঔদার্য ছিল ও তাঁরা নিজ কুলবয়োবৃদ্ধদের নিত্যনিরন্তর সেবাশুশ্রূষাও করতেন। সর্বোপরি তাঁদের চিত্ত সদা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত থাকত। এই অবস্থায় তাঁদের পক্ষে ব্রাহ্মণের অপরাধ সাধন কেমন করে সম্ভব হল? এবং ব্রাহ্মণরা তাঁদের কী কারণে অভিশাপ দিলেন? ১১-১-৮

যন্নিমিত্তঃ স বৈ শাপো যাদৃশো দ্বিজসত্তম।
কথমেকাত্মনাং ভেদ এতৎ সর্বং বদস্ব মে॥ ১১-১-৯

হে ভগবানের পরম প্রেমী বিপ্রবর! সেই অভিসম্পাতের কারণ কী ছিল আর তার স্বরূপই বা কী? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশজাতদের একাধারে আত্মা, স্বামী ও প্রিয়তম ছিলেন; এই অবস্থায় তাঁদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি কেমন করে সম্ভব হল? ভিন্নদৃষ্টিতে বিচার করলে আমরা দেখি যে তাঁরা ঋষি ও অদ্বৈতদর্শী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এইরূপ বৈষম্যবোধ কেমন করে এল? অনুগ্রহপূর্বক আপনি এই সব কথা সবিস্তারে বলুন। ১১-১-৯

শ্রীশুক উবাচ

বিভ্রদ্ বপুঃ সকলসুন্দরসন্নিবেশং কর্মাচরন্ ভুবি সুমঙ্গলমাপ্তকামঃ।
আস্থায় ধাম রমমাণ উদারকীর্তিঃ সংহর্তুমৈচ্ছত কুলং স্থিতকৃত্যশেষঃ॥ ১১-১-১০

শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই নরদেহ ধারণ করেছিলেন যা ছিল সর্বকালের সর্বোত্তম। তিনি পৃথিবীতে মঙ্গলময় কল্যাণযুক্ত কর্মাচরণ করেছিলেন। সেই পূর্ণকাম প্রভু দ্বারকাধামে অবস্থান করে লীলা করতে থাকলেন এবং উদার কীর্তির স্থাপনা করলেন। শেষে শ্রীহরি নিজ কুলের সংহার—উপসংহারের অভিলাষ করলেন; কারণ এখন ধরণীর ভার লাঘবের জন্য শুধু এইটুকুই অবশিষ্ট ছিল। ১১-১-১০

কর্মাণি পুণ্যনিবহানি সুমঙ্গলানি গায়জ্জগৎকলিমলাপহরাণি কৃত্বা।

কালাত্মনা নিবসতা যদুদেবগেহে পিণ্ডারকং সমগমন্ মুনয়ো নিসৃষ্টাঃ॥ ১১-১-১১

বিশ্বামিত্রোঽসিতঃ কণ্বো দুর্বাসা ভৃগুরঙ্গিরাঃ।

কশ্যপো বামদেবোঽত্রির্বসিষ্ঠো নারদাদয়ঃ॥ ১১-১-১২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমন সব পরম মঙ্গলময় ও পুণ্যপ্রাপক কর্ম করেছিলেন যার ভজন-কীর্তন ভক্তদের কলুষ সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করে। এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ উগ্রসেনের রাজধানী দ্বারকাপুরীতে বসুদেবের গৃহে যাদবদের সংহার নিমিত্ত কালরূপে নিবাস করছিলেন। তাঁকে বিদায় জানাবার জন্য বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, কামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ এবং নারদাদি মহান ঋষিগণ দ্বারকার নিকটে অবস্থিত পিণ্ডারক-ক্ষেত্রে অবস্থান করছিলেন। ১১-১-১১-১২

ক্রীড়ন্তস্তানুপব্রজ্য কুমারা যদুনন্দনাঃ।

উপসংগৃহ্য পপ্রচ্ছুরবিনীতা বিনীতবৎ॥ ১১-১-১৩

একদিন যদুবংশজাত কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক খেলাচ্ছলে তাঁদের সন্নিকটে উপস্থিত হল। তারা কৃত্রিম বিনয় প্রকাশ করে তাঁদের চরণে প্রণাম জানাল। ১১-১-১৩

তে বেষয়িত্বা স্ত্রীবেষৈঃ সাম্বং জাম্ববতীসুতম্।

এষা পৃচ্ছতি বো বিপ্রা অন্তর্বত্ন্যসিতেক্ষণা॥ ১১-১-১৪

প্রষ্টুং বিলজ্জতী সাক্ষাৎ প্রব্রূতামোঘদর্শনাঃ।

প্রসোষ্যন্তী পুত্রকামা কিংস্বিৎ সঞ্জনয়িষ্যতি॥ ১১-১-১৫

BANGLADARSHAN.COM

তারা জাম্ববতীনন্দন সাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করে সেখানে নিয়ে গেল এবং বলল–'এই কজ্জলনয়না সুন্দরী গর্ভবতী। তার একটা জিজ্ঞাস্য আছে। কিন্তু সে নিজে জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ করছে। আপনাতের তো জ্ঞান অমোঘ, অবাধ। এর পুত্রসন্তানের লালসা অত্যধিক এবং প্রসব সময়ও সমাগত। আপনারা বলে দিন যে এর কন্যা সন্তান হবে অথবা পুত্র সন্তান?' ১১-১-১৪-১৫

এবং প্রলব্ধা মুনয়স্তানূচুঃ কুপিতা নৃপ।

জনয়িষ্যতি বো মন্দা মুসলং কুলনাশনম্॥ ১১-১-১৬

হে পরীক্ষিৎ! যখন যুবকেরা এইভাবে ঋষিমুনিদের প্রবঞ্চনা করবার চেষ্টা করল তখন তাঁরা ভগবদ প্রেরণায় ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা বললেন–ওরে মূর্খের দল! এ এক এমন মুষল প্রসব করবে যা তোদের কুলনাশক হবে। ১১-১-১৬

তচ্ছ্রুত্বা তেঽতিসন্ত্রস্তা বিমুচ্য সহসোদরম্।

সাম্বস্য দদৃশুস্তস্মিন্ মুসলং খল্বয়স্ময়ম্॥ ১১-১-১৭

মুনিদের কথা শুনে তারা অতিশয় শঙ্কিত হল এবং তৎক্ষণাৎ সাম্বর উদরাবরণ উন্মোচিত করে সত্য সত্যই সেখানে এক লৌহনির্মিত মুষল পেল। ১১-১-১৭

কিং কৃতং মন্দভাগ্যৈর্নঃ কিং বদিষ্যন্তি নো জনাঃ।

ইতি বিহ্বলিতা গেহানাদায় মুসলং যযুঃ॥ ১১-১-১৮

এবার তারা অনুতাপ করতে লাগল ও বলতে লাগল আমরা বাস্তবেই হতভাগা। দেখো, আমরা এই অনর্থ কেন ডেকে নিয়ে এলাম? এখন সকলে আমাদের কী বলবে? এইভাবে ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে তারা মুষল নিয়ে ঘরে ফিরল। ১১-১-১৮

তচ্চোপনীয় সদসি পরিম্লানমুখশ্রিয়ঃ।

রাজ্ঞ আবেদয়াঞ্চক্রুঃ সর্বযাদবসন্নিধৌ॥ ১১-১-১৯

সেইসময় তারা বিবর্ণকায় অধোবদন হয়ে পড়েছিল। জনাকীর্ণ রাজসভায় উপস্থিত যাদব কুলজাতদের সম্মুখে মুষল রেখে রাজা উগ্রসেনকে তারা ঘটনাসকল অবগত করাল। ১১-১-১৯

শ্রুত্বামোঘং বিপ্রশাপং দৃষ্ট্বা চ মুসলং নৃপ।

বিস্মিতা ভয়সন্ত্রস্তা বভূবুর্দ্বারকৌকসঃ॥ ১১-১-২০

রাজন্! যখন সকলে ব্রাহ্মণদের অভিসম্পাতের কথা শুনল এবং স্বচক্ষে সেই মুষল প্রত্যক্ষ করল তখন সমগ্র দ্বারকাবাসী বিস্ময়যুক্ত ও ভয়ার্ত হয়ে উঠল, কারণ তাঁদের এই বিশ্বাস ছিল যে ব্রাহ্মণদের অভিসম্পাত কখনো মিথ্যা হয় না। ১১-১-২০

তচ্চূর্ণয়িত্বা মুসলং যদুরাজঃ স আহুকঃ।

সমুদ্রসলিলে প্রাস্যল্লোহং চাস্যাবশেষিতম্॥ ১১-১-২১

যদুরাজ উগ্রসেন সেই মুষলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করালেন এবং সেই লৌহচূর্ণ ও অবশিষ্ট লৌহ খণ্ডসকল সমুদ্রে নিক্ষেপ করালেন। ১১-১-২১

কশ্চিন্মৎস্যোঽগ্রসীল্লোহং চূর্ণানি তরলৈস্ততঃ।

উহ্যমানানি বেলায়াং লগ্নান্যাসন্ কিলৈরকাঃ॥ ১১-১-২২

হে পরীক্ষিৎ! সেই লৌহখণ্ড এক মৎস্য গ্রাস করল এবং লৌহচূর্ণ সকল সমুদ্র তরঙ্গে প্রবাহিত হয়ে তীরে নিক্ষিপ্ত হল যা অচিরেই এরকা অথবা শরফুলের গুল্মরূপে বিকাশলাভ করল। ১১-১-২২

মৎস্যো গৃহীতো মৎস্যঘ্নৈর্জালেনান্যৈঃ সহার্ণবে।

তস্যোদরগতং লোহং স শল্যে লুব্ধকোঽকরোৎ॥ ১১-১-২৩

মৎস্যজীবী ধীবরগণ সমুদ্রে শিকারের সময়ে অন্যান্য মৎস্যসহ সেই মৎস্যকেও শিকার করল। মৎস্যের উদরে যে লৌহখণ্ড ছিল তা জরা নামধারী ব্যাধ নিজ তীরের অগ্রে সংযোজিত করে নিল। ১১-১-২৩

BANGLADARSHAN.COM

ভগবাঞ্জ্ঞাতসর্বার্থ ঈশ্বরোঽপি তদন্যথা।

কর্তুং নৈচ্ছদ্ বিপ্রশাপং কালরূপ্যন্বমোদত॥ ১১-১-২৪

ভগবান সবই জানতেন। তিনি এই অভিশাপকে খণ্ডন করতেও পারতেন। তবুও তিনি তা সমুচিত বলে মনে করলেন না। কালরূপধারী প্রভু ব্রাহ্মণদের অভিসম্পাতকে বস্তুত অনুমোদন করলেন। ১১-১-২৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

বসুদেব সন্নিধানে নারদের আগমন এবং তাঁকে রাজা জনক ও নয়জন যোগীশ্বরের সংবাদ জ্ঞাপন

শ্রীশুক উবাচ

গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরূদ্বহ।
অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালসঃ॥ ১১-২-১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে কুরুনন্দন! দেবর্ষি নারদের মনে শ্রীকৃষ্ণ সামীপ্যর প্রবল লালসা ছিল। অতএব তিনি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত দ্বারকায়—যেখানে দক্ষাদির অভিশাপের কোনো ভয় ছিল না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বিদায় দানের পরেও পুনঃপুন এসে প্রায়ই অবস্থান করতেন। ১১-২-১

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥ ১১-২-২

রাজন্! এমন কোন্ প্রাণী বর্তমান যে ইন্দ্রিয় শোভিত এবং ব্রহ্মাদি ও বড় বড় দেবতাদেরও উপাস্য চরণকমলের দিব্যগন্ধ, মধুর মকরন্দ রস, অলৌকিক রূপ-মাধুরী, সুকুমার স্পর্শ এবং মঙ্গলময় ধ্বনির সেবন করতে না চায়? কারণ এই নিরুপায় প্রাণী সবদিক থেকে মৃত্যুর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ১১-২-২

BANGLADARSHAN.COM

তমেকদা তু দেবর্ষিং বসুদেবো গৃহাগতম্।
অর্চিতং সুখমাসীনমভিবাদ্যেদমব্রবীৎ॥ ১১-২-৩

একদা দেবর্ষি নারদ বসুদেবের গৃহে পদার্পণ করলেন। বসুদেব তাঁকে অভিবাদন করে উত্তম আসন দান করলেন। তিনি দেবর্ষি নারদকে যথাবিধি পূজা করলেন এবং তারপর আবার প্রণাম নিবেদন করে এই কথা বললেন। ১১-২-৩

বসুদেব উবাচ

ভগবন্ ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্বদেহিনাম্।
কৃপণানাং যথা পিত্রোরুত্তমঃশ্লোকবর্ত্মনাম্॥ ১১-২-৪

বসুদেব বললেন—সংসারে মাতাপিতার আগমন হয় পুত্রকন্যা হেতু এবং ভগবদ্মুখী আগমন হয় প্রপঞ্চে বিভ্রান্ত দীনহীনদের যথার্থ মার্গদর্শনকারী হয়ে তাদের সুখ ও মঙ্গল কামনার জন্য। কিন্তু হে মহানুভব! আপনি তো স্বয়ং ভগবন্ময় ও ভগবদস্বরূপ। আপনার বিচরণ তো সমস্ত প্রাণীর পরম-কল্যাণ হেতুই হয়ে থাকে। ১১-২-৪

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্॥ ১১-২-৫

দেবতাগণও প্রাণীদিগের পক্ষে কখনো দুঃখের কারণ আর কখনো সুখের কারণ হয়। কিন্তু আপনার মতো ভগবদপ্রেমী পুরুষ—যাঁর হৃদয়, প্রাণ, জীবন সবই ভগবদময়, তাঁর তো সকল কার্য সমগ্র প্রাণীকুলের অশেষ কল্যাণ সাধনের জন্যই সম্পন্ন হয়। ১১-২-৫

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।

ছায়েব কর্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ॥ ১১-২-৬

যে যেমনভাবে দেবতাদের ভজনা করে দেবতারাও অনুরূপ পদ্ধতিতে সেটির ফল প্রদান করেন কারণ দেবতারা কর্মের অধীন অর্থাৎ কর্মানুসারে ফল প্রদানে বাধ্য। কিন্তু যিনি সদাশয় তিনি তো দীনবৎসল হন অর্থাৎ সাংসারিক সম্পত্তিতে এবং সাধনে যারা দীনহীন তাদেরও তিনি আপন করে নেন। ১১-২-৬

ব্রহ্মংস্তথাপি পৃচ্ছামি ধর্মান্ ভাগবতাংস্তব।

যান্‌শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া মর্ত্যো মুচ্যতে সর্বতোভয়াৎ॥ ১১-২-৭

হে ব্রহ্মন্! তবুও আমরা আপনাকে সেই ধর্ম সাধন সম্বন্ধে প্রশ্ন করছি যা মানব শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করে সবদিক থেকে ভয়াবহ এই সংসার থেকে মুক্তি লাভে সক্ষম হয়। ১১-২-৭

অহং কিল পুরানন্তং প্রজার্থো ভুবি মুক্তিদম্।

অপূজয়ং ন মোক্ষায় মোহিতো দেবমায়য়া॥ ১১-২-৮

পূর্বজন্মে আমার মুক্তিদাতা ভগবানের আরাধনা কখনই নিজের মুক্তি কামনার জন্য ছিল না; তা ছিল কেবল পুত্ররূপে পাবার জন্য। আমি তখন তাঁর ভগবদলীলায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। ১১-২-৮

যথা বিচিত্রব্যসনাদ্ ভবদ্ভির্বিশ্বতোভয়াৎ।

মুচ্যেম হ্যঞ্জসৈবাদ্ধা তথা নঃ শাধি সুব্রত॥ ১১-২-৯

হে সুব্রত! এখন আমি আপনার উপদেশাভিলাষী। জন্ম-মৃত্যুরূপ এই ভয়াবহ সংসারে দুঃখও অতিশয় সুখরূপে ভাসিত হয়, মোহগ্রস্ত করে। হে সুব্রত! আপনি আমাকে পথপ্রদর্শন করুন যাতে আমি এই দুঃখ-সাগর অতিক্রম করতে পারি। ১১-২-৯

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীশুক উবাচ

রাজন্নেবং কৃতপ্রশ্নো বসুদেবেন ধীমতা।

প্রীতস্তমাহ দেবর্ষির্হরেঃ সংস্মারিতো গুণৈঃ॥ ১১-২-১০

শ্রীশুকদেব বললেন—রাজন্! বুদ্ধিমান বসুদেব ভগবানের স্বরূপ দর্শন ও গুণমাহাত্ম্য শ্রবণ অভিলাষে এই প্রশ্ন করেছিলেন। দেবর্ষি নারদ তাঁর প্রশ্ন শুনে ভগবানের অচিন্ত্য অনন্ত কল্যাণময় রূপ স্মরণ করে সেই অনুপম রূপেই তন্ময় হয়ে গেলেন। তারপর প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে তিনি বসুদেবকে বললেন। ১১-২-১০

নারদ উবাচ

সম্যগেতদ্ ব্যবসিতং ভবতা সাত্বতর্ষভ।

যৎ পৃচ্ছসে ভাগবতান্ ধর্মাংস্ত্বং বিশ্বভাবনান্॥ ১১-২-১১

নারদ বললেন—হে যদুবংশ শিরোমণি! তোমার সংকল্প মহত্তম, কারণ এটি ভাগবত সমন্ধে উত্থাপিত হয়েছে—যা সমগ্র বিশ্বের প্রাণসম ও পরম পবিত্র। ১১-২-১১

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।

সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥ ১১-২-১২

হে বসুদেব! এই ভাগবতধর্ম এমন এক বস্তু যা কর্ণে শ্রবণ করলে, বাণীর দ্বারা উক্ত করলে, চিত্তে স্মরণ করলে, হৃদয় দ্বারা স্বীকার করলে অথবা এর পালনকারীর কার্য অনুমোদন করলে মানব তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়। এই কথা ভগবান এবং সমগ্র জগতের দ্রোহীর পক্ষেও প্রযোজ্য। ১১-২-১২

ত্বয়া পরমকল্যাণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।

স্মারিতো ভগবানদ্য দেবো নারয়ণো মম॥ ১১-২-১৩

যাঁর গুণ, লীলা এবং নামাদির শ্রবণ-কীর্তন পতিতেরও পাবনকারী, সেই কল্যাণস্বরূপ আমার আরাধ্য দেবতা ভগবান নারায়ণের কথা তুমি আজ স্মরণ করিয়াছ। ১১-২-১৩

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।

আর্ষভাণাং চ সংবাদং বিদেহস্য মহাত্মনঃ॥ ১১-২-১৪

হে বসুদেব! তোমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের প্রসঙ্গে সাধুসন্তরা এক প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখ করে থাকেন। সেই প্রসঙ্গটি মহাত্মা ঋষভের পুত্র নয়জন-যোগীশ্বর ও মহাত্মা বিদেহর শুভ সংবাদরূপে প্রসিদ্ধ। ১১-২-১৪

প্রিয়ব্রতো নাম সুতো মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য যঃ।

তস্যাগ্নীধ্রস্ততো নাভির্ঋষভস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ॥ ১১-২-১৫

তুমি জান যে স্বায়ম্ভুব মনুর এক প্রসিদ্ধ পুত্র ছিলেন প্রিয়ব্রত। প্রিয়ব্রতর পুত্র আগ্নীধ্র, আগ্নীধ্রর পুত্র নাভি এবং নাভির পুত্র হলেন ঋষভ। ১১-২-১৫

তমাহুর্বাসুদেবাংশং মোক্ষধর্মবিবক্ষয়া।

অবতীর্ণং সুতশতং তস্যাসীদ্ ব্রহ্মপারগম্॥ ১১-২-১৬

শাস্ত্রে তাঁকে ভগবান বাসুদেবের অংশ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মোক্ষধর্মের উপদেশ দান হেতু তিনি অবতার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শতপুত্র ছিল যাঁরা সকলেই বেদপারদর্শী বিদ্বান ছিলেন। ১১-২-১৬

BANGLADARSHAN.COM

তেষাং বৈ ভরতো জ্যেষ্ঠো নারায়ণপরায়ণঃ।

বিখ্যাতং বর্ষমেতদ্ যন্নাম্না ভারতমদ্ভুতম্॥ ১১-২-১৭

পুত্রগণের জ্যেষ্ঠ হলেন রাজর্ষি ভরত। তিনি ভগবান নারয়ণের পরম অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। এই ভূমিখণ্ড–যার পূর্বে নাম ছিল 'অজনাভবর্ষ', তাঁর নামানুসারে 'ভারতবর্ষ' নামে পরিচিত হয়। এই ভারতবর্ষও এক অলৌকিক স্থান। ১১-২-১৭

স ভুক্তভোগাং ত্যক্ত্বেমাং নির্গতস্তপসা হরিম্।

উপাসীনস্তৎপদবীং লেভে বৈ জন্মভিস্ত্রিভিঃ॥ ১১-২-১৮

রাজর্ষি ভরত সমগ্র পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করে শেষে সর্বত্যাগী হয়ে বনগমন করেন এবং তপস্যা দ্বারা ভগবদারাধনায় মগ্ন হন এবং তিন জন্মে ভগবানকে লাভ করেন। ১১-২-১৮

তেষাং নব নবদ্বীপপতয়োঽস্য সমন্ততঃ।

কর্মতন্ত্রপ্রণেতার একাশীতির্দ্বিজাতয়ঃ॥ ১১-২-১৯

ভগবান ঋষভদেবের অন্য নিরানব্বই পুত্রদের মধ্যে নয় জন ভারতবর্ষের সর্ব দিকে অবস্থিত নয় দ্বীপের অধিপতি হন; অন্য একাশি জন কর্মকাণ্ড-বিদ্যার রচয়িতা ব্রাহ্মণ হয়ে গেলেন। ১১-২-১৯

নবাভবন্ মহাভাগা মুনয়ো হ্যর্থশংসিনঃ।

শ্রমণা বাতরশনা আত্মবিদ্যাবিশারদাঃ॥ ১১-২-২০

কবির্হরিরন্তরিক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ।

আবির্হোত্রোঽথ দ্রুমিলশ্চমসঃ করভাজনঃ॥ ১১-২-২১

অবশিষ্ট নয়জন সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। তাঁরা অতি ভাগ্যবান ছিলেন। আত্মবিদ্যা সম্পাদনে তাঁরা প্রভূত পরিশ্রম করেছিলেন এবং সকল বিষয়ে বর্ষিষ্ঠ ছিলেন। প্রায়শ তাঁরা দিগম্বর থাকতেন এবং সুযোগ্য ব্যক্তিদের পরমার্থের উপদেশ প্রদান করতেন। তাঁরা কবি, হরি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রমিল, চমস এবং করভাজন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১১-২-২০-২১

ত এতে ভগবদ্রূপং বিশ্বং সদসদাত্মকম্।

আত্মনোঽব্যতিরেকেণ পশ্যন্তো ব্যচরন্ মহীম্॥ ১১-২-২২

তাঁরা এই কার্য-কারণ এবং ব্যক্ত-অব্যক্ত ভগবদরূপ জগৎকে নিজ আত্মা থেকে অভিন্ন অনুভব করে পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতেন। ১১-২-২২

অব্যাহতিষ্টগতয়ঃ সুরসিদ্ধসাধ্যগন্ধর্বযক্ষনরকিন্নরনাগলোকান্।

মুক্তাশ্চরন্তি মুনিচারণভূতনাথবিদ্যাধরদ্বিজগবাং ভুবনানি কামম্॥ ১১-২-২৩

তাঁদের জন্য কোথাও কোনো বিধি-নিষেধ ছিল না। যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমনে সক্ষম ছিলেন। দেবতা, সিদ্ধ, সাধ্য-গন্ধর্ব, যক্ষ, মনুষ্য, কিন্নর ও নাগলোকে এবং মুনি, চারণ, ভূতনাথ, বিদ্যাধর, ব্রাহ্মণ এবং গোপালনের স্থানেও তাঁরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতেন। তাঁরা প্রত্যেকেই জীবন্মুক্ত ছিলেন। ১১-২-২৩

ত একদা নিমেঃ সত্রমুপজগ্মুর্যদৃচ্ছয়া।

বিতায়মানমৃষিভিরজনাভে মহাত্মনঃ॥ ১১-২-২৪

একবার এই অজনাভ বর্ষে বিদেহরাজ মহাত্মা নিমি বহু মহনীয় ঋষিগণ দ্বারা এক মহান যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন। পূর্বোক্ত নব যোগীশ্বরগণ স্বচ্ছন্দ বিচরণকালে এই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। ১১-২-২৪

BANGLADARSHAN.COM

তান্ দৃষ্ট্বা সূর্যসংকাশান্ মহাভাগবতান্ নৃপঃ।

যজমানোঽগ্নয়ো বিপ্রাঃ সর্ব এবোপতস্থিরে॥ ১১-২-২৫

হে বসুদেব! সেই যোগীশ্বরগণ ভগবানের পরম অনুরক্ত ভক্ত এবং সূর্যতম তেজস্বী ছিলেন। তাঁদের আসতে দেখে রাজা নিমি আহ্বনীয় আদি মূর্তিমান অগ্নি ও ঋত্বিজ আদি ব্রাহ্মণগণের অভ্যর্থনাকল্পে উঠে দাঁড়ালেন। ১১-২-২৫

বিদেহস্তানভিপ্রেত্য নারায়ণপরায়ণান্।

প্রীতঃ সম্পূজয়াঞ্চক্রে আসনস্থান্ যথার্হতঃ॥ ১১-২-২৬

বিদেহরাজ নিমি তাঁদের ভগবানের পরম অনুরক্ত ভক্তজ্ঞানে যথাযোগ্য আসন দান করলেন এবং প্রেমানন্দ সহযোগে তাঁদের পূর্ণ মর্যাদায় পূজা করলেন। ১১-২-২৬

তান্ রোচমানান্ স্বরুচা ব্রহ্মপুত্রোপমান্ নব।

পপ্রচ্ছ পরমপ্রীতঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ॥ ১১-২-২৭

নয় যোগীশ্বরগণ নিজ অঙ্গকান্তিতে দীপ্তিমান ছিলেন। মনে হল যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মাপুত্র সনকাদি মুনিগণের আগমন হয়েছে। রাজা নিমি বিনয়াবনত ও পরম প্রেমযুক্ত হয়ে তাঁদের প্রশ্ন করলেন। ১১-২-২৭

বিদেহ উবাচ

মন্যে ভগবতঃ সাক্ষাৎ পার্ষদান্ বো মধুদ্বিষঃ।

বিষ্ণোর্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি॥ ১১-২-২৮

বিদেহরাজ নিমি বললেন—মহাশয়! আমার অনুমান যে আপনারা অবশ্যই ভগবান মধুসূদনের পার্ষদ; কারণ ভগবানের পার্ষদগণই সংসারী প্রাণীদিগের পবিত্রকল্পে বিচরণ করে থাকেন। ১১-২-২৮

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।

তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥ ১১-২-২৯

জীবের পক্ষে মনুষ্যশরীর প্রাপ্তি অতিশয় দুর্লভ বস্তু। প্রাপ্ত হলেও প্রতিক্ষণ জীবকে মৃত্যুভয় শাসন করে, কারণ মানব শরীর নশ্বর। অতএব অনিশ্চিত মনুষ্য জীবনে ভগবানের প্রিয় ও অনুরক্ত ভক্তদের, সন্তদের দর্শন প্রাপ্তি তো আরও দুর্লভ। ১১-২-২৯

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।

সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্॥ ১১-২-৩০

অতএব ত্রিলোকপাবন মহাত্মাগণ! আমরা জানতে ইচ্ছুক যে পরম কল্যাণের বাস্তব স্বরূপ কী? এবং তার উপায়ই বা কী? এই সংসারে ক্ষণার্ধকাল সংসঙ্গও মানুষের জন্য পরম সম্পদ। ১১-২-৩০

ধর্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্।

যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপ্যজঃ॥ ১১-২-৩১

হে যোগীশ্বরসকল! যদি আপনারা আমাদের শ্রবণের উপযুক্ত পাত্র মনে করেন তাহলে কৃপাপূর্বক আমাদের ভাগবতধর্মের উপদেন দিন; কারণ তাতে জন্মাদি বিকার বিরহিত ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন এবং সেই ধর্মপালনকারী শরণাগত ভক্তদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। ১১-২-৩১

শ্রীনারদ উবাচ

এবং তে নিমিনা পৃষ্টা বসুদেব মহত্তমাঃ।

প্রতিপূজ্যাব্রুবন্ প্রীত্যা সসদস্যর্ত্বিজং নৃপম্॥ ১১-২-৩২

BANGLADARSHAN.COM

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে বসুদেব! যখন রাজা নিমি সেই ভগবদপ্রেমী সন্তদের এই প্রশ্ন করলেন তখন তাঁরা প্রেমাপ্লুত হয়ে রাজার ও তাঁর প্রশ্নের প্রতি সমাদর জ্ঞাপন করলেন এবং সভাসদ ঋষিগণসহ উপবিষ্ট রাজা নিমিকে বললেন। ১১-২-৩২

কবিরুবাচ

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।

উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ততে ভীঃ॥ ১১-২-৩৩

নবযোগীশ্বরদের মধ্যে প্রথমে কবি বললেন—রাজন্! ভক্ত হৃদয় থেকে যা কখনো অপগত হয় না সেই অচ্যুত ভগবানের চরণের সদা সতত উপাসনাই এই জগতে পরম কল্যাণযুক্ত আত্যন্তিক ক্ষেম এবং সর্বথা ভয় নিবারক—এই আমার নিশ্চিত অভিমত। দেহ-গেহ আদি তুচ্ছ অস্তিত্বহীন পদার্থে আমিত্ব জ্ঞানসম্পন্ন সত্তা এবং মমতার কারণে যাদের চিত্তবৃত্তি উদ্বিগ্ন হয়; এই উপাসনানুষ্ঠান করলে তাদের ভয়েরও পূর্ণরূপে নিবৃত্তি হয়ে যায়। ১১-২-৩৩

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।

অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥ ১১-২-৩৪

আত্মভোলা সহজ-সরল ভক্তদেরও ভগবান অতি সহজ উপায়ে সাক্ষাৎ প্রাপ্তির যে পথ নিজ শ্রীমুখে বলেছেন তাকেই 'ভাগবত ধর্ম' বলে জানবে। ১১-২-৩৪

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।

ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥ ১১-২-৩৫

রাজন্! এই ভাগবত ধর্ম অবলম্বন করলে মানুষ কখনো বিঘ্ন দ্বারা নিপীড়িত হয় না এবং নিপীলিত চক্ষু হলেও অর্থাৎ বিধি-বিধানগত ত্রুটি হলেও স্খলিত মার্গ বা পতিত হয় না অর্থাৎ চরমফল প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় না। ১১-২-৩৫

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাঽঽত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।

করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥ ১১-২-৩৬

সে কায়মনোবাক্যে ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি-অহংকার সহযোগে এক অথবা বহুজন্মের স্বভাবের বশীভূত হয়ে যা কিছু করে সব সেই পরমপুরুষ ভগবান নারায়ণের প্রীতির জন্য—এই ভাব অবলম্বন করে যেন সমস্ত তাঁকেই সমর্পণ করে। ১১-২-৩৬

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।

তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ ১১-২-৩৭

ঈশ্বর-বিমুখ প্রাণীদের তাঁরই মায়ায় নিজ স্বরূপের বিস্মৃতি হয়ে যায় তাদের 'আমি দেবতা', 'আমি মানুষ' এইরূপ ভ্রম-বৈপরীত্য হয়ে যায়। এই দেহাদি বস্তুসকলের মধ্যে অভিনিবেশ ও তন্ময়তা আসার জন্য বৃদ্ধাবস্থা, মৃত্যু, রোগাদির বহু রকমের ভয় উৎপন্ন হয়। অতএব গুরুকেই আরাধ্যদেব ও পরম প্রিয়তম জ্ঞান করে অনন্য ভক্তিযুক্ত হয়ে ঈশ্বরের ভজনা করতে হয়। ১১-২-৩৭

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়োর্ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা।

তৎ কর্মসঙ্কল্পবিকল্পকং মনো বুধো নিরন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ॥ ১১-২-৩৮

রাজন্! বস্তুত ভগবান ছাড়া, আত্মা ছাড়া কোনো বস্তুর অস্তিত্বই নেই। কিন্তু অস্তিত্ব না থাকলেও এগুলিতে মনের আকর্ষণ হওয়ায়, এগুলির চিন্তাভবনার ফলে তা সত্যরূপে ভাষিত হয় যেমন স্বপ্নে স্বপ্নজাল রচনার কারণে অথবা জাগ্রত অবস্থায় বহুবিধ মনোরথ কালে এক অপূর্ব সৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হয়। অতএব বিবেক-বিচারসম্পন্ন ব্যক্তির এই কাম্য হওয়া উচিত যে সাংসারিক কর্মতে সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনকে সে রোধ করবে, সংযত করবে। এইভাবেই সেই অভয়পদ পরমাত্মাকে লাভ করতে পারবে। ১১-২-৩৮

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্মাণি চ যানি লোকে।

গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥ ১১-২-৩৯

BANGLADARSHAN.COM

জগতে ভগবানের জন্ম এবং লীলাবৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় বহু মঙ্গলময় গাথা প্রচলিত আছে। সেই সব গাথা সকলেরই শ্রবণ-কীর্তন আবশ্যক। ভগবানের গুণ ও লীলার স্মরণ দান নিমিত্ত ভগবানের বহুনামও বহুজনবিদিত। লজ্জা সংকোচ ত্যাগ করে সেই নামেরও শ্রবণ-কীর্তন আবশ্যক। এইভাবে কোনো বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ বস্তু ও বিশেষ স্থানের উপর আসক্তি না রেখে অনাসক্ত জীবন-যাপনেই মঙ্গল নিহিত। ১১-২-৩৯

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ১১-২-৪০

এইরূপ নির্মল ব্রত ও নিয়ম পালনকারীর হৃদয়ে পরম প্রিয়তম প্রভুর নাম সংকীর্তনের প্রভাবে অনুরাগ ও প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়। তার চিত্ত দ্রবিত হয়। তখন সে সাধারণ স্তর থেকে উচ্চে অবস্থান করে। সে লোকমানিতা ও ধারণার ঊর্ধ্বে উঠে যায়। দম্ভপূর্বক নয়, স্বভাবে মত্ত হয়ে সে কখনো উচ্চ-হাস্যে প্রবৃত্ত হয় আবার কখনো সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ভগবানের নামগান করে আবার কখনো উচ্চ-হাস্যে প্রবৃত্ত হয় আবার কখনো সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ভগবানের নামগান করে আবার কখনো মধুর স্বরে তাঁর গুণকীর্তনে তন্ময় হয়ে যায়। আবার কখনো সে প্রিয়তমকে দৃষ্টিপথে দৃশ্যমান অনুভব করে তাঁর প্রীতিকল্পে নৃত্যশীল হয়ে ওঠে। ১১-২-৪০

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীং চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।

সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥ ১১-২-৪১

রাজন্! এই আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, প্রাণী, দিকসমূহ, বৃক্ষ-বিটপী, নদী-সমুদ্র সব কিছুই ভগবানের চিন্ময় শরীর। সকলরূপেই ভগবান সম্মুখে উপস্থিত। এই জ্ঞানে সে তখন সম্মুখস্থ বস্তুকে স্থাবর-জঙ্গম জ্ঞান ব্যতিরেকে অনন্যভাবে ভগবদভাবে প্রণাম নিবেদন করে। ১১-২-৪১

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।

প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥ ১১-২-৪২

ভোক্তার তুষ্টি, পুষ্টি সঞ্চারণ ও ক্ষুধার নিবৃত্তি প্রত্যেক গ্রাসেই যুগপৎ হতে দেখা যায়। তেমনভাবেই শরণাগত ভক্ত যখন ঈশ্বর উদ্দেশে ভজন-কীর্তনে প্রবৃত্ত হয় তখন তার ভাগবতপ্রেম, নিজ প্রেমাস্পদ প্রভুর স্বরূপের অনুভূতি ও অন্য বস্তুর উপর বৈরাগ্যের আগমন প্রতিক্ষণেই এক সঙ্গে হতে থাকে। ১১-২-৪২

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।

ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজং স্ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ॥ ১১-২-৪৩

রাজন্! এইভাবে ক্ষণে ক্ষণে স্ফুরিত প্রতিটি বৃত্তির দ্বারা যে ভগবানের চরণকমলের ভজনা করে, তার ভগবানের উপর প্রেমভক্তি, সংসার-বৈরাগ্য ও নিজ প্রিয়তম ভগবানের স্বরূপের বিকাশ—এই সকলের প্রাপ্তি অবশ্যই হয়। সে ভাগবত অবস্থা প্রাপ্ত করে এবং এই অবস্থায় সে পরমশান্তি অনুভব করতে থাকে। ১১-২-৪৩

রাজোবাচ

অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্মো যাদৃশো নৃণাম্।

যথা চরতি যদ্ ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ॥ ১১-২-৪৪

রাজা নিমি প্রশ্ন করলেন হে যোগীশ্বর! এবার আপনি অনুগ্রহ করে ভগবদ্ভক্তের লক্ষণগুলি বলুন। তার ধর্ম কী? এবং স্বভাবই বা কেমন হয়? তার ব্যবহারিক আচরণ কিরূপ হয়? কী সে বলে থাকে? এবং সে কোন্ বিশেষ লক্ষণ হেতু ভগবানের প্রিয়পাত্র হয়? ১১-২-৪৪

BANGLADARSHAN.COM

হরিরুবাচ

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।

ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ১১-২-৪৫

এবারে নবযোগীশ্বরদের মধ্যে দ্বিতীয় যোগীশ্বর শ্রীহরি বললেন—রাজন্! আত্মস্বরূপ ভগবান সমস্ত প্রাণীদের আত্মারাম, নিয়ামকরূপে বর্তমান। যে কোথাও বৈষম্যের অনুভব করে না, সর্বত্র পরিপূর্ণ একমাত্র ভগবৎসত্তাকেই দর্শন করে থাকে এবং সমস্ত প্রাণী ও সমস্ত পদার্থের আত্মস্বরূপ ভগবানেই আধেয়রূপে অথবা অধ্যস্তরূপে বর্তমান প্রত্যক্ষ করে অর্থাৎ বাস্তবে সবই ভগবৎস্বরূপই—এইরূপ যার অনুভব, তাকে ভগবানের পরমপ্রেমী উত্তম ভাগবতরূপে বিবেচনা করাই যথোচিত। ১১-২-৪৫

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।

প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥ ১১-২-৪৬

যে ভগবানে প্রেম, তাঁর ভক্তে মিত্রতা, দুঃখী ও অজ্ঞান ব্যক্তিতে কৃপা এবং ভগবদ্-দ্বেষীতে উপেক্ষা ভাব রাখে সে মধ্যম শ্রেণীর ভাগবত। ১১-২-৪৬

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।

ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ ১১-২-৪৭

এবং যে ভগবানের অর্চ্যবিগ্রহ মূর্তি আদির পূজা শ্রদ্ধা সহকারে করে কিন্তু ভগবদ্ভক্ত অথবা অন্যদের বিশেষ সেবাশুশ্রূষা করে না, সে সাধারণ শ্রেণীর ভাগবত। ১১-২-৪৭

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।

বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ১১-২-৪৮

যে শ্রোত্র-নেত্রাদি ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা শব্দ-রূপাদি বিষয়সকল গ্রহণ করে কিন্তু নিজ ইচ্ছার প্রতিকূল বিষয় সকলের প্রতি দ্বেষভাব পোষণ করে না এবং অনুকূল বিষয় সকলের প্রাপ্তিতে হর্ষিত হয় না–তার এই বোধ সদা জাগ্রত থাকে যে, সকলই ভগবানের মায়া। সেই পুরুষই উত্তম ভাগবত। ১১-২-৪৮

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ॥ ১১-২-৪৯

জন্ম-মৃত্যু, ক্ষুধা-পিপাসা, শ্রম-কষ্ট, ভয় ও তৃষ্ণা–এই সবই সংসার-ধর্মের সহগামী। এগুলির প্রভাব যথাক্রমে শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির উপর পড়ে থাকে। যে পুরুষ ভগবানের মননে এমনভাবে তন্ময় থাকে যাতে এই সকলের প্রভাবে সে মোহিত হয় না অথবা পরাভূত হয় না, সেই উত্তম ভাগবত। ১১-২-৪৯

ন কামকর্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ১১-২-৫০

যার মনে বিষয়ভোগ লালসা, কর্ম প্রবৃত্তি এবং এই সবের মূল–বাসনার আবির্ভাব হয় না, যে একমাত্র ভগবান বাসুদেবের ভাবে বিরাজ করে–সেই উত্তম ভগবদ্ভক্ত। ১১-২-৫০

ন যস্য জন্মকর্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥ ১১-২-৫১

যার শরীরে না আছে সৎকুলে জন্ম ও তপস্যাদির জন্য গর্ব, না আছে জাতি বর্ণাশ্রমজনিত অহংকার–সে অবশ্যই ভগবানের প্রিয় ভক্ত। ১১-২-৫১

BANGLADARSHAN.COM

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ১১-২-৫২

যে ধনসম্পত্তি অথবা দেহাদিতে আপন-পর ভাব বিরহিত হয়ে সমস্ত বস্তুতে সম-স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করে অর্থাৎ সমভাব রাখে এবং কোনো বিশেষ ঘটনা অথবা সংকল্প হেতু বিক্ষিপ্ত না হয়ে শান্তভাবে বিরাজ করে, সে ভগবানের উত্তম ভক্ত। ১১-২-৫২

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥ ১১-২-৫৩

রাজন্! দেবশ্রেষ্ঠগণ ও মহাত্মা মুনি-ঋষিগণ নিজ অন্তঃকরণকে ভগবন্ময় করে যাঁতে সতত অন্বেষণ করে থাকেন–ভগবানের পাদপদ্মের স্মরণ-মনন থেকে যিনি ক্ষণার্ধ-পলার্ধও বিচ্যুত হন না এবং নিরন্তর সেই পাদপদ্মের সামীপ্য ও সেবায় যুক্ত থাকেন; কেউ তাঁকে ত্রিভুবনের রাজলক্ষ্মী প্রদান করলেও তাঁর ভগবদস্মরণের রেশ বাধাপ্রাপ্ত হয় না এবং তিনি রাজলক্ষ্মীর প্রতি অভিনিবিষ্ট হন না, এমন পুরুষই বাস্তবে ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে অগ্রগণ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ। ১১-২-৫৩

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখানখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ॥ ১১-২-৫৪

রাসলীলা কালে নৃত্যগীত পাদবিন্যাসকারী নিখিল সৌন্দর্য মাধুর্যমূর্তি ভগবানের চরণের অঙ্গুলি-নখ মণিচন্দ্রিকাতে যে সকল শরণাগত ভক্তদের হৃদয়ের বিরহজনিত সন্তাপ একবার দূরীভূত হয়েছে, তাঁদের হৃদয়ে সেই বিরহজনিত সন্তাপের পুনরাগমন কিরূপে সম্ভব! চন্দ্রোদয় হওয়ার পর কি কখনো সূর্যের তাপের অনুভূতি হয়? ১১-২-৫৪

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।

প্রণয়রশনয়া ঘৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥ ১১-২-৫৫

অনিচ্ছায় নামোচ্চারণ করলেও সম্পূর্ণ অঘরাশি বিনাশকারী স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি ভক্তহৃদয় ক্ষণকালের জন্যও ত্যাগ করেন না তাঁর চরণকমলযুগল যে প্রেমরজ্জুতে বাঁধা। বস্তুত এইরূপ পুরুষই ভক্তদের মধ্যে অগ্রগণ্য। ১১-২-৫৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

তৃতীয় অধ্যায়

মায়া, মায়া অতিক্রমণের উপায় এবং ব্রহ্ম ও কর্মযোগের নিরূপণ

রাজোবাচ

পরস্য বিষ্ণোরীশস্য মায়িনামপি মোহিনীম্।

মায়াং বেদিতুমিচ্ছামো ভগবন্তো ব্রুবন্তু নঃ॥ ১১-৩-১

BANGLADARSHAN.COM

রাজা নিমি জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্! সর্বশক্তিমান পরমকারণ বিষ্ণুভগবানের মায়া বড় বড় মায়াবীদেরও মোহিত করে, কেউ তাকে চিনতেও পারে না। অতএব এখন আমি সেই মায়ার স্বরূপকে জানতে ইচ্ছুক, আপনারা কৃপা করে বলুন। ১১-৩-১

নানুতৃপ্যে জুষন্ যুষ্মদ্‌বচো হরিকথামৃতম্।

সংসারতাপনিস্তপ্তো মর্ত্যস্তত্তাপভেষজম্॥ ১১-৩-২

হে যোগীশ্বরগণ! আমি এক মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ। জগতের তাপরাজি আমাকে বহুদিন ধরে সন্তপ্ত করেই চলেছে। আপনারা যে ভগবদকথামৃত পান করাচ্ছেন তা সেই তাপরাজিকে নিবৃত্ত করবার ঔষধি; আপনাদের এই বাণী সেবনে আমি এখনও পরিতৃপ্ত হতে পারিনি। আপনারা অনুগ্রহ করে আরও বলুন। ১১-৩-২

অন্তরিক্ষ উবাচ

এভির্ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর্মহাভুজ।

সসর্জোচ্চাবচান্যাদ্যঃ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে॥ ১১-৩-৩

এবার তৃতীয় যোগীশ্বর শ্রীঅন্তরিক্ষ বললেন—রাজন্! আদি পুরুষ পরমাত্মা যে শক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ ভূতের কারণ হন এবং তাদের বিষয়ভোগ ও মোক্ষসিদ্ধির জন্য অথবা নিজ উপাসকগণের উৎকৃষ্ট সিদ্ধির জন্য স্বনির্মিত পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার দেব, মনুষ্যাদি শরীর সৃষ্টি করেন, তাকেই মায়া বলা হয়। ১১-৩-৩

এবং সৃষ্টানি ভূতানি প্রবিষ্টঃ পঞ্চধাতুভিঃ।

একধা দশধাঽঽত্মানং বিভজঞ্জুষতে গুণান্॥ ১১-৩-৪

এইভাবে পঞ্চভূত দ্বারা নির্মিত সকল প্রাণীর শরীরে অন্তর্যামীরূপে তাঁর প্রবেশ হয় এবং তিনি স্বয়ং মনরূপে ও তারপর পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়—এই দশ ভাগে বিভক্ত হয়ে তাদের বিষয় ভোগে লিপ্ত করান। ১১-৩-৪

গুণৈর্গুণান্ স ভুঞ্জান আত্মপ্রদ্যোতিতৈঃ প্রভুঃ।

মন্যমান ইদং সৃষ্টমাত্মানমিহ সজ্জতে॥ ১১-৩-৫

অন্তর্যামী দ্বারা প্রকাশিত ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা যুক্ত দেহাভিমানী জীব তখন বিষয় ভোগে লিপ্ত হয় এবং এই পঞ্চভূত দ্বারা নির্মিত শরীরাদিকে আত্মা অর্থাৎ নিজ স্বরূপ ভেবে তাতেই আসক্ত হয়ে পড়ে—এটিই হল ভগবানের মায়া। ১১-৩-৫

কর্মাণি কর্মভিঃ কুর্বন্ সনিমিত্তানি দেহভৃৎ।

তত্তৎ কর্মফলং গৃহ্ণন্ ভ্রমতীহ সুখেতরম্॥ ১১-৩-৬

ফলের কামনা পোষণ করে জীব কর্মেন্দ্রিয়ের সাহার্যে কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই কর্ম অনুসারে শুভর ফল সুখ ও অশুভর ফল দুঃখ ভোগ করতে থাকে এবং শরীরধারীরূপে জগতে পরিভ্রমণ করে—এটিই হল ভগবানের মায়া। ১১-৩-৬

ইত্থং কর্মগতীর্গচ্ছন্ বহ্বভদ্রবহাঃ পুমান্।

আভূতসম্প্লবাৎ সর্গপ্রলয়াবশ্নুতেঽবশঃ॥ ১১-৩-৭

এইরূপে জীব বহু অমঙ্গলজনিত কর্মগতি ও তার ফলে যুক্ত হয় এবং মহাভূতের প্রলয় পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যু চক্রে ক্রমাগত আবর্তিত হতেই থাকে—এটিই হল ভগবানের মায়া। ১১-৩-৭

ধাতূপপ্লব আসন্নে ব্যক্তং দ্রব্যগুণাত্মকম্।

অনাদিনিধনঃ কালো হ্যব্যক্তায়াপকর্ষতি॥ ১১-৩-৮

পঞ্চভূতের প্রলয়কাল উপস্থিত হলে অনাদি অনন্ত কাল, স্থূল ও সূক্ষ্মে বিভাজিত বস্তু ও গুণসকলকে অর্থাৎ ব্যক্ত-সৃষ্টিকে মূল-কারণ অব্যক্ত অভিমুখে আকর্ষণ করে—এটিই হল ভগবানের মায়া। ১১-৩-৮

BANGLADARSHAN.COM

শতবর্ষা হ্যনাবৃষ্টির্ভবিষ্যত্যুল্বণা ভুবি।

তৎকালোপচিতোষ্ণার্কো লোকাংস্ত্রীন্ প্রতপিষ্যতি॥ ১১-৩-৯

সেই সময় ধরণীর উপর শতবর্ষব্যাপী ভয়াবহ খরা হয়, অনাবৃষ্টিতে সব রুক্ষ-শুষ্ক হয়ে যায়; প্রলয়কালের শক্তিতে সূর্যের উষ্ণতা ততোধিক বাড়ে ও ত্রিভুবনকে পরিতপ্ত করতেই থাকে—এটিই হল ভগবানের মায়া। ১১-৩-৯

পাতালতলমারভ্য সঙ্কর্ষণমুখানলঃ।

দহন্নূর্ধ্বশিখো বিষ্বগ্ বর্ধতে বায়ুনেরিতঃ॥ ১১-৩-১০

তখন শেষনাগ সংকর্ষণের মুখ দিয়ে অগ্নির প্রচণ্ড লেলিহান শিখা নির্গত হয় এবং বায়ুর প্রেরণায় সেই অগ্নিশিখা পাতাললোক থেকে দাহন আরম্ভ করে আরও ভয়ানক বিশাল কলেবর ধারণ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে—এটিই হল ভগবানের মায়া। ১১-৩-১০

সাংবর্তকো মেঘগণো বর্ষতি স্ম শতং সমাঃ।

ধারাভির্হস্তিহস্তাভির্লীয়তে সলিলে বিরাট্॥ ১১-৩-১১

তারপর শতবর্ষব্যাপী খরা ও অনাবৃষ্টি সৃষ্ট প্রলয়কারী সংবর্তক মেঘরাশি হস্তিশুড়সম কলেবর যুক্ত জলধারায় শতবর্ষব্যাপী বৃষ্টিপাত করে থাকে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তখন জলমগ্ন হয়ে পড়ে—এটিই হল ভগবানের মায়া। ১১-৩-১১

ততো বিরাজমুৎসৃজ্য বৈরাজঃ পুরুষো নৃপ।

অব্যক্তং বিশতে সূক্ষ্মং নিরিন্ধন ইবানলঃ॥ ১১-৩-১২

হে রাজন্! ইন্ধন শেষ হয়ে যাওয়ায় যেমন অগ্নি নির্বাপণ হয়, তেমনই বিরাট-পুরুষ ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড-শরীর ত্যাগ করে সূক্ষ্ম অব্যক্ত রূপে লীন হয়ে যান—এটিই হল ভগবানের মায়া। ১১-৩-১২

বায়ুনা হৃতগন্ধা ভূঃ সলিলত্বায় কল্পতে।

সলিলং তদ্ধৃতরসং জ্যোতিষ্ট্বায়োপকল্পতে॥ ১১-৩-১৩

বায়ু পৃথিবীর গন্ধকে শোষণ করে নিলে সেটি জলে পরিণত হয় এবং সেই বায়ুই জলের আর্দ্রতাকেও শোষণ করে নেয় যার ফলে জল তার উপাদান-কারণ অগ্নিতে পরিণত হয়—এটিই হল ভগবানের মায়া। ১১-৩-১৩

হৃতরূপং তু তমসা বায়ৌ জ্যোতিঃ প্রলীয়তে।

হৃতস্পর্শোঽবকাশেন বায়ুর্নভসি লীয়তে॥ ১১-৩-১৪

অন্ধকার অগ্নির স্বরূপকে হরণ করে নিলে অগ্নি বায়ুতে লীন হয়ে যায় এবং যখন অবকাশরূপ আকাশ বায়ুর স্পর্শশক্তিকে হরণ করে তখন তা আকাশে লীন হয়ে যায়—এটিই হল ভগবানের মায়া। ১১-৩-১৪

কালাত্মনা হৃতগুণং নভ আত্মনি লীয়তে।

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ সহ বৈকারিকৈর্নৃপ।

প্রবিশন্তি হ্যহঙ্কারং স্বগুণৈরহমাত্মনি॥ ১১-৩-১৫

রাজন্! তদনন্তর কালরূপ ঈশ্বর আকাশের শব্দগুণকে হরণ করে, ফলে সেটি তামস অহংকারে লীন হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়-নিচয় ও বুদ্ধি রাজস অহংকারে লীন হয়। মন সাত্ত্বিক অহংকার থেকে উৎপন্ন দেবতাসহ সাত্ত্বিক অহংকারে প্রবেশ করে ও নিজ ত্রিপাদ কার্যসহ অহংকার মহত্তত্ত্বে লীন হয়। মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি ব্রহ্মে লীন হয়। তারপর এর বিপরীত অনুক্রম পুনরায় সৃষ্টির আরম্ভ হয়—এটিই হল ভগবানের মায়া। ১১-৩-১৫

এষা মায়া ভগবতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণী।

ত্রিবর্ণা বর্ণিতাস্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ১১-৩-১৬

এই হল সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী ত্রিগুণময়ী মায়া। এটির বিশদভাবে বর্ণনা করা হল। এরপর আর কী শুনতে চাও? ১১-৩-১৬

BANGLADARSHAN.COM

রাজোবাচ

যথৈতামৈশ্বরীং মায়াং দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ।

তরন্ত্যঞ্জঃ স্থূলধিয়ো মহর্ষ ইদমুচ্যতাম্॥ ১১-৩-১৭

রাজা নিমি বললেন—মহর্ষি! যাঁরা নিজ মনকে বশীভূত করতে সক্ষম হননি তাদের পক্ষে ভগবানের এই মায়ার রাজ্যকে অতিক্রম করা অতি কঠিন। আপনি অনুগ্রহ সহকারে বলুন যে, যারা শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি নিবেশ করে ও যাদের জ্ঞান সীমিত তারাও অনায়াসে একে পার করতে কেমন করে সক্ষম হবে? ১১-৩-১৭

প্রবুদ্ধ উবাচ

কর্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।

পশ্যেৎ পাকবিপর্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্॥ ১১-৩-১৮

এইবার চতুর্থ যোগীশ্বর প্রবুদ্ধ বললেন—রাজন্! স্ত্রী-পুরুষে পরস্পর আসক্ত এবং অন্যান্য বন্ধনাদিতে আবদ্ধ জীব সুখ প্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তি হেতু বড়-বড় কর্ম করে থাকে। যে মায়াকে অতিক্রম করতে ইচ্ছুক তার অবশ্য বিচার্য এই যে, তার কৃত কর্মফল কীভাবে তার প্রতিকূল হয়ে যাচ্ছে! সুখনিমিত্ত কৃতকর্ম দুঃখানুভূতি আনছে আর দুঃখ নিবৃত্তির পরিবর্তে ক্রমাগত দুঃখ বেড়েই চলেছে। ১১-৩-১৮

নিত্যার্তিদেন বিত্তেন দুর্লভেনাত্মমৃত্যুনা।

গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ॥ ১১-৩-১৯

ধন-সম্পদের কথা বিচার করা হোক। তা তো উত্তরোত্তর দুঃখ বৃদ্ধি করতেই থাকে। ধন-সম্পদ একত্র করাও কঠিন আর যদি কোনো পথে তার প্রাপ্তিও ঘটে তখন তা আত্মার পক্ষে মৃত্যুস্বরূপই হয়। যে এর মোহজালে আটকা পড়ে সে আত্মবিস্মৃত হয়। অতএব ধন-সম্পত্তির মতন গৃহ-পুত্র, আত্মীয়স্বজন, পশুধন সবই অনিত্য ও অশাশ্বত। এইসবের প্রাপ্তি কী কখনো সুখ-শান্তি প্রদানে সক্ষম? ১১-৩-১৯

এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্মনির্মিতম্।
সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্তিনাম্॥ ১১-৩-২০

অতএব মায়া অতিক্রমণেচ্ছুর এই বোধ থাকা আবশ্যক যে মৃত্যুর ওপারের লোক-পরলোকাদিও এমনই অনিত্য ও অশাশ্বত; কারণ ইহলোকের বস্তুসকলসম সেগুলিও সীমিত কর্মের সীমিত ফল মাত্রই। সেখানেও রাজন্যবর্গদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অথবা প্রীতি-বিদ্বেষ ভাব বর্তমান; নিজের চাইতে অধিক ঐশ্বর্যশালী অথবা সুখভোগকারীর প্রতি ছিদ্রান্বেষণ ও ঈর্ষা-দ্বেষভাব থাকে, অপেক্ষাকৃত কম সুখী ও ঐশ্বর্যশালীর প্রতি তাচ্ছিল্লভাব থাকে এবং কর্মফল ভোগের পর সেখান থেকে পতন অনিবার্য হয়, তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সেখানেও বিনাশের ভীতি তাকে চিন্তাগ্রস্ত করে। ১১-৩-২০

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ ১১-৩-২১

অতএব পরম কল্যাণ প্রাপ্তিতে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসুর গুরুদেবের শরণাগত হওয়া বাঞ্ছনীয়। উৎকৃষ্ট গুরুদেব তিনিই, যিনি শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদপারদর্শী হওয়ায় সঠিকভাবে বিদ্যাদানে সক্ষম। তাঁর পরব্রহ্মে নিষ্ঠাযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানীও হওয়া প্রয়োজন যাতে তিনি নিজ অনুভবে অর্জিত রহস্য কথা বিতরণ করতে সমর্থ হন। চিত্ত তাঁর শান্ত হওয়া কাম্য; ব্যবহারিক প্রপঞ্চতে তাঁর বিশেষ প্রবৃত্তি থাকবে না। ১১-৩-২১

তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥ ১১-৩-২২

জিজ্ঞাসুর পক্ষে নিজ গুরুদেবকে পরম প্রিয়তম আত্মা ও ইষ্টদেব জ্ঞান রাখা কাম্য। কপটতা বিরহিতভাবে গুরুদেবের সেবা করা কর্তব্য। সাধুসঙ্গ লাভ করে তার ভাগবতধর্ম ভক্তিভাবের সাধনসমূহের পালন করা বিধেয়। এইরূপ সাধনে সর্বাত্মা ভগবান প্রসন্ন হন। ১১-৩-২২

সর্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গং চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ং চ ভূতেষ্বদ্ধা যথোচিতম্॥ ১১-৩-২৩

প্রথমেই শরীর, সন্তান আদির উপর যাতে মন আকৃষ্ট না হয় সেটির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তারপর শিক্ষণীয় ভগবদভক্তগণের উপর প্রেমভাব আসা। এরপর প্রয়োজন প্রাণীজগতের উপর যথাযোগ্য দয়া, মৈত্রী ও নিষ্কপট বিনয় ভাব আসা। ১১-৩-২৩

শৌচং তপস্তিতিক্ষাং চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসাং চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ॥ ১১-৩-২৪

মৃত্তিকা-জল সহযোগে বাহ্য শরীরের শুদ্ধি, ছলচাতুরি ইত্যাদি বর্জনের দ্বারা অন্তরের শুদ্ধি কাম্য। নিজ ধর্মের পালন, সহ্যশক্তি বৃদ্ধি, মৌন ধারণ, স্বাধ্যায়, সরলতা, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা ও শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ আদি দ্বন্দ্বে হর্ষ-বিষাদ থেকে মুক্ত থাকা –এই সবের শিক্ষা আবশ্যক। ১১-৩-২৪

সর্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্।
বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ॥ ১১-৩-২৫

সর্বত্র অর্থাৎ সমস্ত দেশ, কাল ও বস্তুতে চৈতন্যরূপে আত্মা ও নিয়ামকরূপে ঈশ্বরকে দর্শন করা, নির্জন-স্থানে বসবাস, এই আমার নিকেতন এই ভাব বর্জন, গৃহস্থ হলে পবিত্র বস্ত্র ধারণে ও ত্যাগী হলে প্রারব্ধানুসারে প্রাপ্ত ছিন্ন-জীর্ণ বস্ত্র ধারণে সন্তোষ ধারণ –এই সবের শিক্ষা আবশ্যক। ১১-৩-২৫

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।
মনোবাক্কর্মদণ্ডং চ সত্যং শমদমাবপি॥ ১১-৩-২৬

BANGLADARSHAN.COM

ঈশ্বর প্রাপ্তির মার্গ দর্শনকারী শাস্ত্রসকলের উপর শ্রদ্ধা আনয়ন এবং অন্য কোনো শাস্ত্র নিন্দা থেকে বিরত থাকা, প্রাণায়াম দ্বারা মনের, মৌন দ্বারা বাণীর, বাসনারাহিত্য অভ্যাস দ্বারা কর্ম সংযম, সত্যভাষণ, ইন্দ্রিয় সংযম এবং মনকে বহির্মুখ হতে না দেওয়া –এই সবের শিক্ষা আবশ্যক। ১১-৩-২৬

শ্রবণং কীর্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্মণঃ।
জন্মকর্মগুণানাং চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্॥ ১১-৩-২৭

রাজন্! ভগবানের লীলার ব্যাপ্তি অনুপম সৌন্দর্যসম্পন্ন। তাঁর জন্ম-কর্ম-গুণ সর্বত্রে দিব্য ভাব। তাঁর লীলার শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যান অতি আবশ্যক; শারীর চেষ্টাসকলও যাতে ভগবদ্ উদ্দেশে নিবেদিত হয়–এই শিক্ষাও আবশ্যক। ১১-৩-২৭

ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্॥ ১১-৩-২৮

যজ্ঞ, দান, জপ, তপ, সদাচার পালন এবং স্ত্রী, পুত্র, সম্পদ, জীবন-প্রাণ আদি প্রিয় বস্তু সমুদায় –সর্বস্ব ভগবানের চরণে যথাযথভাবে নিবেদন করতে হবে। ১১-৩-২৮

এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্।
পরিচর্যাং চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু॥ ১১-৩-২৯

সাধু-সন্তগণ–যারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজ আত্মা এবং স্বামীরূপে সাক্ষাৎ করেছেন, তাঁদের প্রতি প্রেম তথা স্থাবর-জঙ্গম উভয়েরই সেবা কাম্য। এদের মধ্যেও বিশেষ করে মানুষের, এবং মানুষের মধ্যেও সর্বাগ্রে পরোপকারী ব্যক্তিদের ও তদুপরিও ভগবদপ্রেমী সাধু-সন্তগণের তৎপর থাকা। ১১-৩-২৯

BANGLADARSHAN.COM

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥ ১১-৩-৩০

একত্র হয়ে ভগবানের পরমপবিত্র লীলার ভজন ও যশোকীর্তন; সাধকদের সমবেত হয়ে পরস্পরের প্রতি প্রেম-প্রীতি-সন্তুষ্টি ধারণ আবশ্যক ও প্রপঞ্চ নিবৃত্তির পথে অগ্রসর হয়ে সমভিব্যাহারে আধ্যাত্মিক শান্তি অনুভব করাই কাম্য। ১১-৩-৩০

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥ ১১-৩-৩১

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ মুহূর্তে রাশি-রাশি পাপ ভস্মসাৎ করেন। সকলে তাঁকে স্মরণ করুন ও অন্যদের স্মরণ করান। এইরূপ সাধন-ভক্তির নিরবকাশ আচরণ করলে প্রেম-ভক্তির উদয় অবশ্যম্ভাবী; সাধকগণ প্রেমোদ্রেকে তখন অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভূতি পেয়ে থাকেন। ১১-৩-৩১

ক্বচিদ্ রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥ ১১-৩-৩২

তখন তাঁদের অন্তরের অবস্থা এক বিলক্ষণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কখনো তাঁরা চিন্তা করেন–এখনও ঈশ্বর দর্শন হল না কী করি? কোথায় যাই? কাকে জিজ্ঞাসা করি? কে আমাকে ঈশ্বর দর্শন করাবে? এইভাবে চিন্তা করতে করতে কখনো তাঁরা বেদনাকুল হয়ে পড়েন আর কখনো ভগবানের লীলার রসে আপ্লুত হয়ে হাস্য কৌতুকে প্রবৃত্ত হন এই মনে করে যে, পরম ঐশ্বর্যশালী ভগবান গোপীদের ভয়ে আত্মগোপন করে আছেন। কখনো তাঁরা তাঁর প্রেম-দর্শনানুভূতিতে আনন্দমগ্ন হয়ে যান আর কখনো লোকাতীত অনুভূতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবানের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হন। কখনো তাঁর প্রীতির জন্য যেমন তাকে শুনিয়ে গুণকীর্তন শুরু করেন আর কখনো নৃত্য সহযোগে তাঁকে বিনোদনের চেষ্টা করেন। কখনো তাঁর অনুপস্থিতি অনুভব করে তাঁকে ইতস্তত অন্বেষণ করেন আর কখনো তাঁর উপস্থিতি অনুভব করে তাঁর সন্নিধানে লীন থেকে পরমশান্তি অনুভব করেন ও নীরব হয়ে যান। ১১-৩-৩২

ইতি ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।

নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্॥ ১১-৩-৩৩

রাজন্! এইভাবে তাঁর কৃপায় ভাগবতধর্মের শিক্ষাগ্রহণকারীর প্রেম-ভক্তির প্রাপ্তি হয়ে যায় এবং ভক্ত ভগবান নারায়ণ পরায়ণ হয়ে সেই মায়ার গণ্ডি অনায়াসে পার হয়ে যায়—যার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অতি কঠিন হয়ে থাকে। ১১-৩-৩৩

রাজোবাচ

নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।

নিষ্ঠামর্হথ নো বক্তুং যূয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ॥ ১১-৩-৩৪

রাজা নিমি বললেন—হে মহর্ষিগণ! আপনারা পরমাত্মায় স্বরূপজ্ঞাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অতএব আমায় অনুগ্রহ করে বলুন যে যাঁকে 'নারায়ণ' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে—সেই পরমাত্মার স্বরূপ কেমন? ১১-৩-৩৪

পিপ্পলায়ন উবাচ

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্ বহিশ্চ।

দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র॥ ১১-৩-৩৫

এইবার পঞ্চম যোগীশ্বর শ্রীপিপ্পলায়ন বললেন—রাজন্! যিনি এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ের নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ, সৃষ্টি ও স্রষ্টা উভয়ই—কিন্তু স্বয়ং কারণ বিরহিত; যিনি স্বপ্ন, জাগ্রত ও সুষুপ্তি অবস্থাসকলে সাক্ষীরূপে বিদ্যমান এবং সমাধি অবস্থাতেও যাঁর স্থিতি একরস; যাঁর সত্তাতে উৎকর্ষ লাভ করে শরীর, ইন্দ্রিয়নিচর, প্রাণ এবং অন্তঃকরণ নিজ নিজ কর্ম সম্পাদনে সমর্থ হয়—সেই পরম সত্য বস্তুকে তুমি নারায়ণ জ্ঞান করবে। ১১-৩-৩৫

নৈতন্মনো বিশতি বাগুত চক্ষুরাত্মা প্রাণেন্দ্রিয়াণি চ যথানলমর্চিষঃ স্বাঃ।

শব্দোঽপি বোধকনিষেধতয়াত্মমূলমর্থোক্তমাহ যদৃতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ॥ ১১-৩-৩৬

অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নিকে প্রকাশিত অথবা দহন করতে সক্ষম নয়, তেমনই সেই পরমতত্ত্বে—আত্মস্বরূপে না থাকে মনের গতির না থাকে বাণীর শক্তি; নেত্র তাকে দেখতে এবং বুদ্ধি তাকে চিন্তা করতে অক্ষম হয়; প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সকল তার নাগাল পায় না। 'নেতি নেতি'—ইত্যাদি শ্রুতির শব্দাবলির দ্বারাও 'এটিই পরমাত্মার স্বরূপ'—তার বর্ণনা করা হয় না, বরং ঈশ্বরলাভের উদ্দেশে যে সকল সাধনার কথা বলা হয়, তার নিষেধজ্ঞাপনপূর্বক সেই বর্ণনার মূল লক্ষ্য—নিষেধের মূল তাৎপর্যকে লক্ষ্য করানো হয়ে থাকে। কেননা নিষেধের যদি কোন আধার অর্থাৎ আত্মার কোনো সত্ত্বাই না থাকে তাহলে কে নিষেধ করে, নিষেধ-বৃত্তির আধার কে—এই সকল প্রশ্নের কোনো সমাধানা থাকে না, নিষেধ প্রমানিত হয় না। ১১-৩-৩৬

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।

জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ॥ ১১-৩-৩৭

যখন সৃষ্টির অস্তিত্ব ছিল না তখন কেবল একমাত্র তাঁরই অস্তিত্ব ছিল। সৃষ্টি নিরূপণ প্রয়োজনে তাকে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিরূপে বর্ণনা করা হয়। আবার তাকেই জ্ঞানপ্রধান হওয়ায় মহত্তত্ত্ব, ক্রিয়াপ্রধান হওয়ায় সূত্রাত্মা এবং জীবের উপাধিযুক্ত হওয়ায় অহংকাররূপে বর্ণনা করা হয়। বাস্তব এই যে শক্তিসমূহ—তা ইন্দ্রিয়সকলের অধিষ্ঠানকারী দেবতাগণরূপে হোক, ইন্দ্রিয়সকল রূপে হোক কিংবা তার বিষয়সকল রূপেই হোক অথবা বিষয়সকলের প্রকাশ রূপেই হোক সবই বস্তুত সেই ব্রহ্মই; কারণ ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি। কতদূর বলব? দৃশ্য-অদৃশ্য, কার্য-কারণ, সত্য-অসত্য—সবই ব্রহ্ম। তাছাড়া যা কিছু বর্তমান সেও ব্রহ্ম। ১১-৩-৩৭

নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ ব্যভিচারিণাং হি।

সর্বত্র শশ্বদনপায্যুপলব্ধিমাত্রং প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ॥ ১১-৩-৩৮

BANGLADARSHAN.COM

সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা জন্মগ্রহণও করেন না, মৃত্যুবরণও করেন না। তাঁর বাড়-বৃদ্ধিও নেই, ক্ষয়হ্রস্বতাও নেই। ক্রিয়া, সংকল্প কিংবা সেগুলির বাহ্যতঃ অনস্তিত্ব রূপে যা কিছু রয়েছে সকলের ভূত, ভবিষ্যত এবং বর্তমান সত্তার তিনি সাক্ষী। তাঁর উপস্থিতি সর্বত্র। দেশ, কাল এবং বস্তুতে তিনি অপরিচ্ছিন্ন, অবিনাশী। বস্তুর মতো ব্রহ্মাকে লাভ করা কিংবা সেটির জ্ঞান হয় না, বরং ব্রহ্মা উপলব্ধিস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ। যেমন এক প্রাণেরই স্থানভেদে বহু নাম হয়ে যায়, তেমনই জ্ঞান এক হলেও ইন্দ্রিয় সহযোগে তাতে বহুত্বর কল্পনা হয়। ১১-৩-৩৮

অণ্ডেষু পেশিষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র।

সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমি চ প্রসুপ্তে কূটস্থ আশয়মৃতে তদনুস্মৃতির্নঃ॥ ১১-৩-৩৯

জগতে আমরা চতুর্বিধ জীব দেখি–ডিম্বজাত খগকুল ও সর্পাদি, গর্ভনাড়ী বন্ধনজাত পশুকুল–মানুষসকল; মেদিনী ভেদজাত–বৃক্ষ বনস্পতিকুল আর ঘর্মজাত সৎকুণ ইত্যাদি। এই সকল জীবের শরীরের সঙ্গে প্রাণশক্তি যুক্ত থাকে। শরীরের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান থাকলেও প্রাণ সেখানে অভিন্ন থাকে। সুষুপ্তি অবস্থাতে যখন ইন্দ্রিয়সকল নিশ্চেষ্ট হয়ে যায়, অহংকার লীন হয়ে যায় অর্থাৎ লিঙ্গশরীর থাকে না, সেই সময় যদি কূটস্থ আত্মাও বর্তমান না থাকে তাহলে, এই কথার স্মৃতি কেমন করে থাকা সম্ভব যে আমি সুখে নিদ্রাযাপন করেছি? নিদ্রাভঙ্গের পর নিদ্রাকালের এই স্মৃতিই আত্মার অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। ১১-৩-৩৯

যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা চেতোমলানি বিধমেদ্ গুণকর্মজানি।

তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং সাক্ষাদ্ যথামলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ॥ ১১-৩-৪০

যখন ভগবানের পাদপদ্ম লাভের ইচ্ছায় ভক্তির তীব্রতা জন্মায় তখন সেই ভক্তিই অগ্নিসম গুণ ও কর্মজাত চিত্তের মলকে সম্যক্ বিনাশ করে। যেমন নেত্রদ্বয় নির্বিকার হলে সূর্যের প্রকাশের প্রত্যক্ষানুভূতি হয়, তেমনই চিত্ত শুদ্ধ হলে আত্মতত্ত্বর সাক্ষাৎকার অনুভূত হয়। ১১-৩-৪০

BANGLADARSHAN.COM

রাজোবাচ

কর্মযোগং বদত নঃ পুরুষো যেন সংস্কৃতঃ।

বিধূয়েহাশু কর্মাণি নৈষ্কর্ম্যং বিন্দতে পরম্॥ ১১-৩-৪১

রাজা নিমি জিজ্ঞাসা করলেন–হে যোগীশ্বরগণ! এখন আপনারা আমাকে কর্মযোগের উপদেশ দান করুন যার দ্বারা শুদ্ধ হয়ে মানব অবিলম্বে পরম নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ কর্তৃত্ব, কর্ম এবং কর্মফলের নিবৃত্তিকারী জ্ঞান লাভ করে। ১১-৩-৪১

এবং প্রশ্নমৃষীন্ পূর্বমপৃচ্ছং পিতুরন্তিকে।

নাব্রুবন্ ব্রহ্মণঃ পুত্রাস্তত্র কারণমুচ্যতাম্॥ ১১-৩-৪২

একবার এই প্রশ্নই আমি আমার পিতৃদেব মহারাজ ইক্ষ্বাকুর উপস্থিতিতে ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিদের করেছিলাম; কিন্তু তাঁরা সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি। কেন দেননি? এই কথা অনুগ্রহ করে বলুন। ১১-৩-৪২

আবির্হোত্র উবাচ

কর্মাকর্মবিকর্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।

বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥ ১১-৩-৪৩

এইবার ষষ্ঠ যোগীশ্বর শ্রীআবির্হোত্র বললেন–রাজন্! কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্ম-এর বিচার কেবল বেদ দ্বারাই সম্ভব। লৌকিক রীতিতে এর ব্যবস্থা হয় না। বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বররূপ। তাই বেদের তাৎপর্য নিরূপণ অবশ্যই সুকঠিন কার্য। অতি বিদ্বান ব্যক্তিগণও বেদের অভিপ্রায় নির্ণয় করতে ভুল করে থাকেন। ১১-৩-৪৩

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।

কর্মমোক্ষায় কর্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥ ১১-৩-৪৪

এই বেদ পরোক্ষবাদাত্মক অর্থাৎ শব্দার্থ অনেক স্থলে তাৎপর্যের মার্গদর্শন করে না। বেদ কর্ম নিবৃত্তিকরণহেতু কর্মের বিধান দেয়। বালককে মিষ্টির লোভ দেখিয়ে যেমন ঔষধি সেবন করানো বিধেয়, তেমনই বেদ অনভিজ্ঞদের স্বর্গাদির প্রলোভন তাদের শ্রেষ্ঠ কর্মে প্রবৃত্ত করে। ১১-৩-৪৪

নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্মণা হ্যধর্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ॥ ১১-৩-৪৫

যার অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়নি, ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত নয়, সে যদি খেয়াল খুশি মতন বেদোক্ত কর্মের আচরণ পরিত্যাগ করে তাহলে সে বেদ বিহিত কর্মের আচরণ না করবার জন্য বিকর্মরূপ অধর্মই করে। তাই সে মৃত্যুর পর পুনঃমৃত্যু অর্থাৎ পুনঃপুন জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। ১১-৩-৪৫

বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥ ১১-৩-৪৬

অতএব ফলের অভিপ্রায় ত্যাগ করে এবং বিশ্বাত্মা ভগবানকে কর্মফল নিবেদন করে যে বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠান করে, তার কর্ম-নিবৃত্তিতে প্রাপ্তব্য জ্ঞানরূপ সিদ্ধি লাভ হয়। বেদের স্বর্গাদি ফল লাভের বর্ণনা শব্দাদির সত্যতার মধ্যে সীমিত নয়; তা কর্মে রুচি উৎপন্ন করবার জন্যই। ১১-৩-৪৬

য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্ দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্॥ ১১-৩-৪৭

রাজন্! যদি অবিলম্বে ব্রহ্মস্বরূপ আত্মার হৃদয় গ্রন্থি—আমি ও আমার কল্পিত গ্রন্থি উন্মোচনের কামনা কোনো ব্যক্তির মধ্যে জাগ্রত হয় তাহলে তার বৈদিক ও তান্ত্রিক—উভয় পদ্ধতিতে ভগবানের আরাধনায় মনোনিবেশ করাই বিধেয়। ১১-৩-৪৭

লব্ধানুগ্রহ আচার্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চেন্মূর্ত্যাভিমতয়াঽঽত্মনঃ॥ ১১-৩-৪৮

প্রথমে সেবাদি সহযোগে গুরুদেবের দীক্ষা প্রাপ্তি তারপর তার কাছ থেকেই অনুষ্ঠান বিধির শিক্ষাগ্রহণই বিধেয়। ভগবানের যে মূর্তি প্রিয় বোধ হয়, অভীষ্ট মনে তার পূজার মাধ্যমে পুরুষোত্তম ভগবানের পূজা করাই সঠিক পথ। ১১-৩-৪৮

শুচিঃ সম্মুখমাসীনঃ প্রাণসংযমনাদিভিঃ।
পিণ্ডং বিশোধ্য সংন্যাসকৃতরক্ষোঽর্চয়েদ্ধরিম্॥ ১১-৩-৪৯

প্রথমে স্নানাদি দ্বারা শরীর এবং সন্তোষাদির দ্বারা অন্তঃকরণ শোধন করো; তারপর ভগবানের মূর্তির সম্মুখে উপবেশন করে প্রাণায়ামাদি দ্বারা ভূতশুদ্ধি—নাড়ী শোধন করো। তারপর বিধিপূর্বক মন্ত্র, দেবতাদির ন্যাস সহযোগে অঙ্গরক্ষা করে ভগবানের পূজা করো। ১১-৩-৪৯

অর্চাদৌ হৃদয়ে চাপি যথালব্ধোপচারকৈঃ।
দ্রব্যক্ষিত্যাত্মলিঙ্গানি নিষ্পাদ্য প্রোক্ষ্য চাসনম্॥ ১১-৩-৫০
পাদ্যাদীনুপকল্প্যাথ সন্নিধাপ্য সমাহিতঃ।
হৃদাদিভিঃ কৃতন্যাসো মূলমন্ত্রেণ চার্চয়েৎ॥ ১১-৩-৫১

প্রথম ক্রিয়া পুষ্পাদি পদার্থ হতে কীটাদি দূরীকরণ ও পূজাস্থান সম্মার্জন। ভগবানের পূজার নিমিত্ত পূজাকর্মে পূর্বে ব্যবহৃত আধার সকলের স্খালনাদি করে তা পুনঃ পূজার কার্যে উপযুক্ত করা প্রয়োজন। তারপর মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক আসনে জল অভিক্ষেপন ও পাদ্য-অর্ঘ্য আদি পাত্রসকল স্থাপন করো। অতঃপর একাগ্রচিত্ত হয়ে হৃদয়ে ভগবানের ধ্যান করে তাঁকে সম্মুখে অবস্থাপিত শ্রীমূর্তির মধ্যে চিন্তা করো। তদনন্তর হৃদয়, মস্তক, শিখাদির মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ন্যাস এবং নিজ ইষ্টদেবের মূলমন্ত্র দ্বারা দেশ-কাল অনুকূল প্রাপ্ত পূজাসামগ্রী দ্বারা প্রতিমাদিতে অথবা হৃদয়ে পূজা করা কর্তব্য। ১১-৩-৫০-৫১

BANGLADARSHAN.COM

সাঙ্গোপাঙ্গাং সপার্ষদাং তাং তাং মূর্তিং স্বমন্ত্রতঃ।

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ॥ ১১-৩-৫২

গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্‌ভির্ধূপদীপোপহারকৈঃ।

সাঙ্গং সম্পূজ্য বিধিবৎ স্তবৈঃ স্তুত্বা নমেদ্ধরিম্॥ ১১-৩-৫৩

নিজ উপাস্য বিগ্রহের হৃদয়াদি অঙ্গ, আয়ুধাদি উপাঙ্গ এবং পার্ষদসহ মূলমন্ত্র দ্বারা পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক, স্নান, বস্ত্র, আভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, দধি অক্ষত ললাটিকা, মালা, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দ্বারা বিধিবৎ পূজা করো এবং তারপর স্তোত্রদ্বারা স্তুতি সহকারে সপরিবার ভগবান শ্রীহরির সম্মুখে প্রণাম নিবেদন করো। ১১-৩-৫৩

আত্মানং তন্ময়ং ধ্যায়ন্ মূর্তিং সম্পূজয়েদ্ধরেঃ।

শেষামাধায় শিরসি স্বধাম্ন্যুদ্বাস্য সৎকৃতম্॥ ১১-৩-৫৪

শ্রীবিগ্রহের পূজার সময়ে স্বয়ং ভগবদচিন্তায় মগ্ন থাকাই বিধেয়। নির্মাল্যকে মস্তকে রেখে প্রেম-প্রীতি সহকারে ভগবদবিগ্রহকে যথাস্থানে স্থাপনপূর্বক পূজা সমাপন বিধেয়। ১১-৩-৫৪

এবমগ্ন্যর্কতোয়াদাবতিথৌ হৃদয়ে চ যঃ।

যজতীশ্বরমাত্মানমচিরান্মুচ্যতে হি সঃ॥ ১১-৩-৫৫

এইভাবে যে ব্যক্তি অগ্নি, সূর্য, জল, অতিথি এবং স্বহৃদয়ে আত্মরূপ শ্রীহরিকে পূজা করে, সে অচিরেই মুক্তিলাভ করে। ১১-৩-৫৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

BANGLADARSHAN.COM

চতুর্থ অধ্যায়

ভগবানের অবতারের বর্ণনা

রাজোবাচ

যানি যানীহ কর্মাণি যৈর্যৈঃ স্বচ্ছন্দজন্মভিঃ।

চক্রে করোতি কর্তা বা হরিস্তানি ব্রুবন্তু নঃ॥ ১১-৪-১

রাজা নিমি জিজ্ঞাসা করলেন—হে যোগীশ্বরগণ! ভগবান স্বাধীনভাবে নিজ ভক্তের ভক্তির হেতু অনেক অবতাররূপ গ্রহণ করেন ও বিস্তর লীলাও করেন। আপনারা আমাকে অনুগ্রহ করে সেই সব লীলার কথা বর্ণনা করুন যা তিনি পূর্বে করেছেন, বর্তমানে করছেন ও ভবিষ্যতে করবেন। ১১-৪-১

দ্রুমিল উবাচ

যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তাননুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ।

রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ কালেন নৈবাখিলশক্তিধাম্নঃ॥ ১১-৪-২

এবার সপ্তম যোগীশ্বর শ্রীদ্রুমিল বললেন—রাজন্! ভগবান অনন্ত; তাঁর গুণও অনন্ত। ভগবানের গুণসমূহ 'আমরা জানতে পারব'—এরূপ যে ভাবে, সে মূর্খ, বালক। পৃথিবীর ধূলিকণার সমষ্টির গণনা যদিও সম্ভব হয় কিন্তু শক্তিসকলের আশ্রয় ভগবানের অনন্ত গুণাবলির কেউ কখনো নাগাল পেতে পারে না। ১১-৪-২

ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।

স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ॥ ১১-৪-৩

ভগবান স্বয়ং পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ—এই পঞ্চভূতকে নিজের থেকেই সৃষ্টি করেছেন। যখন তিনি তাদের সাহচর্যে বিরাট্ শরীর—ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে তারই মধ্যে লীলার দ্বারা নিজ অংশ অন্তর্যামীরূপে প্রবেশ করেন তখন সেই আদিদেব নারায়ণকে 'পুরুষ' বলে। এই তার প্রথম অবতার। ১১-৪-৩

যৎকায় এষ ভুবনত্রয়সন্নিবেশো যস্যেন্দ্রিয়ৈস্তনুভৃতামুভয়েন্দ্রিয়াণি।

জ্ঞানং স্বতঃ শ্বসনতো বলমোজ ঈহা সত্ত্বাদিভিঃ স্থিতিলয়োদ্ভব আদিকর্তা॥ ১১-৪-৪

তাঁর এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড শরীরে ত্রিলোকের অবস্থিতি। তাঁর ইন্দ্রিয়সমগ্র থেকেই দেহধারীদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়সকল নির্মিত। তাঁর স্বরূপ দ্বারাই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার হয়ে থাকে। তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সর্বদেহে বল প্রাপ্তি হয় এবং ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে ওজস্বিতার ও কর্ম সম্পাদনের শক্তির আগমন হয়। তাঁর সত্ত্বাদি গুণেই জগতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়ে থাকে। এই বিরাট শরীরেই শরীরীই আদিকর্তা নারায়ণ। ১১-৪-৪

BANGLADARSHAN.COM

আদাবভূচ্ছতধৃতী রজসাস্য সর্গে বিষ্ণুঃ স্থিতৌ ক্রতুপতির্দ্বিজধর্মসেতুঃ।

রুদ্রোঽপ্যয়ায় তপসা পুরুষঃ স আদ্য ইত্যুদ্ভবস্থিতিলয়াঃ সততং প্রজাসু॥ ১১-৪-৫

আদিকালে জগতের উৎপত্তিহেতু তাঁর রজোগুণ অংশে ব্রহ্মা আসেন। এরপর সেই আদিপুরুষই জগতের স্থিতি কারণ নিজ সত্ত্বাংশে ধর্ম ও ব্রাহ্মণদের রক্ষাকর্তা যজ্ঞপতি বিষ্ণু হন। তারপর তিনিই তমোগুণ অংশে জগতের সংহারহেতু রুদ্র হলেন। এইভাবে নিরন্তর তাঁর দ্বারাই পরিবর্তনশীল প্রজাদের সৃষ্টি-স্থিতি এবং সংহার হয়ে থাকে। ১১-৪-৫

ধর্মস্য দক্ষদুহিতর্যজনিষ্ট মূর্ত্যাং নারায়ণো নর ঋষিপ্রবরঃ প্রশান্তঃ।

নৈষ্কর্ম্যলক্ষণমুবাচ চচার কর্ম যোঽদ্যাপি চাস্ত ঋষিবর্যনিষেবিতাঙ্ঘ্রিঃ॥ ১১-৪-৬

দক্ষ প্রজাপতির এক কন্যার মূর্তি। তিনি ধর্মের পত্নী। তার গর্ভে ভগবান ঋষিশ্রেষ্ঠ শান্তাত্মা 'নর' ও 'নারায়ণ' রূপে অবতার গ্রহণ করেন। তাঁরা আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকারী সেই ভগবদারাধনারূপ কর্মের উপদেশ দেন যা বস্তুত কর্মবন্ধন-মোক্ষদানকারী ও নৈষ্কর্ম্য স্থিতি দাতা। সুমহান মুনি-ঋষিগণ তাঁদের পাদপদ্ম সেবায় সদা নিরত। তাঁরা আজও বদরীকাশ্রমে সেই কর্মের আচরণে যুক্ত থেকে বিরাজমান আছেন। ১১-৪-৬

ইন্দ্রো বিশঙ্ক্য মম ধাম জিঘৃক্ষতীতি কামং ন্যযুঙ্ক্ত সগণং স বদর্যুপাখ্যম্।

গত্বাপ্সরোগণবসন্তসুমন্দবাতৈঃ স্ত্রীপ্রেক্ষণেষুভিরবিধ্যদতন্মহিজ্ঞঃ॥ ১১-৪-৭

তাঁদের কঠোর তপস্যা ইন্দ্রপদ কেড়ে নিতে পারে এই ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্র স্ত্রী, বসন্তাদি দলবলসহ কামদেবকে তাঁদের তপস্যায় বিঘ্নদান হেতু প্রেরণ করেন। কামদেবের ভগবানের মহিমার জ্ঞান ছিল না। তাই তিনি অপ্সরাগণ, বসন্ত ও মন্দ সুগন্ধ বায়ুসহ বদরীকাশ্রম গমন করেন ও স্ত্রী কটাক্ষ, বাণী সহযোগে তাঁকে তপস্যা থেকে অবস্রস্ত করবার চেষ্টায় যুক্ত হন। ১১-৪-৭

বিজ্ঞায় শক্রকৃতমক্রমমাদিদেবঃ প্রাহ প্রহস্য গতবিস্ময় এজমানান্।
মা ভৈষ্ট ভো মদন মারুত দেববধ্বো গৃহ্নীত নো বলিমশূন্যমিমং কুরুধ্বম্॥ ১১-৪-৮

আদিদেব নর-নারায়ণ বুঝলেন যে সব কিছুই ইন্দ্রের কূটকৌশল। তবুও তাঁদের মনে কোনো প্রকার অভিমান অথবা আশ্চর্য স্থান পেল না। তিনি অপত্রস্ত কামদেবাদিকে বললেন—হে কামদেব, মলয়মারুত এবং দেবাঙ্গনাগণ! তোমরা ভয় পেও না; আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করো। এখন এখানেই বসবাস করো; আমাদের আশ্রম ত্যাগ করে চলে যেও না। ১১-৪-৮

ইত্থং ব্রুবত্যভয়দে নরদেব দেবাঃ সব্রীড়নম্রশিরসঃ সঘৃণং তমূচুঃ।
নৈতদ্ বিভো ত্বয়ি পরেঽবিকৃতে বিচিত্রং স্বারামধীরনিকারানতপাদপদ্মে॥ ১১-৪-৯

রাজন্! নর-নারায়ণ ঋষির অভয়দান কামদেবাদিকে লজ্জায় অধোবদন করল। তাঁরা কৃপাসিন্ধু ভগবান নর-নারায়ণকে বললেন —হে প্রভু! আপনার পক্ষে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ আপনি মায়াতীত ও নির্লিপ্ত। মহান আত্মারাম ধীর পুরুষগণ নিরন্তর আপনার পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদনে রত থাকেন। ১১-৪-৯

ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্ ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্ধ্নি॥ ১১-৪-১০

আপনার ভক্তসকল আপনার ভক্তির প্রভাবে দেবতাদের রাজধানী অমরাবতীকে অগ্রাহ্য করে আপনার পরমপদ লাভ করে থাকেন। তাই আপনার প্রীতি হেতু যখনই ভক্তগণ ভজন-কীর্তনে প্রবৃত্ত হন, দেবতারা বিভিন্ন উপায়ে তাঁদের সাধনায় বাধা সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু কর্মকাণ্ডের প্রতি আসক্তিযুক্ত ব্যক্তিদের কথা আলাদা। তাঁরা যজ্ঞাদির সময়ে উৎসর্গরূপে দেবতাদের তাদের প্রাপ্য ভাগ দিয়ে খুশি করেন। তাই তাঁদের সাধনার সময়ে দেবতারা বিঘ্ন সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু হে প্রভু! আপনার ভক্তসকল দেবতাদের বাধার সম্মুখে মস্তক অধনমন করেন না। তাঁরা আপনার পাদপদ্মের আশ্রয়ে থেকে বাধাসমূহের মস্তকোপরি পা রেখে সম্মুখে এগিয়ে যান, কখনো লক্ষ্য বিস্মৃত হন না। ১১-৪-১০

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষুত্তৃট্‌ত্রিকালগুণমারুতজৈহ্ব্যশৈশ্ন্যানস্মানপারজলধীনতিতীর্য কেচিৎ।
ক্রোধস্য যান্তি বিফলস্য বশং পদে গোর্মজ্জন্তি দুশ্চরতপশ্চ বৃথোৎসৃজন্তি॥ ১১-৪-১১

অপার সমুদ্রসম বিস্তৃত ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীতাতপ, ঝড়-জল-কষ্ট এবং রসনেন্দ্রিয় ও জননেন্দ্রিয় বেগসমূহকে অনেকে অক্লেশে সহ্য করে থাকেন ও তা পারও হয়ে যান। তাঁরাও কিন্তু ক্রোধের বেগের সম্মুখে পরাজিত হন; এই ক্রোধ অপার সমুদ্রের পাশে গোরুর ক্ষুরাকৃতির গর্তসম তুচ্ছ এবং আত্মনাশক হলেও হে প্রভু! এইভাবে তাঁরা নিজ অর্জিত কঠিন তপস্যার সুফল নষ্ট করেন। ১১-৪-১১

ইতি প্রগৃণতাং তেষাং স্ত্রিয়োঽত্যদ্ভুতদর্শনাঃ।
দর্শয়মাস শুশ্রূষাং স্বর্চিতাঃ কুর্বতীর্বিভুঃ॥ ১১-৪-১২

যখন কামদেব, বসন্তাদি দেবতাগণ এইরূপ স্তুতি করলেন তখন সর্বশক্তিমান ভগবান নিজ যোগবলে তাঁদের সম্মুখে এমন অনেক রমণীকুল প্রকট করলেন যাঁরা অদ্ভুত রূপলাবণ্যসম্পন্ন এবং বিচিত্র বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিত ও ভগবানের সেবায় রত। ১১-৪-১২

তে দেবানুচরা দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ঃ শ্রীরিব রূপিণীঃ।
গন্ধেন মুমুহুস্তাসাং রূপৌদার্যহতশ্রিয়ঃ॥ ১১-৪-১৩

যখন দেবরাজ ইন্দ্রের অনুচরগণ সেই লক্ষ্মীশ্রী যুক্ত রমণীকুলকে প্রত্যক্ষ করলেন তখন তাঁদের অনুপম সৌন্দর্যের সামনে নিজেদের সৌন্দর্য অনুজ্জ্বল বলে বোধ হল। তারা শ্রীহীন হয়ে তাঁদের শরীর থেকে নির্গত দিব্যসুগন্ধে মোহিত হলেন। ১১-৪-১৩

তানাহ দেবেদেবেশঃ প্রণতান্ প্রহসন্নিব।
আসামেকতমাং বৃঙ্ধ্বং সবর্ণাং স্বর্গভূষণাম্॥ ১১-৪-১৪

এবার লজ্জায় তাদের মাথা নত হল। দেবদেবেশ ভগবান নারায়ণ সহাস্যে তাঁদের বললেন—তোমরা এদের মধ্যে যে কোনো এক রমণীকে গ্রহণ করো যে তোমাদের অনুরূপ। সে তোমাদের স্বর্গলোকের শোভাবর্ধন করবে। ১১-৪-১৪

ওমিত্যাদেশমাদায় নত্বা তং সুরবন্দিনঃ।
উর্বশীমপ্সরঃশ্রেষ্ঠাং পুরস্কৃত্য দিবং যযুঃ॥ ১১-৪-১৫

'যথা আজ্ঞা' বলে দেবরাজ ইন্দ্রের অনুচরগণ ভগবানের আদেশকে স্বীকার করলেন ও তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। তারপর ভগবানের সৃষ্ট রমণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অপ্সরা উর্বশীকে সম্মুখে রেখে তাঁরা স্বর্গলোকে গমন করলেন। ১১-৪-১৫

ইন্দ্রায়ানম্য সদসি শৃণ্বতাং ত্রিদিবৌকসাম্।
ঊচুর্নারায়ণবলং শক্রস্তত্রাস বিস্মিতঃ॥ ১১-৪-১৬

স্বর্গলোকে প্রত্যাগমন করে তাঁরা ইন্দ্রকে অভিবাদন করলেন ও পরিপূর্ণ রাজসভায় দেবতাদের সম্মুখে ভগবান নর-নারায়ণের বল ও প্রভাব বিবৃত করলেন। সেই সংবাদ দেবরাজ ইন্দ্রকে আশ্চর্য ও ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল। ১১-৪-১৬

হংসস্বরূপ্যবদদচ্যুত আত্মযোগং দত্তঃ কুমার ঋষভো ভগবান্ পিতা নঃ।
বিষ্ণুঃ শিবায় জগতাং কলয়াবতীর্ণস্তেনাহৃতা মধুভিদা শ্রুতয়ো হয়াস্যে॥ ১১-৪-১৭

ভগবান বিষ্ণু স্বস্বরূপে বর্তমান থেকেও সমগ্র জগতের কল্যাণে অনেক কলাবতার গ্রহণ করেছেন। হে বিদেহরাজ! হংস, দত্তাত্রেয়, সনক-সনন্দন-সনাতন-সনৎকুমার এবং আমাদের পূজ্য পিতৃদেব ঋষভরূপে অবতীর্ণ হয়ে তিনি আত্ম সাক্ষাৎকারের উপায়ের উপদেশ দান করেছেন। তিনিই হয়গ্রীব অবতার গ্রহণ করে মধু কৈটভ নামক অসুরদের সংহার করে তাদের অপহৃত বেদ সকলের উদ্ধার সাধন করেছেন। ১১-৪-১৭

BANGLADARSHAN.COM

গুপ্তোঽপ্যয়ে মনুরিলৌষধয়শ্চ মাৎস্যে ক্রৌড়ে হতো দিতিজ উদ্ধরতাম্ভসঃ ক্ষ্মাম্।
কৌর্মে ধৃতোঽদ্রিরমৃতোন্মথনে স্বপৃষ্ঠে গ্রাহাৎ প্রপন্নমিভরাজমমুঞ্চদার্তম্॥ ১১-৪-১৮

প্রলয়কালে তিনি মৎস্যাবতাররূপে অবতরণ করে ভাবী মনু, পৃথিবী এবং ঔষধিসকলের ধান্যাদির রক্ষা এবং বরাহাবতাররূপে অবতরণ করে পৃথিবীকে রসাতল থেকে উদ্ধারকালে হিরণ্যাক্ষ সংহার করেন। কূর্মাবতাররূপে অবতরণ করে সেই ভগবানই অমৃত-মন্থন কার্য সম্পাদন হেতু নিজ পৃষ্ঠের উপর মন্দারাচল ধারণ করেন এবং সেই ভগবান বিষ্ণুই নিজ শরণাগত এবং আর্ত গজেন্দ্রকে গ্রাহের কবল থেকে মুক্ত করেন। ১১-৪-১৮

সংস্তন্বতোঽব্ধিপতিতাঞ্শ্রমণানৃষীংশ্চ শক্রং চ বৃত্রবধতস্তমসি প্রবিষ্টম্।
দেবস্ত্রিয়োঽসুরগৃহে পিহিতা অনাথা জঘ্নেঽসুরেন্দ্রমভয়ায় সতাং নৃসিংহে॥ ১১-৪-১৯

একবার বালখিল্য ঋষি কঠোর তপস্যায় যুক্ত থেকে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। কশ্যপ ঋষির জন্য সমিধ আহরণকালে তিনি অবসন্ন হয়ে গোরুর খুরে নির্মিত গর্তে পড়ে যান; তাঁর মনে হল যেন তিনি সমুদ্রে পড়েছেন। তিনি যখন স্তুতি করতে লাগলেন তখন ভগবান অবতাররূপে অবতরণ করে তাঁকে উদ্ধার করেন। বৃত্তাসুর বধ হেতু ব্রহ্মহত্যার পাপ হওয়ায় ইন্দ্র যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন ভগবান তাঁকে সেই ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে রক্ষা করেন। যখন অসুররা অনাথ দেবাঙ্গনাগণকে বন্দি করেছিলেন তখন সেই ভগবানই অসুরদের কবল থেকে তাঁদের মুক্ত করেন। যখন হিরণ্যকশিপুর জন্য প্রহ্লাদাদি ভক্তরা ভয়ভীত হন তখন তাঁদের নির্ভয়দান হেতু ভগবান নৃসিংহাবতাররূপে অবতরণ করেন ও হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। ১১-৪-১৯

দেবাসুরে যুধি চ দৈত্যপতীন্ সুরার্থে হত্বান্তরেষু ভুবনান্যদধাৎ কলাভিঃ।
ভূত্বাথ বামন ইমামহরদ্ বলেঃ ক্ষ্মাং যমাচ্ছলেন সমদাদদিতেঃ সুতেভ্যঃ॥ ১১-৪-২০

তিনি দেবতাদের রক্ষা করবার জন্য দেবাসুর সংগ্রামে দৈত্যপতিগণকে বধ করেন এবং বিভিন্ন মন্বন্তরকালে নিজ শক্তি বলে বহু কলাবতার ধারণ করে ত্রিভুবন রক্ষা করেন। তারপর তিনি বামনাবতাররূপে অবতরণ করে যাচনা ছল সহকারে এই পৃথিবীকে দৈত্যরাজ বলির হাত থেকে ছিনিয়ে নেন ও অদিতিনন্দন দেবতাদের অর্পণ করেন। ১১-৪-২০

নিঃক্ষত্রিয়ামকৃত গাং চ ত্রিঃসপ্তকৃত্বো রামস্তু হৈহয়কুলাপ্যয়ভার্গবাগ্নিঃ।

সোঽব্ধিং ববন্ধ দশবক্ত্রমহন্ সলঙ্কং সীতাপতির্জয়তি লোকমলঘ্নকীর্তিঃ॥ ১১-৪-২১

তিনি পরশুরামরূপে অবতরণ করে এই ধরণীকে একুশবার ক্ষত্রিয়মুক্ত করেন। ভৃগুবংশে অগ্নিরূপে অবতরণ করে পরশুরাম তো হৈহয় বংশে প্রলয় এনেছিলেন। সেই ভগবানই রামাবতার কালে সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করেন; রাবণ ও তাঁর রাজধানী লঙ্কাকে ধূলিসাৎ করেন। তাঁর কীর্তি সমস্ত লোকের কলুষ নিবারণকারী। সীতাপতি ভগবান রাম সর্বকালে সর্বত্র বিজয়ী রূপেই পরিচিত। ১১-৪-২১

ভূমের্ভরাবতরণায় যদুষ্বজন্মা জাতঃ করিষ্যতি সুরৈরপি দুষ্করাণি।

বাদৈর্বিমোহয়তি যজ্ঞকৃতোঽতদর্হান্ শূদ্রান্ কলৌ ক্ষিতিভুজো ন্যহনিষ্যদন্তে॥ ১১-৪-২২

রাজন্! অজন্মা হলেও ধরণীর ভার হরণ হেতু সেই ভগবানই যদুবংশে জন্মগ্রহণ করবেন এবং এমন সব কর্ম সম্পাদন করবেন যা বড় বড় দেবতারাও করতে অসমর্থ। তারপর ভবিষ্যতকালে সেই ভগবানই বুদ্ধরূপে অবতরণ করবেন এবং যজ্ঞে অনধিকারী ব্যক্তিদের যজ্ঞ সম্পাদন করতে দেখে বহু তর্ক-বিতর্ক সহযোগে মোহিত করবেন এবং কলিযুগের শেষে কল্কিঅবতাররূপে তিনি শূদ্র রাজাদের বধ করবেন। ১১-৪-২২

এবংবিধানি কর্মাণি জন্মানি চ জগৎপতেঃ।

ভূরীণি ভূরিযশসো বর্ণিতানি মহাভুজ॥ ১১-৪-২৩

হে মহাবাহু বিদেহরাজ! ভগবানের অনন্ত কীর্তি। মহাত্মাগণ জগদীশ্বর ভগবানের এমন বহু জন্ম ও কর্মের প্রভূত ভজন-কীর্তন করেছেন। ১১-৪-২৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

BANGLADARSHAN.COM

পঞ্চম অধ্যায়

ভক্তিহীন পুরুষদের গতি এবং ভগবানের পূজাবিধির বর্ণনা

রাজোবাচ

ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ।

তেষামশান্তকামানাং কা নিষ্ঠাবিজিতাত্মনাম্॥ ১১-৫-১

রাজা নিমি জিজ্ঞাসা করলেন—হে যোগীশ্বরগণ! আপনারা তো শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞানী এবং ভগবানের পরম ভক্ত। অনুগ্রহ করে আমায় বলুন যে, সেই ব্যক্তিগণের কী গতি হয় যাদের কামনাসকল শান্ত হয়নি, লৌকিক-পারলৌকিক ভোগ লালসার নিবৃত্তি হয়নি, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত হয়নি আর প্রায়শঃ ভগবানের ভজনকীর্তনেও যুক্ত নন? ১১-৫-১

চমস উবাচ

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।

চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥ ১১-৫-২

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।

ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ ১১-৫-৩

এবার অষ্টম যোগীশ্বর শ্রীচমস বললেন—রাজন্! বিরাট্-পুরুষের মুখ থেকে সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় থেকে সত্ত্ব-রজ প্রধান ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় থেকে রজ-তম প্রধান বৈশ্য এবং চরণদ্বয় থেকে তম প্রধান শূদ্রের উৎপত্তি। তাঁরই উরুদ্বয় থেকে গৃহস্থাশ্রম, হৃদয় থেকে ব্রহ্মচর্য, বক্ষস্থল থেকে বাণপ্রস্থ এবং মস্তক থেকে সন্ন্যাস—এই চতুরাশ্রমের সৃষ্টি। এই চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের জন্মদাতা ভগবান স্বয়ং। তিনিই এদের স্বামী, নিয়ামক এবং আত্মাও। অতএব এই সকল বর্ণে ও আশ্রমে নিবাসকারী যে ব্যক্তি ভগবানের ভজন-কীর্তন করে না বরঞ্চ তার বিপরীত অনাদর করে; সে নিজ স্থান, বর্ণ, আশ্রম এবং মনুষ্য যোনি থেকেও পতিত হয়; তার অধঃপতন অনিবার্য। ১১-৫-২-৩

দূরে হরিকথাঃ কেচিদ্ দূরে চাচ্যুতকীর্তনাঃ।

স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্॥ ১১-৫-৪

বহু রমণীবর্গ ও শূদ্রাদি ব্যক্তিগণ ভগবানের প্রবচন ও নাম সংকীর্তনাদি থেকে কিছু ব্যবধানে চলে গেছে। তারা আপনার মতন ভগবদ্ভক্তদের অনুগ্রহ প্রার্থী। আপনারা প্রবচন ও নাম সংকীর্তনাদির সুযোগ নিয়ে তাদের উদ্ধারে সাহায্য করুন। ১১-৫-৪

বিপ্রো রাজন্যবৈশ্যৌ চ হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্।

শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ॥ ১১-৫-৫

BANGLADARSHAN.COM

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জন্মসূত্রে বেদ অধ্যয়ন ও যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার দ্বারা ভগবানের চরণের সামীপ্য লাভ করেই আছে। এ সত্ত্বেও তারা বেদের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন না করে অর্থবাদে যুক্ত হয়ে মোহিত হয়ে যায়। ১১-৫-৫

কর্মণ্যকোবিদাঃ স্তব্ধা মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।

বদন্তি চাটুকান্ মূঢ়া যয়া মাধ্ব্যা গিরোৎসুকাঃ॥ ১১-৫-৬

তারা কর্মের রহস্য জানে না। মূর্খ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের পণ্ডিত বলে জাহির করে ও অভিমানে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা সুমিষ্ট বচনে আকৃষ্ট হয় এবং কেবল অবাস্তব শব্দজালের মোহে পড়ে অতিরঞ্জিত বাক্য বিন্যাসে যুক্ত থাকে। ১১-৫-৬

রজসা ঘোরসঙ্কল্পাঃ কামুকা অহিমন্যবঃ।

দাম্ভিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্॥ ১১-৫-৭

রজোগুণের আধিক্য হেতু তাদের সংকল্পও ভয়ংকর হয়ে থাকে। কামনার তো সীমাই থাকে না। তাঁদের ক্রোধ সর্পবৎ হয়। তাঁদের প্রেম কৃত্রিম ও অহংকার যুক্ত হয়ে থাকে। সেই পাপী ব্যক্তিগণ ভগবানের প্রিয় ভক্তদের উপহাস করে থাকে। ১১-৫-৭

বদন্তি তেঽন্যোন্যমুপাসিতস্ত্রিয়ো গৃহেষু মৈথুন্যপরেষু চাশিষঃ।

যজন্ত্যসৃষ্টান্নবিধানদক্ষিণং বৃত্ত্যৈ পরং ঘ্নন্তি পশূনতদ্বিদঃ॥ ১১-৫-৮

সেই মূর্খগণ পূজ্য প্রবীণ ব্যক্তিদের উপাসনা না করে স্ত্রীদের উপাসনায় যুক্ত থাকে। তদুপরি পরস্পর সমবেত হয়ে সেই গৃহস্থ জীবনের কল্পনায় মশগুল থাকে যার শ্রেষ্ঠ সুখ সহবাসেই সীমিত। যদিও তারা মাঝে-মধ্যে যজ্ঞ সম্পাদন করে, কিন্তু অন্নদান থেকে বিরত থাকে; বিধিসকল সজ্ঞানে অগ্রাহ্য করে, দক্ষিণাদানও করে না। কর্মরহস্য সম্বন্ধে অজ্ঞান মূর্খগণ কেবল রসনাতৃপ্তি ও ক্ষুধা নিবৃত্তি কল্পে শরীর পুষ্টিসাধন উপলক্ষ্যে নিরীহ পশুদের হত্যা করে থাকে। ১১-৫-৮

শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্ সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ॥ ১১-৫-৯

ধনবত্তা বৈভবশালিতা, কুলীনতা, বিদ্যা, দান, সৌন্দর্য, বল এবং কর্মাদি অস্মিতা মদে মত্ত হয়ে সেই দুষ্টব্যক্তিগণ ভগবদ্ভক্ত সাধু-সন্ত ও ঈশ্বরেরও অপমানে কুণ্ঠাবোধ করে না। ১১-৫-৯

সর্বেষু শশ্বত্তনুভৃৎস্ববস্থিতং যথা খমাত্মানমভীষ্টমীশ্বরম্।
বেদোপগীতং চ ন শৃণ্বতেঽবুধা মনোরথানাং প্রবদন্তি বার্তয়া॥ ১১-৫-১০

বেদে এই সত্য বারংবার উদ্‌ঘোষিত যে ভগবান আকাশবৎ সর্ব প্রাণীদেহে নিত্য নিরন্তর বিরাজমান –তিনিই আত্মা, তিনিই প্রিয়তম। কিন্তু এই মূর্খগণ সেই বেদবাণীকে স্বীকার তো করে না উপরন্তু কেবল বড় বড় উচ্চাশার কথা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই কালক্ষেপন করে থাকে। ১১-৫-১০

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥ ১১-৫-১১

বেদবিধিতে সেই সকল কর্মের নির্দেশ আছে যাতে মানব স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হয় না। জগতে দেখা যায় যে প্রাণীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মৈথুন তথা মাংস এবং সুধা অভিমুখে ধাবিত হয়। অতএব বেদবাণীতে এই কর্মে যুক্ত হওয়ার বিধান দান কখনো সম্ভব নয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে বিবাহ, যজ্ঞ, সৌত্রামণি যজ্ঞদ্বারা তার সেবনের যে বিধান বেদবাণীতে পরিলক্ষিত হয় তাঁর তাৎপর্য হল মানবকুলের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও তাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করা। শ্রুতির অভীষ্ট বা উদ্দেশ্যও হল সেই সকল থেকে দূরে রেখে মানবকুলের উদ্ধার সাধন। ১১-৫-১১

ধনং চ ধর্মৈকফলং যতো বৈ জ্ঞানং সবিজ্ঞানমনুপ্রশান্তি।
গৃহেষু যুঞ্জন্তি কলেবরস্য মৃত্যুং ন পশ্যন্তি দুরন্তবীর্যম্॥ ১১-৫-১২

BANGLADARSHAN.COM

অর্থের যথার্থ প্রয়োগ হল ধর্ম-পালনে; কারণ ধর্ম থেকে পরমতত্ত্ব জ্ঞান এবং তার নিষ্ঠায় অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ হয় এবং নিষ্ঠাতেই পরম শান্তির নিবাস। কিন্তু অতি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে মানব সেই অর্থের ব্যবহার গৃহস্থালী স্বার্থে অথবা কামভোগেই করে থাকে; তারা ভুলে যায় যে তাদের দেহ মৃত্যুর অধীন এবং তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া কখনো সম্ভব হয় না। ১১-৫-১২

যদ্ ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়াস্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যা ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্মম্॥ ১১-৫-১৩

শ্রৌত্রামণি যজ্ঞেও সুরা আঘ্রাণের বিধান আছে পানের নয়। যজ্ঞে পশু উৎসর্গ পালনীয়, হিংসা নয়। এইভাবে সহধর্মিণীর সহিত মৈথুনের অনুমতি ধার্মিক ধারাবাহিকতা রক্ষার নিমিত্ত সন্তান উৎপন্ন করবার জন্যই দেওয়া হয়েছে, বিষয়ভোগের উদ্দেশ্যে কখনো নয়। কিন্তু অর্থবাদের এই দিকগুলিতে অভ্যস্ত বিষয়ীগণ এই বিশুদ্ধ ধর্মকে মানে না। ১১-৫-১৩

যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিস্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্॥ ১১-৫-১৪

বিশুদ্ধ ধর্মে জ্ঞানহীন অহংকারী ব্যক্তিগণ বস্তুত দুষ্ট হয়েও নিজেবের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে থাকে। সেই বিপথগামী ব্যক্তিরা পশুদের উপর হিংসা করে এবং মৃত্যুর পর সেই পশুরাই সেই ঘাতকদের ভক্ষণ করে। ১১-৫-১৪

দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ॥ ১১-৫-১৫

এই শরীর নশ্বর। মৃত্যুর সঙ্গেই এর পরিবারপরিজনদের সম্পর্ক শেষ হয়। যারা নিজ শরীরের প্রতি আসক্তির গ্রন্থিবন্ধন রাখে, অথচ অন্য শরীরে নিজ আত্মা এবং সর্বশক্তিমান ভগবানের উপর দ্বেষ ভাব পোষণ করে সেই মূর্খগণের অধঃপতন সুনিশ্চিত। ১১-৫-১৫

যে কৈবল্যমসম্প্রাপ্তা যে চাতীতাশ্চ মূঢ়তাম্।

ত্রৈবর্গিকা হ্যক্ষণিকা আত্মানং ঘাতয়ন্তি তে॥ ১১-৫-১৬

যারা আত্মজ্ঞান লাভ করে কৈবল্য মোক্ষ লাভ করেননি আবার সম্পূর্ণরূপে মূঢ় স্তরেরও নয় সেই অপ্রাপ্ত স্থিতির ব্যক্তিগণ এদিক-ওদিক দু-দিকই হারান। যারা অর্থ, ধর্ম, কাম—এই তিন পুরুষার্থ সাধনে ব্যস্ত থাকে, তারা ক্ষণিক শান্তি লাভেও সমর্থ হয় না। নিজের হাতে নিজের পায়ে তারা কুঠারাঘাত করেন। এই সব ব্যক্তিদেরই আত্মহত্যা বলে। ১১-৫-১৬

এত আত্মহনোঽশান্তা অজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ।

সীদন্ত্যকৃতকৃত্যা বৈ কালধ্বস্তমনোরথাঃ॥ ১১-৫-১৭

এই আত্মহন্তাগণ অজ্ঞানকেই জ্ঞান ভাবেন; তাই তাঁদের শান্তি লাভ অসম্ভব হয়। এঁদের কর্ম ধারাবাহিকতার কখনো শান্তি হয় না। কালরূপী ভগবান এঁদের মনোবাসনা পূর্ণ হতে বাধা দেন। অতএব এঁদের হৃদয়ের প্রজ্বলন ও বিষাদের শেষ হয় না। ১১-৫-১৭

হিত্বাত্যায়াসরচিতা গৃহাপত্যসুহৃচ্ছ্রিয়ঃ।

তমো বিশন্ত্যনিচ্ছন্তো বাসুদেবপরাঙ্মুখাঃ॥ ১১-৫-১৮

রাজন্! যে ব্যক্তিগণ অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ তাঁরা অত্যন্ত পরিশ্রম করে গৃহ, পুত্র, মিত্র ও ধনসম্পত্তি আহরণ করে থাকে; কিন্তু অবশেষে তাঁদের সব পরিত্যাগ করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে নরকে গমন করতে হয়। ভগবানের ভজন-কীর্তনে বিরত ব্যক্তিগণের এই অবস্থাই হয়ে থাকে। ১১-৫-১৮

রাজোবাচ

কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ।

নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্॥ ১১-৫-১৯

BANGLADARSHAN.COM

রাজা নিমি জিজ্ঞাসা করলেন—হে যোগীশ্বরগণ! আপনারা অনুগ্রহ করে বলুন যে, ভগবান কখন কোন্ রঙ ও কোন্ আকার ধারণ করেন এবং মানুষ কোন্ নামে ও কোন্ বিধিতে তাকে উপাসনা করে? ১১-৫-১৯

করভাজন উবাচ

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।

নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে॥ ১১-৫-২০

এবার নবম যোগীশ্বর শ্রীকরভাজন বললেন—রাজন্! চতুর্যুগ হল—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি। যুগে যুগে ভগবানের রঙ, নাম এবং আকৃতিতে পরিবর্তন আসে এবং তাঁর পূজার্চনাও বিভিন্ন বিধিতে হয়ে থাকে। ১১-৫-২০

কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।

কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্ দণ্ডকমণ্ডলূ॥ ১১-৫-২১

সত্যযুগে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের বর্ণ শ্বেত। তিনি চতুর্ভুজ ও তাঁর মস্তক জটা শোভিত। তিনি বল্কল বস্ত্র পরিধান করে থাকেন। কৃষ্ণ মৃগচর্ম, যজ্ঞোপবীত, রুদ্রাক্ষ মালা, দণ্ড এবং কমণ্ডলু তিনি ধারণ করে থাকেন। ১১-৫-২১

মনুস্যাস্তু তদা শান্তা নির্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ।

যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ॥ ১১-৫-২২

সত্যযুগের মানুষ প্রশান্ত বিদ্বেষভাবরহিত, হিতৈষিতাসম্পন্ন এবং সমদর্শী হয়ে থাকেন। তাঁরা ইন্দ্রিয় এবং মনকে বশীভূত করে ধ্যানরূপ তপস্যা দ্বারা সকলের প্রকাশক পরমাত্মার আরাধনা করেন। ১১-৫-২২

হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্মো যোগেশ্বরোঽমলঃ।

ঈশ্বরঃ পুরুষোঽব্যক্তঃ পরমাত্মেতি গীয়তে॥ ১১-৫-২৩

তাঁরা হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত এবং পরমাত্মা আদি নাম সহযোগে ভগবানের গুণকীর্তন ও লীলাদির কীর্তন করে থাকেন। ১১-৫-২৩

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।

হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ॥ ১১-৫-২৪

রাজন্! ত্রেতাযুগে ভগবান অগ্নিবর্ণ। তিনি চতুর্ভুজ ও কটিদেশে ত্রিমেখলা শোভিত এবং হিরণ্য কেশপাশযুক্ত। তিনি বেদ নির্ণায়ক যজ্ঞরূপে অবস্থান করে স্রুক, স্রুবা আদি যজ্ঞপাত্রসকল ধারণ করে থাকেন। ১১-৫-২৪

তং তদা মনুজা দেবং সর্বদেবময়ং হরিম্।

যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ১১-৫-২৫

সেই যুগের মানব নিজ ধর্মে পরম নিষ্ঠাবান; বেদসকল অধ্যয়ন অধ্যাপনে অতি পারঙ্গম হয়ে থাকেন। তাঁরা ঋগবেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদরূপ বেদত্রয়ী দ্বারা সর্বদেবস্বরূপ দেবাধিদেব ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করেন। ১১-৫-২৫

বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্বদেব উরুক্রমঃ।

বৃষাকপির্জয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্যতে॥ ১১-৫-২৬

ত্রেতাযুগের অধিকাংশ লোকেরা বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত এবং উরুগায় আদি নাম সহযোগে তাঁর গুণকীর্তন এবং লীলাদির কীর্তন করে থাকেন। ১১-৫-২৬

BANGLADARSHAN.COM

দ্বাপরে ভগবাঞ্ছ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।

শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ ১১-৫-২৭

রাজন্! দ্বাপরযুগে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ শ্যামবর্ণ। তিনি পিতাম্বর এবং শঙ্খ, চক্র, গদাদি আয়ুধ ধারণ করেন। তাঁর বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, ভৃগুলতা, কৌস্তভমণি আদি লক্ষণসমূহে তাঁর পরিচিতি হয়। ১১-৫-২৭

তং তদা পুরুষং মর্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্।

যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ॥ ১১-৫-২৮

রাজন্! সেই সময় জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ মহারাজদের প্রতীক ছত্র, চামর আদিযুক্ত পরমপুরুষ ভগবানের বৈদিক এবং তান্ত্রিক বিধিতে আরাধনা করে থাকেন। ১১-৫-২৮

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।

প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥ ১১-৫-২৯

নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে।

বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্বভূতাত্মনে নমঃ॥ ১১-৫-৩০

তাঁরা এইভাবে ভগবানের স্তুতি করে থাকেন—হে জ্ঞানস্বরূপ ভগবান বাসুদেব এবং ক্রিয়াশক্তিরূপ সংকর্ষণ! আমরা আপনাকে বারংবার প্রণাম নিবেদন করছি। ভগবান প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধরূপে আমরা আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। ঋষি নারায়ণ, মহাত্মা নর, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ এবং সর্বভূতাত্মা ভগবানকে আমরা প্রণাম নিবেদন করি। ১১-৫-২৯-৩০

ইতি দ্বাপর উর্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।

নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃণু॥ ১১-৫-৩১

রাজন্! দ্বাপর যুগে লোকেরা জগদীশ্বর ভগবানের স্তুতি এইভাবেই করে থাকেন। কলিযুগে অনেক তন্ত্রসমূহের বিধি-বিধান পূর্বক ভগবানের পূজা কেমন করে হয় তার বিবরণ শুনুন। ১১-৫-৩১

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।

যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ১১-৫-৩২

কলিযুগে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ কৃষ্ণবর্ণ। নীলকান্তমণিসম তাঁর অঙ্গদ্যুতি; যেন উজ্জ্বল কান্তি ধারার প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। তিনি হৃদয় আদি অঙ্গ, কৌস্তভ আদি উপাঙ্গ, সুদর্শন আদি অস্ত্র এবং সুনন্দ আদি পার্ষদ সকলে সংযুক্ত থাকেন। কলিযুগে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এমন যজ্ঞ দ্বারা তাঁর আরাধনা করে থাকেন যাতে নাম-গুণ-লীলা সংকীর্তনের প্রাধান্য থাকে। ১১-৫-৩২

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।

ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ ১১-৫-৩৩

তাঁরা ভগবানের স্তুতি এইভাবে করে থাকেন—হে জগদীশ্বর! আপনি শরণাগতের রক্ষাকর্তা। নিত্য ধ্যানগম্য আপনার পাদপদ্মদ্বয়। আপনি মায়া-মোহ উদ্ভূত জাগতিক পরাভবের গ্লানি হরণ করে থাকেন। ভক্তগণের অভীষ্ট বস্তু দানে আপনি কামধেনুস্বরূপ। আপনি তীর্থসকলকে উৎকর্ষ দানকারী পরম তীর্থস্বরূপ। শিব-ব্রহ্মাদি দেবতারা আপনার বন্দনা করে থাকেন। শরণাগতকে আপনি কখনো অস্বীকার করেন না। আপনি আপনার ভক্তসকলের আর্তি ও বিপত্তি হরণ করে থাকেন। আপনার পাদপদ্মদ্বয় ভবসাগর উত্তরণের তরণি। হে পুরুষপ্রবর! আমি আপনার সেই পাদপদ্মদ্বয়ের বন্দনা করি। ১১-৫-৩৩

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্।

মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্ বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ ১১-৫-৩৪

হে ভগবন্! আপনার পাদপদ্ম যুগলের মহিমার বর্ণনা কে করতে পারে? রামাবতারে পিতা দশরথের কথার দেববাঞ্ছিত এবং দুস্ত্যজ রাজলক্ষ্মীর ত্যাগ সহকারে আপনার পাদপদ্মযুগল বনে বনে বিচরণ করেছিল। সত্যই আপনি ধর্মনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা, অতুলনীয়। এবং হে পুরুষপ্রবর! স্বীয় প্রেয়সী সীতার আকাঙ্ক্ষিত মায়ামৃগের দিকে আপনার পাদপদ্মযুগল জেনেশুনে ধাবিত হতেই থাকল। সত্যই ধন্য আপনার প্রেমের পরাকাষ্ঠা। হে প্রভু আমি আপনার সেই পাদপদ্মযুগলের বন্দনা করি। ১১-৫-৩৪

BANGLADARSHAN.COM

এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্তিভিঃ।

মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ॥ ১১-৫-৩৫

রাজন্! এইভাবে যুগে যুগে ভক্তগণ যুগানুরূপ নাম-রূপ সহযোগে বিভিন্ন উপায়ে ভগবানের আরাধনা করে থাকেন। অবশ্য এই তথ্যও সন্দেহাতীত যে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই সকল পুরুষার্থের অধিদেবতা ভগবান শ্রীহরি স্বয়ংই। ১১-৫-৩৫

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।

যত্র সঙ্কীর্তনেনৈব সর্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে॥ ১১-৫-৩৬

কলিযুগে একমাত্র সংকীর্তনের দ্বারাই স্বার্থ ও পরমার্থসকলের প্রাপ্তি হয়ে থাকে। এই জন্যই গুণমুগ্ধ সারগ্রাহী শ্রেষ্ঠপুরুষগণ কলিযুগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকেন; কলিযুগের উপর তাঁদের প্রীতি অসীম। ১১-৫-৩৬

ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।

যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ॥ ১১-৫-৩৭

দেহাভিমানী জীব অনাদি কাল থেকে সংসার চক্রে বিচরণশীল। তাঁদের পক্ষে ভগবানের লীলা-গুণ-নাম-সংকীর্তনের থেকে অধিক অন্য কোনো পরম লাভ নেই; কারণ এর প্রভাবে সংসারে নিত্য গতায়াতের নিবৃত্তি হয়ে থাকে; পরম শান্তির অনুভূতি লাভ হয়ে থাকে। ১১-৫-৩৭

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥ ১১-৫-৩৮
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী॥ ১১-৫-৩৯
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥ ১১-৫-৪০

রাজন্! সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগের প্রজাসকলের একান্ত কাম্য যে তাদের জন্ম যেন কলিযুগে হয়; কারণ কলিযুগেই ভগবান নারায়ণের শরণাগত এবং আশ্রিত ভক্তসকলের আগমনের অপরিমিততা সম্ভব। হে মহারাজ বিদেহ! কলিযুগে দ্রাবিড়দেশে অধিক ভক্ত পাওয়া যায়; সেখানে যে তাম্রপর্ণী, কৃতমালা পয়স্বিনী, পরমপবিত্র কাবেরী, মহানদী, এবং প্রতীচী নদীসকল আবহমান কাল থেকে প্রবাহমান। রাজন্! যাঁরা এই সকল নদীর জল পান করে থাকেন প্রায়শ অন্তরের শুদ্ধিকরণ হয়ে তাঁরা ভগবান বাসুদেবের ভক্ত হয়ে যান। ১১-৫-৩৮-৩৯-৪০

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্॥ ১১-৫-৪১

রাজন্! যাঁরা করণীয় কর্তব্য আদি কর্মবাসনাসকল অথবা ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করে সর্বাত্মভাবে শরণাগতবৎসল প্রেমবরদাতা ভগবান মুকুন্দের শরণে এসেছেন, তাঁরা দেব-ঋষি-পিতৃ-প্রাণী-কুটুম্ব-অতিথি ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যান; তাঁরা অন্য কারো অধীন নন, কারো সেবক নন, কোনো বন্ধনেও যুক্ত নন। ১১-৫-৪১

BANGLADARSHAN.COM

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম যচ্চোৎ পতিতং কথঞ্চিদ্ ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥ ১১-৫-৪২

যদি প্রেমী ভক্ত অন্য সকল চিন্তা, আস্থা, বৃত্তি ও প্রবৃত্তি ত্যাগ করে অনন্যচিত্তে নিজ প্রিয়তম ভগবানের পাদপদ্মের ভজনা করে, তাহলে প্রথমত তার দ্বারা পাপকর্মে লিপ্ত হওয়া সম্ভবই হয় না; তবুও যদি কোনো কারণে সে পাপকর্মে যুক্ত হয়ে পড়ে তাহলে তার হৃদয়ে অবস্থিত পরমপুরুষ ভগবান শ্রীহরি সেইসব ধৌত করে হৃদয়কে শুদ্ধ করে দেন। ১১-৫-৪২

নারদ উবাচ

ধর্মান্ ভাগবতানিত্থং শ্রুত্বাথ মিথিলেশ্বরঃ।
জায়ন্তেয়ান্ মুনীন্ প্রীতঃ সোপাধ্যায়ো হ্যপূজয়ৎ॥ ১১-৫-৪৩

নারদ বললেন—হে বসুদেব! মিথিলানরেশ রাজা নিমি, নয় জন যোগীশ্বরের এইরূপ ভাগবতধর্মের বর্ণনা শুনে পরম আহ্লাদিত হলেন তিনি নিজ ঋত্বিক এবং আচার্য সহযোগে ঋষভনন্দন নয় জন যোগীশ্বরদের পূজা করলেন। ১১-৫-৪৩

ততোঽন্তর্দধিরে সিদ্ধাঃ সর্বলোকস্য পশ্যতঃ।
রাজা ধর্মানুপাতিষ্ঠন্নবাপ পরমাং গতিম্॥ ১১-৫-৪৪

তারপর সকলের সম্মুখেই সেই সিদ্ধগণ অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। বিদেহরাজ নিমি তাঁর শোনা ভাগবতধর্মের সম্যক্ আচরণপূর্বক পরমগতি লাভ করলেন। ১১-৫-৪৪

ত্বমপ্যেতান্ মহাভাগ ধর্মান্ ভাগবতাঞ্ছ্রুতান।
আস্থিতঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তো নিঃসঙ্গো যাস্যসে পরম্॥ ১১-৫-৪৫

হে মহাভাগ্যবান বসুদেব! আমি তোমাকে যে ভাগবতধর্মের উপদেশ প্রদান করেছি তা শ্রদ্ধা সহকারে আচরণ করলে অবশেষে তুমিও সকল আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের পরমপদ লাভে সমর্থ হবে। ১১-৫-৪৫

যুবয়োঃ খলু দম্পত্যোর্যশসা পূরিতং জগৎ।

পুত্রতামগমদ্ যদ্ বাং ভগবানীশ্বরো হরিঃ॥ ১১-৫-৪৬

হে বসুদেব! সমগ্র জগৎ তোমার ও দেবকীর যশে পরিপূর্ণ হয়ে আছে; কারণ সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। ১১-৫-৪৬

দর্শনালিঙ্গনালাপৈঃ শয়নাসনভোজনৈঃ।

আত্মা বাং পাবিতঃ কৃষ্ণে পুত্রস্নেহং প্রকুর্বতোঃ॥ ১১-৫-৪৭

তোমরা ভগবানের দর্শন, স্পর্শন, আলাপন এবং তাঁর শয়ন, উপবেশন, অশন কার্যাদি দ্বারা বাৎসল্য স্নেহ দান করে নিজেদের হৃদয়ের বিশুদ্ধিকরণ করতে সমর্থ হয়েছ; তোমরা তো পরমপবিত্র। ১১-৫-৪৭

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপালপৌণ্ড্রশাল্বাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ।

ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্॥ ১১-৫-৪৮

হে বসুদেব! শিশুপাল, পৌণ্ড্রক এবং শাল্বাদি রাজারা বৈরীভাবাপন্ন থেকে শ্রীকৃষ্ণের চাল-চলন, লীলা-বিলাস, চাহন-কথন স্মরণ করেছিলেন। তাও নিয়ম করে নয়—শয়নে, উপবেশনে, ভ্রমণে স্বাভাবিকরূপেই। তা সত্ত্বেও তাঁদের চিত্তবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণে তন্ময় হয়ে গেল এবং তাঁরা সারূপ্য মুক্তির অধিকারী হলেন। তাহলে যারা প্রেমভাব এবং অনুরাগ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ-মনন করেন তাঁদের শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তিতে কি সন্দেহ থাকা সম্ভব? ১১-৫-৪৮

BANGLADARSHAN.COM

মাপত্যবুদ্ধিমকৃথাঃ কৃষ্ণে সর্বাত্মনীশ্বরে।

মায়ামনুষ্যভাবেন গূঢ়ৈশ্বর্যে পরেঽব্যয়ে॥ ১১-৫-৪৯

হে বসুদেব! শ্রীকৃষ্ণকে শুধুমাত্র নিজের পুত্র বলে মনে করবে না। তিনি সর্বাত্মা, সর্বেশ্বর, কারণাতীত এবং অবিনাশী। লীলার কারণে তাঁর মানব-শরীরে আগমন এবং ঐশ্বর্য সংবরণ সেই কারণেই। ১১-৫-৪৯

ভূভারাসুররাজন্যহন্তবে গুপ্তয়ে সতাম্।

অবতীর্ণস্য নির্বৃত্যৈ যশো লোকে বিতন্যতে॥ ১১-৫-৫০

তিনি ধরণীর ভারস্বরূপ রাজবেশধারী অসুরদের নাশ ও সাধু-সন্তদের রক্ষা করবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য হল জীবের পরম শান্তি এবং মুক্তি প্রদান। তাই জগতে তাঁর কীর্তির সংকীর্তনও হয়ে থাকে। ১১-৫-৫০

শ্রীশুক উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা মহাভাগো বসুদেবোঽতিবিস্মিতঃ।

দেবকী চ মহাভাগা জহতুর্মোহমাত্মনঃ॥ ১১-৫-৫১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে প্রিয় পরীক্ষিৎ! নারদের মুখে এই কথা জানতে পেরে পরম ভাগ্যবান বসুদেব ও পরম ভাগ্যবতী দেবকী দুজনেরই বিস্ময় হল। তাঁদের মধ্যে অবশিষ্ট মায়ামোহ তৎক্ষণাৎ অপসৃত হল। ১১-৫-৫১

ইতিহাসমিমং পুণ্যং ধারয়েদ্ যঃ সমাহিতঃ।
স বিধূয়েহ শমলং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ১১-৫-৫২

রাজন্! পরমপবিত্র এই ইতিহাস যে একাগ্রচিত্তে ধারণ করতে প্রয়াসী হয় তার সমস্ত শোকমোহ দূরীভূত হয় এবং সে ব্রহ্মপদ লাভ করতে সমর্থ হয়। ১১-৫-৫২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেবতাদের ভগবানের কাছে স্বধাম প্রত্যাগমণের প্রার্থনা এবং যাদবদের প্রভাসক্ষেত্র গমনের প্রস্তুতি করতে দেখে উদ্ধবের ভগবান সকাশে আগমন

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীশুক উবাচ

অথ ব্রহ্মাত্মজৈর্দেবৈঃ প্রজেশৈরাবৃতোঽভ্যগাৎ।
ভবশ্চ ভূতভব্যেশো যযৌ ভূতগণৈর্বৃতঃ॥ ১১-৬-১
ইন্দ্রো মরুদ্ভির্ভগবানাদিত্যা বসবোঽশ্বিনৌ।
ঋভবোঽঙ্গিরসো রুদ্রা বিশ্বে সাধ্যাশ্চ দেবতাঃ॥ ১১-৬-২
গন্ধর্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধচারণগুহ্যকাঃ।
ঋষয়ঃ পিতরশ্চৈব সবিদ্যাধরকিন্নরাঃ॥ ১১-৬-৩
দ্বারকামুপসংজগ্মুঃ সর্বে কৃষ্ণদিদৃক্ষবঃ।
বপুষা যেন ভগবান্ নরলোকমনোরমঃ।
যশো বিতেনে লোকেষু সর্বলোকমলাপহম্॥ ১১-৬-৪

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! যখন দেবর্ষি নারদ বসুদেবকে উপদেশ দান করে চলে গেলেন, তখন স্বীয় পুত্র সনকাদি, দেবতা এবং প্রজাপতিগণসহ ব্রহ্মা, ভূতগণসহ সর্বেশ্বর মহাদেব এবং মরুদ্‌গণসহ ইন্দ্র দ্বারকায় এলেন। তাঁদের সঙ্গে সকল আদিত্যগণ, অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমার, ঋভু, অঙ্গিরাবংশোদ্ভূত ঋষি, একাদশ রুদ্র, বিশ্বেদেব, সাধ্যগণ, গন্ধর্ব, অপ্সরাগণ, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, ঋষি, পিতৃপুরুষগণ, বিদ্যাধর এবং কিন্নরগণও সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল যে মানবসম মনোহর বেশ ধারণকারী

এবং নিজ শ্যামসুন্দর বিগ্রহে সকলের চিত্ত আকর্ষণকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ; কারণ এইসময়ে নিজ বিগ্রহ ধারণ করে তার দ্বারা ত্রিলোকে তিনি এমন পবিত্র কীর্তির বিস্তার করেছেন যা ত্রিলোকের পাপ-তাপ সর্বকালের জন্য নিবারণ করে। ১১-৬-১-২-৩-৪

তস্যাং বিভ্রাজমানায়াং সমৃদ্ধায়াং মহর্দ্ধিভিঃ।
ব্যচক্ষতাবিতৃপ্তাক্ষাঃ কৃষ্ণমদ্ভুতদর্শনম্॥ ১১-৬-৫

দ্বারকাপুরী তখন সর্ব সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ এবং অলৌকিক দীপ্তিতে দেদীপ্যমান লাগছিল। সেখানে উপস্থিত হয়ে তারা অনুপম সৌন্দর্যযুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেন। ভগবানের রূপমাধুরী নির্নিমেষ নয়নে পান করেও তাঁদের নেত্র তৃপ্ত হতে পারছিল না। তাঁরা বহুক্ষণ অনিমেষনেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ১১-৬-৫

স্বর্গোদ্যানোপগৈর্মাল্যৈশ্ছাদয়ন্তো যদূত্তমম্।
গীর্ভিশ্চিত্রপদার্থাভিস্তুষ্টুবুর্জগদীশ্বরম্॥ ১১-৬-৬

তাঁরা স্বর্গের নন্দনকানন, চৈত্ররথ আদি উদ্যানের দিব্যপুষ্প দ্বারা জগদীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যেন আচ্ছাদিত করে দিলেন এবং মাধুর্যপূর্ণ পদ ও অর্থবহ বাণীদ্বারা তাঁর বন্দনা করতে লাগলেন। ১১-৬-৬

দেবা উচুঃ

নতাঃ স্ম তে নাথ পদারবিন্দং বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ।
যচ্চিন্ত্যতেঽন্তর্হৃদি ভাবযুক্তৈর্মুমুক্ষুভিঃ কর্মময়োরুপাশাৎ॥ ১১-৬-৭

দেবতারা প্রার্থনা করে বললেন—হে সর্বময়কর্তা! কর্মের কঠোর কূটবন্ধ থেকে মুক্ত হওয়ার কামনায় মুমুক্ষুজন ভাব-ভক্তি সহযোগে যার স্মরণ-মনন করে থাকেন, আপনার সেই পাদপদ্মে আমরা নিজ বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বাণীর দ্বারা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করছি। ধন্য! পরমাশ্চর্য! ১১-৬-৭

BANGLADARSHAN.COM

ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়াত্মনি দুর্বিভাব্যং ব্যক্তং সৃজস্যবসি লুম্পসি তদ্গুণস্থঃ।
নৈতৈর্ভবানজিত কর্মভিরজ্যতে বৈ যৎ স্বে সুখেঽব্যবহিতেঽভিরতোঽনবদ্যঃ॥ ১১-৬-৮

হে অজিত! আপনি মায়িক রজঃ আদি গুণে স্থিত হয়েও নিজ ত্রিগুণময়ী মায়ার দ্বারা সৃষ্ট নিজ অংশেই এই নাম-রূপযুক্ত প্রপঞ্চের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। কর্ম করেও আপনি কর্মে নির্লিপ্ত থাকেন; কারণ আপনি রাগ-দ্বেষাদি দোষসকল থেকে সর্বত মুক্ত এবং নিজ নিরাবরণ অখণ্ড স্বরূপভূত পরমানন্দে মগ্ন রয়েছেন। ১১-৬-৮

শুদ্ধির্নৃণাং ন তু তথেড্য দুরাশয়ানাং বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধসচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসম্ভৃতয়া যথা স্যাৎ॥ ১১-৬-৯

হে স্তুতিযোগ্য পরমাত্মা! যাঁদের চিত্তবৃত্তি রাগদ্বেষাদি কলুষমণ্ডিত তাঁরা বেদ অধ্যয়ন, দান তপস্যা এবং যজ্ঞ সম্পাদন করলেও তাঁদের শুদ্ধি শ্রবণপুষ্ট শুদ্ধান্তকরণ ব্যক্তিদের স্তরে কখনো পৌঁছতে পারে না; কারণ এই শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিগণ আপনার লীলাকথা ও কীর্তি শ্রবণপূর্বক উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পরিপূর্ণতা লাভের শ্রদ্ধায় যুক্ত থেকে এক ভূমিতে অবস্থান করে থাকেন। ১১-৭-৯

স্যান্নস্তবাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ ক্ষেমায় যো মুনিভিরার্দ্রহৃদোহ্যমানঃ।
যঃ সাত্বতৈঃ সমবিভূতয় আত্মবদ্ভির্ব্যূহেঽর্চিতঃ সবনশঃ স্বরতিক্রমায়॥ ১১-৬-১০
যশ্চিন্ত্যতে প্রযতপাণিভিরধ্বরাগ্নৌ ত্রয্যা নিরুক্তবিধিনেশ হবির্গৃহীত্বা।
অধ্যাত্মযোগ উত যোগিভিরাত্মমায়াং জিজ্ঞাসুভিঃ পরমভাগবতৈঃ পরীষ্টঃ॥ ১১-৬-১১

আপনার পাদপদ্মের মাহাত্ম্য অসীম। মননশীল মুমুক্ষুগণ মোক্ষপ্রাপ্তি কল্পে নিজ প্রেমাপ্লুত হৃদয়ে তা ধারণ করে বিচরণ করে থাকেন। পাঞ্চরাত্র বিধি অনুসরণকারী ভক্তসদৃশ ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহরূপে যাঁর উপাসনা করেন, জিতেন্দ্রিয় আত্মস্থ ব্যক্তিগণ স্বর্গলোক অতিক্রমণ পূর্বক ভগবদধাম প্রাপ্তির মানসে ত্রিসন্ধ্যা যাঁর পূজা করে থাকেন, যাজ্ঞিক

ব্যক্তিগণও ত্রিবেদ নির্দেশিত বিধিদ্বারা নিজ সংযত হস্তে হবিষ্য ধারণ করে যজ্ঞ-কুণ্ডে আহুতি দিয়ে তাঁরই ধ্যানে প্রীতি মনোনিবেশ করেন। আপনার আত্মস্বরূপে যুক্ত মায়ার জিজ্ঞাসু যোগিগণ হৃদয়ের গভীরে দহরবিদ্যাদি সহকারে যাঁর ধ্যান করে থাকেন, পরম প্রেমযুক্ত আপনার ভক্তগণ তাকেই পরমারাধ্য ইষ্টজ্ঞানে মগ্ন থাকেন। আপনার সেই পাদপদ্ম আমাদের বাসনাসকলের ভস্মীভূত করবার জন্য অগ্নি স্বরূপ হোক এবং আমাদের পাপ-তাপ সমুদায় ভস্ম করে দিক। ১১-৬-১০-১১

পর্যুষ্টয়া তব বিভো বনমালয়েয়ং সংস্পর্ধিনী ভগবতী প্রতিপত্নীবচ্ছ্রীঃ।

যঃ সুপ্রণীতমমুয়ার্হণমাদদন্নো ভূয়াৎ সদাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ॥ ১১-৬-১২

এই পদ্মসনা লক্ষ্মী আপনার বক্ষঃস্থলে ধারিত বিশুষ্ক পর্যুষিত বৈজয়ন্তীমালাকেও সতীন জ্ঞানে ঈর্ষা করেন। তবুও আপনি তাঁর সংশয়কে আমল না দিয়ে ভক্তের দেওয়া সেই বিশুষ্ক মালা পূজারূপে প্রেমপূর্বক স্বীকার করে থাকেন। অন্তরে এই মনোবাসনা যে, ভক্তবৎসল প্রভুর পাদপদ্ম সর্বদা আমাদের বিষয়-বাসনাকে ভস্মসাৎ করবার জন্য অগ্নিস্বরূপ হোক। ১১-৬-১২

কেতুস্ত্রিবিক্রমযুতস্ত্রিপতৎপতাকো যস্তে ভয়াভয়করোঽসুরদেবচম্বোঃ।

স্বর্গায় সাধুষু খলেষ্বিতরায় ভূমন্ পাদঃ পুনাতু ভগবন্ ভজতামঘং নঃ॥ ১১-৬-১৩

হে অনন্তশয়ন! বামনাবতারে দৈত্যরাজ বলির দেওয়া ভূমি পরিমাপন কালে আপনি আপনার চরণপদ্ম যখন প্রসারিত করেছিলেন তখন তা সত্যলোকেও পৌঁছেছিল। তা দেখে মনে হয়েছিল যেন বিশাল জয় পতাকা উড়ছে। ব্রহ্মার পাদপ্রক্ষালন কার্য শেষ পাদসম্ভূত গঙ্গার ত্রিধারায় প্রবাহিত জলরাশিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনটি পতাকা একযোগে উড্ডীয়মান। তাই দেখে একদিকে অসুরসেনা ভীত ও অন্যদিকে দেবসেনা আশ্বস্ত হয়েছিল। আপনার সেই পাদপদ্ম সাধুস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের আপনারই বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্তির অনুভূতি দেয় এবং দুষ্টদের যথাযোগ্য অধোগতির কারণ হয়। হে ভগবন্! আপনার সেই পাদপদ্মযুগল আমাদের মতন ভজনকারীদের সমস্ত পাপ-তাপ সম্মার্জন করুক, এই প্রার্থনা করি। ১১-৬-১৩

BANGLADARSHAN.COM

নস্যোতগাব ইব যস্য বশে ভবন্তি ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো মিথুরর্দ্যমানাঃ।

কালস্য তে প্রকৃতিপূরুষয়োঃ পরস্য শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য॥ ১১-৬-১৪

ব্রহ্মাদি শরীরধারীগণ সত্ত্ব, রজ, তম—এই ত্রিগুণের পরস্পরবিরোধী ত্রিবিধ ভাবের তারতম্যে প্রাণ-ধারণ ও ত্যাগ করেন। তাঁরা সুখ-দুঃখের অবমর্দনের গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত এবং বাধ্য পোষ্য বলদের মতন আপনার বশীভূত। আপনি তাঁদের জন্যও কালস্বরূপ। তাঁদের জীবনের আদি, মধ্য, অন্ত আপনারই অধীন। তদুপরি আপনি প্রকৃতি এবং পুরুষ অবস্থার উর্ধ্বে স্থিত স্বয়ং পুরুষোত্তম। আপনার পাদপদ্মযুগল আমাদের কল্যাণ করুক। ১১-৬-১৪

অস্যাসি হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানামব্যক্তজীবমহতামপি কালমাহুঃ।

সোঽয়ং ত্রিনাভিরখিলাপচয়ে প্রবৃত্তঃ কালো গভীররয় উত্তমপূরুষস্ত্বম্॥ ১১-৬-১৫

হে প্রভু! আপনি এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-এর উপাদান-কারণস্বরূপ; কারণ শাস্ত্রের বিধানানুসারে আপনি প্রকৃতি, পুরুষ এবং মহত্তত্ত্বর নিয়ন্ত্রণকর্তা মহাকাল। শীত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা-কালরূপ তিন অক্ষাগ্রকীলক যুক্ত সংবৎসরের রূপধারী, সকলকে ক্ষয় অভিমুখে ধাবিত করবার কাল আপনিই। আপনার গতি অবাধ ও গম্ভীর। আপনি স্বয়ং পুরুষোত্তম। ১১-৬-১৫

ত্বত্তঃ পুমান্ সমধিগম্য যয়া স্ববীর্যং ধত্তে মহান্তমিব গর্ভমমোঘবীর্যঃ।

সোঽয়ং তয়ানুগত আত্মন আণ্ডকোশং হৈমং সসর্জ বহিরাবরণৈরুপেতম্॥ ১১-৬-১৬

এই পুরুষ আপনার শক্তিতে অমোঘবীর্য হয়ে মায়ার সঙ্গে মিলিত হয় এবং বিশ্বের মহত্তত্ত্বরূপ গর্ভ স্থাপন করে। তারপর সেই মহত্তত্ত্ব ত্রিগুণময়ী মায়াকে অনুসরণ করে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহংকার এবং মনরূপ সপ্ত আবরণযুক্ত সুবর্ণময় ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে। ১১-৬-১৬

তত্তস্থুষশ্চ জগতশ্চ ভবানধীশো যন্মায়য়োত্থগুণবিক্রিয়য়োপনীতান্।

অর্থাঞ্জুষন্নপি হৃষীকপতে ন লিপ্তো যেঽন্যে স্বতঃ পরিহৃতাদপি বিভ্যতি স্ম॥ ১১-৬-১৭

অতএব হে হৃষীকেশ! আপনি সমস্ত জগৎ চরাচরের অধীশ্বর। তাই আপনি মায়ার গুণবৈপরীত্য হেতু উদ্ভূত পদার্থসমূদায় উপভোগ করেও তাতে লিপ্ত হন না। এটা কেবল আপনার পক্ষেই সম্ভব। অন্যরা তা ত্যাগ করেও বিষয় থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন। ১১-৬-১৭

স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারিভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ।

পত্ন্যস্ত ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈর্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন বিভ্ব্যঃ॥ ১১-৬-১৮

আপনার নিবাস ষোড়শ সহস্র রাজমহিষীগণের মধ্যে। তাঁরা সকলে স্মিতহাস্য, কটাক্ষ প্রেক্ষণ, মনোহর ভ্রু সঞ্চালন এবং রতিরঙ্গ সহযোগে প্রৌঢ় সম্মোহক কামবাণ নিক্ষেপ এবং কামকলার বিবিধ রীতি প্রয়োগ করে আপনার মন আকর্ষণ করবার চেষ্টায় যুক্ত থাকেন কিন্তু তবুও তাঁরা তাঁদের পরিপুষ্ট কামবাণ প্রয়োগ করেও আপনার মন চঞ্চল করতে সফল হন না। তাঁদের প্রয়াস ফলপ্রসূ হয় না। ১১-৬-১৮

বিভ্ব্যস্তবামৃতকথোদবহাস্ত্রিলোক্যাঃ পাদাবনেজসরিতঃ শমলানি হন্তুম্।

আনুশ্রবং শ্রুতিভিরঙ্ঘ্রিজমঙ্গসঙ্গৈস্তীর্থদ্বয়ং শুচিষদস্ত উপস্পৃশন্তি॥ ১১-৬-১৯

আপনি ত্রিলোকের পাপরাশিকে বিধৌত করবার জন্য দুই পবিত্র ধারাপ্রবাহ উন্মুখ রেখেছেন–প্রথম আপনার অমৃতময়ী লীলাতে পরিপূর্ণ কথানদী এবং দ্বিতীয় আপনার পাদপ্রক্ষলিত উদ্ভূত গঙ্গা নদী। সৎসঙ্গসেবী বিবেকযুক্ত ব্যক্তিগণ কর্ণদ্বার দ্বারা কথা নদীতে এবং শরীর দ্বারা গঙ্গা নদীতে অবগাহন করে দুই তীর্থেরই সেবন করেন ও নিজ পাপ-তাপ নিবারণ করেন। ১১-৬-১৯

বাদরায়ণিরুবাচ

ইত্যভিষ্টূয় বিবুধৈঃ সেশঃ শতধৃতির্হরিম্।

অভ্যভাষত গোবিন্দং প্রণম্যাম্বরমাশ্রিতঃ॥ ১১-৬-২০

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! দেবতাগণ ও ভগবান শংকরসহ ব্রহ্মা এইরূপে ভগবানের স্তুতি করলেন। তারপর তাঁরা প্রণাম নিবেদনপূর্বক নিজ নিজ ধাম অভিমুখে যাত্রার পূর্বে আকাশপথে স্থিতি রেখে ভগবানকে এইভাবে বলতে লাগলেন। ১১-৬-২০

BANGLADARSHAN.COM

ব্রহ্মোবাচ

ভূমের্ভারাবতারায় পুরা বিজ্ঞাপিতঃ প্রভো।

ত্বমস্মাভিরশেষাত্মংস্তত্তথৈবোপপাদিতম্॥ ১১-৬-২১

ব্রহ্মা বললেন–হে সর্বাত্মপরায়ণ প্রভু! পূর্বে আমরা আপনাকে অবতাররূপ ধারণ করে ভূভার লাঘবের প্রার্থনা করেছিলাম। আপনি আমাদের প্রার্থনানুসারে সেই কার্য সুচারুভাবে সম্পাদন করেছেন। ১১-৬-২১

ধর্মশ্চ স্থাপিতঃ সৎসু সত্যসন্ধেষু বৈ ত্বয়া।

কীর্তিশ্চ দিক্ষু বিক্ষিপ্তা সর্বলোকমলাপহা॥ ১১-৬-২২

আপনি সত্যনিষ্ঠ সাধুব্যক্তিদের কল্যাণ হেতু ধর্ম সংস্থাপিত করেছেন এবং দিগ্‌দিগন্তে আপনার কীর্তি প্রসারের ব্যবস্থা করেছেন যা শ্রবণ করে সকলে মনের আবিলতা অপসারণে সক্ষম হন। ১১-৬-২২

অবতীর্য যদোর্বংশে বিভ্রদ্ রূপমনুত্তমম্।

কর্মাণ্যুদ্দামবৃত্তানি হিতায় জগতোঽকৃথাঃ॥ ১১-৬-২৩

আপনি এই সর্বোত্তম রূপ ধারণ করে যদুবংশে অবতার হলেন এবং জগৎ কল্যাণে উদারতা এবং পরাক্রম সমৃদ্ধ প্রভূত লীলাভিনয় করলেন। ১১-৬-২৩

যানি তে চরিতানীশ মনুষ্যাঃ সাধবঃ কলৌ।

শৃণ্বন্তঃ কীর্তয়ন্তশ্চ তরিষ্যন্ত্যঞ্জসা তমঃ॥ ১১-৬-২৪

হে প্রভু! কলিযুগে যে সদাভিপ্রায় ব্যক্তিগণ আপনার এই সকল লীলার-শ্রবণ-কীর্তন করবেন তাঁরা নিশ্চিতভাবে এই অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে অতিক্রম করতে পারবেন। ১১-৬-২৪

যদুবংশেঽবতীর্ণস্য ভবতঃ পুরুষোত্তম।

শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং প্রভো॥ ১১-৬-২৫

হে পুরুষোত্তম! হে সর্বশক্তিমান প্রভু! আপনার যদুবংশে অবতাররূপে আগমনের একশত পঁচিশ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে। ১১-৬-২৫

নাধুনা তেঽখিলাধার দেবকার্যাবশেষিতম্।

কুলং চ বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়মভূদিদম্॥ ১১-৬-২৬

হে সর্বাধার, ধরণীধর! আমাদের আর কোনো এমন কর্ম অবশিষ্ট নেই যা চরিতার্থ করবার নিমিত্ত আপনার এখানে অবস্থান করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণদের অভিশাপে আপনার এই যদুকুল যেন ধ্বংস হয়েই গেছে। ১১-৬-২৬

ততঃ স্বধাম পরমং বিশস্ব যদি মন্যসে।

সলোকাঁল্লোকপালান্ নঃ পাহি বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্॥ ১১-৬-২৭

অতএব হে বৈকুণ্ঠনাথ! যদি আপনি সমুচিত মনে করেন তাহলে পরমধামে প্রত্যাগমন করুন এবং আপনার সেবক আমাদের মতন লোকপালদের এবং আমাদের লোকাদির লালন-পালন করুন। ১১-৬-২৭

শ্রীভগবানুবাচ

অবধারিতমেতন্মে যদাত্থ বিবুধেশ্বর।

কৃতং বঃ কার্যমখিলং ভূমের্ভারোঽবতারিতঃ॥ ১১-৬-২৮

BANGLADARSHAN.COM

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে ব্রহ্মা! আপনি যা ইচ্ছা করেন আমি ইতিমধ্যেই তা সম্পূর্ণ করার কথা ভেবে রেখেছি। আপনাদের ইচ্ছানুসারে ভূভার হরণ সম্পাদিত হয়েছে। ১১-৬-২৮

তদিদং যাদবকুলং বীর্যশৌর্যশ্রিয়োদ্ধতম্।

লোকং জিঘৃক্ষদ্ রুদ্ধং মে বেলয়েব মহার্ণবঃ॥ ১১-৬-২৯

এখনও কিন্তু একটি কার্য অসম্পূর্ণ রয়েছে। এই যদুবংশজাতগণ বল-বিক্রমে, শৌর্য-বীর্যে এবং ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে উন্মত্তবৎ হয়ে উঠেছে। তারা সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করে নিতে উদ্যত। আমি সমুদ্র সৈকতবৎ তাদের শাসন করে রেখেছি। ১১-৬-২৯

যদ্যসংহৃত্য দৃপ্তানাং যদূনাং বিপুলং কুলম্।

গন্তাস্ম্যনেন লোকোঽয়মুদ্বেলেন বিনঙ্ক্ষ্যতি॥ ১১-৬-৩০

যদি আমি এই অহংকারী ও উচ্ছৃঙ্খল যদুবংশের বিশাল সমাবেশকে বিনাশ না করে প্রত্যাগমন করি তাহলে তারা মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করে সমস্ত লোকাদির সংহার করে বসবে। ১১-৬-৩০

ইদানীং নাশ আরব্ধ কুলস্য দ্বিজশাপতঃ।

যাস্যামি ভবনং ব্রহ্মন্নেতদন্তে তবানঘ॥ ১১-৬-৩১

হে অনঘ ব্রহ্মা! এক্ষণে ব্রাহ্মণদের অভিশাপে এই বংশের নাশের সূত্রপাত হয়েছে। তার পরিসমাপ্তির পর আমার ধামে প্রত্যাগমন হবে। ১১-৬-৩১

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তো লোকনাথেন স্বয়ম্ভূঃ প্রণিপত্য তম্।

সহ দেবগণৈর্দেবঃ স্বধাম সমপদ্যত॥ ১১-৬-৩২

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! যখন অখিল লোকাধিপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বললেন তখন ব্রহ্মা তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে স্বধাম গমন করলেন। ১১-৬-৩২

অথ তস্যাং মহোৎপাতান্ দ্বারবত্যাং সমুত্থিতান্।
বিলোক্য ভগবানাহ যদুবৃদ্ধান্ সমাগতান্॥ ১১-৬-৩৩

তাঁদের প্রত্যাগমনের অব্যবহিত কালেই দ্বারকাপুরীতে অনেক অশুভলক্ষণ ও উপদ্রব দেখা যেতে শুরু করল। তা দেখে যদুবংশের বয়োজ্যেষ্ঠগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলেন। ১১-৬-৩৩

শ্রীভগবানুবাচ

এতে বৈ সুমহোৎপাতা ব্যুত্তিষ্ঠন্তীহ সর্বতঃ।
শাপশ্চ নঃ কুলস্যাসীদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো দুরত্যয়ঃ॥ ১১-৬-৩৪
ন বস্তব্যমিহাস্মাভির্জিজীবিষুভিরার্যকাঃ।
প্রভাসং সুমহৎপুণ্যং যাস্যামোঽদ্যৈব মা চিরম্॥ ১১-৬-৩৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে বয়োবৃদ্ধগণ! এখন দ্বারকায় সর্বত্র ভয়ানক সব অশুভ লক্ষণ ও উপদ্রব দেখা দিতে শুরু করেছে। আপনারা অবগত আছেন যে ব্রাহ্মণগণ আমাদের বংশের উপর এমন অভিশাপ দিয়েছেন যে তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। আমার মনে হয় যে নিজেদের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত আমাদের আর এখানে অবস্থান করা ঠিক হবে না। কালক্ষেপনের দরকার নেই; আসুন আজই আমরা পরমপবিত্র প্রভাসক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করি। ১১-৬-৩৪-৩৫

যত্র স্নাত্বা দক্ষশাপাদ্ গৃহীতো যক্ষ্মণোডুরাট্।
বিমুক্ত কিল্বষাৎ সদ্যো ভেজে ভূয়ঃ কলোদয়ম্॥ ১১-৬-৩৬

এই প্রভাস ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য অসীম। যখন দক্ষ প্রজাপতির অভিশাপে চন্দ্রকে রাজযক্ষ্মা রোগ গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল তখন চন্দ্র প্রভাসক্ষেত্রে গমন করে স্নান করায় পাপজনিত রোগ থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হন ও তাঁর কলাবৃদ্ধিরগুণে বিভূষিত হন। ১১-৬-৩৬

বয়ং চ তস্মিন্নাপ্লুত্য তর্পয়িত্বা পিতৃন্ সুরান্।
ভোজয়িত্বোশিজো বিপ্রান্ নানাগুণবতান্ধসা॥ ১১-৬-৩৭
তেষু দানানি পাত্রেষু শ্রদ্ধয়োপ্ত্বা মহান্তি বৈ।
বৃজিনানি তরিষ্যামো দানৈর্নৌভিরিবার্ণবম্॥ ১১-৬-৩৮

আমরাও প্রভাসক্ষেত্রে পৌঁছে স্নান করব। দেবতা এবং পিতৃপুরুষদের তর্পণ করব এবং তার সঙ্গে বহুগুণসম্পন্ন ভোজ্য প্রস্তুত করে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সেবন করাব। সেখানে আমরা সেই সদ্ ব্রাহ্মণদের পূর্ণ শ্রদ্ধা সহকারে দান-দক্ষিণা দিয়ে প্রসন্ন করব। যেমন জাহাজে অধিরোহণপূর্বক দুস্তর সমুদ্র লঙ্ঘন করা সম্ভব হয় আমরাও ব্রাহ্মণদের কৃপা-তরণীতে চড়ে সেই বিশাল সংকট সাগর পার করব। ১১-৬-৩৭-৩৮

শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতাদিষ্টা যাদবাঃ কুলনন্দন।
গন্তুং কৃতধিয়স্তীর্থং স্যন্দনান্ সমযূযুজন্॥ ১১-৬-৩৯

শ্রীশুকদেব বললেন—হে কুরুনন্দন! যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করলেন তখন যদুবংশজাতগণ এককথায় প্রভাস গমনে রাজী হয়ে গেলেন ও সকলে নিজ নিজ রথ প্রস্তুত করতে লাগলেন। ১১-৬-৩৯

BANGLADARSHAN.COM

তন্নিরীক্ষ্যোদ্ধবো রাজন্ শ্রুত্বা ভগবতোদিতম্।
দৃষ্ট্বারিষ্টানি ঘোরাণি নিত্যং কৃষ্ণমনুব্রতঃ॥ ১১-৬-৪০
বিবিক্ত উপসঙ্গম্য জগতামীশ্বরেশ্বরম্।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ প্রাঞ্জলিস্তমভাষত॥ ১১-৬-৪১

হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় ও সেবক ছিলেন উদ্ধব। তিনি ভগবানের আদেশের কথা শুনলেন ও যদুবংশজাতদের যাত্রার প্রস্তুতি করতেও দেখলেন। চারদিকে অতি ভয়ংকর অশুভ লক্ষণ দেখে তিনি একান্তে জগতের একমাত্র অধিপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সকাশে গমন করলেন। ভগবানের চরণযুগলে মস্তক ধারণপূর্বক প্রণাম নিবেদন করে তিনি করজোড়ে প্রার্থনা করলেন লাগলেন। ১১-৬-৪০-৪১

উদ্ধব উবাচ

দেবদেবেশ যোগেশ পুণ্যশ্রবণকীর্তন।
সংহৃত্যৈতৎ কুলং নূনং লোকং সন্ত্যক্ষ্যতে ভবান্।
বিপ্রশাপং সমর্থোঽপি প্রত্যহন্ন যদীশ্বরঃ॥ ১১-৬-৪২

উদ্ধব বললেন—হে যোগেশ্বর! আপনি দেবাধিদেবগণেরও অধীশ্বর। আপনার লীলার শ্রবণকীর্তনে জীব পবিত্র হয়ে যায়। আপনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর। ইচ্ছা করলে আপনি ব্রাহ্মণদের অভিশাপকে খণ্ডন করতে পারতেন। কিন্তু আপনি তেমন কিছু করলেন না। এর থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে এবার আপনি যদুবংশ সংহারপূর্বক নির্বংশ করে এই লোক পরিত্যাগ করবেন। ১১-৬-৪২

নাহং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্ধমপি কেশব।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি॥ ১১-৬-৪৩

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু হে কুঞ্চিত অলকাবলিযুক্ত শ্যামসুন্দর! আপনার পাদপদ্মের বিস্মরণ আমার পক্ষে ক্ষণার্ধের জন্যও সম্ভব নয়। হে আমার জীবনসর্বস্ব। হে আমার প্রভু! আপনি আমাকেও আপনার ধামে নিয়ে চলুন। ১১-৬-৪৩

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্।
কর্ণপীযূষমাস্বাদ্য ত্যজত্যন্যস্পৃহাং জনঃ॥ ১১-৬-৪৪
শয্যাসনাটনস্থানস্নানক্রীড়াশনাদিষু।
কথং ত্বাং প্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তাস্ত্যজেম হি॥ ১১-৬-৪৫

হে প্রিয়তম কৃষ্ণ! আপনার লীলাসকল মানবকুলের জন্য পরম মঙ্গলময়; লীলার কীর্তন শ্রুতিপথের জন্য অমৃতস্বরূপ। যে একবার আপনার লীলার রসাস্বাদন করেছে তার মধ্যে অন্য বস্তুর লালসা অবশিষ্ট থাকে না। হে প্রভু! আমরা অতীতে উঠতেবসতে, নিদ্রা-জাগরণে, বিচরণ কালে আপনার সঙ্গেই ছিলাম; স্নান, খাওয়া, কাজ, খেলা সব সময়েই। আর কত বলব? আমাদের সকল কার্যে আপনার সাহচর্য লাভ করেছি। আপনি তো আমাদের অতি প্রিয়; আত্মাবৎ। এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের মতন প্রেমীভক্তরা আপনার বিরহ কেমন করে সহ্য করবে? ১১-৬-৪৪-৪৫

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥ ১১-৬-৪৫

আমরা আপনার ধারণ করা মালা পরেছি, আপনার ব্যবহার করা চন্দন লেপন করেছি, আপনার ছাড়া কাপড় অঙ্গে ধারণ করেছি আর আপনার ব্যবহার করা অলংকারে নিজেদের সজ্জিত করেছি। আমরা আপনার উচ্ছিষ্ট ভোজনকারী সেবকমাত্র। অতএব আপনার মায়ার প্রভাব আমরা অবশ্যই কাটিয়ে উঠব। অতএব হে প্রভু! আমরা আপনার মায়াকে ভয় পাই না; ভয় পাই আপনার বিয়োগ থেকে। ১১-৬-৪৬

বাতরশনা য ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্ধ্বমন্থিনঃ।

ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥ ১১-৬-৪৭

আমরা বিলক্ষণ জানি যে মায়ার গণ্ডি থেকে উত্তরণ অতি সুকঠিন। অতি বড় মুনি-ঋষিরাও দিগম্বর থেকে এবং আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য পালন করে অধ্যাত্ম বিদ্যালাভহেতু প্রচণ্ড পরিশ্রম করে থাকেন। এহেন কঠিন সাধনায় উত্তীর্ণ হয়ে সেই সন্ন্যাসিগণের হৃদয় বিশুদ্ধতা লাভ করতে সমর্থ হয় এবং তাঁরা তখন শান্ত চিত্তে নৈষ্কর্ম অবস্থাতে স্থিত থেকে আপনার ব্রহ্মরূপে পরিচিত ধাম প্রাপ্ত করেন। ১১-৬-৪৭

বয়ং ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্মবর্ত্মসু।

ত্বদ্বার্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ॥ ১১-৬-৪৮

স্মরন্তঃ কীর্তয়ন্তস্তে কৃতানি গদিতানি চ।

গত্যুৎস্মিতেক্ষণক্ষ্বেলি যন্নৃলোকবিড়ম্বনম্॥ ১১-৬-৪৯

হে মহাযোগেশ্বর! আমরা তো কর্ম মার্গেই বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরছি। তবে একথাও নিশ্চিত যে আমরা আপনার ভক্তদের সঙ্গে আপনার গুণ ও লীলার রোমন্থন করে যাব এবং মানব শরীরে লীলাকালে আপনি যা করেছেন অথবা বলেছেন তার স্মরণ-মনন করতেই থাকব। তার সঙ্গে আপনার হাবভাব, মৃদু হাস্য করুণাদৃষ্টি এবং হাস্য-পরিহাসের স্মৃতিতে আপ্লুত হয়ে যাব। কেবল এইভাবেই আমরা আপনার দুস্তর মায়ার গণ্ডিকে অতিক্রম করে যাব। অতএব আমাদের মায়ার গণ্ডি পার হওয়ার দুশ্চিন্তা আদপেই নেই, আছে কেবল বিরহের চিন্তা। আপনি আমাদের ত্যাগ করে যাবেন না, সঙ্গে নিয়ে চলুন। ১১-৬-৪৮-৪৯

শ্রীশুক উবাচ

এবং বিজ্ঞাপিতো রাজন্ ভগবান্ দেবকীসুতঃ।

একান্তিনং প্রিয়ং ভৃত্যমুদ্ধবং সমভাষত॥ ১১-৬-৫০

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! যখন উদ্ধব দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এইরূপ প্রার্থনা করলেন তখন তিনি নিজ অনন্যচিত্ত সখা এবং সেবক উদ্ধবকে এই কথা বললেন। ১১-৬-৫০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥

BANGLADARSHAN.COM

সপ্তম অধ্যায়

অবধূতোপাখ্যান—পৃথিবী থেকে পায়রা পর্যন্ত আটজন গুরুর উপাখ্যান

শ্রীভগবানুবাচ

যদাত্থ মাং মহাভাগ তচ্চিকীর্ষিতমেব মে।

ব্রহ্মা ভবো লোকপালাঃ স্বর্বাসং মেঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১১-৭-১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পরমভক্ত উদ্ধব! তোমার অনুমান সঠিক; আমি তেমনই করতে চাই। ব্রহ্মা, শংকর এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণও এখন এই কামনা করেন যে আমি যেন তাঁদের লোক হয়ে স্বধামে গমন করি। ১১-৭-১

ময়া নিষ্পাদিতং হ্যত্র দেবকার্যমশেষতঃ।

যদর্থমবতীর্ণোঽহমংশেন ব্রহ্মণার্থিতঃ॥ ১১-৭-২

এই ধরায় দেব অভিলষিত কার্য সম্পূর্ণ হয়েছে। এই কার্য সমাধা উদ্দেশ্যেই আমার বলরাম সহযোগে অবতীর্ণ হওয়া। ১১-৭-২

কুলং বৈ শাপনির্দগ্ধং নঙ্‌ক্ষ্যত্যন্যোন্যবিগ্রহাৎ।

সমুদ্রঃ সপ্তমেঽহ্ন্যেতাং পুরীং চ প্লাবয়িষ্যতি॥ ১১-৭-৩

এই যদুবংশ তো ব্রাহ্মণদের অভিশাপে ভস্ম হয়েই আছে। পারস্পরিক মনোমালিন্য ও যুদ্ধে তার অবসান হওয়া নিশ্চিত। আজ থেকে সপ্তম দিবসে এই দ্বারকাপুরীকে জলপ্লাবিত করবে। ১১-৭-৩

BANGLADARSHAN.COM

যর্হ্যেবায়ং ময়া ত্যক্তো লোকোঽয়ং নষ্টমঙ্গলঃ।

ভবিষ্যত্যচিরাৎ সাধো কলিনাপি নিরাকৃতঃ॥ ১১-৭-৪

হে প্রিয় উদ্ধব! আমার মর্ত্যলোক পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সকল মঙ্গলের অবসান হবে এবং খুব অল্প দিনের মধ্যেই পৃথিবীতে কলিযুগের সূচনা হবে। ১১-৭-৪

ন বস্তব্যং ত্বয়ৈবেহ ময়া ত্যক্তে মহীতলে।

জনোঽধর্মরুচির্ভদ্র ভবিষ্যতি কলৌ যুগে॥ ১১-৭-৫

আমার মর্ত্যধাম ত্যাগ হওয়ার পর তুমি কিন্তু সেখানে থাকবার চেষ্টা কোরো না; কারণ হে সাধু উদ্ধব! কলিযুগের অধিকাংশ লোকের প্রবৃত্তি অধর্মের প্রতি হবে। ১১-৭-৫

ত্বং তু সর্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।

ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্ বিচরস্ব গাম্॥ ১১-৭-৬

তোমার পক্ষে শ্রেয় হবে যে নিজ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের প্রতি স্নেহবন্ধন ছিন্ন করে অনন্য প্রেমে আমাতে মন সন্নিবদ্ধপূর্বক সমদৃষ্টি রেখে পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করা। ১১-৭-৬

যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ।

নশ্বরং গৃহ্যমাণং চ বিদ্ধি মায়ামনোময়ম্॥ ১১-৭-৭

এই জগতে ভাবা, বলা, শোনা আদি সমস্ত ইন্দ্রিয় অনুভূতি দ্বারা প্রাপ্ত বস্তুই বিনাশশীল। মনের বিলাস, স্বপ্নবৎ। তাই তা মায়া ও মিথ্যা—এই জেনে রেখো। ১১-৭-৭

পুংসোঽযুক্তস্য নানার্থো ভ্রমঃ স গুণদোষভাক্।

কর্মাকর্মবিকর্মেতি গুণদোষধিয়ো ভিদা॥ ১১-৭-৮

যার মন অশান্ত ও অসংযত সেইরূপ ব্যক্তিই অজ্ঞের ন্যায় সব বস্তুকেই ভিন্ন ভিন্ন মনে করে যা বস্তুত চিত্তবিভ্রম ছাড়া কিছুই নয়। বস্তু-আদিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ফলে ভ্রমবশত 'এটি গুণ' 'এটি দোষ'—এরূপ কল্পনা করা হয়। যার বুদ্ধিতে গুণ দোষের ভেদাভেদ দৃঢ়মূল হয়েছে তার ক্ষেত্রেই কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম ভেদের কথা প্রতিপাদিত হয়েছে। ১১-৭-৮

তস্মাদ্ যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামো যুক্তচিত্ত ইদং জগৎ।

আত্মনীক্ষস্ব বিততমাত্মানং ময্যধীশ্বরে॥ ১১-৭-৯

অতএব হে উদ্ধব! তুমি সর্বপ্রথম তোমার ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত করো; কেবল ইন্দ্রিয়সকলই নয় চিত্তবৃত্তি সকলও সংযত করো। তারপর এই অনুভূতি আরোপ করো যে, এই সমস্ত জগৎ নিজ আত্মাতেই বিস্তৃত আছে এবং আত্মা সর্বাত্মা ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম ও অভিন্ন। ১১-৭-৯

জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত আত্মভূতঃ শরীরিণাম্।

আত্মানুভবতুষ্টাত্মা নান্তরায়ৈর্বিহন্যসে॥ ১১-৭-১০

বেদের মূল প্রতিপাদ্য হল নিশ্চয়রূপ জ্ঞান এবং অনুভবরূপ বিজ্ঞান। তাতে সম্পন্ন হলে নিজ আত্মার অনুভবে তুমি আনন্দমগ্ন থাকবে এবং সম্পূর্ণভাবে দেবতাদি দেহধারীগণের আত্মার সঙ্গে একাত্ম অনুভব করবে। ফলে তুমি কোনো বাধা-বিঘ্নদ্বারা বিচলিত হবে না; কারণ সেই বিঘ্ন ও বিঘ্নকারী আত্মাও তখন তুমি স্বয়ং। ১১-৭-১০

দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধান্ন নিবর্ততে।

গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ॥ ১১-৭-১১

BANGLADARSHAN.COM

গুণ-দোষ বুদ্ধি শূন্য ব্যক্তি বালকবৎ নিষিদ্ধ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়, দোষবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে নয়; আবার বিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু গুণবুদ্ধির দ্বারা নয়। ১১-৭-১১

সর্বভূতসুহৃচ্ছান্তো জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ।

পশ্যন্ মদাত্মকং বিশ্বং ন বিপদ্যেত বৈ পুনঃ॥ ১১-৭-১২

যে শ্রুতির সারবস্তুর কেবল যথার্থ জ্ঞানই নয়, তার সাক্ষাৎকারও লাভ করে অটল নিশ্চয়সম্পন্ন হয়েছে, সে-ই সমস্ত প্রাণীকুলের সুহৃদ হয়ে থাকে এবং তার বৃত্তিসকল সদা শান্ত থাকে। সে সমস্ত প্রতীয়মান বিশ্বকে আমার স্বরূপ—আত্মস্বরূপ দেখে; তাই তাকে কখনো জন্ম-মৃত্যু চক্রে পড়তে হয় না। ১১-৭-১২

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাদিষ্টো ভগবতা মহাভাগবতো নৃপ।

উদ্ধবঃ প্রণিপত্যাহ তত্ত্বজিজ্ঞাসুরচ্যুতম্॥ ১১-৭-১৩

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ আদেশ দিলেন তখন ভগবানের পরম প্রেমী উদ্ধব তাঁকে প্রণাম নিবেদন পূর্বক তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির ইচ্ছায় এই প্রশ্ন করলেন। ১১-৭-১৩

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যোগেশ যোগবিন্যাস যোগাত্মন্ যোগসম্ভব।

নিঃশ্রেয়সায় মে প্রোক্তস্ত্যাগঃ সংন্যাসলক্ষণঃ॥ ১১-৭-১৪

উদ্ধব বললেন—ভগবন্! আপনি স্বয়ংই যোগীদের গুপ্ত-ধন যোগের পরম কারণ এবং যোগেশ্বর। আপনিই সমস্ত যোগের আধার, কারণ এবং যোগস্বরূপ। আপনি আমার পরম কল্যাণ নিমিত্তে সেই সন্ন্যাসরূপ ত্যাগের উপদেশ দান করেছেন। ১১-৭-১৪

ত্যাগোঽয়ং দুষ্করো ভূমন্ কামানাং বিষয়াত্মভিঃ।

সুতরাং ত্বয়ি সর্বাত্মন্নভক্তৈরিতি মে মতিঃ॥ ১১-৭-১৫

কিন্তু হে অনন্তদেব! যাঁরা অবিরাম বিষয় চিন্তন ও সেগুলির সেবনে সংযুক্ত থেকে বিষয়াত্মা হয়ে গেছেন তাঁদের জন্য বিষয় ভোগ ও কামনাসমূহের ত্যাগ অতি সুকঠিন কার্য। হে সর্বস্বরূপ! তাদের মধ্যেও যাঁরা আপনার প্রতি বিমুখ ভাব পোষণ করেন তাদের পক্ষে বিষয় ভোগ ও কামনা ত্যাগ সর্বতোভাবে অসম্ভবই—আমার তো তাই মনে হয়। ১১-৭-১৫

সোঽহং মমাহমিতি মূঢ়মতির্বিগাঢ়স্ত্বন্মায়য়া বিরচিতাত্মনি সানুবন্ধে।

তত্ত্বঞ্জসা নিগদিতং ভবতা যথাহং সংসাধয়ামি ভগবন্ননুশাধি ভৃত্যম্॥ ১১-৭-১৬

হে প্রভু! আমার অবস্থাও একই; আমার মূঢ়মতি 'আমি-আমার' ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে আপনার মায়ার প্রভাবে দেহ ও দেহভাবে যুক্ত স্ত্রী, পুত্র সম্পদাদিতে নিমজ্জিত। অতএব যোগেশ্বর! আপনি যে সন্ন্যাসের উপদেশ দান করেছেন তার তত্ত্ব আমার মতন সেবককে এমনভাবে বোঝান যাতে তার দ্বারা আমি অনায়াসে সাধনা করতে সমর্থ হই। ১১-৭-১৬

সত্যস্য তে স্বদৃশ আত্মন আত্মনোঽন্যং বক্তারমীশ বিবুধেষ্বপি নানুচক্ষে।

সর্বে বিমোহিতধিয়স্তব মায়য়েমে ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো বহিরর্থভাবাঃ॥ ১১-৭-১৭

হে প্রভু! আপনি ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান এই ত্রিকালে অনবরুদ্ধ ও পরম সত্য। আপনি অন্য কারো আলোকে আলোকিত নন, আপনি স্বয়ংপ্রকাশ, আপনি আত্মস্বরূপ। হে প্রভু! আমার বোধে আমায় আত্মতত্ত্ব উপদেশ দান করবার নিমিত্ত আপনি ছাড়া দেবতাদের মধ্যে অন্য কেউই নেই। ব্রহ্মাদি মহান দেবতাগণ দেহাভিমান হেতু আপনার মায়ায় আচ্ছন্ন ও মোহিত হয়ে থাকেন। তাদের বুদ্ধিও মায়াধীন; তাই তাঁরা ইন্দ্রিয়াদি সহযোগে অনুভূত বাহ্য বিষয়সমূহকে সত্য জ্ঞান করে থাকেন। তাই আপনিই আমাকে উপদেশ দান করুন। ১১-৭-১৭

BANGLADARSHAN.COM

তস্মাদ্ ভবন্তমনবদ্যমনন্তপারং সর্বজ্ঞমীশ্বরমকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্।

নির্বিণ্ণধীরহমু হ বৃজিনাভিতপ্তো নারায়ণং নরসখং শরণং প্রপদ্যে॥ ১১-৭-১৮

ভগবন্! চতুর্দিকের দুঃখ দাবাগ্নিতে উত্তাপিত ও অস্থির হয়ে আমি আপনার শরণাগত হয়েছি। আপনি অকৃতাপরাধ, দেশ-কাল থেকে অপরিচ্ছিন্ন, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং অবিনাশী বৈকুণ্ঠলোক নিবাসী এবং নরের নিত্য সখা নারায়ণ। ১১-৭-১৮

শ্রীভগবানুবাচ

প্রায়েণ মনুজা লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ।

সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাশুভাশয়াৎ॥ ১১-৭-১৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব! এই জগতে যাঁরা জগৎ কী? এতে আছেই বা কী? এই সব বিচারে সুনিপুণ, তাঁরা বিবেকশক্তির সাহায্যে চিত্তের অশুভ বাসনাসকল থেকে প্রায়শ রক্ষা পেয়ে থাকেন। ১১-৭-১৯

আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।

যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে॥ ১১-৭-২০

প্রাণীসকলের মধ্যে বিশেষত মানব আত্মাই নিজ হিতাহিত বুঝতে সক্ষম, নিজেই নিজের গুরু; কারণ সে নিজের প্রত্যক্ষ অনুভব ও অনুমান দ্বারা নিজ হিতাহিত নির্ধারণে পূর্ণরূপে সক্ষম। ১১-৭-২০

পুরুষত্বে চ মাং ধীরাঃ সাংখ্যযোগবিশারদাঃ।

আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি সর্বশক্ত্যুপবৃংহিতম্॥ ১১-৭-২১

সাংখ্যযোগ বিশারদ ধীর পুরুষগণ এই মনুষ্যযোনিতে ইন্দ্রিয়শক্তি, মনের শক্তি আদির আশ্রয়ভূত আমাকে আত্মতত্ত্বরূপে পূর্ণত প্রত্যক্ষরূপে সাক্ষাৎকার করে থাকেন। ১১-৭-২১

একদ্বিত্রিচতুষ্পাদো বহুপাদস্তথাপদঃ।
বহ্ব্যঃ সন্তি পুরঃ সৃষ্টাস্তাসাং মে পৌরুষী প্রিয়া॥ ১১-৭-২২

আমি একপাদ, দ্বিপাদ, ত্রিপাদ, চতুষ্পাদ, চতুর্থাধিক পাদ এবং পাদরহিত বহু প্রকারের শরীরের নির্মাণ করেছি। সেই সকলের মধ্যে মানব শরীরই আমার সর্বাধিক প্রিয়। ১১-৭-২২

অত্র মাং মার্গয়ন্ত্যদ্ধা যুক্তা হেতুভিরীশ্বরম্।
গৃহ্যমাণৈর্গুণৈর্লিঙ্গৈরগ্রাহ্যমনুমানতঃ॥ ১১-৭-২৩
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
অবধূতস্য সংবাদং যদোরমিততেজসঃ॥ ১১-৭-২৪

একাগ্রচিত্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি পুরুষ এই দেহেই বুদ্ধি প্রভৃতি গ্রহণীয় হেতুর মাধ্যমে–যার দ্বারা অনুমান করাও সম্ভব হয়ে থাকে, অনুমানপূর্বক অগ্রাহ্য অর্থাৎ অহংকারাদি থেকে ভিন্ন সর্বপ্রবর্তক স্বয়ং আমাকে অনুভব করে। এই প্রসঙ্গে মহাত্মাগণ এই প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধৃত করে বলে থাকেন যা পরম তেজস্বী অবধূত দত্তাত্রেয় এবং রাজা যদুর সংবাদরূপে পরিচিত। ১১-৭-২৩-২৪

অবধূতং দ্বিজং কঞ্চিচ্চরন্তমকুতোভয়ম্।
কবিং নিরীক্ষ্য তরুণং যদুঃ পপ্রচ্ছ ধর্মবিৎ॥ ১১-৭-২৫

একবার ধর্ম মর্মজ্ঞ রাজা যদু দেখলেন যে এক ত্রিকালদর্শী তরুণ অবধূত ব্রাহ্মণ নির্ভয়ে বিচরণ করছেন। তখন তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন। ১১-৭-২৫

BANGLADARSHAN.COM

যদুরুবাচ

কুতো বুদ্ধিরিয়ং ব্রহ্মন্নকর্তুঃ সুবিশারদা।
যামাসাদ্য ভবাঁল্লোকং বিদ্বাংশ্চরতি বালবৎ॥ ১১-৭-২৬

রাজা যদু জিজ্ঞাসা করলেন–হে ব্রহ্মন্! আপনি কর্মে লিপ্ত না থেকেই কেমন করে এই সুনিপুণ বুদ্ধি অর্জন করলেন? যার আশ্রয়ে থেকে আপনি পরম বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও বালকবৎ জগতে বিচরণ করে থাকেন! ১১-৭-২৬

প্রায়ো ধর্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াং চ মানবাঃ।
হেতুনৈব সমীহন্তে আয়ুষো যশসঃ শ্রিয়ঃ॥ ১১-৭-২৭

সাধারণত মানব আয়ু, যশ অথবা সৌন্দর্যের অভিলাষ নিয়েই ধর্ম, অর্থ, কাম অথবা তত্ত্বজিজ্ঞাসাতে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে; অকারণে কোথাও প্রবৃত্তির উন্মেষ দেখা যায় না। ১১-৭-২৭

ত্বং তু কল্পঃ কবির্দক্ষঃ সুভগোঽমৃতভাষণঃ।
ন কর্তা নেহসে কিঞ্চিজ্জড়োন্মত্তপিশাচবৎ॥ ১১-৭-২৮

আমি দেখছি আপনি কর্ম সম্পাদনে সমর্থ, বিদ্বান ও নিপুণ। আপনার ভাগ্য এবং সৌন্দর্য দুইই প্রশংসনীয়। আপনার বাণীতে যেন অমৃতের ক্ষরণ। তবুও আপনি জড়, উন্মত্ত অথবা পিশাচবৎ অবস্থায় থাকেন; আপনার কর্মও নেই, চাহিদাও নেই! ১১-৭-২৮

জনেষু দহ্যমানেষু কামলোভদবাগ্নিনা।
ন তপ্যসেঽগ্নিনা মুক্তো গঙ্গাম্ভঃস্থ ইব দ্বিপঃ॥ ১১-৭-২৯

জগতের সিংহভাগ ব্যক্তিরা কাম ও লোভের দাবানলে দগ্ধ হচ্ছে। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হয় যেন আপনি তার থেকে মুক্ত। বনের হাতি যেমন বন থেকে বেরিয়ে নদীর জলে দাঁড়িয়ে আছে তদনুরূপ সাংসারিক দাবানলের আঁচও আপনার কাছে পৌঁছতে পারছে না। ১১-৭-২৯

ত্বং হি নঃ পৃচ্ছতাং ব্রহ্মন্নাত্মন্যানন্দকারণম্।

ব্রূহি স্পর্শবিহীনস্য ভবতঃ কেবলাত্মনঃ॥ ১১-৭-৩০

হে ব্রহ্মন্! আপনি পুত্র, স্ত্রী, সম্পত্তিরূপী সংসার থেকে স্পর্শরহিত। আপনি নিজ স্বরূপেই বিরাজমান। আমার জানতে ইচ্ছা করে যে কেমনভাবে আপনি আত্মাতেই এমন অনির্বচনীয় আনন্দ পেয়ে থাকেন? অনুগ্রহ করে আমার এই জিজ্ঞাসার সমাধান করুন। ১১-৭-৩০

শ্রীভগবানুবাচ

যদুনৈবং মহাভাগো ব্রহ্মণ্যেন সুমেধসা।

পৃষ্টঃ সভাজিতঃ প্রাহ প্রশ্রয়াবনতং দ্বিজঃ॥ ১১-৭-৩১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব! আমার পূর্বপুরুষ মহারাজ যদু অতি শুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন; তাঁর হৃদয়ে ছিল অসীম ব্রাহ্মণ ভক্তি। তিনি পরম ভাগ্যবান অবধূত দত্তাত্রেয় মহারাজকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক এই প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁকে উত্তরের অপেক্ষায় নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবধূত দত্তাত্রেয় বলতে শুরু করেন। ১১-৭-৩১

ব্রাহ্মণ উবাচ

সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ।

যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোঽটামীহ তাঞ্ছৃণু॥ ১১-৭-৩২

BANGLADARSHAN.COM

ব্রহ্মবেত্তা অবধূত দত্তাত্রেয় বললেন—রাজন্! আমি নিজ বুদ্ধি সহযোগে বহু গুরুর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছি এবং তার ফলে জগতে মুক্তভাবে সচ্ছন্দে বিচরণ করতে সক্ষম। তোমাকে তাঁদের পরিচয় দেব ও তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার কথাও বলব। ১১-৭-৩২

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।

কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্ গজঃ॥ ১১-৭-৩৩

মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ।

কুমারী শরকৃৎ সর্প ঊর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ॥ ১১-৭-৩৪

আমার শিক্ষাগুরুদের নাম শোন—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, কপোত, অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ, ভ্রমর বা মৌমাছি, হাতি, মধু সংগ্রাহক, হরিণ, মাছ, পিঙ্গলা বেশ্যা, কুহর পাখি, বালক, কুমারী কন্যা, বাণ নির্মাতা, সর্প, ঊর্ণনাভি এবং সুপেশকৃত। ১১-৭-৩৩-৩৪

এতে মে গুরবো রাজংশ্চতুর্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।

শিক্ষা বৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ॥ ১১-৭-৩৫

রাজন্! আমি এই চতুর্বিংশতি গুরুর শরণাগত হয়ে তাঁদের আচরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। ১১-৭-৩৫

যতো যদনুশিক্ষামি যথা বা নাহুষাত্মজ।

তত্তথা পুরুষব্যাঘ্র নিবোধ কথয়ামি তে॥ ১১-৭-৩৬

হে বীরবর যযাতিনন্দন! আমি যাঁর কাছ থেকে যেমন শিক্ষা লাভ করেছি তা যথাযথভাবে তোমাকে বলছি, শোনো। ১১-৭-৩৬

ভূতৈরাক্রম্যমাণোঽপি ধীরো দৈববশানুগৈঃ।

তদ্ বিদ্বান্ন চলেন্মার্গাদন্বশিক্ষং ক্ষিতের্ব্রতম্॥ ১১-৭-৩৭

আমি ধরিত্রীর কাছে তার ধৈর্য ও ক্ষমার শিক্ষা গ্রহণ করেছি। কত আঘাত, কত উৎপাতই না ধরিত্রীকে সহ্য করতে হয়। এর জন্য ধরিত্রীকে কোনো প্রতিহিংসামূলক আচরণ করতে দেখা যায় না; ক্রন্দন চিৎকার কিছুই না করে সে সব সহ্য করে। এই জগতে প্রাণীকূল

প্রারব্ধানুসারে কর্মে সচেষ্ট হয় এবং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে থাকে। ধীর ব্যক্তির উচিত তাদের বাধ্য-বাধকতা অনুধাবন করে কোন কিছুতেই ক্রোধ না করা এবং ধৈর্যচ্যুত না হওয়া। যথাবৎ নিজ আচরণে দৃঢ় থাকা। ১১-৭-৩৭

শশ্বৎ পরার্থসর্বেহঃ পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ।

সাধুঃ শিক্ষেত ভূভৃত্তো নগশিষ্যঃ পরাত্মতাম্॥ ১১-৭-৩৮

পৃথিবীর বৈগুণ্য পর্বত এবং বৃক্ষ থেকে আমি এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে যেমন তাদের সমস্ত মহোদ্যমই সদা সর্বদা অপরের কল্যাণে হয়ে থাকে অথবা এও বলা যায় যে তাদের জন্মই জগতের মঙ্গলের জন্য হয়ে থাকে। সাধু ব্যক্তিদের উচিত যে তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, তাদের কাছে পরোপকার করার শিক্ষা গ্রহণ করা। ১১-৭-৩৮

প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ।

জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্যেত বাঙ্‌মনঃ॥ ১১-৭-৩৯

আমি শরীরাভ্যন্তরে নিবাসকারী বায়ু—প্রাণবায়ুর কাছে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, যেমন সে ক্ষুন্নিবৃত্তির ইচ্ছা পোষণ করে এবং তার প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে যায় তেমন ভাবেই সাধকের পক্ষেও এই কাম্য যে জীবন নির্বাহ হেতু আবশ্যক ভোজনই যেন সে গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তি হেতু বহুবিধ পদার্থের কামনা অনুচিত। এক কথায় বিষয় উপভোগ যেন সেই সীমা লঙ্ঘন না করে যাতে বুদ্ধির বিকৃতি হয়, মনের চঞ্চলতা আসে আর বাণী ব্যর্থ কথোপকথনে লিপ্ত হয়। ১১-৭-৩৯

বিষয়েষ্বাবিশন্ যোগী নানাধর্মেষু সর্বতঃ।

গুণদোষব্যপেতাত্মা ন বিষজ্জেত বায়ুবৎ॥ ১১-৭-৪০

শরীরের বাইরে অবস্থিত বায়ুর কাছে আমি এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, যেমন বায়ুকে নানা স্থানে যেতে হয় কিন্তু সে কোথাও আসক্ত হয়ে পড়ে না। কারো প্রতি গুণ অথবা দোষ আপন করে নেয় না তেমনভাবেই সাধক ব্যক্তির পক্ষেও এই কাম্য যে, প্রয়োজনানুসুরে বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম ও স্বভাবযুক্ত পরিবেশে গমন করেও যেন সে নিজ লক্ষ্যে স্থির থাকে। সে যেন কারো গুণ অথবা দোষের সম্মুখে আত্ম-সমর্পণ না করে; কারো প্রতি আসক্তি অথবা দ্বেষে যুক্ত না হয়। ১১-৭-৪০

BANGLADARSHAN.COM

পার্থিবেষ্বিহ দেহেষু প্রবিষ্টস্তদ্গুণাশ্রয়ঃ।

গুণৈর্ন যুজ্যতে যোগী গন্ধৈর্বায়ুরিবাত্মদৃক্॥ ১১-৭-৪১

গন্ধ কখনো বায়ুর গুণ নয়, তা পৃথিবীর গুণ। কিন্তু গন্ধ বহন করবার দায়িত্ব বায়ুর। গন্ধ বহন করলেও বায়ু শুদ্ধই থাকে, গন্ধর সঙ্গে তার সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় না। তেমনভাবেই সাধকের যতক্ষণ এই পার্থিব শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে সে ব্যাধি-পীড়া, ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি বহন করে যায়। কিন্তু যে সাধক নিজেকে শরীররূপে না দেখে আত্মারূপে দেখে থাকে সে শরীর এবং তার গুণের আশ্রিত হলেও তার থেকে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকে। ১১-৭-৪১

অন্তর্হিতশ্চ স্থিরজঙ্গমেষু ব্রহ্মাত্মভাবেন সমন্বয়েন।

ব্যাপ্ত্যাব্যবচ্ছেদমসঙ্গমাত্মনো মুনির্নভস্ত্বং বিততস্য ভাবয়েৎ॥ ১১-৭-৪২

রাজন্! স্থাবর জঙ্গম ব্যতিরেকে ঘটে-পটে দৃশ্য পদার্থসকলের কারণ ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হলেও বস্তুত আকাশ এক, অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন। তেমনভাবেই বিশ্ব চরাচরে অবস্থিত শরীর সমুদায়ের মধ্যে আত্মারূপে সর্বত্র স্থিত হওয়ায় ব্রহ্ম সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। সাধকের পক্ষে কাম্য হল সে যেন সুতোর মধ্যে ব্যাপ্ত তুলাবৎ আত্মাকে অখণ্ড এবং অসঙ্গরূপে প্রত্যক্ষ করা। তার বিস্তৃতি এত বিশাল যে তার তুলনা সম্ভবত আকাশের সঙ্গেই করা যেতে পারে। অতএব সাধকের আত্মার ব্যাপকতার চিন্তা আকাশরূপে করাই বিধেয়। ১১-৭-৪২

তেজোঽবন্নময়ৈর্ভাবৈর্মেঘাদ্যৈর্বায়ুনেরিতৈঃ।

ন স্পৃশ্যতে নভস্তদ্বৎ কালসৃষ্টৈর্গুণৈঃ পুমান্॥ ১১-৭-৪৩

আগুন লাগে, বৃষ্টি হয়, অন্নাদির সৃষ্টি ও বিনাশ হয়, বায়ুর দ্বারা মেঘাদি আসে, চলে যায়; এই সব ঘটনার পরেও আকাশ কিন্তু অসংলগ্ন থেকেই যায়। আকাশের দৃষ্টিতে এই সকলের অস্তিত্বই নেই। তেমনভাবেই ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের চক্রে অনন্ত নামরূপ সকলের সৃষ্টি ও প্রলয় হয় কিন্তু আত্মার সঙ্গে তার কোনো সংলগ্নতাই নেই। ১১-৭-৪৩

স্বচ্ছঃ প্রকৃতিতঃ স্নিগ্ধো মাধুর্যস্তীর্থভূর্নৃণাম্।
মুনিঃ পুনাত্যপাং মিত্রমীক্ষোপস্পর্শকীর্তনৈঃ॥ ১১-৭-৪৪

জল স্বভাবতই স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, মধুর ও পবিত্রতা প্রদানকারী হয়ে থাকে এবং গঙ্গাদি তীর্থের দর্শন, স্পর্শন, নাম উচ্চারণেই সকলে পবিত্র হয়ে যায়। তেমনভাবেই সাধকেরও শুদ্ধ, স্নিগ্ধ, মধুরভাষী ও পবিত্রতা প্রদানকারী হওয়া কাম্য। জল থেকে শিক্ষাগ্রহণকারী ব্যক্তি নিজ দর্শন, স্পর্শন ও নাম-উচ্চারণের দ্বারাই সকলকে পবিত্রতা করে দেন। ১১-৭-৪৪

তেজস্বী তপসা দীপ্তো দুর্ধর্ষোদরভাজনঃ।
সর্বভক্ষোঽপি মুক্তাত্মা নাদত্তে মলমগ্নিবৎ॥ ১১-৭-৪৫

রাজন্! অগ্নিও আমার শিক্ষাগুরু। অগ্নি স্বয়ং তেজস্বী ও জ্যোতির্ময়, অন্যের তেজের কোনো প্রভাবই তাঁর উপর পড়ে না। তার সংগ্রহ-পরিগ্রহর হেতু কোনো পাত্রও নেই, সব কিছু উদরে ধারণ করে এবং সর্ব বস্তু গ্রহণ করার পরও সে গ্রহণীয় বস্তুসকলের দোষে লিপ্ত হয় না। তেমনভাবে সাধকের পক্ষেও কাম্য যে, সে যেন পরম তেজস্বী হয়, তপস্যায় দেদীপ্যমান হয়, ইন্দ্রিয় সমুদায় থেকে অপরাভূত হয়, শুধুমাত্র উদরপূর্তির জন্য আবশ্যক অন্নের সংগ্রহকারী এবং যথাযোগ্য বিষয়ের উপভোগ কালেও নিজ মন ও ইন্দ্রিয় নিচয়কে বশকারী হয় এবং অপরের দোষের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে। ১১-৭-৪৫

ক্বচিচ্ছন্নঃ ক্বচিৎ স্পষ্ট উপাস্যঃ শ্রেয় ইচ্ছতাম্।
ভুঙ্‌ক্তে সর্বত্র দাতৃণাং দহন্ প্রাগুত্তরাশুভম্॥ ১১-৭-৪৬

অগ্নি কোথাও প্রকাশিত কোথাও অপ্রকাশিত। তেমনভাবে সাধকও প্রয়োজনে কোথাও গুপ্ত ও কোথাও প্রকাশিত হবে। তার এমন রূপেও প্রকাশিত হওয়া কাম্য যাতে কল্যাণকামনাকারী ব্যক্তি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। সে যেন অগ্নিবৎ ভিক্ষারূপ যজ্ঞকারীর অতীত এবং ভাবী অশুভকে ভস্মসাৎ করে দেয় এবং সাধারণ লোকেরও অন্নগ্রহণকারী হয়। ১১-৭-৪৬

BANGLADARSHAN.COM

স্বমায়য়া সৃষ্টমিদং সদসল্লক্ষণং বিভুঃ।
প্রবিষ্ট ঈয়তে তত্তৎ স্বরূপোঽগ্নিরিবৈধসি॥ ১১-৭-৪৭

সাধক ব্যক্তির এমনভাবে বিচার করা কাম্য যেমন ছোট-বড় বাঁকাচোরা কাষ্ঠে অগ্নি সংযোজিত হলে বাস্তবে সেইরূপ না হলেও অগ্নি সেইরূপে দেখা যায়। তেমনভাবেই সর্বব্যাপক আত্মাও মায়ার দ্বারা নির্মিত কার্য-কারণরূপ জগতে ব্যাপ্ত হওয়ার জন্য সেই সকল বস্তুর নাম-রূপের সঙ্গে সম্বন্ধ বিরহিত হলেও সেই রূপে অবস্থিত বোধ হয়। ১১-৭-৪৭

বিসর্গাদ্যাঃ শ্মশানান্তা ভাবা দেহস্য নাত্মনঃ।
কলানামিব চন্দ্রস্য কালেনাব্যক্তবর্ত্মনা॥ ১১-৭-৪৮

চন্দ্রের কাছ থেকেও আমি শিক্ষা গ্রহণ করেছি। আমরা দেখি যে কালের প্রভাবে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি হতেই থাকে তবুও আমরা জানি চন্দ্র তো চন্দ্রই; তার হ্রাসও হয় না, বৃদ্ধিও হয় না। তেমনভাবেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যত অবস্থা আসতে দেখা যায় সব কিন্তু শরীরেরই, আত্মার সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। ১১-৭-৪৮

কালেন হ্যোঘবেগেন ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ৌ।
নিত্যাবপি ন দৃশ্যেতে আত্মনোঽগ্নের্যথার্চিষাম্॥ ১১-৭-৪৯

অগ্নিশিখার অথবা দীপশিখার উৎপত্তি ও বিনাশ ক্রমান্বয়ে চলতেই থাকে কিন্তু তা দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই ভাবেই জলপ্রবাহবৎ বেগবান কালের প্রভাবে প্রাণীকুলের শরীরের উৎপত্তি ও বিনাশ সমাদে হতেই থাকে কিন্তু অজ্ঞানতার কারণে তা দৃষ্টিগোচর হয় না। ১১-৭-৪৯

গুণৈর্গুণাপাদত্তে যথাকালং বিমুঞ্চতি।

ন তেষু যুজ্যতে যোগী গোভির্গা ইব গোপতিঃ॥ ১১-৭-৫০

রাজন্! আমি সূর্যের কাছ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি। সূর্য নিজের আলোকরশ্মির দ্বারা পৃথিবীর জল আকর্ষণ করে এবং উপযুক্ত সময়ে তা বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করে দেয়। তেমনভাবেই যোগীপুরুষের উচিত প্রয়োজন অনুসারে যথাসময়ে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বিষয়বস্তু গ্রহণ করলেও উপযুক্ত সময়ে তা পরিত্যাগ করা। কোনো সময়েই তার ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে আসক্তি যেন না আসে। ১১-৭-৫০

বুধ্যতে স্বেন ভেদেন ব্যক্তিস্থ ইব তদ্গতঃ।

লক্ষ্যতে স্থূলমতিভিরাত্মা চাবস্থিতোঽর্কবৎ॥ ১১-৭-৫১

স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিভিন্ন জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত সূর্য তার মধ্যেই প্রবিষ্ট এবং ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয়, কিন্তু তাতে সূর্য একাধিক হয়ে যায় না। তেমনভাবেই স্থাবর-জঙ্গম উপাধিসমূহের ভেদজ্ঞানে এমন বোধ হয় যেন প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু যার এইরূপ বোধ তার বুদ্ধি স্থূল। বস্তুত আত্মা সূর্যবৎ একই। স্বরূপত তাতে কোনো ভেদ নেই। ১১-৭-৫১

নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্তব্যঃ ক্বাপি কেনচিৎ।

কুর্বন্ বিন্দেত সন্তাপং কপোত ইব দীনধীঃ॥ ১১-৭-৫২

রাজন্! কোথাও কারো প্রতি অতি স্নেহ অথবা আসক্তি থাকা উচিত নয় কারণ তার ফলে তার বুদ্ধি স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে দীন হয়ে পড়বে অর্থাৎ তাকে কপোতের ন্যায় অতি ক্লেশের সম্মুখীন হতে হবে। ১১-৭-৫২

কপোতঃ কশ্চনারণ্যে কৃতনীড়ো বনস্পতৌ।

কপোত্যা ভার্যয়া সার্ধমুবাস কতিচিৎ সমাঃ॥ ১১-৭-৫৩

রাজন্! কোনো এক জঙ্গলে এক কপোতের বাস ছিল। সে একটি গাছে নিজের বাসা বেঁধেছিল; নিজ কপোতীর সঙ্গে সে বহু দিন পর্যন্ত সেই বাসায় রইল। ১১-৭-৫৩

BANGLADARSHAN.COM

কপোতৌ স্নেহগুণিতহৃদয়ৌ গৃহধর্মিণৌ।

দৃষ্টিং দৃষ্ট্যাঙ্গমঙ্গেন বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা ববন্ধতুঃ॥ ১১-৭-৫৪

সেই কপোত-কপোতীর হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি স্নেহের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকল। তারা গৃহস্থধর্মে এমনই আসক্ত হয়ে পড়ল যে পরস্পরের দৃষ্টি, অঙ্গ এবং ভাবনার দৃঢ় বন্ধনে লিপ্ত হয়ে গেল। ১১-৭-৫৪

শয্যাসনাটনস্থানবার্তাক্রীড়াশনাদিকম্।

মিথুনীভূয় বিস্রব্ধৌ চেরতুর্বনরাজিষু॥ ১১-৭-৫৫

পরস্পরের উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। তাই তারা নিশ্চিন্ত মনে সেখানকার বৃক্ষশ্রেণীতে একত্রে শয়ন, বসন, বিচরণ, বিশ্রাম, কথোপকথন, ক্রীড়া এবং আহারাদি সম্পন্ন করত। ১১-৭-৫৫

যং যং বাঞ্ছতি সা রাজংস্তর্পয়ন্ত্যনুকম্পিতা।

তং তং সমনয়ৎ কামং কৃচ্ছ্রেণাপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১১-৭-৫৬

কপোতীর উপর কপোতের প্রবল আসক্তি ছিল যার জন্য কপোতীর কামনা পূর্ণ করবার জন্য সে অতি বড় কষ্টও হাসি মুখে সহ্য করত। সেই কপোতীও নিজ কামুক পতির কামনাসকল পূর্ণ করত। ১১-৭-৫৬

কপোতী প্রথমং গর্ভং গৃহ্ণতী কাল আগতে।

অণ্ডানি সুষুবে নীড়ে স্বপত্যুঃ সন্নধৌ সতী॥ ১১-৭-৫৭

যথা সময়ে কপোতী গর্ভবতী হল। সে তার পতির আশ্রয়েই নিজের বাসাতে ডিম পাড়ল। ১১-৭-৫৭

তেষু কালে ব্যজায়ন্ত রচিতাবয়বা হরেঃ।

শক্তিভির্দুর্বিভাব্যাভিঃ কোমলাঙ্গতনূরুহাঃ॥ ১১-৭-৫৮

ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিতে যথাসময়ে সেই ডিম্বগুলি প্রস্ফুটন হল এবং তার ভিতর থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গযুক্ত শাবকগণ নির্গত হল। শাবকদের অঙ্গ ও রোঁয়া অত্যন্ত কোমল ছিল। ১১-৭-৫৮

প্রজাঃ পুপুষতুঃ প্রীতৌ দম্পতী পুত্রবৎসলৌ।

শৃণ্বন্তৌ কূজিতং তাসাং নির্বৃতৌ কলভাষিতৈঃ॥ ১১-৭-৫৯

এবার কপোত-কপোতীর দৃষ্টি শাবকদের উপর নিবদ্ধ হল। তারা অতি প্রেম ও আনন্দ সহকারে নিজ শাবকদের লালন-পালনে অপত্য স্নেহ দান করতে লাগল এবং শাবকদের সুমিষ্ট ডাক শুনে আনন্দমগ্ন হয়ে যেতে লাগল। ১১-৭-৫৯

তাসাং পতৎত্রৈঃ সুস্পর্শৈঃ কূজিতৈর্মুগ্ধচেষ্টিতৈঃ।

প্রত্যুদ্গমৈরদীনানাং পিতরৌ মুদমাপতুঃ॥ ১১-৭-৬০

শাবকগণ তো সব সময়ে প্রসন্ন; তারা যখন তাদের সুকুমার পাখনা দিয়ে তাদের মা-বাবার স্পর্শ করত, কূজন করত, নিষ্পাপ আচরণে মগ্ন হত এবং লাফিয়ে মা-বাবার কাছে দৌড়ে আসত তখন কপোত-কপোতী আনন্দমগ্ন হয়ে যেত। ১১-৭-৬০

স্নেহানুবদ্ধহৃদয়াবন্যোন্যং বিষ্ণুমায়য়া।

বিমোহিতৌ দীনধিয়ৌ শিশূন্ পুপুষতুঃ প্রজাঃ॥ ১১-৭-৬১

রাজন্! বস্তুত সেই কপোত-কপোতী ভগবানের মায়াতে মোহিত হয়ে পড়েছিল। তাদের হৃদয় আর এক স্নেহবন্ধনে যুক্ত হয়ে যাচ্ছিল। তারা তাদের শিশু শাবকদের লালন-পালনে এতই ব্যগ্র হয়ে উঠল যে তাদের জগতে ইহলোক-পরলোকের বিস্মৃতি হতে লাগল। ১১-৭-৬১

BANGLADARSHAN.COM

একদা জগ্মতুস্তাসামন্নার্থং তৌ কুটুম্বিনৌ।

পরিতঃ কাননে তস্মিন্নর্থিনৌ চেরতুশ্চিরম্॥ ১১-৭-৬২

তারা দুজনেই একদিন শিশু শাবকদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ হেতু জঙ্গলে গমন করেছিল। তাদের কুটুম্ব সংখ্যায় অত্যধিক বৃদ্ধি হেতু খাদ্যের অভাব হয়েছিল। তাই খাদ্য আহরণে অনেকক্ষণ পর্যন্ত জঙ্গলে চতুর্দিকে বিচরণ করে বেড়াতে থাকল। ১১-৭-৬২

দৃষ্ট্বা তাঁল্লুব্ধকঃ কশ্চিদ্ যদৃচ্ছাতো বনেচরঃ।

জগৃহে জালমাতত্য চরতঃ স্বালয়ান্তিকে॥ ১১-৭-৬৩

এদিকে এক ব্যাধ বিচরণ করতে করতে ভাগ্যের নির্দেশেই সেই পাখির বাসার কাছে উপস্থিত হল। সে দেখল যে বাসার কাছে কপোত শাবকগণ লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। সে জাল পেতে তাদের ধরে ফেলল। ১১-৭-৬৩

কপোতশ্চ কপোতী চ প্রজাপোষে সদোৎসুকৌ।

গতৌ পোষণমাদায় স্বনীড়মুপজগ্মতুঃ॥ ১১-৭-৬৪

কপোত-কপোতী শাবকদের খাদ্য দানে সদা আগ্রহী থাকত। এবার তারা খাদ্য মুখে নিয়ে তাদের কাছে পৌঁছল। ১১-৭-৬৪

কপোতী স্বাত্মজান্ বীক্ষ্য বালকাঞ্জালসংবৃতান্।

তানভ্যধাবৎ ক্রোশন্তী ক্রোশতো ভৃশদুঃখিতা॥ ১১-৭-৬৫

কপোতী দেখল যে তার হৃদয়ের অংশ শিশু শাবকগণ জালে আটকা পড়েছে ও আর্তনাদ করছে। তাদের এই পরিস্থিতিতে দেখতে পেয়ে কপোতীর দুঃখের সীমা থাকল না। সে বিলাপ করতে করতে শিশু শাবকদের দিকে ছুটে গেল। ১১-৭-৬৫

সাসকৃৎ স্নেহগুণিতা দীনচিত্তাজমায়য়া।

স্বয়ং চাবধ্যত শিচা বদ্ধান্ প্যশন্ত্যপস্মৃতিঃ॥ ১১-৭-৬৬

ভগবানের মায়ার প্রভাবে তার চিত্ত বিদারণ হচ্ছিল। উদ্দাম স্নেহের রজ্জুতে কপোতীর হৃদয় বাঁধা পড়ে ছিল। নিজ শাবকদের জালে বদ্ধ দেখে তার নিজের শরীরের বিস্মরণ হল এবং সে স্বয়ং কাছে গিয়ে জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। ১১-৭-৬৬

কপোতশ্চাত্মজান্ বদ্ধানাত্মনোঽপ্যধিকান্ প্রিয়ান্।

ভার্যাং চাত্মসমাং দীনো বিললাপাতিদুঃখিতঃ॥ ১১-৭-৬৭

যখন কপোত দেখল যে তার প্রাণাধিক প্রিয় শাবকগণ জালে বন্দী এবং তার প্রিয় ভার্যারও সেই একই দশা, তখন সে শোকে বিহ্বল হয়ে বিলাপ করতে লাগল। যথার্থরূপেই তার অবস্থা তখন অতি করুণ ছিল। ১১-৭-৬৭

অহো মে পশ্যতাপায়মল্পপুণ্যস্য দুর্মতেঃ।

অতৃপ্তস্যাকৃতার্থস্য গৃহস্ত্রৈবর্গিকো হতঃ॥ ১১-৭-৬৮

আমি অভাগা, আমি দুর্মতি। হায়! হায়! আমার তো সর্বনাশ হয়ে গেল। দেখো, না আমার তৃপ্তি হল, না আমার আশা পূর্ণ হল। এমনকি আমার ধর্ম, অর্থ এবং কামের মূল এই গৃহস্থাশ্রমই নষ্ট হয়ে গেল। ১১-৭-৬৮

অনুরূপানুকূলা চ যস্য মে পতিদেবতা।

শূন্যে গৃহে মাং সন্ত্যজ্য পুত্রৈঃ স্বর্যাতি সাধুভিঃ॥ ১১-৭-৬৯

হায়! আমার প্রিয়তমা আমাকে ইষ্ট জ্ঞানে সেবা করত; আমার মতানুসারে চলত, আমার অঙ্গুলি নির্দেশে কাজ করত। সে তো সম্পূর্ণভাবেই আমার উপযুক্ত ছিল। আজ সে আমাকে এই নির্জন গৃহে একলা রেখে আমাদের সহজ-সরল সন্তানদের সঙ্গে স্বর্গে গমন করছে। ১১-৭-৬৯

সোঽহং শূন্যে গৃহে দীনো মৃতদারো মৃতপ্রজঃ।

জিজীবিষে কিমর্থং বা বিধুরো দুঃখজীবিতঃ॥ ১১-৭-৭০

BANGLADARSHAN.COM

আমার সন্তানগণ মারা পড়ল। আমার প্রিয়তমাও চলে যাবার পথে। এই জগতে আমার আর কী কাজ বাকি আছে? আমার মতন দীনহীনের এই বিষাদাচ্ছন্ন জীবন, প্রিয়তমা ছাড়া জীবন, দুঃখে পরিপূর্ণ। আর আমি কেমন করে এই নিঃসঙ্গ গৃহে জীবন-যাপন করব? ১১-৭-৭০

তাংস্তথৈবাবৃতাঞ্ছিগ্ভির্মৃত্যুগ্রস্তান্ বিচেষ্টতঃ।

স্বয়ং চ কৃপণঃ শিক্ষু পশ্যন্নপ্যবুধোঽপতৎ॥ ১১-৭-৭১

রাজন্! কপোত শাবকগণ জালে বদ্ধ হয়ে ছটফট করছিল, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে তারা মৃত্যুর কবলিত হয়েছে, কিন্তু তবুও সেই মূর্খ কপোত সব দেখে কাতর হয়ে পড়ল এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে জালে লাফিয়ে পড়ল। ১১-৭-৭১

তং লব্ধ্বা লুব্ধকঃ ক্রূরঃ কপোতং গৃহমেধিনম্।

কপোতকান্ কপোতীং চ সিদ্ধার্থঃ প্রযযৌ গৃহম্॥ ১১-৭-৭২

সেই ব্যাধ অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল। গৃহস্থাশ্রমী কপোত-কপোতী ও তাদের শাবকদের জালে ধরা দেখে সে খুব প্রসন্ন হল; সে ভাবল যে তার কাজ হাসিল হয়েছে এবং তাই সে তাদের নিয়ে চলে গেল। ১১-৭-৭২

এবং কুটুম্ব্যশান্তাত্মা দ্বন্দ্বারামঃ পতৎত্রিবৎ।

পুষ্ণন্ কুটুম্বং কৃপণঃ সানুবন্ধোঽবসীদতি॥ ১১-৭-৭৩

যে পরিবার-পরিজনদের নিয়ে রয়েছে, বিষয়ভোগে ও স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে এবং তাদের ভরণপোষণেই দিন-রাত ব্যস্ত থাকে, সে কখনো শান্তি পেতে পারে না। সে ওই কপোতবৎ নিজ কুটুম্বসহ কষ্ট ভোগ করে থাকে। ১১-৭-৭৩

যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাবৃতম্।

গৃহেষু খগবৎ সক্তস্তমারূঢচ্যুতং বিদুঃ॥ ১১-৭-৭৪

এই মানব-শরীর বস্তুত মুক্তির উন্মুক্ত দ্বার। মানবশরীর লাভ করেও যে কপোতবৎ নিজ ঘরগৃহস্থালিতেই আবদ্ধ থাকে সে অনেক উচ্চে আরোহণ করেও নিম্নগামী হচ্ছে। শাস্ত্রের ভাষায় সে আরূঢ়চ্যুত। ১১-৭-৭৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥

অষ্টম অধ্যায়

অবধূতোপাখ্যান—অজগর থেকে পিঙ্গলা পর্যন্ত নয়জন গুরুর উপাখ্যান

BANGLADARSHAN.COM

ব্রাহ্মণ উবাচ

সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্ স্বর্গে নরক এব চ।

দেহিনাং যদ্ যথা দুঃখং তস্মান্নেচ্ছেত তদ্ বুধঃ॥ ১১-৮-১

অবধূত দত্তাত্রেয় বলতে লাগলেন—রাজন্! প্রাণীকুলের অনিচ্ছা, চেষ্টাচরিত্র না করা ও প্রতিরোধ করা সত্ত্বেও যেমন পূর্বকর্মানুসারে দুঃখের ভোগ হয় তেমনভাবেই স্বর্গে অথবা নরকে—যেখানেই থাকুক না কেন ইন্দ্রিয়ানুভূত সুখও প্রাপ্তি হয়। অতএব সুখ-দুঃখের রহস্য জানা বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে উচিত হল, সে যেন তার জন্য ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা আদপেই না করে। ১১-৮-১

গ্রাসং সুমৃষ্টং বিরসং মহান্তং স্তোকমেব বা।

যদৃচ্ছয়ৈবাপতিতং গ্রসেদাজগরোঽক্রিয়ঃ॥ ১১-৮-২

যাচনা ব্যতিরেকে, কামনা না রেখে অনায়াসে যা পাওয়া যায়—তা শুষ্ক, মধুর, আস্বাদযুক্ত অথবা কমবেশি যাই হোক না কেন, অজগর বৃত্তির ন্যায় বুদ্ধিমান পুরুষের সবেতে উদাসীন থেকে তার দ্বারাই জীবন-ধারণ করা উচিত। ১১-৮-২

শয়ীতাহানি ভূরীণি নিরাহারোঽনুপক্রমঃ।

যদি নোপনমেদ্ গ্রাসো মহাহিরিব দিষ্টভুক্॥ ১১-৮-৩

অজগর খাদ্য সমাপ্ত না হলে তার আহরণের চেষ্টা করে না; বহুদিন সে অনাহারেই কাটিয়ে দেয়। অজগর বৃত্তি ধারণ করা ব্যক্তি খাদ্যের অপ্রাপ্তিকে প্রারব্ধ ভোগ জ্ঞান করবে এবং বিনা প্রচেষ্টায় স্বতপ্রাপ্ত আহারে সন্তুষ্ট থাকবে। ১১-৮-৩

ওজঃসহোবলযুতং বিভ্রদ্ দেহমকর্মকম্।

শয়ানো বীতনিদ্রশ্চ নেহেতেন্দ্রিয়বানপি॥ ১১-৮-৪

শরীরের মনোবল, ইন্দ্রিয়বল ও দেহবল থাকলে সে যেন নিশ্চেষ্ট থাকে। দেহ ইন্দ্রিয়াদিতে নিদ্রার ভাব না থাকলেও যেন নিদ্রাবস্থায় কালাতিপাত করে; কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যবহারে বিরত থাকে। রাজন্! আমি অজগর থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি। ১১-৮-৪

মুনিঃ প্রসন্নগম্ভীরো দুর্বিগাহ্যো দুরত্যয়ঃ।
অনন্তপারো হ্যক্ষোভ্যঃ স্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ॥ ১১-৮-৫

সমুদ্রের কাছ থেকে আমি এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, সাধক ব্যক্তির সর্বদা প্রসন্ন চিত্ত ও গম্ভীর থাকা উচিত; তার ভাব গভীর, অপার এবং অসীম হওয়া কাম্য এবং কোনো কারণেও তার মধ্যে ক্ষোভের আগমন হওয়া ঠিক নয়। সে জোয়ার-ভাটা, তরঙ্গরহিত শান্ত সমুদ্রবৎ থাকবে। ১১-৮-৫

সমৃদ্ধকামো হীনো বা নারায়ণপরো মুনিঃ।
নোৎসর্পেত ন শুষ্যেত সরিদ্ভিরিব সাগরঃ॥ ১১-৮-৬

দেখো! সমুদ্র বর্ষাকালে নদীতে বন্যার কারণে স্ফীত আর গ্রীষ্মকালে সংকুচিত হয় না। তেমনভাবেই ভগবৎপরায়ণ সাধকেরও জাগতিক পদার্থ প্রাপ্তিতে উল্লসিত আর ক্ষয়ে বিষণ্ণ হওয়া উচিত নয়। ১১-৮-৬

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥ ১১-৮-৭

রাজন্! আমি পতঙ্গের কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেছি। পতঙ্গ রূপে মুগ্ধ হয়ে অগ্নিতে ঝাঁপ দেয় এবং পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। তেমনভাবেই ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখতে অসমর্থ ব্যক্তি নারী-দেহ দর্শনেই তাতে আসক্ত হয়ে পড়ে এবং ঘোর অন্ধকারে, নরকে অধঃপতিত হয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। সত্যই নারী দেবতাদের সেই মায়া—যার জন্য জীব ভগবান বা মোক্ষপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। ১১-৮-৭

BANGLADARSHAN.COM

যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদিদ্রব্যেষু মায়ারচিতেষু মূঢ়ঃ।
প্রলোভিতাত্মা হ্যুপভোগবুদ্ধ্যা পতঙ্গবন্নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ॥ ১১-৮-৮

যে মূঢ় ব্যক্তি কামিনী-কাঞ্চন পোষাক-অলংকার আদি বিনাশশীল ভ্রমাত্মক পদার্থে আসক্ত এবং সেগুলির উপভোগের জন্য লালায়িত, সে ক্রমে নিজ বিবেকবুদ্ধি হারিয়ে পতঙ্গবৎ ধ্বংস হয়ে যায়। ১১-৮-৮

স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্ গ্রাসং দেহো বর্তেত যাবতা।
গৃহানহিংসন্নাতিষ্ঠেদ্ বৃত্তিং মাধুকরীং মুনিঃ॥ ১১-৮-৯

রাজন্! সন্ন্যাসীর উচিত যে, সে গৃহস্থগণকে যেন কোনো রকম উত্যক্ত না করে ভ্রমরবৎ নিজ জীবন নির্বাহ করে। তার মাধুকরী একাধিক গৃহ থেকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ১১-৮-৯

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥ ১১-৮-১০

ভ্রমর যেমন ফুলের ছোট-বড় বিচার না করে, সকল ফুলের সার আহরণ করে, তেমনভাবেই বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত হল যে, ছোট-বড় বিচার না করে সকল শাস্ত্র থেকে সারকথা গ্রহণ করবে। ১১-৮-১০

সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্ণীত ভিক্ষিতম্।
পাণিপাত্রোদরামত্রো মক্ষিকেব ন সঙ্গ্রহী॥ ১১-৮-১১

রাজন্! আমি মৌমাছির কাছে এই শিক্ষা পেয়েছি যে সন্ন্যাসীর পক্ষে সায়ংকাল অথবা আগামীকাল হেতু ভিক্ষা পরিরক্ষণ অনুচিত। তার ভিক্ষাপাত্র শুধুমাত্র হাত ও সংগ্রহ পাত্র উদর হওয়াই কাম্য। সে সঞ্চয়ে রত হলে তার জীবন মৌমাছির মতন দুঃসহ হয়ে উঠবে। ১১-৮-১১

সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্ণীত ভিক্ষুকঃ।

মক্ষিকা ইব সংগৃহ্ণন্ সহ তেন বিনশ্যতি॥ ১১-৮-১২

এই কথা উত্তমরূপে জেনে নেওয়া দরকার যে, সন্ন্যাসী কখনো পরবর্তী সময়ের জন্য কিছুই সংগ্রহ করবে না। যদি সংগ্রহ করে তাহলে মৌমাছির মতন সংগ্রহের বস্তুসহ সে প্রাণও হারাতে পারে। ১১-৮-১২

পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্ন স্পৃশেদ্ দারবীমপি।

স্পৃশন্ করীব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ॥ ১১-৮-১৩

রাজন্! আমি হস্তীর কাছে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, সন্ন্যাসীর কাষ্ঠনির্মিত নারীর স্পর্শ করাও অনুচিত। গর্তের উপর রাখা নকল হস্তিনীর সঙ্গ পেতে যেমন হস্তী গর্তে পড়ে যায়, সেইভাবেই নারীর স্পর্শ সন্ন্যাসীকে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে ছাড়ে। ১১-৮-১৩

নাধিগচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং প্রাজ্ঞঃ কর্হিচিন্মৃত্যুমাত্মনঃ।

বলাধিকৈঃ স হন্যেত গজৈরন্যৈর্গজো যথা॥ ১১-৮-১৪

বিবেকী পুরুষ কোনো নারীকে কখনো যেন ভোগ্যবস্তু রূপে স্বীকার না করে; কারণ নারী তার পক্ষে মূর্তিমান মৃত্যুস্বরূপ। যেমন বলবান হস্তী অন্য হস্তীর কাছ থেকে হস্তিনীকে কেড়ে নিয়ে সেই হস্তীকে বধ করে, তেমনি তারও মৃত্যু অনিবার্য। ১১-৮-১৪

ন দেয়ং নোপভোগ্যং চ লুব্ধৈর্যদ্ দুঃখসঞ্চিতম্।

ভুঙ্‌ক্তে তদপি তচ্চান্যো মধুহেবার্থবিন্মধু॥ ১১-৮-১৫

আমি মধু সংগ্রহকারী ব্যক্তির কাছে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, জগতে লোভী পুরুষরা কত কষ্ট করে ধন সঞ্চয় করে থাকে। তারা সঞ্চিত ধন অন্যদের দানও করে না আবার নিজেরাও ভোগ করে না। যেমন মধু সংগ্রহকারী, মৌমাছির সঞ্চিত মধু কেড়ে নিয়ে যায় সেইরূপ ধনী ব্যক্তিদের সঞ্চিত ধনের একই অবস্থা হয়; তার উপর লক্ষ্য রাখা অন্য কোনো ব্যক্তি তা ভোগ করে থাকে। ১১-৮-১৫

সুদুঃখোপার্জিতৈর্বিত্তৈরাশাসানাং গৃহাশিষঃ।

মধুহেবাগ্রতো ভুঙ্‌ক্তে যতির্বৈ গৃহমেধিনাম্॥ ১১-৮-১৬

তুমি অহরহই তো দেখছ যে মধু সংগ্রহকারী মৌমাছিদের সংগ্রহ করা মধু তাদের ভোগের পূর্বেই অন্যেরা কেড়ে নিয়ে যায়; ঠিক সেইভাবেই গৃহস্থের অতি কষ্টের সঞ্চিত ধন–যাদের থেকে সে সুখ ভোগের অভিলাষ করে তারা এবং সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের সেবায় খরচ হয়ে যায়। ১১-৮-১৬

গ্রাম্যগীতং ন শৃণুয়াদ্ যতির্বনচরঃ ক্বচিৎ।

শিক্ষেত হরিণাদ্ বদ্ধান্মৃগয়োর্গীতমোহিতাৎ॥ ১১-৮-১৭

আমি হরিণের কাছেই এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, বনবাসী সন্ন্যাসীর কখনো বিষয়-সম্পত্তির গুণগান শোনা ঠিক নয়। কারণ ব্যাধের সংগীতে মোহিত হয়ে হরিণ ব্যাধের ফাঁদে পড়ে যেমন প্রাণ হারায় তেমনই সেই সন্ন্যাসীদের দুর্গতি হয়। ১১-৮-১৭

নৃত্যবাদিত্রগীতানি জুষন্ গ্রাম্যাণি যোষিতাম্।

আসাং ক্রীড়নকো বশ্য ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগীসুতঃ॥ ১১-৮-১৮

তুমি তো জানই যে হরিণের গর্ভজাত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি নারীদের গীত-বাদ্য-নৃত্যে বশীভূত হয়ে তাদের হাতের পুতুল হয়ে পড়েছিলেন। ১১-৮-১৮

জিহ্বয়াতিপ্রমাথিন্যা জনো রসবিমোহিতঃ।

মৃত্যুমৃচ্ছত্যসদ্‌বুদ্ধির্মীনস্তু বড়িশৈর্যথা॥ ১১-৮-১৯

এইবার আমি তোমাকে মৎস্যের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার কথা বলছি। মৎস্য টোপে গাঁথা মাংস খণ্ডের লোভে নিজের প্রাণ দেয়। তেমনভাবেই স্বাদলোভী কুমতি ব্যক্তিগণ মনকে চাঞ্চল্য প্রদানকারী নিজ জিহ্বার বশীভূত হয়ে পড়ে ও তাতেই নিজ প্রাণ হারায়। ১১-৮-১৯

BANGLADARSHAN.COM

ইন্দ্রিয়াণি জয়ন্ত্যাশু নিরাহারা মনীষিণঃ।

বর্জয়িত্বা তু রসনং তন্নিরন্নস্য বর্ধতে॥ ১১-৮-২০

বিবেকী ব্যক্তি খাদ্যবস্তুতে সংযম করে অন্য ইন্দ্রিয়দের অতি শীঘ্রই বশীভূত করে কিন্তু তাতে তার রসনা-ইন্দ্রিয় বশীভূত হয় না। রসনা-ইন্দ্রিয়কে তার আহার্য থেকে বিরত রাখলে তা আরও প্রবল হতে দেখা যায়। ১১-৮-২০

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্ বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।

ন জয়েদ্ রসনং যাবজ্জিতং সর্বং জিতে রসে॥ ১১-৮-২১

যতক্ষণ পর্যন্ত রসনেন্দ্রিয় বশীভূত না হয় ততক্ষণ অন্য সকল ইন্দ্রিয় বশীভূত হলেও মানুষ জিতেন্দ্রিয় হতে পারে না। যেই রসনেন্দ্রিয় বশীভূত হয়ে গেল তখন ধরা যেতে পারে যে সকল ইন্দ্রিয় বশীভূত হল। ১১-৮-২১

পিঙ্গলা নাম বেশ্যাঽঽসীদ্ বিদেহনগরে পুরা।

তস্যা মে শিক্ষিতং কিঞ্চিন্নিবোধ নৃপনন্দন॥ ১১-৮-২২

হে নৃপনন্দন! পুরাকালে বিদেহনগরী মিথিলাতে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা নিবাস করত। আমি তার কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেছি; তা সাবধানে শোনো। ১১-৮-২২

সা স্বৈরিণ্যেকদা কান্তং সঙ্কেত উপনেষ্যতী।

অভূত কালে বহির্দ্বারি বিভ্রতী রূপমুত্তমম্॥ ১১-৮-২৩

সে স্বেচ্ছাচারিণী তো ছিলই, রূপবতীও ছিল। এক রাত্রে কোনো পুরুষকে রমণস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য সে উত্তমরূপে বস্ত্রালংকারে সজ্জিত হয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘরের বাইরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। ১১-৮-২৩

BANGLADARSHAN.COM

মার্গ আগচ্ছতো বীক্ষ্য পুরুষান্ পুরুষর্ষভ।

তাঞ্ছুল্কদান্ বিত্তবতঃ কান্তান্ মেনেঽর্থকামুকা॥ ১১-৮-২৪

হে নবরত্ন! প্রকৃতপক্ষে তার কামনা পুরুষসঙ্গ নয়, তা কেবল ধনসম্পদের উপর ছিল। এই বদ্ধমূল ধারণায় সে কোনো পুরুষকে সেদিক দিয়ে যাতায়াত করতে দেখলেই ভাবত যে সেই ব্যক্তি ধনী এবং ধন দিয়ে তাকে উপভোগ করবার জন্য তার কাছে আসছে। ১১-৮-২৪

আগতেষ্বপযাতেষু সা সঙ্কেতোপজীবিনী।

অপ্যন্যো বিত্তবান্ কোঽপি মামুপৈষ্যতি ভূরিদঃ॥ ১১-৮-২৫

আগন্তুক ব্যক্তি তাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে গেলে সেই সংকেত উপজীবী বেশ্যা ভাবত যে অবশ্যই এই বার তার কাছে এক ধনী ব্যক্তির আগমন হবে যে তাকে প্রভূত ধন দেবে। ১১-৮-২৫

এবং দুরাশয়া ধ্বস্তনিদ্রা দ্বার্যবলম্বতী।

নির্গচ্ছন্তী প্রবিশতী নিশীথং সমপদ্যত॥ ১১-৮-২৬

তার চিত্তে দুরাশার বৃদ্ধি হতেই থাকল। সে দ্বারে বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকল। তার চোখে ঘুম ছিল না। কখনো ঘরে কখনো বাহিরে এইভাবে সে অনবরত পায়চারি করছিল। এইভাবে অর্ধরাত্রি অতিবাহিত হল। ১১-৮-২৬

তস্যা বিত্তাশয়া শুষ্যদ্বক্ত্রায়া দীনচেতসঃ।

নির্বেদঃ পরমো জজ্ঞে চিন্তাহেতুঃ সুখাবহঃ॥ ১১-৮-২৭

রাজন্! আশা—বিশেষভাবে অর্থের আশা অতি অনর্থকর। বিত্তবান ব্যক্তির আশায় অপেক্ষা করে করে তার মুখ শুকিয়ে গেল আর চিত্তও ব্যাকুল হল। এবার তার এই বেশ্যাবৃত্তি থেকে বৈরাগ্য হল, তাতে দুঃখের ভাবনা জন্মাল। যদিও হতাশাজনিত দুঃখে তার মনে বৈরাগ্য এসেছিল তবুও এরূপ বৈরাগ্যও সুখের হেতু হয়। ১১-৮-২৭

তস্যা নির্বিণ্ণচিত্তায়া গীতং শৃণু যথা মম।

নির্বেদ আশাপাশানাং পুরুষস্য যথা হ্যসিঃ॥ ১১-৮-২৮

যখন পিঙ্গলার চিত্তে এইরকম বৈরাগ্য ভাবনা জেগে উঠল তখন সে এক গীত গেয়েছিল। আমি তোমাকে সেটি শোনাচ্ছি। রাজন্! মানব আশারূপী ফাঁসির মঞ্চে ঝুলছে। সেই রজ্জুকে তরবারিসম কাটার যদি কোনো বস্তু থাকে তা কেবল বৈরাগ্যই। ১১-৮-২৮

ন হ্যঙ্গাজ্জাতনির্বেদো দেহবন্ধং জিহাসতি।

যথা বিজ্ঞানরহিতো মনুজো মমতাং নৃপ॥ ১১-৮-২৯

প্রিয় রাজন্! যার জীবনে বৈরাগ্যের আগমন হয়নি এবং যে এইসব প্রহেলিকায় বীতশ্রদ্ধ হয়নি সে কখনো শরীর আর এটির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায় না; যেমন অজ্ঞানী পুরুষ মমতা পরিত্যাগ করার কথা চিন্তাও করে না। ১১-৮-২৯

পিঙ্গলোবাচ

অহো মে মোহবিততিং পশ্যতাবিজিতাত্মনঃ।

যা কান্তাদসতঃ কামং কাময়ে যেন বালিশা॥ ১১-৮-৩০

পিঙ্গলা এই গান গেয়েছিল—হায়! হায়! আমি ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হয়েছি। আমার মোহাধিক্যর দিকে তাকিয়ে দেখো। আমি এই দুষ্ট পুরুষদের কাছে অস্তিত্বরহিত বিষয় সুখের লালসা করেছি। ঘটনা বাস্তবেই অতি দুঃখের। আমি সত্যই মূর্খ। ১১-৮-৩০

সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায়।

অকামদং দুঃখভয়াধিশোকমোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেহজ্ঞা॥ ১১-৮-৩১

দেখো! আমার এত কাছে, হৃদয়ে আমার যথার্থ স্বামী বিরাজমান। তিনিই বাস্তবিক প্রেম, সুখ এবং পরমার্থের প্রকৃত সম্পদদাতা। জগতের পুরুষগণ অনিত্য কিন্তু তিনি নিত্য। হায়! হায়! আমি তাঁকে ভুলে গিয়ে সেই সকল পুরুষদের সেবায় যুক্ত হলাম যারা আমার কোনো কামনাই পূরণ করতে অসমর্থ। উলটে তারাই আমায় দুঃখ-ভয়, আধি-ব্যাধি, শোক ও মোহ দিয়েছে। এটাই আমার চরম মূর্খামি যে আমি তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকি। ১১-৮-৩১

BANGLADARSHAN.COM

অহো ময়াঽঽত্মা পরিতাপিতো বৃথা সাঙ্কেত্যবৃত্ত্যাতিবিগর্হ্যবার্তয়া।

স্ত্রৈণান্নরাদ্ যার্থতৃষোঽনুশোচ্যাৎ ক্রীতেন বিত্তং রতিমাত্মনেচ্ছতী॥ ১১-৮-৩২

আক্ষেপের কথা যে আমি অতি নিন্দনীয় বেশ্যাবৃত্তির আশ্রয় নিয়েছি এবং অনর্থক আমার শরীর ও মনকে কষ্ট দিয়েছি। আমার এই শরীর বিক্রীত হয়ে গেছে। লম্পট, লোভী এবং নিন্দনীয় ব্যক্তিরা একে কিনে ফেলেছে। আর আমি এতই মূর্খ যে এই শরীর দিয়েই অর্থ এবং রতিসুখ কামনা করি। ধিক্কারজনক আমার আচরণ! ১১-৮-৩২

যদস্থিভির্নির্মিতবংশবশ্যস্থূণং ত্বচা রোমনখৈঃ পিনদ্ধম্।

ক্ষরন্নবদ্বারমগারমেতদ্ বিণ্মূত্রপূর্ণং মদুপৈতি কান্যা॥ ১১-৮-৩৩

এই শরীর এক কক্ষ মাত্র। এর ভিতর অস্থির আঁকাবাঁকা কীলক ও খোঁটা; চামড়া, লোম ও নখে একে ঢেকে দেওয়া আছে। এর দ্বারসংখ্যা নয় যার থেকে ক্রমাগত মলাদি বস্তু নির্গত হতেই থাকে। এর সঞ্চিত সম্পত্তিরূপে আছে কেবল মল ও মূত্র। আমি ছাড়া এমন নারী কে আছে যে এই স্থূল শরীরকে প্রিয় জেনে সেবন করবে। ১১-৮-৩৩

বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈব মূঢ়ধীঃ।

যান্যমিচ্ছন্ত্যসত্যস্মাদাত্মদাৎ কামমচ্যুতাৎ॥ ১১-৮-৩৪

এই নগরী বিদেহনগরী অর্থাৎ জীবন্মুক্ত নগরীরূপে খ্যাত। কিন্তু এর ভিতর বাস করেও আমিই সর্বাধিক মূর্খ ও দুষ্ট; কারণ একমাত্র আমিই তো সেই আত্মভাব, অবিনাশী এবং পরমপ্রিয়তম পরমাত্মাকে ভুলে গিয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গ কামনা করি। ১১-৮-৩৪

সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্।

তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা॥ ১১-৮-৩৫

আমার হৃদয়ে বিরাজমান প্রভু সমস্ত প্রাণীকুলের হিতৈষী, সুহৃদ, প্রিয়তম, স্বামী এবং আত্মা। এবার আমি নিজেকে সমর্পণ করে তাঁকে কিনে ফেলব এবং লক্ষ্মীসম তার সঙ্গে বিহার করব। ১১-৮-৩৫

কিয়ৎ প্রিয়ং তে ব্যভজন্ কামা যে কামদা নরাঃ।

আদ্যন্তবন্তো ভার্যায়া দেবা বা কালবিদ্রুতাঃ॥ ১১-৮-৩৬

ওরে আমার মূঢ় চিত্ত! তুই বল, জগতের বিষয়ভোগ এবং তার দাতা পুরুষগণ তোকে কী সুখ দিয়েছে? ওরে! তারা নিজেরাই তো অহরহ জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হচ্ছে। আমি কেবল আমার বা মানুষদের কথা বলছি না; দেবতারাও কী ভোগদ্বারা নিজ জায়াদের সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে? সেই অভাগাগণ তো নিজেরাই কালের মুখে পড়ে আর্তনাদ করছে। ১১-৮-৩৬

নূনং মে ভগবান্ প্রীতো বিষ্ণুঃ কেনাপি কর্মণা।

নির্বেদোঽয়ং দুরাশায়া যন্মে জাতঃ সুখাবহঃ॥ ১১-৮-৩৭

নিশ্চয়ই আমার কোনো সুকৃতির জন্য বিষ্ণু ভগবান আমার উপর প্রসন্ন হয়েছেন তাই দুরাশা হলেও আমার এইরূপ বৈরাগ্য হয়েছে। আমার বৈরাগ্য অবশ্যই সুখপ্রদ হবে। ১১-৮-৩৭

মৈবং স্যুর্মন্দভাগ্যায়াঃ ক্লেশা নির্বেদহেতবঃ।

যেনানুবন্ধং নির্হৃত্য পুরুষঃ শমমৃচ্ছতি॥ ১১-৮-৩৮

আমি যদি মন্দ কপাল হতাম তাহলে আমাকে এমন ক্লেশ ভোগ করতে হত না যাতে বৈরাগ্য আসে। মানুষ বৈরাগ্যের সাহায্যেই গৃহাদি বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করে। ১১-৮-৩৮

BANGLADARSHAN.COM

তেনোপকৃতমাদায় শিরসা গ্রাম্যসঙ্গতাঃ।

ত্যক্ত্বা দুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম্॥ ১১-৮-৩৯

এখন আমি ভগবানের এই করুণা সমাদর সহকারে নতমস্তক হয়ে গ্রহণ করছি এবং বিষয়ভোগের দুরাশা ত্যাগপূর্বক সেই জগদীশ্বরের শরণাগত হচ্ছি। ১১-৮-৩৯

সন্তুষ্টা শ্রদ্দধত্যেতদ্যথালাভেন জীবতী।

বিহারম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেন বৈ॥ ১১-৮-৪০

এবার প্রারব্ধানুসারে যা কিছু পাব তাতেই জীবন নির্বাহ করব এবং পরম সন্তোষে ও শ্রদ্ধা সহকারে বাস করব। অন্য পুরুষদের উপর দৃষ্টি না দিয়ে নিজ হৃদয়েশ্বর আত্মস্বরূপ প্রভুর সহিত বিহার করব। ১১-৮-৪০

সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণম্।

গ্রস্তং কালাহিনাঽঽত্মানং কোঽন্যস্ত্রাতুমধীশ্বরঃ॥ ১১-৮-৪১

জীব সংসার-কূপে নিপতিত। বিষয় লোভ তাকে অন্ধ করে রেখেছে এবং কালরূপ অজগর তাকে গ্রাস করে আছে। এই অবস্থায় তাকে ভগবান ছাড়া আর কে রক্ষা করতে সক্ষম? ১১-৮-৪১

আত্মৈব হ্যাত্মনো গোপ্তা নির্বিদ্যেত যদাখিলাৎ।

অপ্রমত্ত ইদং পশ্যেদ্ গ্রস্তং কালাহিনা জগৎ॥ ১১-৮-৪২

জীব বিষয়-সম্পদ থেকে যখন বিরত হয় তখন সে নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। অতএব সাবধানে অবলোকন করে যাও যে, সমস্ত জগৎ কালরূপ অজগরের মুখে অবস্থান করছে। ১১-৮-৪২

ব্রাহ্মণ উবাচ

এবং ব্যবসিতমতির্দুরাশাং কান্ততর্ষজাম্।

ছিত্ত্বোপশমমাস্থায় শয্যামুপবিবেশ সা॥ ১১-৮-৪৩

অবধূত দত্তাত্রেয় বললেন—রাজন্! পিঙ্গলা বেশ্যা এইরূপ প্রত্যয় সহকারে তার প্রিয় ধনীদের দুরাশা ও তাদের পদে মিলিত হওয়ার লালসা পরিত্যাগ করল এবং শান্ত হয়ে শয্যায় নিদ্রাগত হল। ১১-৮-৪৩

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।

যথা সঞ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা॥ ১১-৮-৪৪

বস্তুত আশাই অতি বড় দুঃখ ও নিরাশাই অতি বড় সুখ; কারণ পিঙ্গলা বেশ্যা যখন পুরুষের আশা ত্যাগ করল তখনই কেবল সে সুখে নিদ্রা গেল। ১১-৮-৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥

BANGLADARSHAN.COM

নবম অধ্যায়

অবধূতোপাখ্যান—কুরর পক্ষী থেকে ভৃঙ্গী পর্যন্ত সপ্ত গুরুর উপাখ্যান

ব্রাহ্মণ উবাচ

পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্ যৎ প্রিয়তমং নৃণাম্।

অনন্তং সুখমাপ্নোতি তদ্ বিদ্বান্ যস্ত্বকিঞ্চনঃ॥ ১১-৯-১

অবধূত দত্তাত্রেয় বললেন—রাজন্! অতি প্রিয় বস্তুর সঞ্চয়ের প্রবণতা মানুষের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই কথা বুঝে অকিঞ্চনভাবে থাকে অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে তো দূরের কথা, মনের দ্বারাও কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে না তার অনন্ত সুখস্বরূপ পরমাত্মা লাভ হয়। ১১-৯-১

সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলিনো যে নিরামিষাঃ।

তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত॥ ১১-৯-২

এক কুরর পাখি নিজ চঞ্চুতে একটা মাংসখণ্ড ধারণ করেছিল। সেই সময় অন্য শক্তিশালী পাখিরা যাদের কাছে মাংস ছিল না, সেই মাংসখণ্ডকে কেড়ে নেওয়ার জন্য তাকে ঘিরে ফেলে ঠোকরাতে লাগল। যখন কুরর পাখি নিজ চঞ্চু থেকে সেই মাংসখণ্ড ফেলে দিল, তখনই সে নিস্তার পেল। ১১-৯-২

ন মে মানাবমানৌ স্তো ন চিন্তা গেহপুত্রিণাম্।

আত্মক্রীড় আত্মরতির্বিচরামীহ বালবৎ॥ ১১-৯-৩

আমার মানাপমান বোধ আদপেই নেই। গৃহী পরিবারযুক্ত ব্যক্তিদের যে চিন্তা থাকে তা আমার নেই। আমি নিজ আত্মাতেই রমণ করি এবং নিজের সঙ্গেই খেলা করি। এই শিক্ষা আমি বালকের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি। তাই বালকবৎ আমি আনন্দে থাকি। ১১-৯-৩

দ্বাবেব চিন্তয়া মুক্তৌ পরমানন্দ আপ্লুত।

যো বিমুগ্ধো জড়ো বালো যো গুণেভ্যঃ পরং গতঃ॥ ১১-৯-৪

এই জগতে দুই শ্রেণীর ব্যক্তি নিশ্চিন্ত ও পরমানন্দমগ্ন থাকে—প্রথম আত্মভোলা নিশ্চেষ্ট ক্ষুদ্র শিশু ও দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যে গুণাতীত হয়ে গেছে। ১১-৯-৪

ক্বচিৎ কুমারী ত্বাত্মানং বৃণানান্ গৃহমাগতান্।

স্বয়ং তানর্হয়ামাস ক্বাপি যাতেষু বন্ধুষু॥ ১১-৯-৫

একদা কোনো এক কুমারী কন্যার বাড়িতে তাকে পছন্দ করবার জন্য কয়েকজনের আগমন হয়েছিল। বাড়ির অন্যরা কোথাও বাইরে গিয়েছিলেন। অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্ব তাই কুমারী কন্যা স্বয়ং নিয়েছিল। ১১-৯-৫

তেষামভ্যবহারার্থং শালীন্ রহসি পার্থিব।

অবঘ্নন্ত্যাঃ প্রকোষ্ঠস্থাশ্চক্রুঃ শঙ্খাঃ স্বনং মহৎ॥ ১১-৯-৬

রাজন্! তাঁদের খাওয়ার জন্য সে তখন গৃহাভ্যন্তরে একান্তে ধান কাঁড়তে প্রবৃত্ত হল। সেই কর্মে তার হস্তের শঙ্খবলয়ে অত্যধিক শব্দ হতে লাগল। ১১-৯-৬

সা তজ্জুগুপ্সিতং মত্বা মহতী ব্রীড়িতা ততঃ।

বভঞ্জৈকৈকশঃ শঙ্খান্ দ্বৌ দ্বৌ পাণ্যোরশেষয়ৎ॥ ১১-৯-৭

ধান কাঁড়ার কার্য স্বহস্তে করা দারিদ্র্যসূচক; তাই শঙ্খবলয়ের রণন বন্ধ করবার জন্য লজ্জিত কুমারী এক এক করে সমস্ত শঙ্খবলয় ভেঙে ফেলল। তার দু-হাতে কেবল দুটি করে বলয় অবশিষ্ট রইল। ১১-৯-৭

উভয়োরপ্যভূদ্ ঘোষো হ্যবঘ্নন্ত্যাঃ স্ম শঙ্খয়োঃ।

তত্রাপ্যেকং নিরভিদদেকস্মান্নাভবদ্ ধ্বনিঃ॥ ১১-৯-৮

তখন সে আবার ধান কাঁড়তে শুরু করল। কিন্তু সেই দুটো করে দু-হাতে শঙ্খবলয় আবার শব্দ করতে শুরু করল। তখন সে দু-হাতের একটা করে শঙ্খবলয় আবার ভেঙে ফেলল। যখন হাতে একটা করে শঙ্খবলয় অবশিষ্ট থাকল তখন কোনো শব্দ ছাড়াই ধান কাঁড়ার কার্য চলতে থাকল। ১১-৯-৮

অন্বশিক্ষমিমং তস্যা উপদেশমরিন্দম।

লোকাননুচরন্নেতাঁল্লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া॥ ১১-৯-৯

বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্ বার্তা দ্বয়োরপি।

এক এব চরেত্তস্মাৎ কুমার্যা ইব কঙ্কণঃ॥ ১১-৯-১০

হে রিপুদমন! জনগণের আচরণ-বিচরণ পর্যবেক্ষণ করবার জন্য আমি তখন এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি সেখানে এই শিক্ষা গ্রহণ করলাম যে বহু ব্যক্তি যখন একত্রে থাকেন তখন কলহ হওয়া স্বাভাবিক হয় এবং যখন কেবল দুজনও থাকে তখন কথাবার্তা তো চলতেই থাকে; তাই কুমারী কন্যার শঙ্খবলয়সম একক বিচরণই উৎকৃষ্ট। ১১-৯-৯-১০

মন একত্র সংযুঞ্জ্যাজ্জিতশ্বাসো জিতাসনঃ।

বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন ধ্রিয়মাণমতন্দ্রিতঃ॥ ১১-৯-১১

BANGLADARSHAN.COM

আমি বাণ নির্মাতার কাছে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, আসন ও শ্বাসকে জয় করে বৈরাগ্য ও অভ্যাস সহযোগে নিজের মনকে বশ করে নেওয়া উচিত এবং তারপর অতি সংযম সহকারে তাকে এক লক্ষ্যে সংযুক্ত করাই বিধেয়। ১১-৯-১১

যস্মিন্ মনো লব্ধপদং যদেতচ্ছনৈঃ শনৈর্মুঞ্চতি কর্মরেণূন্।

সত্ত্বেন বৃদ্ধেন রজস্তমশ্চ বিধূয় নির্বাণমুপৈত্যনিন্ধনম্॥ ১১-৯-১২

যখন পরমানন্দস্বরূপ আত্মাতে মন স্থির হয় তখন কর্মবাসনা কলুষ ধীরে ধীরে অপসৃত হতে থাকে। অগ্নি শান্ত হয় ইন্ধন অবলুপ্তিতে; তেমনভাবেই মন শান্ত করার উপায় সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে, রজোগুণী ও তমোগুণী বৃত্তির হ্রাস করার চেষ্টা করায়। ১১-৯-১২

তদৈবমাত্মন্যবরুদ্ধচিত্তো ন বেদ কিঞ্চিদ্ বহিরন্তরং বা।

যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্তমিষৌ গতাত্মা ন দদর্শ পার্শ্বে॥ ১১-৯-১৩

এইভাবে যার চিত্ত আত্মাতেই স্থির নিরুদ্ধ হয়ে যায় তার অন্তরে বাহিরে কোনো বস্তুর চিন্তা থাকে না। আমি বাণনির্মাতা কারিগরের কাছে থেকে শিখেছি যে, সে বাণ নির্মাণে এতই তন্ময় হয়েছিল যে তার পাশ দিয়ে দলবলসহ রাজার শোভাযাত্রা চলে যাওয়ার সময়ও তাঁর হুঁশ ছিল না, সে বুঝতেও পারল না। ১১-৯-১৩

একচার্যনিকেতঃ স্যাদপ্রমত্তো গুহাশয়ঃ।

অলক্ষ্যমাণ আচারৈর্মুনিরেকোঽল্পভাষণঃ॥ ১১-৯-১৪

রাজন্! আমি সর্প থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে সন্ন্যাসীর সর্পসম একলা বিচরণ করা উচিত; তার মণ্ডলী সংগঠন করা ঠিক নয়, মঠে অবস্থান করা তো একেবারেই উচিত নয়। সে এক স্থানে থাকবে না, প্রমাদে যুক্ত হবে না, গুহাদিতে নিবাস করবে এবং বাহ্য আচরণে চিহ্নিত হয়ে পড়বে না। সে কারো সাহায্য গ্রহণ করবে না এবং অতি সংযতবাক্ হবে। ১১-৯-১৪

BANGLADARSHAN.COM

গৃহারম্ভোঽতিদুঃখায় বিফলশ্চাধ্রুবাত্মনঃ।

সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে॥ ১১-৯-১৫

এই অনিত্য শরীরের জন্য গৃহ নির্মাণে যুক্ত ঝামেলায় পড়া অসংগত এবং দুঃখের মূল। সর্প অন্যের গৃহে ঢুকে নিশ্চিন্ত কালাতিপাত করে। ১১-৯-১৫

একো নারায়ণো দেবঃ পূর্বসৃষ্টং স্বমায়য়া।

সংহৃত্য কালকলয়া কল্পান্ত ইদমীশ্বরঃ॥ ১১-৯-১৬

এক এবাদ্বিতীয়োঽভূদাত্মাধারোঽখিলাশ্রয়ঃ।

কালেনাত্মানুভাবেন সাম্যং নীতাসু শক্তিষু।

সত্ত্বাদিষ্বাদিপুরুষঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ॥ ১১-৯-১৭

পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ।

কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ॥ ১১-৯-১৮

কেবলাত্মানুভাবেন স্বমায়াং ত্রিগুণাত্মিকাম্।

সংক্ষোভয়ন্ সৃজত্যাদৌ তয়া সূত্রমরিন্দম॥ ১১-৯-১৯

তামাহুস্ত্রিগুণব্যক্তিং সৃজন্তীং বিশ্বতোমুখম্।

যস্মিন্ প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্॥ ১১-৯-২০

এইবার মাকড়সার কাছ থেকে গ্রহণ করা শিক্ষার কথা শোনো। সর্ব প্রকাশক এবং অন্তর্যামী সর্বশক্তিমান ভগবান পূর্বকল্পে অন্য কোনো সাহায্য ছাড়াই নিজ মায়ায় রচিত জগৎকে কল্পের শেষে কালশক্তির দ্বারা বিনাশ করে তাকে নিজের মধ্যে লীন করে নিলেন এবং

স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদ রহিত একাই অবশিষ্ট থাকলেন। তিনিই সকলের অধিষ্ঠান ও সকলের আশ্রয়স্থল; কিন্তু স্বয়ং নিজ আশ্রয়ে নিজ আধারে নিবাস করেন। তাঁর অন্য কোনো আধার নেই। তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েরই নিয়ামক, কার্য এবং কারণাত্মক জগতের আদিকারণ পরমাত্মা নিজ শক্তি কালের প্রভাবে সত্ত্ব-রজ আদি সমস্ত শক্তিসমূহকে সাম্যাবস্থায় পৌঁছে দেন এবং কৈবল্যরূপে এক এবং অদ্বিতীয়রূপে বিরাজমান থাকেন। তিনি কেবল অনুভবগম্য এবং আনন্দর ঘনীভূত মূর্তি। কোনো রকমের উপাধির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নেই। সেই প্রভু কেবল নিজ শক্তি কালের দ্বারা নিজ ত্রিগুণাত্মক মায়াকে ক্ষুব্ধ করেন এবং তার পূর্বে ক্রিয়াশক্তির প্রধান সূত্রর রচনা করেন। সেই সূত্ররূপ মহত্তত্ত্বই ত্রিগুণের প্রথম অভিব্যক্তি; তা-ই সকল সৃষ্টির মূল কারণ। তার মধ্যেই সমস্ত বিশ্ব, সূত্রের বন্ধনের মতন ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং সেইজন্যই জীবকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়তে হয়। ১১-৯-১৬-১৭-১৮-১৯-২০

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সন্তত্য বক্ত্রতঃ।

তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং মহেশ্বরঃ॥ ১১-৯-২১

মাকড়সা নিজ ইচ্ছায় মুখদ্বারা জাল রচনা করে, সেই জালেই তার বিচরণ হয় এবং শেষকালে তা সে নিজেই উদরস্থ করে। তেমনভাবেই পরমেশ্বর এই জগৎকে তাঁর থেকেই সৃষ্টি করেন, তিনি সেই সৃষ্টিতে নিজেই জীবরূপে বিচরণ করেন এবং শেষে তাকেই নিজের মধ্যে লীন করে নেন। ১১-৯-২১

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।

স্নেহাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াদ্ বাপি যাতি তত্তৎসরূপতাম্॥ ১১-৯-২২

রাজন্! আমি ভৃঙ্গী কীট থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, যদি কেউ স্নেহে, দ্বেষে অথবা ভয়েও জেনেশুনে একাগ্ররূপে নিজ মন কারো উপর সুস্থিত করে তখন সে সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে যায়। ১১-৯-২২

কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।

যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্বরূপমসন্ত্যজন্॥ ১১-৯-২৩

BANGLADARSHAN.COM

রাজন্! যেমন ভৃঙ্গী একটি কীটকে ধরে দেওয়ালে নিজের থাকবার জায়গায় বন্দী করে রাখে এবং সেই কীট ভয়ে তাকে স্মরণ করতে করতে নিজ শরীর ত্যাগ না করেই শরীরবৎ হয়ে যায়। ১১-৯-২৩

এবং গুরুভ্য এতেভ্য এষা মে শিক্ষিতা মতিঃ।

স্বাত্মোপশিক্ষিতাং বুদ্ধিং শৃণু মে বদতঃ প্রভো॥ ১১-৯-২৪

রাজন্! এইভাবে আমার শিক্ষা গ্রহণ বহু গুরুর কাছ থেকে হয়েছে। এখন নিজ শরীর থেকে আমি যা শিক্ষা গ্রহণ করেছি, তা বলব। মন দিয়ে শোনো। ১১-৯-২৪

দেহো গুরুর্মম বিরক্তিবিবেকহেতুর্বিভ্রৎ স্ম সত্ত্বনিধনং সততার্ত্যুদর্কম্।

তত্ত্বান্যনেন বিমৃশামি যথা তথাপি পারক্যমিত্যবসিতো বিচরাম্যসঙ্গঃ॥ ১১-৯-২৫

এই শরীরও আমার এক গুরু, কারণ বিবেকবৈরাগ্য শিক্ষা গ্রহণ সেখান থেকেই। জীবন মরণ তো এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই শরীর ধারণ করে রাখার একমাত্র ফল হল, অবিরাম দুঃখ ভোগ করেই যাও। তত্ত্ববিচার করবার সাহায্য শরীর থেকে অবশ্যই পাওয়া যায়, তবুও শরীরকে কখনো আমি একান্ত আপন ভাবি না। এই বিচার নিত্য রাখি যে এই শরীর একদিন শৃগাল-কুকুরে ভক্ষণ করবে। তাই আমি শরীর থেকে অসংলগ্ন হয়ে বিচরণ করি। ১১-৯-২৫

জায়াত্মজার্থপশুভৃত্যগৃহাপ্তবর্গান্ পুষ্ণাতি যৎপ্রিয়চিকীর্ষুতয়া বিতন্বন্।

স্বান্তে সকৃচ্ছ্রমবরুদ্ধধনঃ স দেহঃ সৃষ্ট্বাস্য বীজমবসীদতি বৃক্ষধর্মা॥ ১১-৯-২৬

মানুষ যে-শরীরকে সুখ দেওয়ার জন্য বহু রকম কামনা ও কর্ম করে এবং স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পদ হাতি-ঘোড়া, ভৃত্য-গোলাম, ঘর-দালান এবং আত্মীয়-স্বজনদের বিস্তার করে তাদের লালন পালনে যুক্ত থাকে, অনেক কষ্ট সহ্য করে ধন সঞ্চয় করে; অথচ আয়ু শেষ হলে সেই শরীর নিজে নষ্ট হয়ে গেলেও বৃক্ষবৎ অন্য শরীরের জন্য বীজ বপন করে তার জন্যও দুঃখ ভোগের ব্যবস্থা করে যায়। ১১-৯-২৬

জিহ্বৈকতোঽমুমপকর্ষতি কর্হি তর্ষা শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্মশক্তির্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥ ১১-৯-২৭

সতিনদের পতিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা তো এক জানা সত্য ঘটনা। তেমনভাবেই জীবকে জিহ্বা একদিকে অর্থাৎ সুস্বাদু খাদ্যের দিকে, পিপাসা জলের দিকে, জননেন্দ্রিয় স্ত্রীসম্ভোগের দিকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে; তেমন করেই ত্বক, উদর ও কর্ণও ভিন্ন ভিন্ন দিকে যথা–কোমল স্পর্শ, উত্তম খাদ্য ও মধুর শব্দর দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আবার নাসিকা সুন্দর গন্ধ অভিমুখে ও চঞ্চল নেত্র অন্য কোনো সুন্দর রূপ দর্শনে নিয়ে যেতে চায়। এইভাবে কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়েই জীবকে অতিষ্ঠ করে তোলে। ১১-৯-২৭

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদংশমৎস্যান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায় ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ॥ ১১-৯-২৮

ভগবান নিজ অচিন্ত্য শক্তি মায়াদ্বারা বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী, ডাঁশ এবং মৎস আদি বহু যোনী সৃষ্টি করেও পরিতৃপ্ত হতে পারলেন না। তখন তিনি মানবশরীর সৃষ্টি করলেন। এই মানবশরীর এমন বিবেক-বিচার সম্পন্ন যে তা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করতে সক্ষম। সেই মানব শরীর সৃষ্টি করে তিনি পরমানন্দ অনুভব করলেন। ১১-৯-২৮

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ॥ ১১-৯-২৯

মানব শরীরও অনিত্য, কারণ মৃত্যু সবসময় তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মানব শরীর দ্বারা পরমার্থ লাভ হওয়া সম্ভব। তাই বহু জন্মের পর এই অত্যন্ত দুর্লভ মানব শরীর পেয়ে বুদ্ধিমান পুরুষের পক্ষে এই যথাযথ যে, সে অনতিবিলম্বে মৃত্যুর পূর্বেই যেন মোক্ষপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। এই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মোক্ষই। বিষয় ভোগ তো সব যোনিতে সম্ভব, তাই তারজন্য এই অমূল্য জীবন হারানো ঠিক নয়। ১১-৯-২৯

BANGLADARSHAN.COM

এবং সঞ্জাতবৈরাগ্যো বিজ্ঞানালোক আত্মনি।
বিচরামি মহীমেতাং মুক্তসঙ্গোঽনহঙ্কৃতঃ॥ ১১-৯-৩০

রাজন্! এই সব চিন্তাভাবনা করে আমার জগতের উপর বৈরাগ্য এল। আমার হৃদয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে ঝলমল করছে। আমার আসক্তিও নেই, অহংকারও নেই। এখন আমি নিশ্চিন্তে বিচরণ করে থাকি। ১১-৯-৩০

ন হ্যেকস্মাদ্ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ॥ ১১-৯-৩১

রাজন্! কেবল গুরুই যথেষ্ট ও সুদৃঢ় বোধ দান করেন না; তার জন্য নিজ বুদ্ধি সহযোগে অনেক কিছু ভাবনাচিন্তা করারও দরকার হয়ে থাকে। দেখো! ঋষিগণও এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে লাভ করবার বহু পথের কথা জানিয়েছেন। ১১-৯-৩১

শ্রীভগবানুবাচ

ইত্যুক্ত্বা স যদুং বিপ্রস্তমামন্ত্র্য গভীরধীঃ।
বন্দিতোঽভ্যর্থিতো রাজ্ঞা যযৌ প্রীতো যথাগতম্॥ ১১-৯-৩২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–প্রিয় উদ্ধব! ব্রহ্মজ্ঞ অবধূত দত্তাত্রেয় রাজা যদুকে এইরূপ উপদেশ দিলেন। যদু তাঁর পূজা-বন্দনা করলেন এবং দত্তাত্রেয় তাঁর অনুমতি নিয়ে অতি প্রসন্ন হয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। ১১-৯-৩২

অবধূতবচঃ শ্রুত্বা পূর্বেষাং নঃ স পূর্বজঃ।

সর্বসঙ্গবিনির্মুক্তঃ সমচিত্তো বভূব হ॥ ১১-৯-৩৩

আমার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে রাজা যদু অবধূত দত্তাত্রেয়র উপদেশ ধারণ করে আসক্তি থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন ও সমদর্শী হয়েছিলেন। ১১-৯-৩৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ॥

দশম অধ্যায়

লৌকিক ও পারলৌকিক ভোগের অসারতা নিরূপণ

শ্রীভগবানুবাচ

BANGLADARSHAN.COM

ময়োদিতেষ্ববহিতঃ স্বধর্মেষু মদাশ্রয়ঃ।

বর্ণাশ্রমকুলাচারমকামাত্মা সমাচরেৎ॥ ১১-১০-১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–প্রিয় উদ্ধব! সাধকের পক্ষে উত্তম এই যে আমার শরণাগত থেকে গীতা ও প্রামাণ্য গ্রন্থাদিতে আমার উপদিষ্ট নজ ধর্মের যথাযথভাবে পালন করা। যতদূর সম্ভব বিরোধ এড়িয়ে নিষ্কামভাবে নিজ বর্ণ, আশ্রম এবং কুলবিধি অনুসার সদাচারেরও অনুষ্ঠান করা। ১১-১০-১

অন্বীক্ষেত বিশুদ্ধাত্মা দেহিনাং বিষয়াত্মনাম্।

গুণেষু তত্ত্বধ্যানেন সর্বারম্ভবিপর্যয়ম্॥ ১১-১০-২

নিষ্কাম হওয়ার উপায় এই যে, স্বধর্ম পালন করতঃ শুদ্ধ চিত্তে ভেবে দেখা যে, জগতের বিষয়াদিতে আসক্ত প্রাণী শব্দ, রূপ আদিকে সত্য জ্ঞান করে সুখ প্রাপ্তি হেতু সচেষ্ট হয় কিন্তু পরিণামে কেবল দুঃখই ভোগ করে,–এরূপ কেন হয়? ১১-১০-২

সুপ্তস্য বিষয়ালোকো ধ্যায়তো বা মনোরথঃ।

নানাত্মকত্বাদ্ বিফলস্তথা ভেদাত্মধীর্গুণৈঃ॥ ১১-১০-৩

এই বিষয়ে এইভাবে বিচার আবশ্যক–স্বপ্নাবস্থা কিংবা জাগ্রত অবস্থাতেও কোনো বিষয়ে গভীর চিন্তামগ্ন হলে মানুষ মনে মনে বহু প্রকার বিষয়ের অনুভব করে কিন্তু তার সমস্ত কল্পনা সারবস্তুরহিত হওয়ায় ব্যর্থ হয়ে থাকে। তদনুরূপে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বিভেদসম্পন্ন বুদ্ধিও যথার্থ নয় কারণ ইন্দ্রিয়-জনিত নানা বস্তুবিষয়ক হওয়ায় এটিও পূর্বের ন্যায় অসত্য। ১১-১০-৩

নিবৃত্তং কর্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ।

জিজ্ঞাসায়াং সংপ্রবৃত্তো নাদ্রিয়েৎ কর্মচোদনাম্॥ ১১-১০-৪

আমার শরণাগতের পক্ষে অন্তর্মুখী হয়ে নিষ্কামভাবে নিত্যকর্ম অনুষ্ঠানই বিধেয়। সে বহির্মুখী বৃত্তি বা সকাম কর্ম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করবে। যখন আত্মজ্ঞানের প্রবল ইচ্ছা জেগে উঠবে তখন তার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধের পালন তেমনভাবে প্রযোজ্য হয় না। ১১-১০-৪

যমানভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ ক্বচিৎ।

মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্॥ ১১-১০-৫

অহিংসাদি আচরণবিধির সেবন সমাদরে হওয়া কাম্য কিন্তু শৌচ আদি নিয়মের প্রতিপালন আত্মজ্ঞানবিরোধী না হলে সামর্থ্যানুসারে করা উচিত। জিজ্ঞাসুর পক্ষে আচরণবিধি ও নিয়ম পালন থেকেও বেশি প্রযোজ্য আমার স্বরূপের অনুভবকারী প্রশান্ত গুরুকে আমার স্বরূপজ্ঞানে সেবা করা। ১১-১০-৫

অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।

অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্॥ ১১-১০-৬

শিষ্য অভিমান করবে না। ঈর্ষাকাতর হবে না, কারো অমঙ্গল চিন্তা করবে না। প্রত্যেক কার্যে সে নিপুণ হবে, আলস্য তাকে যেন স্পর্শও না করে। কোথাও মমতাযুক্ত হবে না; গুরুচরণে যেন তার দৃঢ় অনুরাগ থাকে। যে কাজই করুক না কেন তা মনোযোগ সহকারে পূর্ণ করবে। সদা পরমার্থ জ্ঞান প্রাপ্তির ইচ্ছা রাখবে। কারো গুণে দোষ দর্শন করবে না এবং ব্যর্থ কথা বলায় বিরত থাকবে। ১১-১০-৬

জায়াপত্যগৃহক্ষেত্রস্বজনদ্রবিণাদিষু।

উদাসীনঃ সমং পশ্যন্ সর্বেষ্বর্থমিবাত্মনঃ॥ ১১-১০-৭

জিজ্ঞাসুর পরম ধন আত্মা; তাই সে স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পত্তি, আত্মীয়স্বজন এবং ধনসম্পদাদি সমস্ত পদার্থে সমভাবে স্থিত একমাত্র আত্মাকে প্রত্যক্ষ করবে এবং আত্মা ভিন্ন কোনো কিছুতে গুরুত্ব আরোপ করে মমতায় বদ্ধ হবে না; উদাসীন থাকবে। ১১-১০-৭

বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্ দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্।

যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্ দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ॥ ১১-১০-৮

হে উদ্ধব! জ্বলন্ত কাষ্ঠ তার দাহী ও প্রকাশক অগ্নি থেকে সর্বতোভাবে পৃথক। তেমনভাবে বিচার করলেই বোধগম্য হয় যে পঞ্চভূত নির্মিত স্থূল শরীর এবং মনবুদ্ধি আদি সপ্তদশ তত্ত্ব নির্মিত সূক্ষ্ম শরীর–উভয়ই দৃশ্য ও জড়; তার পরিচায়ক ও প্রকাশক আত্মা সাক্ষী ও স্বপ্রকাশিত। শরীর অনিত্য, ভিন্ন ভিন্ন এবং জড়; কিন্তু আত্মা নিত্য, এক এবং চৈতন্যময়। এইভাবে শরীর অপেক্ষা আত্মাতে বিশিষ্টতা বিদ্যমান। অতএব দেহ ও আত্মা সর্বতোভাবে পৃথক। ১১-১০-৮

BANGLADARSHAN.COM

নিরোধোৎ পত্ত্যণুবৃহন্নানাত্বং তৎকৃতান্ গুণান্।

অন্তঃপ্রবিষ্ট আধত্ত এবং দেহগুণান্ পরঃ॥ ১১-১০-৯

অগ্নি কাষ্ঠে প্রজ্বলিত হলে সে কাষ্ঠের উৎপত্তি, বিনাশ; কাষ্ঠের আকারাদি গুণসকল স্বয়ং গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু বাস্তবে কাষ্ঠের ওই গুণসকলের সঙ্গে অগ্নির সম্বন্ধই নেই। ঠিক তেমনভাবেই যখন আত্মা নিজেকে শরীর জ্ঞান করে নেয় তখন সে দেহের জড়তা, অনিত্যতা, স্থূলতা, বহুত্ব আদি গুণসকলের সঙ্গে সর্বতোভাবে পৃথক হলেও তার সঙ্গে যুক্ত বলে বোধ হয়। ১১-১০-৯

যোঽসৌ গুণৈর্বিরচিতো দেহোঽয়ং পুরুষস্য হি।

সংসারস্তন্নিবন্ধোঽয়ং পুংসো বিদ্যাচ্ছিদাত্মনঃ॥ ১১-১০-১০

ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত মায়ার গুণই সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীর নির্মাণ করে। জীবকে শরীর ও শরীরকে জীব বলে জ্ঞান করার ফলেই স্থূল শরীরের জন্ম-মৃত্যু এবং সূক্ষ্ম শরীরের আসা-যাওয়ার আরোপ আত্মার উপর করা হয়ে থাকে। এই ভ্রমবশত অথবা অভ্যাসের কারণে জীবের জন্ম-মৃত্যুরূপে সংসারপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হওয়ার পর তার মূলোচ্ছেদ হয়ে যায়। ১১-১০-১০

তস্মাজ্জিজ্ঞাসয়াত্মানমাত্মস্থং কেবলং পরম্।

সঙ্গম্য নিরসেদেতদ্বস্তুবুদ্ধিং যথাক্রমম্॥ ১১-১০-১১

হে প্রিয় উদ্ধব! জগতে এই জন্ম-মৃত্যু-চক্রে-বদ্ধের মূল কারণ অজ্ঞানই। অন্য কিছু নয়। তাই নিজ বাস্তব স্বরূপ আত্মাকে জানবার সদিচ্ছা জাগ্রত করা উচিত। নিজের বাস্তব স্বরূপ প্রকৃতির অতীত, সম্পূর্ণরূপে দ্বৈত-ভাব-শূন্য এবং নিজেই নিজেতে স্থিত, তার অন্য কোনো আধার নেই। তাকে জেনে স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীরাদিতে যে সত্যের ন্যায় ধারণা হয়ে আছে তাকে ক্রমশ দূর করা কর্তব্য। ১১-১০-১১

আচার্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ॥ ১১-১০-১২
বৈশারদী সাতিবিশুদ্ধবুদ্ধির্ধুনোতি মায়াং গুণসম্প্রসূতাম্।
গুণাংশ্চ সন্দহ্য যদাত্মমেতৎ স্বয়ং চ শাম্যত্যসমিদ্ যথাগ্নিঃ॥ ১১-১০-১৩

বিদ্যারূপ অগ্নির প্রকাশার্থে আচার্য ও শিষ্য তো যেন উপর-নীচের কাষ্ঠ এবং উপদেশ হল মন্থনকাষ্ঠ। এর দ্বারা যে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয় যা অতি সুখপ্রদানকারী। এই যজ্ঞে বুদ্ধিমান শিষ্য সদ্‌গুরুর কাছ থেকে যে অতি বিশুদ্ধ জ্ঞান পেয়ে থাকে তা গুণত্রয় নির্মিত বিষয় মায়াসকলকে ভস্ম করে। অতঃপর সেই গুণও ভস্ম হয়ে যায়—যার দ্বারা এই সংসারের সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে সমস্ত ভস্ম হয়ে যাওয়ার পর যখন আত্মা ছাড়া অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকে না তখন সেই জ্ঞানাগ্নি ঠিক তেমনভাবেই নিজ বাস্তব স্বরূপে শান্ত হয়ে যায় যেমন সমিধ শেষ হলে অগ্নি আপনিই নির্বাপিত হয়। ১১-১০-১২-১৩

অথৈষাং কর্মকর্তৃণাং ভোক্তৃণাং সুখদুঃখয়োঃ।
নানাত্বমথ নিত্যত্বং লোককালাগমাত্মনাম্॥ ১১-১০-১৪
মন্যসে সর্বভাবানাং সংস্থা হ্যৌৎপত্তিকী যথা।
তত্তদাকৃতিভেদেন জায়তে ভিদ্যতে চ ধীঃ॥ ১১-১০-১৫
BANGLADARSHAN.COM
এবমপ্যঙ্গ সর্বেষাং দেহিনাং দেহযোগতঃ।
কালাবয়বতঃ সন্তি ভাবা জন্মাদয়োঽসকৃৎ॥ ১১-১০-১৬
অত্রাপি কর্মণাং কর্তুরস্বাতন্ত্র্যং চ লক্ষ্যতে।
ভোক্তুশ্চ দুঃখসুখয়োঃ কো ন্বর্থো বিবশং ভজেৎ॥ ১১-১০-১৭

হে প্রিয় উদ্ধব! যদি তুমি কদাচিৎ সমস্ত কর্মের কর্তা ও সমস্ত সুখ-দুঃখের ভোক্তা জীবকে বহুরূপে মনে করো ও জগৎ, কাল, বেদ এবং আত্মাকে একাধিক রূপে নিত্য জ্ঞান করো; এবং সমস্ত পদার্থের স্থিতি প্রবাহ হেতু নিত্য এবং সত্য বলে স্বীকার করো এবং যদি মনে কর যে ঘটে পটে দৃশ্য বাহ্য আকৃতিসকলের ভেদ অনুসারে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং পরিবর্তিত হয় তাহলে এমন ধারণায় অতি বড় অনর্থ হবে। যদি কদাচিৎ এইরূপ স্বীকারও করে নেওয়া হয় তাহলে দেহ এবং সংবৎসরাদি কালাবয়ব-সকলের সম্বন্ধ থেকে সংঘটিত সকল জীবের জন্ম-মৃত্যু আদি অবস্থাসকল নিত্য হওয়ায় জীব কখনো এই জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ থেকে মুক্ত হবে না; কারণ এর দ্বারা দেহাদি পদার্থ এবং কালের নিত্যতা স্বীকার করা হয়। তাছাড়া এক্ষেত্রে সমস্ত কর্মের কর্তা ও সুখ-দুঃখের ভোক্তা জীবের পরাধীনতা পরিলক্ষিত হয়; কেননা যদি সে স্বতন্ত্র হয় তাহলে সে দুঃখের ফল ভোগ কেন করতে চাইবে? এইরূপ সুখভোগের সমস্যার সমাধান হয়ে গেলেও দুঃখভোগের সমস্যা যথাবৎ থেকে যাবে। অতএব এই মতানুসারে জীব কখনো মুক্তি বা স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে না। যদি জীব স্বরূপত পরাধীন হয় তাহলে তো সে স্বার্থ ও পরমার্থ কিছুই পালন করতে পারবে না; অর্থাৎ সে স্বার্থ ও পরমার্থ দুটো থেকেই বঞ্চিত থেকে যাবে। ১১-১০-১৪-১৫-১৬-১৭

ন দেহিনাং সুখং কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে বিদুষামপি।
তথা চ দুঃখং মূঢ়ানাং বৃথাহঙ্করণং পরম্॥ ১১-১০-১৮

যদি বলা হয় যে উত্তমরূপে কার্য সম্পাদনে সক্ষম ব্যক্তি সুখী হয় ও যারা তা সম্পাদনে অক্ষম তারা দুঃখ ভোগ করে, তাও ঠিক নয়। কারণ, বাস্তবে দেখা যায় যে অতি কর্মকুশল বিদ্বানগণও সুখ পায় না এবং মূঢ়গণ দুঃখের সম্মুখীন হয় না। তাই যারা বুদ্ধি অথবা কর্ম থেকে সুখের গর্ব করে তারা বস্তুত বৃথাই অহংকার করে। ১১-১০-১৮

যদি প্রাপ্তিং বিঘাতং চ জানন্তি সুখদুঃখয়োঃ।

তেঽপ্যদ্ধা ন বিদুর্যোগং মৃত্যুর্ন প্রভবেদ্ যথা॥ ১১-১০-১৯

তবুও যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে তারা সুখ প্রাপ্তির এবং দুঃখ নিবারণের সঠিক উপায় জানে, তবুও তো এটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে তাদের সেই পন্থার জ্ঞান আদপেই নেই যাতে মৃত্যু তাদের উপর প্রভাব বিস্তার না করতে পারে; যাতে তারা মৃত্যুকে জয় করতে পারে। ১১-১০-১৯

কো ন্বর্থঃ সুখয়ত্যেনং কামো বা মৃত্যুরন্তিকে।

আঘাতং নীয়মানস্য বধ্যস্যেব ন তুষ্টিদঃ॥ ১১-১০-২০

মৃত্যু পথযাত্রী কোনো মানুষকে কি কোনো ভোগ্যবস্তু বা ভোগের কামনা সুখী করতে পারে? মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত মানুষকে কী ফুল-চন্দন-স্ত্রী আদি বস্তু সন্তুষ্ট করতে পারে? কখনো নয়। ১১-১০-২০

শ্রুতং চ দৃষ্টবদ্ দুষ্টং স্পর্ধাসূয়াত্যয়ব্যয়ৈঃ।

বহ্বন্তরায়কামত্বাৎ কৃষিবচ্চাপি নিষ্ফলম্॥ ১১-১০-২১

হে প্রিয় উদ্ধব! লৌকিক সুখবৎ পারলৌকিক সুখও দোষদুষ্ট; কারণ সেখানেও স্পর্ধা হয়ে থাকে, অধিক সুখভোগীদের দেখে হৃদয়ে জ্বালা হয় তাদের গুণের মধ্যে দোষদর্শনের চেষ্টা হয় এবং অপেক্ষাকৃত হীনদের অবজ্ঞা করা হয়। প্রতিদিন পুণ্য ক্ষীণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার সুখও ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং একদিন তা শেষও হয়ে যায়। যজমানের, ঋত্বিকের এবং কর্মাদিতে ত্রুটির হেতু কামনা পূরণ হওয়া তো দূরের কথা অতি ভয়ংকর অনিষ্টর সম্ভবনা থাকে। যেমন শস্যপূর্ণ মাঠে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি উভয়ই ক্ষতিকর–তেমনভাবে বিঘ্ন হেতু স্বর্গের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তই থেকে যায়। ১১-১০-২১

BANGLADARSHAN.COM

অন্তরায়ৈরবিহতো যদি ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।

তেনাপি নির্জিতং স্থানং যথা গচ্ছতি তচ্ছৃণু॥ ১১-১০-২২

যদি যাগযজ্ঞাদি কর্ম কোনো বিঘ্ন ছাড়াই বিধিবৎ সম্পূর্ণ হয় তাহলে তার ফলে অর্জিত স্বর্গলোক প্রাপ্তিক্রম আমি বলছি, শোনো। ১১-১০-২২

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।

ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জিতান্॥ ১১-১০-২৩

যজ্ঞ সম্পাদনকারী যজ্ঞদ্বারা দেবতাদের আরাধনা করে স্বর্গলোক গমন করে এবং সেখানে নিজ পুণ্যকর্মার্জিত দিব্য ভোগসকল দেবতাদের মতন ভোগ করে থাকে। ১১-১০-২৩

স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে বিমান উপগীয়তে।

গন্ধর্বৈর্বিহরন্ মধ্যে দেবীনাং হৃদ্যবেষধৃক্॥ ১১-১০-২৪

পুণ্যানুসারে তার এক ঝকমকে বিমানের প্রাপ্তি হয়। সে বিমানে আরোহণ করে দেব ললনাদের সঙ্গে বিহার করে। গন্ধর্বগণ তার গুণকীর্তন করেন এবং তার রূপলাবণ্য প্রত্যক্ষ করে অন্যের মন চঞ্চল হয়। ১১-১০-২৪

স্ত্রীভিঃ কামগযানেন কিঙ্কিণীজালমালিনা।

ক্রীড়ন্ ন বেদাত্মপাতং সুরাক্রীড়েষু নির্বৃতঃ॥ ১১-১০-২৫

তার বিমান তার ইচ্ছানুসারে নানা স্থানে যায় ও বিমানের টুং টাং ঘণ্টাধ্বনিও দিকে দিকে শোনা যায়। সে অপ্সরাদের সঙ্গে নন্দনবন আদি দেববিহার স্থলে ক্রীড়াশীল হয়ে ক্রমশ এমন তন্ময় হয়ে যায় যে, তার পুণ্য এবার ক্ষীণ হয়ে যাবে এবং তখন তাকে সেখান থেকে বিদায় দেওয়া হবে–এই হুঁশও তার থাকে না। ১১-১০-২৫

তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।

ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ॥ ১১-১০-২৬

যতক্ষণ তার পুণ্য অবশিষ্ট থাকে সে স্বর্গে নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করে; কিন্তু পুণ্য ক্ষীণ হয়ে গেলেই তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেখান থেকে তার পতন হয়; কালের বিধান এই রকমই হয়ে থাকে। ১১-১০-২৬

যদ্যধর্মরতঃ সঙ্গাদসতাং বাজিতেন্দ্রিয়ঃ।

কামাত্মা কৃপণো লুব্ধঃ স্ত্রৈণো ভূতবিহিংসকঃ॥ ১১-১০-২৭

পশূনবিধিনাহহলভ্য প্রেতভূতগণান্ যজন্।

নরকানবশো জন্তুগর্ত্বা যাত্যুল্বণং তমঃ॥ ১১-১০-২৮

দুষ্ট সঙ্গে যদি কেউ অধর্মপরায়ণ হয়ে পড়ে, নিজ ইন্দ্রিয়সকলের তাড়নায় দুষ্কর্ম করে, লোভের বশীভূত হয়ে কৃপণতা করে, লম্পট হয়ে যায় অথবা প্রাণীদের উত্যক্ত করে এবং বিধি-বিরুদ্ধ পশুবলি দিয়ে ভূতপ্রেতদের উপাসনায় যুক্ত হয় তখন তার অবস্থা পশু থেকেও খারাপ হয় এবং অবশ্যই সে নরকে গমন করে। শেষে তাকে ঘোর অন্ধকারময় স্বার্থ এবং পরমার্থরহিত কষ্টময় জীবন যাপন করতে হয়। ১১-১০-২৭-২৮

কর্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্বন্ দেহেন তৈঃ পুনঃ।

দেহমাভজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্যধর্মিণঃ॥ ১১-১০-২৯

সকাম ও বহির্মুখী সকল কর্মের ফল দুঃখ প্রাপ্তিই হয়ে থাকে। শরীরের প্রতি অহংকার ও মমতাযুক্ত জীব তাই সেবন করে জন্ম-মৃত্যু চক্রে বারংবার আবর্তিত হতেই থাকে। এমন পরিস্থিতিতে কী মৃত্যুধর্মী জীবের সুখ সম্ভব? ১১-১০-২৯

লোকানাং লোকপালানাং মদ্ভয়ং কল্পজীবিনাম্।

ব্রহ্মণোহপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্ধপরায়ুষঃ॥ ১১-১০-৩০

সমস্ত লোক এবং লোকপালদের আয়ু কেবল এক কল্প তাই তারা আমাকে ভয় পায়। অন্যদের কথা কী বলব স্বয়ং ব্রহ্মাও আমাকে ভয় পান; কারণ তাঁর আয়ুও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ মাত্র দুই পরার্ধ। ১১-১০-৩০

গুণাঃ সৃজন্তি কর্মাণি গুণোহনুসৃজতে গুণান্।

জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তে কর্মফলান্যসৌ॥ ১১-১০-৩১

গুণত্রয়–সত্ত্ব, রজ, তম, সকল ইন্দ্রিয়কে তাদের কর্মে প্রবৃত্ত হয়। অজ্ঞানতা হেতু জীব গুণত্রয় এবং ইন্দ্রিয়সকলকে নিজ স্বরূপ জ্ঞান করে বসে এবং তাদের কৃতকর্মের ফল সুখদুঃখ ভোগ করতে থাকে। ১১-১০-৩১

যাবৎ স্যাদ্ গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ।

নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি॥ ১১-১০-৩২

যতক্ষণ গুণত্রয়ের বৈষম্য বর্তমান অর্থাৎ শরীরাদিতে 'আমি' ও 'আমার' অহংকার বর্তমান ততক্ষণ আত্মার সঙ্গে একত্ত্বর অনুভূতি আসে না–তাকে বহু বলেই বোধ হয়; এবং যতক্ষণ আত্মার বহুত্ব বর্তমান ততক্ষণ তো তাকে কাল অথবা কর্ম কারো অধীন থাকতেই হবে। ১১-১০-৩২

যাবদস্যাস্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্।

য এতৎ সমুপাসীরংস্তে মুহ্যন্তি শুচার্পিতাঃ॥ ১১-১০-৩৩

যতক্ষণ পরাধীনতা বর্তমান ততক্ষণ ঈশ্বরভীতি থাকেই। যে 'আমি' এবং 'আমার' ভাবগ্রস্ত হয়ে আত্মার বহুত্ব, পরাধীনতা মানে এবং বৈরাগ্য গ্রহণ না করে বহুর্মুখী কর্মসকলই সেবন করতে থাকে তার প্রাপ্তিও হয় কেবল শোক ও মোহ। ১১-১০-৩৩

BANGLADARSHAN.COM

কাল আত্মাঽঽগমো লোকঃ স্বভাবো ধর্ম এব চ।

ইতি মাং বহুধা প্রাহুর্গুণব্যতিকরে সতি॥ ১১-১০-৩৪

হে প্রিয় উদ্ধব! যখন মায়ার গুণত্রয়ে ক্ষোভ আসে তখন 'আমি' নামের আত্মাকেই কাল, জীব, বেদ, লোক, স্বভাব এবং ধর্ম আদি বহু নামদ্বারা নিরূপণ করা হয়। ১১-১০-৩৪

উদ্ধব উবাচ

গুণেষু বর্তমানোঽপি দেহজেষ্বনপাবৃতঃ।

গুণৈর্ন বদ্ধ্যতে দেহী বধ্যতে বা কথং বিভো॥ ১১-১০-৩৫

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্! এই জীব দেহ আদি রূপ-গুণ সকলের মধ্যেই বসবাস করে। তাহলে সে দেহকৃত কর্মসকল অথবা সুখ-দুঃখাদি রূপ ফলাদির বন্ধনে কেন পড়ে না? অথবা এই আত্মা গুণত্রয়ে নির্লিপ্ত দেহাদি সম্পর্ক থেকে সদা রহিত, তাহলে তার বন্ধন প্রাপ্তি কেমন করে হয়? ১১-১০-৩৫

কথং বর্তেত বিহরেৎ কৈর্বা জ্ঞায়েত লক্ষণৈঃ।

কিং ভুঞ্জীতোত বিসৃজেচ্ছয়ীতাসীত যাতি বা॥ ১১-১০-৩৬

বদ্ধ অথবা মুক্ত জীব কেমন ব্যবহার করে, কী করে বিহার করে, অথবা কোন্ কোন্ লক্ষণে চেনা যায়। কীভাবে ভোজন করে? মল-ত্যাগাদিও কেমনভাবে করে? কেমনভাবে নিদ্রাগমন করে, উপবেশন করে এবং চলাফেরা করে? ১১-১০-৩৬

এতদচ্যুত মে ব্রূহি প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর।

নিত্যমুক্তো নিত্যবদ্ধ এক এবেতি মে ভ্রমঃ॥ ১১-১০-৩৭

BANGLADARSHAN.COM

হে অচ্যুত! আপনিই শ্রেষ্ঠ প্রশ্নমর্মজ্ঞাতা। তাই কৃপা করে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিন। একই আত্মা অনাদি গুণসকলের সংসর্গে থেকে নিত্য বদ্ধও মনে হয় এবং অসঙ্গ হওয়ার কারণে নিত্যমুক্তও মনে হয়। এই প্রসঙ্গে আমার চিন্তাধারা ভ্রমাত্মক। ১১-১০-৩৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ধবসংবাদে দশমোঽধ্যায়ঃ॥

একাদশ অধ্যায়

বদ্ধ, মুক্ত এবং ভক্তজনদের লক্ষণ

শ্রীভগবানুবাচ

বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ।

গুণস্য মায়ামূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্॥ ১১-১১-১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব! আত্মা বদ্ধ অথবা মুক্ত এইরূপ বিচার ও ব্যাখ্যা আমার অধীনে নিবাসকারী সত্ত্বাদি গুণসকলের উপাধিতেই হতে থাকে, বস্তুত তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা নয়। সকল গুণের মূলে মায়া যা ইন্দ্রজাল মাত্র কুহকবিদ্যাসম। তাই আমার মোক্ষও নেই, বন্ধনও নেই। ১১-১১-১

শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া।

স্বপ্নো যথাঽঽত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী॥ ১১-১১-২

স্বপ্ন বুদ্ধির বিবর্ত অর্থাৎ না ঘটলেও মনে হয় ঘটেছে, তাই সম্পূর্ণভাবে অসত্য। তেমনভাবেই শোক-মোহ, সুখ-দুঃখ, শরীরের উৎপত্তি-মৃত্যু—এই সকলই জগতে মায়া প্রপঞ্চ অর্থাৎ অবিদ্যার ফলে প্রতিভাষিত হলেও বাস্তবিক নয়। ১১-১১-২

বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুব শরীরিণাম্।

মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্মিতে॥ ১১-১১-৩

BANGLADARSHAN.COM

হে উদ্ধব! দেহধারীর মুক্তির অনুভব হয় আত্মবিদ্যা দ্বারা এবং বন্ধন হয় অবিদ্যার দ্বারা—এই দুটোই আমার অনাদি শক্তি। আমার মায়াই এদের সৃষ্টি করে। বাস্তবে এদের অস্তিত্বই নেই। ১১-১১-৩

একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।

বদ্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ॥ ১১-১১-৪

প্রিয় উদ্ধব! তুমি তো অতি বুদ্ধিবান ব্যক্তি। তাহলে নিজেই বিচার করে দেখো যে জীব তো সেই একই। ব্যবহারিক কারণেই আমার অংশরূপে কল্পিত, বস্তুত তা আমার স্বরূপই। আত্মজ্ঞান সমৃদ্ধ হলে তাকে মুক্ত বলে আর না হলে বলে আর না হলে বলে বদ্ধ। এবং এই অজ্ঞান অনাদি হওয়ার কারণে বন্ধনকেও অনাদি বলা হয়। ১১-১১-৪

অথ বদ্ধস্য মুক্তস্য বৈলক্ষণ্যং বদামি তে।

বিরুদ্ধধর্মিণোস্তাত স্থিতয়োরেকধর্মিণি॥ ১১-১১-৫

এইভাবে অদ্বিতীয় ধর্মী আমাতে অবস্থান করে শোকগ্রস্ত এবং আনন্দময়—দুই ভেদে অবস্থানকারী সেই বদ্ধ ও মুক্ত জীবের কথা আমি বলছি। ১১-১১-৫

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।

একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥ ১১-১১-৬

জীব ও ঈশ্বর বদ্ধ ও মুক্ত ভেদহেতু ভিন্ন-ভিন্ন হলেও তারা একই দেহে নিয়ন্তা ও নিয়ন্ত্রিত রূপে অবস্থান করে। ধরা যেতে পারে যে দেহ একটা বৃক্ষ, তাতে বাসা বেঁধে জীব ও ঈশ্বর নামের দুইটি পাখি নিবাস করে। তারা দুজনেই চেতন হওয়ার কারণে অভিন্ন ও কখনো বিচ্ছেদ না হওয়ার কারণে সখা। তাঁদের নিবাসের কারণ কেবল লীলামাত্র। এত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও জীব দেহরূপ বৃক্ষের ফল সুখ-দুঃখাদি ভোগ

করে কিন্তু ঈশ্বর তা ভোগ না করে কর্মফল সুখ-দুঃখাদি থেকে অসংলগ্ন ও সাক্ষীরূপে উপস্থিত থাকেন। ভোগ না করেও ঈশ্বরে এই বিশেষত্ব বর্তমান যে ভোক্তা-জীব থেকে তাঁর জ্ঞান, ঐশ্বর্য, আনন্দ এবং সামর্থ্য আদির উৎকর্ষ অনেক বেশি। ১১-১১-৬

আত্মানমন্যং চ স বেদ বিদ্বানপিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ।

যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ॥ ১১-১১-৭

এতদ্ব্যতিত আরও একটি বিশেষত্ব এই যে অভোক্তা ঈশ্বর নিজ স্বরূপ এবং জগৎকেও জানেন কিন্তু ভোক্তা জীব নিজ বাস্তব স্বরূপকেও জানে না এবং নিজেকে ছাড়া অন্য কিছুই বোঝে না। ফলে জীব তো অবিদ্যাতে যুক্ত হওয়ার কারণে নিত্যবদ্ধ আর ঈশ্বর স্বয়ং বিদ্যাস্বরূপ হওয়ায় নিত্যমুক্ত। ১১-১১-৭

দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো বিদ্বান্ স্বপ্নাদ্ যথোত্থিতঃ।

অদেহস্থোঽপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্ যথা॥ ১১-১১-৮

হে প্রিয় উদ্ধব! প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি মুক্তই হয়ে থাকে। যেমন স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার পর স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই থাকে না তেমনভাবেই প্রজ্ঞাবান পুরুষ সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরে নিবাস করলেও তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু অজ্ঞানী পুরুষ বাস্তবে দেহের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না থাকলেও অজ্ঞান হেতু দেহতেই অবস্থান করে; ঠিক সেইভাবে যেমনভাবে স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি স্বপ্নকালে স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। ১১-১১-৮

ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ।

গৃহ্যমাণেষ্বহংকুর্যান্ন বিদ্বান্ যস্ত্ববিক্রিয়ঃ॥ ১১-১১-৯

ব্যবহারাদিতে ইন্দ্রিয়সমূহ শব্দ স্পর্শাদি বিষয়সকলকে গ্রহণ করে থাকে; কারণ নিয়মানুসারে গুণই গুণকে গ্রহণ করে, আত্মা নয়। অতএব যার নিজ আত্মস্বরূপের জ্ঞান হয়েছে সে কখনো সেই সকল বিষয়ের গ্রহণ-ত্যাগে অভিরুচি রাখে না। ১১-১১-৯

BANGLADARSHAN.COM

দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্মণা।

বর্তমানোঽবুধস্তত্র কর্তাস্মীতি নিবধ্যতে॥ ১১-১১-১০

এই দেহ প্রারব্ধাধীন। তাই তার দ্বারা কৃত শারীরিক ও মানসিক কর্মসকল গুণসমূহের প্রেরণায় হয়ে থাকে। অজ্ঞান পুরুষ অনর্থক সেই গ্রহণ-ত্যাগ প্রভৃতি কর্মে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে এবং অহমিকার বন্ধনে যুক্ত হয়। ১১-১১-১০

এবং বিরক্তঃ শয়নে আসনাটনমজ্জনে।

দর্শনস্পর্শনঘ্রাণভোজনশ্রবণাদিষু॥ ১১-১১-১১

ন তথা বধ্যতে বিদ্বাংস্তত্র তত্রাদয়ন্ গুণান্।

প্রকৃতিস্থোঽপ্যসংসক্তো যথা খং সবিতানিলঃ॥ ১১-১১-১২

বৈশারদ্যেক্ষয়াসঙ্গশিতয়া ছিন্নসংশয়ঃ।

প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নান্নানাত্বাদ্ বিনিবর্ততে॥ ১১-১১-১৩

হে প্রিয় উদ্ধব! পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে বিচার করে বিবেকযুক্ত পুরুষ বিষয়সকলে অসংশ্লিষ্ট থাকেন এবং শয়ন-উপবেশন, বিচরণ, অবগাহন, দর্শন, স্পর্শন, আঘ্রাণ, ভোজন এবং শ্রবণাদি ক্রিয়াকর্মে নিজেকে কর্তা মনে করেন না—গুণকেই কর্তা মানেন। গুণই সর্বকর্মের কর্তা ভোক্তা—এই জ্ঞানে অবিচল থেকে বিদ্বান ব্যক্তিগণ কর্মবাসনা ও তার ফলসমূহের সঙ্গে যুক্ত হন না। যেমন আকাশ স্পর্শ থেকে, সূর্য জলের আর্দ্রতা থেকে, বায়ু গন্ধ থেকে অসংশ্লিষ্ট থাকে—তেমনভাবেই বিদ্বান পুরুষগণ প্রকৃতিতে থেকেও তা থেকে নির্লিপ্ত থাকেন। তাঁদের বিমল বুদ্ধিরূপী তরবারি অসংশ্লিষ্ট জ্ঞানরূপী দীপ্তিতে আরও তীক্ষ্ণ হয়ে যায় ও তার দ্বারা সকল সংশয়-সন্দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার মতন তাঁরা এই ভেদবুদ্ধির ভ্রম থেকে মুক্ত থাকেন। ১১-১১-১১-১২-১৩

যস্য স্যুর্বীতসঙ্কল্পাঃ প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্।
বৃত্তয়ঃ স বিনির্মুক্তো দেহস্থোঽপি হি তদ্‌গুণৈঃ॥ ১১-১১-১৪

যাঁদের প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধির সমস্ত অবয়ব সংকল্প বিরহিত হয়, তাঁরা দেহে বাস করেও গুণসকলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন না। ১১-১১-১৪

যস্যাত্মা হিংস্যতে হিংস্রৈর্যেন কিঞ্চিদ্ যদৃচ্ছয়া।
অর্চ্যতে বা কৃচিত্তত্র ন ব্যতিক্রিয়তে বুধঃ॥ ১১-১১-১৫

কোনো হিংসক ব্যক্তি যদি সেই তত্ত্বজ্ঞ মুক্তপুরুষদের শরীরে কষ্ট প্রদান করেন কিংবা কখনো দৈবযোগে কেউ পূজা করেন তাহলে কষ্টকর অবস্থায় তাঁরা দুঃখী হন না এবং পূজিত হলে আনন্দিতও হন না। ১১-১১-১৫

ন স্তুবীত ন নিন্দেত কুর্বতঃ সাধ্বসাধু বা।
বদতো গুণদোষাভ্যাং বর্জিতঃ সমদৃঙ্‌মুনিঃ॥ ১১-১১-১৬

দোষগুণ ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে অবস্থানকারী সমদর্শী মহাত্মা ব্যক্তিগণ সৎকর্মকারীর স্তুতি করেন না এবং অসৎকর্মকারীর নিন্দাও করেন না। তাঁরা কারও ভালোকথা শুনে প্রশংসা করেন না এবং মন্দকথা শুনে তিরস্কারও করেন না। ১১-১১-১৬

ন কুর্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিন্ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা।
আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ॥ ১১-১১-১৭

জীবন্মুক্ত পুরুষ ভালোকাজ-মন্দকাজ কোনোটাই করেন না, ভালোকথা-মন্দকথা কোনোটাই বলেন না ভালোচিন্তা-মন্দচিন্তা কোনোটাই করেন না। তাঁরা ব্যবহারে সমত্ব রেখে আত্মানন্দতেই নিমগ্ন থাকেন; জড়বৎ, মূর্খবৎ বিচরণ করে থাকেন। ১১-১১-১৭

BANGLADARSHAN.COM

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥ ১১-১১-১৮

প্রিয় উদ্ধব! দুগ্ধ প্রদান করে না, এরূপ গাভী পালনে যেমন সকল পরিশ্রম নিষ্ফল হয়; তদনুরূপ পরব্রহ্ম জ্ঞানশূন্য বেদপারঙ্গম বিদ্বানের সকল পরিশ্রম নিষ্ফল। ১১-১১-১৮

গাং দুগ্ধদোহামসতীং চ ভার্যাং দেহং পরাধীনমসৎপ্রজাং চ।
বিত্তং ত্বতীর্থীকৃতমঙ্গ বাচং হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী॥ ১১-১১-১৯

দুগ্ধ প্রদানে অক্ষম গাভী, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, পরাধীন দেহ, দুষ্ট পুত্র, সৎপাত্র প্রাপ্তির পরও দান না করা ধন এবং আমার গুণবর্জিত কথা সর্বতোভাবে মূল্যহীন। এই বস্তু-সকলের সংরক্ষণকারিগণ নিরন্তর দুঃখ ভোগ করে থাকে। ১১-১১-১৯

যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য।
লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্যাদ্ বন্ধ্যাং গিরং তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ॥ ১১-১১-২০

অতএব হে উদ্ধব! যে কথনে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়রূপ আমার পবিত্রতাপ্রদানকারী লীলার বর্ণনা নেই এবং লোকাবতারের মধ্যে আমার প্রিয় রাম-কৃষ্ণ আদি অবতারের যশোগান বর্ণিত নেই, সেই কথন সর্বতোভাবে বন্ধ্যা। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এইরূপ কথন উচ্চারণে-শ্রবণে বিরত থাকেন। ১১-১১-২০

এবং জিজ্ঞাসয়াপোহ্য নানাত্বভ্রমমাত্মনি।
উপারমেত বিরজং মনো মর্য্যর্প্য সর্বগে॥ ১১-১১-২১

উদ্ধব! উল্লিখিত কথনানুসারে আত্মজিজ্ঞাসা এবং বিচার সহযোগে আত্মাতে যে বহুত্বর ভ্রম তা দূর করো এবং সর্বব্যাপী পরমাত্মা আমাতেই নিজ নির্মল মন অধিষ্ঠাপন করো ও জগতের ব্যবহার থেকে বিরত হও। ১১-১১-২১

যদ্যনীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলম্।

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর॥ ১১-১১-২২

যদি তুমি মনকে পরব্রহ্মে স্থির রাখতে সমর্থ না হও, তাহলে সমস্ত কর্মে নিরপেক্ষ থেকে আমার জন্য কর্ম করো। ১১-১১-২২

শ্রদ্ধালুর্মে কথাঃ শৃণ্বন্ সুভদ্রা লোকপাবনীঃ।

গায়ন্ননুস্মরন্ কর্ম জন্ম চাভিনয়ন্ মুহুঃ॥ ১১-১১-২৩

আমার গাথা সমস্ত লোকাদিতে পবিত্রতা প্রদানকারী ও কল্যাণকারী। শ্রদ্ধা সহকারে তার শ্রবণ করা সমীচীন। আমার অবতরণ ও লীলা আদির সংকীর্তন, স্মরণ এবং অনুসরণ করাই সংগত। ১১-১১-২৩

মদর্থে ধর্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ।

লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে॥ ১১-১১-২৪

আমার আশ্রিত থেকে আমার জন্যই ধর্ম, কাম এবং অর্থ উপার্জন করা উচিত। প্রিয় উদ্ধব! যে তা করে তার আমার প্রতি প্রেমানুরাগযুক্ত ভক্তির প্রাপ্তি হয়। ১১-১১-২৪

সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা ময়ি মাং স উপাসিতা।

স বৈ মে দর্শিতং সদ্ভিরঞ্জসা বিন্দতে পদম্॥ ১১-১১-২৫

সাধুসঙ্গের দ্বারা আমার ভক্তি প্রাপ্তি হয়। যে ভক্তি লাভ করে, সেই আমার উপাসনা করে আমার সান্নিধ্য অনুভব করে। অন্তঃকরণের পরিশুদ্ধি হলে সাধুসন্তদের উপদেশানুসারে নির্দেশিত পথে সে আমার পরমপদ—বাস্তব স্বরূপ সহজেই লাভ করে। ১১-১১-২৫

উদ্ধব উবাচ

BANGLADARSHAN.COM

সাধুস্তবোত্তমঃশ্লোক মতঃ কীদৃগ্বিধঃ প্রভো।

ভক্তিস্ত্বয্যুপযুজ্যেত কীদৃশী সদ্ভিরাদৃতা॥ ১১-১১-২৬

উদ্ধব বললেন—ভগবন্! আপনার লীলা সংকীর্তন তো বহু মহান সাধু মহাত্মারা করে থাকেন? অনুগ্রহ করে বলুন যে আপনার বিচারে প্রকৃত সাধু-মহাত্মার লক্ষণ কী? সাধুসন্ত সমাদৃত উত্তম ভক্তির স্বরূপই বা কী? ১১-১১-২৬

এতন্মে পুরুষাধ্যক্ষ লোকাধ্যক্ষ জগৎপ্রভো।

প্রণতায়ানুরক্তায় প্রপন্নায় চ কথ্যতাম্॥ ১১-১১-২৭

ভগবন্! আপনিই ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠ দেবতা, সত্যাদিলোক ও বিশ্বচরাচরের সর্বময়কর্তা। আমি আপনার বিনয়াবনত অনুরাগী শরণাগত ভক্ত। অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে ভক্তি ও তাঁর রহস্যের কথা সবিস্তারে বলুন। ১১-১১-২৭

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

অবতীর্ণোঽসি ভগবন্ স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্বপুঃ॥ ১১-১১-২৮

ভগবন্! আমি জানি যে আপনি প্রকৃতি অসংশ্লিষ্ট পুরুষোত্তম এবং চিদাকাশস্বরূপ স্বয়ং ব্রহ্ম। আপনার থেকে ভিন্ন কিছুই নেই, তবুও আপনি স্ব-ইচ্ছায় লীলাকারণ দেহ ধারণ করে অবতরণ করেছেন, অতএব ভক্তি ও ভক্তরহস্য প্রকাশনে আপনি বিশেষভাবে সমর্থ। ১১-১১-২৮

শ্রীভগবানুবাচ

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্।

সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্বোপকারকঃ॥ ১১-১১-২৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব! আমার ভক্ত কৃপার প্রতিমূর্তি হয়ে থাকে। কারো সঙ্গে তার বৈরীভাব থাকে না; চরম দুঃখেও সে প্রসন্নচিত্তে থাকে। তার জীবনে সত্যই সারবস্তু এবং তার মনে কোনো রকম পাপবাসনা কখনো উদয় হয় না। সে সমদর্শী ও সর্বহিতার্থী হয়। ১১-১১-২৯

কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।

অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥ ১১-১১-৩০

আমার ভক্তের বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে কামনা-বাসনা কলুষমুক্ত হয়। সে সংযমী, স্বভাবে মধুর ও পবিত্র হয়ে থাকে। সঞ্চয়-সংগ্রহ থেকে সে সতত বিরত থাকে। তার আহার পরিমিত এবং প্রকৃতি শান্ত। সে স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন হয়। আমার উপর তার অনন্য বিশ্বাস এবং সে সতত আত্মতত্ত্ব চিন্তনে বিভোর থাকে। ১১-১১-৩০

অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমাঞ্জিতষড্‌গুণঃ।

অমানী মানদঃ কল্পো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥ ১১-১১-৩১

সে প্রমাদরহিত, গম্ভীর স্বভাব এবং ধৈর্যবান হয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শোক-মোহ এবং জন্ম-মৃত্যু —এই ছয়ই তার বশীভূত থাকে। তার সম্মান প্রাপ্তির স্পৃহা থাকে না কিন্তু সে অন্যকে সম্মান প্রদর্শন করে। আমার কথা অন্যকে বোঝাতে সে আগ্রহী হয়ে থাকে। সকলের সঙ্গে তার বন্ধুত্বপ্রীতি থাকে। তার হৃদয় করুণায় ভরা হয়। আমার তত্ত্বে তার যথার্থ জ্ঞান থাকে। ১১-১১-৩১

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।

ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ॥ ১১-১১-৩২

হে প্রিয় উদ্ধব! আমি বেদ-শাস্ত্র সমুদয়রূপে মানব জাতিকে ধর্মোপদেশ দান করেছি। তার পালনে অন্তঃকরণ শুদ্ধি আদি হয় আর তার অবমাননায় নরকাদি দুঃখ প্রাপ্তি হয়; কিন্তু আমার যে ভক্ত তাকেও ধ্যানাদিতে বিক্ষেপ-জ্ঞানে ত্যাগ করে এবং সতত আমারই ভজনায় ব্যাপৃত থাকে সেই পরম সন্ত। ১১-১১-৩২

BANGLADARSHAN.COM

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।

ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥ ১১-১১-৩৩

আমি কে, কী আমার যোগ্যতা, আমার কী পরিচয়? —এই সব জানা থাক বা না থাক, যদি কেউ অনন্যভাবে আমার উপাসনা করে, সে আমার বিচারে আমার পরম ভক্ত। ১১-১১-৩৩

মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনদর্শনস্পর্শনার্চনম্।

পরিচর্যা স্তুতিঃ প্রহ্বগুণকর্মানুকীর্তনম্॥ ১১-১১-৩৪

হে প্রিয় উদ্ধব! আমার বিগ্রহের ও আমার ভক্তদের দর্শন, স্পর্শন, পূজা, সেবা-শুশ্রূষা, স্তুতি এবং প্রণাম আদি করা কল্যাণকর এবং আমার গুণ ও কর্মের সংকীর্তন আবশ্যক। ১১-১১-৩৪

মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব।

সর্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্॥ ১১-১১-৩৫

হে উদ্ধব! আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধাবান হওয়া ও সতত আমার চিন্তায় বিভোর থাকা কল্যাণকর। প্রাপ্ত বস্তুর সমর্পণ এবং দাস্যভাব রেখে আমাতে আত্মনিবেদন করা আবশ্যক। ১১-১১-৩৫

মজ্জন্মকর্মকথনং মম পর্বানুমোদনম্।

গীততাণ্ডববাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদ্‌গৃহোৎসবঃ॥ ১১-১১-৩৬

আমার দিব্য জন্ম ও কর্মের সংকীর্তন কল্যাণকর। জন্মাষ্টমী, রামনবমী আদি পার্বণে আনন্দ করা উচিত এবং সংগীত, নৃত্য, বাদ্য ও ভক্তমণ্ডলী সমাবৃত হয়ে আমার মন্দিরসমূহে উৎসব পালন কর্তব্য। ১১-১১-৩৬

যাত্রা বলিবিধানং চ সর্ববার্ষিকপর্বসু।

বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্॥ ১১-১১-৩৭

বার্ষিক মহোৎসবের দিনে অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে আছে আমার সঙ্গে যুক্ত স্থানসকলে গমন, শোভাযাত্রা বার করা, বিবিধ উপহার সহকারে পূজা করা, বৈদিক অথবা তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে দীক্ষাগ্রহণ ও ব্রত পালন। এই সবই আবশ্যক। ১১-১১-৩৭

মমার্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ।

উদ্যানোপবনাক্রীড়পুরমন্দিরকর্মণি॥ ১১-১১-৩৮

মন্দিরে আমার বিগ্রহ প্রতিস্থাপনে শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নিজ সামর্থ্যে অপারগ হলে সমবেত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আমার উদ্দেশে পুষ্পবাটিকা, উদ্যান, ক্রীড়াভূমি, নগর এবং মন্দির নির্মাণ হওয়া প্রয়োজন। ১১-১১-৩৮

সম্মার্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্তনৈঃ।

গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্ যদমায়য়া॥ ১১-১১-৩৯

নিষ্কপটভাবে শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে আমার দেবালয়সমূহের সেবা করা প্রয়োজন। দেবালয় ও দেবালয় প্রাঙ্গণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, জল সিঞ্চন ও সম্মার্জনাদি কার্য এই প্রসঙ্গে আবশ্যক। ১১-১১-৩৯

অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্তনম্।

অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্॥ ১১-১১-৪০

অহংকার করবে নে, দম্ভ রাখবে না। আর নিজ কৃত শুভ কর্মের অহেতুক প্রচার করবে না। হে প্রিয় উদ্ধব! আমাকে উৎসর্গীকৃত দ্রব্যাদি নিজ কার্যে ব্যবহার করা তো দূরের কথা, আমার উদ্দেশে নিবেদিত দীপের আলোককেও নিজ কার্যে ব্যবহার করবার কথা চিন্তা করবে না। অন্য কোনো দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত বস্তু আমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে না। ১১-১১-৪০

যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।

তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥ ১১-১১-৪১

জগতে যে বস্তু অতি প্রিয় ও সর্বাভীষ্ট তা আমার উদ্দেশে সমর্পণ করবে। এইরূপ ক্রিয়া অনন্ত ফলদায়ক হয়। ১১-১১-৪১

সূর্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্।

ভূরাত্মা সর্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে॥ ১১-১১-৪২

হে ভদ্র! সূর্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গাভী, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, ভূমি, আত্মা এবং সমস্ত প্রাণী—এই সকল আমার পূজার স্থান। ১১-১১-৪২

সূর্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্।

আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোষ্বঙ্গ যবসাদিনা॥ ১১-১১-৪৩

হে প্রিয় উদ্ধব! ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদের মন্ত্রসকল দ্বারা ভাবনাপূর্বক সূর্যে আমার পূজা করা উচিত। যজ্ঞদ্বারা অগ্নিতে, আতিথ্যদ্বারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণে এবং কচিঘাস দ্বারা গাভীদের সেবাও করবে। ১১-১১-৪৩

বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া।

বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরস্কৃতৈঃ॥ ১১-১১-৪৪

ভ্রাতৃসম সৎকার সহযোগে বৈষ্ণবগণে, নিরবধি ধ্যানযুক্ত থেকে হৃদয়াকাশে, মুখ্য প্রাণ জ্ঞানে বায়ুতে এবং জল-পুষ্পাদি সামগ্রী সহযোগে জলে আমার আরাধনা বিধেয়। ১১-১১-৪৪

স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি।

ক্ষেত্রজ্ঞং সর্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাম্॥ ১১-১১-৪৫

BANGLADARSHAN.COM

গুপ্ত মন্ত্রসকল দ্বারা ন্যাস সহযোগে মৃত্তিকা বেদিতে, উপযুক্ত ভোগসকল সহযোগে আত্মাতে এবং সমদৃষ্টি ধারণপূর্বক সম্পূর্ণ প্রাণীকুলে আমার আরাধনা করা বিধেয়। কারণ আমি এই সকলের মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মারূপে বিরাজমান থাকি। ১১-১১-৪৫

ধিষ্ণ্যেষ্বিত্যিতি মদ্‌রূপং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।

যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চেৎ সমাহিতঃ॥ ১১-১১-৪৬

এই সকল স্থানে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ শান্তমূর্তি শ্রীভগবান বিরাজমান আছেন—এইরূপ ধ্যান সহযোগে একাগ্রচিত্তে আমার পূজা করা উচিত। ১১-১১-৪৬

ইষ্টাপূর্তেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ।

লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া॥ ১১-১১-৪৭

যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে যাগযজ্ঞাদি ইষ্ট এবং কূপজলাশয় খননাদি পূর্তকর্ম দ্বারা আমার পূজা করে সে আমার শ্রেষ্ঠ ভক্তি লাভ করে থাকে; এবং সাধু-সন্তদের সেবা করে আমার স্বরূপ জ্ঞানও লাভ করে। ১১-১১-৪৭

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।

নোপায়ো বিদ্যতে সধ্র্যঙ্ প্রায়ণং হি সতামহম্॥ ১১-১১-৪৮

হে প্রিয় উদ্ধব! আমার বিচারে সাধুসঙ্গ ও ভক্তিযোগ—এই দুই একসঙ্গে পালন করা কল্যাণকর। প্রায়শ এই দুই পন্থা ছাড়া ভবসাগর অতিক্রম করবার অন্য কোনো উপায় থাকে না; কারণ সাধু-মহাত্মাগণ আমাকেই নিজ আশ্রয় জ্ঞান করে থাকেন এবং আমি সর্বকালে সতত তাঁদের কাছে বসবাস করি। ১১-১১-৪৮

অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন।

সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা॥ ১১-১১-৪৯

BANGLADARSHAN.COM

হে প্রিয় উদ্ধব! এইবার আমি তোমাকে এক অতি গুহ্য পরমরহস্য কথা বলব; কারণ তুমি আমার প্রিয় সেবক, হিতৈষী, সুহৃদ, প্রেমী সখা, উপরন্তু কথা শ্রবণেও ইচ্ছুক। ১১-১১-৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

সাধুসঙ্গের মহিমা এবং কর্ম ও কর্মত্যাগের বিধি

শ্রীভগবানুবাচ

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা॥ ১১-১২-১
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম॥ ১১-১২-২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–হে প্রিয় উদ্ধব! জগতে যত রকম আসক্তি বর্তমান সাধুসঙ্গ সেই সবকে সমূলে অপনোদন করতে সক্ষম। তাই সাধুসঙ্গ আমাকে যেমন ভাবে অভিভূত করতে সক্ষম তেমনভাবে যোগ, সাংখ্য, ধর্মপালন ও স্বাধ্যায়-সাধনও নয়; তপস্যা, ত্যাগ, ইষ্টাপূর্তি এবং দক্ষিণাতেও আমি তেমন প্রসন্ন হই না। আর কত বলব! ব্রত, যজ্ঞ, বেদ, তীর্থ এবং সংযম-নিয়মও সাধুসঙ্গসম আমাকে বশীভূত করতে পারে না। ১১-১২-১-২

সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥ ১১-১২-৩
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগেঽনঘ॥ ১১-১২-৪
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥ ১১-১২-৫
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে॥ ১১-১২-৬

BANGLADARSHAN.COM

হে নিষ্কলঙ্ক উদ্ধব! এ শুধু এক যুগের কথা নয়। তা যুগে যুগে হয়ে এসেছে। সাধুসঙ্গ দ্বারাই দৈত্য-রাক্ষস, পশু-পক্ষী, গন্ধর্ব-অপ্সরা, নাগ-সিদ্ধ, চারণ-গুহ্যক এবং বিদ্যাধর আমাকে প্রাপ্ত করেছে। মানবকুলে বৈশ্য, শূদ্র, নারী এবং অন্ত্যজাদি রজোগুণী, তমোগুণী প্রকৃতিযুক্ত অনেকেই আমার পরমকৃপা লাভ করেছে। বৃত্তাসুর, প্রহ্লাদ, বৃষপর্বা, বলি, বানাসুর, ময়দানব, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার বৈশ্য, ধর্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজগোপীগণ, যজ্ঞপত্নীগণ এবং অন্য অনেকেই সাধুসঙ্গের প্রভাবে আমাকে লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ১১-১২-৩-৪-৫-৬

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥ ১১-১২-৭

তারা বেদসকল স্বাধ্যায় করেনি, মহাপুরুষদের উপাসনাও করেনি বিধিগতভাবে। এইভাবে তারা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রত ও কোনো তপস্যাও করেনি। কেবল সাধুসঙ্গের প্রভাবেই তারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েছে। ১১-১২-৭

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা॥ ১১-১২-৮

গোপীগণ, ধেনুকুল, যমলার্জুনাদি বৃক্ষ, ব্রজের মৃগাদি পশু, কালিয় আদি নাগ তারা সকলেই তো সাধনা-সাধ্য সম্বন্ধে সর্বতোভাবে মূঢ়বুদ্ধি ছিল। কেবল তারাই নয় এইরূপ অনেকে রয়েছে যারা প্রেমযুক্ত ভাব দ্বারাই অনায়াসে আমাকে লাভ করেছে ও কৃতকৃত্য হয়েছে। ১১-১২-৮

যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।

ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সংন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি॥ ১১-১২-৯

হে উদ্ধব! অতি বড় অধ্যাবসায়যুক্ত সাধকরা যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, শ্রুতিসমূহের ব্যাখ্যা, শাস্ত্রপাঠ ও সন্ন্যাস আদি সাধন দ্বারা আমাকে লাভ করতে সমর্থ হয় না; কিন্তু সাধুসঙ্গ দ্বারা আমি সহজলভ্য। ১১-১২-৯

রামেণ সার্ধং মথুরাং প্রণীতে শ্বাফল্কিনা ময্যনুরক্তচিত্তাঃ।

বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগতীব্রাধয়োঽন্যং দদৃশুঃ সুখায়॥ ১১-১২-১০

হে উদ্ধব! যখন অক্রূর বলরাম ও আমাকে ব্রজ থেকে মথুরা নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলেন, তখন গোপীদের হৃদয় আমার প্রতি তীব্র প্রেম অনুরাগে রঞ্জিত ছিল। আমার বিয়োগের তীব্র ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তারা ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল; আমি ছাড়া অন্য কোনো বস্তু তাদের সুখদায়ক মনে হয়নি। ১১-১২-১০

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ।

ক্ষণার্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ॥ ১১-১২-১১

তুমি তো জানই যে একমাত্র আমিই তাদের প্রিয়তম ব্যক্তি। আমার বৃন্দাবন অবস্থান কালে তারা বহু রাত্রি –সেই রাসের রাত্রিসকল ক্ষণার্ধ বোধ করেছে। কিন্তু হে প্রিয় উদ্ধব! আমার অনুপস্থিতি কালে তাদের কাছে সেই রাত্রিসকলই এক এক কল্পবৎ মনে হয়েছে। ১১-১২-১১

তা নাবিদন্ ময্যনুষঙ্গবদ্ধধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্।

যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে॥ ১১-১২-১২

যেমন মহান মুনি-ঋষিগণ সমাধিমগ্ন হয়ে এবং গঙ্গাদির মতো নদীসকল সমুদ্রে মিলিত হয়ে নিজ নামরূপ অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন তেমনভাবেই সেই গোপীগণ আমার প্রতি পরম প্রেমযুক্ত হয়ে আমাতেই এত তন্ময় হতে যেত যে তারা লোক-পরলোক, শরীর এবং পরমাত্মীয় বলে পরিচিত নিজেদের পতি-পুত্রদেরও বিস্মরণ হয়েছিল। ১১-১২-১২

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।

ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ॥ ১১-১২-১৩

উদ্ধব! সেই গোপীদের মধ্যে অনেকে তো এমনও ছিল যারা আমার বাস্তবিক স্বরূপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিল। তারা আমাকে ভগবান না ভেবে কেবল প্রিয়তম জ্ঞান করত এবং জার-ভাবে আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ায় আকাঙ্ক্ষা ধারণ করত। সেই সকল সাধনহীন শত-শত, সহস্র-সহস্র অবলারা কেবল সঙ্গ প্রভাবেই আমাকে অর্থাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করেছিল। ১১-১২-১৩

তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ॥ ১১-১২-১৪

মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্।

যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥ ১১-১২-১৫

অতএব হে উদ্ধব! তুমি শ্রুতি-স্মৃতি, বিধি-নিষেধ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি এবং শ্রবণযোগ্য এবং শোনা বিষয়কেও পরিত্যাগ করে সর্বত্র আমারই ভাবে ভাবিত হয়ে সমস্ত প্রাণীদের আত্মস্বরূপ এক আমারই সম্পূর্ণরূপে শরণ গ্রহণ করো; কারণ আমার শরণাগত হলে তুমি সর্বতোভাবে নির্ভয় থাকবে। ১১-১২-১৪-১৫

BANGLADARSHAN.COM

উদ্ধব উবাচ

সংশয়ঃ শৃণ্বতো বাচং তব যোগেশ্বরেশ্বর।

ন নিবর্তত আত্মস্থো যেন ভ্রাম্যতি মে মনঃ॥ ১১-১২-১৬

উদ্ধব বললেন—সনকাদি যোগেশ্বরদেরও পরমেশ্বর হে প্রভু! আমি তো আপনার উপদেশ শুনে যাচ্ছি কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনের সন্দেহের নিরসন হচ্ছে না। আমার কর্তব্য স্বধর্ম পালন করা অথবা সব কিছু ত্যাগ করে আপনার শরণাগত হওয়া—এই দ্বন্দ্ব আমার মধ্যে এখনও দোলায়মান। অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে এর তত্ত্ব উত্তমরূপে বোধগম্য করান। ১১-১২-১৬

শ্রীভগবানুবাচ

স এষ জীবো বিবরপ্রসূতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।

মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ॥ ১১-১২-১৭

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব! যে পরমাত্মার পরোক্ষরূপে বর্ণনা করা হয়ে থাকে তিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কারণ তিনিই নিখিল বস্তুসকলের সত্তা-চেতনা জীবনদানকারী। তিনি প্রথমে অনাহত নাদস্বরূপ পরা বাণী নামক প্রাণের সঙ্গে মূলাধারচক্রে প্রবেশ করেন। তারপর মণিপূরকচক্রে এসে পশ্যন্তী বাণীর মনোময় সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করেন। তদনন্তর কণ্ঠদেশে স্থিত বিশুদ্ধ নামক চক্রে আসেন এবং সেখানে মধ্যমা বাণীরূপে ব্যক্ত হন। তারপর ক্রমশ মুখে এসে হ্রস্ব-দীর্ঘাদি মাত্রা, উদাত্ত-অনুদাত্ত আদি স্বর, কারাদি বর্ণরূপ স্থূল-বৈখরী বাণীর রূপ গ্রহণ করেন। ১১-১২-১৭

যথানলঃ খেঽনিলবন্ধুরুষ্মা বলেন দারুণ্যধিমথ্যমানঃ।

অণুঃ প্রজাতো হবিষা সমিধ্যতে তথৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী॥ ১১-১২-১৮

অগ্নি আকাশে উষ্মা অথবা বিদ্যুৎরূপে অব্যক্ত হয়ে অবস্থান করে। যখন বলপূর্বক কাষ্ঠমন্থন করা হয় তখন বায়ুর সহযোগিতায় তা প্রথমে অত্যন্ত সূক্ষ্ম স্ফুলিঙ্গরূপে আবির্ভূত হয় এবং তারপর আহুতি দিলে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। তেমনভাবেই আমিও শব্দব্রহ্মস্বরূপ থেকে ক্রমশ পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী বাণীরূপে প্রকাশিত হই। ১১-১২-১৮

এবং গদিঃ কর্ম গতির্বিসর্গো ঘ্রাণো রসো দৃক্ স্পর্শঃ শ্রুতিশ্চ।

সঙ্কল্পবিজ্ঞানমথাভিমানঃ সূত্রং রজঃসত্ত্বতমোবিকারঃ॥ ১১-১২-১৯

এইভাবে কথন, হস্তদ্বারা কর্ম সম্পাদন, পদদ্বারা বিচরণ, মূত্রদ্বার-মলদ্বার দ্বারা মূত্র-মল বিসর্জন, আঘ্রাণ-গ্রহণ, স্বাদ গ্রহণ, স্পর্শন, শ্রবণ, মনদ্বারা সংকল্প-বিকল্প করা, বুদ্ধিদ্বারা বোধগম্য হওয়া, অহংকার দ্বারা অভিমান করা, মহত্তত্ত্ব রূপে সকলের সৃষ্টি রচনায় উদ্বুদ্ধ করা ও সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণাদির বিকার—আর কত বলব, সমস্ত কর্তা, করণ এবং কর্ম আমারই অভিব্যক্তি। ১১-১২-১৯

অয়ং হি জীবস্ত্রিবৃদজযোনিরব্যক্ত একো বয়সা স আদ্যঃ।

বিশ্লিষ্টশক্তির্বহুধেব ভাতি বীজানি যোনিং প্রতিপদ্য যদ্বৎ॥ ১১-১২-২০

সকলকে জীবনদানকারী পরমেশ্বরই এই ত্রিগুণময় ব্রহ্মাণ্ড-কমলের আদি কারণ। এই আদি পুরুষ প্রথমে এক এবং অব্যক্ত ছিলেন। যেমন উর্বর জমিতে রোপণ করা বীজ শাখা-পত্র-পুষ্পাদি অনেক রূপ ধারণ করে, তেমনভাবেই কালগতিতে মায়ার সাহায্যে শক্তি-বিভাজন দ্বারা পরমেশ্বরই বহুরূপে প্রতীয়মান হন। ১১-১২-২০

যস্মিন্নিদং প্রোতমশেষমোতং পটো যথা তন্তুবিতানসংস্থঃ।

য এষ সংসারতরুঃ পুরাণঃ কর্মাত্মকঃ পুষ্পফলে প্রসূতে॥ ১১-১২-২১

যেমন বস্ত্রে সুতো ওতপ্রোতভাবে রয়েছে, ঠিক তেমনভাবেই সমস্ত বিশ্বে পরমাত্মা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতো বিনা বস্ত্রের অস্তিত্বই নেই কিন্তু সুতো বস্ত্র ছাড়া অবশ্যই থাকতে পারে। ঠিক তেমনভাবেই জগৎ না থাকলেও পরমাত্মা থাকেন। কিন্তু এই জগত পরমাত্মাস্বরূপ –

BANGLADARSHAN.COM

পরমাত্মা ছাড়া এর কোনো অস্তিত্বই নেই। এই সংসারবৃক্ষ অনাদি এবং প্রবাহরূপে নিত্য। তার স্বরূপই হল –কর্মের পারম্পর্য এবং এই বৃক্ষের ফল ও ফুল হল–মোক্ষ ও ভোগ। ১১-১২-২১

দ্বে অস্য বীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসপ্রসূতিঃ।

দশৈকশাখো দ্বিসুপর্ণনীড়স্ত্রিবল্কলো দ্বিফলোঽর্কং প্রবিষ্টঃ॥ ১১-১২-২২

এই সংসার বৃক্ষের দুটি বীজ–পাপ এবং পুণ্য। অনন্ত বাসনাসকল তার মূল এবং গুণত্রয় কাণ্ড। পঞ্চভূত এর প্রধান শাখা, শব্দাদি পাঁচ বিষয় রস, একাদশ ইন্দ্রিয় প্রশাখা। জীব ও ঈশ্বর এই দুই পক্ষী এতে বাসা বেঁধে বাস করে। এই বৃক্ষে বাত, কফ, পিত্ত ফলরূপী তিনটি ছাল। তাতে দু-প্রকারের ফল ধরে–সুখ ও দুঃখ। এই বিশাল বৃক্ষের বিস্তৃতি সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত। ১১-১২-২২

অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ।

হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈর্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্॥ ১১-১২-২৩

শব্দ-রূপ-রসাদি বিষয়সকলে আবদ্ধ গৃহস্থ কামনায় পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে গৃধ্রবৎ। তারা কেবল এই বৃক্ষের দুঃখরূপ ফল ভোগ করে থাকে কারণ তারা বহু কর্মবন্ধনে আবদ্ধ থাকে। অরণ্যবাসী পরমহংস বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে সংসার বৃক্ষে রাজহংসবৎ থাকে এবং এর সুখ ফল উপভোগ করে থাকে। হে প্রিয় উদ্ধব! বস্তুত আমি এক, এই যে আমার বহু প্রকারের রূপ তা কেবল মায়াময়। যে এই তত্ত্বকে গুরুর কাছ থেকে বুঝে নেয় সেই বাস্তবে সমস্ত বেদরহস্যজ্ঞানী। ১১-১২-২৩

এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।

বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্॥ ১১-১২-২৪

অতএব হে উদ্ধব! তুমি এইভাবে গুরুদেবের উপাসনারূপ অনন্য ভক্তির দ্বারা নিজ জ্ঞান কুঠারকে শাণিত করে নাও এবং তার দ্বারা ধৈর্য ও অধ্যাবসায় সহযোগে জীব-ভাবকে ছিন্ন করো। তারপর পরমাত্মাস্বরূপ হয়ে সেই বৃত্তিরূপ অস্ত্রসকলকেও ত্যাগ করে দাও ও নিজ অখণ্ড স্বরূপে অবস্থান করো। ১১-১২-২৪

BANGLADARSHAN.COM

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হংসরূপে সনকাদিকে দেওয়া উপদেশের বর্ণনা

শ্রীভগবানুবাচ

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা বুদ্ধের্ন চাত্মনঃ।
সত্ত্বেনান্যতমৌ হন্যাৎ সত্ত্বং সত্ত্বেন চৈব হি॥ ১১-১৩-১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব! সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন বুদ্ধির গুণ, আত্মার নয়। সত্ত্বের দ্বারা রজ এবং তম—এই দুই গুণের উপর জয়লাভ করা উচিত। তদনন্তর সত্ত্বগুণের শান্তবৃত্তির দ্বারা তার দয়াদি বৃত্তিসকলকেও শান্ত করে দেওয়া কল্যাণকর। ১১-১৩-১

সত্ত্বাদ্ ধর্মো ভবেদ্ বৃদ্ধাৎ পুংসো মদ্ভক্তিলক্ষণঃ।
সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ততো ধর্মঃ প্রবর্ততে॥ ১১-১৩-২

যখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় তখন জীব আমার ভক্তিরূপ স্বধর্ম প্রাপ্ত হয়। নিরন্তর সাত্ত্বিক বস্তুসকলের সেবন করলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় এবং তখন আমার ভক্তিরূপ স্বধর্মতে প্রবৃত্তি আসে। ১১-১৩-২

ধর্মো রজস্তমো হন্যাৎ সত্ত্ববৃদ্ধিরনুত্তমঃ।
আশু নশ্যতি তন্মূলো হ্যধর্ম উভয়ে হতে॥ ১১-১৩-৩

BANGLADARSHAN.COM

যে ধর্ম পালনে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় সেটাই সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই ধর্ম রজোগুণ এবং তমোগুণকে বিনাশ করে। যখন এই দুটি বিনষ্ট হয় তখন তাদের প্রভাবে সম্পাদিত অধর্মও অচিরেই শেষ হয়ে যায়। ১১-১৩-৩

আগমোঽপঃ প্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম চ জন্ম চ।
ধ্যানং মন্ত্রোঽথ সংস্কারো দশৈতে গুণহেতবঃ॥ ১১-১৩-৪

শাস্ত্র, জল, প্রজা, দেশ, সময়, কর্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র এবং সংস্কার—এই দশটি যদি সাত্ত্বিক হয় তাহলে সত্ত্বগুণের, রাজসিক হলে রজোগুণের এবং তামসিক হলে তমোগুণের বিস্তার করবে। ১১-১৩-৪

তত্তৎ সাত্ত্বিকমেবৈষাং যদ্ যদ্ বৃদ্ধাঃ প্রচক্ষতে।
নিন্দন্তি তামসং তত্তদ্ রাজসং তদুপেক্ষিতম্॥ ১১-১৩-৫

এই বস্তুসকলের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষগণ যাদের প্রশংসা করেন সেগুলি সাত্ত্বিক, যেগুলির নিন্দা করেন সেগুলি তামসিক এবং যেগুলির উপেক্ষা করেন সেগুলি রাজসিক। ১১-১৩-৫

সাত্ত্বিকান্যেব সেবেত পুমান্ সত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে।
ততো ধর্মস্ততো জ্ঞানং যাবৎ স্মৃতিরপোহনম্॥ ১১-১৩-৬

যতদিন পর্যন্ত আত্মার সাক্ষাৎকার না ঘটে এবং স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর এবং তাদের কারণ ত্রিগুণের নিবৃত্তি না হয় ততদিন পর্যন্ত সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির জন্য সাত্ত্বিক শাস্ত্রাদির সেবন করাই মানব জীবনের পরম কর্তব্য; কারণ তাদের দ্বারা ধর্মের পুষ্টিসাধন হয় ও তার ফলে অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয়ে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। ১১-১৩-৬

বেণুসজ্ঘর্ষজো বহ্নির্দগ্ধা শাম্যতি তদ্বনম্।
এবং গুণব্যত্যয়জো দেহঃ শাম্যতি তৎক্রিয়ঃ॥ ১১-১৩-৭

শতপর্বা ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং তা সম্পূর্ণ অরণ্যানীকে ভস্মীভূত করে শান্ত হয়ে থাকে। তেমনভাবেই এই শরীরের উৎপত্তিতে গুণসকলের বৈষম্যই কারণ। বিচারদ্বারা মন্থন করলে জ্ঞানাদি প্রজ্বলিত হয় এবং তা সমস্ত শরীর ও গুণসকলকে ভস্মীভূত করে নিজেও শান্ত হয়ে যায়। ১১-১৩-৭

উদ্ধব উবাচ

বিদন্তি মর্ত্যাঃ প্রায়েণ বিষয়ান্ পদমাপদাম্।

তথাপি ভুঞ্জতে কৃষ্ণ তৎ কথং শ্বখরাজবৎ॥ ১১-১৩-৮

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্! প্রায়শ সকলেই বিশেষ অবগত যে বিষয়-ভোগ সকল দুর্গতির মূল কারণ; তবুও তারা কুকুর, গর্দভ এবং ছাগের ন্যায় দুঃখ সহ্য করেও তা ভোগ করে থাকে—এর কারণ কী? ১১-১৩-৮

শ্রীভগবানুবাচ

অহমিত্যন্যথাবুদ্ধিঃ প্রমত্তস্য যথা হৃদি।

উৎসর্পতি রজো ঘোরং ততো বৈকারিকং মনঃ॥ ১১-১৩-৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব! জীব যখন অজ্ঞানবশে নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে অন্তর থেকে সূক্ষ্ম-স্থূলাদি শরীরে অহংবুদ্ধি করে বসে যা সর্বতোভাবে ভ্রমাত্মক তখন তার সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত মন ঘোর রজোগুণের দিকে ধাবিত হয়; তাতেই সে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ১১-১৩-৯

রজোযুক্তস্য মনসঃ সঙ্কল্পঃ সবিকল্পকঃ।

ততঃ কামো গুণধ্যানাদ্ দুঃসহঃ স্যাদ্ধি দুর্মতেঃ॥ ১১-১৩-১০

BANGLADARSHAN.COM

মনে একবার রজোগুণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলেই তার সঙ্গে সংকল্প-বিকল্পের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং তখন সে বিষয়সমূহের চিন্তায় লিপ্ত হয় এবং নিজ দুর্বুদ্ধির কারণে কর্মের বন্ধনে যুক্ত হয়, যার থেকে মুক্ত হওয়া সুকঠিন কার্য। ১১-১৩-১০

করোতি কামবশগঃ কর্মাণ্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

দুঃখোদর্কাণি সম্পশ্যন্ রজোবেগবিমোহিতঃ॥ ১১-১৩-১১

তারপর সেই অজ্ঞানী কামনার বশীভূত হয়ে বহু প্রকারের কর্মে যুক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বশীভূত হয়ে, এই কর্মের অন্তিম ফল দুঃখ জেনেও সেই কর্মই করে যায়। তখন সে রজোগুণের তীব্র বেগে অভিভূত হয়ে পড়ে। ১১-১৩-১১

রজস্তমোভ্যাং যদপি বিদ্বান্ বিক্ষিপ্তধীঃ পুনঃ।

অতন্দ্রিতো মনো যুঞ্জন্ দোষদৃষ্টির্ন সজ্জতে॥ ১১-১৩-১২

যদিও বিবেকযুক্ত ব্যক্তির চিত্ত কখনো কখনো রজোগুণ এবং তমোগুণের বেগে বিক্ষিপ্ত হয় তবুও তার বিষয়সকলে দোষদৃষ্টি অব্যাহত থাকে। তাই যে অধ্যাবসায়ের দ্বারা নিজ চিত্তকে একাগ্র করবার চেষ্টায় যুক্ত থাকে এবং সেই কারণেই বিষয়সকলে তার আসক্তি হয় না। ১১-১৩-১২

অপ্রমত্তোঽনুযুঞ্জীত মনো ময্যর্পয়ঞ্ছনৈঃ।

অনির্বিণ্ণো যথাকালং জিতশ্বাসো জিতাসনঃ॥ ১১-১৩-১৩

সাধকের প্রথম কর্তব্য আসন ও প্রাণবায়ুর উপর জয়লাভ করা; তারপর নিজ শক্তি ও সময় আনুকূল্যে সতর্কতা অবলম্বন করে ধীরে ধীরে আমাতে মন উপস্থাপন করা। এই প্রণালীতে সাফল্য দৃষ্টিগোচর না হলেও নিরাশ না হয়ে আরও উদ্যম সহকারে তাতে আত্মনিযুক্ত থাকা উচিত। ১১-১৩-১৩

এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।

সর্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাঽঽবেশ্যতে যথা॥ ১১-১৩-১৪

হে প্রিয় উদ্ধব! আমার শিষ্য সনকাদি মহর্ষিগণ যোগের স্বরূপ বর্ণনা করে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে সেই অবস্থা প্রাপ্তির জন্য সাধককে সমস্ত বস্তু থেকে মনকে প্রত্যাহার করে বিরাটে নয়, পূর্ণরূপে আমাতেই মনকে উপস্থাপন করতে হবে। ১১-১৩-১৪

উদ্ধব উবাচ

যদা ত্বং সনকাদিভ্যো যেন রূপেণ কেশব।

যোগমাদিষ্টবানেতদ্ রূপমিচ্ছামি বেদিতুম্॥ ১১-১৩-১৫

উদ্ধব বললেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনি যখন যে ভাবে সনকাদি মহর্ষিদের যোগের উপদেশ দিয়েছিলেন আমি তা জানতে আগ্রহী। ১১-১৩-১৫

শ্রীভগবানুবাচ

পুত্রা হিরণ্যগর্ভস্য মানসাঃ সনকাদয়ঃ।

পপ্রচ্ছুঃ পিতরং সূক্ষ্মং যোগস্যৈকান্তিকীং গতিম্॥ ১১-১৩-১৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব! সনকাদি ঋষিগণ ব্রহ্মার মানসপুত্র। তাঁরা একদা নিজ পিতার সম্মুখে যোগের অতি সূক্ষ্ম পরম উৎকর্ষ সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। ১১-১৩-১৬

সনকাদয় উচুঃ

গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রভো।

কথমন্যোন্যসংত্যাগো মুমুক্ষোরতিতিতীর্ষোঃ॥ ১১-১৩-১৭

সনকাদি ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করলেন—হে পিতৃদেব! চিত্ত গুণত্রয়ে অর্থাৎ বিষয়ে সংকল্পিত থাকে ও গুণত্রয়ও চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তিসমূহে প্রবিষ্টই থাকে। অর্থাৎ চিত্ত এবং গুণত্রয় পরস্পর সদা একাত্ম থাকে। এই পরিস্থিতিতে ভবসাগর অতিক্রম করতে ইচ্ছুক মুক্তিপদ প্রার্থী ব্যক্তি কেমন করে এই দুটিকে—একটিকে অপর থেকে আলাদা করবে? ১১-১৩-১৭

শ্রীভগবানুবাচ

এবং পৃষ্টো মহাদেবঃ স্বয়ংভূর্ভূতভাবনঃ।

ধ্যায়মানঃ প্রশ্নবীজং নাভ্যপদ্যত কর্মধীঃ॥ ১১-১৩-১৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ব্রহ্মা দেবকুল শিরোমণি, স্বয়ম্ভু অর্থাৎ আদি অন্তহীন ও প্রাণীকুলের জন্মদাতা। তিনি সনকাদি পরম ঋষিদের প্রশ্ন শুনে ধ্যানমগ্ন হলেন কিন্তু সদুত্তর অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন না; কারণ তখন তাঁর বুদ্ধি কর্মপ্রবণ ছিল। ১১-১৩-১৮

স মামচিন্তয়দ্ দেবঃ প্রশ্নপারতিতীর্ষয়া।

তস্যাহং হংসরূপেণ সকাশমগমং তদা॥ ১১-১৩-১৯

হে উদ্ধব! তখন ব্রহ্মা এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবার জন্য ভক্তিভাবে আমার সাহায্য কামনা করলেন। তখন আমি হংসরূপ ধারণ করে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলাম। ১১-১৩-১৯

দৃষ্ট্বা মাং ত উপব্রজ্য কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্।

ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা পপ্রচ্ছু কো ভবানিতি॥ ১১-১৩-২০

আমাকে আসতে দেখে ব্রহ্মাকে সম্মুখে রেখে সনকাদি ঋষিগণ আমার অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে এলেন। চরণ বন্দনান্তে তাঁরা আমাকে প্রশ্ন করলেন—আপনি কে? ১১-১৩-২০

BANGLADARSHAN.COM

ইত্যহং মুনিভিঃ পৃষ্টস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুভিস্তদা।

যদবোচমহং তেভ্যস্তদুদ্ধব নিবোধ মে॥ ১১-১৩-২১

প্রিয় উদ্ধব! সনকাদি ঋষিগণ পরমার্থ তত্ত্বের জিজ্ঞাসু ছিলেন; তাই তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে তখন আমি যা বলেছিলাম তা তুমি আমার কাছ থেকে শোনো। ১১-১৩-২১

বস্তুনো যদ্যনানাত্বমাত্মনঃ প্রশ্ন ঈদৃশঃ।

কথং ঘটেত বো বিপ্রা বক্তুর্বা মে ক আশ্রয়ঃ॥ ১১-১৩-২২

হে ব্রাহ্মণগণ! যদি পরমার্থরূপ বস্তু সর্বতোভাবে অপরিচ্ছন্ন হয়, তাহলে আত্মার সম্বন্ধে আপনাদের এইরূপ প্রশ্ন কতটা যুক্তিসংগত? অথবা আমি যদি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সম্মতও হই তবে তা কোন্ জাতি, গুণ, ক্রিয়া এবং সম্বন্ধ আদির সহায়তায় করব? ১১-১৩-২২

পঞ্চাত্মকেষু ভূতেষু সমানেষু চ বস্তুতঃ।

কো ভবানিতি বঃ প্রশ্নো বাচারম্ভো হ্যনর্থকঃ॥ ১১-১৩-২৩

দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী আদি সকল শরীর পঞ্চভূত নির্মিত হওয়ার কারণে অভিন্নই এবং পরমার্থরূপ থেকেও অভিন্ন। এই অবস্থায় আপনি কে? আপনাদের এই প্রশ্নের মধ্যে কেবল বাণীর ব্যবহার ছাড়া আর কিছু নেই। প্রশ্ন নৈতিকগুণযুক্ত নয়, তাই অর্থহীন। ১১-১৩-২৩

মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেহন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।

অহমেব ন মত্তোহন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা॥ ১১-১৩-২৪

মন-বাণী-দৃষ্টি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা যা কিছু গ্রহণ করা হয় সব কিছু আমিই; আমি ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এই সিদ্ধান্ত আপনারা তত্ত্ববিচার দ্বারা অনুধাবন করে নিন। ১১-১৩-২৪

BANGLADARSHAN.COM

গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রজাঃ।

জীবস্য দেহ উভয়ং গুণাশ্চেতো মদাত্মনঃ॥ ১১-১৩-২৫

হে পুত্রগণ! এই চিত্ত বিষয়-চিন্তা করতে করতে বিষয়ানুরক্ত হয়ে পড়ে এবং বিষয় চিত্তে প্রবিষ্ট হয়ে যায় ও তাই সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু বিষয় ও চিত্ত—এই দুটোই আমার স্বরূপ জীবের দেহ—উপাধি। অর্থাৎ আত্মার চিত্ত ও বিষয়—এই দুই-এর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই। ১১-১৩-২৫

গুণেষু চাবিশচ্চিত্তমভীক্ষ্ণং গুণসেবয়া।

গুণাশ্চ চিত্তপ্রভবা মদ্রূপ উভয়ং ত্যজেৎ॥ ১১-১৩-২৬

তাই বারে বারে বিষয়ে আকৃষ্ট যে চিত্ত বিষয়াসক্ত হয়ে পড়েছে ও বিষয়ও চিত্তে প্রবিষ্ট হয়েছে সেই দুইকেই নিজ স্বরূপ থেকে অভিন্ন পরমাত্মার সাক্ষাৎকার পূর্বক ত্যাগ করে দেওয়া উচিত। ১১-১৩-২৬

জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তং চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।

তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ॥ ১১-১৩-২৭

জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—সব অবস্থাই সত্ত্বাদি গুণসকলের প্রভাবে হয় এবং এগুলি হল বুদ্ধির বৃত্তি, সচ্চিদানন্দঘনের স্বভাব কখনো নয়। এই বৃত্তিসকলের সাক্ষী হওয়ার কারণে জীবের অস্তিত্ব পৃথক; এই সমস্ত সিদ্ধান্তই শ্রুতি, যুক্তি এবং অনুভূতি দ্বারা প্রমাণিত। ১১-১৩-২৭

যর্হি সংসৃতিবন্ধোঽয়মাত্মনো গুণবৃত্তিদঃ।

ময়ি তুর্যে স্থিতো জহ্যাৎ ত্যাগস্তদ্ গুণচেতসাম্॥ ১১-১৩-২৮

কারণ বুদ্ধিবৃত্তিসকলের দ্বারা সংঘটিত এই বন্ধনই আত্মাতে ত্রিগুণময়ী বৃত্তিসমূহ আরোপ করে। তাই এই তিন অবস্থা থেকে ভিন্ন এবং তাতে অনুগত আমার তুরীয় তত্ত্বে অবিচল থেকে এই বুদ্ধির বন্ধনকে পরিত্যাগ করতে হবে। তাতে বিষয় এবং চিত্ত দুটোরই যুগপৎ ত্যাগ হয়ে যাবে। ১১-১৩-২৮

অহঙ্কারকৃতং বন্ধমাত্মনোঽর্থবিপর্যয়ম্।

বিদ্বান্ নির্বিদ্য সংসারচিন্তাং তুর্যে স্থিতস্ত্যজেৎ॥ ১১-১৩-২৯

এই বন্ধন অহংকার দ্বারা সৃষ্ট এবং এটিই আত্মার পরিপূর্ণতা সত্য, অখণ্ডজ্ঞান এবং পরমানন্দস্বরূপকে তমসাচ্ছন্ন করে। এই কথা স্পষ্টরূপে জেনে আপনারা বৈরাগ্য অবলম্বন করুন এবং নিজ তিন অবস্থাসকলের অনুগত তুরীয়স্বরূপে অবস্থান করে সংসার চিন্তা ত্যাগ করুন। ১১-১৩-২৯

যাবন্নানার্থধীঃ পুংসো ন নিবর্তেত যুক্তিভিঃ।

জাগর্ত্যপি স্বপন্নজ্ঞঃ স্বপ্নে জাগরণং যথা॥ ১১-১৩-৩০

যতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষের বিভিন্ন পদার্থে যাথার্থবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি এবং মমবুদ্ধি যুক্তিসকল দ্বারা নিবৃত্ত না হয়ে যায় ততক্ষণ অজ্ঞানী জেগে থাকলেও বস্তুত নিদ্রাগতই থাকে। এ যেন স্বপ্নাবস্থাতে জাগ্রত থাকার অনুভূতি ধারণ করা। ১১-১৩-৩০

অসত্ত্বাদাত্মনোঽন্যেষাং ভাবানাং তৎকৃতা ভিদা।

গতয়ো হেতবশ্চাস্য মৃষা স্বপ্নদৃশো যথা॥ ১১-১৩-৩১

আত্মা ভিন্ন অন্য দেহাদি প্রতীয়মান নাম-রূপধারী প্রপঞ্চর কোনো অস্তিত্বই নেই। তাই উদ্ভূত বর্ণাশ্রমাদিভেদ স্বর্গাদিফল এবং তার কারণভূত কর্ম—এই সকলই আত্মার প্রয়োজনে তেমনভাবেই অসত্য, যেমন স্বপ্নে দেখা সব কিছু অসত্যই হয়ে থাকে। ১১-১৩-৩১

যো জাগরে বহিরনুক্ষণধর্মিণোঽর্থান্ ভুঙ্‌ক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎসদৃক্ষান্।

স্বপ্নে সুষুপ্ত উপসংহরতে স একঃ স্মৃত্যন্বয়াৎ ত্রিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়েশঃ॥ ১১-১৩-৩২

যে সত্তা জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়সকল সহযোগে বহিস্থ দৃশ্যমান ক্ষণভঙ্গুর বস্তুসকলের অনুভব করে এবং স্বপ্নাবস্থায় জাগরিত অবস্থায় দেখা বস্তুসকলবৎ বাসনাময় বিষয়সকলকে অনুভব করে এবং সুষুপ্তি অবস্থায় সেই সব বস্তুসকলকে একত্র করে তার লয়কেও অনুভব করে থাকে, সে বস্তুত একই। জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়, স্বপ্নাবস্থায় মন এবং সুষুপ্তি অবস্থায় সংস্কারজাত বুদ্ধিরও সে-ই প্রভু; সেই ত্রিগুণময়ী সেই তিন অবস্থারও সাক্ষী। যে আমি স্বপ্ন দেখল, যে আমি নিদ্রাগত হল, সেই আমি জাগ্রত রয়েছি—এই স্মৃতির বলে একই আত্মার সমস্ত অবস্থায় বর্তমান থাকা প্রমাণিত হয়ে যায়। ১১-১৩-৩২

এবং বিমৃশ্য গুণতো মনসস্ত্র্যবস্থা মন্মায়য়া ময়ি কৃতা ইতি নিশ্চিতার্থাঃ।

সংছিদ্য হার্দমনুমানসদুক্তিতীক্ষ্ণজ্ঞানাসিনা ভজত মাখিলসংশয়াধিম্॥ ১১-১৩-৩৩

এইরূপে বিচার সহযোগে মনের এই তিন অবস্থাসকল ত্রিগুণ দ্বারা মায়া সহযোগে আমার অংশস্বরূপ জীবে কল্পনা করা হয়েছে কিন্তু আত্মা প্রসঙ্গে এই কল্পনা সর্বতোভাবে অসত্য—এই জ্ঞানে আপনারা অনুমান, সদাচারযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে উপনিষদসকলের শ্রবণ এবং তীক্ষ্ণ জ্ঞানখড়্গ দ্বারা সকল সংশয়ের মূল অহংকারকে ছেদন করে হৃদয়ে অবস্থিত 'আমি রূপ' পরমাত্মাকে ভজনা করুন। ১১-১৩-৩৩

ঈক্ষেত বিভ্রমমিদং মনসো বিলাসং দৃষ্টং বিনষ্টমতিলোলমলাতচক্রম্।

বিজ্ঞানমেকমুরুধেব বিভাতি মায়া স্বপ্নস্ত্রিধা গুণবিসর্গকৃতো বিকল্পঃ॥ ১১-১৩-৩৪

এই জগৎ মনের বিলাসমাত্র, দৃশ্যমান হলেও অনিত্য, অলাতচক্রসম অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির এবং ভ্রান্ত—এইরূপ বোধ থাকা প্রয়োজন। জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভেদবিরহিত এক জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই বহুরূপে প্রতীত হয়ে থাকে। এ স্থূল শরীর, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণরূপ—তিন প্রকারের বিকল্প গুণসকলের পরিণামের সৃষ্টি এবং স্বপ্নবৎ মায়ার খেলা, অজ্ঞানতা প্রসূত কল্পনামাত্র। ১১-১৩-৩৪

দৃষ্টিং ততঃ প্রতিনিবর্ত্য নিবৃত্ততৃষ্ণস্তূষ্ণীং ভবেন্নিজসুখানুভবো নিরীহঃ।

সংদৃশ্যতে ক্ব চ যদীদমবস্তুবুদ্ধ্যা ত্যক্তং ভ্রমায় ন ভবেৎ স্মৃতিরানিপাতাৎ॥ ১১-১৩-৩৫

তাই সেই দেহাদিরূপ দৃশ্য থেকে দৃষ্টি অপসৃত করে, ইন্দ্রিয়গম্য বস্তুসকল থেকে মুক্ত ও তৃষ্ণাবিরহিত হয়ে আত্মানন্দ অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। যদিও সময়ে সময়ে বিশেষ করে আহারাদি গ্রহণকালে এই দেহাদি প্রপঞ্চ দৃশ্যমান হয়ে পড়ে তবুও তা তো পূর্বেই

BANGLADARSHAN.COM

আত্মবস্তুরহিত ও অসত্য জ্ঞানে ত্যাগ হয়েই গেছে। তাই তা আবার ভ্রান্তিযুক্ত মোহ উৎপন্ন করতে সমর্থ হতে পারে না। দেহপাত পর্যন্ত সংস্কারমাত্ররূপে তার প্রতীতি হয়ে থাকে। ১১-১৩-৩৫

দেহং চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্।

দৈবাদপেতমুত দৈববশাদুপেতং বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ॥ ১১-১৩-৩৬

যেমন মদ্যপ উন্মত্ত ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে হুঁশ থাকে না, তেমনভাবেই সিদ্ধপুরুষও এই নশ্বর দেহ সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন; যে শরীরে তার স্বরূপ দর্শন হয়েছে তা প্রারব্ধ অনুসারে দাঁড়িয়ে অথবা বসে আছে অথবা দৈবক্রমে কোথাও গমন করেছে অথবা কোনো স্থান থেকে প্রত্যাগমন করেছে তার উপর তাঁর দৃষ্টি থাকে না। ১১-১৩-৩৬

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম যাবৎ স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ।

তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ॥ ১১-১৩-৩৭

প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলসহ এই শরীর প্রারব্ধাধীন। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত আরম্ভক কর্ম অর্থাৎ কর্মের বীজ সংস্কার রূপে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ-ইন্দ্রিয়াদি দেহকে আশ্রয় করে সেটিকে ফলীভূত করার প্রতিক্ষায় থাকে। কিন্তু আত্মবস্তু সাক্ষাৎকারী এবং সমাধিতে যোগারূঢ় ব্যক্তি, স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পদ আদি প্রপঞ্চযুক্ত শরীরকে আর কখনো স্বীকার করে না, নিজের বলে মনে করে না—যেমন জাগরিত ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট শরীরকে স্বীকার করে না। ১১-১৩-৩৭

ময়ৈতদুক্তং বো বিপ্রা গুহ্যং যৎ সাংখ্যযোগয়োঃ।

জানীত মাঽঽগতং যজ্ঞং যুষ্মদ্ধর্মবিবক্ষয়া॥ ১১-১৩-৩৮

হে সনকাদি ঋষিগণ! আমি আপনাদের যা কিছু বলেছি সবই সাংখ্য এবং যোগ—এ দুটির গোপনীয় রহস্য। আমি স্বয়ং ভগবান; আপনাদের তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দান উদ্দেশ্যেই আমার আগমন, জানবেন। ১১-১৩-৩৮

BANGLADARSHAN.COM

অহং যোগস্য সাংখ্যস্য সত্যস্যর্তস্য তেজসঃ।

পরায়ণং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শ্রিয়ঃ কীর্তের্দমস্য চ॥ ১১-১৩-৩৯

হে বিপ্রবরগণ! আমি যোগ, সাংখ্য, সত্য, ঋত, তেজ, শ্রী, কীর্তি এবং দম এই সবের পরমগতি, পরম অধিষ্ঠান। ১১-১৩-৩৯

মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।

সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়োঽগুণাঃ॥ ১১-১৩-৪০

আমি নির্গুণ এবং নিরপেক্ষ। তবুও সাম্য, অনাসক্তি আদি সকলগুণ আমারই সেবা করে থাকে, আমাতেই অধিষ্ঠিত থাকে; কারণ আমি সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী, সুহৃদ, প্রিয়তম এবং আত্মা। বস্তুত তাকে গুণ বলাও ঠিক নয়; কারণ তা সত্ত্বাদি গুণের পরিণাম নয়, তা নিত্য। ১১-১৩-৪০

ইতি মে ছিন্নসন্দেহা মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ।

সভাজয়িত্বা পরয়া ভক্ত্যাগৃণত সংস্তবৈঃ॥ ১১-১৩-৪১

হে প্রিয় উদ্ধব! এইভাবে আমি সনকাদি মুনিদের সংশয় নিরসন করেছিলাম। তাঁরা পরমভক্তি সহকারে আমার পূজা করেছিলেন এবং স্তুতি সহকারে আমার মহিমা কীর্তন করেছিলেন। ১১-১৩-৪১

তৈরহং পূজিতঃ সম্যক্ সংস্তুতঃ পরমর্ষিভিঃ।

প্রত্যেয়ায় স্বকং ধাম পশ্যতঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ১১-১৩-৪২

যখন সেই শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ উত্তমরূপে আমার পূজা ও স্তুতি সাঙ্গ করলেন তখন আমি ব্রহ্মার সম্মুখেই অদৃশ্য হয়ে নিজ ধামে প্রত্যাবর্তন করলাম। ১১-১৩-৪২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥

চতুর্দশ অধ্যায়

ভক্তিযোগের মহিমা ও ধ্যানবিধির বর্ণনা

উদ্ধব উবাচ

বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহূনি ব্রহ্মবাদিনঃ।

তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা॥ ১১-১৪-১

উদ্ধব প্রশ্ন করলেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা আত্মকল্যাণ হেতু বহু সাধন-পথের কথা বলে থাকেন। স্বকীয় মাধুর্যে সকল পথই উৎকৃষ্ট বলে বোধ হয়। এর মধ্যে কোনো বিশেষ পথের প্রাধান্য আছে কী? ১১-১৪-১

ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্ ভক্তিযোগোঽনপেক্ষিতঃ।

নিরস্য সর্বতঃ সঙ্গং যেন ত্বয্যাবিশেন্মনঃ॥ ১১-১৪-২

হে হর্তাকর্তাবিধাতা! আপনি তো এইমাত্র ভক্তিপথকে নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র সাধন-পথ বললেন; কারণ এই পথে সর্বাসক্তি থেকে সরে গিয়ে মন নিজের মধ্যেই তন্ময় হয়ে যায়। ১১-১৪-২

শ্রীভগবানুবাচ

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।

ময়াঽঽদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥ ১১-১৪-৩

BANGLADARSHAN.COM

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব! কালের প্রভাবে প্রলয়কালে বেদবাণীও অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সৃষ্টির সময় পুনঃ সমাগত হলে আমি নিজ সংকল্পে সেই বেদবাণী ব্রহ্মাকে উপদেশরূপে দান করি। তাতে প্রাধানরূপে ভাগবত-ধর্মের বর্ণনাই করা হয়েছে। ১১-১৪-৩

তেন প্রোক্তা চ পুত্রায় মনবে পূর্বজায় সা।

ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্ণন্ সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ॥ ১১-১৪-৪

ব্রহ্মা সেই বেদবাণী নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুকে বলেছিলেন। অতঃপর তা ভৃগু, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলহ, অত্রি, পুলস্ত্য এবং ক্রতু –এই সপ্ত প্রজাপতি মহর্ষিগণ জানতে পেরেছিলেন। ১১-১৪-৪

তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ।

মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ॥ ১১-১৪-৫

কিংদেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিম্পুরুষাদয়ঃ।

বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ॥ ১১-১৪-৬

যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং মতয়স্তথা।

যথাপ্রকৃতি সর্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি॥ ১১-১৪-৭

কালক্রমে এই ব্রহ্মর্ষিগণের সন্তান দেবতা, দানব, গুহ্যক, মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিন্দেব, কিন্নর, নাগ, রাক্ষস এবং কিম্পুরুষ আদি তাদের পূর্বপুরুষ এই ব্রহ্মর্ষিগণ থেকে তা প্রাপ্ত করেন। জাতিসকল ও ব্যক্তিসকল বিভিন্ন স্বভাবযুক্ত হয়, তাদের বাসনাসকল সত্ত্ব, রজ, তম গুণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই তাদের নিজেদের মধ্যে ও তাদের বুদ্ধিবৃত্তিসকলের মধ্যে বিভিন্নতা হয়।

তাই তারা নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে সেই বেদবাণীসকল বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে থাকে। এই বেদবাণী এমনই অলৌকিক যে তাকে বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ করা অতি স্বাভাবিকই হয়ে থাকে। ১১-১৪-৫-৬-৭

এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥ ১১-১৪-৮

এইভাবে স্বভাবভেদে ও পরম্পরাগত উপদেশ ভেদে মানব-বুদ্ধিতে বৈপরীত্য প্রবেশ করে এবং বেশ কিছু লোক তো কোনো বিচার ছাড়াই বেদবিরুদ্ধ নিরীশ্বরবাদী হয়ে যান। ১১-১৪-৮

মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম যথারুচি॥ ১১-১৪-৯

হে প্রিয় উদ্ধব! সকলের বুদ্ধিই আমার মায়াদ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে; তাই তাঁরা কর্মসংস্কার ও রুচিভেদ অনুসারে আত্মকল্যাণের উপায় এক না বলে বহু বলে থাকেন। ১১-১৪-৯

ধর্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং শমম্।
অন্যে বদন্তি স্বার্থং বা ঐশ্বর্যং ত্যাগভোজনম্॥ ১১-১৪-১০

পূর্বমীমাংসা পথের পথিক ধর্মকে, সাহিত্যাচার্য যশকে, কামশাস্ত্র পথের পথিক কামকে, যোগবেত্তা সত্য ও ইন্দ্রিয়দমনকে, দণ্ডনীতি পথের পথিক ঐশ্বর্যকে, ত্যাগী ত্যাগকে এবং লোকায়তিক ভোগকেই মানব জীবনের স্বার্থ, পরমলাভ বলে মনে করে থাকেন। ১১-১৪-১০

কেচিদ্ যজ্ঞতপোদানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্।
আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্মবিনির্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রানন্দাঃ শুচার্পিতাঃ॥ ১১-১৪-১১

BANGLADARSHAN.COM

কর্মযোগিগণ যজ্ঞ, তপ, দান, ব্রত ও সংযম নিয়ম আদিকে পুরুষার্থ আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই সবই তো কর্মমাত্র; এর ফলে যে লোকের প্রাপ্তি হয় তার উৎপত্তি ও নাশ দুইই বর্তমান, কর্মফল ভোগ সমাপন হলে তাতে দুঃখই হয়ে থাকে। বস্তুত তার অন্তিম গতি অন্ধকারাচ্ছন্ন। তার থেকে সুখ প্রাপ্তি তুচ্ছ নগণ্য এবং তা ভোগের সময়েও অসূয়াদি দোষযুক্ত থাকার কারণে শোকে পরিপূর্ণ থাকে; তাই এই সকল পথে গমন শ্রেয় নয়। ১১-১৪-১১

ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্বতঃ।
ময়াঽঽত্মনা সুখং যত্তৎ কুতঃ স্যাদ্ বিষয়াত্মনাম্॥ ১১-১৪-১২

হে প্রিয় উদ্ধব! যে সব দিক থেকে প্রত্যাশা বিরহিত অর্থাৎ যার কোনো কর্ম অথবা কর্মফলের প্রয়োজনীয়তাই নেই এবং যে নিজ অন্তঃকরণকে সর্বতোভাবে আমাকে সমর্পণ করেছে, আমার পরমানন্দস্বরূপ উপস্থিতি তার আত্মারূপে স্ফুরিত হতে শুরু করে। বিষয়লোলুপ প্রাণী কখনো এই সুখানুভূতি পেতে সক্ষম হয় না। ১১-১৪-১২

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ॥ ১১-১৪-১৩

যে সর্বতোভাবে সংগ্রহ পরিগ্রহ বিরহিত অকিঞ্চন, যে নিজ ইন্দ্রিয়দমনে কৃতকার্য হয়ে শান্ত ও সমদর্শী হয়ে গেছে, যে আমার প্রাপ্তিতেই আমার সান্নিধ্য অনুভব করে সদাসর্বদা পূর্ণ সন্তোষানুভব করে, তারজন্য চতুর্দিক আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে। ১১-১৪-১৩

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥ ১১-১৪-১৪

যে নিজেকে আমাতে সমর্পণ করেছে সে আমাকে ত্যাগ করে ব্রহ্মা অথবা ইন্দ্রের পদও চায় না। তার না থাকে সার্বভৌম সম্রাট হওয়ার ইচ্ছা, না থাকে স্বর্গ থেকেও উৎকৃষ্ট রসাতলের প্রভুত্বর কামনা, তার যোগের মহান এবং মোক্ষর অভিলাষও থাকে না। ১১-১৪-১৪

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।

ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥ ১১-১৪-১৫

হে উদ্ধব! তোমার মতন প্রেমী ভক্তই আমার অতি প্রিয়, প্রিয়তম। তোমার আমার পুত্র ব্রহ্মা, আত্মা শংকর, ভ্রাতা বলরাম, অর্ধাঙ্গিনী লক্ষ্মী এবং নিজ আত্মা থেকেও প্রিয়। ১১-১৪-১৫

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্।

অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥ ১১-১৪-১৬

যার কারো কাছে কোনো প্রত্যাশা নেই, যে জগতের বিষয় চিন্তায় সর্বতোভাবে বিরত থেকে আমার স্মরণ-মননে নিত্য যুক্ত থাকে ও রাগ-দ্বেষ ত্যাগ করে সকলের উপর সমদৃষ্টি রাখে, আমি এরূপ মহাত্মাকে নিত্য অনুসরণ করে থাকি যাতে তাঁর চরণ স্পর্শকরা রজ আমার গায়ের উপর এসে পড়ে এবং আমি পরম পবিত্র হয়ে যাই। ১১-১৪-১৬

নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্তচেতসঃ শান্তা মহান্তোঽখিলজীববৎসলাঃ।

কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি যৎ তন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম॥ ১১-১৪-১৭

যে সর্বতোভাবে সঞ্চয়-সংগ্রহ বিরহিত হয়—শরীরাদিতেও যার মমতা-আসক্তির লেশমাত্র নেই, যার চিত্ত আমার প্রেমানুবন্ধনে রঞ্জিত, যে জাগতিক কামনা-বাসনায় শান্ত-সংযত হতে সমর্থ হয়েছে, যে নিজ মহানুভবতা উদারতার প্রভাবে প্রাণীসকলের উপর দয়া ও প্রেম ভাব পোষণ করে, যার বুদ্ধি কোনো কামনাকে স্পর্শও করে না, সে-ই আমার পরমানন্দরূপের অনুভূতি পেয়ে থাকে। অন্যরা তার খোঁজও পায় না, কারণ পরমানন্দ প্রাপ্তির আবশ্যিক শর্ত নিরপেক্ষভাব রাখা অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশা বিরহিত হওয়া। ১১-১৪-১৭

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।

প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥ ১১-১৪-১৮

BANGLADARSHAN.COM

আমার যে ভক্ত এখনও জিতেন্দ্রিয় হতে সক্ষম হয়নি এবং জগতের বিষয়ভোগ চিন্তা যাকে অহরহ বার্তা দিয়ে থাকে—নিজের দিকে আকর্ষণ করে থাকে সেও প্রায়শই আমার প্রতিনিয়ত পরিকর্ষযুক্ত প্রগল্ভ ভক্তির প্রভাবে বিষয়ভোগ চিন্তা থেকে পরাজিত হয় না। ১১-১৪-১৮

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।

তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥ ১১-১৪-১৯

হে উদ্ধব! অগ্নির লেলিহান শিখা অতি বিশাল কাষ্ঠরাশিকে ভস্মে পরিণত করে। তেমনভাবেই আমার ভক্তিও সমস্ত পাপরাশিকে সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ করে। ১১-১৪-১৯

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥ ১১-১৪-২০

হে উদ্ধব! যোগ-সাধনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মানুষ্ঠান, জপ-শাস্ত্রপাঠ এবং ত্যাগ-তপস্যা আমাকে লাভ করতে তেমন সমর্থ নয়। প্রতিনিয়ত বর্ধমান অনন্য প্রেমময়ী ভক্তির সামর্থ্য অনেক বেশি। ১১-১৪-২০

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।

ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥ ১১-১৪-২১

আমি সাধু-মহাত্মগণের প্রিয়তম আত্মা, অনন্য শ্রদ্ধা এবং অনন্য ভক্তির দ্বারা সহজেই ধরা পড়ি, আমার প্রাপ্তির এই একমাত্র উপায়। যারা জন্মে চণ্ডাল—তারাও আমার অনন্য ভক্তি ধারণ করে পবিত্র হয়ে যায়; জাতিদোষ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ১১-১৪-২১

ধর্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।

মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি॥ ১১-১৪-২২

অন্যদিকে যারা আমার ভক্তিরসে বঞ্চিত তাদের চিত্তকে সত্য-দয়াযুক্ত ধর্ম এবং তপস্যাযুক্ত বিদ্যাও উত্তমরূপে পবিত্র করতে সমর্থ হয় না। ১১-১৪-২২

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।

বিনাঽঽনন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ ভক্ত্যা বিনাঽঽশয়ঃ॥ ১১-১৪-২৩

যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরে ভাবাবেগে পুলক শিহরণ অনুভূতি না আসে, চিত্তে গদগদভাবে না জন্মায়, আনন্দাশ্রুতে নয়ন প্লাবিত না হয় এবং অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভক্তি-বন্যায় চিত্তে উথালপাতাল ভাব না জাগে ততক্ষণ তার শুদ্ধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। ১১-১৪-২৩

বাগ্ গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।

বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি॥ ১১-১৪-২৪

আমার উত্তম ভক্তর লক্ষণ শুনে রাখো। প্রেমে গদগদ বাণী হওয়া, চিত্ত দ্রবণ হেতু ক্রমাগত আমার দিকেই প্রবাহিত হওয়া, ক্ষণেক বিরামরহিত রোদন আবার মাঝেমধ্যে হঠাৎ ঝিকমিক করে হেসে ওঠা, কোথাওবা লজ্জা ভুলে উচ্চ কণ্ঠে গান গাওয়া ও কোথাওবা নৃত্য করতে থাকা। ভ্রাতা উদ্ধব! আমার এইরূপ ভক্ত শুধু নিজেকে নয়, সমস্ত জগৎকে পবিত্র করে দেয়। ১১-১৪-২৪

যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।

আত্মা চ কর্মানুশয়ং বিধূয় মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্॥ ১১-১৪-২৫

যেমন অগ্নি সমর্পণে কাঞ্চন কলুষ ত্যাগ করে পরিশুদ্ধ হয় এবং নিজ বাস্তব শুদ্ধ রূপে ফিরে আসে তেমনভাবেই আমার ভক্তিযোগের দ্বারা আত্মা কর্মবাসনাসকল থেকে মুক্ত হয়ে আমাকেই প্রাপ্ত করে কারণ আমিই তাঁর বাস্তব স্বরূপ। ১১-১৪-২৫

যথা যথাঽঽত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।

BANGLADARSHAN.COM

তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্॥ ১১-১৪-২৬

হে উদ্ধব! যেমন যেমন আমার পরমপাবন লীলাকথার শ্রবণ-কীর্তনে চিত্ত-মলিনতা দূর হয়, তেমন তেমন তাঁর সম্মুখে সূক্ষ্মবস্তু—বাস্তবিক তত্ত্ব উদ্ভাসিত হতে থাকে। এ যেন অঞ্জন ব্যবহারে নেত্র দোষ বিমোচনে সূক্ষ্মবস্তু দেখার শক্তির আগমন। ১১-১৪-২৬

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে।

মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥ ১১-১৪-২৭

যে বিষয়-চিন্তনে প্রতিনিয়ত যুক্ত থাকে তার চিত্ত বিসয়াসক্ত হয়ে যায় আর যে আমার স্মরণ-মননে যুক্ত থাকে তার চিত্ত আমাতে একাত্ম হয়ে যায়। ১১-১৪-২৭

তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্।

হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্॥ ১১-১৪-২৮

তাই তুমি অন্য সাধনের এবং তার ফলের চিন্তন ত্যাগ করো। আমি ছাড়া জগতে আর আদৌ কিছুই নেই; যা কিছু মনে হয় তা স্বপ্নবৎ অথবা অলীক কল্পনামাত্র। তাই আমার চিন্তনে চিত্ত শুদ্ধ করো এবং তা সম্পূর্ণরূপে একাগ্র করে আমাতেই যুক্ত করো। ১১-১৪-২৮

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।

ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ॥ ১১-১৪-২৯

সংযমী ব্যক্তি নারী ও স্ত্রী-অনুরাগীদের সঙ্গ থেকে নিরাপদ দূরে অবস্থান করবে; পবিত্র নিভৃত স্থানে বসে সাবধান হয়ে আমার চিন্তনে যুক্ত হবে। ১১-১৪-২৯

ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।

যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥ ১১-১৪-৩০

হে প্রিয় উদ্ধব! নারী ও নারী-লম্পটদের সঙ্গ করলে পুরুষদের যেমন ক্লেশ সহ্য করতে হয় এবং বন্ধনে পড়তে হয় তেমন অন্য কিছুতেই হয় না। ১১-১৪-৩০

উদ্ধব উবাচ

যথা ত্বামরবিন্দাক্ষ যাদৃশং বা যদাত্মকম্।

ধ্যায়েন্মুমুক্ষুরেতন্মে ধ্যানং ত্বং বক্তুমর্হসি॥ ১১-১৪-৩১

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন—হে পদ্মলোচন শ্যামসুন্দর! আপনি অনুগ্রহ করে বলুন যে, মুমুক্ষু ব্যক্তিরা আপনার ধ্যান কীরূপে, কী প্রকারে ও কেমন ভাবে করবে? ১১-১৪-৩১

শ্রীভগবানুবাচ

সম আসন আসীনঃ সমকায়ো যথাসুখম্।

হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ॥ ১১-১৪-৩২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব! নাতি উচ্চ বা নাতি নিম্ন আসনে উপবেশন করে শরীর অর্থাৎ মেরুদণ্ড, গ্রীবা ও মস্তক সরল ও নিশ্চলভাবে ধারণপূর্বক সুখাসনে বসে, হস্তদ্বয় ক্রোড়ে উপস্থাপন করে এবং কোনো দিকে না তাকিয়ে স্বীয় নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করো। ১১-১৪-৩২

প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ।

বিপর্যয়েণাপি শনৈরভ্যসেন্নির্জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১১-১৪-৩৩

অতঃপর পূরক-কুম্ভব-রেচক ও রেচক-কুম্ভব-পূরক—এই প্রাণায়াম দ্বারা নাড়ী শোধন করবে। প্রাণায়ামাভ্যাস ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করা উচিত এবং তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়নিগ্রহাভ্যাসও করা উচিত। ১১-১৪-৩৩

BANGLADARSHAN.COM

হৃদ্যবিচ্ছিন্নমোঙ্কারং ঘণ্টানাদং বিসোর্ণবৎ।

প্রাণেনোদীর্ঘ তত্রাথ পুনঃ সংবেশয়েৎ স্বরম্॥ ১১-১৪-৩৪

হৃদয়ে পদ্মনালগত সূত্রবৎ ওঁ-কারের ধ্যান করবে; প্রাণের সাহায্যে তাকে উপরে নিয়ে যাবে এবং তাতে ঘণ্টানাদবৎ ধ্বনি আরোপ করবে। সেই ধ্বনিতে যেন ছেদ না পড়ে। ১১-১৪-৩৪

এবং প্রণবসংযুক্তং প্রাণমেব সমভ্যসেৎ।

দশকৃত্বস্ত্রিষবণং মাসাদর্বাগ্ জিতানিলঃ॥ ১১-১৪-৩৫

এইভাবে নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় দশ বার করে ওঁ-কার সহযোগে প্রাণায়ামাভ্যাস করা উচিত। এভাবে একমাসের মধ্যেই প্রাণবায়ু বশে আসবে। ১১-১৪-৩৫

হৃৎপুণ্ডরীকমন্তঃস্থমূর্দ্ধনালমধোমুখম্।

ধ্যাত্বোর্ধ্বমুখমুন্নিদ্রমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্॥ ১১-১৪-৩৬

তারপর হৃদয়কে শরীরাভ্যন্তরে নিম্নমুখী পদ্মবৎ রেখে এমনভাবে চিন্তা করতে হবে যে পদ্মনাল হবে উর্ধ্বমুখী। অতঃপর ধ্যানে চিন্তা করতে হবে যে পদ্ম উর্ধ্বমুখী হয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছে; পদ্ম অষ্টদল ও তার মধ্যবর্তী স্থানে অত্যন্ত সুকুমার হরিদ্রাভ কর্ণিকা। ১১-১৪-৩৬

কর্ণিকায়াং ন্যসেৎ সূর্যসোমাগ্নীনুত্তরোত্তরম্।

বহ্নিমধ্যে স্মরেদ্ রূপং মমৈতদ্ ধ্যানমঙ্গলম্॥ ১১-১৪-৩৭

কর্ণিকায় যথাক্রমে সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নির ন্যাস করতে হবে। অতঃপর অগ্নির মধ্যে আমার রূপের স্মরণ করতে হবে। আমার এই স্বরূপ-ধ্যান অতি মঙ্গলময়। ১১-১৪-৩৭

সমং প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুর্ভুজম্।
সুচারুসুন্দরগ্রীবং সকপোলং শুচিস্মিতম্॥ ১১-১৪-৩৮
সমানকর্ণবিন্যস্তস্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্।
হেমাম্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবৎসশ্রীনিকেতনম্॥ ১১-১৪-৩৯
শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবিভূষিতম্।
নূপুরৈর্বিলসৎপাদং কৌস্তুভপ্রভয়া যুতম্॥ ১১-১৪-৪০
দ্যুমৎকিরীটকটককটিসূত্রাঙ্গদাযুতম্।
সর্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখেক্ষণম্।
সুকুমারমভিধ্যায়েৎ সর্বাঙ্গেষু মনো দধৎ॥ ১১-১৪-৪১

হে উদ্ধব! আমার যে সুকুমার রূপের ধ্যান করতে হবে ও নিজ মনকে আমার অঙ্গসকলে যুক্ত করতে হবে, তার বর্ণনাও শুনে রাখো। আমার দেহসৌষ্ঠব অনুপম সুডৌল অবয়ব, তার প্রতি রোমকূপ প্রশান্তির ক্ষরণ। আমি চতুর্ভুজ; আজানুলম্বিত বাহু চতুষ্টয় অতি মনোহর। আমার গ্রীবা অতি সুন্দর ও সুশোভন, কপোল মরকতমণিসম সুস্নিগ্ধ। আমার অধরে মৃদুমন্দ অনুপম হাস্য। আমি সমকর্ণ, কর্ণযুগলে দীপ্তোজ্জ্বল মকরকুণ্ডল, বর্ণ বর্ষাকালীন মেঘবর্ণ শ্যাম। আমার শ্যামল অঙ্গে অতি মনোহর পীতাম্বর প্রসারিত, দক্ষিণ বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন। বাম বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী চিহ্ন বর্তমান। আমার শ্রীকরে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের অনুপম অবস্থান। কণ্ঠদেশে শোভিত বনমালা। চরণে নূপুরের মনোরম রিনিঝিনি। কণ্ঠে উজ্জ্বল কৌস্তুভমণি। তাছাড়া ময়ূরপুচ্ছযুক্ত কিরীট, মনোহর বলয়, চন্দ্রহার এবং বাজুবন্ধ অলংকরণ তো আছেই। প্রতি অঙ্গে সৌন্দর্যের মনোহারিত্ব বর্তমান যা অতীত হৃদয়গ্রাহীও। প্রফুল্লবদন ও অধর মৃদুমন্দ হাস্যযুক্ত। দৃষ্টিতে আছে অবিশ্রাম কৃপাবর্ষণ ধারা। ১১-১৪-৩৮-৩৯-৪০-৪১

BANGLADARSHAN.COM

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো মনসাকৃষ্য তন্মনঃ।
বুদ্ধ্যা সারথিনা ধীরঃ প্রণয়েন্ময়ি সর্বতঃ॥ ১১-১৪-৪২

বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনদ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে তাদের স্বাভাবিক ধাবমান হওয়া থেকে বিরত করবে ও বুদ্ধিরূপ সারথির সাহায্যে মনকে আমাতে যুক্ত করবে। আমার যে অঙ্গের প্রতি মন আকর্ষিত হয়, সেখানেই তাকে স্থাপন করবে। ১১-১৪-৪২

তৎ সর্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ।
নান্যানি চিন্তয়েদ্ ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখম্॥ ১১-১৪-৪৩

সম্পূর্ণ শরীরে ধ্যান হতে থাকলে তখন চিত্তকে প্রত্যাহার করে দেহের এক অঙ্গে কেন্দ্রীভূত করাই ভালো। অন্য চিন্তা ছেড়ে আমার মৃদুমন্দ হাস্যযুক্ত প্রসন্ন বদন কান্তির ধ্যানই উৎকৃষ্ট। ১১-১৪-৪৩

তত্র লব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ।
তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহো ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ১১-১৪-৪৪

আমার প্রফুল্লবদনে চিত্ত স্থির হলে তাকে সেই স্থান থেকে সরিয়ে আকাশে উপস্থাপন করবে। তদনন্তর আকাশের অনুধ্যানও ত্যাগ করে আমার স্বরূপে আরূঢ় হওয়াই কল্যাণকর; তখন চিন্তার মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউই থাকবে না। ১১-১৪-৪৪

এবং সমাহিতমতির্মামেবাত্মানমাত্মনি।
বিচষ্টে ময়ি সর্বাত্মন্ জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতম্॥ ১১-১৪-৪৫

যখন এইভাবে চিত্ত সমাহিত হয়ে যায় তখন এক অনুভূতি আসে। যেমন একটি জ্যোতি অন্য একটির সঙ্গে মিশে গেলে একাকার হয়ে যায় তেমনভাবেই নিজের মধ্যে আমাকে এবং আমি সর্বাত্মাতে—এরূপ অনুভব হতে থাকে। ১১-১৪-৪৫

ধ্যানেনেত্থং সুতীব্রেণ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ।

সংযাস্যত্যাশু নির্বাণং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াভ্রমঃ॥ ১১-১৪-৪৬

যে যোগী এই রকম তীব্র ধ্যানযোগ দ্বারা আমাতেই চিত্ত সংযম করে; তার চিত্তে বস্তুর অনেকত্ব, তার সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তার প্রাপ্তির হেতু কৃতকর্মের ভ্রম অচিরেই নিবৃত্ত হয়ে যায়। ১১-১৪-৪৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে চর্তুদশোঽধ্যায়ঃ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধির পরিচয় ও লক্ষণ

শ্রীভগবানুবাচ

BANGLADARSHAN.COM

জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।

ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ॥ ১১-১৫-১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—প্রিয় উদ্ধব! যখন সাধক ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনকে সংযত করে চিত্ত আমাতে নিবদ্ধ করতে শুরু করে, আমার ধারণা করতে শুরু করে তখন তার সম্মুখে বহু রকমের সিদ্ধি উপস্থিত হয়। ১১-১৫-১

উদ্ধব উবাচ

কয়া ধারণয়া কাস্বিৎ কথংস্বিৎ সিদ্ধিরচ্যুত।

কতি বা সিদ্ধয়ো ব্রূহি যোগিনাং সিদ্ধিদো ভবান্॥ ১১-১৫-২

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন—হে অচ্যুত! কেমন ধারণার দ্বারা কীভাবে কীরূপ সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় এবং তা সংখ্যায় কত? আপনিই তো যোগীদের সিদ্ধিসকল দান করে থাকেন। তাই আপনার কাছ থেকেই আমি তা শুনতে ইচ্ছুক। ১১-১৫-২

শ্রীভগবানুবাচ

সিদ্ধয়োঽষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণাযোগপারগৈঃ।

তাসামষ্টৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণহেতবঃ॥ ১১-১৫-৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—উদ্ধব! ধারণাযোগের পারগামী যোগীরা অষ্টাদশ প্রকারের সিদ্ধির কথা বলেছেন। তার মধ্যে অষ্টসিদ্ধিসকল প্রধানরূপে আমাতেই বিরাজমান থাকে অন্যতে কম থাকে; এবং দশ রকমের সিদ্ধি সত্ত্বগুণের বিকাশেই প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ১১-১৫-৩

অণিমা মহিমা মূর্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ।

প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা॥ ১১-১৫-৪

তার মধ্যে তিনটি সিদ্ধি তো দেহেরই–অণিমা, মহিমা এবং লঘিমা। ইন্দ্রিয়সমূহের এক সিদ্ধি হল প্রাপ্তি। লৌকিক এবং পারলৌকিক পদার্থসমূহের ইচ্ছানুসারে অনুভবকারী সিদ্ধি প্রাকাম্য। মায়া এবং তার কার্যকে ইচ্ছানুসারে সঞ্চালিত করার সিদ্ধিকে ঈশিত্ব বলা হয়। ১১-১৫-৪

গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ॥ ১১-১৫-৫

বিষয়সমূহের মধ্যে বাস করেও তাতে আসক্ত না হওয়া 'বশিত্ব' এবং কাম্যসুখসকলের চরম সীমায় পৌঁছে যাওয়া 'কামাবসায়িতা' নামের অষ্টম সিদ্ধি। এই অষ্টসিদ্ধি আমাতে স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই থাকে এবং যাকে আমি দিই, সেই অংশত তা লাভ করে। ১১-১৫-৫

অনূর্মিমত্ত্বং দেহেঽস্মিন্ দূরশ্রবণদর্শনম্।
মনোজবঃ কামরূপং পরকায়প্রবেশনম্॥ ১১-১৫-৬
স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দেবানাং সহক্রীড়ানুদর্শনম্।
যথাসঙ্কল্পসংসিদ্ধিরাজ্ঞাপ্রতিহতাগতিঃ॥ ১১-১৫-৭

এ ছাড়াও আরও অনেক সিদ্ধি আছে। শরীর ক্ষুধাতৃষ্ণার বেগ অনুভূত না হওয়া, বহুদূরের বস্তু দর্শন হওয়া, মনের সঙ্গে সেই স্থানে সশরীরে গমন, ইচ্ছামতো রূপ ধারণ, অন্যের শরীরে প্রবেশ করা, ইচ্ছানুসারে শরীর ত্যাগ করা, অপ্সরাদের সঙ্গে কৃত দেবক্রীড়া দর্শন, সংকল্প সিদ্ধি, সর্বত্র অপ্রতিহতগতি, আজ্ঞাপালন–এই দশপ্রকার সিদ্ধিসকল সত্ত্বগুণের বিশেষ বিকাশে সম্ভব হয়। ১১-১৫-৬-৭

ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্বং পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা।
অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোঽপরাজয়ঃ॥ ১১-১৫-৮

ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান কালের কথা জেনে নেওয়া; শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এবং রাগ-দ্বেষ আদি দ্বন্দ্বর বশীভূত না হওয়া; অন্যর মনের কথা জেনে যাওয়া; অগ্নি, সূর্য, জল, বিষ আদির শক্তিকে স্তম্ভিত করে দেওয়া এবং কারো কাছে পরাজিত না হওয়া –যোগিগণ এই পঞ্চসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ১১-১৫-৮

BANGLADARSHAN.COM

এতাশ্চোদ্দেশতঃ প্রোক্তা যোগধারণসিদ্ধয়ঃ।
যয়া ধারণয়া যা স্যাদ্ যথা বা স্যান্নিবোধ মে॥ ১১-১৫-৯

হে প্রিয় উদ্ধব! আমি যোগ-ধারণার প্রাপ্ত সিদ্ধিসকল নাম-নির্দেশসহ বর্ণনা করলাম। এবার কোন্ ধারণায় কোন্ সিদ্ধি পাওয়া যায় তা বলছি, শোন। ১১-১৫-৯

ভূতসূক্ষ্মাত্মনি ময়ি তন্মাত্রং ধারয়েন্মনঃ।
অণিমানমবাপ্নোতি তন্মাত্রোপাসকো মম॥ ১১-১৫-১০

প্রিয় উদ্ধব! পঞ্চভূতের সূক্ষ্মতম মাত্রা আমারই দেহ। যে সাধক কেবল সেই শরীরের উপাসনা করে এবং নিজ মনকে অনুরূপ করে তাতে যুক্ত করে অর্থাৎ আমার তন্মাত্রত্মক শরীর ছাড়া অন্য কোনো বস্তুর চিন্তা করে না তার অণিমা সিদ্ধির অর্থাৎ প্রস্তরখণ্ড ভেদ করে প্রবেশ করবার অণুতা শক্তি প্রাপ্তি হয়। ১১-১৫-১০

মহত্যাত্মন্ময়ি পরে যথাসংস্থং মনো দধৎ।
মহিমানমবাপ্নোতি ভূতানাং চ পৃথক্ পৃথক্॥ ১১-১৫-১১

মহত্তত্ত্ব রূপেও আমিই প্রকাশিত এবং সেই রূপে সমস্ত ব্যবহারিক জ্ঞানের কেন্দ্র আমিই। আমার সেই রূপে যে নিজ মনকে মহত্তত্ত্বাকার করে তন্ময় করে দেয় তার মহিমা নামক সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। এইভাবে আকাশাদি পঞ্চভূতে যা আমারই শরীর তাতে পৃথক ভাবে মন যুক্ত করলে তার মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়ে যাওয়াও মহিমা সিদ্ধিরই অন্তর্গত। ১১-১৫-১১

পরমাণুময়ে চিত্তং ভূতানাং ময়ি রঞ্জয়ন্।

কালসূক্ষ্মার্থতাং যোগী লঘিমানমবাপ্নয়াৎ॥ ১১-১৫-১২

যে যোগী বায়ু আদি চতুষ্টয় ভূতের পরমাণুতে আমারই রূপ জ্ঞানে চিত্তকে অনুরূপ করে দেয় তার লঘিমা নামক সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, তার পরমাণুরূপ কালবৎ সূক্ষ্ম বস্তু হওয়ার সামর্থ্য প্রাপ্তি হয়। ১১-১৫-১২

ধারয়ন্ ময্যহংতত্ত্বে মনো বৈকারিকেঽখিলম্।

সর্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং প্রাপ্তিং প্রাপ্নোতি মন্মনাঃ॥ ১১-১৫-১৩

যে সাত্ত্বিক অহংকারকে আমার স্বরূপ জ্ঞানে আমার সেই রূপেই চিত্তে ধারণা করে, সে সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতা হয়ে যায়। এইভাবে আমার ধ্যানধারণাকারী ভক্ত 'প্রাপ্তি' নামক সিদ্ধি প্রাপ্ত করে নেয়। ১১-১৫-১৩

মহত্যাত্মনি যঃ সূত্রে ধারয়েন্ময়ি মানসম্।

প্রাকাম্যং পারমেষ্ঠ্যং মে বিন্দতেঽব্যক্তজন্মনঃ॥ ১১-১৫-১৪

যে আমার মহত্তত্ত্বাভিমানী সূত্রাত্মাতে নিজ চিত্ত স্থির করে, সে আমার অব্যক্তজন্ম প্রাকাম্য নামক সিদ্ধি লাভ করে যাতে ইচ্ছানুসারে সকল ভোগ প্রাপ্তি হয়। ১১-১৫-১৪

বিষ্ণৌ ত্র্যধীশ্বরে চিত্তং ধারয়েৎ কালবিগ্রহে।

স ঈশিত্বমবাপ্নোতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞচোদনাম্॥ ১১-১৫-১৫

যে ত্রিগুণময় মায়ার অধিকর্তা আমার কালস্বরূপ বিশ্বরূপের ধারণা করে, সে শরীর ও জীবসকলকে নিজ ইচ্ছানুসারে প্রেরণ করবার সামর্থ্য প্রাপ্ত করে। এই সিদ্ধির নাম ঈশিত্ব। ১১-১৫-১৫

BANGLADARSHAN.COM

নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতে।

মনো ময্যাদধদ্ যোগী মদ্ধর্মা বশিতামিয়াৎ॥ ১১-১৫-১৬

যে যোগী আমার নারায়ণ-স্বরূপে, যাকে তুরীয় এবং ভগবানও বলে, মন যুক্ত করে, তার মধ্যে আমার স্বাভাবিক গুণ প্রকাশিত হতে শুরু করে ও তার বশিতা সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। ১১-১৫-১৬

নির্গুণে ব্রহ্মণি ময়ি ধারয়ন্ বিশদং মনঃ।

পরমানন্দমাপ্নোতি যত্র কামোঽবসীয়তে॥ ১১-১৫-১৭

নির্গুণ ব্রহ্মও আমিই। যে নিজ নির্মল মন আমার এই ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে তার কামাবসায়িতা সিদ্ধির প্রাপ্তি হয়। এর প্রাপ্তিতে তার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়ে যায়, সে পূর্ণকাম হয়ে যায়। ১১-১৫-১৭

শ্বেতদ্বীপপতৌ চিত্তং শুদ্ধে ধর্মময়ে ময়ি।

ধারয়ন্শ্বেততাং যাতি ষড়ূর্মিরহিতো নরঃ॥ ১১-১৫-১৮

হে প্রিয় উদ্ধব! আমার সেই রূপ যা শ্বেতদ্বীপে সর্বময়কর্তা, অতি শুদ্ধ এবং ধর্মবোধযুক্ত, সেই রূপের স্মরণ-মননে যুক্ত ব্যক্তি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, জন্ম-মৃত্যু এবং শোক-মোহ—এই ছয় ঊর্মি থেকে মুক্তি পায়, সে শুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্ত করে। ১১-১৫-১৮

ময্যাকাশাত্মনি প্রাণে মনসা ঘোষমুদ্বহন্।

তত্রোপলব্ধা ভূতানাং হংসো বাচঃ শৃণোত্যসৌ॥ ১১-১৫-১৯

আমিই সমষ্টি প্রাণরূপ আকাশাত্মা। যে আমার এই স্বরূপে অধিষ্ঠিত থেকে মনের দ্বারা অনাহত নাদ অনুধ্যান করে সে 'দূরশ্রবণ' নামক সিদ্ধিসম্পন্ন হয়; সে আকাশে অবস্থিত বিভিন্ন প্রাণীসকলের কথা শুনতে পায় ও বুঝতে পারে। ১১-১৫-১৯

চক্ষুস্ত্বষ্টরি সংযোজ্য ত্বষ্টারমপি চক্ষুষি।

মাং তত্র মনসা ধ্যায়ন্ বিশ্বং পশ্যতি সূক্ষ্মদৃক্॥ ১১-১৫-২০

যে যোগী নেত্রদ্বয়কে সূর্যে ও সূর্যকে নেত্রদ্বয়ে যুক্ত করতে সক্ষম ও এই সংযোগ কালে মনের দ্বারা আমার অনুধ্যানে যুক্ত হয় সে 'দূরদর্শন' নামক সিদ্ধি প্রাপ্ত করে। সমস্ত জগৎকে দর্শন করতে সমর্থ হয়। ১১-১৫-২০

মনো ময়ি সুসংযোজ্য দেহং তদনু বায়ুনা।

মদ্ধারণানুভাবেন তত্রাত্মা যত্র বৈ মনঃ॥ ১১-১৫-২১

মন ও শরীরকে প্রাণবায়ুর সঙ্গে যুক্ত করে আমার অনুধ্যানে রত হলে 'মনোজব' নামক সিদ্ধির প্রাপ্তি হয়। তার প্রভাবে যোগী সংকল্পানুসারে তৎক্ষণই সশরীরে যে কোনো স্থানে গমন করার সামর্থ্য পেয়ে থাকে। ১১-১৫-২১

যদা মন উপাদায় যদ্ যদ্ রূপং বুভূষতি।

তত্তদ্ ভবেন্মনোরূপং মদ্‌যোগবলমাশ্রয়ঃ॥ ১১-১৫-২২

যখন যোগী মনকে উপাদান-কারণ করে কোনো দেবতাদির রূপ ধারণ করতে ইচ্ছা করে তখন সে মনের অনুকূল তেমনই রূপ ধারণ করে থাকে; কারণ তাঁর চিত্ত আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। ১১-১৫-২২

পরকায়ং বিশন্ সিদ্ধ আত্মানং তত্র ভাবয়েৎ।

পিণ্ডং হিত্বা বিশেৎ প্রাণো বায়ুভূতঃ ষড়ঙ্ঘ্রিবৎ॥ ১১-১৫-২৩

যে যোগী অন্য দেহে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক, সে মনকে সেই দেহে একাগ্র করবে। ভ্রমর যেমন এক পুষ্প থেকে অন্য পুষ্পে গমন করে থাকে, যোগীও তেমনভাবে প্রাণবায়ুরূপ ধারণ করে এক থেকে অন্য দেহে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। ১১-১৫-২৩

পার্ষ্ণ্যাহহপীড্য গুদং প্রাণং হৃদুরঃকণ্ঠমূর্দ্ধসু।

আরোপ্য ব্রহ্মরন্ধ্রেণ ব্রহ্ম নীত্বোৎসৃজেত্তনুম্॥ ১১-১৫-২৪

দেহত্যাগ অভিলাষী যোগী গোড়ালি দ্বারা গুহ্যদ্বারকে চাপ দিয়ে প্রাণবায়ু যথাক্রমে হৃদয়, বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ এবং মস্তকে নিয়ে যায়। তারপর ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মে লীন করে দেহত্যাগ করে। ১১-১৫-২৪

BANGLADARSHAN.COM

বিহরিষ্যন্ সুরাক্রীড়ে মৎস্থং সত্ত্বং বিভাবয়েৎ।

বিমানেনোপতিষ্ঠন্তি সত্ত্ববৃত্তীঃ সুরস্ত্রিয়ঃ॥ ১১-১৫-২৫

যদি যোগীর দেবতাদের বিহারস্থলে ক্রীড়া করবার ইচ্ছা জাগে তখন সে আমার শুদ্ধ-তত্ত্ব স্বরূপের চিন্তায় মগ্ন হয়। এইরূপ ক্রিয়ায় সত্ত্বগুণের অংশবিশেষ অপ্সরাগণ বিমানযোগে তার কাছে উপস্থিত হয়ে থাকেন। ১১-১৫-২৫

যথা সঙ্কল্পয়েদ্ বুদ্ধ্যা যদা বা মৎপরঃ পুমান্।

ময়ি সত্যে মনো যুঞ্জংস্তথা তৎ সমুপাশ্নুতে॥ ১১-১৫-২৬

যে ব্যক্তি আমার সত্যসংকল্পস্বরূপে নিজ চিত্ত অধিষ্ঠাপিত করে এবং তার ধ্যানেই নিত্যযুক্ত থাকে সে নিজ মনে যখন যেমন যেমন সংকল্প করে তৎক্ষণাৎ তার সংকল্প সিদ্ধ হয়ে যায়। ১১-১৫-২৬

যো বৈ মদ্ভাবমাপন্ন ঈশিতুর্বশিতুঃ পুমান্।

কুতশ্চিন্ন বিহন্যেত তস্য চাজ্ঞা যথা মম॥ ১১-১৫-২৭

'ঈশিত্ব' ও 'বশিত্ব'—এই সিদ্ধিযুগলের আমিই প্রভু; তাই কেউ আমার আদেশ অমান্য করতে পারে না। যে আমার সেই রূপকে অনুধ্যান করে ও তাতে যুক্ত হয়ে যায় আমার মতন তার আদেশও কেউ অমান্য করতে পারে না। ১১-১৫-২৭

মদ্ভক্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বস্য যোগিনো ধারণাবিদঃ।

তস্য ত্রৈকালিকী বুদ্ধির্জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা॥ ১১-১৫-২৮

আমার অনুধ্যানে নিত্যযুক্ত যোগী আমার ভক্তি প্রভাবে শুদ্ধ হয়ে গেলে তার বুদ্ধি জন্ম-মৃত্যু আদি অদৃষ্ট বস্তু অবগত হওয়ার শক্তি লাভ হয়। তখন সে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের সব কথাই জানতে সক্ষম হয়ে থাকে। ১১-১৫-২৮

অগ্ন্যাদিভির্ন হন্যেত মুনের্যোগময়ং বপুঃ।

মদ্‌যোগশান্তচিত্তস্য যাদসামুদকং যথা॥ ১১-১৫-২৯

জলচর প্রাণীকুল যেমন জলে নির্ভয়ে বসবাস করে ঠিক সেইভাবেই যোগী যখন নিজ চিত্ত আমাতে সন্নিবেশিত করে শিথিল হয়ে যায়, সেই যোগযুক্ত শরীরকে অগ্নি-জল আদি কোনো বস্তু বিনাশ করতে সক্ষম হয় না। ১১-১৫-২৯

মদ্বিভূতীরভিধ্যায়ন্ শ্রীবৎসাস্ত্রবিভূষিতাঃ।

ধ্বজাতপত্রব্যজনৈঃ স ভবেদপরাজিতঃ॥ ১১-১৫-৩০

শ্রীবৎস আদি চিহ্নযুক্ত, শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্ম আদি আয়ুধ বিভূষিত এবং ধ্বজ-ছত্র-চর্ম আদি দ্বারা সজ্জিত আমার অবতারসকল অতি পুণ্যদর্শন। সেই অনিবর্চনীয় রূপের অনুধ্যানকারী ভক্ত অজেয় হয়। ১১-১৫-৩০

উপাসকস্য মামেবং যোগধারণয়া মুনেঃ।

সিদ্ধয়ঃ পূর্বকথিতা উপতিষ্ঠন্ত্যশেষতঃ॥ ১১-১৫-৩১

বিচারযুক্ত আমার উপাসনায় সংলগ্ন, যোগপ্রক্রিয়া দ্বারা আমার অনুধ্যানে সন্নিবিষ্ট—এইরূপ যোগী পূর্বেবর্ণিত আমার সিদ্ধিসকল সম্পূর্ণভাবে অর্জন করতে সক্ষম হয়। ১১-১৫-৩১

জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য জিতশ্বাসাত্মনো মুনেঃ।

মদ্ধারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ সুদুর্লভা॥ ১১-১৫-৩২

হে উদ্ধব! প্রাণ-মন-ইন্দ্রিয়নিচয় বশীভূতকারী, সংযমী, আমার স্বরূপ অনুধ্যানযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কোনো সিদ্ধিই দুর্লভ নয়। তার তো সর্বসিদ্ধিই করতলগত হয়েই আছে। ১১-১৫-৩২

BANGLADARSHAN.COM

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।

ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ॥ ১১-১৫-৩৩

কিন্তু শ্রেষ্ঠ পুরুষদের এই সুস্পষ্ট অভিমত যে, যারা ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ আদি বিশিষ্ট যোগাভ্যাস রত তাদের পক্ষে এইসব সিদ্ধি প্রাপ্তি একপ্রকারে বিঘ্নস্বরূপই হয়ে থাকে; কারণ তাতে অযথা কালাতিপাত হয়ে থাকে। ১১-১৫-৩৩

জন্মৌষধিতপোমন্ত্রৈর্যাবতীরিহ সিদ্ধয়ঃ।

যোগেনাপ্নোতি তাঃ সর্বা নান্যৈর্যোগগতিং ব্রজেৎ॥ ১১-১৫-৩৪

জগতে জন্ম, ঔষধ, তপস্যা এবং মন্ত্রাদির দ্বারা যত রকম সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়ে থাকে তা সকলই যোগ দ্বারা পাওয়া সম্ভব; কিন্তু যোগের চরম সীমা হল আমার সারূপ্য, সালোক্য আদির প্রাপ্তি এবং আমাতে চিত্ত সংলগ্ন না করলে অন্য কোনো সাধনে তা লাভ হয় না। ১১-১৫-৩৪

সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ।

অহং যোগস্য সাংখ্যস্য ধর্মস্য ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ১১-১৫-৩৫

ব্রহ্মবাদীগণ বহু সাধনের কথাই বলেছেন—যেমন যোগ, সাংখ্য এবং ধর্ম আদি। তাদের এবং সমস্ত সিদ্ধিসকলের আমিই হেতু, আমিই স্বামী এবং আমিই প্রভু। ১১-১৫-৩৫

অহমাত্মান্তরো বাহ্যোঽনাবৃতঃ সর্বদেহিনাম্।
যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা॥ ১১-১৫-৩৬

স্থূল পঞ্চভূতের বাহ্যাভ্যন্তরে সর্বত্র মহাপঞ্চভূত উপস্থিত; তাই সূক্ষ্মভূতসকল ব্যতিরেকে স্থূলভূতসকলের অস্তিত্বই থাকে না। ঠিক সেইভাবেই আমি প্রাণীকুলের অন্তরে দ্রষ্টারূপে এবং বাহিরে দৃশ্যরূপে বর্তমান। আমার মধ্যে বাহ্যাভ্যন্তরের ভেদাভেদ নেই কারণ আমি নিরাবরণ, এক–অদ্বিতীয় আত্মা। ১১-১৫-৩৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥

ষোড়শ অধ্যায়

ভগবানের বিভূতির বর্ণনা

উদ্ধব উবাচ

BANGLADARSHAN.COM

ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদনাদ্যন্তমপাবৃতম্।
সর্বেষামপি ভাবানাং ত্রাণস্থিত্যপ্যয়োদ্ভবঃ॥ ১১-১৬-১
উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্ঞেয়মকৃতাত্মভিঃ।
উপাসতে ত্বাং ভগবন্ যাথাতথ্যেন ব্রাহ্মণাঃ॥ ১১-১৬-২

উদ্ধব বললেন–ভগবন্! আপনিই স্বয়ং পরব্রহ্ম; আপনার আদিও নেই, অন্তও নেই। আপনি আবরণরহিত ও অদ্বিতীয় তত্ত্ব। প্রাণীকুল ও পদার্থসমূহের সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয়ের কারণ একমাত্র আপনিই। উচ্চ-নিম্ন সকল প্রাণীর মধ্যে আপনিই বর্তমান। মন ও ইন্দ্রিয়নিচয়কে বশীভূত করতে অক্ষম ব্যক্তিগণ আপনাকে জানতে পারে না। ব্রহ্মবেত্তা ব্যক্তিগণই আপনার যথোচিত উপাসনা করতে সক্ষম। ১১-১৬-১-২

যেষু যেষু চ ভাবেষু ভক্ত্যা ত্বাং পরমর্ষয়ঃ।
উপাসীনাঃ প্রপদ্যন্তে সংসিদ্ধিং তদ্ বদস্ব মে॥ ১১-১৬-৩

সুমহান ঋষি-মহর্ষিগণ–পরমভক্তি সহযোগে আপনার যে রূপের ও বিভূতির উপাসনা করে সিদ্ধিলাভ করেন তা আমি জানতে ইচ্ছুক। অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন। ১১-১৬-৩

গূঢ়শ্চরসি ভূতাত্মা ভূতানাং ভূতভাবন।
ন ত্বাং পশ্যন্তি ভূতানি পশ্যন্তং মোহিতানি তে॥ ১১-১৬-৪

সমস্ত প্রাণীকুলের জীবনদাতা হে প্রভু। আপনি তো প্রাণীকুলের অন্তরাত্মা। আপনি তাদের মধ্যে গুপ্ত থেকে লীলা করেন। আপনি তো সকলকেই দেখে থাকেন কিন্তু জগতের প্রাণীকুল আপনার মায়ায় এতই মোহিত যে তারা আপনাতে দেখতে পায় না। ১১-১৬-৪

যাঃ কাশ্চ ভূমৌ দিবি বৈ রসায়াং বিভূতয়ো দিক্ষু মহাবিভূতে।
তা মহ্যমাখ্যাহ্যনুভাবিতাস্তে নমামি তে তীর্থপদাঙ্ঘ্রিপদ্মম্॥ ১১-১৬-৫

অচিন্ত্য ঐশ্বর্যসম্পন্ন হে প্রভু! স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে ও দিগ্‌দিগন্তে আপনার প্রভাবে যুক্ত যে বিভূতিসকল বর্তমান আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে তা বলুন। হে প্রভু! আমি আপনার সেই পাদপদ্মযুগলের নিত্য বন্দনা করি যা সমস্ত তীর্থের তীর্থস্বরূপ। ১১-১৬-৫

শ্রীভগবানুবাচ

এবমেতদহং পৃষ্টঃ প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর।
যুযুৎসুনা বিনশনে সপত্নৈরর্জুনেন বৈ॥ ১১-১৬-৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–হে প্রিয় উদ্ধব! তুমি প্রশ্নের মর্মবোধকগণদের মধ্যে শিরোমণি। কুরুক্ষেত্রে কৌরব-পাণ্ডব যুদ্ধকালে অর্জুনও আমাকে একই প্রশ্ন করেছিল। ১১-১৬-৬

জ্ঞাত্বা জ্ঞাতিবধং গর্হ্যমধর্মং রাজ্যহেতুকম্।
ততো নিবৃত্তো হন্তাহং হতোঽয়মিতি লৌকিকঃ॥ ১১-১৬-৭

অর্জুন মনে করেছিল যে আত্মীয়-কুটুম্বদের হত্যা তাও আবার রাজ্যপ্রাপ্তি হেতু, অতি নিন্দনীয় কার্য ও অবশ্যই অধর্ম। সাধারণ ব্যক্তিসম সে ভেবেছিল যে, সে ঘাতক, তার হাতে আত্মীয় কুটুম্বগণ নিহত হবে। এই চিন্তায় শোকাকুল অবসন্ন হয়ে সে যুদ্ধ থেকে উপরতও হয়েছিল। ১১-১৬-৭

স তদা পুরুষব্যাঘ্রো যুক্ত্যা মে প্রতিবোধিতঃ।
অভ্যভাষত মামেবং যথা ত্বাং রণমূর্ধনি॥ ১১-১৬-৮

তখন আমি সেই রণাঙ্গনে বহু যুক্তি দিয়ে সেই বীর শিরোমণি অর্জুনকে উপদেশ দান করেছিলেন। সেই সময় অর্জুনও আমাকে একই প্রশ্ন করেছিল যা তুমি আজ করছ। ১১-১৬-৮

BANGLADARSHAN.COM

অহমাত্মোদ্ধবামীষাং ভূতানাং সুহৃদীশ্বরঃ।
অহং সর্বাণি ভূতানি তেষাং স্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ॥ ১১-১৬-৯

হে উদ্ধব! আমি সমস্ত প্রাণীকুলের আত্মা, হিতৈষী, সুহৃদ এবং ঈশ্বর–নিয়ামক। আমি নিজেই এই সমস্ত প্রাণীকুল ও পদার্থরূপে বর্তমান এবং এদের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়–এর কারণও আমিই। ১১-১৬-৯

অহং গতির্গতিমতাং কালঃ কলয়তামহম্।
গুণানাং চাপ্যহং সাম্যং গুণিন্যৌৎপত্তিকো গুণঃ॥ ১১-১৬-১০

গতিশীল পদার্থে আমি গতি। অধীনস্থকারিগণের মধ্যে আমি কাল। গুণসমূহে আমি তার মূলস্বরূপ সাম্যাবস্থা ও গুণবান পদার্থে আমি তার স্বাভাবিক গুণসকল। ১১-১৬-১০

গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাং চ মহানহম্।
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জয়ানামহং মনঃ॥ ১১-১৬-১১

গুণযুক্ত বস্তুদের মধ্যে আমি ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সূত্রাত্মা এবং মহানদের মধ্যে জ্ঞানশক্তিপ্রধান মহত্তত্ত্ব আমিই। সূক্ষ্ম বস্তুসমূহে আমি জীব এবং যা বশীভূত করা কঠিন সেই মন আমিই। ১১-১৬-১১

হিরণ্যগর্ভো বেদানাং মন্ত্রাণাং প্রণবস্ত্রিবৃৎ।
অক্ষরাণামকারোঽস্মি পদানিচ্ছন্দসামহম্॥ ১১-১৬-১২

আমি বেদসকলের অভিব্যক্তি স্থান হিরণ্যগর্ভ এবং মন্ত্রসকলের মধ্যে ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঁ-কার। আমি অক্ষরসমূহের মধ্যে 'অ'-কার এবং ছন্দোবিশিষ্ট ঋক্‌সমূহের মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র। ১১-১৬-১২

ইন্দ্রোঽহং সর্বদেবানাং বসূনামস্মি হব্যবাট্।
আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ রুদ্রাণাং নীললোহিতঃ॥ ১১-১৬-১৩

দেবতাগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, অষ্ট বসুর মধ্যে অগ্নি, দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু নামক আদিত্য এবং একাদশ রুদ্রের মধ্যে নীললোহিত নামক রুদ্র। ১১-১৬-১৩

ব্রহ্মর্ষীণাং ভৃগুরহং রাজর্ষীণামহং মনুঃ।
দেবর্ষীণাং নারদোঽহং হবির্ধান্যস্মি ধেনুষু॥ ১১-১৬-১৪

আমি ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, রাজর্ষিগণের মধ্যে মনু, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ এবং গাভিগণের মধ্যে কামধেনু। ১১-১৬-১৪

সিদ্ধেশ্বরাণাং কপিলঃ সুপর্ণোঽহং পতৎত্রিণাম্।
প্রজাপতীনাং দক্ষোঽহং পিতৃণামহমর্যমা॥ ১১-১৬-১৫

আমি সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে কপিল মুনি, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, প্রজাপতিগণের মধ্যে দক্ষ প্রজাপতি এবং পিতৃপুরুষদের মধ্যে অর্যমা। ১১-১৬-১৫

মাং বিদ্ধ্যুদ্ধব দৈত্যানাং প্রহ্রাদমসুরেশ্বরম্।
সোমং নক্ষত্রৌষধীনাং ধনেশং যক্ষরক্ষসাম্॥ ১১-১৬-১৬

প্রিয় উদ্ধব! দৈত্যগণের মধ্যে আমি দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ, নক্ষত্রসমূহের মধ্যে চন্দ্র, ঔষধিসকলের মধ্যে সোমরস এবং যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে আমি কুবের। ১১-১৬-১৬

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং যাদসাং বরুণং প্রভুম্।
তপতাং দ্যুমতাং সূর্যং মনুষ্যাণাং চ ভূপতিম্॥ ১১-১৬-১৭

আমি শ্রেষ্ঠ হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবত, জলদেবতাগণের মধ্যে রাজা বরুণ, প্রকাশকগণের মধ্যে আমি তাপ-কিরণশালী সূর্য এবং মনুষ্যগণের মধ্যে নৃপতি। ১১-১৬-১৭

উচ্চৈঃশ্রবাস্তুরঙ্গাণাং ধাতূনামস্মি কাঞ্চনম্।
যমঃ সংযমতাং চাহং সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ১১-১৬-১৮

আমি অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, ধাতুসকলের মধ্যে সুবর্ণ, নিয়ামকগণের মধ্যে মৃত্যুরাজা যম এবং সর্পগণের মধ্যে সর্পরাজ বাসুকি। ১১-১৬-১৮

নাগেন্দ্রাণামনন্তোঽহং মৃগেন্দ্রঃ শৃঙ্গিদংষ্ট্রিণাম্।
আশ্রমাণামহং তুর্যো বর্ণানাং প্রথমোঽনঘ॥ ১১-১৬-১৯

হে পুণ্যশ্লোক উদ্ধব! নাগগণের মধ্যে আমি নাগরাজ অনন্ত, সিং ও কেশরী প্রাণীদের মধ্যে আমি রাজা সিংহ, আশ্রমসকলের মধ্যে সন্ন্যাস এবং বর্ণসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণ। ১১-১৬-১৯

তীর্থানাং স্রোতসাং গঙ্গা সমুদ্রঃ সারসামহম্।
আয়ুধানাং ধনুরহং ত্রিপুরঘ্নো ধনুষ্মতাম্॥ ১১-১৬-২০

আমি তীর্থ এবং নদীসকলের মধ্যে গঙ্গা, জলাশয়সমূহের মধ্যে সাগর, অস্ত্রশস্ত্রসমূহের মধ্যে ধনুক এবং ধনুর্ধরদের মধ্যে ত্রিপুরারি শংকর। ১১-১৬-২০

ধিষ্ণ্যানামস্ম্যহং মেরুর্গহনানাং হিমালয়ঃ।
বনস্পতীনামশ্বত্থ ওষধীনামহং যবঃ॥ ১১-১৬-২১

BANGLADARSHAN.COM

আমি নিবাসস্থান সকলের মধ্যে সুমেরু, দুর্গমস্থান সমূহের মধ্যে হিমালয়, বনস্পতি মহীরুহসকলের মধ্যে অশ্বত্থ এবং শস্যসকলের মধ্যে যব। ১১-১৬-২১

পুরোধসাং বসিষ্ঠোঽহং ব্রহ্মিষ্ঠানাং বৃহস্পতিঃ।
স্কন্দোঽহং সর্বসেনান্যামগ্রণ্যাং ভগবানজঃ॥ ১১-১৬-২২

আমি পুরোহিতকুলের মধ্যে বশিষ্ঠ, বেদবেত্তাগণের মধ্যে দেবগুরু বৃহস্পতি আমিই। আমি সেনানায়কগণের মধ্যে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় এবং সন্মার্গ-প্রবর্তকদের মধ্যে ভগবান ব্রহ্মা। ১১-১৬-২২

যজ্ঞানাং ব্রহ্মযজ্ঞোঽহং ব্রতানামবিহিংসনম্।
বায়্বগ্ন্যর্কাম্বুবাগাত্মা শুচীনামপ্যহং শুচিঃ॥ ১১-১৬-২৩

আমি পঞ্চমহাযজ্ঞসমূহের মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রতসকলের মধ্যে অহিংসাব্রত এবং পরিশোধনকারী পদার্থসমূহের মধ্যে নিত্যশুদ্ধ বায়ু, অগ্নি, সূর্য, জল, বাণী ও আত্মা। ১১-১৬-২৩

যোগানামাত্মসংরোধো মন্ত্রোঽস্মি বিজিগীষতাম্।
আন্বীক্ষিকী কৌশলানাং বিকল্পঃ খ্যাতিবাদিনাম্॥ ১১-১৬-২৪

অষ্টযোগের মধ্যে আমি মন-নিরোধক সমাধি। বিজয় ইচ্ছুক সকলের মধ্যে নিবাসকারী আমি মন্ত্র বল, কৌশলসমূহের মধ্যে আত্মা এবং অনাত্মার বিবেকরূপ কৌশল এবং খ্যাতিবাদীদের মধ্যে বিকল্প। ১১-১৬-২৪

স্ত্রীণাং তু শতরূপাহং পুংসাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
নারায়ণো মুনীনাং চ কুমারো ব্রহ্মচারিণাম্॥ ১১-১৬-২৫

নারীগণের মধ্যে আমি মনুপত্নী শতরূপা, পুরুষগণের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু, মুনীশ্বরগণের মধ্যে নারায়ণ এবং ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে সনৎকুমার। ১১-১৬-২৫

BANGLADARSHAN.COM

ধর্মাণামস্মি সংন্যাসঃ ক্ষেমাণামবহির্মতিঃ।
গুহ্যানাং সূনৃতং মৌনং মিথুনানামজস্ত্বহম্॥ ১১-১৬-২৬

ধর্মে আমি কর্মসন্ন্যাস অথবা এষণাত্রয় ত্যাগদ্বারা প্রাণীসকলের অভয়দানকারী যথার্থ সন্ন্যাস। আমি অভয়ের সকল সাধনের মধ্যে আত্মস্বরূপের অনুসন্ধান। অভিপ্রায় গোপন সাধনসকলের মধ্যে আমি মধুর বচন এবং মৌন, যুগল নারী-পুরুষের মধ্যে প্রজাপতি–যার দেহের দুই অঙ্গ হতে সর্বপ্রথমে নারী-পুরুষ জুটির সৃষ্টি হয়েছিল। ১১-১৬-২৬

সংবৎসরোঽস্ম্যনিমিষামৃতূনাং মধুমাধবৌ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং নক্ষত্রাণাং তথাভিজিৎ॥ ১১-১৬-২৭

আমি সদা সাবধান, সদা জাগ্রতদের মধ্যে সংবৎসররূপ কাল, ষড় ঋতুর মধ্যে পুষ্পাকর বসন্ত। দ্বাদশ মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে অভিজিৎ। ১১-১৬-২৭

অহং যুগানাং চ কৃতং ধীরাণাং দেবলোঽসিতঃ।
দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাং কবীনাং কাব্য আত্মবান্॥ ১১-১৬-২৮

আমি যুগসকলের মধ্যে সত্যযুগ, বিবেচকগণের মধ্যে মহর্ষি দেবল এবং অসিত, ব্যাসসকলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে মনস্বী দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য। ১১-১৬-২৮

বাসুদেবো ভগবতাং ত্বং তু ভাগবতেষ্বহম্।
কিংপুরুষাণাং হনুমান্ বিদ্যাধ্রাণাং সুদর্শনঃ॥ ১১-১৬-২৯

সৃষ্টির উৎপত্তি এবং লয়, প্রাণিগণের জন্ম এবং মৃত্যু ও বিদ্যা-অবিদ্যা অবগত ভগবানদের মধ্যে আমি বাসুদেব। আমার প্রেমী ভক্তকুলের মধ্যে তুমি, কিম্পুরুষদের মধ্যে হনুমান। বিদ্যাধরগণের মধ্যে সুদর্শন সব আমিই। ১১-১৬-২৯

রত্নানাং পদ্মরাগোঽস্মি পদ্মকোশঃ সুপেশসাম্।

কুশোঽস্মি দর্ভজাতীনাং গব্যমাজ্যং হবিঃষ্বহম্॥ ১১-১৬-৩০

আমি রত্নসকলে পদ্মরাগ, সুন্দর বস্তুদের মধ্যে কমল কলি, তৃণসমূহে কুশ এবং হবিষ্যসমূহে গব্যঘৃত। ১১-১৬-৩০

ব্যবসায়িনামহং লক্ষ্মীঃ কিতবানাং ছলগ্রহঃ।

তিতিক্ষাস্মি তিতিক্ষূণাং সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ১১-১৬-৩১

আমি ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিবাসকারী লক্ষ্মী, ছলনাকারীদের মধ্যে অক্ষক্রীড়ারূপ ছল, তিতিক্ষুদের মধ্যে তিতিক্ষা এবং সাত্ত্বিক পুরুষদের মধ্যে সত্ত্বগুণ। ১১-১৬-৩১

ওজঃ সহো বলবতাং কর্মাহং বিদ্ধি সাত্ত্বতাম্।

সাত্ত্বতাং নবমূর্তীনামাদিমূর্তিরহং পরা॥ ১১-১৬-৩২

আমি বলবানদের উৎসাহ ও পরাক্রম এবং ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে ভক্তিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম। বৈষ্ণবদের পূজ্য বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, হয়গ্রীব, বরাহ, নৃসিংহ এবং ব্রহ্মা—এই নয় মূর্তির মধ্যে আমি প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ মূর্তি বাসুদেব। ১১-১৬-৩২

বিশ্বাবসুঃ পূর্বচিত্তির্গন্ধর্বাপ্সরসামহম্।

ভূধরাণামহং স্থৈর্যং গন্ধমাত্রমহং ভুবঃ॥ ১১-১৬-৩৩

আমি গন্ধর্বদের মধ্যে বিশ্বাবসু এবং অপ্সরাদের মধ্যে ব্রহ্মার রাজসভার অপ্সরা পূর্বচিত্তি। আমি পর্বতদের মধ্যে স্থিরতা এবং পৃথিবীতে শুদ্ধ অধিকৃত গন্ধ। ১১-১৬-৩৩

BANGLADARSHAN.COM

অপাং রসশ্চ পরমস্তেজিষ্ঠানাং বিভাবসুঃ।

প্রভা সূর্যেন্দুতারাণাং শব্দোঽহং নভসঃ পরঃ॥ ১১-১৬-৩৪

আমি জলে রস, তেজস্বীগণের মধ্যে পরম তেজস্বী অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র ও তারাদের মধ্যে প্রভা এবং আকাশে তার একমাত্র গুণ শব্দ। ১১-১৬-৩৪

ব্রহ্মণ্যানাং বলিরহং বীরাণামহমর্জুনঃ।

ভূতানাং স্থিতিরুৎপত্তিরহং বৈ প্রতিসঙ্ক্রমঃ॥ ১১-১৬-৩৫

হে উদ্ধব! আমি ব্রাহ্মণ ভক্তগণের মধ্যে বলি, বীরদের মধ্যে অর্জুন ও প্রাণিগণের মধ্যে তাদের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়। ১১-১৬-৩৫

গত্যুক্ত্যুৎসর্গোপাদানমানন্দস্পর্শলক্ষণম্।

আস্বাদশ্রুত্যবঘ্রাণমহং সর্বেন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ম্॥ ১১-১৬-৩৬

আমি পদে চলৎশক্তি, বাণীতে বাক্‌শক্তি, পায়ুতে পায়ুস্খালন শক্তি, হস্তে মুষ্টিবদ্ধ শক্তি এবং জননেন্দ্রিয় আনন্দোভোগ শক্তি। ত্বকে স্পর্শের, নেত্রে দর্শনের, রসনায় স্বাদ গ্রহণের, কর্ণে শ্রবণের এবং নাসিকায় আঘ্রাণ নেওয়ার শক্তিও আমিই। ইন্দ্রিয়সমূহের ইন্দ্রিয়-শক্তি আমিই। ১১-১৬-৩৬

পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্।

বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্॥ ১১-১৬-৩৭

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, অহংকার, মহত্তত্ত্ব, পঞ্চমহাভূত, জীব, অব্যক্ত, প্রকৃতি, সত্ত্ব, রজ, তম এবং তাদের সীমারও বাইরে অবস্থিত ব্রহ্ম—এই সকলই আমি। ১১-১৬-৩৭

অহমেতৎ প্রসংখ্যানং জ্ঞানং তত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ।
মেয়েশ্বরেণ জীবেন গুণেন গুণিনা বিনা।
সর্বাত্মনাপি সর্বেণ ন ভাবো বিদ্যতে ক্বচিৎ॥ ১১-১৬-৩৮

এই তত্ত্বসমূহের গণনা, লক্ষণসকল দ্বারা তার জ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানরূপ তার ফলও আমিই। আমিই ঈশ্বর, আমিই জীব, আমিই গুণ এবং আমিই গুণী। আমিই সকলের আত্মা এবং আমিই সব কিছু। আমি ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ কোথাও নেই। ১১-১৬-৩৮

সংখ্যানং পরমাণূনাং কালেন ক্রিয়তে ময়া।
ন তথা মে বিভূতীনাং সৃজতোহণ্ডানি কোটিশঃ॥ ১১-১৬-৩৯

যদি আমি গণনা করতে আরম্ভ করি তাহলে হয়তো পরমাণুসমূহের গণনাও সম্ভব হতে পারে কিন্তু আমার বিভূতিসমূহের গণনা সম্ভব নয়। কারণ যখন আমার সৃষ্ট কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের গণনাও সম্ভব নয় তখন আমার বিভূতিসমূহের গণনা করা কেমন করে সম্ভব হবে। ১১-১৬-৩৯

তেজঃ শ্রীঃ কীর্তিরৈশ্বর্যং হ্রীস্ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ।
বীর্যং তিতিক্ষা বিজ্ঞানং যত্র যত্র স মেহংশকঃ॥ ১১-১৬-৪০

এই স্মরণ রেখো যে, যাতে তেজ, শ্রী, কীর্তি, ঐশ্বর্য, লজ্জা, ত্যাগ, সৌন্দর্য, সৌভাগ্য, পরাক্রম, তিতিক্ষা এবং বিজ্ঞান আদি শ্রেষ্ঠগুণ আছে তা আমারই অংশ। ১১-১৬-৪০

এতাস্তে কীর্তিতাঃ সর্বাঃ সঙ্ক্ষেপেণ বিভূতয়ঃ।
মনোবিকারা এবৈতে যথা বাচাভিধীয়তে॥ ১১-১৬-৪১

BANGLADARSHAN.COM

হে উদ্ধব! আমি প্রশ্নানুসারে সংক্ষেপে আমার বিভূতিসমূহের বর্ণনা করলাম। এই সকল পরমার্থ –বস্তু নয়, মনোবিকার মাত্র; কারণ মনে ভাবা ও বাণীতে প্রকাশ করা কোনো বস্তুই পরমার্থ হয় না। তাতে একটা কল্পনা থাকেই। ১১-১৬-৪১

বাচং যচ্ছ মনো যচ্ছ প্রাণান্ যচ্ছেন্দ্রিয়াণি চ।
আত্মানমাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেহধ্বনে॥ ১১-১৬-৪২

তাই তুমি বাণীকে স্বচ্ছন্দ বাক্ময়তা থেকে বিরত করো, মনের সংকল্প-বিকল্প ত্যাগ করো। তার জন্য প্রাণবায়ুকে বশীভূত করো এবং ইন্দ্রিয়সকলকে দমন করো। সাত্ত্বিক বুদ্ধি দ্বারা প্রপঞ্চাভিমুখ বুদ্ধিকে শান্ত করো। তাহলে তোমাকে সংসারের জন্ম-মৃত্যুরূপ ক্লেশযুক্ত চক্রে পড়তে হবে না। ১১-১৬-৪২

যো বৈ বাঙ্মানসী সম্যগসংযচ্ছন্ ধিয়া যতিঃ।
তস্য ব্রতং তপো দানং স্রবত্যামঘটাম্বুবৎ॥ ১১-১৬-৪৩

যে সাধক বুদ্ধিদ্বারা বাণী ও মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে না, তার ব্রত, তপ এবং দানও সেই রকম ক্ষীণ হয়ে পড়ে যেমন কাঁচা কলসিতে জল ধরে রাখার বৃথা প্রচেষ্টা। ১১-১৬-৪৩

তস্মান্মনোবচঃপ্রাণান্ নিযচ্ছেন্মৎপরায়ণঃ।
মদ্ভক্তিযুক্তয়া বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে॥ ১১-১৬-৪৪

তাই আমার প্রেমী ভক্তের মৎপরায়ণ হয়ে ভক্তিযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা বাণী, মন এবং প্রাণসকলের সংযম করাই কাম্য। এইরূপ করলে তার আর কিছু করণীয় অবশিষ্ট থাকে না, সে কৃতকৃত্য হয়ে যায়। ১১-১৬-৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে ষোড়শোহধ্যায়ঃ॥

সপ্তদশ অধ্যায়

বর্ণাশ্রম-ধর্ম নিরূপণ

উদ্ধব উবাচ

যস্ত্বয়াভিহিতঃ পূর্বং ধর্মস্ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ।
বর্ণাশ্রমাচারবতাং সর্বেষাং দ্বিপদাপমি॥ ১১-১৭-১
যথানুষ্ঠীয়মানেন ত্বয়ি ভক্তির্নৃণাং ভবেৎ।
স্বধর্মেণারবিন্দাক্ষ তৎ সমাখ্যাতুমর্হসি॥ ১১-১৭-২

উদ্ধব বললেন–হে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ! আপনি প্রথমে বর্ণাশ্রম-ধর্মপালনকারী ব্যক্তিদের ও সাধারণ মানুষের জন্য সেই ধর্মোপদেশ দান করেছেন যাতে আপনার উপর ভক্তিভাব আসে। এইবার আপনি অনুগ্রহ করে বলুন যে মানুষ কীভাবে আপনার শ্রীচরণে ভক্তিপ্রাপ্তি হেতু ধর্মানুষ্ঠান করবে। ১১-১৭-১-২

পুরা কিল মহাবাহো ধর্মং পরমকং প্রভো।
যত্তেন হংসরূপেণ ব্রহ্মণেঽভ্যাত্থ মাধব॥ ১১-১৭-৩

হে প্রভু! হে মহাবাহু মাধব! প্রথমে আপনি হংসরূপে অবতার গ্রহণ করে ব্রহ্মাকে নিজ পরমধর্মের উপদেশ দান করেছিলেন। ১১-১৭-৩

BANGLADARSHAN.COM

স ইদানীং সুমহতা কালেনামিত্রকর্ষণ।
ন প্রায়ো ভবিতা মর্ত্যলোকে প্রাগনুশাসিতঃ॥ ১১-১৭-৪

হে রিপুদমন! কালপ্রবাহে মর্ত্যলোকে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে, কারণ আপনার উপদেশ দানের পর বহু সময় ব্যতীত হয়েছে। ১১-১৭-৪

বক্তা কর্তাবিতা নান্যো ধর্মস্যাচ্যুত তে ভুবি।
সভায়ামপি বৈরিঞ্চ্যাং যত্র মূর্তিধরাঃ কলাঃ॥ ১১-১৭-৫

হে অচ্যুত! পৃথিবীতে এবং ব্রহ্মার সভাতেও যেখানে সম্পূর্ণ বেদ মূর্তিমান হয়ে বিরাজমান, আপনি ছাড়া আর কেউ নেই যে আপনার এই ধর্মের প্রবচন, প্রবর্তন অথবা সংরক্ষণ করতে সক্ষম। ১১-১৭-৫

কর্ত্রাবিত্রা প্রবক্ত্রা চ ভবতা মধুসূদন।
ত্যক্তে মহীতলে দেব বিনষ্টং কঃ প্রবক্ষ্যতি॥ ১১-১৭-৬

আপনিই এই ধর্মের প্রবর্তক, রক্ষক ও উপদেশক। পূর্বে যেমন আপনি মধু দৈত্যকে বধ করে বেদসমূহকে রক্ষা করেছিলেন এইবারও আপনি সেইভাবে নিজ ধর্মকে রক্ষা করুন। হে স্বয়ংসম্পূর্ণ পরামাত্মা! আপনার মর্ত্যলীলা সংবরণ করবার পরই এই ধর্ম অবলুপ্ত হয়ে যাবে। তখন তা কে বলবে? ১১-১৭-৬

তৎ ত্বং নঃ সর্বধর্মজ্ঞ ধর্মস্ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ।
যথা যস্য বিধীয়েত তথা বর্ণয় মে প্রভো॥ ১১-১৭-৭

আপনি সমস্ত ধর্মে মর্মজ্ঞ; তাই হে প্রভু! আপনি সেই ধর্মের বর্ণনা করুন যা আপনার ভক্তি-প্রধান করতে সক্ষম এবং কার পক্ষে কোন্টা প্রযোজ্য তাও বলুন। ১১-১৭-৭

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং স্বভৃত্যমুখ্যেন পৃষ্টঃ স ভগবান্ হরিঃ।

প্রীতঃ ক্ষেমায় মর্ত্যানাং ধর্মানাহ সনাতনান্॥ ১১-১৭-৮

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! যখন ভক্তশিরোমণি উদ্ধব এইরূপ প্রশ্ন করলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতি প্রসন্নচিত্তে প্রাণিগণের কল্যাণ হেতু তাঁকে সনাতন ধর্মের উপদেশ দান করলেন। ১১-১৭-৮

শ্রীভগবানুবাচ

ধর্ম্য এষ তব প্রশ্নো নৈঃশ্রেয়সকরো নৃণাম্।

বর্ণাশ্রমাচারবতাং তমুদ্ধব নিবোধ মে॥ ১১-১৭-৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব! তোমার প্রশ্ন ধর্মময়, কারণ তাতে বর্ণাশ্রমধর্মী মানবকুলের পরম কল্যাণস্বরূপ মোক্ষ লাভ হয়। অতএব আমি তোমাকে সেই ধর্মোপদেশ দান করব। মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো। ১১-১৭-৯

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণা হংস ইতি স্মৃতঃ।

কৃত্যকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ॥ ১১-১৭-১০

এই কল্পারম্ভে সত্যযুগ চলা কালে সমগ্র মানবকুলের একটি মাত্র বর্ণ ছিল—যা হংস বলে পরিচিত ছিল। সেই যুগে লোকেরা জন্মাবধি কৃতকৃত্য নামেও পরিচিতি ছিল। ১১-১৭-১০

বেদঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্মোঽহং বৃষরূপধৃক্।

উপাসতে তপোনিষ্ঠা হংসং মাং মুক্তকিল্বিষাঃ॥ ১১-১৭-১১

সেই সময় প্রণবই বেদ ছিল এবং তপস্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্যরূপ চার চরণযুক্ত আমিই সেই বৃষভরূপধারী ধর্ম ছিলাম। সেই সময় নিষ্কলঙ্ক এবং পরম তপস্বী ভক্তগণ আমাকে হংসস্বরূপ পরমাত্মাজ্ঞানে উপাসনা করত। ১১-১৭-১১

BANGLADARSHAN.COM

ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াৎ ত্রয়ী।

বিদ্যা প্রাদুরভূত্তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ॥ ১১-১৭-১২

পরম ভাগ্যবান উদ্ধব! সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগের আরম্ভ হওয়ার পর আমার হৃদয় থেকে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা ঋক্‌বেদ, সামবেদ এবং যজুর্বেদরূপ ত্রয়ীবিদ্যা প্রকট হল এবং সেই ত্রয়ীবিদ্যা থেকে হোতা, অধ্বর্যু এবং উদ্গাতার কর্মরূপ তিন ভেদযুক্ত যজ্ঞরূপে আমি আবির্ভূত হলাম। ১১-১৭-১২

বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।

বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ॥ ১১-১৭-১৩

বিরাট পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় থেকে ক্ষত্রিয়, জঙ্ঘা থেকে বৈশ্য এবং চরণদ্বয় থেকে শূদ্রর উৎপত্তি হল। তাদের পরিচিতি তাদের স্বভাব ও আচরণ দ্বারা হয়ে থাকে। ১১-১৭-১৩

গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্যং হৃদো মম।

বক্ষঃস্থানাদ্ বনে বাসো ন্যাসঃ শিরসি সংস্থিতঃ॥ ১১-১৭-১৪

হে উদ্ধব! বিরাট্ পুরুষও আমিই। তাই আমারই ঊরু থেকে গৃহস্থাশ্রম, হৃদয় থেকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বক্ষঃস্থল থেকে বানপ্রস্থাশ্রম এবং মস্তক থেকে সন্ন্যাসাশ্রমসমূহের উৎপত্তি হয়েছে। ১১-১৭-১৪

বর্ণানামাশ্রমাণাং চ জন্মভূম্যনুসারিণীঃ।

আসন্ প্রকৃতয়ো নৃণাং নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমাঃ॥ ১১-১৭-১৫

এই বর্ণ এবং আশ্রম-পুরুষদের স্বভাবও তাদের জন্মস্থানের অনুরূপ উত্তম, মধ্যম এবং অধম হল অর্থাৎ উত্তম স্থান থেকে উৎপন্ন পুরুষের বর্ণ এবং আশ্রমসমূহের স্বভাব উত্তম এবং অধম স্থান থেকে উৎপন্ন পুরুষের স্বভাব হল অধম। ১১-১৭-১৫

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবম্।
মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥ ১১-১৭-১৬

শম, দম, তপস্যা, পবিত্রতা, সন্তোষ, ক্ষমাপরায়ণতা, সহজ প্রকৃতি, আমার প্রতি ভক্তি ধারণ, দয়া এবং সত্য –এই সকল হল ব্রাহ্মণ বর্ণের স্বভাব। ১১-১৭-১৬

তেজো বলং ধৃতিঃ শৌর্যং তিতিক্ষৌদার্যমুদ্যমঃ।
স্থৈর্যং ব্রহ্মণ্যমৈশ্বর্যং ক্ষত্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥ ১১-১৭-১৭

তেজ, বল, ধৈর্য, শৌর্য, সহিষ্ণুতা, উদারতা, উদ্যমশীলতা, স্থৈর্য, ব্রাহ্মণ-ভক্তি এবং ঐশ্বর্য –এই সকল ক্ষত্রিয় বর্ণের স্বভাব। ১১-১৭-১৭

আস্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ অদম্ভো ব্রহ্মসেবনম্।
অতুষ্টিরর্থোপচয়ৈর্বৈশ্যপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥ ১১-১৭-১৮

আস্তিকতা, দানশীলতা, দম্ভরাহিত্য, ব্রাহ্মণসেবা, এবং ধনসঞ্চয়ে কখনো সন্তুষ্ট না হওয়া –এই সকল বৈশ্য বর্ণের স্বভাব। ১১-১৭-১৮

শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাং চাপ্যমায়য়া।
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥ ১১-১৭-১৯

ব্রাহ্মণ, ধেনু এবং দেবতাদের অকপটচিত্তে সেবা করা এবং তাদের সেবার দ্বারা যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকা –এটি শূদ্র বর্ণের স্বভাব। ১১-১৭-১৯

BANGLADARSHAN.COM

অশৌচমনৃতং স্তেয়ং নাস্তিক্যং শুষ্কবিগ্রহঃ।
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ স্বভাবোঽন্ত্যাবসায়িনাম্॥ ১১-১৭-২০

অপবিত্রতা, মিথ্যাচারিতা, চৌর্য, ঈশ্বর ও পরলোকের অস্বীকৃতি, অনর্থক বিবাদে লিপ্ত হওয়া এবং কাম, ক্রোধ ও তৃষ্ণার বশীভূত থাকা –এই সকল অন্ত্যজদের স্বভাব। ১১-১৭-২০

অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা।
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্মোঽয়ং সার্ববর্ণিকঃ॥ ১১-১৭-২১

হে উদ্ধব! চতুর্বিধ বর্ণ ও আশ্রমসমূহের জন্য সাধারণ ধর্ম এইরূপ–মন, বাণী ও শরীর দ্বারা হিংসা না করা, সত্যে অধিষ্ঠিত থাকা, চৌর্য রাহিত্য, কাম, ক্রোধ, লোভ থেকে বিরত থাকা এবং যে কার্যসমূহে সমস্ত প্রাণীকুলের প্রসন্নতা হয় এবং তাদের মঙ্গল হয়, তাই করা। ১১-১৭-২১

দ্বিতীয়ং প্রাপ্যানুপূর্ব্যাজ্জন্মোপনয়নং দ্বিজঃ।
বসন্ গুরুকুলে দান্তো ব্রহ্মাধীয়ীত চাহুতঃ॥ ১১-১৭-২২

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসকল গর্ভাদান সংস্কারাদি উত্তরণ করে যজ্ঞোপবীত সংস্কাররূপে দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে গুরুকুলে নিবাস করবে ও ইন্দ্রিয়সমূহকে বশে রাখার প্রয়াসে একনিষ্ঠ হবে। আচার্যের নির্দেশ অনুসারে বেদ অধ্যয়ন করবে এবং তার অর্থ বিচার করবে। ১১-১৭-২২

মেখলাজিনদণ্ডাক্ষব্রহ্মসূত্রকমণ্ডলূন্।
জটিলোঽধৌতদদ্বাসোঽরক্তপীঠঃ কুশান্ দধৎ॥ ১১-১৭-২৩

মেখলা, মৃগচর্ম, বর্ণানুসারে দণ্ড, রুদ্রাক্ষ মালা, যজ্ঞোপবীত এবং কমণ্ডলু ধারণ করবে। মস্তক জটা শোভিত হবে। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দন্ত ও বস্ত্র ধোয়া থেকে বিরত থাকবে। রংবাহারি আসন ব্যবহার করবে না এবং কুশ ধারণ করবে। ১১-১৭-২৩

স্নানভোজনহোমেষু জপোচ্চারে চ বাগ্‌যতঃ।

ন চ্ছিন্দ্যান্নখরোমাণি কক্ষোপস্থগতান্যপি॥ ১১-১৭-২৪

স্নান, আহার, যজ্ঞ, জপ এবং মল-মূত্র ত্যাগ কালে মৌন থাকবে। কক্ষ ও গুপ্তেন্দ্রিয়ের কেশ ও নখ ছেদন করবে না কখনো। ১১-১৭-২৪

রেতো নাবকিরেজ্জাতু ব্রহ্মব্রতধরঃ স্বয়ম্।

অবকীর্ণেঽবগাহ্যাপ্সু যতাসুস্ত্রিপদীং জপেৎ॥ ১১-১৭-২৫

পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করবে। স্বয়ং বীর্য মোচন থেকে বিরত থাকবে। স্বপ্নাদিতে যদি বীর্য মোচন হয়ে যায় তখন জলে স্নান করে প্রাণায়াম করবে এবং গায়ত্রী জপ করবে। ১১-১৭-২৫

অগ্ন্যর্কাচার্যগোবিপ্রগুরুবৃদ্ধসুরাঞ্ছুচিঃ।

সমাহিত উপাসীত সন্ধ্যে চ যতবাগ্ জপন্॥ ১১-১৭-২৬

ব্রহ্মচারী পবিত্রতা ধারণ করে একাগ্রচিত্তে অগ্নি, সূর্য, আচার্য, ধেনু, ব্রাহ্মণ, গুরু, বয়োবৃদ্ধ এবং দেবতা সকলের উপাসনায় নিত্যযুক্ত থাকবে এবং নিত্য প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল দুবেলাই মৌন ধারণ করে সন্ধ্যাউপাসনা করবে ও গায়ত্রী জপ করবে। ১১-১৭-২৬

আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।

ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥ ১১-১৭-২৭

আচার্যকে আমার স্বরূপ জ্ঞান করবে; কখনো তাঁকে তিরস্কার করবে না। তাঁকে সাধারণ মানব জ্ঞানে দোষদৃষ্টি রাখা অনুচিত কারণ তিনি সর্বদেবতাময় হয়ে থাকেন। ১১-১৭-২৭

সায়ং প্রাতরুপানীয় ভৈক্ষ্যং তস্মৈ নিবেদয়েৎ।

যচ্চান্যদপ্যনুজ্ঞাতমুপযুঞ্জীত সংযতঃ॥ ১১-১৭-২৮

BANGLADARSHAN.COM

সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল দুবেলাই ভিক্ষালব্ধ বস্তুসকল গুরুদেবকে অর্পণ করা উচিত; কেবল খাদ্যবস্তু নয়, সব কিছুই অর্পণ করবে। তারপর তাঁর আজ্ঞানুসারে অতি সংযম সহকারে ভিক্ষালব্ধ বস্তুসকলের যথোচিত ব্যবহার করা উচিত। ১১-১৭-২৮

শুশ্রূষমাণ আচার্যং সদোপাসীত নীচবৎ।

যানশয্যাসনস্থানৈর্নাতিদূরে কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১১-১৭-২৯

আচার্যের গমন কালে তাঁকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। তিনি নিদ্রিত হয়ে গেলে অতি সাবধানে তাঁর থেকে দূরত্ব রেখে শয়ন করা উচিত। তিনি শ্রান্ত হলে পদতলে বসে তাঁর চরণসেবা করা কর্তব্য। যদি তিনি বসে থাকেন তাহলে তাঁর কাছে জোড়হস্তে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়া থাকা দরকার। এইভাবে অতি দীন ভাবে রেখে সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা সর্বদা আচার্যের আদেশ পালন করা উচিত। ১১-১৭-২৯

এবংবৃত্তো গুরুকুলে বসেদ্ ভোগবিবর্জিতঃ।

বিদ্যা সমাপ্যতে যাবদ্ বিভ্রদ্ ব্রতমখণ্ডিতম্॥ ১১-১৭-৩০

যতদিন না বিদ্যা অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয় ততদিন পর্যন্ত ভোগসকল থেকে দূরে থেকে গুরুকুলে নিবাস করা প্রয়োজন; সাবধান থাকা উচিত যেন ব্রহ্মচর্যব্রত খণ্ডিত না হয়। ১১-১৭-৩০

যদ্যসৌ ছন্দসাং লোকমারোক্ষ্যন্ ব্রহ্মবিষ্টপম্।

গুরবে বিন্যসেদ্ দেহং স্বাধ্যায়ার্থং বৃহদ্‌ব্রতঃ॥ ১১-১৭-৩১

যদি ব্রহ্মচারী মূর্তিমান বেদসমূহের নিবাসস্থান ব্রহ্মলোকে গমন করবার বাসনা রাখে তবে সে আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করবে এবং বেদসমূহের স্বাধ্যায় হেতু নিজ সম্পূর্ণ জীবন আচার্যের সেবায় সমর্পণ করবে। ১১-১৭-৩১

অগ্নৌ গুরাবাত্মনি চ সর্বভূতেষু মাং পরম্।

অপৃথগ্ধীরুপাসীত ব্রহ্মবর্চস্ব্যকল্মষঃ॥ ১১-১৭-৩২

এইরূপ ব্রহ্মচারী যথার্থত ব্রহ্মতেজসম্পন্ন হওয়ার ফলে তার সমস্ত পাপ স্খালন হয়ে যায়। সে অগ্নি, গুরু, নিজ শরীর এবং সমস্ত প্রাণীকুলের মধ্যে আমাকে প্রত্যক্ষ করে উপাসনা করে এবং সে এই ভাব ধারণ করে যে আমার ও সকলের হৃদয়ে একই পরমাত্মা বিরাজমান। ১১-১৭-৩২

স্ত্রীণাং নিরীক্ষণস্পর্শসংলাপক্ষ্বেলনাদিকম্।
প্রাণিনো মিথুনীভূতানগৃহস্থোঽগ্রতস্ত্যজেৎ॥ ১১-১৭-৩৩

ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী সকলের নারীদের দর্শন, স্পর্শন, তাদের সঙ্গে আলাপন, হাস্য-কৌতুক আদি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। তারা মৈথুনরত প্রাণিগণের দিকে দৃষ্টিদান থেকে বিরত থাকবে। ১১-১৭-৩৩

শৌচমাচমনং স্নানং সন্ধ্যোপাসনমার্জবম্।
তীর্থসেবা জপোঽস্পৃশ্যাভক্ষ্যাসংভাষ্যবর্জনম্॥ ১১-১৭-৩৪
সর্বাশ্রমপ্রযুক্তোঽয়ং নিয়মঃ কুলনন্দন।
মদ্ভাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্কায়সংযমঃ॥ ১১-১৭-৩৫

হে প্রিয় উদ্ধব! শৌচ, আচমন, স্নান, সন্ধ্যা উপাসনা, সরলতা ধারণ, তীর্থসেবন, জপ, জগতের প্রাণীদের মধ্যে আমাকে দেখা, মন-বাণী-শরীরসমূহের সংযম রাখা—এই সকল নিয়ম ব্রহ্মচারী, গৃহস্থী, বানপ্রস্থাশ্রমী ও সন্ন্যাসীসকলের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য হয়। অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকা, অভক্ষ্য ভক্ষণ না করা, বাক্‌সংযম রাখা—এই নিয়ম সকলও সকলের জন্যই প্রযোজ্য। ১১-১৭-৩৪-৩৫

এবং বৃহদ্‌ ব্রতধরো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্‌।
মদ্ভক্তস্তীব্রতপসা দগ্ধকর্মাশয়োঽমলঃ॥ ১১-১৭-৩৬

BANGLADARSHAN.COM

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ এই সকল নিয়ম পালন করে অগ্নিসম তেজ অর্জন করে। তার কর্মসংস্কার তীব্র তপস্যার প্রভাবে ভস্ম হয়ে যায়, অন্তঃকরণে বিশুদ্ধি আসে। সে আমাকে লাভ করে ভক্ত বলে পরিচিত হয়। ১১-১৭-৩৬

অথানন্তরমাবেক্ষ্যন্‌ যথা জিজ্ঞাসিতাগমঃ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা স্নায়াদ্‌ গুর্বনুমোদিতঃ॥ ১১-১৭-৩৭

প্রিয় উদ্ধব! নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যাশ্রমে না থেকে যদি কেউ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক হয় তাহলে সে বিধিপূর্বক বেদাধ্যয়ন সুসম্পন্ন করে আচার্যকে দক্ষিণাদানান্তে সমাবর্তন সংস্কারের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা রাখবে ও অনুমতি নিয়ে স্নাতকরূপে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ত্যাগ করবে। ১১-১৭-৩৭

গৃহং বনং বোপবিশেৎ প্রব্রজেদ্‌ বা দ্বিজোত্তমঃ।
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নান্যথা মৎপরশ্চরেৎ॥ ১১-১৭-৩৮

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পর ব্রহ্মচারী গৃহস্থ অথবা বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী সন্ন্যাস গ্রহণও করতে পারে। কিন্তু আশ্রম পরিবর্তন ক্রম অনুসারে হওয়াই ভালো। আমার অনুগত ভক্ত কোনো আশ্রম অবলম্বন না করে অথবা বিপরীতক্রম অনুসরণ করে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হবে না। ১১-১৭-৩৮

গৃহার্থী সদৃশীং ভার্যামুদ্বহেদজুগুপ্সিতাম্।
যবীয়সীং তু বয়সা যাং সবর্ণামনুক্রমাৎ॥ ১১-১৭-৩৯

হে প্রিয় উদ্ধব! ব্রহ্মচর্যাশ্রম ত্যাগ করে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশেচ্ছুক ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিজ অনুরূপ এবং শাস্ত্রিক্ত লক্ষণযুক্ত সম্পন্ন কুলীন কন্যার সঙ্গে বিবাহ করাই শ্রেয়। এই অবস্থায় কন্যা বয়সে কনিষ্ঠ এবং নিজ বর্ণের হওয়া উচিত। যদি আসক্তিবশত অন্য বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করবার প্রশ্ন জাগে তাহলে ক্রমশ নিজ বর্ণ থেকে নিম্ন বর্ণের কন্যার সঙ্গে বিবাহ করতে পারে। ১১-১৭-৩৯

ইজ্যাধ্যয়নদানানি সর্বেষাং চ দ্বিজন্মনাম্।

প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনং চ ব্রাহ্মণস্যৈব যাজনম্॥ ১১-১৭-৪০

যাগ-যজ্ঞাদি, অধ্যয়ন এবং দান করবার অধিকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সকলের সমানভাবে আছে। কিন্তু দান গ্রহণ, শিক্ষাদান এবং যজ্ঞ সম্পাদন করবার অধিকার কেবক ব্রাহ্মণদেরই আছে। ১১-১৭-৪০

প্রতিগ্রহং মন্যমানস্তপস্তেজোযশোনুদম্।

অন্যাভ্যামেব জীবেত শিলৈর্বা দোষদৃক্ তয়োঃ॥ ১১-১৭-৪১

এই তিন বৃত্তির মধ্যে প্রতিগ্রহণকে অর্থাৎ দান নেওয়া বৃত্তিকে যদি ব্রাহ্মণের তপস্যা, তেজ ও যশ বিনাশকারী বলে মনে হয় তাহলে শিক্ষা দান ও যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারাই জীবন ধারণ করা তার পক্ষে শ্রেয়। যদি অন্য দুই বৃত্তিতেও দোষদৃষ্টি হয় অর্থাৎ পরান্ন গ্রহণ, দৈন্য আদি দোষ মনে হয়, তাহলে শস্য উৎপাদনের পর মাটিতে পড়ে থাকা অন্ন সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করাই শ্রেয়। ১১-১৭-৪১

ব্রাহ্মণস্য হি দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে।

কৃচ্ছ্রায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায় চ॥ ১১-১৭-৪২

হে উদ্ধব! ব্রাহ্মণ-শরীর প্রাপ্তি যথার্থই দুর্লভ ঘটনা। তা তুচ্ছ বিষয় ভোগের জন্য কখনো নয়। তার এই বর্ণপ্রাপ্তি আজীবন কৃচ্ছ্রসাধন, তপস্যা ও অন্তে অনন্ত আনন্দস্বরূপ মোক্ষপ্রাপ্তির জন্যই হয়ে থাকে। ১১-১৭-৪২

শিলোঞ্ছবৃত্ত্যা পরিতুষ্টচিত্তো ধর্মং মহান্তং বিরজং জুষাণঃ।

ময্যর্পিতাত্মা গৃহ এব তিষ্ঠন্নাতিপ্রসক্তঃ সমুপৈতি শান্তিম্॥ ১১-১৭-৪৩

যে ব্রাহ্মণ স্বগৃহে নিজ মহান ধর্ম নিষ্কাম ও উৎকৃষ্টভাবে পালন করে এবং মাঠ-ঘাট-বাজারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আহার্য বস্তু আহরণ করে ক্ষুন্নিবারণ করে ও নিজ শরীর, প্রাণ, অন্তঃকরণ এবং আত্মা আমাকে সমর্পণ করে আর আসক্তি থেকে দূরে থাকে, সে সন্ন্যাস না নিলেও পরমশান্তিস্বরূপ আমার পরমপদ প্রাপ্ত করে থাকে। ১১-১৭-৪৩

BANGLADARSHAN.COM

সমুদ্ধরন্তি যে বিপ্রং সীদন্তং মৎপরায়ণম্।

তানুদ্ধরিষ্যে নচিরাদাপদ্ভ্যো নৌরিবার্ণবাৎ॥ ১১-১৭-৪৪

যারা দুর্বিপাকে বিপদগ্রস্ত আমার ভক্ত ব্রাহ্মণকে রক্ষা করে তাদের আমি সমুদ্রে ডুবন্ত প্রাণীকে নৌকাবৎ সমস্ত বিপদ থেকে অনতিবিলম্বে রক্ষা করে থাকি। ১১-১৭-৪৪

সর্বাঃ সমুদ্ধরেদ্ রাজা পিতেব ব্যসনাৎ প্রজাঃ।

আত্মানমাত্মনা ধীরো যথা গজপতির্গজান্॥ ১১-১৭-৪৫

রাজার কর্তব্য প্রজাকুলকে পিতৃসম প্রতিপালন করা ও তাদের সমস্ত দুঃখকষ্ট বিপদ নিবারণ করা; যেমন গজরাজ গজকুলকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করে। এবং ধৈর্য ধারণ করে নিজ উদ্ধারে প্রয়াসী হবে। ১১-১৭-৪৫

এবংবিধো নরপতির্বিমানেনার্কবর্চসা।

বিধূয়েহাশুভং কৃৎস্নমিন্দ্রেণ সহ মোদতে॥ ১১-১৭-৪৬

প্রজাবৎসল এইরূপ রাজা অন্তে সমস্ত পাপ-মুক্ত হয়ে সূর্যসম তেজস্বী বিমানে আরোহণ করে স্বর্গারোহণ করে এবং ইন্দ্রের সঙ্গে বাস করে সুখ ভোগ করে থাকে। ১১-১৭-৪৬

সীদন্ বিপ্রো বণিগ্‌বৃত্ত্যা পণ্যৈরেবাপদং তরেৎ।

খড়্গেন বাপদাক্রান্তো ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন॥ ১১-১৭-৪৭

অধ্যাপনা ও যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহে অক্ষম ব্রাহ্মণ বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করে বিপন্মুক্তি পর্যন্ত তাতে যুক্ত থাকতে পারে। যদি বিপদ অতি ভয়ানক আকার ধারণ করে তখন তরবারি ধারণ করে ক্ষত্রিয়বৃত্তি দ্বারা নিজেকে রক্ষা করবে; কিন্তু কখনো হীনদের সেবায় যুক্ত হবে না অর্থাৎ 'শ্বানবৃত্তি' গ্রহণ করবে না। ১১-১৭-৪৭

বৈশ্যবৃত্ত্যা তু রাজন্যো জীবেন্মৃগয়য়াঽঽপদি।
চরেদ্ বা বিপ্ররূপেণ ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন॥ ১১-১৭-৪৮

অনুরূপ অবস্থাতে প্রজাপালনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহে অক্ষম ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করে তাতে যুক্ত হতে পারে। বিপদ ভয়ানক আকার ধারণ করলে শিকার করে অথবা অধ্যাপনা করে বিপদ প্রতিহত করবে কিন্তু হীনদের সেবায় যুক্ত হওয়া অর্থাৎ 'শ্বানবৃত্তি' গ্রহণ করবে না। ১১-১৭-৪৮

শূদ্রবৃত্তিং ভজেদ্ বৈশ্যঃ শূদ্রঃ কারুকটক্রিয়াম্।
কৃচ্ছ্রান্মুক্তো ন গর্হ্যেণ বৃত্তিং লিপ্সেত কর্মণা॥ ১১-১৭-৪৯

বিপৎকালে বৈশ্য শূদ্র অর্থাৎ সেবার দ্বারা জীবন নির্বাহ করবে এবং শূদ্র মাদুর বোনা অর্থাৎ কারুবৃত্তি গ্রহণ করবে। কিন্তু হে উদ্ধব! এই সকলই বিপৎকালের জন্যই প্রযোজ্য। বিপদ কেটে গেলে নিম্ন বর্ণবৃত্তি দ্বারা জীবিকাপার্জন করবার লোভ সংবরণ করাই উচিত। ১১-১৭-৪৯

বেদাধ্যায়স্বধাস্বাহাবল্যন্নাদ্যৈর্যথোদয়ম্।
দেবর্ষিপিতৃভূতানি মদ্রূপাণ্যন্বহং যজেৎ॥ ১১-১৭-৫০

গৃহস্থ ব্যক্তি বেদাধ্যয়নরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণরূপ পিতৃযজ্ঞ, হবনরূপ দেবযজ্ঞ, কাকবলি আদি ভূতযজ্ঞ এবং অন্নদানরূপ অতিথিযজ্ঞ আদি দ্বারা আমার স্বরূপভূত ঋষি, দেবতা, পিতৃপুরুষ, মানুষ এবং অন্য প্রাণীদের যথাশক্তি প্রতিদিন পূজায় যুক্ত থাকবে। ১১-১৭-৫০

যদৃচ্ছয়োপপন্নে শুক্লেনোপার্জিতেন বা।
ধনেনাপীড়য়ন্ ভৃত্যান্ ন্যায়েনৈবাহরেৎ ক্রতূন্॥ ১১-১৭-৫১

গৃহস্থ ব্যক্তি অনায়াস লব্ধ অথবা শাস্ত্রোক্ত রীতিতে উপার্জিত বিশুদ্ধ ধনদ্বারা ভৃত্য, আশ্রিত প্রজাগণকে কোনো রকম কষ্ট না দিয়ে ন্যায় ও বিধি সহকারে যজ্ঞে যুক্ত থাকবে। ১১-১৭-৫১

কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্ব্যপি।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥ ১১-১৭-৫২

হে উদ্ধব! গৃহস্থ ব্যক্তি কুটুম্বে আসক্ত হবে না। কুটুম্ব বড় হলেও ভজনে প্রমাদ আনবে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি জেনে রাখবে যে যেমন ইহলোকের বস্তুসকল বিনাশশীল ঠিক সেইভাবেই পরলোকের ভোগও নশ্বরই। ১১-১৭-৫২

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥ ১১-১৭-৫৩

এই যে স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন এবং গুরুজনদের সঙ্গে পরিচিতি সেটা যেন কোনো পান্থশালায় যাত্রীদের একত্র হওয়ার ন্যায়। সকলেই যে যার রাস্তায় চলে যাবে। যেমন স্বপ্নের মেয়াদ নিদ্রাবস্থার শেষ পর্যন্তই, তেমনভাবে পরিচিত লোকেদের সঙ্গে সম্বন্ধ শরীর ধারণ পর্যন্তই নির্দিষ্ট; তারপর কার খবর কে রাখে? ১১-১৭-৫৩

ইত্থং পরিমৃশন্মুক্তো গৃহেষ্বতিথিবদ্ বসন্।
ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্মমো নিরহঙ্কৃতঃ॥ ১১-১৭-৫৪

গৃহস্থ এইরূপ জ্ঞানে জাগ্রত থাকবে এবং কখনো আসক্ত হয়ে পড়বে না। নিজেকে অতিথি জেনে অনাসক্ত ভাবে থাকবে। দেহাদিতে অহংকার এবং বিষয়ে মমতা ত্যাগ করতে পারলেই গৃহস্থাশ্রমের ফাঁদে পড়তে হবে না। ১১-১৭-৫৪

BANGLADARSHAN.COM

কর্মভির্গৃহমেধীয়ৈরিষ্ট্বা মামেব ভক্তিমান্।

তিষ্ঠেদ্ বনং বোপবিশেৎ প্রজাবান্ বা পরিব্রজেৎ॥ ১১-১৭-৫৫

ভক্তিমান ব্যক্তি গৃহস্থোচিত শাস্ত্রোক্ত কর্মদ্বারা আমার আরাধনায় যুক্ত থেকে গৃহেই অবস্থান করবে; অথবা যদি পুত্রবান হয় তাহলে বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করবে বা সন্ন্যাস আশ্রম স্বীকার করে নেবে। ১১-১৭-৫৫

যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।

স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে॥ ১১-১৭-৫৬

হে উদ্ধব! যারা এইভাবে গৃহস্থাশ্রমে না থেকে তাতে আসক্ত হয়ে পড়ে, তারা স্ত্রী-পুত্র সম্পদের কামনায় আসক্ত হয়ে খেদোক্তি করতে থাকে এবং নির্বুদ্ধিতা হেতু স্ত্রীলম্পট এবং কৃপণ হয়ে 'আমি-আমার' আবর্তে পড়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ১১-১৭-৫৬

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।

অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥ ১১-১৭-৫৭

তারা সকাতরে ভাবতে বসে, আমার মা-বাবা তো বুড়ো হয়ে গেল; সন্তানেরা এখনও মানুষ হল না, আমি না থাকলে এরা সকলে দীন অনাথ ও দুঃখী হয়ে যাবে; তাহলে এদের জীবন কেমন করে চলবে? ১১-১৭-৫৭

এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।

অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ॥ ১১-১৭-৫৮

সাংসারিক বাসনায় বিক্ষিপ্তচিত্ত মূঢ়বুদ্ধি মানুষ বিষয়ভোগে কখনো তৃপ্ত হয় না। কামনায় নিত্য যুক্ত থেকে সে তার অমূল্য খোয়ায় আর মৃত্যুর পরও ঘোর তমোময় নরকে পতিত হয়। ১১-১৭-৫৮

BANGLADARSHAN.COM

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াকেমাদশস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসীর ধর্ম

শ্রীভগবানুবাচ

বনং বিবিক্ষুঃ পুত্রেষু ভার্যাং ন্যস্য সহৈব বা।

বন এব বসেচ্ছান্তস্তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ॥ ১১-১৮-১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব! বাণপ্রস্থাশ্রমে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ দয়িতাকে পুত্রদের হস্তে অর্পণ করবে অথবা নিজের সঙ্গেই নিয়ে যাবে এবং জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে বাস করে কাটাবে। ১১-১৮-১

কন্দমূলফলৈর্বন্যৈর্মেধ্যৈর্বৃত্তিং প্রকল্পয়েৎ।

বসীত বল্কলং বাসস্তৃণপর্ণাজিনানি চ॥ ১১-১৮-২

বনের পবিত্র কন্দ-মূল ও ফলাদি গ্রহণ করে সে ক্ষুন্নিবারণ করবে। বস্ত্রের স্থানে বৃক্ষের বল্কল ব্যবহার করবে অথবা ঘাস-পাতা বা মৃগচর্ম ধারণ করবে। ১১-১৮-২

কেশরোমনখশ্মশ্রুমলানি বিভৃয়াদ্ দতঃ।

না ধাবেদপ্সু মজ্জেত ত্রিকালং স্থণ্ডিলেশয়ঃ॥ ১১-১৮-৩

কেশ, রোম, গুম্ফ-শ্মশ্রু আদি দেহ মল অপসারণে ও দাঁতন ব্যবহারে বিরত থাকবে। জলে প্রবেশ করে ত্রিকাল স্নান করবে এবং ভূমিশয্যায় সন্তুষ্ট থাকবে। ১১-১৮-৩

গ্রীষ্মে তপ্যেত পঞ্চাগ্নীন্ বর্ষাস্বাসারষাড় জলে।

আকণ্ঠমগ্নঃ শিশিরে এবংবৃত্তস্তপশ্চরেৎ॥ ১১-১৮-৪

এই বানপ্রস্থাশ্রম তপস্যার জন্য নির্দিষ্ট। গ্রীষ্মে পঞ্চতপা, বর্ষায় উন্মুক্ত আকাশের তলায় জলে ভেজা, শীতে গলা জলে ডুবে থাকা –সবই তপস্যারই অঙ্গ। ১১-১৮-৪

অগ্নিপক্বং সমশ্নীয়াৎ কালপক্বমথাপি বা।

উলূখলাশ্মকুট্টো বা দন্তোলূখল এব বা॥ ১১-১৮-৫

কন্দ-মূল সেবন শুধুমাত্র অগ্নি দগ্ধ করে গ্রহণ করবে; অথবা সময়ানুসারে সুপক্ক ফল গ্রহণ করা যেতে পারে। কন্দ-মূল পাথরে বা শিলে খণ্ডিত করা অথবা দন্ত দ্বারা চর্বণ করে গ্রহণ করা বিধেয়। ১১-১৮-৫

স্বয়ং সংচিনুয়াৎ সর্বমাত্মনো বৃত্তিকারণম্।

দেশকালবলাভিজ্ঞো নাদদীতান্যদাহৃতম্॥ ১১-১৮-৬

বানপ্রস্থাশ্রমীর জানা উচিত যে কোন্ বস্তু কখন কোথা থেকে আনা যায় ও কোন্ বস্তু তার নিজের পক্ষে অনুকূল; জীবন নির্বাহ হেতু সে নিজেই কন্দ-মূল-ফল আদি জোগাড় করবে। তাতে তাকে দেশ-কাল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আনা ও অন্য সময়ের জন্য সঞ্চিত বস্তু গ্রহণ করতে হবে না। ১১-১৮-৬

BANGLADARSHAN.COM

বন্যৈশ্চরুপুরোডাশৈর্নিবপেৎ কালচোদিতান্।

ন তু শ্রৌতেন পশুনা মাং যজেত বনাশ্রমী॥ ১১-১৮-৭

বনজ শস্য আহরণ দ্বারাই সে 'চরু-পুরোডাশ' আদি প্রস্তুত করবে এবং তা ব্যবহার করেই সময়োচিত বেদবিহিত কর্ম সম্পাদন করবে। বানপ্রস্থাশ্রমী হয়ে গেলে বেদবিহিত পশুসকল দ্বারা আমার যজন করবে না। ১১-১৮-৭

অগ্নিহোত্রং চ দর্শশ্চ পূর্ণমাসশ্চ পূর্ববৎ।

চাতুর্মাস্যানি চ মুনেরাম্নাতানি চ নৈগমৈঃ॥ ১১-১৮-৮

বেদবেত্তাগণ বানপ্রস্থাশ্রমীর জন্য অগ্নিহোত্র, পৌর্ণমাসী এবং চাতুর্মাস্য আদির বিধান গৃহস্থবৎই দিয়েছেন। ১১-১৮-৮

এবং চীর্ণেন তপসা মুনির্ধমনিসন্ততঃ।

মাং তপোময়মারাধ্য ঋষিলোকাদুপৈতি মাম্॥ ১১-১৮-৯

এইভাবে কঠোর তপস্যা করতে করতে বানপ্রস্থাশ্রমীর দেহ শুষ্ক হয়ে যায় ও তার শিরাসকল দেখা যেতে শুরু করে। সে এইরূপ তপস্যা দ্বারা আমার আরাধনা করে প্রথমে ঋষিলোকে যায় এবং সেখান থেকে আমার কাছে আসে কারণ তপস্যাই আমার স্বরূপ। ১১-১৮-৯

যস্ত্বেতৎ কৃচ্ছ্রতশ্চীর্ণং তপো নিঃশ্রেয়সং মহৎ।

কামায়াল্পীয়সে যুঞ্জ্যাদ্ বালিশঃ কোঽপরস্ততঃ॥ ১১-১৮-১০

হে প্রিয় উদ্ধব! যে এই শ্রমসাধ্য এবং মোক্ষ দানকারী মহান তপস্যা স্বর্গ, ব্রহ্মলোক আদি তুচ্ছ ফল লাভের জন্য করে তার মতন মূর্খ জগতে বিরল। এই তপস্যানুষ্ঠান নিষ্কামভাবেই হওয়া সর্বোত্তম। ১১-১৮-১০

যদাসৌ নিয়মেঽকল্পো জরয়া জাতবেপথুঃ।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য মচ্চিত্তোঽগ্নিং সমাবিশেৎ॥ ১১-১৮-১১

হে প্রিয় উদ্ধব! বানপ্রস্থাশ্রমী যখন নিজ আশ্রমোচিত নিয়মাবলি পালনে অসমর্থ হয়ে পড়ে এবং বৃদ্ধাবস্থা হেতু তার শরীরে কম্পন দেখা দেয় তখন সে যজ্ঞাগ্নিসমূহকে একাগ্রচিত্তে নিজ অন্তঃকরণে আরোপ করে এবং আমাতে মন সন্নিবেশিত করে অগ্নিতে প্রবেশ করে। ১১-১৮-১১

যদা কর্মবিপাকেষু লোকেষু নিরয়াত্মসু।
বিরাগো জায়তে সম্যঙ্ ন্যস্তাগ্নিঃ প্রব্রজেত্ততঃ॥ ১১-১৮-১২

যদি তার মধ্যে এই বোধ আসে যে কর্মসম্পাদনে প্রাপ্ত লোক নরকবৎ দুঃখপূর্ণ এবং যদি তার মনে লোকপরলোকের উপরও বৈরাগ্য আসে, সে তখন বিধিপূর্বক যজ্ঞাগ্নিসমূহকে পরিত্যাগ করে যেন সন্ন্যাস গ্রহণ করে। ১১-১৮-১২

ইষ্ট্বা যথোপদেশং মাং দত্ত্বা সর্বস্বমৃত্বিজে।
অগ্নীন্ স্বপ্রাণ আবেশ্য নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ॥ ১১-১৮-১৩

সন্ন্যাস গ্রহণেচ্ছু বানপ্রস্থাশ্রমী প্রথমে বেদবিধি অনুসারে অষ্টশ্রাদ্ধ করবে এবং প্রাজাপত্য যজ্ঞদ্বারা আমার যজন করবে এবং তারপর সর্বস্ব ঋত্বিককে দান করবে। অতঃপর যজ্ঞাগ্নিসমূহকে নিজ প্রাণসকলে লীন করবে এবং স্থান, বস্তু ও ব্যক্তিসমূহের অপেক্ষা না রেখে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করবে। ১১-১৮-১৩

বিপ্রস্য বৈ সংন্যসতো দেবা দারাদিরূপিণঃ।
বিঘ্নান্ কুর্বন্ত্যয়ং হ্যস্মানাক্রম্য সমিয়াৎ পরম্॥ ১১-১৮-১৪

হে উদ্ধব! যখন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস গ্রহণ করতে অগ্রসর হয় তখন দেবতারা স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়স্বজন আদির রূপ ধারণ করে তার সন্ন্যাস গ্রহণে বাধা দিতে থাকেন। তাঁরা ভাবেন এই ব্যক্তি উপেক্ষাপূর্বক আমাদের অতিক্রম করে পরমাত্মার প্রাপ্তি করতে চলেছে। ১১-১৮-১৪

BANGLADARSHAN.COM

বিভৃয়াচ্চেন্মুনির্বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্।
ত্যক্তং ন দণ্ডপাত্রাভ্যামন্যৎ কিঞ্চিদনাপদি॥ ১১-১৮-১৫

সন্ন্যাসী বস্ত্র ধারণ করলে কেবল কৌপীন ধারণ করবে; কৌপীন আড়াল করবার মতন একটি ক্ষুদ্র বস্ত্র পর্যন্ত চলতে পারে। সন্ন্যাস আশ্রমোচিত দণ্ড ও কমণ্ডলু ছাড়া অন্য কোনো বস্তু নিজের কাছে রাখবে না। এই নিয়ম বিপৎকাল বাদ দিয়ে অন্য সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য। ১১-১৮-১৫

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং পিবেজ্জলম্।
সত্যপূতাং বদেদ্ বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥ ১১-১৮-১৬

সন্ন্যাসী অধোদৃষ্টি রেখে পথ চলবে, কাপড়ে ছেঁকে জল খাবে, মুখে সত্যবদ্ধ পবিত্র শব্দ উচ্চারণ করবে এবং দেহদ্বারা যা কর্ম করবে তা সুচিন্তিত ও সুবুদ্ধি পরিচায়ক হওয়া আবশ্যক। ১১-১৮-১৬

মৌনানীহানিলায়ামা দণ্ডা বাগ্‌দেহচেতসাম্।
ন হ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ॥ ১১-১৮-১৭

বাণীর জন্য মৌন, দেহের জন্য নিশ্চেষ্ট স্থিতি এবং মনের জন্য প্রাণায়াম দণ্ডস্বরূপ। যার কাছে এই তিন দণ্ড অনুপস্থিত সে শুধুমাত্র বাঁশের দণ্ড ধারণ করলেই দণ্ডধারী সন্ন্যাসী হয়ে যায় না। ১১-১৮-১৭

ভিক্ষাং চতুর্ষু বর্ণেষু বিগর্হ্যান্ বর্জয়ংশ্চরেৎ।
সপ্তাগারানসংকপ্তাংস্তুষ্যেল্লব্ধেন তাবতা॥ ১১-১৮-১৮

সন্ন্যাসী চতুর্বর্ণের কাছ থেকে ভিক্ষাগ্রহণ করবে; কেবল জাতিচ্যুত ও গোঘাতীর কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণে বিরত থাকবে। কেবল অনির্ধারিত সপ্ত গৃহ থেকে লব্ধ ভিক্ষায় সে সন্তুষ্ট থাকবে। ১১-১৮-১৮

বহির্জলাশয়ং গত্বা তত্রোপস্পৃশ্য বাগ্‌যতঃ।

বিভজ্য পাবিতং শেষং ভুঞ্জীতাশেষমাহৃতম্॥ ১১-১৮-১৯

এইরূপ ভিক্ষা গ্রহণ করে সে লোকালয়ের সীমানার বাইরে জলাশয়ে যাবে ও সেখানে হস্ত-পদ বিধৌত করে জলদ্বারা ভিক্ষাকে পবিত্র করে নেবে। তারপর শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি মেনে যাকে যা ভাগ দেওয়া উচিত তা দিয়ে অবশিষ্টাংশ মৌনতা অবলম্বন করে গ্রহণ করবে। সে অন্য সময়ের জন্য সঞ্চয়ে বিরত থাকবে এবং অধিক দ্রব্যও ভিক্ষারূপে যাচনা করবে না। ১১-১৮-১৯

একশ্চরেন্মহীমেতাং নিঃসঙ্গঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

আত্মক্রীড় আত্মরত আত্মবান্ সমদর্শনঃ॥ ১১-১৮-২০

সন্ন্যাসী জগতে নিঃসঙ্গ বিচরণ করবে। তার কোথাও কোনো আসক্তি থাকবে না, ইন্দ্রিয়সকল বশে থাকবে। সে আত্মানন্দে ক্রীড়াযুক্ত হয়ে আত্মপ্রেমে তন্ময় থাকবে; পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক না কেন ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হবে এবং সর্বত্র সমরূপে স্থিত পরমাত্মাকে নিত্য অনুভব করবে। ১১-১৮-২০

বিবিক্তক্ষেমশরণো মদ্ভাববিমলাশয়ঃ।

আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ॥ ১১-১৮-২১

সন্ন্যাসী নির্ভয় থেকে নির্জন একান্ত স্থানে নিবাস করবে। তার হৃদয় নিত্য আমার নিদিধ্যাসনে যুক্ত থাকবে, বিশুদ্ধ থাকবে। সে নিজেকে আমার থেকে অভিন্ন, অদ্বিতীয় ও অখণ্ড জ্ঞান করবে। ১১-১৮-২১

অন্বীক্ষেতাত্মনো বন্ধং মোক্ষং চ জ্ঞাননিষ্ঠয়া।

বন্ধ ইন্দ্রিয়বিক্ষেপো মোক্ষ এষাং চ সংযমঃ॥ ১১-১৮-২২

সে নিজ জ্ঞাননিষ্ঠা সহযোগে চিত্তের বন্ধন এবং মোক্ষর উপর বিচার-বিবেচনা করবে এবং শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে ইন্দ্রিয়গুলির সংশ্লিষ্ট বিষয় সকলের জন্য বিক্ষিপ্ত—চঞ্চল হওয়াই বন্ধন এবং তাদের সংযত করে রাখাই মোক্ষ। ১১-১৮-২২

BANGLADARSHAN.COM

তস্মান্নিয়ম্য ষড়্‌বর্গং মদ্ভাবেন চরেন্মুনিঃ।

বিরক্তঃ ক্ষুল্লকামেভ্যো লব্ধ্বাহহত্মনি সুখং মহৎ॥ ১১-১৮-২৩

অতএব সন্ন্যাসী মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে বশে রাখবে ও ভোগসকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তার থেকে দূরে থাকবে এবং অন্তরে পরমানন্দ অনুভূতি ধারণ করে আত্মানন্দে বিভোর হয়ে যাবে। সে এইরূপ আমার চিন্তায় নিত্যযুক্ত থেকে জগতে বিচরণশীল হবে। ১১-১৮-২৩

পুরগ্রামব্রজান্ সার্থান্ ভিক্ষার্থং প্রবিশংশ্চরেৎ।

পুণ্যদেশসরিচ্ছৈলবনাশ্রমবতীং মহীম্॥ ১১-১৮-২৪

সে কেবল মাধুকরী হেতু লোকালয়ে, গ্রামেগঞ্জে, গোপালকদের পর্ণকুটিরে অথবা যাত্রীদের নিবাসস্থলে গমন করবে। সে পবিত্র দেশ, নদী, পর্বত, বন এবং আশ্রমের সঙ্গে মমত্ব-বুদ্ধিতে যুক্ত না হয়ে সদাসর্বদা বিচরণশীল হয়ে থাকবে। ১১-১৮-২৪

বানপ্রস্থাশ্রমপদেষ্বভীক্ষ্ণং ভৈক্ষ্যমাচরেৎ।

সংসিধ্যত্যাশ্বসংমোহঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ শিলান্ধসা॥ ১১-১৮-২৫

বহুলাংশ ভিক্ষাগ্রহণ বাণপ্রস্থ আশ্রমীদের কাছ থেকে হওয়া ভালো; কারণ শস্য উৎপাদনান্তে মাঠে বিক্ষিপ্ত শস্যকণা থেকে আহরণ করা ভিক্ষা চিত্তকে অতি সত্বর শুদ্ধ করে এবং তার দ্বারা অবশিষ্ট মোহ দূর হয়ে সিদ্ধি লাভ হয়। ১১-১৮-২৫

নৈতদ্ বস্তুতয়া পশ্যেদ্ দৃশ্যমানং বিনশ্যতি।

অসক্তচিত্তো বিরমেদিহামুত্র চিকীর্ষিতাৎ॥ ১১-১৮-২৬

তত্ত্বানুসন্ধানে যুক্ত সন্ন্যাসী দৃশ্যমান জগৎকে কখনো সত্য বলে স্বীকার করে নেবে না; কারণ তার বিনাশ প্রতিনিয়ত দৃশ্যমান। তাই জগতের কোনো বস্তুর সঙ্গে চিত্ত সংলগ্ন না করাই শ্রেয়। প্রাপ্তির ইচ্ছা ত্যাগ বাঞ্ছনীয়–তা ইহলোকেরই হোক অথবা পরলোকের। ১১-১৮-২৬

যদেতদাত্মনি জগন্মনোবাক্প্রাণসংহতম্।

সর্বং মায়েতি তর্কেণ স্বস্থস্ত্যক্ত্বা ন তৎ স্মরেৎ॥ ১১-১৮-২৭

সন্ন্যাসী নিত্য বিচার রাখবে যে, আত্মাতে মন, বাণী ও প্রাণের সংঘাতস্বরূপ এই যে জগৎ তা কেবল মায়াই। বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে নিজ স্বরূপে অবস্থান করবে এবং তাকে স্মরণও করবে না। ১১-১৮-২৭

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।

সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥ ১১-১৮-২৮

জ্ঞাননিষ্ঠ, বিরক্ত, মুমুক্ষু এবং এমনকি মোক্ষতেও নিঃস্পৃহ ভক্ত আশ্রমের রীতি-নীতি-মর্যাদার সঙ্গে কখনো বদ্ধ হয় না। সে চাইলে আশ্রম ও তার চিহ্নসকল দূরে রেখে ও বেদবিধি নিষেধের ঊর্ধ্বে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করতে পারে। ১১-১৮-২৮

বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ।

বদেদুন্মত্তবদ্ বিদ্বান্ গোচর্যাং নৈগমশ্চরেৎ॥ ১১-১৮-২৯

সে বুদ্ধিমান হয়েও বালকবৎ আচরণযুক্ত হয়। নিপুণ হয়েও জড়বৎ থাকে, বিদ্বান হয়েও উন্মাদবৎ কথা বলে এবং সমস্ত বেদবিধির জ্ঞান ধারণ করেও পশুবৃত্তি অবলম্বন করে থাকে। ১১-১৮-২৯

বেদবাদরতো ন স্যান্ন পাষণ্ডী ন হৈতুকঃ।

শুষ্কবাদবিবাদে ন কঞ্চিৎ পক্ষং সমাশ্রয়েৎ॥ ১১-১৮-৩০

BANGLADARSHAN.COM

সে বেদসকলের কর্মকাণ্ড ভাগের তাৎপর্য বিশ্লেষণে, অধর্ম, মিথ্যাচারে যুক্ত হবে না, তর্ক থেকে দূরে থাকবে এবং শুষ্ক বাদবিসংবাদে কোনো পক্ষ সমর্থন করা থেকে বিরত থাকবে। ১১-১৮-৩০

নোদ্বিজেত জনাদ্ ধীরো জনং চোদ্বেজয়েন্ন তু।

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।

দেহমুদ্দিশ্য পশুবদ্ বৈরং কুর্যান্ন কেনচিৎ॥ ১১-১৮-৩১

সে ধৈর্যবান হবে; তার মনে অন্য কোনো প্রাণীর কারণে উদ্বেগ থাকবে না এবং সে নিজেও অন্য কোনো প্রাণীকে উদ্বিগ্ন করবে না। কেউ তার নিন্দা করলে প্রসন্ন চিত্তে তা সহ্য করবে; কারো অপমান করায় প্রবৃত্ত হবে না। হে প্রিয় উদ্ধব! সন্ন্যাসী এই দেহের জন্য কারো সঙ্গে সংঘাতে যুক্ত হবে না। সংঘাত তো পশুবৃত্তির অঙ্গ। ১১-১৮-৩১

এক এব পরো হ্যাত্মা ভূতেষ্বাত্মন্যবস্থিতঃ।

যথেন্দুরুদপাত্রেষু ভূতান্যেকাত্মকানি চ॥ ১১-১৮-৩২

চন্দ্র যেমন জলে ভরা বিভিন্ন পাত্রে বহুরূপে প্রতিভাসিত হয়ে থাকে ঠিক তেমনভাবেই একই পরমাত্মা সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে বহুরূপে প্রতিভাসিত। এক আত্মাই তো সকলের মধ্যে অবস্থান করে। এমনকি পঞ্চভূত নির্মিত শরীরও সকলের এক বস্তু। কারণ তা পঞ্চভূত বিষয়কই তো। ১১-১৮-৩২

অলব্ধ্বা ন বিষীদেত কালে কালেঽশনং ক্বচিৎ।

লব্ধ্বা ন হৃষ্যেদ্ ধৃতিমানুভয়ং দৈবতন্ত্রিতম্॥ ১১-১৮-৩৩

হে প্রিয় উদ্ধব! সন্ন্যাসী কোনো দিন সময়ে আহার গ্রহণ করতে না পেলে দুঃখিত ও নিত্য যথাসময়ে আহার গ্রহণে সমর্থ হলে হর্ষিত হবে না। মনে হর্ষ ও বিষাদ আসতে দেওয়া ঠিক নয় কারণ দুটোই বিকার মাত্র। আহার প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি দুইই প্রারব্ধাধীন। ১১-১৮-৩৩

আহারার্থং সমীহতে যুক্তং তৎ প্রাণধারণম্।

তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্ বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে॥ ১১-১৮-৩৪

মাধুকরী অবশ্যই করা উচিত কারণ তার দ্বারাই জীবন রক্ষা হয়। জীবন থাকলে তত্ত্বসমূহ বিচার হয় যার থেকে তত্ত্বজ্ঞানের অনুভূতি আসে ও মুক্তি হয়। ১১-১৮-৩৪

যদৃচ্ছয়োপপন্নান্নমদ্যাচ্ছ্রেষ্ঠমুতাপরম্।

তথা বাসস্তথা শয্যাং প্রাপ্তং প্রাপ্তং ভজেন্মুনিঃ॥ ১১-১৮-৩৫

সন্ন্যাসী প্রারব্ধানুসারে ভালো অথবা মন্দ যা কিছু মাধুকরীতে লাভ করে তার দ্বারাই ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে। বস্ত্র এবং শয্যা যেমন পাবে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে। তাতে ভালো মন্দের বিচারকে স্থান দেবে না। ১১-১৮-৩৫

শৌচমাচমনং স্নানং ন তু চোদনয়া চরেৎ।

অন্যাংশ্চ নিয়মাঞ্ জ্ঞানী যথাহং লীলয়েশ্বরঃ॥ ১১-১৮-৩৬

আমি পরমেশ্বর, তবুও শৌচাদি শাস্ত্রোক্ত নিয়মসকল নিজ লীলার অঙ্গরূপে পালন করে থাকি। জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি অনুরূপভাবেই শৌচ, আচমন, স্নানাদি নিয়মসকল লীলার অঙ্গরূপে যথাযথভাবে পালন করবে। সে শাস্ত্রবিধির অধীনে থেকে বিধির দাস হয়ে থাকবে না। ১১-১৮-৩৬

ন হি তস্য বিকল্পাখ্যা যা চ মদ্বীক্ষয়া হতা।

আদেহান্তাৎ ক্বচিৎ খ্যাতিস্ততঃ সম্পদ্যতে ময়া॥ ১১-১৮-৩৭

কারণ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির ভেদাভেদের প্রতীতিই থাকে না। পূর্বের ভেদাভেদ সর্বাত্মার সাক্ষাৎকারে বিনষ্ট হয়ে যায়। ভেদাভেদের প্রীতীতি মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্থায়ী হলেও তা দেহাবসানে লুপ্ত হয় ও সে আমার অঙ্গে বিলীন হয়ে যায়। ১১-১৮-৩৭

BANGLADARSHAN.COM

দুঃখোদর্কেষু কামেষু জাতনির্বেদ আত্মবান্।

অজিজ্ঞাসিতমদ্ধর্মো গুরুং মুনিমুপাব্রজেৎ॥ ১১-১৮-৩৮

হে উদ্ধব! জ্ঞানবানের পর এবার বৈরাগ্যবানের কথা শোনো। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যখন এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয় যে সংসারের বিষয়ভোগ দুঃখ ছাড়া আর কিছু দিতে সক্ষম নয় তখন সে নিস্পৃহ হয়ে যায়। তখন যদি তার আমাকে লাভ করবার উপায় জানা না থাকে, সে ভগবদচিন্তায় বিভোর ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর শরণাগত হয়। ১১-১৮-৩৮

তাবৎ পরিচরেদ্ ভক্তঃ শ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ।

যাবদ্ ব্রহ্ম বিজানীয়ান্মামেব গুরুমাদৃতঃ॥ ১১-১৮-৩৯

সে গুরুর উপর পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা রেখে তাঁর দোষ দর্শনে বিরত থাকবে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হওয়া পর্যন্ত সে গুরুকে আমার প্রতিভু জ্ঞানে সমাদর করবে ও তাঁর সেবায় যুক্ত থাকবে। ১১-১৮-৩৯

যস্ত্বসংযতষড়্বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ।

জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতস্ত্রিদণ্ডমুপজীবতিঃ॥ ১১-১৮-৪০

সুরানাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাং চ ধর্মহা।

অবিপক্বকষায়োঽস্মাদমুষ্মাচ্চ বিহীয়তে॥ ১১-১৮-৪১

যে পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন—এই দুয়ের উপর জয়লাভ করেনি, যার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বসকল ও বুদ্ধিরূপ সারথি অসংযত এবং যার হৃদয়ে না আছে জ্ঞান না আছে বৈরাগ্য সে যদি তিন দণ্ডধারী সন্ন্যাসীর ভেক ধারণ করে ক্ষুন্নিবারণে প্রয়াসী হয় তাহলে সে সন্ন্যাসধর্মের চরম ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে; এবং পূজ্য দেবতাগণ, নিজেকে এবং নিজের হৃদয়ে অবস্থিত আমাকে প্রতারণার অপরাধ করে। সেই ভেকধারী সন্ন্যাসীর বাসনাসকল ক্ষীন হয় না। তাই তার ইহলোক ও পরলোক—দুইই বিনষ্ট হয়। ১১-১৮-৪০-৪১

ভিক্ষোর্ধর্মঃ শমোঽহিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকসঃ।

গৃহিণো ভূতরক্ষেজ্যা দ্বিজস্যাচার্যসেবনম্॥ ১১-১৮-৪২

সন্ন্যাসীর মুখ্য ধর্ম শান্তি ও অহিংসা। বানপ্রস্থীর মুখ্য ধর্ম তপস্যা ও ভগবদ্ভাব। গৃহস্থর মুখ্য ধর্ম প্রাণীকুলের রক্ষা এবং যাগযজ্ঞ করা ও ব্রহ্মচারীর মুখ্য ধর্ম আচার্য সেবা। ১১-১৮-৪২

ব্রহ্মচর্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদম্।

গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুঃ সর্বেষাং মদুপাসনম্॥ ১১-১৮-৪৩

গৃহস্থও কেবল ঋতুকালে নিজ স্ত্রীর সহবাস করবে। তার পক্ষে ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ এবং সমস্ত প্রাণীকুলের উপর প্রেমভাব ধারণ করা—এই সকলই মুখ্য ধর্ম। আমার উপাসনা তো সকলেরই করা উচিত। ১১-১৮-৪৩

ইতি মাং যঃ স্বধর্মেণ ভজন্ নিত্যমনন্যভাক্।

সর্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্॥ ১১-১৮-৪৪

যে ব্যক্তি এইরূপে অনন্যভাবে নিজ বর্ণাশ্রমধর্ম দ্বারা আমার সেবাতে যুক্ত থাকে এবং সমস্ত প্রাণীকুলের মধ্যে আমার উপস্থিতি অনুভব করে সে আমার উপর অবিচল লাভ করে। ১১-১৮-৪৪

ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্বলোকমহেশ্বরম্।

সর্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং মোপযাতি সঃ॥ ১১-১৮-৪৫

হে উদ্ধব! আমি সর্বলোকের একমাত্র অধীশ্বর, আমি সর্বসৃষ্টি এবং লয়ের পরম কারণ ব্রহ্ম। নিত্যনিরন্তর বিবর্ধিত অখণ্ড ভক্তিদ্বারা সে আমাকে লাভ করে থাকে। ১১-১৮-৪৫

ইতি স্বধর্মনির্ণিক্তসত্ত্বো নির্জ্ঞাতমদ্গতিঃ।

জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ন চিরাৎ সমুপৈতি মাম্॥ ১১-১৮-৪৬

এইভাবে সেই গৃহস্থ নিজ ধর্মপালনের দ্বারা অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করে আমার ঐশ্বর্যকে আমার স্বরূপকে জেনে যায় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে অতি শীঘ্রই আমাকে লাভ করে থাকে। ১১-১৮-৪৬

বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম এষ আচারলক্ষণঃ।

স এব মদ্ভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ॥ ১১-১৮-৪৭

আমি তোমাকে এই সদাচারসম্পন্ন বর্ণাশ্রমীদের ধর্মের কথা বললাম। যদি এই ধর্মানুষ্ঠানে আমার ভক্তি যুক্ত হয়ে যায় তাহলে তো তার দ্বারা অনায়াসে পরম কল্যাণ স্বরূপ মোক্ষর প্রাপ্তি হয়ে যায়। ১১-১৮-৪৭

এতত্তেঽভিহিতং সাধো ভবান্ পৃচ্ছতি যচ্চ মাম্।

যথা স্বধর্মসংযুক্তো ভক্তো মাং সমিয়াৎ পরম্॥ ১১-১৮-৪৮

হে সদাত্মা উদ্ধব! তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি পেয়ে গেছ। স্বধর্মপালনকারী ভক্ত আমার পরব্রহ্মস্বরূপকে কেমন করে লাভ করতে সক্ষম হবে, আমি তাও তোমাকে বলে দিলাম। ১১-১৮-৪৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥

BANGLADARSHAN.COM

ঊনবিংশ অধ্যায়

ভক্তি, জ্ঞান এবং সংযম-নিয়মাদি সাধনের বর্ণনা

শ্রীভগবানুবাচ

যো বিদ্যাশ্রুতসম্পন্ন আত্মবান্ নানুমানিকঃ।
মায়ামাত্রমিদং জ্ঞাত্বা জ্ঞানং চ ময়ি সংন্যসেৎ॥ ১১-১৯-১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব! যে ব্যক্তির উপনিষদাদি শাস্ত্রসমূহের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়েছে, যে শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ, যার বিচার কেবল যুক্তি ও অনুমানসমূহের উপর নির্ভরশীল নয় অর্থাৎ যে পরোক্ষজ্ঞানী নয়; সে এই জ্ঞানে অধিষ্ঠিত যে, সম্পূর্ণ দ্বৈতপ্রপঞ্চ এবং তার নিবৃত্তির উপায় বৃত্তিজ্ঞান মায়ামাত্র—সে এসবই আমাতে লীন করে দেবে। এই দেহই আমার আত্মাতে 'অধ্যস্ত' জেনে রাখো। ১১-১৯-১

জ্ঞানিনস্ত্বহমেবেষ্টঃ স্বার্থো হেতুশ্চ সংমতঃ।
স্বর্গশ্চৈবাপবর্গশ্চ নান্যোঽর্থো মদৃতে প্রিয়ঃ॥ ১১-১৯-২

জ্ঞানী ব্যক্তির অভীষ্ট বস্তু আমিই; তার সাধনসাধ্য, স্বর্গ ও অপবর্গও আমি। আমি ছাড়া অন্য কোনো বস্তুতে তার প্রেম নেই। ১১-১৯-২

জ্ঞানবিজ্ঞানসংসিদ্ধাঃ পদং শ্রেষ্ঠং বিদুর্মম।
জ্ঞানী প্রিয়তমোঽতো মে জ্ঞানেনাসৌ বিভর্তি মাম্॥ ১১-১৯-৩

BANGLADARSHAN.COM

জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষই আমার বাস্তবিক স্বরূপজ্ঞানী। তাই জ্ঞানীপুরুষই আমার পরমপ্রিয়। হে উদ্ধব! জ্ঞানীপুরুষ নিজ জ্ঞান দ্বারাই আমার স্বরূপকে নিত্যনিরন্তর নিজ অন্তঃকরণে ধারণ করে থাকে। ১১-১৯-৩

তপস্তীর্থং জপো দানং পবিত্রাণীতরাণি চ।
নালং কুর্বন্তি তাং সিদ্ধিং যা জ্ঞানকলয়া কৃতা॥ ১১-১৯-৪

তত্ত্বজ্ঞানের লেশমাত্র উদয় হলে যে সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়ে থাকে তা তপস্যা, তীর্থ, জপ, দান অথবা অন্তঃকরণ শুদ্ধি ও অন্য কোনো উপায়ে সম্পূর্ণরূপে লাভ হয় না। ১১-১৯-৪

তস্মাজ্ জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ॥ ১১-১৯-৫

অতএব আমার প্রিয় উদ্ধব! তুমি জ্ঞান সহকারে নিজ আত্মস্বরূপকে জানবার চেষ্টা করো এবং তারপর জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে ভক্তিভাবে আমার ভজনা করো। ১১-১৯-৫

জ্ঞানবিজ্ঞানযজ্ঞেন মামিষ্ট্বাঽঽত্মানমাত্মনি।
সর্বযজ্ঞপতিং মাং বৈ সংসিদ্ধিং মনুয়োঽগমন্॥ ১১-১৯-৬

অতি বড় ও মহান মুনি-ঋষিগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপ যজ্ঞদ্বারা নিজ অন্তঃকরণে সর্বযজ্ঞাধিপতি আমার স্বরূপকে যজন করে পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন। ১১-১৯-৬

ত্বয্যুদ্ধবাশ্রয়তি যস্ত্রিবিধো বিকারো মায়ান্তরাপততি নাদ্যপবর্গয়োর্যৎ।
জন্মাদয়োঽস্য যদমী তব তস্য কিং স্যুরাদ্যন্তয়োর্যদসতোঽস্তি তদেব মধ্যে॥ ১১-১৯-৭

হে উদ্ধব! আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক—এই তিন বিকারের সমষ্টিই এই শরীর এবং তা সর্বতোভাবে তোমারই আশ্রিত। পূর্বে তার অস্তিত্ব ছিল না, পরেও থাকবে না; কেবল বর্তমানে তা দৃশ্যমান। তাই তাকে ভোজবাজিসম মায়াই জ্ঞান করা উচিত। এর জন্ম, স্থিতি, পরিবর্তন, বৃদ্ধি, হ্রাস ও বিনাশ হওয়া—এই ছয় ভাব বিকার, তার সঙ্গে তোমার আদৌ সম্পর্ক নেই। এই সব বিকারও তার নয়, কারণ সে নিজেই অসত্য। অসত্য বস্তু পূর্বে ছিল না, পরেও থাকবে না; তাই তার মধ্য অবস্থানের অস্তিত্বও নেই। ১১-১৯-৭

উদ্ধব উবাচ

জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিপুলং যথৈতদ্‌বৈরাগ্যবিজ্ঞানযুতং পুরাণম্।

আখ্যাহি বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্তে ত্বদ্ভক্তিযোগং চ মহদ্‌বিমৃগ্যম্॥ ১১-১৯-৮

উদ্ধব বললেন—হে বিশ্বরূপ পরমাত্মা! আপনিই বিশ্বের হর্তাকর্তাবিধাতা। আপনার এই বৈরাগ্য এবং বিজ্ঞানে যুক্ত সনাতন এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান আমার মধ্যে সুদৃঢ় করবার নিমিত্ত আপনি তা বিষদভাবে আমাকে অবগত করান এবং যে ভক্তিযোগকে ব্রহ্মাদি মহাপুরুষগণ অন্বেষণে রত তারও বর্ণনা করুন। ১১-১৯-৮

তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে সংতপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।

পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্‌ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ॥ ১১-১৯-৯

হে আমার প্রভু! যারা এই জগতের কদর্য মার্গে ত্রিতাপ হেতু বাহ্যান্তর সন্তপ্ত হচ্ছে তাদের যে আপনার অমৃতময় চরণ যুগলের ছত্রছায়া ভিন্ন অন্য কোনো আশ্রয়ই নেই! ১১-১৯-৯

দষ্টং জনং সংপতিতং বিলেঽস্মিন্ কালাহিনা ক্ষুদ্রসুখোরুতর্ষম্।

সমুদ্ধরৈনং কৃপয়াঽঽপবর্গ্যৈর্বচোভিরাসিঞ্চ মহানুভাব॥ ১১-১৯-১০

হে মহানুভব! আপনার এই সেবক অন্ধকার কূপে পতিত। কালসর্প তাকে দংশন করেছে। তাও তার বিষয়সুখ ভোগের অতি তুচ্ছ তীব্র তৃষ্ণা নিবারণ হয় না; ক্রমাগত তার বৃদ্ধি হয়েই চলেছে। আপনি অনুগ্রহ করে তাকে উদ্ধার করুন এবং তাকে মুক্ত করবার জন্য আপনার উপদেশামৃত ধারা তার উপর বর্ষণ করুন। ১১-১৯-১০

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীভগবানুবাচ

ইত্থমেতৎ পুরা রাজা ভীষ্মং ধর্মভৃতাং বরম্।

অজাতশত্রুঃ পপ্রচ্ছ সর্বেষাং নোঽনুশৃণ্বতাম্॥ ১১-১৯-১১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব! যে প্রশ্ন আজ তুমি আমায় করলে তা পূর্বে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধার্মিকপ্রবর ভীষ্ম পিতামহকে করেছিলেন। সেই সময় আমরা সকলে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ১১-১৯-১১

নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে সুহৃন্নিধনবিহ্বলঃ।

শ্রুত্বা ধর্মান্ বহূন্ পশ্চান্মোক্ষধর্মানপৃচ্ছত॥ ১১-১৯-১২

যখন মহাভারতের যুদ্ধ শেষ হল ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজ আত্মীয়স্বজন সংহারে শোকবিহ্বল হয়ে পড়েছেন তখন তিনি পিতামহ ভীষ্মের কাছ থেকে বহু ধর্মের বিবরণ শুনে মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় জানতে প্রশ্ন করেছিলেন। ১১-১৯-১২

তানহং তেঽভিধাস্যামি দেবব্রতমুখাচ্ছ্রুতান্।

জ্ঞানবৈরাগ্যবিজ্ঞানশ্রদ্ধাভক্ত্যুপবৃংহিতান্॥ ১১-১৯-১৩

সেই সময় পিতামহ ভীষ্মের মুখ থেকে আমি যে মোক্ষধর্ম শুনেছিলাম আমি তা তোমাকে বলব; কারণ তা জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিজ্ঞান, শ্রদ্ধা এবং ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ। ১১-১৯-১৩

নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ।

ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষু তজ্জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্॥ ১১-১৯-১৪

হে উদ্ধব! যে জ্ঞান প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, অহংকার এবং পঞ্চতন্মাত্র–এই নয়টি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং এক মন–এই এগারো, পঞ্চ মহাভূত এবং তিন গুণ অর্থাৎ সর্বসাকল্যে এই অষ্টবিংশ তত্ত্ব ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত সমস্ত কার্যে পরিলক্ষিত হয়–তা পরোক্ষ জ্ঞান। আমার এই অভিমত। ১১-১৯-১৪

এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ।

স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান্ পশ্যেদ্ ভাবানাং ত্রিগুণাত্মনাম্॥ ১১-১৯-১৫

যখন তত্ত্ব অনুগত একাত্মক তত্ত্বসমূহকে পূর্ববৎ না দেখে এক পরম কারণ ব্রহ্মবৎ দর্শন হয় তখন তাকে নিশ্চিত বিজ্ঞান বলা হয়। শরীরাদি ত্রিগুণাত্মক অবয়বযুক্ত পদার্থসমূহের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়-এর বিচার করা। ১১-১৯-১৫

আদাবন্তে চ মধ্যে চ সৃজ্যাৎ সৃজ্যং যদন্বিয়াৎ।

পুনস্তৎপ্রতিসংক্রামে যচ্ছিষ্যেত তদেব সৎ॥ ১১-১৯-১৬

যে তত্ত্ববস্তু সৃষ্টির শুরুতে ও অন্তে কারণরূপে অবস্থিত তা মধ্যে অবশ্যই থাকে এবং তা প্রতীয়মান কার্য থেকে প্রতীয়মান অন্য কার্যে অনুগত হয়ে থাকে তারপর সেই কার্যসমূহের লয় অথবা অবলুপ্তি হলে তা সেই কার্যের সাক্ষী ও অধিষ্ঠানরূপে অবশিষ্ট থেকে যায়। তা-ই সত্য পরমার্থ বস্তু জেনো। ১১-১৯-১৬

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্।

প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্ বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে॥ ১১-১৯-১৭

শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য এবং অনুমান–এই চতুষ্টয়কেই মুখ্য প্রমাণরূপে ধরা হয়। এইভাবে বিচার করলে দৃশ্য প্রপঞ্চ পরিবর্তনশীল, নশ্বর ও বিকারযুক্ত হওয়ায় সত্য বলে মনে হয় না। তাই বিবেকী ব্যক্তি বিবিধ কল্পনাপ্রসূত অথবা শব্দরূপ প্রপঞ্চ থেকে দূরে থাকে। ১১-১৯-১৭

BANGLADARSHAN.COM

কর্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।

বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥ ১১-১৯-১৮

বিবেকী ব্যক্তির পক্ষে এই উত্তম যে, সে যেন স্বর্গাদি ফলদাতা যজ্ঞাদি কর্মের পরিণাম নশ্বর হওয়ার জন্য ব্রহ্মালোক পর্যন্ত স্বর্গাদি সুখ – অদৃষ্টকেও এই প্রত্যক্ষ বিষয় সুখসম অমঙ্গলকর, দুঃখময় এবং নশ্বর মনে করে। ১১-১৯-১৮

ভক্তিযোগঃ পুরৈবোক্তঃ প্রীয়মাণায় তেঽনঘ।

পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরম্॥ ১১-১৯-১৯

হে নিষ্কলুষ উদ্ধব! ভক্তিযোগ বৃত্তান্ত আমি তোমায় পূর্বেই বলেছি; কিন্তু যেহেতু তোমার ভক্তিযোগে বিশেষ প্রীতি তাই আমি তোমাকে আবার ভক্তিপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় বলছি। ১১-১৯-১৯

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্তনম্।

পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥ ১১-১৯-২০

যে আমার ভক্তি প্রাপ্ত করতে অভিলাষী সে যেন আমার সুধাময় কথার উপর শ্রদ্ধাযুক্ত থাকে; সে নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার গুণ, লীলা ও নামসংকীর্তনে যুক্ত থাকবে; অতি নিষ্ঠা সহকারে আমার পূজা করবে এবং স্তোত্র সহযোগে স্তুতি করবে। ১১-১৯-২০

আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতিঃ॥ ১১-১৯-২১

সে আমার সেবা ও পূজায় প্রীতি ধারণ করবে এবং আমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করবে; আমার থেকে বেশি আমার ভক্তদের পূজা করবে এবং সমস্ত জীবে আমাকে প্রত্যক্ষ করবে। ১১-১৯-২১

মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণম্‌।

ময্যর্পণং চ মনসঃ সর্বকামবিবর্জনম্‌॥ ১১-১৯-২২

তার সমস্ত অঙ্গচেষ্টা আমাতে সমর্পিত থাকবে, জিহ্বা আমার গুণসংকীর্তনে যুক্ত থাকবে এবং মন আমাকে নিবেদন করে সে সমস্ত কামনা থেকে বিরত থাকবে। ১১-১৯-২২

মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।

ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্‌ ব্রতং তপঃ॥ ১১-১৯-২৩

এবং ধর্মৈর্মনুষ্যানামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্‌।

ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥ ১১-১৯-২৪

হে উদ্ধব! যে এই ধর্ম পালন করে এবং আমাকে আত্মনিবেদন করে, তার হৃদয়ে আমার প্রেমানুরাগযুক্ত ভক্তির উদয় হয় আর যে আমার ভক্তি লাভ করে তার আর অন্য কি বস্তুর কামনা থাকবে? ১১-১৯-২৩-২৪

যদাঽঽত্মন্যর্পিতং চিত্তং শান্তং সত্ত্বোপবৃংহিতম্‌।

ধর্মং জ্ঞানং সবৈরাগ্যমৈশ্বর্যং চাভিপদ্যতে॥ ১১-১৯-২৫

এই ধর্মপালনে চিত্তে যখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় তখন সে শান্ত হয়ে আত্মায় সমাহিত হয়। সাধক তখন ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য স্বতপ্রাপ্ত করে। ১১-১৯-২৫

যদর্পিতং তদ্‌ বিকল্পে ইন্দ্রিয়ৈঃ পরিধাবতি।

রজস্বলং চাসন্নিষ্ঠং চিত্তং বিদ্ধি বিপর্যয়ম্‌॥ ১১-১৯-২৬

কল্পনাবহুল এই জগৎ। তার নাম থাকলেও বস্তুত তা নেই। যখন চিত্ত তাতে যুক্ত হয় তখন ইন্দ্রিয়-ইন্ধনে তা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ে এবং ছুটে বেড়ায়। এইভাবে যখন চিত্তে রজোগুণের প্রাধান্য আসে তখন তা অসত্য বস্তুতে লিপ্ত হয়। তখন তার ধর্ম, জ্ঞানাদি তো বিলুপ্ত হয়ই, সে অধর্ম, অজ্ঞান ও মোহের বাসস্থান হয়ে যায়। ১১-১৯-২৬

BANGLADARSHAN.COM

ধর্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তো জ্ঞানং চৈকাত্ম্যদর্শনম্‌।

গুণেষ্বসঙ্গো বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং চাণিমাদয়ঃ॥ ১১-১৯-২৭

হে উদ্ধব! যার দ্বারা আমার উপর ভক্তি হয় তাই ধর্ম; যার দ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মা একত্বর সাক্ষাৎকার হয় তাই জ্ঞান; বিষয়সমূহে নিঃস্পৃহ-নির্লেপ থাকাই বৈরাগ্য এবং অণিমাদি সিদ্ধিসমূহই ঐশ্বর্য। ১১-১৯-২৭

উদ্ধব উবাচ

যমঃ কতিবিধঃ প্রোক্তো নিয়মো বারিকর্ষন।

কঃ শমঃ কো দমঃ কৃষ্ণ কা তিতিক্ষা ধৃতিঃ প্রভো॥ ১১-১৯-২৮

উদ্ধব বললেন—হে মধুসূদন! যম এবং নিয়ম কত রকমের হয়? হে শ্রীকৃষ্ণ! শম কী? দম কী? হে প্রভু! তিতিক্ষা এবং ধৈর্য কী? ১১-১৯-২৮

কিং দানং কিং তপঃ শৌর্যং কিং সত্যমৃতমুচ্যতে।

কস্ত্যাগঃ কিং ধনং চেষ্টং কো যজ্ঞঃ কা চ দক্ষিণা॥ ১১-১৯-২৯

আপনি আমাকে দান, তপস্যা, শৌর্য, সত্য এবং ঋতের স্বরূপ বলুন। ত্যাগ কী? অভীষ্ট সম্পদ কী? যজ্ঞ কাকে বলা হয়? এবং দক্ষিণা মানে কী? ১১-১৯-২৯

পুংসঃ কিংস্বিদ্ বলং শ্রীমন্ ভগো লাভশ্চ কেশব।

কা বিদ্যা হ্রীঃ পরা কা শ্রীঃ কিং সুখং দুঃখমেব চ॥ ১১-১৯-৩০

কঃ পণ্ডিতঃ কশ্চ মূর্খঃ কঃ পন্থা উৎপথশ্চ কঃ।

কঃ স্বর্গো নরকঃ কঃ স্বিৎ কো বন্ধুরুত কিং গৃহম্॥ ১১-১৯-৩১

হে শ্রীমান কেশব! পুরুষের প্রকৃত বল কী? ভগ মানে কী? এবং লাভ কী বস্তু? উত্তম বিদ্যা, লজ্জা, শ্রী ও সুখ এবং দুঃখ কী? সৎপথ এবং অসৎপথের লক্ষণ কী? স্বর্গ এবং নরক কী? কাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করা উচিত? এবং গৃহ কী? ১১-১৯-৩০-৩১

ক আঢ্যঃ কো দরিদ্রো বা কৃপণঃ কঃ ক ঈশ্বরঃ।

এতান্ প্রশ্নান্ মম ব্রূহি বিপরীতাংশ্চ সৎপতে॥ ১১-১৯-৩২

ধনবান ও অকিঞ্চন কাদের বলে? কৃপণ কে এবং ঈশ্বর কাকে বলা হয়? হে ভক্তবৎসল প্রভু! আপনি আমাকে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিন এবং তার সঙ্গে তার বিপরীত ভাবসমূহের ব্যাখ্যা করুন। ১১-১৯-৩২

শ্রীভগবানুবাচ

অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ।

আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্যং চ মৌনং স্থৈর্য ক্ষমাভয়ম্॥ ১১-১৯-৩৩

শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চনম্।

তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্যসেবনম্॥ ১১-১৯-৩৪

এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়োর্দ্বাদশ স্মৃতাঃ।

পুংসামুপাসিতাস্তাত যথাকামং দুহন্তি হি॥ ১১-১৯-৩৫

BANGLADARSHAN.COM

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–যম বারো সংখ্যক–অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অসঙ্গতা, লজ্জা, সঞ্চয়রাহিত্য, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য, মৌন, স্থৈর্য, ক্ষমা এবং অভয়। নিয়মও বারো সংখ্যক–শৌচ, বাহ্যান্তর পবিত্রতা, জপ, তপ, হবন, শ্রদ্ধা, অতিথি সেবা, আমার পূজা, তীর্থযাত্রা, পরোপকার করার চেষ্টা, সন্তোষ এবং গুরুসেবা–এই ভাবে যম ও নিয়ম দুইই বারো সংখ্যক। ইহা সকাম ও নিষ্কাম দুই প্রকারের সাধকদের জন্যই প্রযোজ্য। হে উদ্ধব! যে ব্যক্তি এর পালন করে এই যম ও নিয়ম তার ইচ্ছানুসারে তাকে ভোগ এবং মোক্ষ দুইই প্রদান করে থাকে। ১১-১৯-৩৩-৩৪-৩৫

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।

তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ॥ ১১-১৯-৩৬

বুদ্ধির আমাতে যুক্ত হওয়াই শম। ইন্দ্রিয়সমূহের সংযমের নাম দম। ন্যায়প্রাপ্ত দুঃখ সহ্য করা তিতিক্ষা। জিহ্বা ও জননেন্দ্রিয়ের উপর জয়লাভ করাই ধৈর্য। ১১-১৯-৩৬

দণ্ডন্যাসঃ পরং দানং কামত্যাগস্তপঃ স্মৃতম্।

স্বভাববিজয়ঃ শৌর্যং সত্যং চ সমদর্শনম্॥ ১১-১৯-৩৭

কারো উপর দ্রোহ না করে অভয় দান করা হল দান। কামনাসমূহ ত্যাগ হল তপ, নিজ বাসনাসকলের উপর জয়লাভ করা শৌর্য, সর্বত্র সমস্বরূপ সত্যস্বরূপ পরমাত্মার দর্শনই সত্য। ১১-১৯-৩৭

ঋতং চ সূনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্তিতা।

কর্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং ত্যাগঃ সংন্যাস উচ্যতে॥ ১১-১৯-৩৮

এইভাবে সত্য ও মধুর হিতকর বাণীকে মহাত্মাগণ 'ঋত' আখ্যা দিয়ে থাকেন। কর্মে আসক্তি ত্যাগই শৌচ। কামনাসমূহের ত্যাগই সত্য সন্ন্যাস। ১১-১৯-৩৮

ধর্ম ইষ্টং ধনং নৃণাং যজ্ঞোঽহং ভগবত্তমঃ।

দক্ষিণা জ্ঞানসন্দেশঃ প্রাণায়ামঃ পরং বলম্॥ ১১-১৯-৩৯

ধর্মই মানের অভীষ্ট 'ধন', আমি পরমেশ্বরই যজ্ঞ। জ্ঞানোপদেশ দানই দক্ষিণা। প্রাণায়ামই শ্রেষ্ঠ বল। ১১-১৯-৩৯

ভগো ম ঐশ্বরো ভবো লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ।

বিদ্যাঽঽত্মনি ভিদাবাধো জুগুপ্সা হ্রীরকর্মসু॥ ১১-১৯-৪০

আমার ঐশ্বর্যই 'ভগ', আমার উপর শ্রেষ্ঠ ভক্তিই উত্তম লাভ। যথার্থ 'বিদ্যা' সেই যাতে ব্রহ্ম ও আত্মার বিভেদ মুছে যায়। পাপ করতে ঘৃণা হওয়াই হল লজ্জা। ১১-১৯-৪০

শ্রীর্গুণা নৈরপেক্ষ্যাদ্যাঃ সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ।

দুঃখং কামসুখাপেক্ষা পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ॥ ১১-১৯-৪১

আপ্তকাম আদি গুণই শরীরের যথার্থ সৌন্দর্য–শ্রী, দুঃখ-সুখের অনুভূতি সর্বতোভাবে বিলুপ্ত হওয়ার নাম সুখ। বিষয়ভোগের কামনাই দুঃখ। যে বন্ধন ও মোক্ষ তত্ত্ব অবগত সেই পণ্ডিত। ১১-১৯-৪১

মূর্খো দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ পন্থা মন্নিগমঃ স্মৃতঃ।

উৎপথশ্চিত্তবিক্ষেপঃ স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ॥ ১১-১৯-৪২

নরকস্তমউন্নাহো বন্ধুর্গুরুরহং সখে।

গৃহং শরীরং মানুষ্যং গুণাঢ্যো হ্যাঢ্য উচ্যতে॥ ১১-১৯-৪৩

শরীরাদিতে যার আমিত্ব বর্তমান সেই মূর্খ। যা সংসারাদি থেকে নিবৃত্ত করে আমার প্রাপ্তি করিয়ে দিতে সহায়ক তাই যথার্থ সুপথ। চিত্তের বহির্মুখী হওয়া কুমার্গ। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিই হল 'স্বর্গ' এবং তমোগুণের বৃদ্ধি হল নরক। গুরুই যথার্থ 'আত্মীয়স্বজন' এবং সেই গুরু আমি স্বয়ং। এই মানব শরীরই প্রকৃত গৃহ এবং যথার্থ 'ধনী' সেই যে সকল গুণসম্পন্ন, যার কাছে গুণের সম্পদ আছে। ১১-১৯-৪২-৪৩

দরিদ্রো যস্ত্বসন্তুষ্টঃ কৃপণো যোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।

গুণেষ্বসক্তধীরীশো গুণসঙ্গো বিপর্যয়ঃ॥ ১১-১৯-৪৪

যার চিত্তে অসন্তোষ ও অভাবের বোধ আছে সেইই দরিদ্র। যে জিতেন্দ্রিয় নয় সেইই কৃপণ। সমর্থ, স্বতন্ত্র এবং 'ঈশ্বর' সে যার চিত্তবৃত্তি বিষয়াসক্ত নয়। বিপরীতে যে বিষয়সকলে আসক্ত সেই সর্বতোভাবে অসমর্থ। ১১-১৯-৪৪

এত উদ্ধব তে প্রশ্নাঃ সর্বে সাধু নিরূপিতাঃ।

কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ।

গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জিতঃ॥ ১১-১৯-৪৫

হে প্রিয় উদ্ধব! তুমি যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলে আমি তার উত্তর দিয়েছি; সেটি অনুধাবন করলে তা মোক্ষ-মার্গের সহায়ক হবে। আমি তোমাকে দোষ-গুণের লক্ষণ পৃথকভাবে কতদূর বলব? সবের সার এতেই জেনো যে দোষ-গুণের উপর দৃষ্টিপাত করাই সব থেকে বড় দোষ এবং দোষ-গুণের উপর দৃষ্টিপাত না করে শান্ত নিস্পৃহ স্বরূপে অবস্থান করাই সর্বোত্তম গুণ। ১১-১৯-৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

BANGLADARSHAN.COM

বিংশ অধ্যায়

জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ

উদ্ধব উবাচ

বিধিশ্চ প্রতিষেধশ্চ নিগমো হীশ্বরস্য তে।

অবেক্ষতেঽরবিন্দাক্ষ গুণং দোষং চ কর্মণাম্॥ ১১-২০-১

উদ্ধব বললেন—হে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ! আপনি সর্বশক্তিমান। আপনার আজ্ঞাই বেদ; তাতে কিছু কর্মসম্পাদনের বিধি এবং নিষেধ আছে। এই বিধিনিষেধ কর্মফলের গুণ এবং দোষ পরীক্ষা করেই তো হয়ে থাকে। ১১-২০-১

বর্ণাশ্রমবিকল্পং চ প্রতিলোমানুলোমজম্।

দ্রব্যদেশবয়ঃকালান্ স্বর্গং নরকমেব চ॥ ১১-২০-২

বর্ণাশ্রম-ভেদ, প্রতিলোম এবং অনুলোমরূপ বর্ণসংকর, কর্মোপযুক্ত ও অনুপযুক্ত দ্রব্য, দেশ, আয়ু এবং কাল ও স্বর্গ-নরকের ভেদ-বোধও তো বেদের দ্বারাই হয়ে থাকে। ১১-২০-২

গুণদোষভিদাদৃষ্টিমন্তরেণ বচস্তব।

নিঃশ্রেয়সং কথং নৃণাং নিষেধবিধিলক্ষণম্॥ ১১-২০-৩

BANGLADARSHAN.COM

আপনার উপদেশই বেদ। তাতে সন্দেহই নেই। কিন্তু তাতেও তো বিধিনিষেধ অজস্র। যদি তাতে দোষগুণের ভেদদৃষ্টি না থাকে তাহলে তা প্রাণীকুলের কল্যাণে কেমন করে সমর্থ হবে? ১১-২০-৩

পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর।

শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্যসাধনয়োরপি॥ ১১-২০-৪

হে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর! আপনার বেদবাক্যই পিতৃপুরুষ, দেবতা এবং মানবের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শনের কার্য করে; কারণ তার দ্বারাই স্বর্গ-মোক্ষাদি অপ্রত্যক্ষ বস্তুসকলের বোধ আসে এবং এই লোকে সাধ্য-সাধনার নিরূপণ তার দ্বারাই হয়ে থাকে। ১১-২০-৪

গুণদোষভিদাদৃষ্টির্নিগমাত্তে ন হি স্বতঃ।

নিগমেনাপবাদশ্চ ভিদায়া ইতি হ ভ্রমঃ॥ ১১-২০-৫

হে প্রভু! দোষ-গুণের ভেদদৃষ্টির উপর আপনার উপদেশ যে ভেদসম্মত তা সন্দেহাতীত; তা কল্পনাপ্রসূত কখনো নয়। কিন্তু সংশয় যে থেকেই যায়, কারণ আপনার উপদেশে ভেদেরও নিষেধ উচ্চারণ করা হয়েছে। তাই আমি বিভ্রান্ত। আপনি অনুগ্রহ করে আমার এই বিভ্রান্তি দূর করুন। ১১-২০-৫

শ্রীভগবানুবাচ

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।

জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥ ১১-২০-৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব! আমি মানবকল্যাণ কামনায় বেদে ও অন্যত্রও অধিকার ভেদে এই যোগত্রয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছি। যোগত্রয় হল—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ। এই পরম কল্যাণকর পথ তাছাড়া অন্য পথ নেই। ১১-২০-৬

নির্বিণ্ণানং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।

তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্॥ ১১-২০-৭

হে উদ্ধব! কর্ম ও তার ফলে বৈরাগ্যযুক্ত বা তা পরিত্যাগী ব্যক্তি জ্ঞানযোগের অধিকারী। আর যাদের কর্ম ও তার ফলে বিরক্তি আসেনি বা তার ফল যে দুঃখ হবে সেই ধারণা জন্মায়নি সেই সকাম ব্যক্তিগণ কর্মযোগের অধিকারী। ১১-২০-৭

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।

ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ ১১-২০-৮

যে ব্যক্তি চরম বিরক্ত ও চরম আসক্ত দুইই নয় এবং যার পূর্বজন্মকৃত কর্মফলে সৌভাগ্যবশত আমার লীলা কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েছে সেই প্রকৃত ভক্তিযোগের অধিকারী। এই পথেই তার সিদ্ধিলাভ সম্ভব। ১১-২০-৮

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।

মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ১১-২০-৯

কর্মবিষয়ক বিধি-নিষেধ পালন করে কর্ম সম্পাদনে যুক্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যখন কর্মময় জগৎ ও তার দ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাদি সুখসমূহে বিতৃষ্ণা আসবে ও আমার লীলা-কথা শ্রবণ-কীর্তন শ্রদ্ধার উদয় হবে তখন কর্ম ত্যাগ করাই বিধেয়। ১১-২০-৯

স্বধর্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব।

ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ॥ ১১-২০-১০

হে উদ্ধব! নিজ বর্ণাশ্রম অনুকূল ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে কোনো আশা ও কামনা না রেখে যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা আমার আরাধনায় যুক্ত থাকাই সর্বোত্তম পথ; তখন নিষিদ্ধ কর্মত্যাগ ও বিহিত কর্মানুষ্ঠানই বিধেয়। এইরূপ সাধনায় যুক্ত থাকলে স্বর্গ অথবা নরকে গমন করতে হয় না। ১১-২০-১০

BANGLADARSHAN.COM

অস্মিঁল্লোকে বর্তমানঃ স্বধর্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।

জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া॥ ১১-২০-১১

ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি দেহধারণ কালেই নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগে সফল হয়। তখন সে রাগাদি মল থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়ে যায়। এইভাবে সে অনায়াসে আত্মসাক্ষাৎরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে অথবা দ্রবিত-চিত্ত হলে আমার ভক্তি লাভ করে। ১১-২০-১১

স্বর্গিণোঽপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িণস্তথা।

সাধকং জ্ঞানভক্তিভ্যামুভয়ং তদসাধকম্॥ ১১-২০-১২

ন নরঃ স্বর্গতিং কাঙ্ক্ষেন্নারকীং বা বিচক্ষণঃ।

নেমং লোকং চ কাঙ্ক্ষেত দেহাবেশাৎ প্রমাদ্যতি॥ ১১-২০-১৩

এই বিধি-নিষেধরূপে কর্মাধিকারী মানব-শরীর বস্তুত অতি দুর্লভ। স্বর্গলোক ও নরকলোক নিবাসকারী জীবও তা লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা করে থাকে; কারণ এই মানব-শরীর দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধিপথে জ্ঞান অথবা ভক্তি লাভ করা সম্ভব। স্বর্গ ও নরকের ভোগসর্বস্ব শরীরে কোনো সাধনা করা সম্ভব হয় না। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা ও নরক গমনের ভয় রাখবে না। বস্তুত এই মানব-শরীর কামনা করাও ঠিক নয় কারণ সেই শরীর প্রাপ্তিতে গুণবুদ্ধি ও অভিমান যুক্ত হলে নিজ বাস্তবস্বরূপ সাধনায় প্রমাদ হওয়া স্বাভাবিক। ১১-২০-১২-১৩

এতদ্ বিদ্বান্ পুরা মৃত্যোরভবায় ঘটেত সঃ।

অপ্রমত্ত ইদং জ্ঞাত্বা মর্ত্যমপ্যর্থসিদ্ধিদম্॥ ১১-২০-১৪

যদিও এই মানব-শরীর মৃত্যুর অধীন তবুও এই কথা সদা স্মরণ করা প্রয়োজন যে এর দ্বারা পরমার্থ সত্য বস্তু প্রাপ্তি হওয়া সম্ভব। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা স্মরণে রেখে দেহধারণ কালেই সম্পূর্ণ সাবধান থেকে এমন সাধনায় যুক্ত হবে যা তাকে জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে সর্বকালের জন্য মুক্ত করে দেবে। ১১-২০-১৪

ছিদ্যমানং যমৈরেতৈঃ কৃতনীড়ং বনস্পতিম্।
খগঃ স্বকেতমুৎসৃজ্য ক্ষেমং যাতি হ্যলম্পটঃ॥ ১১-২০-১৫

এই মানব-শরীর বৃক্ষবৎ যাতে জীবরূপ বিহঙ্গ বাসা বেঁধে নিবাস করে। এই বৃক্ষরূপ মানব-শরীরকে যমরাজের দূত প্রতিক্ষণ ধ্বংস করতে প্রয়াসী। বৃক্ষ উৎপাটিত হওয়ার পূর্বে যেমন বিহঙ্গ বৃক্ষকে ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করে তেমনভাবেই অনাসক্ত জীব মানব-শরীর নষ্ট হওয়ার পূর্বেই মোক্ষর উপযুক্ত হয়ে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু আসক্ত জীব দুঃখ ভোগ করতেই থাকে। ১১-২০-১৫

অহোরাত্রৈশ্ছিদ্যমানং বুদ্ধায়ুর্ভয়বেপথুঃ।
মুক্তসঙ্গঃ পরং বুদ্ধা নিরীহ উপশাম্যতি॥ ১১-২০-১৬

এই দিবা-রাত্রির আগমন প্রতিনিয়ত শরীরের আয়ুকে খর্ব করেই চলেছে। এতে ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যে ব্যক্তি শরীরের উপর আসক্তি ত্যাগ করে পরমতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করে, সে ত্রাসযুক্ত হয় না। সে জীবন-মৃত্যু থেকে সমদর্শী হয়ে আত্মাতেই শান্ত সমাহিত থাকে। ১১-২০-১৬

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ ১১-২০-১৭

সমস্ত শুভফল প্রাপ্তির আধার এই মানব-শরীর; তা দুর্লভ হলেও অনায়াসে সুলভ হয়েছে। এই ভবার্ণব পার করবার নিমিত্ত তা এক সুদৃঢ় নৌকা। শরণাগত হলেই গুরুদেব এই অর্ণবপোতের কাণ্ডারী হন ও শুধুমাত্র স্মরণ করলেই আমি অনুকূল বায়ুরূপে তাকে লক্ষ্যপথে নিয়ে যাই। এত সুবিধা সত্ত্বেও যে এই মানব-শরীররূপী অর্ণবপোত সহযোগে ভবার্ণব পার হওয়া থেকে বিরত থাকে সে তো নিজের হাতেই আত্মহনন করছে–তার অধঃপতনের জন্যও সে নিজেই দায়ী। ১১-২০-১৭

BANGLADARSHAN.COM

যদাঽঽরম্ভেষু নির্বিণ্ণো বিরক্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
অভ্যাসেনাত্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ॥ ১১-২০-১৮

কর্মে দোষদর্শন হেতু যখন যোগী উদ্বিগ্ন ও বিরত হয় তখন সে জিতেন্দ্রিয় হয়ে যোহারূঢ় ভাবে অবস্থান করে ও অভ্যাস অনুসন্ধান সহযোগে নিজ মন আমার পরমাত্মস্বরূপে নিশ্চলরূপে আরোপ করে। ১১-২০-১৮

ধার্যমাণং মনো যর্হি ভ্রাম্যদাশ্বনবস্থিতম্।
অতন্দ্রিতোঽনুরোধেন মার্গেণাত্মবশং নয়েৎ॥ ১১-২০-১৯

মন নিরূপণকালে তা চঞ্চল ও অসংবৃত হয়ে ছুটে বেড়ালে তাকে সাবধানে প্রতীতি সহকারে বশীভূত করতে হবে। ১১-২০-১৯

মনোগতিং ন বিসৃজেজ্জিতপ্রাণো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সত্ত্বসম্পন্নয়া বুদ্ধ্যা মন আত্মবশং নয়েৎ॥ ১১-২০-২০

ইন্দ্রিয়সমূহ ও প্রাণসকলকে বশীভূত করে রাখবে ও অল্পক্ষণের জন্যও মনকে স্বতন্ত্র থাকতে দেবে না। তার চালচলনের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সজাগ থাকতে হবে। এইরূপ সত্ত্বসম্পন্ন বুদ্ধি সহযোগে মনকে বশীভূত করতে হবে। ১১-২০-২০

এষ বৈ পরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ।
হৃদয়জ্ঞত্বমন্বিচ্ছন্ দম্যস্যেবার্বতো মুহুঃ॥ ১১-২০-২১

যেমন আরোহী অশ্বচালনার সময় বশে রাখবার জন্য অশ্বকে প্রতিনিয়ত নিজ মনোভাবের পরিচিতি দিতেই থাকে, রাশ টেনে তাকে সংযত রাখে ও মিষ্ট বাক্য সহকারে তাকে বশে রাখে, তেমনভাবেই মনকে মিষ্ট বাক্য ও শাসন সহযোগে সংযত রাখার নামই পরম যোগ। ১১-২০-২১

সাংখ্যেন সর্বভাবানাং প্রতিলোমানুলোমতঃ।

ভবাপ্যয়াবনুধ্যায়েন্মনো যাবৎ প্রসীদতি॥ ১১-২০-২২

সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতি থেকে মানব শরীর পর্যন্ত যে সৃষ্টির ক্রমবিবর্তনের কথা বর্ণিত আছে সেইভাবে সৃষ্টির অনুধ্যান করা উচিত। একইভাবে লয়ের ক্রমবিবর্তনের অনুধ্যান করা উচিত। এই অনুধ্যান ক্রিয়া মন শান্ত ও স্থির হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে। ১১-২০-২২

নির্বিণ্নস্য বিরক্তস্য পুরুষস্যোক্তবেদিনঃ।

মনস্ত্যজতি দৌরাত্ম্যং চিন্তিতস্যানুচিন্তয়া॥ ১১-২০-২৩

সংসারে বিরাগী ও সাংসারিক বস্তুসকলে দুঃখানুভূতি যুক্ত পুরুষ নিজ গুরুজনদের উপদেশকে উত্তমরূপে অনুধাবন করে নিজ স্বরূপ চিন্তনে সংলগ্ন থাকে। অনাত্মা শরীরে আত্মবুদ্ধি রাখার জন্য যে চঞ্চলতার আগমন হয় তা এই অভ্যাস দ্বারা অতি শীঘ্র দূরীভূত হয়। ১১-২০-২৩

যমাদিভির্যোগপথৈরান্বীক্ষিক্যা চ বিদ্যয়া।

মমার্চোপাসনাভির্বা নান্যৈর্যোগ্যং স্মরেন্মনঃ॥ ১১-২০-২৪

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি আদি যোগপথ দ্বারা, বস্তুতত্ত্বর পরীক্ষানিরীক্ষাকারী আত্মবিদ্যা দ্বারা ও আমার প্রতিমা উপাসনা দ্বারা—অর্থাৎ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ দ্বারা মন পরমাত্মার অনুধ্যানে যুক্ত হবে; এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। ১১-২০-২৪

BANGLADARSHAN.COM

যদি কুর্যাৎ প্রমাদেন যোগী কর্ম বিগর্হিতম্।

যোগেনৈব দহেদংহো নান্যত্তত্র কদাচন॥ ১১-২০-২৫

হে উদ্ধব! যোগী তো কখনো কোনো নিন্দনীয় কার্যে যুক্ত হয়ই না। তবুও যদি যোগীর দ্বারা প্রমাদজনিত কোনো অপরাধ হয়ে যায় তাহলে যোগী যোগ দ্বারাই সে অপরাধ স্খলন করবে; কৃচ্ছ্রসাধন চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত কখনো করবে না। ১১-২০-২৫

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ।

কর্মণাং জাত্যশুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ।

গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া॥ ১১-২০-২৬

নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা থাকে তাকেই গুণ বলা হয়। যে কোনোভাবে বিষয়াসক্তি থেকে মুক্তিই এই দোষগুণ ও বিধি-নিষেধ বিধানের প্রকৃত উদ্দেশ্য। কর্ম জন্মাবধি অশুদ্ধ ও সর্ব অনর্থের মূল। শাস্ত্রের তাৎপর্য তার নিয়ন্ত্রণ, নিয়মই। যতদূর সম্ভব প্রবৃত্তির সংকোচন করাই শ্রেয়। ১১-২০-২৬

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিণ্ণঃ সর্বকর্মসু।

বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥ ১১-২০-২৭

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥ ১১-২০-২৮

কর্মসকল থেকে বিরত ও তাতে দুঃখবুদ্ধি বিচারসম্পন্ন সাধক আমার লীলাকীর্তনের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েও যদি সে সকল ভোগ এবং ভোগবাসনা দুঃখস্বরূপ মনে করেও তা পরিত্যাগে সমর্থ না হয় তাহলে তার পক্ষে ভোগসকল ভোগ করে নেওয়াই শ্রেয়; কিন্তু অবশ্যই সে এই জ্ঞান রাখবে যে এই ভোগ দুঃখজনক। সে মনে মনে তার নিন্দা করবে এবং তাকে নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক মনে করবে। এই বিষম পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সে আমার প্রতি শ্রদ্ধা, প্রত্যয় এবং প্রেম ধারণ করে আমার ভজনায় যুক্ত থাকবে। ১১-২০-২৭-২৮

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।

কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥ ১১-২০-২৯

এইভাবে আমার প্রত্যাদিষ্ট ভক্তিযোগ দ্বারা নিরন্তর আমার ভজনা করলে আমি সাধকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হই। আমি সন্নিবেশিত হলেই সাধকের বাসনাসকল নিজ সংস্কার সহযোগে অপসৃত হয়। ১১-২০-২৯

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥ ১১-২০-৩০

এইভাবে যখন তার আমার সর্বাত্মাস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় তখন তার হৃদয় গ্রন্থিসকলের মোচন হয়, সংশয় সকল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং কর্ম-বাসনাসকল সর্বতোভাবে ক্ষীণ হয়ে যায়। ১১-২০-৩০

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।

ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥ ১১-২০-৩১

তাই যে যোগী আমার ভক্তিতে আত্মনিবেদিত থেকে আমার অনুধ্যানে মগ্ন থাকে তার জ্ঞান-বৈরাগ্যের প্রয়োজন হয় না। তার কল্যাণ তো প্রায়শ আমার ভক্তি পথেই সংঘটিত হয়ে থাকে। ১১-২০-৩১

যৎ কর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।

যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥ ১১-২০-৩২

সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।

স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥ ১১-২০-৩৩

BANGLADARSHAN.COM

কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগাভ্যাস, দান, ধর্ম এবং অন্যান্য কল্যাণ সাধনের দ্বারা যা কিছু স্বর্গ, অপবর্গ, আমার পরম ধাম অথবা অন্য কোনো বস্তু প্রাপ্তি হয়, সেই সকল আমার ভক্ত আকাঙ্ক্ষা করলে ভক্তিযোগের প্রভাবে অনায়াসে লাভ করতে সমর্থ হয়। ১১-২০-৩২-৩৩

ন কিঞ্চিদ্ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।

বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥ ১১-২০-৩৪

আমার অনন্যপ্রেমী ও ধৈর্যবান সাধু ভক্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোনো বস্তু আকাঙ্ক্ষা করে না; যদি আমি নিজের থেকে কিছু দিতে প্রয়াসী হই ও দানও করি তাহলে সে অন্য বস্তুর তো কথাই নেই কৈবল্য মোক্ষ পর্যন্তও গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয়ে থাকে। ১১-২০-৩৪

নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্।

তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ॥ ১১-২০-৩৫

হে উদ্ধব! সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মহান নিঃশ্রেয়স তো নিরপেক্ষতারই নামান্তর মাত্র। তাই যে নিষ্কাম এবং আপ্তকাম সেই আমার ভক্তি পেয়ে থাকে। ১১-২০-৩৫

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।

সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥ ১১-২০-৩৬

আমার অনন্যপ্রেমী ভক্তগণের এবং সেই সমদর্শী মহাত্মগণের মধ্যে যারা বুদ্ধির অগোচর পরমতত্ত্ব লাভ করেছে, এই বিধি ও নিষেধ দ্বারা অর্জিত পুণ্য ও পাপে তারা কোনো সম্পর্ক রাখে না। ১১-২০-৩৬

এবমেতান্ ময়াদিষ্টাননুতিষ্ঠন্তি মে পথঃ।

ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানং যদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ॥ ১১-২০-৩৭

এইভাবে যারা আমার বিবৃত জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্মযোগ অবলম্বন করে, তারা আমার পরম কল্যাণস্বরূপ ধাম প্রাপ্ত করে, কারণ তারা পরব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানী হয়। ১১-২০-৩৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ॥

একবিংশ অধ্যায়

দোষ-গুণ নিরূপণ ও তার রহস্য

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীভগবানুবাচ

য এতান্ মৎপথো হিত্বা ভক্তিজ্ঞানক্রিয়াত্মকান্।

ক্ষুদ্রান্ কামাংশ্চলৈঃ প্রাণৈর্জুষন্তঃ সংসরন্তি তে॥ ১১-২১-১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব! আমার প্রাপ্তির তিনটি উপায়—ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ। যারা এই পথে অনুগমন না করে চঞ্চলমতি ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিষয় ভোগে মত্ত থাকে তারা বারে বারে এই জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার চক্রে আবর্তিত হতেই থাকে। ১১-২১-১

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ।

বিপর্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥ ১১-২১-২

নিজ অধিকারানুসারে ধর্মে সুদৃঢ় নিষ্ঠা ধারণই গুণ; অন্যথায় তা দোষ বলেই বিবেচিত হয়। অতএব দোষগুণ বিচার অধিকার ভেদে হয়ে থাকে, বস্তু ভেদে কখনই নয়। ১১-২১-২

শুদ্ধ্যশুদ্ধী বিধীয়েতে সমানেষ্বপি বস্তুষু।

দ্রব্যস্য বিচিকিৎসার্থং গুণদোষৌ শুভাশুভৌ॥ ১১-২১-৩

বাহ্যদৃষ্টিতে সকল বস্তুই সমরূপ বোধ হলেও তার সম্বন্ধে শুদ্ধাশুদ্ধি, দোষগুণ, শুভাশুভ বিচার করা হয়। এই বিচার হওয়া যথাযথ, কারণ বস্তুর যাথার্থ্য পর্যালোচনা একান্ত প্রয়োজন। বিবেচনাপূর্বক বস্তুর দোড়গুণাদির পর্যালোচনা করে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। ১১-২১-৩

ধর্মার্থং ব্যবহারার্থং যাত্রার্থমিতি চানঘ।

দর্শিতোঽয়ং ময়াচারো ধর্মমুদ্বহতাং ধুরম্॥ ১১-২১-৪

এই বিচারের মূল্য অপরিসীম। এর দ্বারা ধর্ম সম্পাদনা, সমাজ ব্যবস্থার সুচারু পরিচালন এবং ব্যক্তিগত জীবন নির্বাহ সুষম হয়। এর অন্য লাভও বর্তমান। বাসনাযুক্ত মানব তার সকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রেরণায় বন্ধনে যুক্ত না হয়ে শাস্ত্রবিহিত পথে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে ও মনকে সংযত করে রাখতে সক্ষম হয়। হে অকলুষ উদ্ধব! এই উপদেশই আমি পূর্বে মনু আদি রূপে ধর্মের ভার-বহনকারী ফলাকাঙ্ক্ষীদের উদ্দেশে প্রদান করেছি। ১১-২১-৪

ভূম্যম্ব্বগ্ন্যনিলাকাশা ভূতানাং পঞ্চ ধাতবঃ।

আব্রহ্মস্থাবরাদীনাং শারীরা আত্মসংযুতাঃ॥ ১১-২১-৫

ব্রহ্মা থেকে পর্বত-বৃক্ষ পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীর মূল উপাদান পাঁচটি যা হল ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম –এরা পঞ্চভূত রূপে পরিচিত। এইভাবে শরীর দৃষ্টিতে সকলই অভিন্ন। আবার আত্মাও তো অভিন্ন। ১১-২১-৫

বেদেন নামরূপাণি বিষমাণি সমেষ্বপি।

ধাতুষূদ্ধব কল্প্যন্তে এতেষাং স্বার্থসিদ্ধয়ে॥ ১১-২১-৬

হে প্রিয় উদ্ধব! উপাদানরূপ-কারণ পঞ্চভূত সকল দেহে অভিন্ন হলেও, বেদ বিধান অনুসারে বর্ণাশ্রমাদি ভেদে সকলের বিভিন্ন নাম-রূপ প্রদান করা হয়ে থাকে; যাতে বাসনাযুক্ত সকল প্রবৃত্তির সংকোচন ও নিয়ন্ত্রণ সক্ষম হয়। এইরূপ অবস্থা পরম আবশ্যকও কারণ তার দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ রূপ চতুর্বিধ পুরুষার্থ সিদ্ধি সম্ভব হয়ে থাকে। ১১-২১-৬

দেশকালাদিভাবানাং বস্তূনাং মম সত্তম।

গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্মণাম্॥ ১১-২১-৭

হে সাধুপ্রবর! দেশ, কাল, ফল, নিমিত্ত, অধিকারী এবং ধান্য আদি বস্তুর গুণবৈষম্যের বিধান দানকারী আমি স্বয়ং। কর্মে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবৃত্তি ও মর্যাদা লঙ্ঘন রোধে তা প্রয়োজন হয়। ১১-২১-৭

BANGLADARSHAN.COM

অকৃষ্ণসারো দেশানামব্রহ্মণ্যোঽশুচির্ভবেৎ।

কৃষ্ণসারোঽপ্যসৌবীরকীকটাসংস্কৃতেরিণম্॥ ১১-২১-৮

যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ অলভ্য ও নিবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণভক্ত বিরল সেই দেশকে অপবিত্র জ্ঞান করবে। কৃষ্ণসার মৃগ লভ্য হলেও যেখানে সন্ত ব্যক্তিদের নিবাস নেই সেই সকল কীটক দেশও অপবিত্র। সংস্কারবিহীন বন্ধ্যা স্থানও অপবিত্র হয়ে থাকে। ১১-২১-৮

কর্মণ্যো গুণবান্ কালো দ্রব্যতঃ স্বত এব বা।

যতো নিবর্ততে কর্ম স দোষোঽকর্মকঃ স্মৃতঃ॥ ১১-২১-৯

যে কালে কর্ম সম্পাদনার্থ বস্তুসকল উপলভ্য হয় ও কর্ম সম্পাদনও সম্ভব হয় সেই কাল পবিত্ররূপে বিবেচিত হয়। বস্তু সকল অলভ্য হওয়ায় স্বাভাবিক কারণে কর্ম সম্পাদন সম্ভব না হলে সেই কাল অপবিত্র রূপে গণ্য হয়। ১১-২১-৯

দ্রব্যস্য শুদ্ধ্যশুদ্ধী চ দ্রব্যেণ বচনেন চ।

সংস্কারেণাথ কালেন মহত্ত্বাল্পতয়াথবা॥ ১১-২১-১০

বস্তুর শুদ্ধাশুদ্ধি দ্রব্য, বচন, সংস্কার, কাল, মহত্ত্ব অথবা অপ্রাচুর্য হেতুও হয়ে থাকে। ১১-২১-১০

শক্ত্যাশক্ত্যাথবা বুদ্ধ্যা সমৃদ্ধ্যা চ যদাত্মনে।

অঘং কুর্বন্তি হি যথা দেশাবস্থানুসারতঃ॥ ১১-২১-১১

সামর্থ্য, অসামর্থ্য, বুদ্ধি ও বৈভব বিচার করেও পবিত্রতা-অপবিত্রতা নিরূপিত হয়ে থাকে। তাতেও স্থান ও কর্মসম্পাদনকারীর আয়ু বিচার করে অশুদ্ধ দ্রব্য ব্যবহারের দোষ যথার্থরূপে নিরূপিত হয়ে থাকে। ১১-২১-১১

ধান্যদার্বস্থিতন্তূনাং রসতৈজসচর্মণাম্।

কালবায়্বগ্নিমৃত্তোয়ৈঃ পার্থিবানাং যুতাযুতৈঃ॥ ১১-২১-১২

শস্য, কাষ্ঠ, হস্তীদন্তাদি অস্থি, সূত্র, মধু, লবণ, তৈল, ঘি আদি রস, সোনা-পারাদি তৈজস দ্রব্য, চাম এবং মৃত্তিকা নির্মিত কলসাদি দ্রব্য কখনো আপনাআপনি বায়ুর সংস্পর্শে এসে, কখনো অগ্নির সংস্পর্শে এসে, কখনো মৃত্তিকা লেপনে অথবা কখনো জলে বিধৌত হয়ে শুদ্ধ হয়। দেশ, কাল এবং পরিস্থিতি ভেদে কোথাওবা জল-মৃত্তিকাদির শোধক দ্রব্যাদি সংযোগ দ্বারা শুদ্ধি হয় অথবা কোথাও একটা দ্বারাও শুদ্ধি হয়। ১১-২১-১২

অমেধ্যলিপ্তং যদ্ যেন গন্ধং লেপং ব্যপোহতি।
ভজতে প্রকৃতিং তস্য তচ্ছৌচং তাবদিষ্যতে॥ ১১-২১-১৩

যদি কোনো বস্তুতে কোনো অশুদ্ধ বস্তুর প্রলেপ হয় তখন নির্লেপন অথবা মৃত্তিকা লেপন দ্বারা যদি অশুদ্ধ বস্তুর লেপন ও গন্ধ অপসারিত হয় এবং বস্তু পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে তখন তাকে শুদ্ধ বলেই গ্রহণ করা বিধেয়। ১১-২১-১৩

স্নানদানতপোঽবস্থাবীর্যসংস্কারকর্মভিঃ।
মৎস্মৃত্যা চাত্মনঃ শৌচং শুদ্ধঃ কর্মাচরেদ্ দ্বিজঃ॥ ১১-২১-১৪

স্নান, দান, তপস্যা, বয়ঃ, সামর্থ্য, সংস্কার, কর্ম এবং আমার স্মরণে যুক্ত হলে চিত্তশুদ্ধি হয়। এই চিত্তশুদ্ধির পরই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যর বিহিত কর্ম করবার অধিকার লাভ হয়। ১১-২১-১৪

মন্ত্রস্য চ পরিজ্ঞানং কর্মশুদ্ধির্মদর্পণম্।
ধর্মঃ সম্পদ্যতে ষড়্ভিরধর্মস্তু বিপর্যয়ঃ॥ ১১-২১-১৫

গুরুমুখে শুনে উত্তমরূপে ধারণ করলে মন্ত্রের এবং আমাকে সমর্পণ করলে কর্মের শুদ্ধি হয়। হে উদ্ধব! এই ভাবে দেশ, কাল, পদার্থ, কর্তা, মন্ত্র এবং কর্ম—এই ছয়টি শুদ্ধ হলে ধর্ম পালন হয় অন্যথা অধর্ম হয়। ১১-২১-১৫

BANGLADARSHAN.COM

ক্বচিদ্ গুণোঽপি দোষঃ স্যাদ্ দোষোঽপি বিধিনা গুণঃ।
গুণদোষার্থনিয়মস্তদ্ভিদামেব বাধতে॥ ১১-২১-১৬

কোথাও কোথাও শাস্ত্রবিধি অনুসারে গুণ দোষ বলে গণ্য হয় এবং দোষ গুণ বলে গণ্য হয়। তাই একই বস্তুর কারো পক্ষে গুণসম্পন্ন হওয়া আর কারো পক্ষে দোষযুক্ত হওয়া, দোষ-গুণ বিচারের যৌক্তিকতাতেই খণ্ডন করে। অতএব এই দোষগুণের ভেদাভেদ কল্পনাপ্রসূত। ১১-২১-১৬

সমানকর্মাচরণং পতিতানাং ন পাতকম্।
ঔৎপত্তিকো গুণঃ সঙ্গো ন শয়ানঃ পতত্যধঃ॥ ১১-২১-১৭

অধঃপতিত পতিতবৎ আচরণ করলে তার পাপ হওয়ার প্রশ্নই নেই; সেই আচরণই শ্রেষ্ঠ পুরুষদের জন্য সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। গৃহস্থের পক্ষে পত্নী-সঙ্গ স্বাভাবিক বলে তা পাপের কারণ হয় না; তাই আবার সন্ন্যাসীর জন্য ঘোরতর পাপ বলে পরিগণিত। হে উদ্ধব! আসলে ভূমিতে শায়িত ব্যক্তি কোথায় পড়ে যাবে? ঠিক সেইভাবে অধঃপতিত ব্যক্তির আরও পতন কী হবে? ১১-২১-১৭

যতো যতো নিবর্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ।
এষ ধর্মো নৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহভয়াপহঃ॥ ১১-২১-১৮

যে সকল দোষ-গুণ থেকে মানব চিত্ত উপরত হয় সেই সকল বস্তুর বন্ধন থেকে সে মুক্ত হয়ে যায়। এই নিবৃত্তি ধর্মই মানুষের পক্ষে পরম কল্যাণকর—কারণ তা শোক, মোহ এবং ভয় নিবারণকারী। ১১-২১-১৮

বিষয়েষু গুণাধ্যাসাৎ পুংসঃ সঙ্গস্ততো ভবেৎ।
সঙ্গাত্তত্র ভবেৎ কামঃ কামাদেব কলির্নৃণাম্॥ ১১-২১-১৯

হে উদ্ধব! বিষয়সমূহে গুণ আরোপিত হলেই সেই বস্তুর উপর আসক্তি আসে। আসক্তি জন্মালে সেটির প্রতি কামনার উদ্রেক হয় এবং কামনা পূর্তিতে বাধা এলে তা কলহের সূত্রপাত করে। ১১-২১-১৯

কলের্দুর্বিষহঃ ক্রোধস্তমস্তমনুবর্ততে।

তমসা গ্রস্যতে পুংসশ্চেতনা ব্যাপিনী দ্রুতম্॥ ১১-২১-২০

কলহ সহ্যাতীত হলে ক্রোধ আনয়ন করে এবং তার ফলে হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়; তা অচিরেই কার্যাকার্য নির্ণয়ের ব্যাপক চেতনাশক্তিকে লোপ করে। ১১-২১-২০

তয়া বিরহিতঃ সাধো জন্তুঃ শূন্যায় কল্পতে।

ততোঽস্য স্বার্থবিভ্রংশো মূর্চ্ছিতস্য মৃতস্য চ॥ ১১-২১-২১

হে অকপটচিত্ত! চেতনাশক্তি অর্থাৎ স্মৃতির বিলুপ্তির পর মানুষ মনুষ্যত্ব হারায় ও তার মধ্যে পশুত্বর প্রাবল্য আসে এবং সে শূন্যবৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। তার অবস্থা তখন মূর্ছিত অথবা মৃত ব্যক্তিবৎ হয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে তার স্বার্থ অথবা পরমার্থ প্রাপ্তি –কোনোটাই সম্ভব হয় না। ১১-২১-২১

বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং বেদ নাপরম্।

বৃক্ষজীবিকয়া জীবন্ ব্যর্থং ভস্ত্রেব যঃ শ্বসন্॥ ১১-২১-২২

বিষয় চিন্তায় মগ্ন থেকে সে নিজেই বিষয়রূপ হয়ে যায়; জীবন বৃক্ষবৎ জড়পদার্থ হয়ে যায়। কর্মকারের ভস্ত্রাবৎ তার শরীরে বৃথা শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া চলতে থাকে। তার না থাকে নিজের জ্ঞান না থাকে অন্যের জ্ঞান। সে সর্বতোভাবে আত্মবঞ্চিত হয়। ১১-২১-২২

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্।

শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তং যথা ভৈষজ্যরোচনম্॥ ১১-২১-২৩

হে উদ্ধব! শ্রুতিতে স্বর্গাদি ফললাভের যে বর্ণনা করা হয়েছে তা কখনই সেগুলির অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিদের পুরুষার্থ বলে বিবেচিত হতে পারে না। তার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বহির্মুখ ব্যক্তিদের অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধির দ্বারা পরম কল্যাণকর মোক্ষের বিবিক্ষার দ্বারা কর্মে রুচি উৎপন্ন করবার জন্য। যেমন ঔষধিতে রুচি উৎপন্ন করবার জন্য বালকদের প্রতি সুমিষ্ট কথা বলা হয়ে থাকে। ১১-২১-২৩

BANGLADARSHAN.COM

উৎপত্ত্যেব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ।

আসক্তমনসো মর্ত্যা আত্মনোঽনর্থহেতুষু॥ ১১-২১-২৪

এই উক্তি সন্দেহাতীত সত্য যে জগতে বিষয়ভোগে, প্রাণে ও আত্মীয়স্বজনে সকলেই জন্মাবধি আসক্ত; যা আত্মোন্নতির প্রধান বাধাস্বরূপ ও অনর্থকারী। ১১-২১-২৪

ন তানবিদুষঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতো বৃজিনাধ্বনি।

কথং যুঞ্জ্যাৎ পুনস্তেষু তাংস্তমো বিশতো বুধঃ॥ ১১-২১-২৫

ঈশ্বর-লাভের সাধন-পথের কথা যাদের অজানা তারা স্বর্গাদি সুখ ভোগের বর্ণনাকে যথার্থ মনে করে তাতে আসক্ত হয়ে তদনুরূপ কর্মের দ্বারা দেবাদি যোনিতে পরিভ্রমণ করে পুনরায় বৃক্ষাদি মূঢ় যোনিতে পতিত হয়। এই অবস্থায় বেদাদি শাস্ত্র অথবা কোনো বিদ্বান ব্যক্তি কেন তাকে সেই বিষয়াদিতে প্রবৃত্ত হবার প্রেরণা দান করবে? ১১-২১-২৫

এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ।

ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞ বদন্তি হি॥ ১১-২১-২৬

কুবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ বেদসমূহের যথার্থ অভিপ্রায় অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে কর্মাসক্তির কারণে স্বর্গাদির বর্ণনাকে পুষ্পবৎ লোভনীয় জ্ঞান করে তাকেই পরমপ্রাপ্তি মনে করে বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু বেদবেত্তাগণ শ্রুতিসমূহের এই তাৎপর্যের কথা বলেন না। ১১-২১-২৬

কামিনঃ কৃপণা লুব্ধাঃ পুষ্পেষু ফলবুদ্ধয়ঃ।

অগ্নিমুগ্ধা ধূমতান্তাঃ স্বং লোকং ন বিদন্তি তে॥ ১১-২১-২৭

বিষয়াসক্ত, দীন-হীন, লোভী ব্যক্তিরা স্বর্গাদি লোককে বিভিন্ন বর্ণের সুন্দর পুষ্পবৎ ও পরমপ্রাপ্তি জ্ঞান করে, যার ফলে তারা অগ্নি সংশ্লিষ্ট যাগযজ্ঞাদি কর্মে আকর্ষণ অনুভব করে থাকে। তাদের প্রাপ্তি দেবলোক, পিতৃলোক আদিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। দৃষ্টি অন্যত্র নিবিষ্ট হওয়ায় তারা নিজধাম–আত্মপদের সন্ধান পায় না। ১১-২১-২৭

ন তে মামঙ্গ জানন্তি হৃদিস্থং য ইদং যতঃ।
উক্‌থশস্ত্রা হ্যসুতৃপো যথা নীহারচক্ষুষঃ॥ ১১-২১-২৮

হে প্রিয় উদ্ধব! তাদের সাধনার বিষয় কেবল কর্ম সম্পাদন যার একমাত্র ফল ইন্দ্রিয় সেবন। দৃষ্টি তমসাবৃত, অপরিচ্ছন্ন হওয়ায় তারা জানতে পারে না যে জগৎ উৎপত্তির কারণ ও জগৎস্বরূপ স্বয়ং আমি তাদের হৃদয়েই সতত নিবাস করে আছি। ১১-২১-২৮

তে মে মতমবিজ্ঞায় পরোক্ষং বিষয়াত্মকাঃ।
হিংসায়াং যদি রাগঃ স্যাদ্ যজ্ঞ এব ন চোদনা॥ ১১-২১-২৯
হিংসাবিহারা হ্যালব্ধৈঃ পশুভিঃ স্বসুখেচ্ছয়া।
যজন্তে দেবতা যজ্ঞৈঃ পিতৃভূতপতীন্ খলাঃ॥ ১১-২১-৩০

যদি পশু হিংসা এবং মাংসভক্ষণ কার্যে অনুরাগ হেতু তার ত্যাগ সম্ভব না হয় তাহলে যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে সেটি গ্রহণ করো –এই বিধান কখনই উত্তম বলে স্বীকৃত হতে পারে না; তাকে কেবল স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ভিন্ন রূপে স্বীকৃতি মাত্র বলা চলে। সন্ধ্যাবন্দনাদিসম অপূর্ব সুন্দর বিধি ওই সকল বিধির তুলনায় বহুলাংশে প্রকৃষ্ট। এইভাবে আমার অভিপ্রায় না জেনে বিষয়লোলুপ ব্যক্তিগণ হিংসায় মত্ত হয়ে পড়ে। তারা কপটতা হেতু ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিলাষে পশুহিংসা দ্বারা প্রাপ্ত মাংস দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করে দেবতা, পিতৃপুরুষ ও ভূতপতি আদি যজনের অভিনয়-ক্রিয়া করে থাকে। ১১-২১-২৯-৩০

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নোপমমমুং লোকমসন্তং শ্রবণপ্রিয়ম্।
আশিষো হৃদি সঙ্কল্প্য ত্যজন্ত্যর্থান্ যথা বণিক্॥ ১১-২১-৩১

হে উদ্ধব! স্বর্গাদি পরলোক স্বপ্নে দেখা দৃশ্যের ন্যায় অস্থায়ী, সেগুলিও প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বহীন, শুধুমাত্র শ্রবণেই সুমিষ্ট বোধ হয়। সকাম ব্যক্তি স্বর্গাদি পরলোক ভোগার্থে মনে মনে বহু সংকল্পই করে থাকে। বেশি লাভের আশায় ব্যবসায়ী যেমন মূলধন হারায়, ঠিক সেই ভাবেই সকাম যজ্ঞে সেই যজ্ঞানুষ্ঠানকারী নিজ অর্থসম্পদ বিনষ্ট করে থাকে। ১১-২১-৩১

রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠা রজঃসত্ত্বতমোজুষঃ।
উপাসত ইন্দ্রমুখ্যান্ দেবাদীন্ ন তথৈব মাম্॥ ১১-২১-৩২

তারা স্বয়ং রজোগুণ, সত্ত্বগুণ অথবা তমোগুণে অধিষ্ঠান করে রাজসী, সাত্ত্বিকী ও তামসী গুণযুক্ত ইন্দ্রাদি দেবতাদের উপাসনা করে থাকে। তদনুরূপ দ্রব্যাদির দ্বারা কায়িক পরিশ্রম সহকারে তারা কিন্তু আমার পূজায় যুক্ত হয় না। ১১-২১-৩২

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈর্গত্বা রংস্যামহে দিবি।
তস্যান্ত ইহ ভূয়াস্ম মহাশালা মহাকুলাঃ॥ ১১-২১-৩৩
এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্।
মানিনাং চাতিস্তব্ধানাং মদ্বার্তাপি ন রোচতে॥ ১১-২১-৩৪

তারা যখন সুমিষ্ট, পুষ্পিত ও অতিরঞ্জিত বৃত্তান্ত শোনে যে ‘এই মর্ত্যলোকে যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা দেবতাদের তুষ্ট করে স্বর্গে গমন করা যায়’, ‘স্বর্গে দিব্যনন্দ উপভোগ করা যায়’, পুনর্জন্ম হলে অতি কুলীন বংশে জন্মগ্রহণ করে ভোগের জন্য সুবিশাল প্রাসাদ লাভ হয় ও অতি বৃহদায়তন সুখ-সমৃদ্ধিযুক্ত আত্মীয়-কুটুম্ব লাভ হয়, তখন তাদের চিত্ত ক্ষুব্ধ হয়; এই সকল আকাশকুসুম চিন্তায় বিভোর পাষণ্ডদের আমার বিষয়ক কোনো কথাই ভালো লাগে না। ১১-২১-৩৩-৩৪

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্॥ ১১-২১-৩৫

হে উদ্ধব! বেদসকল কর্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান–এই তিন কাণ্ডে বিভক্ত। তিন কাণ্ডে প্রতিপাদিত মুখ্য বিষয় হল–ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব; মন্ত্রসকল ও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ এই বিষয়কে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা না করে গুপ্তভাবে বলে থাকে এবং আমারও তাই অভীষ্ট। ১১-২১-৩৫

শব্দব্রহ্ম সুদুর্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্।
অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ॥ ১১-২১-৩৬

বেদসকল বস্তুত শব্দব্রহ্ম। তারা আমার প্রতিমূর্তি তাই তার রহস্য বোঝা অতি কঠিন কর্ম। সেই শব্দব্রহ্ম পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা বাণীর রূপে প্রাণ, মন এবং ইন্দ্রিয়সম। তা সমুদ্রবৎ সুবিশাল ও গভীর। তার নাগাল পাওয়া সত্যই সুকঠিন। ১১-২১-৩৬

ময়োপবৃংহিতং ভূম্না ব্রহ্মণানন্তশক্তিনা।
ভূতেষু ঘোষরূপেণ বিসেষূর্ণেব লক্ষ্যতে॥ ১১-২১-৩৭

হে উদ্ধব! আমি অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ও স্বয়ং ব্রহ্ম। আমিই স্বয়ং বেদবাণীর বিস্তার করেছি। যেমন পদ্মনালে অতি সূক্ষ্ম সূত্র থাকে তেমনভাবেই এই বেদবাণী প্রাণীকুলের অন্তঃকরণে অনাহতনাদ রূপে অভিব্যক্ত হয়। ১১-২১-৩৭

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণামুদ্বমতে মুখাৎ।
আকাশাদ্ ঘোষবান্ প্রাণো মনসা স্পর্শরূপিণা॥ ১১-২১-৩৮
ছন্দোময়োঽমৃতময়ঃ সহস্রপদবীং প্রভুঃ।
ওঙ্কারাদ্ ব্যঞ্জিতস্পর্শস্বরোষ্মান্তঃস্থভূষিতাম্॥ ১১-২১-৩৯
বিচিত্রভাষাবিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ।
অনন্তপারাং বৃহতীং সৃজত্যাক্ষিপতে স্বয়ম্॥ ১১-২১-৪০

BANGLADARSHAN.COM

ভগবান হিরণ্যগর্ভ স্বয়ং বেদমূর্তি এবং অমৃতময়। প্রাণ তাঁর উপাধি এবং স্বয়ং অনাহত শব্দ দ্বারাই তাঁর অভিব্যক্তি হয়েছে। যেমন ঊর্ণনাভ নিজ ইচ্ছায় মুখদ্বারা জাল বিস্তার করে এবং আবার তা গিলে ফেলে, তেমনভাবেই তিনি স্পর্শাদি বর্ণসকল সংকল্পকারী মনরূপ নিমিত্ত-কারণ দ্বারা হৃদয়াকাশ থেকে অপার অনন্ত বহু মার্গসম্পন্ন বৈখরীরূপ বেদবাণীকে স্বয়ং অভিব্যক্ত করেন এবং তারপর তাকে নিজ স্বরূপেই লীন করে নেন। এই বাণী হৃদ্গত সূক্ষ্ম ওঁকার দ্বারা অভিব্যক্ত স্পর্শ, উষ্মা এবং অন্তস্থ–এই বর্ণসমূহে বিভূষিত। তাতে এমন ছন্দ বর্তমান যাতে চতুর্বর্ণের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতেই থাকে যা বিচিত্র ভাষারূপে বিস্তৃতি লাভ করে। ১১-২১-৩৮-৩৯-৪০

গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙ্ক্তিরেব চ।
ত্রিষ্টুব্জগত্যতিচ্ছন্দো হ্যত্যষ্ট্যতিজগদ্ বিরাট্॥ ১১-২১-৪১

চারের অধিক বর্ণের কিছু ছন্দসকল এইরূপ–গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অতিচ্ছন্দ, অত্যষ্টি, অতিজগতী এবং বিরাট্। ১১-২১-৪১

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্ বেদ কশ্চন॥ ১১-২১-৪২

কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই বেদবাণীর যথার্থ উদ্দেশ্য কী, উপাসনাকাণ্ডে কোন্ কোন্ দেবতাকে লক্ষ্য করায় এবং জ্ঞানকাণ্ডের প্রতীতিসমূহের অনুবাদের মাধ্যমে যে প্রভূত বিকল্প প্রকাশ করে–এই বিষয়ক শ্রুতির রহস্য আমি ব্যতীত অন্য কেউই অবগত নয়। ১১-২১-৪২

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে ত্বহম্।
এতাবান্ সর্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিদ্ধ্য প্রসীদতি॥ ১১-২১-৪৩

আমি এখন সুস্পষ্টভাবে তোমাকে অবহিত করছি যে শ্রুতিসমূহের উল্লেখিত কর্মকাণ্ডের বিধানসকলের লক্ষ্য আমিই, উপাসনাকাণ্ডে উপাস্য দেবতারূপে তারা আমারই বর্ণনা দেয় ও জ্ঞানকাণ্ডেও আকাশাদিরূপে আমাতেই অন্য বস্তুসকল আরোপ করে তার নিষেধ নির্দেশ করে। সম্পূর্ণ শ্রুতির কেবল এই তাৎপর্য যে তা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে আমাতে ভেদ আরোপ করে, মায়ামাত্র বলে তার অনুবাদ করে এবং অন্তে সবের নিষেধ করে আমাতেই শান্ত হয়ে যায় এবং আমিই কেবল অধিষ্ঠানরূপে অবশিষ্ট থাকি। ১১-২১-৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়

তত্ত্ব সংখ্যা নিরূপণ ও পুরুষ-প্রকৃতির বিবেক

BANGLADARSHAN.COM

উদ্ধব উবাচ

কতি তত্ত্বানি বিশ্বেশ সংখ্যাতান্যৃষিভিঃ প্রভো।
নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীণ্যাত্থ ত্বমিহ শুশ্রুম॥ ১১-২২-১

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন—হে বিশ্বেশ্বর প্রভু! ঋষিগণ তত্ত্ব সংখ্যা কত বলেছেন। আপনি তো এইমাত্র নয়, একাদশ, পঞ্চ ও ত্রিসংখ্যক—মোট অষ্টবিংশ সংখ্যক তত্ত্বের কথার উল্লেখ করলেন, এটুকু আমরা জানি। ১১-২২-১

কেচিৎ ষড়্বিংশতিং প্রাহুরপরে পঞ্চবিংশতিম্।
সপ্তৈকে নব ষট্ কেচিচ্চত্বার্যেকাদশাপরে॥ ১১-২২-২

কিন্তু অন্য মতে ষড়্বিংশ সংখ্যক তত্ত্বের কথাও শোনা যায়। এছাড়া কেউ কেউ পঞ্চবিংশ, সপ্ত, নয়, ষষ্ঠ, চতুষ্টয় এবং একাদশ সংখ্যক তত্ত্বের কথাও বলে থাকেন। ১১-২২-২

কেচিৎ সপ্তদশ প্রাহুঃ ষোড়শৈকে ত্রয়োদশ।
এতাবত্ত্বং হি সংখ্যানামৃষয়ো যদ্বিবক্ষয়া।
গায়ন্তি পৃথগায়ুষ্মন্নিদং নো বক্তুমর্হসি॥ ১১-২২-৩

এইভাবে কোনো কোনো মুনি-ঋষিদের মতে তত্ত্ব সংখ্যা সপ্তদশ, ষোড়শ ও ত্রয়োদশ। হে সনাতন শ্রীকৃষ্ণ! মুনি-ঋষিদের এইরূপ মতপার্থক্যের কারণ কী? আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে তা বলুন। ১১-২২-৩

শ্রীভগবানুবাচ

যুক্তং চ সন্তি সর্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।

মায়াং মদীয়ামুদ্‌গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্‌॥ ১১-২২-৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন—হে উদ্ধব! বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সকল উক্তিই ঠিক, কারণ সব উক্তিতেই সকল তত্ত্বের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করেই তা বলা হয়েছে। আমার মায়ার প্রভাবে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব নয়। ১১-২২-৪

নৈতদেবং যথাঽঽত্থ ত্বং যদহং বচ্মি তত্তথা।

এবং বিবদতাং হেতুঃ শক্তয়ো মে দুরত্যয়াঃ॥ ১১-২২-৫

জগতে সকলেই নিজের মতকে যথার্থ আখ্যা দিয়ে থাকে। জগতে বিবাদের প্রধান কারণ এই যে সকলেই নিজের মতকে অন্যের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আমার শক্তিসকল—সত্ত্ব, রজ আদি গুণসকল ও তাদের বৃত্তির রহস্য লোকেদের বোধগম্য হয় না; তাই তারা নিজ মতের উপরই আগ্রহ করে বসেন। ১১-২২-৫

যাসাং ব্যতিকরাদাসীদ্‌ বিকল্পো বদতাং পদম্‌।

প্রাপ্তে শমদমেঽপ্যেতি বাদস্তমনুশাম্যতি॥ ১১-২২-৬

সত্ত্বাদি গুণসকলের ক্ষোভেই এই বিবিধ কল্পনারূপ প্রপঞ্চের উৎপত্তি যা বস্তুত নেই, শুধুই নামমাত্র এবং বাদবিসংবাদের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যখন ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত ও চিত্ত শান্ত হয় তখন এই প্রপঞ্চও নিবৃত্ত হয়ে যায় ও তার সঙ্গেই বাদবিসংবাদেরও অবসান হয়। ১১-২২-৬

পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ।

পৌর্বাপর্যপ্রসংখ্যানং যথা বক্তুর্বিবক্ষিতম্‌॥ ১১-২২-৭

BANGLADARSHAN.COM

হে পুরুষপ্রবর! তত্ত্ব সকলের একের অন্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ থাকে। তাই বক্তা যে তত্ত্ব-সংখ্যা নির্ধারণ করেন তার হিসেবে কারণকে কার্যে অথবা কার্যকে কারণে যুক্ত করে তার বর্ণনা করে থাকেন। ১১-২২-৭

একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ।

পূর্বস্মিন্‌ বা পরস্মিন্‌ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্বশঃ॥ ১১-২২-৮

প্রায়শ দেখা যায় যে এক তত্ত্বে অন্য তত্ত্বসকলের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। অনুপ্রবেশ হওয়ার কোনো পূর্ব নির্দিষ্ট নিয়মও নেই। দেখা যায় যে ঘট-পট আদি কার্য বস্তুসকলের তার কারণ মৃত্তিকা-সূত্র আদিতে আবার কখনো মৃত্তিকা-সূত্র আদির ঘট-পটে অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। ১১-২২-৮

পৌর্বাপর্যমতোঽমীষাং প্রসংখ্যানমভীপ্সতাম্‌।

যথা বিবিক্তং যদ্বক্ত্রং গৃহ্ণীমো যুক্তিসম্ভবাৎ॥ ১১-২২-৯

তাই বাদী-প্রতিবাদীর মধ্যে যার মীমাংসা যে কার্যকে কারণে অথবা যে কারণকে কার্যে অন্তর্ভূত করে, যে তত্ত্ব সংখ্যায় উপনীত হয়, তাকে আমি অবশ্যই স্বীকৃতি প্রদান করি কারণ তার সেই উপপাদন যুক্তিসংগতই। ১১-২২-৯

অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্‌।

স্বতো ন সম্ভবাদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ॥ ১১-২২-১০

হে উদ্ধব! যাঁরা ষড়বিংশ সংখ্যাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁদের বক্তব্য এই যে জীব অনাদিকাল থেকেই অবিদ্যাগ্রস্ত। তার পক্ষে নিজেকে জানতে পারা সম্ভব নয়। তাকে আত্মজ্ঞান প্রদান হেতু অন্য কোন সর্বজ্ঞের প্রয়োজন। ১১-২২-১০

পুরুষেশ্বরয়োরত্র ন বৈলক্ষণ্যমণ্বপি।

তদন্যকল্পনাপার্থা জ্ঞানং চ প্রকৃতের্গুণঃ॥ ১১-২২-১১

পঞ্চবিংশ তত্ত্ব সংখ্যা নির্ণয়কারী ব্যক্তিদের অভিমত এই যে এই শরীরে জীব এবং ঈশ্বরের অণুমাত্রও পার্থক্য অথবা ভেদ নেই। তাই সেই সম্বন্ধে প্রভেদের কল্পনাই অবাস্তব। আর জ্ঞান তো সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতির গুণ। ১১-২২-১১

প্রকৃতির্গুণসাম্যং বৈ প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ॥ ১১-২২-১২

ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি; অতএব সত্ত্ব, রজ আদি গুণ আত্মার নয়, প্রকৃতির। তার দ্বারাই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই জ্ঞান কখনোই আত্মার গুণ নয়, তা প্রকৃতির গুণ বলেই প্রমাণিত হয়। ১১-২২-১২

সত্ত্বং জ্ঞানং রজঃ কর্ম তমোঽজ্ঞানমিহোচ্যতে।

গুণব্যতিকরঃ কালঃ স্বভাবঃ সূত্রমেব চ॥ ১১-২২-১৩

এই প্রসঙ্গে সত্ত্বগুণই জ্ঞান, রজোগুণই কর্ম এবং তমোগুণকেই অজ্ঞান বলা হয়। ত্রিগুণের ক্ষোভ উৎপন্নকারী ঈশ্বরই কাল এবং সূত্র অর্থাৎ মহত্তত্ত্বই স্বভাব। ১১-২২-১৩

পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমহঙ্কারো নভোঽনিলঃ।

জ্যোতিরাপঃ ক্ষিতিরিতি তত্ত্বান্যুক্তানি মে নব॥ ১১-২২-১৪

হে উদ্ধব! পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহংকার, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম–এই নয় তত্ত্বের কথা তো আমি পূর্বেই বলেছি। ১১-২২-১৪

শ্রোত্রং ত্বগ্দর্শনং ঘ্রাণো জিহ্বেতি জ্ঞানশক্তয়ঃ।

বাক্পাণ্যুপস্থপায়্বঙ্ঘ্রিকর্মাণ্যঙ্গোভয়ং মনঃ॥ ১১-২২-১৫

শব্দঃ স্পর্শো রসো গন্ধ রূপং চেত্যর্থজাতয়ঃ।

গত্যুক্ত্যুৎসর্গশিল্পানি কর্মায়তনসিদ্ধয়ঃ॥ ১১-২২-১৬

BANGLADARSHAN.COM

শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, নাসিকা, এবং রসনা–এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ–এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন যা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় দুইই। এইভাবে ইন্দ্রিয় সংখ্যা মোট একাদশ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ–এই পাঁচটি হল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। অতএব ত্রি, নব, একাদশ এবং পঞ্চ–মোট অষ্টবিংশ তত্ত্ব হয়। কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কৃতকর্ম–কথা বলা, কর্ম সম্পাদন অথবা কার্যকারণ চলা, মলত্যাগ ও মূত্রত্যাগ এর দ্বারা তত্ত্ব সংখ্যার বৃদ্ধি হয় না। এই ক্রিয়েন্দ্রিয় সকলকে কর্মেন্দ্রিয় স্বরূপই ধরা উচিত। ১১-২২-১৫-১৬

সর্গাদৌ প্রকৃতির্হ্যস্য কার্যকারণরূপিণী।

সত্ত্বাদিভির্গুণৈর্ধত্তে পুরুষোঽব্যক্ত ঈক্ষতে॥ ১১-২২-১৭

সৃষ্টির আরম্ভে কার্য এবং কারণ-এর রূপে প্রকৃতিই বিরাজমান থাকে। সেই সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণের সাহায্যে জগতের স্থিতি, উৎপত্তি এবং সংহার সম্বন্ধিত অবস্থা ধারণ করে। অব্যক্ত পুরুষ তো প্রকৃতি এবং তার অবস্থা সমূহের কেবল সাক্ষীরূপে বর্তমান থাকে। ১১-২২-১৭

ব্যক্তাদয়ো বিকুর্বাণা ধাতবঃ পুরুষেক্ষয়া।

লব্ধবীর্যাঃ সৃজন্ত্যণ্ডং সংহতাঃ প্রকৃতের্বলাৎ॥ ১১-২২-১৮

মহত্ত্বাদি কারণরূপ ধাতুসমূহ বিকার যুক্ত হয়ে পুরুষের ঈক্ষণের শক্তিতে পুষ্ট হয়ে পরস্পর মিলিত হয় এবং প্রকৃতির আশ্রয় বলে ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে। ১১-২২-১৮

সপ্তৈব ধাতব ইতি তত্রার্থাঃ পঞ্চ খাদয়ঃ।

জ্ঞানমাত্মোভয়াধারস্ততো দেহেন্দ্রিয়াসবঃ॥ ১১-২২-১৯

হে উদ্ধব! তত্ত্বের সপ্তসংখ্যা প্রজ্ঞাবানদের মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম–এই পঞ্চভূত, ষষ্ঠ জীব ও সপ্তম পরমাত্মা যিনি সাক্ষী জীব ও সাক্ষ্য জগৎ উভয়েই অধিষ্ঠিত। এই হল সপ্ততত্ত্ব রহস্য। দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণাদির সৃষ্টির কারণ তো পঞ্চভূতই। ১১-২২-১৯

ষড়িত্যত্রাপি ভূতানি পঞ্চ ষষ্ঠঃ পরঃ পুমান্।

তৈর্যুক্ত আত্মসম্ভূতৈঃ সৃষ্টেদং সমুপাবিশৎ॥ ১১-২২-২০

যাঁরা তত্ত্ব সংখ্যাকে ষষ্ঠরূপে স্বীকৃতি দেন তাঁদের বক্তব্য এই যে তত্ত্ব পঞ্চভূত এবং পরমাত্মা। সেই পরমাত্মা নিজ সৃষ্ট পঞ্চভূতে যুক্ত হয়ে দেহাদি সৃষ্টি করে থাকেন। ১১-২২-২০

চত্বার্যেবেতি তত্রাপি তেজ আপোঽন্নমাত্মনঃ।

জাতানি তৈরিদং জাতং জন্মাবয়বিনঃ খলু॥ ১১-২২-২১

তত্ত্ব সংখ্যাকে যাঁরা চারে সীমিত মনে করেন তাঁদের মতে আত্মা থেকেই তেজ, অপ ও ক্ষিতির সৃষ্টি এবং জগতে উপস্থিত সকল পদার্থের সৃষ্টিও তার থেকেই। এই মতে এর মধ্যেই সকল কার্যের সমাবেশ হয়। ১১-২২-২১

সংখ্যানে সপ্তদশকে ভূতমাত্রেন্দ্রিয়াণি চ।

পঞ্চ পঞ্চৈকমনসা আত্মা সপ্তদশঃ স্মৃতঃ॥ ১১-২২-২২

তত্ত্ব সংখ্যাকে সপ্তদশ যাঁরা বলেন তাঁদের মতে পঞ্চভূত, পঞ্চ তন্মাত্রা, এক মন, এক আত্মা এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় –এই হল মোট সপ্তদশ তত্ত্ব। ১১-২২-২২

তদ্বৎ ষোড়শসংখ্যানে আত্মৈব মন উচ্যতে।

ভূতেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব মন আত্মা ত্রয়োদশ॥ ১১-২২-২৩

ষোড়শ তত্ত্ব সংখ্যা গণনাকারীদের পদ্ধতিও উপরিউক্ত সপ্তদশ তত্ত্ব গণনাকারীদের অনুরূপ কেবল মনকে আত্মাতে সমাবিষ্ট বলে পৃথকরূপে ধরা হয় না। তাই তত্ত্ব সংখ্যা সেখানে ষোড়শ। ত্রয়োদশ গণনাকারীদের মতে ব্যোমাদি পঞ্চভূত, শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এক মন, এক জীবাত্মা এবং পরমাত্মা–তত্ত্ব মোট ত্রয়োদশ। ১১-২২-২৩

BANGLADARSHAN.COM

একাদশত্ব আত্মাসৌ মহাভূতেন্দ্রিয়াণি চ।

অষ্টৌ প্রকৃতয়শ্চৈব পুরুষশ্চ নবেত্যথ॥ ১১-২২-২৪

একাদশ সংখ্যাকে স্বীকৃতি প্রদানকারীদের মতে পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তা ছাড়া একমাত্র আত্মার অস্তিত্ব বর্তমান। নয় তত্ত্ব সংখ্যা গণনাকারীরা এইরূপ বলে থাকেন ব্যোমাদি পঞ্চভূত, মন-বুদ্ধি-অহংকার–এই আটটি এবং নবম হল পুরুষ। অতএব মোট তত্ত্বসংখ্যা হল নয়টি। ১১-২২-২৪

ইতি নানাপ্রসংখ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতম্।

সর্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাদ্ বিদুষাং কিমশোভনম্॥ ১১-২২-২৫

হে উদ্ধব! এইভাবে ঋষি-মুনিগণ বিভিন্নভাবে তত্ত্ব সকলের গণনা করেছেন। সকলের বক্তব্যই সত্য, কারণ সকলের তত্ত্ব সংখ্যাই যুক্তিযুক্ত। আর তত্ত্বজ্ঞানীদের কোথাও কোনো মতেই দোষদৃষ্টি থাকে না। তাদের পক্ষে সব কিছুই স্বীকার্য হয়। ১১-২২-২৫

উদ্ধব উবাচ

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চোভৌ যদ্যপ্যাত্মবিলক্ষণৌ।

অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ কৃষ্ণ দৃশ্যতে ন ভিদা তয়োঃ॥ ১১-২২-২৬

উদ্ধব বললেন–হে শ্যামসুন্দর! যদিও স্বরূপত প্রকৃতি এবং পুরুষ–একে অন্য থেকে সর্বতোভাবে ভিন্ন। তবুও এই দুটি এমনভাবে মিলেমিশে গেছে যে সাধারণত তাদের ভেদ বোঝা যায় না। প্রকৃতির মধ্যে পুরুষ এবং পুরুষের মধ্যে প্রকৃতি অভিন্নরূপে প্রতীত হয়। তাদের ভিন্নতা কেমন করে স্পষ্ট হয়? ১১-২২-২৬

প্রকৃতৌ লক্ষ্যতে হ্যাত্মা প্রকৃতিশ্চ তথাত্মনি।

এবং মে পুণ্ডরীকাক্ষ মহান্তং সংশয়ং হৃদি।

ছেত্তুমর্হসি সর্বজ্ঞ বচোভির্নয়নৈপুণৈঃ॥ ১১-২২-২৭

হে পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ! আমার চিত্তে এদের ভিন্নতা অভিন্নতার বিষয়ে সন্দেহ বিদ্যমান। আপনি তো সর্বজ্ঞ, আপনি আপনার যুক্তিযুক্ত বিচার দ্বারা আমার এই সন্দেহের নিরসন করুন। ১১-২২-২৭

ত্বত্তো জ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষস্তেঽত্র শক্তিতঃ।

ত্বমেব হ্যাত্মমায়ায়া গতিং বেত্থ ন চাপরঃ॥ ১১-২২-২৮

ভগবন্! আপনারই কৃপায় জীবের জ্ঞান লাভ হয় এবং আপনারই মায়াশক্তি দ্বারা সেই জ্ঞানের বিনাশও হয়। নিজ আত্মস্বরূপ মায়ার বিচিত্র গতি আপনিই জানেন; অন্য কেউ নন। অতএব আপনিই আমার সন্দেহ মোচনে সমর্থ। ১১-২২-২৮

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি বিকল্পঃ পুরুষর্ষভ।

এষ বৈকারিকঃ সর্গো গুণব্যতিকরাত্মকঃ॥ ১১-২২-২৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব! প্রকৃতি ও পুরুষ, শরীর ও আত্মা—এই দুই-এর মধ্যে অনেক প্রভেদ। এই প্রাকৃত জগতে জন্ম-মৃত্যু এবং বৃদ্ধি-হ্রাস আদি বিকার হতেই থাকে; কারণ তা গুণত্রয়ের ক্ষোভ হেতু উদ্ভূত। ১১-২২-২৯

মমাঙ্গ মায়া গুণময্যনেকধা বিকল্পবুদ্ধীশ্চ গুণৈর্বিধত্তে।

বৈকারিকস্ত্রিবিধোঽধ্যাত্মমেকমথাধিদৈবমধিভূতমন্যৎ॥ ১১-২২-৩০

হে প্রিয় সখা! আমার মায়া ত্রিগুণাত্মক যা সত্ত্ব, রজ আদি গুণদ্বারা বহু প্রকারের ভেদবৃত্তি সৃষ্টি করে থাকে। যদিও তার সীমাহীন বিস্তার তবুও এই বিকারাত্মক সৃষ্টিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। সেই তিন ভাগ হল—অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত। ১১-২২-৩০

BANGLADARSHAN.COM

দৃগ্ রূপমার্কং বপুরত্র রন্ধ্রে পরস্পরং সিধ্যতি যঃ স্বতঃ খে।

আত্মা যদেষামপরো য আদ্যঃ স্বয়ানুভূত্যাখিলসিদ্ধসিদ্ধিঃ।

এবং ত্বগাদি শ্রবণাদি চক্ষুর্জিহ্বাদি নাসাদি চ চিত্তযুক্তম্॥ ১১-২২-৩১

উদাহরণ স্বরূপ—দর্শনেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, তার বিষয়রূপ অধিভূত এবং অক্ষিগোলকে অবস্থিত সূর্যদেবতার অংশ অধিদৈব। এদের নির্ধারণ পরস্পরের উপর আশ্রিত। তাই অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত—এই তিনটি পরস্পর সাপেক্ষ। কিন্তু আকাশস্থিত সূর্যমণ্ডল এই তিনের উপর নির্ভরশীল নয় কারণ তা স্বতঃসিদ্ধ। একইভাবে আত্মাও উপযুক্ত ত্রিবিভেদের মূল কারণ এবং তার থেকে ভিন্ন। তা নিজ স্বয়ংসিদ্ধ প্রকাশে সমস্ত সিদ্ধ পদার্থসমূহের মূলসিদ্ধি প্রমাণিত করে। তার দ্বারাই জগৎ প্রকাশিত। যেমন চক্ষুর তিন ভেদ বলা হয় তেমনভাবেই ত্বক, শ্রোত্র, জিহ্বা, নাসিকা এবং চিত্তাদিরও ভেদত্রয় বর্তমান। ১১-২২-৩১

যোঽসৌ গুণক্ষোভকৃতো বিকারঃ প্রধানমূলান্মহতঃ প্রসূতঃ।

অহং ত্রিবৃন্মোহবিকল্পহেতুর্বৈকারিকস্তামস ঐন্দ্রিয়শ্চ॥ ১১-২২-৩২

প্রকৃতি থেকে মহত্তত্ত্ব হয় এবং মহত্তত্ত্ব থেকে অহংকার হয়। এইভাবে এই অহংকার গুণসকলের ক্ষোভে উৎপন্ন প্রকৃতির এক বিকার মাত্র। অহংকার তিন প্রকারের হয়—সাত্ত্বিক, তামসিক এবং রাজসিক। এই অহংকারই অজ্ঞান এবং সৃষ্টির বৈচিত্র্যের মূল কারণ। ১১-২২-৩২

আত্মা পরিজ্ঞানময়ো বিবাদো হ্যস্তীতি নাস্তীতি ভিদার্থনিষ্ঠঃ।

ব্যর্থোঽপি নৈবোপরমেত পুংসাং মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং স্বলোকাৎ॥ ১১-২২-৩৩

আত্মা জ্ঞানস্বরূপ; বস্তুসকলের সঙ্গে না আছে তার সম্বন্ধ না আছে বিবাদ। অস্তি-নাস্তি, সগুণ-নির্গুণ, ভাব-অভাব, সত্য-মিথ্যা আদি যত প্রকারের বাদানুবাদ বর্তমান, সেই সকলের মূল কারণ ভেদবুদ্ধি। বিবাদের প্রয়োজনীয়তা আদৌ নেই; তাই তা সর্বতোভাবে ব্যর্থ। তবুও যারা আমাতে অর্থাৎ নিজ বাস্তবিক স্বরূপে বিমুখ তারা এই বিবাদ থেকে মুক্ত হতে পারে না। ১১-২২-৩৩

উদ্ধব উবাচ

তত্ত্বঃ পরাবৃত্তধিয়ঃ স্বকৃতৈঃ কর্মভিঃ প্রভো।

উচ্চাবচান্ যথা দেহান্ গৃহ্ণন্তি বিসৃজন্তি চ॥ ১১-২২-৩৪

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্! আপনার থেকে বিমুখ জীব কৃত পুণ্য-পাপের ফলে উর্ধ্ব-অধঃ যোনিতে পরিভ্রমণ করতে থাকে। এই প্রশ্ন থেকেই যায় যে ব্যাপক আত্মার এক দেহ থেকে অন্য দেহে গমন, অকর্তার কর্ম সম্পাদন এবং নিত্য বস্তুর জন্ম-মৃত্যু কেমন করে সম্ভব হয়? ১১-২২-৩৪

তন্মমাখ্যাহি গোবিন্দ দুর্বিভাব্যমনাত্মভিঃ।

ন হ্যেতৎ প্রায়শো লোকে বিদ্বাংসঃ সন্তি বঞ্চিতাঃ॥ ১১-২২-৩৫

হে গোবিন্দ! যারা আত্মজ্ঞানরহিত তারা তো এই বিষয়কে সঠিক ভাবে চিন্তা করতেও সক্ষম নয় এবং এই বিষয়ের বিদ্বান ব্যক্তি জগতেও বিরল। সকলেই আপনার মায়ার প্রপঞ্চে বিভ্রান্ত। তাই অনুগ্রহ করে আপনিই আমাকে এর রহস্য বোঝান। ১১-২২-৩৫

শ্রীভগবানুবাচ

মনঃ কর্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্।

লোকাল্লোকং প্রযাত্যন্য আত্মা তদনুবর্ততে॥ ১১-২২-৩৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব! মানব মন রাশীকৃত কর্ম সংস্কারের বাসস্থান। সেই কর্ম সংস্কার অনুসার ভোগপ্রাপ্তি হেতু তার সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয়ও সক্রিয়,—এরই নাম লিঙ্গশরীর। কর্মানুসারে তার এক দেহ থেকে অন্য দেহে এবং এক লোক থেকে অন্য লোকে গমনাগমন হয়ে থাকে। আত্মা এই লিঙ্গশরীর থেকে সর্বতোভাবে অসংশ্লিষ্ট। তার গমনাগমন নেই। কিন্তু যখন সে নিজেকে লিঙ্গশরীর জ্ঞান করে ও তাতে অহংকারযুক্ত হয়ে পড়ে তখন দেহের সঙ্গে তার নিজেরও গমনাগমন মনে হয়। ১১-২২-৩৬

ধ্যায়ন্ মনোঽনু বিষয়ান্ দৃষ্টান্ বানুশ্রুতানথ।

উদ্যৎ সীদৎ কর্মতন্ত্রং স্মৃতিস্তদনু শাম্যতি॥ ১১-২২-৩৭

মন কর্মের অধীন হয়ে থাকে। সে দেখা অথবা শোনা বস্তুচিন্তায় সহজেই যুক্ত হয়ে তদাকার হয় এবং সেই পূর্বচিন্তিত বিষয়ে লীন হয়ে যায়। ধীরে ধীরে তার স্মৃতি ও পূর্বাপরের অনুসন্ধান শক্তি লুপ্ত হতে থাকে। ১১-২২-৩৭

বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং যৎ স্মরেৎ পুনঃ।

জন্তোর্বৈ কস্যচিদ্ধেতোর্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ॥ ১১-২২-৩৮

দেহাদিতে তার তদ্গতচিত্ততা প্রবল আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় তার পূর্ব শরীরের বিস্মরণও হয়ে থাকে। কোনো কারণে দেহকে সর্বতোভাবে বিস্মৃত হওয়াই তো মৃত্যু নামে পরিচিত। ১১-২২-৩৮

জন্ম ত্বাত্মতয়া পুংসঃ সর্বভাবেন ভূরিদ।

বিষয়স্বীকৃতিং প্রাহুর্যথা স্বপ্নমনোরথঃ॥ ১১-২২-৩৯

হে উদারচিত্ত উদ্ধব! যখন জীব কোনো বিশেষ দেহকে অভেদ জ্ঞানে অর্থাৎ 'আমি' জ্ঞানে তাকে নিজ সত্তা বলে স্বীকার করে নেয় তখন তাকে জন্ম বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ—স্বপ্নাবস্থায় বা মনোরথকালীন সেই শরীরে অভিমানবশত তাকেই নিজের স্বরূপ বলে মনে করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি স্বপ্ন বা মনোরথ, যা বাস্তব নয়। ১১-২২-৩৯

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নং মনোরথং চেত্থং প্রাক্তনং ন স্মরত্যসৌ।

তত্র পূর্বমিবাত্মানমপূর্বং চানুপশ্যতি॥ ১১-২২-৪০

বর্তমান দেহে অবস্থিত জীবের যেমন পূর্ব দেহের স্মরণ থাকে না ঠিক সেই ভাবেই স্বপ্নে বা মনোরথে অবস্থানকারী জীবেরও পূর্বের স্বপ্ন বা মনোরথের স্মরণ থাকে না, প্রত্যুত পূর্বের বা মনোরথকালে সেই সময়ে তদ্‌গত হলেও বর্তমানে নিজেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, নবীনসম জ্ঞান করে। ১১-২২-৪০

ইন্দ্রিয়ায়নসৃষ্ট্যেদং ত্রৈবিধ্যং ভাতি বস্তুনি।

বহিরন্তর্ভিদাহেতুর্জনোঽসজ্জনকৃদ্ যথা॥ ১১-২২-৪১

ইন্দ্রিয়সমূহের আশ্রিত মন অথবা শরীর প্রথম থেকেই আত্মবস্তুতে 'এ উত্তম', 'এ মধ্যম' অথবা 'এ অধম' এইরূপ ত্রিবিধ-ভাব পোষণ করে। তাতে অহংকার যুক্ত হলেই আত্মা বাহ্যান্তর ভেদের হেতু হয়; যেমন দুষ্ট পুত্রের পিতা পুত্রের শত্রু-মিত্রের প্রতি শত্রু-মিত্রের ন্যায় ভাবাপন্ন হয়ে যায়। ১১-২২-৪১

নিত্যদা হ্যঙ্গ ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ।

কালেনালক্ষ্যবেগেন সূক্ষ্মত্বাত্তন্ন দৃশ্যতে॥ ১১-২২-৪২

হে প্রিয় উদ্ধব! কালের সূক্ষ্ম গতি। সাধারণত সেদিকে দৃষ্টি যায় না। তার দ্বারা প্রতিক্ষণই শরীরের উৎপত্তি ও নাশ হতেই থাকে। সূক্ষ্ম হওয়ার জন্যই প্রতিক্ষণ জন্ম-মৃত্যুর এই ক্রিয়া সহসা বোধগম্য হয় না। ১১-২২-৪২

যথার্চিষাং স্রোতসাং চ ফলানাং বা বনস্পতেঃ।

তথৈব সর্বভূতানাং বয়োঽবস্থাদয়ঃ কৃতাঃ॥ ১১-২২-৪৩

BANGLADARSHAN.COM

যেমন কালের প্রভাবে দীপশিখা, নদীপ্রবাহ অথবা বৃক্ষের ফল বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হতে থাকে তেমনভাবেই প্রাণীদেহের আয়ু, অবস্থা আদিও পরিবর্তিত হতেই থাকে। ১১-২২-৪৩

সোঽয়ং দীপোঽর্চিষাং যদ্বৎ স্রোতসাং তদিদং জলম্।

সোঽয়ং পুমানিতি নৃণাং মৃষা গীর্ধীর্মৃষায়ুষাম্॥ ১১-২২-৪৪

এটি হল সেই জ্যোতির প্রদীপ অথবা ওই প্রবাহের জল, এরূপ বলা ও মনে করা যেমন সম্পূর্ণ মিথ্যা, তদনুরূপভাবে 'পূর্বের দেখা সেই লোকটিই ইনি'—এরূপ যে বলে এবং মনে করে সেই ভ্রান্ত ও ব্যর্থ বিষয়-চিন্তনে আয়ুক্ষয়কারী ব্যক্তিরও কথন সম্পূর্ণ মিথ্যা। ১১-২২-৪৪

মা স্বস্য কর্মবীজেন জায়তে সোঽপ্যয়ং পুমান্।

ম্রিয়তে বাঽমরো ভ্রান্ত্যা যথাগ্নির্দারুসংযুতঃ॥ ১১-২২-৪৫

যদ্যপি সেই বিভ্রান্ত পুরুষও কর্মসংস্কাররূপী বীজের দ্বারা জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হয় না, প্রকৃতপক্ষে সে অজর-অমর। তা সত্ত্বেও ভ্রান্তিবশত যেন জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় বলে মনে হয়—যেমন কাঠের আশ্রয়ে অগ্নি উৎপন্ন ও তিরোহিত বলে মনে হয়। ১১-২২-৪৫

নিষেকগর্ভজন্মানি বাল্যকৌমারযৌবনম্।

বয়োমধ্যং জরা মৃত্যুরিত্যবস্থাস্তনোর্নব॥ ১১-২২-৪৬

হে উদ্ধব! গর্ভাধান, গর্ভবৃদ্ধি, জন্ম, বাল্যাবস্থা, কুমারাবস্থা, যৌবনাবস্থা, প্রৌঢ়ত্ব, বৃদ্ধাবস্থা, এবং মৃত্যু —এই নয়টি অবস্থা শরীরেরই হয়। ১১-২২-৪৬

এতা মনোরথময়ীর্হ্যস্যোচ্চাবচাস্তনূঃ।

গুণসঙ্গাদুপাদত্তে ক্বচিৎ কশ্চিজ্জহাতি চ॥ ১১-২২-৪৭

এই শরীর জীব থেকে ভিন্ন এবং তার এই উত্থানপতন তার মনোরথ অনুসারে হয়; কিন্তু অজ্ঞানত গুণসকলের সঙ্গ করে তাকে আপন মনে করে বিভ্রান্ত হয়ে গমনাগমন করে আবার বিবেক জাগ্রত হওয়া মাত্রই সেটি পরিত্যাগ করে। ১১-২২-৪৭

আত্মনঃ পিতৃপুত্রাভ্যামনুমেয়ৌ ভবাপ্যয়ৌ।
ন ভবাপ্যয়বস্তূনামভিজ্ঞো দ্বয়লক্ষণঃ॥ ১১-২২-৪৮

পিতাকে পুত্রের জন্ম এবং পুত্রকে পিতার মৃত্যু দেখে নিজ নিজ জন্ম-মৃত্যুর অনুমান করে নেওয়া উচিত। জন্ম-মৃত্যুযুক্ত দেহসকলের দ্রষ্টা, জন্ম-মৃত্যুযুক্ত শরীর নয়। ১১-২২-৪৮

তরোর্বীজবিপাকাভ্যাং যো বিদ্বান্জন্মসংযমৌ।
তরোর্বিলক্ষণো দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টা তনোঃ পৃথক্॥ ১১-২২-৪৯

যে ব্যক্তি ধান্য আদি ফসলের উৎপাদন-অবসানের সাক্ষী সে এই ধ্যানাদি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তদনুরূপ যে শরীর ও শরীরের সকল অবস্থার সাক্ষী, সে শরীর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ১১-২২-৪৯

প্রকৃতেরেবমাত্মানমবিবিচ্যাবুধঃ পুমান্।
তত্ত্বেন স্পর্শসম্মূঢ়ং সংসারং প্রতিপদ্যতে॥ ১১-২২-৫০

অজ্ঞানী পুরুষ এইভাবে প্রকৃতি এবং শরীর থেকে আত্মার পৃথকত্ব বিচার করে না, তত্ত্বত আত্মা পৃথক–এটি অনুভব করে না। সে বিষয়ভোগে প্রকৃত সুখ জ্ঞান করে এবং তাতেই মোহযুক্ত হয়ে পড়ে। এই কারণেই সে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হয়ে মুক্তি থেকে বঞ্চিত থাকে। ১১-২২-৫০

সত্ত্বসঙ্গাদৃষীন্ দেবান্ রজসাসুরমানুষান্।
তমসা ভূততির্যক্ত্বং ভ্রামিতো যাতি কর্মভিঃ॥ ১১-২২-৫১

নিজ কর্মানুসারে জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত অজ্ঞানী জীব সাত্ত্বিক কর্মাসক্তিতে ঋষিলোক ও দেবলোকে, রাজসিক কর্মাসক্তিতে মানব ও অসুর যোনিতে এবং তামসিক কর্মাসক্তিতে ভূতপ্রেত এবং পশু-পক্ষী আদি যোনিতে গমন করে। ১১-২২-৫১

BANGLADARSHAN.COM

নৃত্যতো গায়তঃ পশ্যন্ যথৈবানুকরোতি তান্।
এবং বুদ্ধিগুণান্ পশ্যন্ননীহোঽপ্যনুকার্যতে॥ ১১-২২-৫২

যখন মানব অন্য ব্যক্তিকে নৃত্য-গীতে রত থাকতে প্রত্যক্ষ করে তখন সেও তার অনুকরণ করে তাল দিতে শুরু করে। ঠিক সেই ভাবেই জীব যখন বুদ্ধির গুণসমূহে আসক্ত হয় তখন সে স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হয়েও তার অনুকরণ করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। ১১-২২-৫২

যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রমতীব ভূঃ॥ ১১-২২-৫৩
যথা মনোরথধিয়ো বিষয়ানুভবো মৃষা।
স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ তথা সংসার আত্মনঃ॥ ১১-২২-৫৪

জলাশয়ের জল আন্দোলিত অথবা চঞ্চলতাযুক্ত হলে তটভূমিতে অবস্থিত বৃক্ষসকল প্রতিবিম্বিত হয়ে আন্দোলিত ও চঞ্চলতাযুক্ত বোধ হয়; ঘূর্ণায়মান নয়নের দৃষ্টিতে জগৎও ঘূর্ণায়মান বলে মনে হয়; মনের পরিকল্পিত ও স্বপ্নদৃষ্ট ভোগসামগ্রী সর্বতোভাবে অলীক হয়ে থাকে। ঠিক অনুরূপভাবেই হে দশার্হ! আত্মার বিষয়ানুভবরূপ সংসারও সর্বতোভাবে অসত্যই হয়। আত্মা তো নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব। ১১-২২-৫৩-৫৪

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা॥ ১১-২২-৫৫

বিষয়সকল সত্য নয় তবুও যে জীব বিষয়াসক্ত হয়েই থাকতে ভালোবাসে সে এই জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার চক্র থেকে নিষ্কৃতি পায় না–যেমন স্বপ্নে দৃশ্যমান প্রতিকূলতা জাগরণ বিনা নিবৃত্তি হয় না। ১১-২২-৫৫

তস্মাদুদ্ধব মা ভুঙ্‌ক্ষ্ব বিষয়ানসদিন্দ্রিয়ৈঃ।

আত্মাগ্রহণনির্ভাতং পশ্য বৈকল্পিকং ভ্রমম্‌॥ ১১-২২-৫৬

হে প্রিয় উদ্ধব! তাই এই দুষ্ট ইন্দ্রিয় সহযোগে বিষয় ভোগ ত্যাগ করো। আত্মবিষয়ক অজ্ঞানে প্রতীত সাংসারিক ভেদবুদ্ধি ভ্রমাত্মক –এই জ্ঞান রাখো। ১১-২২-৫৬

ক্ষিপ্তোঽবমানিতোঽসদ্ভিঃ প্রলব্ধোঽসূয়িতোঽথবা।

তাড়িতঃ সন্নিবদ্ধো বা বৃত্ত্যা বা পরিহাপিতঃ॥ ১১-২২-৫৭

নিষ্ঠিতো মূত্রিতো বাজ্ঞৈর্বহুধৈবং প্রকম্পিতঃ।

শ্রেয়স্কামঃ কৃচ্ছ্রগত আত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ॥ ১১-২২-৫৮

সাধুকে অসাধু ব্যক্তি অর্ধচন্দ্র দান করে বহিষ্করণ করে। কটুভাবে অপমান করে, উপহাস করে, নিন্দা করে, প্রহার করে, বেঁধে রাখে, থুথু নিক্ষেপ করে, প্রস্রাব করে দেয়, জীবিকা অপহরণ করে এরূপ বিভিন্ন ভাবে উত্যক্ত করে তাকে স্বনিষ্ঠা থেকে বিচ্যুতি করবার প্রয়াস করে। তাদের এই আচরণে সাধু ব্যক্তির ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয় কারণ সে বেচারি অসাধু ব্যক্তির পরমার্থ জ্ঞানের একান্ত অভাব। অতএব যারা মুক্তি লাভে ইচ্ছুক তারা সকল অপ্রিয় পরিস্থিতি থেকে বিবেকবুদ্ধি দ্বারা নিজেকে রক্ষা করবে; বাহ্যিক উপায়ে নয়। বস্তুত আত্মদৃষ্টিই সমস্ত বিপত্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র পথ। ১১-২২-৫৭-৫৮

উদ্ধব উবাচ

যথৈবমনুবুধ্যেয়ং বদ নো বদতাং বর।

সুদুঃসহমিমং মন্যে আত্মন্যসদতিক্রমম্‌॥ ১১-২২-৫৯

BANGLADARSHAN.COM

উদ্ধব বললেন–ভগবন্‌! আপনি তো বক্তাশ্রেষ্ঠ। দুর্জন ব্যক্তি-কৃত তিরস্কার আমার অসহ্য বলে মনে হয়। অতএব আপনি আমাকে এমন উপদেশ দান করুন যা আমার বোধগম্য হয় ও আমার পক্ষে পালন করা সম্ভব হয়। ১১-২২-৫৯

বিদুষামপি বিশ্বাত্মন্‌ প্রকৃতির্হি বলীয়সী।

ঋতে ত্বদ্ধর্মনিরতান্‌ শান্তাংস্তে চরণালয়ান্‌॥ ১১-২২-৬০

হে বিশ্বাত্মা! যে প্রীতিসহকারে আপনার ভাগবত ধর্মের আচরণ নিবেদিত প্রাণ, যে আপনার পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, সেই সব প্রশান্ত পুরুষদের ছাড়া অন্য যত বড় বড় বিদ্বান বর্তমান, তাদের পক্ষেও দুষ্ট-কৃত তিরস্কার সহ্য করা কঠিন; কারণ প্রকৃতি প্রকৃতই বলবান। ১১-২২-৬০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

এক তিতিক্ষু ব্রাহ্মণের ইতিহাস

বাদরায়ণিরুবাচ

স এবমাশংসিত উদ্ধবেন ভাগবতমুখ্যেন দাশার্হমুখ্যঃ।

সভাজয়ন্ ভৃত্যবচো মুকুন্দস্তমাবভাষে শ্রবণীয়বীর্যঃ॥ ১১-২৩-১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! ভগবানের লীলা, কথা শ্রবণের মাহাত্ম্য অপরিসীম। লীলাকথা প্রেম ও মুক্তি প্রদানকারী। পরম প্রেমী ভক্ত উদ্ধবের জানবার প্রবল আগ্রহ দেখে যদুবংশবিভূষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্নের প্রশংসা করে তার উত্তর দিলেন। ১১-২৩-১

শ্রীভগবানুবাচ

বার্হস্পত্য স বৈ নাত্র সাধুর্বৈ দুর্জনেরিতৈঃ।

দুরুক্তৈর্ভিন্নমাত্মানং যঃ সমাধাতুমীশ্বরঃ॥ ১১-২৩-২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—দেবগুরু বৃহস্পতি-শিষ্য হে উদ্ধব! দুর্জনের কটুভাষে বিলচিত না হয়ে নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম সন্ত ব্যক্তি জগতে প্রায়শ বিরল। ১১-২৩-২

ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ পুমান্ বাণৈঃ সুমর্মগৈঃ।

যথা তুদন্তি মর্মস্থা হ্যসতাং পরুষেষবঃ॥ ১১-২৩-৩

BANGLADARSHAN.COM

দুষ্টজনের কঠোর মর্মভেদী বাক্যবাণের আঘাত শরাঘাতের থেকেও অধিক হয়ে থাকে; তার পীড়াও অধিক অনুভূত হয়। ১১-২৩-৩

কথয়ন্তি মহৎ পুণ্যমিতিহাসমিহোদ্ধব।

তমহং বর্ণয়িষ্যামি নিবোধ সুসমাহিতঃ॥ ১১-২৩-৪

হে উদ্ধব! এই পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মাগণ এক অতি পবিত্র প্রাচীন উপাখ্যানের বর্ণনা করে থাকেন। আমি সেটিই তোমাকে অবগত করাব। তুমি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো। ১১-২৩-৪

কেনচিদ্ ভিক্ষুণা গীতং পরিভূতেন দুর্জনৈঃ।

স্মরতা ধৃতিযুক্তেন বিপাকং নিজকর্মণাম্॥ ১১-২৩-৫

এক ভিক্ষুককে দুষ্টব্যক্তিগণ অত্যধিক উৎপীড়ন করেছিল। ভিক্ষু সেই অত্যাচারে তার পূর্ব জন্মের কর্মফল জ্ঞানে সহ্য করে। ধৈর্য ধারণ পূর্বক সে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছিল। উপাখ্যানে এইরূপই বলা আছে। ১১-২৩-৫

অবন্তিষু দ্বিজঃ কশ্চিদাসীদাঢ্যতমঃ শ্রিয়া।

বার্তাবৃত্তিঃ কদর্যস্তু কামী লুব্ধোঽতিকোপনঃ॥ ১১-২৩-৬

প্রাচীনকালে উজ্জয়িনী নগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করত। সে কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা প্রভূত ধনসম্পদ সংগ্রহ করেছিল। ব্রাহ্মণ কিন্তু অতি কৃপণ, কামাসক্ত ও লোভী স্বভাবের ছিল। ক্রোধ প্রদর্শন তার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। ১১-২৩-৬

জ্ঞাতয়োঽতিথয়স্তস্য বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চিতাঃ।

শূন্যাবসথ আত্মাপি কালে কামৈরনর্চিতঃ॥ ১১-২৩-৭

আত্মীয়স্বজনদের ও অতিথিদের প্রতি তার ব্যবহার ছিল রূঢ়; সে সেবা-আপ্যায়ন কখনো করত না, সুমিষ্ট কথা বলত না। তার ধর্মকর্মবিরহিত জীবনে ধনসম্পদ দ্বারা সে নিজ দেহের সেবা-যত্নও করত না। ১১-২৩-৭

দুঃশীলস্য কদর্যস্য দ্রুহ্যন্তে পুত্রবান্ধবাঃ।

দারা দুহিতরো ভৃত্যা বিষণ্ণা নাচরন্ প্রিয়ম্॥ ১১-২৩-৮

তার কৃপণতা ও কদর্য ব্যবহারের ফলে তার পুত্র কন্যা, আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী এবং পত্নী সকলেই তার উপর অসন্তুষ্ট থাকত; মনে মনে তারা তার অনিষ্ট চিন্তাই করত। অতএব মনোভীষ্ট ব্যবহার সে কোথাও পেত না। ১১-২৩-৮

তস্যৈবং যক্ষবিত্তস্য চ্যুতস্যোভয়লোকতঃ।

ধর্মকামবিহীনস্য চুক্রুধুঃ পঞ্চভাগিনঃ॥ ১১-২৩-৯

ইহলোক-পরলোক—উভয় থেকে তার পতন হয়েছিল। তার কর্ম কেবল যক্ষসম ধনসম্পদ সংরক্ষণে সীমিত থাকত। ধনসম্পদ তার ধর্মলাভের সহায়ক ছিল না। সে তা উপভোগ করতেও বিরত থাকত। এইরূপ বহুদিন কেটে গেল। তার এরূপ জীবনযাপন পঞ্চমহাযজ্ঞের ভাগী দেবতাদের রুষ্ট করল। ১১-২৩-৯

তদবধ্যানবিস্রস্তপুণ্যস্কন্ধস্য ভূরিদ।

অর্থোঽপ্যগচ্ছন্নিধনং বহ্বায়াসপরিশ্রমঃ॥ ১১-২৩-১০

হে উদার উদ্ধব! পঞ্চমহাযজ্ঞভাগী দেবতাদের অসন্তোষ হেতু তার পূর্ব-পুণ্যলব্ধ ধনসম্পত্তি ক্ষয় হতে লাগল। যে ধনসম্পত্তি সে বহু অধ্যাবসায় ও পরিশ্রম সহকারে সঞ্চয় করেছিল তা তার চোখের সামনে তছনছ হয়ে গেল। ১১-২৩-১০

জ্ঞাতয়ো জগৃহুঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্ দস্যব উদ্ধব।

দৈবতঃ কালতঃ কিঞ্চিদ্ ব্রহ্মবন্ধোর্নৃপার্থিবাৎ॥ ১১-২৩-১১

সেই সংকীর্ণমনা ব্রাহ্মণের ধনসম্পদের কিছু অংশ তাঁর আত্মীয়স্বজনরা আত্মসাৎ করল, কিছু অংশ চুরি হয়ে গেল। কিছু দৈবকোপে অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে নষ্ট হল ও কিছু কালের প্রভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। কিছু ভাগ সাধারণ জনগণ অধিকার করল ও অবশিষ্টাংশ দণ্ডস্বরূপ শাসকদল আদায় করে নিয়ে গেল। ১১-২৩-১১

BANGLADARSHAN.COM

স এবং দ্রবিণে নষ্টে ধর্মকামবিবর্জিতঃ।

উপেক্ষিতশ্চ স্বজনৈশ্চিন্তামাপ দুরত্যয়াম্॥ ১১-২৩-১২

হে উদ্ধব! এইভাবে তার ধনসম্পদ তাকে ত্যাগ করল। তার না হল ধর্ম সঞ্চয় না হল ধন-সম্পত্তি ভোগ। এদিকে তার আত্মীয়স্বজনরা তার সঙ্গে অসহযোগিতা করতে শুরু করল। তখন সে ভয়ানক চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। ১১-২৩-১২

তস্যৈবং ধ্যায়তো দীর্ঘং নষ্টরায়স্তপস্বিনঃ।

খিদ্যতো বাষ্পকণ্ঠস্য নির্বেদঃ সুমহানভূৎ॥ ১১-২৩-১৩

ধনসম্পত্তি নাশে তার হৃদয়ে দহন অনুভূত হল। তার মন বিষাদে পরিপূর্ণ হল। হৃদয়ের বেদনা বাক্‌রোধ করল। এইরূপ চিন্তায় ক্রমে তার মনে সংসারের প্রতি অনীহা এবং প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হল। ১১-২৩-১৩

স চাহেদমহো কষ্টং বৃথাত্মা মেঽনুতাপিতঃ।

ন ধর্মায় ন কামায় যস্যার্থায়াস ঈদৃশঃ॥ ১১-২৩-১৪

এইবার সেই ব্রাহ্মণের মনে আত্মগ্লানি এল। সে ভাবতে লাগল—হায়! আমি এ কী করলাম! নিজেকে এতদিন অনর্থক উত্ত্যক্ত করলাম। যে ধনসম্পদের জন্য আমি অত্যধিক পরিশ্রম করলাম তা ধর্মকর্মেও ব্যয়িত হল না, আবার আমার সুখভোগেও সাহায্য করল না। ১১-২৩-১৪

প্রায়েণার্থাঃ কদর্যাণাং ন সুখায় কদাচন।

ইহ চাত্মোপতাপায় মৃতস্য নরকায় চ॥ ১১-২৩-১৫

প্রায়শ দেখা যায় যে কৃপণ ব্যক্তিরা ধন সঞ্চয়ে কখনো সুখী হয় না। ইহলোকে ধনসম্পদ আহরণে ও রক্ষায় যুক্ত থেকে তারা চিন্তায় দগ্ধ হতেই থাকে এবং মৃত্যুর পরও ধর্ম না পালন হেতু নরকে গমন করে থাকে। ১১-২৩-১৫

যশো যশস্বিনাং শুদ্ধং শ্লাঘ্যা যে গুণিনাং গুণাঃ।

লোভঃ স্বল্পোঽপি তান্ হন্তি শ্বিত্রো রূপমিবেপ্সিতম্॥ ১১-২৩-১৬

যেমন সামান্য কুষ্ঠও সর্বাঙ্গসুন্দর স্বরূপকে কলুষযুক্ত করে, ঠিক তেমনভাবেই লোভ যশস্বী ব্যক্তিদের শুদ্ধ যশ এবং গুণীগণের প্রশংসনীয় গুণের উপর কালিমা লেপন করে। ১১-২৩-১৬

অর্থস্য সাধনে সিদ্ধে উৎকর্ষে রক্ষণে ব্যয়ে।

নাশোপভোগ আয়াসস্ত্রাসশ্চিন্তা ভ্রমো নৃণাম্॥ ১১-২৩-১৭

তাকে ধনসম্পদ উপার্জনে, উপার্জিত হলে তার পরিবর্ধনে, সংরক্ষণে এবং তার ব্যয়, নাশ ও উপভোগ করায়–সর্বত্রই অবিরাম পরিশ্রম, ভয়, চিন্তা এবং বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়। ১১-২৩-১৭

স্তেয়ং হিংসানৃতং দম্ভঃ কামঃ ক্রোধঃ স্ময়ো মদঃ।

ভেদো বৈরমবিশ্বাসঃ সংস্পর্ধা ব্যসনানি চ॥ ১১-২৩-১৮

এতে পঞ্চদশানর্থা হ্যর্থমূলা মতা নৃণাম্।

তস্মাদনর্থমর্থাখ্যং শ্রেয়োঽর্থী দূরতস্ত্যজেৎ॥ ১১-২৩-১৯

চুরি, হিংসা, মিথ্যাচার, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, গর্ব, অহংকার, ভেদবুদ্ধি, বৈরীভাব, অবিশ্বাস, স্পর্ধা বা ঔদ্ধত্য, লাম্পট্য, জুয়া এবং মদ্য – মানবের এই পঞ্চদশ অনর্থের মূল ধনসম্পদ–এইরূপ বলা হয়ে থাকে। তাই মুক্তিকামী ব্যক্তি সতত স্বার্থ ও পরমার্থ বিরোধী এই অর্থরূপ অনর্থ থেকে দূরে থাকবে। ১১-২৩-১৮-১৯

BANGLADARSHAN.COM

ভিদ্যন্তে ভ্রাতরো দারাঃ পিতরঃ সুহৃদস্তথা।

একাস্নিগ্ধাঃ কাকিণিনা সদ্যঃ সর্বেঽরয়ঃ কৃতাঃ॥ ১১-২৩-২০

বন্ধু-বান্ধব, পুত্র, পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন–সকলেই স্নেহবন্ধনে একাকার হয়ে আবদ্ধ থাকে–কিন্তু অর্থের জন্য তারা নিমেষে সংবিভক্ত হয়ে যায় ও শত্রুবৎ আচরণ করে। ১১-২৩-২০

অর্থেনাল্পীয়সা হ্যেতে সংরব্ধা দীপ্তমন্যবঃ।

ত্যজন্ত্যাশু স্পৃধো ঘ্নন্তি সহসোৎসৃজ্য সৌহৃদম্॥ ১১-২৩-২১

তারা স্বল্প পরিমাণ অর্থের জন্য ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়। কথায় কথায় সৌহার্দ্য সম্বন্ধ ত্যাগ করে, ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে ও প্রাণনাশে উদ্যত হয়, এমনকি অন্যের সর্বনাশও করে থাকে। ১১-২৩-২১

লব্ধ্বা জন্মামরপ্রার্থ্যং মানুষ্যং তদ্ দ্বিজাগ্র্যতাম্।

তদনাদৃত্য যে স্বার্থং ঘ্নন্তি যান্ত্যশুভাং গতিম্॥ ১১-২৩-২২

দেবদুর্লভ মানবজন্ম এবং মনুষ্যশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শরীর লাভ করেও যে তার অবহেলা করে সে নিজ বাস্তব স্বার্থ-পরমার্থ নাশ তো করেই, অশুভ গতিও প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ১১-২৩-২২

স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং প্রাপ্য লোকমিমং পুমান্।

দ্রবিণে কোঽনুষজ্জেত মর্ত্যোঽনর্থস্য ধামনি॥ ১১-২৩-২৩

এই মানবদেহ মোক্ষ এবং স্বর্গের দ্বারস্বরূপ। মানবজন্ম লাভ করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো অনর্থ প্রদানকারী ধনসম্পদে আসক্ত হয় না। ১১-২৩-২৩

দেবর্ষিপিতৃভূতানি জ্ঞাতীন্ বন্ধূংশ্চ ভাগিনঃ।

অসংবিভজ্য চাত্মানং যক্ষবিত্তঃ পতত্যধঃ॥ ১১-২৩-২৪

যে ব্যক্তি দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, প্রাণী, জ্ঞাতি-কুটুম্ব এবং অন্য শরিকদের তাদের প্রাপ্য ধনসম্পদের ভাগ দিয়ে সন্তুষ্ট রাখে না এবং নিজেও তা উপভোগ করে না, সেই যক্ষসম ধনসম্পদ-রক্ষণকারী কৃপণ অবশ্যই অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ১১-২৩-২৪

ব্যর্থয়ার্থেহয়া বিত্তং প্রমত্তস্য বয়ো বলম্।

কুশলা যেন সিধ্যন্তি জরঠঃ কিং নু সাধয়ে॥ ১১-২৩-২৫

আমি আমার কর্তব্য থেকে চ্যুত হয়েছি এবং প্রমাদবশে জীবন, ধনসম্পদ এবং বল-পৌরুষ –সবই খুইয়েছি। বিবেকী ব্যক্তিগণ যে পথে মোক্ষ পর্যন্ত লাভ করে থাকেন আমি সে পথে না গিয়ে ধনসম্পদ আহরণের ব্যর্থ চেষ্টায় সময় ও সুযোগ হারিয়েছি। এই বার্ধক্যে এখন আমি কী সাধন-ভজন করব? ১১-২৩-২৫

কস্মাৎ সংক্লিশ্যতে বিদ্বান্ ব্যর্থয়ার্থেহয়াসকৃৎ।

কস্যচিন্মায়য়া নূনং লোকোহয়ং সুবিমোহিতঃ॥ ১১-২৩-২৬

আমি জানি না কেন অতি বড় বিদ্বান ব্যক্তিরাও ধনসম্পদের তৃষ্ণায় সতত নিরানন্দে থাকেন? আমার স্থির বিশ্বাস যে এই জগৎ অবশ্যই কোনো মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে আছে। ১১-২৩-২৬

কিং ধনৈর্ধনদৈর্বা কিং কামৈর্বা কামদৈরুত।

মৃত্যুনা গ্রস্যমানস্য কর্মভির্বোত জন্মদৈঃ॥ ১১-২৩-২৭

এই মানব-শরীর করাল কাল মুখগহ্বরে স্থিত রয়েছে। তার ধনসম্পদের, ধনসম্পদ প্রদানকারী দেবতাদের এবং ধনী লোকেদের, ভোগবাসনাসমূহে এবং তাকে পূর্ণ করবার নিমিত্তে ও উপর্যুপরি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে নিক্ষেপকারী সকাম কর্মের কী প্রয়োজন? ১১-২৩-২৭

BANGLADARSHAN.COM

নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্বদেবময়ো হরিঃ।

যেন নীতো দশামেতাং নির্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ॥ ১১-২৩-২৮

সর্বদেবস্বরূপ ভগবান যে আমার উপর প্রসন্ন হয়েছেন, তা আমি বুঝতে পেরেছি। আমাকে বর্তমান অবস্থায় আনাও তাঁর কৃপা। তিনিই আমাকে জাগতিক বিষয়ে দুঃখবুদ্ধি ও বৈরাগ্য প্রদান করেছেন। বস্তুত বৈরাগ্যই এই ভবার্ণব পার করবার খেয়া। ১১-২৩-২৮

সোঽহং কালাবশেষেণ শোষয়িষ্যেহঙ্গমাত্মনঃ।

অপ্রমত্তোহখিলস্বার্থে যদি স্যাৎ সিদ্ধ আত্মনি॥ ১১-২৩-২৯

আমার বর্তমান অবস্থা তার কৃপায় প্রাপ্ত। আমি আমার আয়ুর শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছি অতএব আমি আত্মলাভে সন্তুষ্ট থেকে নিজ পরমার্থ সাধনে সচেষ্ট হব; অবশিষ্ট কাল এই শরীরকে তপস্যায় যুক্ত করে শুষ্ক করতে প্রয়াসী হব। ১১-২৩-২৯

তত্র মামনুমোদেরন্ দেবাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ।

মুহূর্তেন ব্রহ্মলোকং খট্বাঙ্গঃ সমসাধয়ৎ॥ ১১-২৩-৩০

আমার এই সংকল্প ত্রিলোকস্বামী দেবতাগণ যেন অনুমোদন করেন। খট্বাঙ্গ তো এক ঘণ্টারও কম সময়ে ভগবদধাম প্রাপ্ত করেছিলেন। অতএব আমার নিরাশার কারণ কোথায়? ১১-২৩-৩০

শ্রীভগবানুবাচ

ইত্যভিপ্রেত্য মনসা হ্যাবন্ত্যো দ্বিজসত্তমঃ।

উন্মুচ্য হৃদয়গ্রন্থীন্ শান্তো ভিক্ষুরভূন্মুনিঃ॥ ১১-২৩-৩১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলতে থাকলেন—হে উদ্ধব! সেই উজ্জয়িনী নিবাসী ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ সংকল্প করে তার অহংকারের গ্রন্থিসকল উন্মুক্ত করে ফেলল। তারপর শান্ত ভাব অবলম্বন করে মৌনী সন্ন্যাসী হয়ে গেল। ১১-২৩-৩১

স চচার মহীমেতাং সংযতাত্মেন্দ্রিয়নিলঃ।

ভিক্ষার্থং নগরগ্রামানসঙ্গোঽলক্ষিতোঽবিশৎ॥ ১১-২৩-৩২

ব্রাহ্মণের চিত্তে কোনো বিশেষ স্থান, বস্তু অথবা ব্যক্তির প্রতি আসক্তি রইল না। ধীরে ধীরে তার মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হয়ে গেল। সে পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করবার চেষ্টায় তৎপর হল। মাধুকরী হেতু তার নগরে, গ্রামেগঞ্জে যেতে হত কিন্তু নিজের পরিচয় গোপন রাখবার প্রয়াস অব্যাহত থাকল। ১১-২৩-৩২

তং বৈ প্রবয়সং ভিক্ষুমবধূতমসজ্জনাঃ।

দৃষ্ট্বা পর্যভবন্ ভদ্র বহ্বীভিঃ পরিভূতিভিঃ॥ ১১-২৩-৩৩

হে উদ্ধব! তখন সেই ভিক্ষুক অবধূত অতি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছিল। দুষ্ট ব্যক্তিগণ তার পশ্চাদ্‌গমন করত ও নিত্য নতুন পন্থায় তাকে উত্ত্যক্ত করত। ১১-২৩-৩৩

কেচিৎ ত্রিবেণুং জগৃহুরেকে পাত্রং কমণ্ডলুম্।

পীঠং চৈকেঽক্ষসূত্রং চ কন্থাং চীরাণি কেচন॥ ১১-২৩-৩৪

দণ্ড কেড়ে নেওয়া, ভিক্ষাপাত্র নিয়ে নেওয়া, কমণ্ডলু-আসন-রুদ্রাক্ষমালা নিয়ে পালানো—সব রকমই অত্যাচার চলতে লাগল। কখনো কখনো তারা কৌপীন ও বস্ত্র ইতস্তত নিক্ষিপ্ত করে পালিয়ে যেত। ১১-২৩-৩৪

প্রদায় চ পুনস্তানি দর্শিতান্যাদদুর্মুনেঃ।

অন্নং চ ভৈক্ষ্যসম্পন্নং ভুঞ্জানস্য সরিত্তটে॥ ১১-২৩-৩৫

মূত্রয়ন্তি চ পাপিষ্ঠাঃ ষ্ঠীবন্ত্যস্য চ মূর্ধনি।

যতবাচং বাচয়ন্তি তাড়য়ন্তি ন ব্যক্তি চেৎ॥ ১১-২৩-৩৬

BANGLADARSHAN.COM

কেউ আবার বস্তু দিয়ে অথবা দেখিয়ে তা না দিয়েই তাকে উপহাসও করত। মাধুকরী লব্ধ আহার্য অবধূত লোকচক্ষুর অন্তরালে দূর প্রান্তের নদীতটে বসে গ্রহণ করতে প্রয়াসী হলে পাপী দুষ্টগণ সেখানেও উপস্থিত হয়ে তাকে উত্ত্যক্ত করত; মস্তকে মূত্র ও আবর্জনা ত্যাগ করত। তারা সেই মৌনব্রতী অবধূতকে ব্রত ভঙ্গ করবার জন্য অত্যাচার করে যেতেই লাগল। অবধূতের ভাগ্যে মৌনব্রত ধারণের হেতু প্রহারও জুটতে লাগল। ১১-২৩-৩৫-৩৬

তর্জয়ন্ত্যপরে বাগ্‌ভিঃ স্তেনোঽয়মিতি বাদিনঃ।

বধ্নন্তি রজ্জ্বা তং কেচিদ্ বধ্যতাং বধ্যতামিতি॥ ১১-২৩-৩৭

তাকে চোর অপবাদ ও গালাগালিও সহ্য করতে হত। রজ্জুদ্বারা বন্ধন করবার ভয় দেখানো চলতে লাগল। ১১-২৩-৩৭

ক্ষিপন্ত্যেকেঽবজানন্ত এষ ধর্মধ্বজঃ শঠঃ।

ক্ষীণবিত্ত ইমাং বৃত্তিমগ্রহীৎ স্বজনোজ্ঝিতঃ॥ ১১-২৩-৩৮

অহো এষ মহাসারো ধৃতিমান্ গিরিরাড়িব।

মৌনেন সাধয়ত্যর্থং বকবদ্ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ॥ ১১-২৩-৩৯

তিরস্কার ব্যঙ্গবিদ্রূপ তার নিত্য প্রাপ্তি হয়ে দাঁড়াল। কৃপণ এখন ধর্মের নামে প্রতারণা করতে শুরু করেছে, ধনসম্পত্তি হারিয়ে এ এখন গৃহ থেকে বিতাড়িত, তাই ভিক্ষা করে ধন সঞ্চয় করবার চেষ্টা করছে, এই শক্তসমর্থ ভিখারির ধৈর্য কেমন পর্বতসম অটল-অচল, এ মৌন থেকে কাজ গুছিয়ে নিতে চায়, এ বক হতেও বড় প্রতারক ও শঠ—এইরূপ বাক্যবাণ তাকে সতত বিদ্ধ করতে লাগল। ১১-২৩-৩৮-৩৯

ইত্যেকে বিহসন্ত্যেনমেকে দুর্বাতয়ন্তি চ।

তং ববন্ধুর্নিরুরুধুর্যথা ক্রীড়নকং দ্বিজম্॥ ১১-২৩-৪০

অবধূতের উপর অত্যাচার চলতে লাগল। উপহাস, অধোবায়ু-মোচনও বাদ গেল না। অবধূতকে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীসম গৃহে বন্দী রাখাও হতে লাগল। ১১-২৩-৪০

এবং স ভৌতিকং দুঃখং দৈবিকং দৈহিকং চ যৎ।

ভোক্তব্যমাত্মনো দিষ্টং প্রাপ্তং প্রাপ্তমবুধ্যত॥ ১১-২৩-৪১

কিন্তু সেই অবধূত অত্যাচারসমূহ বিনা প্রতিবাদে সহ্য করতে লাগল। তাকে জ্বর আদি শারীরিক পীড়া, শীত গ্রীষ্ম আদি দৈবপ্রেরিত ক্লেশ ও দুর্জন ব্যক্তি-কৃত অপমানাদির সম্মুখীন হতে হল কিন্তু তাতেও ভিক্ষুকের মনে কোনো রকম বিকার উদয় হল না। সে সব কিছু তার পূর্বজন্মার্জিত কৃতকর্মের ফল বলে সহ্য করে গেল। ১১-২৩-৪১

পরিভূত ইমাং গাথামগায়ত নরাধমৈঃ।

পাতয়দ্ভিঃ স্বধর্মস্থো ধৃতিমাস্থায় সাত্ত্বিকীম্॥ ১১-২৩-৪২

নীচ প্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন উপায়ে তাকে বিচ্যুত করবার চেষ্টা করত। অবধূত কিন্তু ধর্মে অবিচল রইল। সাত্ত্বিক ধৈর্য আশ্রয় করে সে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করে যেতে থাকল। ১১-২৩-৪২

দ্বিজ উবাচ

নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতুর্ন দেবতাঽঽত্মা গ্রহকর্মকালাঃ।

মনঃ পরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্তয়েদ্ যৎ॥ ১১-২৩-৪৩

BANGLADARSHAN.COM

ব্রাহ্মণ চিন্তা করত—মানব, দেবতা, শরীর, গ্রহ—কোনোটাই আমার দুঃখ-সুখের কারণ নয়; কাল ও কর্মই এর প্রকৃত কারণ। শ্রুতি ও মহাত্মাগণ মনকেই পরম কারণ রূপে চিহ্নিত করে থাকেন কারণ সংসার চক্র পরিচালনা তার দ্বারাই হয়ে থাকে। ১১-২৩-৪৩

মনো গুণান্ বৈ সৃজতে বলীয়স্ততশ্চ কর্মাণি বিলক্ষণানি।

শুক্লানি কৃষ্ণান্যথ লোহিতানি তেভ্যঃ সবর্ণাঃ সৃতয়ো ভবন্তি॥ ১১-২৩-৪৪

বস্তুত মনের শক্তি অপরিসীম। বিষয়, গুণ ও তার সঙ্গে যুক্ত বৃত্তি—এই সবই মনের সৃষ্টি। বৃত্তিই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম সম্পাদনকারী, যা জীবের বিবিধ গতি প্রদানকারী হয়ে থাকে। ১১-২৩-৪৪

অনীহ আত্মা মনসা সমীহতা হিরণ্ময়ো মৎসখ উদ্বিচষ্টে।

মনঃ স্বলিঙ্গং পরিগৃহ্য কামান্ জুষন্ নিবদ্ধো গুণসঙ্গতোঽসৌ॥ ১১-২৩-৪৫

সকল চেষ্টাই মনের। আত্মার তার সঙ্গে নিত্য নিবাস হলেও তা কিন্তু নিষ্ক্রিয় থাকে। আত্মা জ্ঞানশক্তি সমন্বিত, আত্মজীবের সে সনাতন সখা। সে নিজ অব্যক্ত জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা সব কিছু নিরীক্ষণ করে থাকে। তার অভিব্যক্তি মনের দ্বারাই হয়ে থাকে। যখন সে মনকে স্বীকৃতি দিয়ে তার দ্বারা বিষয়াদির ভোক্তা হয়ে বসে তখন কর্মে আসক্তির কারণে সে তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ১১-২৩-৪৫

দানং স্বধর্মো নিয়মো যমশ্চ শ্রুতং চ কর্মাণি চ সদ্ব্রতানি।

সর্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ॥ ১১-২৩-৪৬

দান-ধর্মকে যথার্থরূপে পালন, নিয়ম, যম, বেদ অধ্যয়ন, সৎকর্ম করা এবং ব্রহ্মচর্য আদি শ্রেষ্ঠ ব্রত—এই সকল কার্যের পরম লক্ষ্য মন একাগ্র করা, তাকে ভগবানে নিমজ্জিত করা। সমাহিত মনই পরম যোগাবস্থা। ১১-২৩-৪৬

সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং দানাদিভিঃ কিং বদ তস্য কৃত্যম্।

অসংযতং যস্য মনো বিনশ্যদ্ দানাদিভিশ্চেদপরং কিমেভিঃ॥ ১১-২৩-৪৭

যার মন শান্ত ও সমাহিত, তার দানাদি সকল সৎকর্মের ফল প্রাপ্তি হয়েই আছে। তার প্রাপ্য বলে আর কোনো বস্তুই অবশিষ্ট নেই। এর বিপরীতে যেখানে মন চঞ্চল অথবা আলস্যাভিভূত সেখানে এই দানাদি শুভকর্ম-সকলের ফল প্রাপ্তি সুদূর পরাহত। ১১-২৩-৪৭

মনোবশেঽন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি।

ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্ যুঞ্জ্যাদ্ বশে তং স হি দেবদেবঃ॥ ১১-২৩-৪৮

এক মনই ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করতে সক্ষম, মন কখনো তাদের বশীভূত নয়। তাই মনই পরম শক্তিধর, তাকে ভয়ংকর শক্তিশালী দেবতা আখ্যা দেওয়াই সমুচিত। যে মনকে বশীভূত করতে সক্ষম হয়েছে সে তো দেবতাদেরও দেবতা। সে তো ইন্দ্রিয় বিজেতা। ১১-২৩-৪৮

তং দুর্জয়ং শত্রুমসহ্যবেগম্ অরুন্তুদং তন্ন বিজিত্য কেচিৎ।

কুর্বন্ত্যসদ্বিগ্রহমত্র মর্ত্যৈর্মিত্রাণ্যুদাসীনরিপূন্ বিমূঢ়াঃ॥ ১১-২৩-৪৯

এও সত্য যে মন অতি বড় শত্রু। এর আক্রমণ অসহ্য বলে মনে হয়। তার আঘাত কেবল বাহ্য শরীরকে নয়, হৃদয়াদি মর্মস্থলকেও বিদ্ধ করে। তাই মানবের প্রধান কর্তব্য, এই শত্রুকে পরাভূত করা। কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখা যায় যে মূর্খরা আদৌ এই বিষয়ে আগ্রহী হয় না; বরং তারা অনর্থক বাদ-বিবাদে যুক্ত হয়ে অন্যদেরই মিত্র-শত্রু-উদাসীন জ্ঞান করে বসে। ১১-২৩-৪৯

দেহং মনোমাত্রমিমং গৃহীত্বা মমাহমিত্যন্ধধিয়ো মনুষ্যাঃ।

এষোঽহমন্যোঽয়মিতি ভ্রমেণ দুরন্তপারে তমসি ভ্রমন্তি॥ ১১-২৩-৫০

সাধারণ মানব বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি হারাচ্ছে। তাই তারা স্বকপোলকল্পিত শরীরকে 'আমি' ও 'আমার' ধারণা করে বসে এবং 'আমি', 'তুমি' – এই ভেদবুদ্ধিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তার পরিণামস্বরূপ তারা অনন্ত অজ্ঞানান্ধকারেই ঘুরতে থাকে। ১১-২৩-৫০

BANGLADARSHAN.COM

জনস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনশ্চাত্র হ ভৌময়োস্তৎ।

জিহ্বাং ক্বচিৎ সংদশতি স্বদদ্ভিস্তদ্বেদনায়াং কতমায় কুপ্যেৎ॥ ১১-২৩-৫১

যদি ধরে নেওয়া যায় যে মানুষই সুখ-দুঃখের কারণ, তাহলেও তার আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ কী? কারণ সুখ-দুঃখ-প্রদানকারী যেমন নশ্বর, শরীরধারী ভোগের শরীরও যে তাই। কখনো আহার্য গ্রহণকালে যদি দন্তদ্বারা জিহ্বা নিপীড়িত হয় তখন মানব কার উপর ক্রোধ প্রকাশ করবে? ১১-২৩-৫১

দুঃখস্য হেতুর্যদি দেবতাস্তু কিমাত্মনস্তত্র বিকারয়োস্তৎ।

যদঙ্গমঙ্গেন নিহন্যতে ক্বচিৎ ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষঃ স্বদেহে॥ ১১-২৩-৫২

যদি ধরেও নেওয়া হয় যে দেবতাই দুঃখের কারণ তবুও এই সুখ-দুঃখ, আত্মার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নেই। কারণ দুঃখের কারণ রূপে যে দেবতা তিনিই তো ইন্দ্রিয়াভিমানী রূপে ভোক্তাও এবং দেবতাগণ দেহে সমরূপে অধিষ্ঠিত; শরীর ভেদে তাঁর পরিবর্তন হয় না। এই অবস্থায় শরীরের এক অঙ্গ যদি অন্য অঙ্গের নিপীড়নের কারণ হয় তাহলে ক্রোধ কার উপর করা? ১১-২৩-৫২

আত্মা যদি স্যাৎ সুখদুঃখহেতুঃ কিমন্যতস্তত্র নিজস্বভাবঃ।

ন হ্যাত্মনোঽন্যদ্ যদি তন্মৃষা স্যাৎ ক্রুধ্যেত কস্মান্ন সুখং ন দুঃখম্॥ ১১-২৩-৫৩

যদি আত্মাকে সুখ-দুঃখের কারণ বলে বোধ হয় তাহলে এই পরম সত্যের উপর বিচার আবশ্যক যে সেখানে তো আত্মাই একমাত্র বর্তমান; অন্য কিছুর অস্তিত্বই নেই। অন্য কিছু মনে হলে, তা তো সর্বতোভাবে মিথ্যা। তাই যখন সুখ নেই, দুঃখ নেই, তাহলে ক্রোধ আসে কেমনভাবে? ক্রোধের নিমিত্ত কোথায়? ১১-২৩-৫৩

গ্রহা নিমিত্তং সুখদুঃখয়োশ্চেয কিমাত্মনোঽজস্য জনস্য তে বৈ।

গ্রহৈর্গ্রহস্যৈব বদন্তি পীড়াং ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষস্ততোঽন্যঃ॥ ১১-২৩-৫৪

যদি গ্রহ সমুদয়কে সুখ-দুঃখের নিমিত্ত মনে করা হয় তাহলেও অবিনশ্বর আত্মার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তাদের প্রভাব তো জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ এই শরীরের উপরই সীমিত। গ্রহসমুদয়-কৃত পীড়া তার প্রভাব গ্রহণকারী শরীরসকলের উপরই হওয়া সম্ভব; এবং এই আত্মা সেই গ্রহসমুদয় এবং শরীরসকল থেকে সর্বতোভাবে পৃথক সত্তা। তাহলে ক্রোধ কার উপর করা? ১১-২৩-৫৪

কর্মাস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনস্তদ্ধি জড়াজড়ত্বে।

দেহস্ত্বচিৎ পুরুষোঽয়ং সুপর্ণঃ ক্রুধ্যেত কস্মৈ ন হি কর্মমূলম্॥ ১১-২৩-৫৫

যদি কর্মকে সুখ-দুঃখের নিমিত্ত ধরা হয় তবে তার সঙ্গেও আত্মার সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। জড় ও চেতন উভয়ের সংযোগ হলে কর্ম হয়। কিন্তু শরীর তো অচেতন পিঞ্জর মাত্র এবং তাতে পক্ষীরূপে নিবাসকারী আত্মা সর্বতোভাবে নির্বিকার এবং সাক্ষীমাত্র। অতএব কর্মসমূহের আধারই প্রমাণিত হয় না। তাহলে ক্রোধ কার উপর করা? ১১-২৩-৫৫

কালস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনস্তত্র তদাত্মকোঽসৌ।

নাগ্নের্হি তাপো ন হিমস্য তৎ স্যাৎ ক্রুধ্যেত কস্মৈ ন পরস্য দ্বন্দ্বম্॥ ১১-২৩-৫৬

যদি মনে করা হয় যে কালই সুখ-দুঃখের কারণ, তবুও আত্মার উপর তার প্রভাব কেমন করে পড়া সম্ভব, তা বোঝা যায় না। কাল স্বয়ংই তো আত্মস্বরূপ। যেমন অগ্নি অগ্নিকে দহন করতে পারে না, বরফ বরফকে দ্রবীভূত করতে পারে না, ঠিক সেই ভাবেই আত্মাস্বরূপ কাল নিজ আত্মাকে সুখ-দুঃখ প্রদান করতেই পারে না। অতএব ক্রোধ করা কার উপর? আত্মা তো শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বসমূহ থেকে সর্বতোভাবে উর্ধ্বে। ১১-২৩-৫৬

ন কেনচিৎ ক্বাপি কথঞ্চনাস্য দ্বন্দ্বোপরাগঃ পরতঃ পরস্য।

যথাহমঃ সংসৃতিরূপিণঃ স্যাদেবং প্রবুদ্ধো ন বিভেতি ভূতৈঃ॥ ১১-২৩-৫৭

আত্মা প্রকৃতির স্বরূপ, ধর্ম, কার্য, লেশ, সম্বন্ধ এবং গন্ধ থেকেই অসংশ্লিষ্ট। বস্তুত আত্মার কোনো দ্বন্দ্বের সঙ্গে সম্পর্কই নেই। দ্বন্দ্ব তো জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তনকারী অহংকারেরই হয়ে থাকে। যে এই তত্ত্বজ্ঞানী সে কোনো কিছুতেই ভীত হয়ে পড়ে না। ১১-২৩-৫৭

BANGLADARSHAN.COM

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।

অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥ ১১-২৩-৫৮

মহান প্রাচীন মুনি-ঋষিগণ এই পরমাত্মনিষ্ঠার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আমিও তার আশ্রয় গ্রহণ করে মুক্তি ও প্রেমদাতা ভগবানের পাদপদ্মের সেবায় যুক্ত থেকে অনায়াসে এই দুরন্ত অজ্ঞান সাগরকে অতিক্রম করব। ১১-২৩-৫৮

শ্রীভগবানুবাচ

নির্বিদ্য নষ্টদ্রবিণো গতক্লমঃ প্রব্রজ্য গাং পর্যটমান ইত্থম্।

নিরাকৃতোঽসদ্ভিরপি স্বধর্মাদকম্পিতোঽমুং মুনিরাহ গাথাম্॥ ১১-২৩-৫৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব! ধনসম্পদ পরাগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মণের সমস্ত ক্লেশ দূরীভূত হল। সে জগৎ থেকে উপরত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছিল। যদিও দুষ্টগণ তাকে বিভিন্ন উপায়ে উত্ত্যক্ত করেছিল তবুও সে ধর্মে অটল রইল, বিচলিত হল না। সেই কালে সেই মৌনব্রতধারী অবধূত এইরূপ গান মনে মনে গাইত। ১১-২৩-৫৯

সুখদুঃখপ্রদো নান্যঃ পুরুষস্যাত্মবিভ্রমঃ।

মিত্রোদাসীনরিপবঃ সংসারস্তমসঃ কৃতঃ॥ ১১-২৩-৬০

হে উদ্ধব! এই জগতে মানবকে অন্য কেউ সুখ অথবা দুঃখ প্রদান করে না; তা তার চিত্তবিভ্রম মাত্র। এই সমস্ত জগৎ এবং তার মধ্যে মিত্র, উদাসীন এবং শত্রুর ভেদ অজ্ঞানকল্পিত। ১১-২৩-৬০

তস্মাৎ সর্বাত্মনা তাত নিগৃহাণ মনো ধিয়া।

ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ॥ ১১-২৩-৬১

তাই হে প্রিয় উদ্ধব! নিজ বৃত্তিসমূহকে আমাতে তন্ময় করে দাও এবং এইভাবে নিজের সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিয়ে মনকে বশীভূত করে ফেল এবং তারপর আমাতে নিত্যযুক্ত হয়ে অবস্থান করো। এই তো সমস্ত যোগসাধনের সার সংগ্রহ। ১১-২৩-৬১

য এতাং ভিক্ষুণা গীতাং ব্রহ্মনিষ্ঠাং সমাহিতঃ।

ধারয়ন্শ্রাবয়ন্শৃণ্বন্ দ্বন্দ্বৈর্নৈবাভিভূয়তে॥ ১১-২৩-৬২

এই ভিক্ষুকগাথা মূর্তিমান ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠা। যে একাগ্র চিত্তে তা শ্রবণ, কীর্তন ও ধারণ করে সে কখনো সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বসমূহের বশীভূত হয় না। তার মধ্যেও সে সিংহবৎ গর্জন করতেই থাকে। ১১-২৩-৬২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায়

সাংখ্যযোগ

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীভগবানুবাচ

অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি সাংখ্যং পূর্বৈর্বিনিশ্চিতম্।

যদ্ বিজ্ঞায় পুমান্ সদ্যো জহ্যাদ্ বৈকল্পিকং ভ্রমম্॥ ১১-২৪-১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব! এবারে আমি তোমায় সাংখ্যশাস্ত্রের কথা বলব। প্রাচীনকালের মহান মুনি-ঋষিগণই এই সিদ্ধান্ত নিরূপণ করে গেছেন। যখন জীব এই জ্ঞান উত্তমরূপে লাভ করে তখন তার ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন সুখ-দুঃখাদিরূপ ভ্রম তৎক্ষণাৎ অপসারিত হয়। ১১-২৪-১

আসীজ্ জ্ঞানমথো হ্যর্থ একমেবাবিকল্পিতম্।

যদা বিবেকনিপুণা আদৌ কৃতযুগেঽযুগে॥ ১১-২৪-২

যুগারম্ভের পূর্বে প্রলয়কালে, আদি সত্যযুগে কিংবা অন্য কোনো কালেও মানব বিবেকনিপুণ হয়ে উঠলে—সকল অবস্থাতেই এই সমস্ত দৃশ্য ও দ্রষ্টা, জগৎ এবং জীব বিকল্পশূন্য কোনোরূপ ভেদাভেদ বিরহিত কেবল এক শুদ্ধ রূপেই অবস্থান করে। ১১-২৪-২

তন্মায়াফলরূপেণ কেবলং নির্বিকল্পিতম্।

বাঙ্মনোঽগোচরং সত্যং দ্বিধা সমভবদ্ বৃহৎ॥ ১১-২৪-৩

ব্রহ্ম যে বিকল্পরহিত তাতে সন্দেহ নেই। ব্রহ্ম কেবল অদ্বিতীয় ও শাশ্বত; তাতে মন ও বাণীর গতি নেই। সেই ব্রহ্মই মায়া এবং তাতে প্রতিবিম্বিত জীব দৃশ্য ও দ্রষ্টা রূপে যেন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। ১১-২৪-৩

তয়োরেকতরো হ্যর্থঃ প্রকৃতিঃ সোভয়াত্মিকা।

জ্ঞানং ত্বন্যতমো ভাবঃ পুরুষঃ সোঽভিধীয়তে॥ ১১-২৪-৪

তার একটিকে প্রকৃতি বলে। সেই জগতের কার্য এবং কারণের রূপ ধারণ করেছে। দ্বিতীয় যা জ্ঞানস্বরূপ, পুরুষরূপে পরিচিত। ১১-২৪-৪

তমো রজঃ সত্ত্বমিতি প্রকৃতেরভবন্ গুণাঃ।

ময়া প্রক্ষোভ্যমাণায়াঃ পুরুষানুমতেন চ॥ ১১-২৪-৫

হে উদ্ধব! আমিই জীবের শুভাশুভ কর্মানুসারে প্রকৃতিকে ক্ষুব্ধ করেছি। তাতে তার থেকেই সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিন গুণের উৎপত্তি হয়েছে। ১১-২৪-৫

তেভ্যঃ সমভবৎ সূত্রং মহান্ সূত্রেণ সংযুতঃ।

ততো বিকুর্বতো জাতোঽহঙ্কারো যো বিমোহনঃ॥ ১১-২৪-৬

তার থেকেই ক্রিয়াশক্তি প্রধান সূত্র এবং জ্ঞানশক্তি প্রধান মহত্তত্ত্বর উৎপত্তি। তারা কিন্তু পরস্পর সম্মিলিত অবস্থায় বিরাজমান থাকে। মহত্তত্ত্বতে বিকার হওয়ায় অহংকার ব্যক্ত হল। এই অহংকারই জীবকে মোহগ্রস্ত করে থাকে। ১১-২৪-৬

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিবৃৎ।

তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং কারণং চিদচিন্ময়ঃ॥ ১১-২৪-৭

অহংকার তিন প্রকার হয়ে থাকে—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। অহংকার পঞ্চতন্মাত্রা, ইন্দ্রিয় এবং মনের কারণ; তাই তা উভয়াত্মক, জড় ও চেতন—দুইই। ১১-২৪-৭

অর্থস্তন্মাত্রিকাজ্জজ্ঞে তামসাদিন্দ্রিয়াণি চ।

তৈজসাদ্ দেবতা আসন্নেকাদশ চ বৈকৃতাৎ॥ ১১-২৪-৮

তামসী অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্রা এবং তার থেকে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হল; রাজসী অহংকার থেকে ইন্দ্রিয়সকল এবং সাত্ত্বিক অহংকার থেকে ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা একাদশ দেবতা প্রকাশিত হলেন। ১১-২৪-৮

BANGLADARSHAN.COM

ময়া সঞ্চোদিতা ভাবাঃ সর্বে সংহত্যকারিণঃ।

অণ্ডমুৎপাদয়ামাসুর্মমায়তনমুত্তমম্॥ ১১-২৪-৯

আমার প্রেরণায় এই সকল বস্তু একত্রিত হয়ে ফলস্বরূপ এক বিশাল অণ্ড উৎপন্ন হল। এই অণ্ড আমার উত্তম নিবাসস্থান। ১১-২৪-৯

তস্মিন্নহং সমভবমণ্ডে সলিলসংস্থিতৌ।

মম নাভ্যামভূৎ পদ্মং বিশ্বাখ্যং তত্র চাত্মভূঃ॥ ১১-২৪-১০

যখন অণ্ড জলে অবস্থিত হল, তখন আমি নারায়ণ রূপে তাতে বিরাজমান হলাম। আমার নাভি থেকে বিশ্বকমলের উৎপত্তি হল। তার উপর ব্রহ্মার আবির্ভাব হল। ১১-২৪-১০

সোঽসৃজত্তপসা যুক্তো রজসা মদনুগ্রহাৎ।

লোকান্ সপালান্ বিশ্বাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ত্রিধা॥ ১১-২৪-১১

বিশ্বসমষ্টির অন্তঃকরণ ব্রহ্মা আরম্ভে কঠোর তপস্যা করলেন। তারপর আমার কৃপাপ্রসাদে ও সামর্থ্যে তিনি রজোগুণ দ্বারা ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গ—এই ত্রিলোকের এবং তাদের লোকপালদের সৃষ্টি করলেন। ১১-২৪-১১

দেবানামোক আসীৎ স্বর্ভূতানাং চ ভুবঃ পদম্।

মর্ত্যাদীনং চ ভূর্লোকঃ সিদ্ধানাং ত্রিতয়াৎ পরম্॥ ১১-২৪-১২

দেবতাদের নিবাসরূপে স্বর্গলোক, ভূত-প্রেতাদির নিবাসরূপে ভুবর্লোক এবং মানবাদির নিবাসরূপে ভূলোক নির্দিষ্ট করা হল। এই ত্রিলোকের উপরে মহর্লোক, তপলোক আদি সিদ্ধদের নিবাসস্থান চিহ্নিত হল। ১১-২৪-১২

অধোঽসুরাণাং নাগানাং ভূমেরোকোঽসৃজৎ প্রভুঃ।

ত্রিলোক্যাং গতয়ঃ সর্বাঃ কর্মণাং ত্রিগুণাত্মনাম্॥ ১১-২৪-১৩

সৃষ্টিকার্যে সামর্থ্য অর্জন করে ব্রহ্মা অসুর এবং নাগসমূহের জন্য পৃথিবীর নীচে অতল, বিতল, সুতল আদি সাতটি পাতাললোক নির্মাণ করলেন। এই ত্রিলোকেই ত্রিগুণাত্মক কর্মানুসারে বিবিধ গতির প্রাপ্তি হয়ে থাকে। ১১-২৪-১৩

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।

মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্‌গতিঃ॥ ১১-২৪-১৪

যোগ, তপস্যা এবং সন্ন্যাস দ্বারা মহর্লোক, জনলোক, তপলোক এবং সত্যলোক রূপ উত্তম গতির প্রাপ্তি হয়ে থাকে এবং ভক্তিযোগে আমার পরমধাম লাভ হয়। ১১-২৪-১৪

ময়া কালাত্মনা ধাত্রা কর্মযুক্তমিদং জগৎ।

গুণপ্রবাহ এতস্মিন্নুন্মজ্জতি নিমজ্জতি॥ ১১-২৪-১৫

এই সমস্ত জগৎ কর্ম এবং তার সংস্কারসমূহে যুক্ত। আমিই কালরূপে কর্মানুসারে তার ফলের বিধান প্রদান করে থাকি। এই গুণপ্রবাহের ধারায় জীব কখনো নিমজ্জিত হয় আবার কখনো সচেতন—কখনো তার অধোগতি হয় আবার কখনো পুণ্য বলে উর্ধ্বগতি প্রাপ্তি হয়। ১১-২৪-১৫

অণুর্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলো যো যো ভাবঃ প্রসিধ্যতি।

সর্বোঽপ্যুভয়সংযুক্তঃ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥ ১১-২৪-১৬

জগতে ছোট-বড়, স্থূল-কৃশ যত রকমের পদার্থ সৃষ্টি হয়, সবই প্রকৃতি এবং পুরুষ—উভয়ের সংযোগেই হয়ে থাকে। ১১-২৪-১৬

যস্তু যস্যাদিরন্তশ্চ স বৈ মধ্যং চ তস্য সন্‌।

বিকারো ব্যবহারার্থো যথা তৈজসপার্থিবাঃ॥ ১১-২৪-১৭

যদুপাদায় পূর্বস্তু ভাবো বিকুরুতেঽপরম্‌।

আদিরন্তো যদা যস্য তৎ সত্যমভিধীয়তে॥ ১১-২৪-১৮

BANGLADARSHAN.COM

আদি ও অন্তে যে বস্তু বর্তমান তা মধ্যেও বর্তমান থাকে—তাই সত্য। বিকার তো ব্যবহার হেতু কল্পনা মাত্র। উদাহরণ রূপে কঙ্কণ-কুণ্ডল আদি সুবর্ণের বিকার এবং ঘট-সরা আদি মৃত্তিকার বিকার; পূর্বে যা সুবর্ণ এবং মৃত্তিকা ছিল এবং অন্তেও তা সুবর্ণ এবং মৃত্তিকারূপে থাকবে। অতএব মধ্যেও তা সুবর্ণ ও মৃত্তিকাই। পূর্ববর্তী কারণও পরম কারণকে উপাদান করে অপর কার্যবর্গ সৃষ্টি করে তাও আপেক্ষিক দৃষ্টিতে সত্য। অতএব এই নিষ্কর্ষে উপনীত হওয়া যায় যে বস্তু কার্যের আদিতে ও অন্তে বিদ্যমান থাকে, তাই সত্য। ১১-২৪-১৭-১৮

প্রকৃতির্হ্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ।

সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তৎ ত্রিতয়ং ত্বহম্‌॥ ১১-২৪-১৯

এই প্রপঞ্চের উপাদান কারণ প্রকৃতি। পরমাত্মা অধিষ্ঠান এবং একে প্রকাশিত করে কাল। ব্যবহারকালের এই বৈচিত্র্যই বস্তুর ব্রহ্মস্বরূপ এবং আমিই সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম। ১১-২৪-১৯

সর্গঃ প্রবর্ততে তাবৎ পৌর্বাপর্যেণ নিত্যশঃ।

মহান্‌ গুণবিসর্গার্থঃ স্থিত্যন্তো যাবদীক্ষণম্‌॥ ১১-২৪-২০

যতক্ষণ পর্যন্ত পরমাত্মার ঈক্ষণ শক্তি সক্রিয় থাকে ততক্ষণ তাঁর পালন প্রবৃত্তি বর্তমান থাকে এবং সে পর্যন্ত জীবের কর্মভোগ হেতু কারণ-কার্যরূপে অথবা পিতা-পুত্রাদিরূপে এই সৃষ্টিচক্র নিরন্তর চলতেই থাকে। ১১-২৪-২০

বিরাণ্ময়াঽঽসাদ্যমানো লোককল্পবিকল্পকঃ।

পঞ্চত্বায় বিশেষায় কল্পতে ভুবনৈঃ সহ॥ ১১-২৪-২১

এই বিরাটই বিবিধ লোকের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারের লীলাভূমি। যখন আমি এতে কালরূপে প্রবেশ করি ও প্রলয়ের সংকল্প গ্রহণ করি, তখন তা ভুবনসমূহের সঙ্গে বিনাশরূপ বিভাজনের ক্রম ধারণ করে। ১১-২৪-২১

অন্নে প্রলীয়তে মর্ত্যমন্নং ধানাসু লীয়তে।

ধানা ভূমৌ প্রলীয়ন্তে ভূমির্গন্ধে প্রলীয়তে॥ ১১-২৪-২২

তার লীন হওয়ার পদ্ধতি এইরূপ হয়ে থাকে—প্রাণী-শরীর অন্নে, অন্ন বীজে, বীজ ভূমিতে, ভূমি গন্ধ-তন্মাত্রাতে লীন হয়ে যায়। ১১-২৪-২২

অপ্সু প্রলীয়তে গন্ধ আপশ্চ স্বগুণে রসে।

লীয়তে জ্যোতিষি রসো জ্যোতী রূপে প্রলীয়তে॥ ১১-২৪-২৩

গন্ধ-তন্মাত্রা জলে, জল নিজ গুণ—রসে, রজ তেজে এবং তেজ রূপে লীন হয়ে যায়। ১১-২৪-২৩

রূপং বায়ৌ স চ স্পর্শে লীয়তে সোঽপি চাম্বরে।

অম্বরং শব্দতন্মাত্র ইন্দ্রিয়াণি স্বযোনিষু॥ ১১-২৪-২৪

রূপ বায়ুতে, বায়ু স্পর্শে, স্পর্শ আকাশে এবং আকাশ শব্দ-তন্মাত্রাতে লীন হয়ে যায়। সকল ইন্দ্রিয় তার কারণ দেবতাদের মধ্যে এবং পরিশেষে রাজস অহংকার লীন হয়ে যায়। ১১-২৪-২৪

যোনির্বৈকারিকে সৌম্য লীয়তে মনসীশ্বরে।

শব্দো ভূতাদিমপ্যেতি ভূতাদির্মহতি প্রভুঃ॥ ১১-২৪-২৫

হে সৌম্য! রাজস অহংকার নিজ নিয়ন্তা সাত্ত্বিক অহংকাররূপ মনে, শব্দতন্মাত্রা পঞ্চভূত হেতু তামস অহংকারে এবং সমস্ত জগৎকে বিমোহিত করতে সক্ষম ত্রিবিধ অহংকার—মহত্তত্ত্বে লীন হয়ে যায়। ১১-২৪-২৫

স লীয়তে মহান্ স্বেষু গুণেষু গুণবত্তমঃ।

তেঽব্যক্তে সংপ্রলীয়ন্তে তৎ কালে লীয়তেঽব্যয়ে॥ ১১-২৪-২৬

জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি প্রধান মহত্তত্ত্ব নিজ কারণ গুণে লীন হয়ে যায়। গুণ অব্যক্ত প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি নিজ প্রেরক অবিনাশী কালে লীন হয়ে যায়। ১১-২৪-২৬

BANGLADARSHAN.COM

কালো মায়াময়ে জীবে জীব আত্মনি ময্যজে।

আত্মা কেবল আত্মস্থো বিকল্পাপায়লক্ষণঃ॥ ১১-২৪-২৭

কাল মায়াময় জীবে এবং জীব অজাত আত্মা আমাতে লীন হয়ে যায়। আত্মা কারো মধ্যে লীন হয় না; তা উপাধিবিবর্জিত নিজ স্বরূপেই অবস্থান করে। তা জগতের সৃষ্টি ও লয়-এর অধিষ্ঠান এবং অবধি। ১১-২৪-২৭

এবমন্বীক্ষমাণস্য কথং বৈকল্পিকো ভ্রমঃ।

মনসো হৃদি তিষ্ঠেত ব্যোম্নীবার্কোদয়ে তমঃ॥ ১১-২৪-২৮

হে উদ্ধব! যে এইরূপ বিবেকদৃষ্টি সহযোগে দর্শন করে তার চিত্তে এই প্রপঞ্চের ভ্রান্তি আসে না। যদি কদাচিৎ তার স্ফুরণও হয়ে যায় তা বেশিক্ষণ হৃদয়ে অবস্থান কেমন করে করবে? সূর্যোদয় ও অন্ধকার-এর যুগপৎ অবস্থিতি কী আদৌ সম্ভব? ১১-২৪-২৮

এষ সাংখ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয়গ্রন্থিভেদনঃ।

প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং পরাবরদৃশা ময়া॥ ১১-২৪-২৯

হে উদ্ধব! আমি কার্য ও কারণ উভয়েরই সাক্ষী। আমি তোমাকে সৃষ্টি থেকে প্রলয় এবং প্রলয় থেকে সৃষ্টি সাংখ্যবিধি বললাম। এর বিচার সন্দেহ-গ্রন্থি উন্মোচন করে এবং পুরুষ নিজ স্বরূপে স্থিত হয়ে যায়। ১১-২৪-২৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ত্রিগুণ বৃত্তির নিরূপণ

শ্রীভগবানুবাচ

গুণানামসমিশ্রাণাং পুমান্ যেন যথা ভবেৎ।

তন্মে পুরুষবর্যেদমুপধারয় শংসতঃ॥ ১১-২৫-১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পুরুষপ্রবর উদ্ধব! প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে গুণত্রয়ের প্রকাশ বিভিন্ন রূপে হয়ে থাকে, যার জন্য প্রাণীকুলের স্বভাবেও বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটে। কোন্ গুণে কী প্রভাব তাই আমি তোমায় বলতে চলেছি। তুমি সচেতনতা সহকারে শ্রবণ করো। ১১-২৫-১

শমো দমস্তিতিক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ।

তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্বৃতিঃ॥ ১১-২৫-২

সত্ত্বগুণের বৃত্তিসকল এইরূপ—শম, দম, তিতিক্ষা, বিবেক, তপ, সত্য, দয়া, স্মৃতি, সন্তোষ, ত্যাগ, বিষয়ে অনিচ্ছা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, আত্মরতি, দান, বিনয় এবং সরলতা ইত্যাদি। ১১-২৫-২

কাম ঈহা মদস্তৃষ্ণা স্তম্ভ আশীর্ভিদা সুখম্।

মদোৎসাহো যশঃপ্রীতির্হাস্যং বীর্যং বলোদ্যমঃ॥ ১১-২৫-৩

BANGLADARSHAN.COM

রজোগুণের বৃত্তিসকল এইরূপ—ইচ্ছা, প্রযত্ন, দম্ভ, তৃষ্ণা, গর্ব, দেবতাদের কাছে ধনসম্পদ যাচনা, ভেদবুদ্ধি, বিষয়ভোগ, যুদ্ধাদি হেতু মদজনিত উৎসাহ, নিজ যশে প্রেম, হাস্য, পরাক্রম এবং হঠযুক্ত কার্য করা ইত্যাদি। ১১-২৫-৩

ক্রোধো লোভোঽনৃতং হিংসা যমা দম্ভঃ ক্লমঃ কলিঃ।

শোকমোহৌ বিষাদার্তী নিদ্রাশা ভীরনুদ্যমঃ॥ ১১-২৫-৪

তমোগুণের বৃত্তিসকল এইরূপ—ক্রোধ, লোভ, মিথ্যাচারিতা, হিংসা, যাচনা, পাষণ্ড-ভাব, শ্রম, কলহ, শোক, মোহ, বিষাদ, দীনতা, নিদ্রা, আশা, ভয় এবং কর্মবিমুখতা ইত্যাদি। ১১-২৫-৪

সত্ত্বস্য রজসশ্চৈতাস্তমসশ্চানুপূর্বশঃ।

বৃত্তয়ো বর্ণিতপ্রায়াঃ সন্নিপাতমথো শৃণু॥ ১১-২৫-৫

এইভাবে যথাক্রমে সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণের প্রধান বৃত্তিসকলের পৃথকভাবে বর্ণনা করা হল। এবার তাদের সংমিশ্রণে উদ্ভূত বৃত্তিসকলের বর্ণনা শ্রবণ করো। ১১-২৫-৫

সন্নিপাতস্ত্বহমিতি মমেত্যুদ্ধব যা মতিঃ।

ব্যবহারঃ সন্নিপাতো মনোমাত্রেন্দ্রিয়াসুভিঃ॥ ১১-২৫-৬

হে উদ্ধব! 'আমি' এবং 'এটা আমার'—এইরূপ বুদ্ধিতে ত্রিগুণের সংমিশ্রণ থাকে। যে মন, শব্দাদি, বিষয়, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণসমূহের হেতু পূর্বোক্ত বৃত্তিসকল উদ্ভূত হয় তা সবই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ১১-২৫-৬

ধর্মে চার্থে চ কামে যদাসৌ পরিনিষ্ঠিতঃ।

গুণানাং সন্নিকর্ষোঽয়ং শ্রদ্ধারতিধনাবহঃ॥ ১১-২৫-৭

যখন মানব ধর্ম, অর্থ এবং কামে সংলগ্ন থাকে তখন তার সত্ত্বগুণের প্রভাবে শ্রদ্ধা, রজোগুণের প্রভাবে রতি এবং তমোগুণের প্রভাবে ধনসম্পদ প্রাপ্তি হয়ে থাকে। এও গুণসমূহের সংমিশ্রণই। ১১-২৫-৭

প্রবৃত্তিলক্ষণে নিষ্ঠা পুমান্ যর্হি গৃহাশ্রমে।
স্বধর্মে চানুতিষ্ঠেত গুণানাং সমিতির্হি সা॥ ১১-২৫-৮

যখন মানব সকাম কর্ম, গৃহস্থাশ্রম এবং স্বধর্মাচরণে অধিক প্রীতি ধারণ করে তখন তাকে ত্রিগুণের সংমিশ্রণই জ্ঞান করা উচিত। ১১-২৫-৮

পুরুষং সত্ত্বসংযুক্তমনুমীয়াচ্ছমাদিভিঃ।
কামাদিভী রজোযুক্তং ক্রোধাদ্যৈস্তমসা যুতম্॥ ১১-২৫-৯

মানসিক শান্তি ও জিতেন্দ্রিয়তা আদি গুণদ্বারা সত্ত্বগুণী পুরুষের, কামনাদি দ্বারা রজোগুণী পুরুষের এবং ক্রোধ-হিংসা দ্বারা তমোগুণী পুরুষের পরিচিতি হয়ে থাকে। ১১-২৫-৯

যদা ভজতি মাং ভক্ত্যা নিরপেক্ষঃ স্বকর্মভিঃ।
তং সত্ত্বপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ পুরুষং স্ত্রিয়মেব বা॥ ১১-২৫-১০

পুরুষ অথবা নারী যখন নিষ্কাম হয়ে নিজ নিত্যনৈমিত্তিক কর্মদ্বারা আমার আরাধনা করে তখন তাকে সত্ত্বগুণীরূপে জ্ঞান করবে। ১১-২৫-১০

যদা আশিষ আশাস্য মাং ভজেত স্বকর্মভিঃ।
তং রজঃপ্রকৃতিং বিদ্যাদ্ধিংসামাশাস্য তামসম্॥ ১১-২৫-১১

সকামভাবে নিজ কর্মের দ্বারা আমার সাধনভজনকারী হল রজোগুণী এবং যে নিজ শত্রু বিনাশাদি হেতু আমার সাধনভজন করে সে তমোগুণী। ১১-২৫-১১

BANGLADARSHAN.COM

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে।
চিত্তজা যৈস্তু ভূতানাং সজ্জমানো নিবধ্যতে॥ ১১-২৫-১২

সত্ত্ব, রজ এবং তম–এই ত্রিগুণের কারণ হল এই জীবের চিত্ত বা অন্তঃকরণ। তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধই নেই। এই গুণত্রয় হেতু জীব শরীর অথবা ধনসম্পদে আসক্ত হয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ১১-২৫-১২

যদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বং ভাস্বরং বিশদং শিবম্।
তদা সুখেন যুজ্যেত ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ পুমান্॥ ১১-২৫-১৩

সত্ত্বগুণ প্রকাশক, নির্মল এবং শান্ত। যখন সে রজোগুণ এবং তমোগুণকে অবদমিত করে অগ্রসর হয় তখন পুরুষ সুখ, ধর্ম এবং জ্ঞানাদির উপযুক্ত হয়। ১১-২৫-১৩

যদা জয়েত্তমঃ সত্ত্বং রজঃ সঙ্গং ভিদা চলম্।
তদা দুঃখেন যুজ্যেত কর্মণা যশসা শ্রিয়া॥ ১১-২৫-১৪

রজোগুণ ভেদবুদ্ধির কারণ। আসক্তি এবং প্রবৃত্তি এই তার দুই স্বভাব। যখন তমোগুণ এবং সত্ত্বগুণকে দলন করে রজোগুণের বৃদ্ধি হয় তখন মানব দুঃখ, কর্ম, যশ এবং লক্ষ্মীসম্পন্ন হয়। ১১-২৫-১৪

যদা জয়েদ্ রজঃ সত্ত্বং তমো মূঢ়ং লয়ং জড়ম্।
যুজ্যেত শোকমোহাভ্যাং নিদ্রয়া হিংসয়াশয়া॥ ১১-২৫-১৫

তমোগুণ অজ্ঞানস্বরূপ। আলস্যপরায়ণ হওয়া ও বুদ্ধিবৈকল্য–এই তার দুই স্বভাব। যখন তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে সত্ত্বগুণ এবং রজোগুণকে অবদমিত করে তখন প্রাণী বিভিন্ন প্রকারের আশা করতে থাকে, শোকমোহে সংযুক্ত হয়, হিংসা করতে শুরু করে অথবা নিদ্রা-আলস্যের বশীভূত হয়ে পড়ে। ১১-২৫-১৫

যদা চিত্তং প্রসীদেত ইন্দ্রিয়াণাং চ নির্বৃতিঃ।

দেহেঽভয়ং মনোঽসঙ্গং তৎ সত্ত্বং বিদ্ধি মৎপদম্॥ ১১-২৫-১৬

প্রসন্ন চিত্ত, শান্ত ইন্দ্রিয়, নির্ভয় দেহ ও অনাসক্ত মন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির সূচক। সত্ত্বগুণ আমাকে লাভ করবার পথ। ১১-২৫-১৬

বিকুর্বন্ ক্রিয়য়া চাধীরনির্বৃত্তিশ্চ চেতসাম্।

গাত্রাস্বাস্থ্যং মনো ভ্রান্তং রজ এতৈর্নিশাময়॥ ১১-২৫-১৭

কর্ম সম্পাদনে চঞ্চল বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলে অবসাদ, কর্মেন্দ্রিয়সকলে বিকার, ভ্রান্ত মতি ও শরীর অপ্রয়াসী –রজোগুণ বৃদ্ধির দ্যোতক। ১১-২৫-১৭

সীদচ্চিত্তং বিলীয়েত চেতসো গ্রহণেঽক্ষমম্।

মনো নষ্টং তমো গ্লানিস্তমস্তদুপধারয়॥ ১১-২৫-১৮

জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা চিত্ত শব্দাদি বিষয় যথার্থভাবে বুঝতে অসমর্থ হয়ে ক্ষুণ্ন হয়ে নিষ্ক্রিয় হতে লাগলে, মনে অস্থিরতা ও বিষাদের বৃদ্ধি হলে তা তমোগুণ বৃদ্ধির সূচক মনে করবে। ১১-২৫-১৮

এধমানে গুণে সত্ত্বে দেবানাং বলমেধতে।

অসুরাণাং চ রজসি তমস্যুদ্ধব রক্ষসাম্॥ ১১-২৫-১৯

হে উদ্ধব! সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি দেবতাদের, রজোগুণের বৃদ্ধি অসুরদের ও তমোগুণের বৃদ্ধি রাক্ষসদের বলবৃদ্ধি সূচক। ১১-২৫-১৯

সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্ রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ।

প্রস্বাপং তমসা জন্তোস্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্॥ ১১-২৫-২০

সত্ত্বগুণে জাগ্রতাবস্থা, রজোগুণে স্বপ্নাবস্থা ও তমোগুণে সুষুপ্তি-অবস্থা হয়। তুরীয় অবস্থাতে এই ত্রিগুণ নির্বিকার থাকে, সেটিই শুদ্ধ ও নির্বিকার আত্মা। ১১-২৫-২০

উপর্যুপরি গচ্ছন্তি সত্ত্বেন ব্রাহ্মণা জনাঃ।

তমসাধোঽধ আমুখ্যাদ্ রজসান্তরচারিণঃ॥ ১১-২৫-২১

বেদাভ্যাসে তৎপর ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণের দ্বারা উত্তরোত্তর ঊর্ধ্বলোকে গমন করে থাকে। তমোগুণে জীবের বৃক্ষাদি পর্যন্ত অধোগতি প্রাপ্তি হয় এবং রজোগুণে মানব শরীর প্রাপ্তি হয়। ১১-২৫-২১

সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ।

তমোলয়াস্তু নিরয়ং যান্তি মামেব নির্গুণাঃ॥ ১১-২৫-২২

যার দেহত্যাগ সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির সময় হয় তার স্বর্গপ্রাপ্তি হয়ে থাকে; যার রজোগুণ বৃদ্ধির সময় মৃত্যু হয় সে মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হয়। যে তমোগুণ বৃদ্ধির সময় দেহত্যাগ করে তার নরকপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি জীবন্মুক্তি লাভ করেছে, সে ত্রিগুণাতীত –সে আমাকেই লাভ করে থাকে। ১১-২৫-২২

মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম তৎ।

রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্॥ ১১-২৫-২৩

যখন নিজ ধর্মাচরণ আমায় সমর্পিতভাবে হয় অর্থাৎ নিষ্কামভাবে হয় তখন তা সাত্ত্বিক হয়। যে কর্মানুষ্ঠানে ফলের কামনা থাকে তা রাজসিক হয় এবং যে কর্ম অন্যকে ক্লেশ প্রদান হেতু অথবা লোকদেখানোর জন্য করা হয়, তা তামসিক হয়। ১১-২৫-২৩

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকং চ যৎ।

প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্॥ ১১-২৫-২৪

BANGLADARSHAN.COM

শুদ্ধ আত্মার জ্ঞান সাত্ত্বিক। তাতে কর্তা-ভোক্তা জ্ঞান রাখার রাজসিক এবং তাতে 'আমিই এই শরীর' জ্ঞান রাখা তো সর্বতোভাবে তামসিক। এই তিন থেকে মুক্ত আমার স্বরূপের বাস্তবিক জ্ঞান নির্গুণ জ্ঞান। ১১-২৫-২৪

বনং তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।

তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতং তু নির্গুণম্॥ ১১-২৫-২৫

বনে নিবাস করা সাত্ত্বিক নিবাস, গ্রামে নিবাস করা রাজসিক নিবাস এবং দ্যূতক্রীড়ালয়ে নিবাস তামসিক নিবাস। আমার মন্দিরে নিবাসই সর্বশ্রেষ্ঠ নির্গুণ নিবাস। ১১-২৫-২৫

সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।

তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ॥ ১১-২৫-২৬

অনাসক্ত থেকে কর্ম সম্পাদনকারী সাত্ত্বিক, রাগান্ধ থেকে কর্ম সম্পাদনকারী রাজসিক এবং পূর্বাপর বিচারহীন কর্ম সম্পাদনকারী তামসিক। এর অতিরিক্ত আমার শরণাগত থেকে অহংকাররহিত কর্ম সম্পাদনকারী হল নির্গুণ কর্তা। ১১-২৫-২৬

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।

তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াং তু নির্গুণা॥ ১১-২৫-২৭

আত্মজ্ঞান বিষয়ক শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, কর্ম বিষয়ক শ্রদ্ধা রাজসিক এবং অধর্ম বিষয়ক শ্রদ্ধা তামসিক। আমার সেবাতে যুক্ত শ্রদ্ধা নির্গুণ শ্রদ্ধা। ১১-২৫-২৭

পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।

রাজসং চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসং চার্তিদা শুচি॥ ১১-২৫-২৮

BANGLADARSHAN.COM

আরোগ্য প্রদানকারী, পবিত্র এবং অনায়াস লব্ধ আহার্য সাত্ত্বিক। রসনেন্দ্রিয় লিপ্সু এবং স্বাদ দৃষ্টিতে গ্রহণীয় আহার্য রাজসিক ও দুঃখপ্রদ এবং অপবিত্র আহার্য তামসিক। ১১-২৫-২৮

সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থং তু রাজসম্।

তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্॥ ১১-২৫-২৯

অন্তর্মুখী আত্মচিন্তা থেকে লব্ধ সুখ সাত্ত্বিক। বহির্মুখী বিষয়লব্ধ সুখ রাজসিক এবং অজ্ঞান ও দীনতা লব্ধ সুখ তামসিক। আমার থেকে লব্ধ সুখ গুণাতীত ও অলৌকিক। ১১-২৫-২৯

দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম চ কারকঃ।

শ্রদ্ধাবস্থাঽঽকৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুন্যঃ সর্ব এব হি॥ ১১-২৫-৩০

হে উদ্ধব! দ্রব্য, দেশ, ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, শ্রদ্ধা, অবস্থা, দেব-মানব-তির্যকাদি শরীর এবং নিষ্ঠা—সবই ত্রিগুণাত্মক। ১১-২৫-৩০

সর্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ।

দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ॥ ১১-২৫-৩১

হে নবরত্ন! প্রকৃতি এবং পুরুষাশ্রিত ভাবসকল গুণময়—তা নেত্রাদি ইন্দ্রিয় থেকে অনুভূত হোক, শাস্ত্রদ্বারা লোক-লোকান্তর বিষয়ে শ্রুতি থেকেই হোক অথবা বুদ্ধিদ্বারা ভাবনাচিন্তা করেই অনুভূত হোক না কেন। ১১-২৫-৩১

এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্মনিবন্ধনাঃ।

যেনেমে নির্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ।

ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে॥ ১১-২৫-৩২

জীব যত প্রকারের যোনি বা গতি প্রাপ্ত হয়, তা তার গুণ ও কর্ম অনুসারেই হয়ে থাকে। হে সৌম্য! সকল গুণ চিত্তের সঙ্গে যুক্ত। যে জীব তাদের পরাজিত করতে সমর্থ হয়, সে ভক্তিযোগ অবলম্বন করে আমাতেই অভিনিবিষ্ট হয়ে যায় এবং পরিশেষে আমার বাস্তব স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ১১-২৫-৩২

তস্মাদ্ দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ॥ ১১-২৫-৩৩

এই মানব শরীর অতি দুর্লভ। এই শরীর দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান এবং তাতে নিষ্ঠারূপ বিজ্ঞানের প্রাপ্তি সম্ভব হয়; তাই তা লাভ করে বুদ্ধিমান ব্যক্তির গুণত্রয়ে আসক্তি ত্যাগ পূর্বক আমার সাধনভজনে যুক্ত থাকা উচিত। ১১-২৫-৩৩

নিঃসঙ্গো মাং ভজেদ্ বিদ্বানপ্রমত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ॥ ১১-২৫-৩৪

বিবেক-বিচার-যুক্ত অতি সতর্কতা ধারণ করে সত্ত্বগুণের সেবন দ্বারা রজোগুণ এবং তমোগুণকে পরাজিত করবে, ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করবে এবং আমার স্বরূপকে হৃদয়ঙ্গম করে আমার সাধনভজনে যুক্ত হবে, আসক্তির লেশমাত্রও অবশিষ্ট রাখবে না। ১১-২৫-৩৪

সত্ত্বং চাভিজয়েদ্ যুক্তো নৈরপেক্ষ্যেণ শান্তধীঃ।
সম্পদ্যতে গুণৈর্মুক্তো জীবো জীবং বিহায় মাম্॥ ১১-২৫-৩৫

যুক্তিপূর্বক যোগের দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে শান্ত করে নিরপেক্ষ ভাবের দ্বারা সত্ত্বগুণকেও পরাভূত করবে। এইভাবে জীব গুণত্রয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিজ-জীবভাবকে ত্যাগ করবে এবং আমার স্বরূপে যুক্ত হবে। ১১-২৫-৩৫

জীবো জীববিনির্মুক্তো গুণৈশ্চাশয়সম্ভবৈঃ।
ময়ৈব ব্রহ্মণা পূর্ণো না বহির্নান্তরশ্চরেৎ॥ ১১-২৫-৩৬

BANGLADARSHAN.COM

জীব লিঙ্গশরীররূপ নিজ উপাধি জীব-সত্তা এবং অন্তঃকরণে উদিত সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৃত্তি থেকে মুক্তি লাভ করে আত্মব্রহ্মানুভূতি দ্বারা একাত্ব দর্শনে পূর্ণ হয়। অতঃপর সে কোনো বাহ্যান্তর বিষয়ে অনুরক্ত হয় না। ১১-২৫-৩৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

পুরূরবার বৈরাগ্যোক্তি

শ্রীভগবানুবাচ

মল্লক্ষণমিমং কায়ং লব্ধ্বা মদ্ধর্ম আস্থিতঃ।

আনন্দং পরমাত্মানমাত্মস্থং সমুপৈতি মাম্॥ ১১-২৬-১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব! এই মানব শরীর আমার স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্তির—আমাকে লাভ করার মুখ্য আধার। মানব শরীর লাভ করে যে বিশুদ্ধ প্রেম সহযোগে আমার ভক্তিতে সন্নিবিষ্ট হয়, সে অন্তঃকরণে স্থিত আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত করে থাকে। ১১-২৬-১

গুণময্যা জীবযোন্যা বিমুক্তো জ্ঞাননিষ্ঠয়া।

গুণেষু মায়ামাত্রেষু দৃশ্যমানেষ্ববস্তুতঃ।

বর্তমানোঽপি ন পুমান্ যুজ্যতেঽবস্তুভির্গুণৈঃ॥ ১১-২৬-২

জীবের যোনি ও গতি সকলই ত্রিগুণাত্মক। জীব জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা তার থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত হয়ে যায়। সত্ত্ব-রজ আদি গুণ যা লক্ষিত হয় তা বাস্তব নয়, মায়া মাত্রই। জ্ঞান লাভের পরে জীব তার মধ্যে অবস্থান করেও ব্যবহারাদি দ্বারা তাতে বদ্ধ হয় না; কারণ সেই সব গুণের বাস্তব সত্তাই নেই। ১১-২৬-২

BANGLADARSHAN.COM

সঙ্গং ন কুর্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ।

তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ॥ ১১-২৬-৩

সাধারণ ব্যক্তিগণ এই কথা স্মরণে রাখবে যে, যারা কেবলমাত্র বিষয় সেবনে ও উদর পোষণ কার্যে প্রতিনিয়ত ব্যাপৃত থাকে সেই সকল ব্যক্তিদের সঙ্গ কখনো করা উচিত নয়; কারণ তাদের অনুগমনকারী ব্যক্তির দুর্দশা অন্ধের অনুগমনকারী অন্ধবৎ হয়। তাকে তো ঘোর অন্ধকারেই হাতড়ে বেড়াতে হয়। ১১-২৬-৩

ঐলঃ সম্রাড়িমাং গাথামগায়ত বৃহচ্ছ্রবাঃ।

উর্বশীবিরহান্ মুহ্যন্ নির্বিণ্ণঃ শোকসংযমে॥ ১১-২৬-৪

হে উদ্ধব! একদা পুরাকালে পরম যশস্বী সম্রাট ইলা-নন্দন পুরূরবা উর্বশীর বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। কালে শোক প্রশমিত হলে তার প্রবল বৈরাগ্য আগমন হল এবং তখন তিনি এই কথা বলেছিলেন। ১১-২৬-৪

ত্যক্ত্বাঽঽত্মানং ব্রজন্তীং তাং নগ্ন উন্মত্তবন্নৃপঃ।

বিলপন্নন্বগাজ্জায়ে ঘোরে তিষ্ঠেতি বিক্লবঃ॥ ১১-২৬-৫

রাজা পুরূরবা নগ্ন উন্মত্ত অবস্থায় তাকে ত্যাগ করে যাওয়া উর্বশীর পিছনে অতি বিহ্বল হয়ে ছুটতে ছুটতে বলতে লাগলেন—হে দেবী! হে নিষ্ঠুর হৃদয়া নারী! একটু অপেক্ষা করো। পালিয়ে যেয়ো না। ১১-২৬-৫

কামানতৃপ্তোঽনুজুষন্ ক্ষুল্লকান্ বর্ষযামিনীঃ।

ন বেদ যান্তীর্নায়ান্তীরুর্বশ্যাকৃষ্টচেতনঃ॥ ১১-২৬-৬

উর্বশী তাঁর চিত্ত আকৃষ্ট করেছিল। পুরূরবার তৃপ্তি হয়নি। তিনি ক্ষুদ্র বিষয় সেবনে এতই নিমজ্জিত হয়েছিলেন যে বহু বর্ষের দিবারাত্রির গতায়ত তাঁর অলক্ষিত থেকে গেছিল। ১১-২৬-৬

ঐল উবাচ

অহো মে মোহবিস্তারঃ কামকশ্মলচেতসঃ।

দেব্যা গৃহীতকণ্ঠস্য নায়ুঃ খণ্ডা ইমে স্মৃতাঃ॥ ১১-২৬-৭

পুরূরবা বললেন—হায়! আমি কী মন্দবুদ্ধি! দেখো, কামনা-বাসনা আমার চিত্তকে কত কলুষিত করেছে! উর্বশী নিজ বাহুদ্বারা আমার কণ্ঠদেশ এমনভাবে বেষ্টন করেছিল যে আমি আমার আয়ুর এক অমূল্য ভাগ হারালাম। ওহো! বিস্মৃতিরও তো একটা সীমা থাকে। ১১-২৬-৭

নাহং বেদাভিনির্মুক্তঃ সূর্যো বাভ্যুদিতোঽমুয়া।

মুষিতো বর্ষপূগানাং বতাহানি গতান্যুত॥ ১১-২৬-৮

হায় হায়! এ আমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করল। সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের হিসেব আমার রইল না। কী আপশোসের কথা যে বহু বর্ষের দিবসরজনী অতিবাহিত হল আর আমি জানতেও পারলাম না। ১১-২৬-৮

অহো মে আত্মসম্মোহো যেনাত্মা যোষিতাং কৃতঃ।

ক্রীড়ামৃগশ্চক্রবর্তী নরদেবশিখামণিঃ॥ ১১-২৬-৯

হায়! কী আশ্চর্যের কথা! আমার মনে মোহের বৃদ্ধি এত হল যে নরদেব-শিরোমণি আমার মতন চক্রবর্তী সম্রাট পুরূরবাকেও নারীদের ক্রীড়াসামগ্রী হতে হল। ১১-২৬-৯

সপরিচ্ছদমাত্মানং হিত্বা তৃণমিবেশ্বরম্।

যান্তীং স্ত্রিয়ং চান্বগমং নগ্ন উন্মত্তবদ্ রুদন্॥ ১১-২৬-১০

দেখো, আমি প্রজার মর্যাদা রক্ষাকর্তা সম্রাট। সে আমাকে এবং আমার রাকপাট তৃণবৎ ত্যাগ করে গেল এবং আর আমি উন্মত্ত নগ্নদেহ বিলাসিত হয়ে সেই নারীর উদ্দেশ্যে ধাবিত হলাম। হায় হায়! একেও জীবন বলা কতটা যুক্তিসংগত! ১১-২৬-১০

BANGLADARSHAN.COM

কুতস্তস্যানুভাবঃ স্যাৎ তেজ ঈশত্বমেব বা।

যোঽন্বগচ্ছং স্ত্রিয়ং যান্তীং খরবৎ পাদতাড়িতঃ॥ ১১-২৬-১১

আমি খরবৎ পাদপ্রহার সহ্য করেও নারীর অনুগমন করেই গেলাম। তারপরেও আমার মধ্যে প্রভাব, তেজ এবং স্বামিত্ব কেমন করে অবশিষ্ট থাকতে পারে! ১১-২৬-১১

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা।

কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্॥ ১১-২৬-১২

নারী যার মন হরণ করেছে তার সমস্ত বিদ্যাই ব্যর্থ। তার তপস্যা, ত্যাগ এবং শাস্ত্রাভ্যাসও বৃথা। এও সন্দেহাতীত যে তার একান্ত সেবন এবং মৌনও নিষ্ফল। ১১-২৬-১২

স্বার্থস্যাকোবিদং ধিঙ্ মাং মূর্খং পণ্ডিতমানিনম্।

যোঽহমীশ্বরতাং প্রাপ্য স্ত্রীভির্গোখরবজ্জিতঃ॥ ১১-২৬-১৩

আমি নিজের লাভ-ক্ষতিই বুঝি না তবুও আমি নিজেকে অতি বড় পণ্ডিত মনে করি। ধিক্! আমি মহামূর্খ! চক্রবর্তী সম্রাট হয়েও আমি গর্দভ ও বলদের মতো নারীর ফাঁদে জড়িয়ে পড়লাম। ১১-২৬-১৩

সেবতো বর্ষপূগান্ মে উর্বশ্যা অধরাসবম্।

ন তৃপ্যত্যাত্মভূঃ কামো বহ্নিরাহুতিভির্যথা॥ ১১-২৬-১৪

বহুকাল আমি উর্বশীর অধরের মাদক মদিরা সেবনে যুক্ত ছিলাম তবুও আমার কামবাসনা তৃপ্ত হল না। এটা বাস্তব সত্য যে আহুতি কখনো অগ্নিকে তৃপ্ত করতে পারে না। ১১-২৬-১৪

পুংশ্চল্যাপহৃতং চিত্তং কো ন্বন্যো মোচিতুং প্রভুঃ।

আত্মারামেশ্বরমৃতে ভগবন্তমধোক্ষজম্॥ ১১-২৬-১৫

সেই ব্যভিচারিণী আমার চিত্ত হরণ করেছে। আত্মারাম জীবন্মুক্তদের স্বামী ইন্দ্রিয়াতীত ভগবান ছাড়া এমন পরিস্থিতি থেকে আমায় কে মুক্ত করতে সক্ষম? ১১-২৬-১৫

বোধিতস্যাপি দেব্যা মে সূক্তবাক্যেন দুর্মতেঃ।

মনোগতো মহামোহো নাপযাত্যজিতাত্মনঃ॥ ১১-২৬-১৬

উর্বশী আমাকে বৈদিক সূক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা যথার্থ কথা বলে সহজবোধ্যভাবে বোঝাবার প্রয়াস করেছিল; কিন্তু আমার এমন মতিভ্রম হল যে আমার মনের সেই ভয়ংকর মোহ নিবৃত্ত হল না। যখন আমার ইন্দ্রিয়সকলই অবাধ্য হয়ে উঠল তখন আমি সেই উপদেশ ধারণ করবই বা কেমন করে? ১১-২৬-১৬

কিমেতয়া নোঽপকৃতং রজ্জ্বা বা সর্পচেতসঃ।

রজ্জুস্বরূপাবিদুষো যোঽহং যদজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১১-২৬-১৭

যে রজ্জুর স্বরূপকে না জেনে তাতে সর্পের কল্পনা করে ও দুঃখভারাক্রান্ত হয়, তার রজ্জু তো কোনো অনিষ্ট করে না! এইভাবে উর্ভশী আমার কী অনিষ্ট করেছে? কারণ আমি স্বয়ং অজিতেন্দ্রিয় হওয়ায় জন্য অপরাধী। ১১-২৬-১৭

ক্বায়ং মলীমসঃ কায়ো দৌর্গন্ধ্যাদ্যাত্মকোঽশুচিঃ।

BANGLADARSHAN.COM

ক্ব গুণাঃ সৌমনস্যাদ্যা হ্যধ্যাসোঽবিদ্যয়া কৃতঃ॥ ১১-২৬-১৮

কোথায় ঘৃণ্য-কদর্য-পূতিগন্ধময় আমার এই অপবিত্র শরীর আর কোথায় সুকুমার, পবিত্র, সুগন্ধ আদি পুষ্পোচিত গুণ! কিন্তু আমি অজ্ঞানতা হেতু অসুন্দরে সুন্দর অধ্যাসন করেছি। ১১-২৬-১৮

পিত্রোঃ কিং স্বং নু ভার্যায়াঃ স্বামিনোঽগ্নেঃ শ্বগৃধ্রয়োঃ।

কিমাত্মনঃ কিং সুহৃদামিতি যো নাবসীয়তে॥ ১১-২৬-১৯

এই শরীর মা-বাবার সর্বস্ব না পত্নীর সম্পত্তি? এ মনিবের বস্তু, না কি অগ্নির ইন্ধন অথদা গৃধ্র-সারমেয়ের আহার্য? একে কী নিজের বলা সমীচীন অথবা সুহৃদ আত্মীয়স্বজনদের বলা শ্রেয়? বহু বিচার-বিবেচনার পরও এই সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ১১-২৬-১৯

তস্মিন্ কলেবরেঽমেধ্যে তুচ্ছনিষ্ঠে বিষজ্জতে।

অহো সুভদ্রং সুনসং সুস্মিতং চ মুখং স্ত্রিয়াঃ॥ ১১-২৬-২০

এই মানব শরীর মল-মূত্র যুক্ত অত্যন্ত অপবিত্র বস্তু। এর পরিণতি পক্ষীর আহারান্তে বিষ্ঠা, পচনান্তে কীটযুক্ত হওয়া অথবা দহনান্তে ভস্মর স্তূপ হওয়া। এমন মানব শরীরের উপরও লোকে আকৃষ্ট হয় ও বলে আহা! এই নারীর মুখশ্রী কী অপূর্ব সুন্দর! নাসিকা সুদৃশ্য এবং মৃদুমন্দ হাস্য কী মনোহর! ১১-২৬-২০

ত্বঙ্‌মাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসংহতৌ।

বিণ্মূত্রপূয়ে রমতাং কৃমীণাং কিয়দন্তরম্॥ ১১-২৬-২১

এই মানব দেহে চর্ম, মাংস, রুধির, স্নায়ু, মেদমজ্জা এবং অস্থির স্তূপ ও মল-মূত্র-কৃমিতে ভরা। যদি মানব এর সঙ্গে রমণ করে তাহলে তার সঙ্গে মল-মূত্রের কীটের পার্থক্য কোথায়? ১১-২৬-২১

অথাপি নোপসজ্জেত স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চার্থবিৎ।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগান্মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা॥ ১১-২৬-২২

অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিবেকী মানবের নারীর ও নারীলম্পট পুরুষদের সঙ্গ থেকে বিরত থাকা উচিত। বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগেই মনে বিকার হয়; না হলে বিকার আসে কেমন করে? ১১-২৬-২২

অদৃষ্টাদশ্রুতাদ্ ভাবান্ন ভাব উপজায়তে।

অসম্প্রযুঞ্জতঃ প্রাণান্ শাম্যতি স্তিমিতং মনঃ॥ ১১-২৬-২৩

যে বস্তু কখনো দৃশ্য হয়নি অথবা শ্রোত্রব্য হয়নি তার জন্য মনে বিকার হয় না। যারা বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হতে দেন না তাদের মন প্রকৃতিবশে নিশ্চল হয়ে শান্ত হয়ে যায়। ১১-২৬-২৩

তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ।

বিদুষাং চাপ্যবিশ্রব্ধঃ ষড়্বর্গঃ কিমু মাদৃশাম্॥ ১১-২৬-২৪

অতএব বাণী, কর্ণ ও মন আদি ইন্দ্রিয় দ্বারা নারীর এবং নারীলম্পট পুরুষদের সঙ্গ কখনো করা সমীচীন নয়। আমার মতন ব্যক্তির তো কথাই নেই, অতি বড় জ্ঞানীগুণীদেরও ইন্দ্রিয় ও মন সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হয় না। ১১-২৬-২৪

শ্রীভগবানুবাচ

এবং প্রগায়ন্ নৃপদেবদেবঃ স উর্বশীলোকমথো বিহায়।

আত্মানমাত্মন্যবগম্য মাং বৈ উপারমজ্ জ্ঞানবিধূতমোহঃ॥ ১১-২৬-২৫

BANGLADARSHAN.COM

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব! রাজরাজেশ্বর পুরূরবার মনে যখন এইরূপ চিন্তার উদয় হল তখন তিনি উর্বশীলোক পরিত্যাগ করলেন। জ্ঞানোদয় হেতু তাঁর মোহের অবক্ষয় হতে লাগল এবং তিনি নিজ হৃদয়েই আত্মাস্বরূপ দর্শনে আমার সাক্ষাৎকার করলেন এবং শান্তভাবে সুস্থিত হলেন। ১১-২৬-২৫

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।

সন্ত এতস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ ১১-২৬-২৬

তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি পুরূরবার মতন কুসঙ্গ না করে সত্যনিষ্ঠা ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করবে। মহাত্মা ব্যক্তিগণ সদুপদেশ দান করে তার মনের আসক্তির বিনাশ করবেন। ১১-২৬-২৬

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।

নির্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥ ১১-২৬-২৭

মহাত্মা ব্যক্তির লক্ষণ এই যে তিনি কখনো কোনো বস্তুর কামনায় প্রেরিত হয়ে কোনো কর্ম করেন না। তাঁর চিত্ত আমাতে অভিনিবিষ্ট থাকে। তাঁর হৃদয় শান্তির অগাধ সমুদ্র। তিনি নিত্য সর্বত্র সর্বরূপে স্থিত ভগবানেরই দর্শন করে থাকেন। তাঁর মধ্যে লেশমাত্র অহংকারও থাকে না, মমতা থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। তিনি শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ আদি দ্বন্দ্বাদিতে নির্দ্বিধ থাকেন এবং বুদ্ধিগত, মানসিক, শারীরিক ও পদার্থ সম্বন্ধিত কোনো রকমের পরিগ্রহের সঙ্গে যুক্ত থাকেন না। ১১-২৬-২৭

তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।

সম্ভবন্তি হিতা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্॥ ১১-২৬-২৮

হে পরম ভাগ্যবান উদ্ধব! মহাত্মাগণের সৌভাগ্যের মহিমা অপরিসীম। তথায় নিত্য-নিরন্তর আমার লীলাকীর্তন হয়েই থাকে। আমার লীলাকীর্তন মানবকুলের জন্য পরম কল্যাণকর; যে তার সেবনে সদা যুক্ত থাকে সে সর্ব পাপ-তাপ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়। ১১-২৬-২৮

তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।

মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি॥ ১১-২৬-২৯

যারা সমাদর ও শ্রদ্ধা সহকারে আমার লীলাকীর্তন শ্রবণ, কীর্তন এবং অনুমোদন করে তারা মৎপরায়ণ হয়ে যায় এবং আমার অনন্য প্রেমময়ী ভক্তি লাভ করে। ১১-২৬-২৯

ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।

ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যনন্দানুভবাত্মনি॥ ১১-২৬-৩০

হে উদ্ধব! আমি অচিন্ত্য অনন্ত কল্যাণকর গুণসমূহের পরম আশ্রয়। আমার স্বরূপ কেবল আনন্দ, অনুভূতি ও বিশুদ্ধ আত্মা। আমি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। যে আমার ভক্তি লাভ করেছে সে তো মহাত্মা হয়েই গেছে। তার আর কিছু লাভ করা অবশিষ্ট নেই। ১১-২৬-৩০

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।

শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥ ১১-২৬-৩১

তাঁদের কথা যদি বাদও দিই, অন্য যে কোনো ব্যক্তি সেই মহাত্মা ব্যক্তিদের শরণাগত হলে কর্মজড়তা, সংসারভয় এবং অজ্ঞানাদি থেকে সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়। দেখো, যে অগ্নিরূপী ভগবানের শরণাগত হয়েছে তার কি কখনো শীত, ভয় অথবা অন্ধকারের দুঃখ হওয়া সম্ভব? ১১-২৬-৩১

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।

সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥ ১১-২৬-৩২

এই ঘোর সংসারার্ণবে নাকাল হওয়া ব্যক্তিদের জন্য ব্রহ্মবেত্তা শান্ত মহাত্মাগণই একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ; নিমজ্জমান ব্যক্তির জন্য তাঁরাই সুদৃঢ় অর্ণবপোত। ১১-২৬-৩২

BANGLADARSHAN.COM

অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্তানাং শরণং ত্বহম্।

ধর্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্॥ ১১-২৬-৩৩

অন্ন যেমন প্রাণীকুলের প্রাণরক্ষা করে থাকে তদনুরূপ আমি দীনদুঃখীদের নিত্য রক্ষা করে থাকি। যেমন মানবের একমাত্র সম্পত্তি পরলোকধর্ম, ঠিক সেই ভাবেই কাল ভয়ে সন্ত্রস্ত ব্যক্তির জন্য মহাত্মা ব্যক্তিই পরম আশ্রয়। ১১-২৬-৩৩

সন্তো দিশন্তি চক্ষূংসি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।

দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ॥ ১১-২৬-৩৪

সূর্য আমাশে আবির্ভূত হলে জগৎকে ও স্বয়ং সূর্যকে প্রত্যক্ষ করবার নিমিত্ত দৃষ্টিদান করে থাকে। ঠিক একইভাবে মহাত্মাগণ নিজেদেরকে ও ভগবানকে জিজ্ঞাসুর সম্মুখে উন্মোচিত করার জন্যে অন্তর্দৃষ্টি দান করে থাকেন। সন্তজন বস্তুত অনুগ্রাহী দেবতাই। সন্ত ব্যক্তিই প্রকৃত হিতৈষী ও পরম সুহৃদ। সন্তগণই ব্যক্তির প্রিয়তম আত্মা। আর বেশি কী বলব? আমিই স্বয়ং সন্তরূপে বিরাজমান থাকি। ১১-২৬-৩৪

বৈতসেনস্ততোঽপ্যেবমুর্বশ্যা লোকনিঃস্পৃহঃ।

মুক্তসঙ্গো মহীমেতামাত্মারামশ্চচার হ॥ ১১-২৬-৩৫

হে প্রিয় উদ্ধব! ইলানন্দন পুরূরবার আত্মদর্শনের পর উর্বশীলোকের স্পৃহা অপসৃত হয়। স্থায়ীভাবে তাঁর আসক্তি দূরীভূত হল এবং তিনি আত্মারাম হয়ে স্বচ্ছন্দ ও আনন্দ সহকারে বিচরণ করতে লাগলেন। ১১-২৬-৩৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ক্রিয়াযোগের বর্ণনা

উদ্ধব উবাচ

ক্রিয়াযোগং সমাচক্ষ্ব ভবদারাধনং প্রভো।
যস্মাত্ত্বাং যে যথার্চন্তি সাত্বতাঃ সাত্বতর্ষভ॥ ১১-২৭-১

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ! যে ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করে ভক্তগণ আপনার পূজার্চনা আদি করে থাকেন তার প্রকৃত ভাব ও উদ্দেশ্য আমি জানতে আগ্রহী। আপনি অনুগ্রহ করে আমায় বলুন। ১১-২৭-১

এতদ্ বদন্তি মুনয়ো মুহুর্নিঃশ্রেয়সং নৃণাম্।
নারদো ভগবান্ ব্যাস আচার্যোঽঙ্গিরসঃ সুতঃ॥ ১১-২৭-২

এই পরম কল্যাণকর ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করে আরাধনার কথা দেবর্ষি নারদ, ভগবান ব্যাসদেব ও আচার্য বৃহস্পতি আদি মহান মুনি-ঋষিগণের মুখে বারে বারে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ১১-২৭-২

নিঃসৃতং তে মুখাম্ভোজাদ্ যদাহ ভগবানজঃ।
পুত্রেভ্যো ভৃগুমুখ্যেভ্যো দেব্যৈ চ ভগবান্ ভবঃ॥ ১১-২৭-৩

আপনি স্বয়ংই এই ক্রিয়াযোগের সৃষ্টিমূল। উত্তরকালে ব্রহ্মা নিজ পুত্র ভৃগু আদি মহর্ষিদের এবং শংকর নিজ শক্তি পার্বতীকে সেই তত্ত্ব উপদেশ রূপে দান করেছিলেন। ১১-২৭-৩

BANGLADARSHAN.COM

এতদ্ বৈ সর্ববর্ণানামাশ্রমাণাং চ সম্মতম্।
শ্রেয়সামুত্তমং মন্যে স্ত্রীশূদ্রাণাং চ মানদ॥ ১১-২৭-৪

হে মর্যাদা সংরক্ষক প্রভুদেব! এই ক্রিয়াযোগ সর্বকল্যাণকর; এতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় আদি বর্ণের ও ব্রহ্মচারী গৃহস্থ আদি আশ্রমের বিচার অনুপস্থিত। আমার বিচারে এই পথ নারী ও শূদ্রদের জন্যও সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা পদ্ধতি। ১১-২৭-৪

এতৎ কমলপত্রাক্ষ কর্মবন্ধবিমোচনম্।
ভক্তায় চানুরক্তায় ব্রূহি বিশ্বেশ্বরেশ্বর॥ ১১-২৭-৫

হে রাজীবলোচন শ্যামসুন্দর! আপনি শংকরাদি জগদীশ্বরদেরও ঈশ্বর এবং আমি আপনার চরণাশ্রিত প্রেমীভক্ত। আপনি অনুগ্রহ করে এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বিধি আমাকে বলুন। ১১-২৭-৫

শ্রীভগবানুবাচ

ন হ্যন্তোঽনন্তপারস্য কর্মকাণ্ডস্য চোদ্ধব।
সংক্ষিপ্তং বর্ণয়িষ্যামি যথাবদনুপূর্বশঃ॥ ১১-২৭-৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব! কর্মকাণ্ডের বর্ণনা বস্তুত সুবিশাল ও অপরিমেয়; তাই তার বর্ণনা পূর্বাপর ক্রমান্বয়ে বিধিগতভাবে সংক্ষেপে করছি। ১১-২৭-৬

বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চয়েৎ॥ ১১-২৭-৭

বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্রিত—এই তিন বিধিতে আমার পূজা হয়ে থাকে। ভক্ত নিজ অনুকূল বিধি অবলম্বন করে আমার আরাধনা করে থাকে। ১১-২৭-৭

যদা স্বনিগমেনোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পূরুষঃ।
যথা যজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া তন্নিবোধ মে॥ ১১-২৭-৮

সর্বপ্রথম অধিকার অনুসারে শাস্ত্রোক্ত বিধি অবলম্বন করে নির্দিষ্ট সময়ে আমার ভক্ত যজ্ঞোপবীত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হয়ে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে কোন্ বিধি অবলম্বন করে সে আমার আরাধনায় যুক্ত হবে তার বিবরণ শুনে রাখো। ১১-২৭-৮

অর্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজে।
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া॥ ১১-২৭-৯

আরাধনা কালে প্রয়োজন ভক্তি ও কপটতারাহিত্য। অতঃপর পিতা ও গুরুরূপ পরমাত্মা স্বরূপে আমার পূজা আবশ্যক। আমার পূজা উৎকৃষ্ট পূজাসামগ্রী দ্বারা হওয়া বাঞ্ছনীয়। পূজা প্রতিমাতে, বেদীতে, অগ্নিতে, সূর্যে, জলে, হৃদয়ে অথবা ব্রাহ্মণে—যে কোনো আধারেই হওয়া সম্ভব। ১১-২৭-৯

পূর্বং স্নানং প্রকুর্বীত ধৌতদন্তোঽঙ্গশুদ্ধয়ে।
উভয়ৈরপি চ স্নানং মন্ত্রৈর্মৃদ্গ্রহণাদিনা॥ ১১-২৭-১০

উপাসক ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান করে শরীর শুদ্ধিকরণ হেতু প্রাতঃকৃত্য, দন্তধাবন স্নানাদি ক্রিয়া করবে। অতঃপর বৈদিক ও তান্ত্রিক—উভয় মন্ত্র সহকারে মৃত্তিকা ও ভস্ম লেপন করে পুনরায় অবগাহন করবে। ১১-২৭-১০

সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকর্মাণি বেদেনাচোদিতানি মে।
পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্সঙ্কল্পঃ কর্মপাবনীম্॥ ১১-২৭-১১

BANGLADARSHAN.COM

অতঃপর বেদোক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি আরাধনা করবে এবং তার সমাপনান্তে দৃঢ় সংকল্প সহকারে বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় বিধি অনুসারে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি প্রদানকারী আমার পূজায় নিযুক্ত হবে। ১১-২৭-১১

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥ ১১-২৭-১২

আমার পূজা অষ্টমূর্তির মধ্যে যে কোনো বিগ্রহে বিধেয়। আমার অষ্টবিগ্রহ এইরূপ—প্রস্তর, দারু, ধাতু, বালুকা, মৃত্তিকা-চন্দনাদির, পট, মনোময় ও মণিময়। ১১-২৭-১২

চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্।
উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্চনে॥ ১১-২৭-১৩

অবস্থান ও অচল—দুই বিগ্রহেই আমি সমরূপ। হে উদ্ধব! অচল প্রতিমা পূজায় নিত্য আবাহন ও নিত্য বিসর্জন করতে নেই। ১১-২৭-১৩

অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেদ্ দ্বয়ম্।
স্নপনং ত্ববিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমার্জনম্॥ ১১-২৭-১৪

সচল সম্বন্ধে বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভব। তাতে আবাহন-বিসর্জন বিধি কঠোরভাবে প্রযোজ্য হয় না। বালুকা নির্মিত বিগ্রহে নিত্য আবাহন ও নিত্য বিসর্জন হয়ে থাকে। মৃত্তিকা-চন্দনাদি বিগ্রহ ও পটে অবস্থিত মূর্তিকে স্নান প্রযোজ্য নয় কেবল মার্জনা করাই বিধেয়; কিন্তু অন্য সকল বিগ্রহের স্নান ক্রিয়া আবশ্যিক। ১১-২৭-১৪

দ্রব্যৈঃ প্রসিদ্ধৈর্মদ্যাগঃ প্রতিমাদিষ্বমায়িনঃ।
ভক্তস্য চ যথালব্ধৈর্হৃদি ভাবেন চৈব হি॥ ১১-২৭-১৫

আমার বিগ্রহ পূজার দ্রব্যাদি উৎকৃষ্ট ও বিশেষ প্রকারের হয়ে থাকে। কিন্তু নিষ্কাম ভক্ত অনায়াসে লব্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা আমার ভাবে বিভোর হয়ে হৃদয়েই আমার পূজা করে থাকে। ১১-২৭-১৫

স্নানালঙ্করণং প্রেষ্ঠমর্চায়ামেব তূদ্ধব।

স্থণ্ডিলে তত্ত্ববিন্যাসো বহ্নাবাজ্যপ্লুতং হবিঃ॥ ১১-২৭-১৬

হে উদ্ধব! প্রস্তর ও ধাতুনির্মিত বিগ্রহে স্নান, বসন, আভরণ তো উপযোগীই। বালুকানির্মিত বিগ্রহে অথবা মৃত্তিকা নির্মিত বেদিকার পূজার মন্ত্র সহযোগে অঙ্গ ও তার প্রধান দেবতাদের যথাস্থানে পূজা বিধেয়। যদি অগ্নিতে আমার পূজা হয় তখন ঘৃতসংযুক্ত যজ্ঞসামগ্রী দ্বারা আহুতি প্রদান করা হয়। ১১-২৭-১৬

সূর্যে চাভ্যর্হণং প্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ।

শ্রদ্ধয়োপাহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্যপি॥ ১১-২৭-১৭

সূর্যকে প্রতীক জ্ঞানে উপাসনায় অর্ঘ্যদান ও উপস্থাপনই আমার প্রীতি পরিবর্ধন করে। জলে উপাসনায় তর্পণই বিধেয়। যখন কোনো ভক্ত আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে কেবল জলও নিবেদন করে আমি তা অতি প্রীতি সহকারে গ্রহণ করে থাকি। ১১-২৭-১৭

ভূর্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে।

গন্ধো ধূপঃ সুমনসো দীপোঽন্নাদ্যং চ কিং পুনঃ॥ ১১-২৭-১৮

কোনো ব্যক্তির অশ্রদ্ধাযুক্ত পূজা আমি গ্রহণ করি না; তার প্রভূত পরিমাণ বস্তুও স্বীকৃত হয় না। যখন আমি শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে নিবেদিত জলেই প্রসন্ন হই তখন গন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্রব্যের নিবেদনে প্রসন্ন হব, তা উল্লেখের প্রয়োজন কোথায়! ১১-২৭-১৮

শুচিঃ সম্ভৃতসম্ভারঃ প্রাগ্দর্ভৈঃ কল্পিতাসনঃ।

BANGLADARSHAN.COM

আসীনঃ প্রাগুদগ্ বার্চেদর্চায়ামথ সম্মুখঃ॥ ১১-২৭-১৯

উপাসক সর্বারম্ভে পূজাসামগ্রী প্রস্তুত করে নেবে। অতঃপর কুশাগ্র পূর্ব দিকে রেখে কুশন স্থাপন করবে। তদনন্তর পবিত্রতা সহকারে পূর্ব অথবা উত্তর মুখে কুশাসনে উপবেশন করবে। অচল বিগ্রহের সম্মুখে উপবেশনই বিধেয়। অতঃপর পূজারম্ভ ক্রিয়া সম্পাদন করবে। ১১-২৭-১৯

কৃতন্যাসঃ কৃতন্যাসাং মদর্চাং পাণিনা মৃজেৎ।

কলশং প্রোক্ষণীয়ং চ যথাবদুপসাধয়েৎ॥ ১১-২৭-২০

প্রথমে যথাবিহিত অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস করবে। তারপর মূর্তিতে মন্ত্রন্যাস করবে এবং হাত দিয়ে বিগ্রহের উপর পূর্বসমর্পিত বস্তু সকল ব্যপনয়ন করে সেটিকে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে নেবে। অতঃপর গন্ধ-পুষ্প দ্বারা জলপূর্ণ ঘট এবং প্রোক্ষণপাত্র আদির পূজা করবে। ১১-২৭-২০

তদদ্ভির্দেবযজনং দ্রব্যাণ্যাত্মানমেব চ।

প্রোক্ষ্য পাত্রাণি ত্রীণ্যদ্ভিস্তৈস্তৈর্দ্রব্যৈশ্চ সাধয়েৎ॥ ১১-২৭-২১

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ার্থং ত্রীণি পাত্রাণি দৈশিকঃ।

হৃদা শীর্ষ্ণাথ শিখয়া গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ॥ ১১-২৭-২২

প্রোক্ষণ-পাত্রের জলের দ্বারা পূজাসামগ্রী এবং নিজ শরীরকে শুদ্ধ করবে। তদনন্তর পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনের জন্য তিন পাত্র কলশ থেকে জল রাখবে এবং তাতে পূজা-পদ্ধতি অনুসারে সামগ্রী অর্পণ করবে। তারপর পূজক এই তিন পাত্রকে ক্রমশ হৃদয়মন্ত্র, শিরোমন্ত্র এবং শিখামন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে অবশেষে গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করবে। ১১-২৭-২১-২২

পিণ্ডে বায়্বগ্নিসংশুদ্ধে হৃৎপদ্মস্থাং পরাং মম।

অণ্বীং জীবকলাং ধ্যায়েন্নাদান্তে সিদ্ধভাবিতাম্॥ ১১-২৭-২৩

অতঃপর প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ু এবং সদ্‌বিচার দ্বারা শরীরস্থ অগ্নি শুদ্ধ হয়ে গেলে হৃদয়কমলে পরম সূক্ষ্ম এবং শ্রেষ্ঠ দীপশিখাসম আমার জীবকলার ধ্যান করবে। অতি মহান ঋষি-মুনিগণ ওঁ-কার-এর অকার, উকার, মকার, বিন্দু এবং নাদ—এই পঞ্চকলার শেষে সেই জীবকলার ধ্যান করে থাকেন। ১১-২৭-২৩

তয়াঽঽত্মভূতয়া পিণ্ডে ব্যাপ্তে সম্পূজ্য তন্ময়ঃ।
আবাহ্যার্চাদিষু স্থাপ্য ন্যস্তাঙ্গং মাং প্রপূজয়েৎ॥ ১১-২৭-২৪

আত্মস্বরূপ সেই জীবকলা। যখন তার তেজে সমস্ত অন্তঃকরণ এবং শরীর পূর্ণ হয়ে যায় তখন মানসিক উপচার দ্বারা মনে মনে তার পূজা করতে হবে। তদনন্তর তন্ময় হয়ে আমার আবাহন করবে এবং আমার প্রতিমাদিতে তা উপস্থাপন করবে। অতঃপর মন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস করে তাতে আমার পূজা করবে। ১১-২৭-২৪

পাদ্যোপস্পর্শার্হণাদীনুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ।
ধর্মাদিভিশ্চ নবভিঃ কল্পয়িত্বাঽঽসনং মম॥ ১১-২৭-২৫
পদ্মমষ্টদলং তত্র কর্ণিকা-কেসরোজ্জ্বলম্।
উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং মহ্যং তূভয়সিদ্ধয়ে॥ ১১-২৭-২৬

হে উদ্ধব! আমার আসনে ধর্ম আদি গুণ ও বিমলাদি শক্তি উপস্থিতির চিন্তন আনার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ আসনের চতুষ্কোণে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্যরূপ চার পায়া; অধর্ম, অজ্ঞান, লোভ ও শ্রীহীন—এই চতুষ্টয় চতুর্দিকের দণ্ড; সত্ত্ব, রজ, তম রূপ তিন পাটা নির্মিত পাটাতন; তার উপরে বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা এবং অনুগ্রহা—এই নব শক্তি বিরাজমানা। সেই আসনোপরে এক অষ্টদল পদ্ম, তার কর্ণিকা অতি প্রকাশমান এবং তার পীত কেশরের সৌন্দর্য অতি মনোহর। আসন সম্বন্ধে এইরূপ ভাব এনে পাদ্য, আচমনীয় এবং অর্ঘ্য আদি উপচার প্রস্তুত করবে। তদনন্তর ভোগ ও মোক্ষর সিদ্ধি হেতু বৈদিক এবং তান্ত্রিক বিধিতে আমার পূজা করবে। ১১-২৭-২৫-২৬

BANGLADARSHAN.COM

সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং গদাসীষুধনুর্হলান্।
মুসলং কৌস্তুভং মালাং শ্রীবৎসং চানুপূজয়েৎ॥ ১১-২৭-২৭

সুদর্শন চক্র, পাঞ্চজন্য শঙ্খ, কৌমদকী গদা, খড়্গ, বাণ, ধনুক, হল, মূসল—এই অষ্টআয়ুধের পূজা অষ্টদিশাতে করবে এবং বক্ষঃস্থলে যথাস্থানে কৌস্তুভমণি বৈজয়ন্তীমালা ও শ্রীবৎস চিহ্নর পূজা করবে। ১১-২৭-২৭

নন্দং সুনন্দং গরুড়ং প্রচণ্ডং চণ্ডমেব চ।
মহাবলং বলং চৈব কুমুদং কুমুদেক্ষণম্॥ ১১-২৭-২৮
দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্সেনং গুরূন্ সুরান্।
স্বে স্বে স্থানে ত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ॥ ১১-২৭-২৯

নন্দ, সুনন্দ, প্রচণ্ড, চণ্ড, মহাবল, বল, কুমুদ এবং কুমুদেক্ষণ—এই অষ্টপার্ষদগণের পূজা অষ্ট দিশায়; গুরুড়ের পূজা সম্মুখে; দুর্গা, বিনায়ক, ব্যাস ও বিশ্বক্সেনকে চার কোণে স্থাপন করে পূজা করবে। বামে গুরুড় এবং যথাক্রমে পূর্বাদি দিশাতে ইন্দ্রাদি অষ্টলোকপালদের উপস্থাপন করে প্রোক্ষণ, অর্ঘ্যদান আদি ক্রমে তাঁদের পূজা করবে। ১১-২৭-২৮-২৯

চন্দনোশীরকর্পূরকুঙ্কুমাগুরুবাসিতৈঃ।
সলিলৈঃ স্নাপয়েন্মন্ত্রৈর্নিত্যদা বিভবে সতি॥ ১১-২৭-৩০
স্বর্ণঘর্মানুবাকেন মহাপুরুষবিদ্যয়া।
পৌরুষেণাপি সূক্তেন সামভী রাজনাদিভিঃ॥ ১১-২৭-৩১

প্রিয় উদ্ধব! সামর্থ্যানুসারে নিত্য আমাকে চন্দন, খসখস, কর্পূর, কেশর এবং অগুরু দ্বারা সুবাসিত জলে স্নান করাবে; স্নান কালে 'সুবর্ণ ধর্ম' আদি স্বর্ণ ধর্মানুবাক, 'জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষ' আদি মহাপুরুষবিদ্যা, 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ' আদি পুরুষসূক্ত এবং 'ইন্দ্রং নরো নেমর্বিতা হবন্ত' আদি মন্ত্রোক্ত রাজনাদি সামগানের পাঠও করতে থাকবে। ১১-২৭-৩০-৩১

বস্ত্রোপবীতাভরণপত্রস্রগ্গন্ধলেপনৈঃ।

অলঙ্কুর্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতম্॥ ১১-২৭-৩২

আমার ভক্ত বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, আভরণ, পত্র, মাল্য, গন্ধ এবং চন্দন আদি দ্বারা প্রেমপ্রীতি সহকারে উত্তমরূপে আমায় সজ্জিত করবে। ১১-২৭-৩২

পাদ্যমাচমনীয়ং চ গন্ধং সুমনসোঽক্ষতান্।

ধূপদীপোপহার্যাণি দদ্যান্মে শ্রদ্ধয়ার্চকঃ॥ ১১-২৭-৩৩

উপাসক শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমায় পাদ্য, আচমন, চন্দন, পুষ্প, অক্ষত, ধূপ, দীপ আদি নিবেদন করবে। ১১-২৭-৩৩

গুড়পায়সসর্পীংষি শষ্কুল্যাপূপমোদকান্।

সংযাবদধিসূপাংশ্চ নৈবেদ্যং সতি কল্পয়েৎ॥ ১১-২৭-৩৪

সম্ভব হলে মিষ্টান্ন, ক্ষীর, ঘৃত, লুচি, পিঠে, লাড্ডু, হালুয়া, দই এবং ডাল আদি বিভিন্ন ব্যঞ্জনের নৈবেদ্য করে আমাকে নিবেদন করবে। ১১-২৭-৩৪

অভ্যঙ্গোন্মর্দনাদর্শদন্তধাবাভিষেচনম্।

অন্নাদ্যগীতনৃত্যাদি পর্বণি স্যুরুতান্বহম্॥ ১১-২৭-৩৫

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীবিগ্রহের নিত্য সেবা আবশ্যক; মুখ প্রক্ষালন হেতু দন্তকাষ্ঠ প্রদান, হরিদ্রাদি লেপন, পঞ্চামৃত সহযোগে স্নান করানো, স্নানান্তে প্রসাধন হেতু সুগন্ধিত রাগবস্তু লেপন, দর্পণ দর্শন দান, ভোগ নিবেদন নিত্য সেবারই অঙ্গবিশেষ। সামর্থ্যানুসারে নিত্য অথবা উৎসব কালে ভগবানের প্রীতার্থে নৃত্য-গীতের আয়োজন করাও সেবারই অঙ্গ। ১১-২৭-৩৫

বিধিনা বিহিতে কুণ্ডে মখেলাগর্তবেদিভিঃ।

অগ্নিমাধায় পরিতঃ সমূহেৎ পাণিনোদিতম্॥ ১১-২৭-৩৬

হে উদ্ধব! নিত্য পূজান্তে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে নির্মিত কুণ্ডে অগ্নি প্রতিষ্ঠা করবে। কুণ্ড মেখলা, গর্ত ও বেদীদ্বারা সজ্জিত থাকা বিধেয়। কুণ্ডে হস্ত ব্যজন দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলন করে তারপর তার একত্রীকরণ করবে। ১১-২৭-৩৬

পরিস্তীর্যাথ পর্যুক্ষেদন্বাধায় যথাবিধি।

প্রোক্ষণ্যাঽঽসাদ্য দ্রব্যাণি প্রোক্ষ্যাগ্নৌ ভাবয়েত মাম্॥ ১১-২৭-৩৭

বেদীর চতুর্দিকে কুশকণ্ডিকা রচনা করে অর্থাৎ চার দিকে বিংশ সংখ্যক কুশ পেতে মন্ত্রপাঠ সহযোগে তদুপরে জল দান করবে। তদনন্তর বিধি অনুসারে সমিধগুলির আধান অন্বাধান সম্পন্ন করে অগ্নির উত্তর দিকে হোমের উপযোগী বস্তুসকল রাখবে এবং কোশা থেকে জল দেবে। তারপর অগ্নিতে আমার ধ্যান করবে। ১১-২৭-৩৭

তপ্তজাম্বুনদপ্রখ্যং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।

লসচ্চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মকিঞ্জল্কবাসসম্॥ ১১-২৭-৩৮

তপ্ত সুবর্ণসম উজ্জ্বল আমার দেবমূর্তি। সেই দেবদেহের প্রতি রোমকূপে শান্তির প্রস্রবণ। আমার চতুষ্টয় বাহু সুদীর্ঘ ও বিশাল এবং অতি শোভাযুক্ত। বাহুতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম পরম শোভান্বিত। আমার অঙ্গবস্ত্র কমলকেশরবৎ হরিদ্রাভ ও উড্ডীয়মান। ১১-২৭-৩৮

স্ফুরৎকিরীটকটক-কটিসূত্রবরাঙ্গদম্।

শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনম্॥ ১১-২৭-৩৯

আমার সর্বাঙ্গে অলংকারের দ্যুতি। মস্তকে কিরীট, মণিবন্ধে বলয়, বাহুদেশে বাজুবন্ধ, কটিদেশে কটিসূত্র। আমার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন। কণ্ঠদেশে প্রদীপ্ত কৌস্তুভমণির ঝলমলানি। আমার গলায় আজানুলম্বিত বনমালা। ১১-২৭-৩৯

ধ্যায়ন্নভ্যর্চ্য দারূণি হবিষাভিঘৃতানি চ।

প্রাস্যাজ্যভাগাবাঘারৌ দত্ত্বা চাজ্যপ্লুতং হবিঃ॥ ১১-২৭-৪০

অগ্নিতে আমার এই মূর্তি ধ্যান করে পূজা করবে। অতঃপর শুষ্ক সমিধ ঘৃতে ডুবিয়ে আহুতি দেবে এবং আজ্যভাগ এবং আঘার নামে দুবার করে আহুতি দিয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করবে। তদনন্তর অন্যান্য যজ্ঞসামগ্রী সকল ঘৃতে ডুবিয়ে আহুতি প্রদান করবে। ১১-২৭-৪০

জুহুয়ান্মূলমন্ত্রেণ ষোড়শার্চাবদানতঃ।

ধর্মাদিভ্যো যথান্যায়ং মন্ত্রৈঃ স্বিষ্টকৃতং বুধঃ॥ ১১-২৭-৪১

অতঃপর নিজ ইষ্টমন্ত্র অথবা 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে অথবা পুরুষসূক্তের ষোড়শ মন্ত্রে যজ্ঞে আহুতি দেবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ধর্মাদি দেবতাগণের জন্যও বিধিগতভাবে মন্ত্রদ্বারা আহুতি দেন এবং স্বিষ্টকৃৎ আহুতি প্রদান করেন। ১১-২৭-৪১

অভ্যর্চ্যাথ নমস্কৃত্য পার্ষদেভ্যো বলিং হরেৎ।

মূলমন্ত্রং জপেদ্ ব্রহ্ম স্মরন্নারায়ণাত্মকম্॥ ১১-২৭-৪২

এইভাবে অগ্নিতে অন্তর্যামীরূপে স্থিত ভগবানের পূজা করে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করবে এবং নন্দ-সুনন্দ আদি পার্ষদদের অষ্টদিশায় হবনকর্মাঙ্গ বলি দেবে। তদনন্তর প্রতিমার সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে পরব্রহ্মরূপ ভগবান নারায়ণকে স্মরণ করবে এবং ভগবৎস্বরূপ মূলমন্ত্র 'ওঁ নমো নারায়ণায়' জপ করবে। ১১-২৭-৪২

দত্ত্বাহঽচমনমুচ্ছেষং বিষ্বক্সেনায় কল্পয়েৎ।

মুখবাসং সুরভিমৎ তাম্বূলাদ্যমথার্হয়েৎ॥ ১১-২৭-৪৩

BANGLADARSHAN.COM

অতঃপর ভগবানকে আচমন করাবে এবং তাঁর প্রসাদ বিষ্বক্সেনকে নিবেদন করবে। তারপর নিজ ইষ্টদেবের সেবায় সুবাসিত তাম্বূলাদি মুখশুদ্ধি প্রদান করবে। পরিশেষে আমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করবে। ১১-২৭-৪৩

উপগায়ন্ গৃণন্ নৃত্যন্ কর্মাণ্যভিনয়ন্ মম।

মৎকথাঃ শ্রাবয়ন্শৃণ্বন্ মুহূর্তং ক্ষণিকো ভবেৎ॥ ১১-২৭-৪৪

পূজান্তে আমার লীলাকথা শ্রবণ-কীর্তন ও তার লীলাভিনয় আমার অধিক প্রিয়। লীলাকথা শ্রবণ-কীর্তন কালে প্রেমোন্মত্ত হয়ে নৃত্য আমাকে তুষ্ট করে। লীলাকথা শ্রবণ ও কীর্তনের মাহাত্ম্য অপরিসীম। শ্রবণ-কীর্তন কালে জগৎ ও জগতের সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহ বিস্মরণ করাই শ্রেয়। তখন কেবল আমার চিন্তায় তন্ময় হয়ে থাকবে। ১১-২৭-৪৪

স্তবৈরুচ্চাবচৈঃ স্তোত্রৈঃ পৌরাণৈঃ প্রাকৃতৈরপি।

স্তুত্বা প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ॥ ১১-২৭-৪৫

প্রাচীন ঋষিগণ অথবা ভক্তবরদের রচিত ছোট-বড় স্তব-স্তোত্র দ্বারা আমার স্তুতি সহযোগে প্রার্থনা করে বলবে–ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হন। আমাকে আপনার কৃপা প্রসাদে নিমজ্জিত করুন। পূজান্তে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করবে। ১১-২৭-৪৫

শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাং চ পরস্পরম্।

প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ॥ ১১-২৭-৪৬

নিজ মস্তক আমার চরণে উপস্থাপন করে হস্ত দ্বারা আমার চরণ ধারণ করে প্রণাম নিবেদন পূর্বক প্রার্থনা করবে–ভগবন্! আমি সংসার সাগরে নিমজ্জিত। মৃত্যুরূপ কুম্ভীর আমার পশ্চাদ্‌ধাবন করছে। আমি আতঙ্কগ্রস্ত ও আপনার শরণাগত। হে প্রভু! আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ১১-২৭-৪৬

ইতি শেষাং ময়া দত্তাং শিরস্যাধায় সাদরম্।

উদ্বাসয়েচ্চেদুদ্বাস্যং জ্যোতির্জ্যোতিষি তৎ পুনঃ॥ ১১-২৭-৪৭

যথাবিহিত স্তুতি সমর্পনান্তে আমাকে সমর্পিত মাল্য শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ধারণ করা কর্তব্য; মাল্য আমার প্রসাদ হয়ে থাকে। বিসর্জন আবশ্যক হলে এইরূপ চিন্তা আনা প্রয়োজন ‘প্রতিমা দিব্য জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল। প্রতিমার জ্যোতি হৃদয়স্থ জ্যোতিতে বিলীন হয়ে আছে।’ –এই হল প্রকৃত বিসর্জন। ১১-২৭-৪৭

অর্চাদিষু যদা যত্র শ্রদ্ধা মাং তত্র চার্চয়েৎ।

সর্বভূতেষ্বাত্মনি চ সর্বাত্মাহমবস্থিতঃ॥ ১১-২৭-৪৮

হে উদ্ধব! প্রতিমা আদিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েই পূজা করা প্রয়োজন; কারণ আমি সমস্ত প্রাণীতে এবং স্বহৃদয়ে নিত্য নিবাস করি। ১১-২৭-৪৮

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।

অর্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্॥ ১১-২৭-৪৯

হে উদ্ধব! বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগে যে আমার পূজারাধনা করে থাকে সে ইহলোক ও পরলোকে আমারই প্রদত্ত অভিষ্ট সিদ্ধি লাভ করে থাকে। ১১-২৭-৪৯

মদর্চাং সম্প্রতিষ্ঠাপ্য মন্দিরং কারয়েদ্ দৃঢ়ম্।

পুষ্পোদ্যানানি রম্যাণি পূজায়াত্রোৎসবাশ্রিতান্॥ ১১-২৭-৫০

শক্তি সামর্থ্য আনুকূল্যে উপাসক এক সুদৃঢ় সুন্দর মন্দির নির্মাণ করে আমার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় তৎপর হবে। মন্দির সংলগ্ন ভূমিতে সুন্দর সুগন্ধিত পুষ্পের জন্য পুষ্পোদ্যান রচনা কর্তব্য। মন্দিরে বিগ্রহের নিত্য পূজা ও বিশেষপার্বণ ও উৎসবসকলের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। ১১-২৭-৫০

BANGLADARSHAN.COM

পূজাদীনাং প্রবাহার্থং মহাপর্বস্বথান্বহম্।

ক্ষেত্রাপণপুরগ্রামান্ দত্ত্বা মৎসার্ষ্টিতামিয়াৎ॥ ১১-২৭-৫১

এই পার্বণ, নিত্যপূজা, উৎসব, সেবা উপলক্ষ্যে ভূমি দান, বাজার-নগর-গ্রাম দান আমার প্রীতিবর্ধন করে। দানী ব্যক্তি আমার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে থাকে। ১১-২৭-৫১

প্রতিষ্ঠয়া সার্বভৌমং সদ্মনা ভুবনত্রয়ম্।

পূজাদিনা ব্রহ্মলোকং ত্রিভির্মৎসাম্যতামিয়াৎ॥ ১১-২৭-৫২

আমার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ফল পৃথিবীর একছত্র সাম্রাজ্য লাভ, মন্দির নির্মাণ করবার ফল ত্রিলোকের সাম্রাজ্য লাভ ও সেবা-পূজা ব্যবস্থার ফল ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি। একত্রে তিনের ফল আমার সমত্ব লাভ। ১১-২৭-৫২

মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।

ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পূজয়েত মাম্॥ ১১-২৭-৫৩

নিষ্কামভাবে আমার সেবা-পূজাকারী আমার ভক্তিযোগ লাভ করে থাকে যা আমাকেই লাভ করবার পথ প্রশস্ত করে। ১১-২৭-৫৩

যঃ স্বদত্তাং পরৈর্দত্তাং হরেত সুরবিপ্রয়োঃ।

বৃত্তিং স জায়তে বিড়্ভুগ্ বর্ষাণামযুতাযুতম্॥ ১১-২৭-৫৪

অপরকে দান করে অথবা অন্যের দেওয়া বস্তু আদি আত্মসাৎ করে যে ব্রাহ্মণাদির জীবিকা হরণ করে, সে কোটি বৎসর কাল পর্যন্ত বিষ্ঠা হয়ে কালযাপন করে। ১১-২৭-৫৪

কর্তুশ্চ সারথের্হেতোরনুমোদিতুরেব চ।

কর্মণাং ভাগিনঃ প্রেত্য ভূয়ো ভূয়সি তৎ ফলম্॥ ১১-২৭-৫৫

যারা এই সকল মাঙ্গলিক কর্মে সাহায্য করে, প্রেরণা দান করে অথবা অনুমোদন করে, তারাও মৃত্যুর পর সেই কর্ম সম্পাদনকারীর ন্যায় ফল লাভ করে। তারা যত সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে তদনুরূপ অধিক ফলভাগী হয়। ১১-২৭-৫৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

অষ্টবিংশ অধ্যায়

পরমার্থ নিরূপণ

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীভগবানুবাচ

পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।

বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥ ১১-২৮-১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব! যদিও ব্যবহারে পুরুষ এবং প্রকৃতি দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের ভেদে ভিন্ন রূপে প্রতীত হয় তবুও পরমার্থ দৃষ্টিতে তা অখণ্ড অধিষ্ঠান স্বরূপই। তাই কারো শান্ত, ঘোর এবং মূঢ় স্বভাব ও তদনুসারে তাদের কর্ম সম্পাদনে স্তুতি অথবা নিন্দা করা অনুচিত। নিত্য অদ্বৈত দৃষ্টি রাখাই শ্রেয়। ১১-২৮-১

পরস্বভাবকর্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।

স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ॥ ১১-২৮-২

যে ব্যক্তি অন্যের স্বভাব এবং কর্মের প্রশংসা অথবা নিন্দা করে সে অতি শীঘ্র নিজ যথার্থ পরমার্থ থেকে চ্যুত হয়; কারণ সাধন তো দ্বৈতের অভিনিবেশের—তার প্রতি সত্য বুদ্ধি পোষণের নিষেধ করে এবং প্রশংসা ও নিন্দা বাক্য তার সত্যতার ভ্রমকে আরও সুদৃঢ় করে। ১১-২৮-২

তৈজসে নিদ্রয়াপন্নে পিণ্ডস্থো নষ্টচেতনঃ।

মায়াং প্রাপ্নোতি মৃত্যুং বা তদ্বন্নানার্থদৃক্ পুমান্॥ ১১-২৮-৩

হে উদ্ধব! ইন্দ্রিয়সমূহ রাজসিক অহংকারের কার্য। যখন তারা সুপ্ত হয়ে পড়ে তখন শরীরের অভিমানী জীব চেতনারহিত হয়ে যায় অর্থাৎ তার বাহ্য শরীরের স্মৃতি থাকে না। সেই সময় মন যদি সক্রিয় থাকে তখন সে স্বপ্নে অলীক দৃশ্যসমূহে লিপ্ত হয়; এবং যখন মনও লীন হয়ে যায় তখন জীব মৃত্যুসম প্রগাঢ় নিদ্রা—সুষুপ্তিতে লীন হয়ে যায়। তদনুরূপ যখন জীব নিজ অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপকে বিস্মরণ করে বিভিন্ন বস্তুসকল দর্শন করতে থাকে তখন সে স্বপ্নবৎ অলীক দৃশ্যসমূহে যুক্ত হয়ে পড়ে অথবা মৃত্যুসম অজ্ঞানে লীন হয়ে যায়। ১১-২৮-৩

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।

বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ॥ ১১-২৮-৪

হে উদ্ধব! যখন দ্বৈত-নামক কিছুই নেই, তখন দ্বৈত-ভাবে অমুক বস্তু ভালো, অমুক বস্তু মন্দ অথবা এটি ভালো, এটি মন্দ –এই সব প্রশ্ন উঠতেই পারে না। বাণীদ্বারা বিশ্বের সমস্ত বস্তুরই বর্ণনা অথবা মনদ্বারা কল্পনা করা সম্ভব, অতএব তা দৃশ্য এবং অনিত্য হওয়ার কারণে তা অযাথার্থ্যই প্রমাণিত হয়। ১১-২৮-৪

ছায়াপ্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণঃ।

এবং দেহাদয়ো ভাবা যচ্ছন্ত্যামৃত্যুতো ভয়ম্॥ ১১-২৮-৫

ছায়া, প্রতিধ্বনি এবং ঝিনুকে রজত আদির আভাস থাকলেও তা সর্বতোভাবে মিথ্যা; তবুও তার জন্য মানব-হৃদয়ে ভয়-কম্পন আদির সঞ্চার হয়। ঠিক সেইভাবে দেহাদি সকল বস্তু সর্বতোভাবে অলীক হওয়া সত্ত্বেও যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানদ্বারা তার যথার্থভাবের বোধ না আসে ও তার আত্যন্তিক নিবৃত্তি না হয় ততক্ষণ তা অজ্ঞানীদের ভীতি প্রদর্শন করতেই থাকে। ১১-২৮-৫

আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ।

ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ॥ ১১-২৮-৬

হে উদ্ধব! সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বস্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মাই। আত্মা সর্বশক্তিমানও। বিশ্ব সৃষ্টিতে প্রতীত সকল বস্তুর নিমিত্ত কারণ হল আত্মা; উপাদান কারণও আত্মা। অর্থাৎ আত্মা বিশ্বরূপে সৃষ্ট ও সৃষ্টিকর্তা দুইই। সেই রক্ষা করে ও রক্ষিত হয়। সর্বাত্মা ভগবানই তার সংহার করে থাকেন ও তারই তো সংহার হয়ে থাকে। ১১-২৮-৬

তস্মান্ন হ্যাত্মনোঽন্যস্মাদন্যো ভাবো নিরূপিতঃ।

নিরূপিতেয়ং ত্রিবিধা নির্মূলা ভাতিরাত্মনি।

ইদং গুণময়ং বিদ্ধি ত্রিবিধং মায়য়া কৃতম্॥ ১১-২৮-৭

BANGLADARSHAN.COM

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আত্মা বিশ্ব থেকে পৃথক সত্তা কিন্তু আত্মদৃষ্টিতে আত্মা ভিন্ন অন্য কোনো বস্তুর অস্তিত্বই নেই। অতএব তার অতিরিক্ত যা কিছু প্রতীত হয়ে থাকে তার নির্বচন করা সম্ভব হয় না এবং অনির্বচনীয় তো কেবল আত্মস্বরূপই। অতএব আত্মাতে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার অথবা অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত–এই তিন প্রকারের প্রতীতিসমূহ সর্বতোভাবে আধারহীন। অস্তিত্ব না থাকলেও তার ভ্রান্তি হতেই থাকে। এই সত্ত্ব, রজ, তম হেতু প্রতীত হওয়া ও দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্য আদির বৈচিত্র্য, সব মায়ারই খেলা। ১১-২৮-৭

এতদ্ বিদ্বান্ মদুদিতং জ্ঞানবিজ্ঞাননৈপুণম্।

ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি লোকে চরতি সূর্যবৎ॥ ১১-২৮-৮

হে উদ্ধব! আমি তোমাকে জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের উত্তম স্থিতির বর্ণনা করেছি। যে আমার এই উপদেশের রহস্য জ্ঞাত হয় সে কারো প্রশংসা অথবা নিন্দা করা থেকে বিরত থাকে। সে জগতে সূর্যসম অসংশ্লিষ্ট থেকে বিচরণ করে। ১১-২৮-৮

প্রত্যক্ষেণানুমানেন নিগমেনাত্মসংবিদা।

আদ্যন্তবদসজ্ জ্ঞাত্বা নিঃসঙ্গো বিচরেদিহ॥ ১১-২৮-৯

প্রত্যক্ষ, অনুমান, শাস্ত্র এবং আত্মানুভূতি আদি সকল পন্থায় এটি সর্বতোভাবে প্রমাণিত যে এই জগৎ উৎপত্তি বিনাশশীল হওয়ার কারণে অনিত্য এবং অসত্য। এই সম্যক্ জ্ঞান ধারণ করে জগতে অসংশ্লিষ্ট ভাব রেখে বিচরণ করা উচিত। ১১-২৮-৯

উদ্ধব উবাচ

নৈবাত্মনো ন দেহস্য সংসৃতির্দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ।

অনাত্মস্বদৃশোরীশ কস্য স্যাদুপলভ্যতে॥ ১১-২৮-১০

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন–ভগবন্! আত্মা দ্রষ্টা এবং দেহ দৃশ্য। আত্মা স্বয়ং প্রকাশিত এবং দেহ জড়। এইরূপ স্থিতিতে জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার দেহেরও হওয়া সম্ভব নয়, আত্মারও নয়, কিন্তু তা সেরূপ মনে হয়ে থাকে। তা কেমন করে হয়ে থাকে, অনুগ্রহ করে স্পষ্ট করুন। ১১-২৮-১০

আত্মাব্যয়োঽগুণঃ শুদ্ধঃ স্বয়ংজ্যোতিরনাবৃতঃ।

অগ্নিবদ্দারুবদচিদ্দেহঃ কস্যেহ সংসৃতিঃ॥ ১১-২৮-১১

আত্মা তো অবিনশ্বর, প্রাকৃত-অপ্রাকৃত গুণরহিত, শুদ্ধ, স্বয়ংপ্রকাশিত এবং সর্বপ্রকারে আবরণরহিত; এবং শরীর নশ্বর, সগুণ, অশুদ্ধ, প্রকাশ্য এবং আবৃত। আত্মা অগ্নিসম প্রকাশমান আর শরীর তো কাষ্ঠসম অচেতন। এই জন্ম-মৃত্যুরূপ জগৎ তবে কার? ১১-২৮-১১

শ্রীভগবানুবাচ

যাবদ্ দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈরাত্মনঃ সন্নিকর্ষণম্।

সংসারঃ ফলবাংস্তাবদপার্থোঽপ্যবিবেকিনঃ॥ ১১-২৮-১২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব! বস্তুত জগতের অস্তিত্বই নেই। তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধে ভ্রান্তি বর্তমান ততক্ষণ অবিবেকী পুরুষের তা সত্য বলে স্ফুরিত হয়। ১১-২৮-১২

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে।

ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা॥ ১১-২৮-১৩

যেমন স্বপ্নদর্শনকালে বহু বিপদ আসে যার বাস্তবে অস্তিত্বই নেই, তবুও স্বপ্নভঙ্গ হওয়া পর্যন্ত তার অস্তিত্বের অবসান হয় না। তেমনভাবেই জগৎ মিথ্যা হওয়া সত্ত্বেও যে তাতে প্রতীত বিষয়সমূহে সংলগ্ন হয় তার জন্ম-মৃত্যুরূপ জগতের নিবৃত্তি হয় না। ১১-২৮-১৩

যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ।

স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বৈ মোহায় কল্পতে॥ ১১-২৮-১৪

যখন কেউ দুঃসহ স্বপ্ন দেখে তখন নিদ্রাভঙ্গ হওয়া পর্যন্ত তাকে অতি বড় বিপদের সম্মুখীন হতে হয়; কিন্তু যখন তার নিদ্রাভঙ্গ হয়,—নিদ্রোত্থিত হওয়ার পর তার বিপদও থাকে না এবং তার কারণে উদ্ভূত মোহাদি বিকারও থাকে না। ১১-২৮-১৪

BANGLADARSHAN.COM

শোকহর্ষভয়ক্রোধলোভমোহস্পৃহাদয়ঃ।

অহঙ্কারস্য দৃশ্যন্তে জন্ম মৃত্যুশ্চ নাত্মনঃ॥ ১১-২৮-১৫

হে উদ্ধব! অহংকারই শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্পৃহা এবং জন্ম-মৃত্যুর শিকার হয়ে থাকে। আত্মার সঙ্গে তো তার কোনো সম্বন্ধই নেই। ১১-২৮-১৫

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽভিমানো জীবোঽন্তরাত্মা গুণকর্মমূর্তিঃ।

সূত্রং মহানিত্যুরুধেব গীতঃ সংসার আধাবতি কালতন্ত্রঃ॥ ১১-২৮-১৬

হে উদ্ধব! দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং মনে স্থিত আত্মাই যখন এগুলির অভিমানে প্রবৃত্ত হয়ে তাকে নিজ স্বরূপ জ্ঞান করতে থাকে, তখন তার নাম জীব হয়ে যায়। সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মার মূর্তি হল গুণ এবং কর্ম দ্বারা সৃষ্ট লিঙ্গ শরীর। তাকেই কোথাও সূত্রাত্মা বলা হয় আর কোথাও মহত্তত্ত্ব। তার আরও অনেক নাম বর্তমান। সেই কালরূপ পরমেশ্বরের অধীন হয়ে জন্ম-মৃত্যুরূপ জগতে ইতস্তত ভ্রমণ করতে থাকে। ১১-২৮-১৬

অমূলমেতদ্ বহুরূপরূপিতং মনোবচঃপ্রাণশরীরকর্ম।

জ্ঞানাসিনোপাসনয়া শিতেনচ্ছিত্ত্বা মুনির্গাং বিচরত্যতৃষ্ণঃ॥ ১১-২৮-১৭

বস্তুত মন, বাণী, প্রাণ এবং শরীর অহংকারেরই কার্য। তা অমূলক হওয়া সত্ত্বেও দেবতা, মানব আদি অনেক রূপে তার প্রতীতি হয়ে থাকে। মননশীল ব্যক্তি জ্ঞান-তরবারিতে উপাসনার শান দিয়ে তাকে অতি তীক্ষ্ণ করে এবং তার দ্বারা দেহাভিমানের অহংকারের মূলোচ্ছেদ করে জগতে নির্দ্বন্দ্ব হয়ে বিচরণ করে। তখন তার মধ্যে কোনো প্রকারের আশা-তৃষ্ণা থাকে না। ১১-২৮-১৭

জ্ঞানং বিবেকো নিগমস্তপশ্চ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমথানুমানম্।

আদ্যন্তয়োরস্য যদেব কেবলং কালশ্চ হেতুশ্চ তদেব মধ্যে॥ ১১-২৮-১৮

আত্মা ও অনাত্মার স্বরূপকে আলাদাভাবে উত্তমরূপে বুঝে নেওয়াই জ্ঞান, কারণ বিবেক জাগ্রত হলেই দ্বৈত অস্তিত্বের অবসান হয়। তার উপায় হল তপস্যার দ্বারা হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে বেদাদি শাস্ত্রসকল শ্রবণ করা। এ ছাড়া শ্রবণাকুল যুক্তিসকল, মহাপুরুষদের উপদেশ এবং এই দুই-এর অবিরুদ্ধ স্বানুভূতিও এর প্রমাণ। অতএব এর সারমর্ম এই যে জগৎ আদিতে যা ছিল ও অন্তে যা থাকবে যে তার মূল কারণ ও প্রকাশক, সেই অদ্বিতীয়, উপাধিরহিত পরমাত্মা মধ্যেও বর্তমান। তার অতিরিক্ত অন্য কোনো বস্তু নেই। ১১-২৮-১৮

যথা হিরণ্যং স্বকৃতং পুরস্তাৎ পশ্চাচ্চ সর্বস্য হিরণ্ময়স্য।

তদেব মধ্যে ব্যবহার্যমাণং নানপদেশৈরহমস্য তদ্বৎ॥ ১১-২৮-১৯

হে উদ্ধব! স্বর্ণনির্মিত কঙ্কণ, কুণ্ডল আদি বহু অলংকার আমরা দেখি; কিন্তু সেই সকল গহনা যখন প্রস্তুত হয়নি তখনও স্বর্ণ ছিল আর যখন গহনা থাকবে না তখনও স্বর্ণ থাকবে। তাই যখন অন্তবর্তীকালে কঙ্কণ-কুণ্ডল আদি অনেক নাম দিয়ে তা ব্যবহার করি তখনও তা স্বর্ণই। ঠিক সেইভাবেই জগতের আদি অন্ত এবং মধ্য—সকলের মধ্যে আমিই। বস্তুত আমিই সত্য তত্ত্ব। ১১-২৮-১৯

বিজ্ঞানমেতৎ ত্রিয়বস্থমঙ্গ গুণত্রয়ং কারণকার্যকর্তৃ।

সমন্বয়েন ব্যতিরেকতশ্চ যেনৈব তুর্যেণ তদেব সত্যম্॥ ১১-২৮-২০

হে ভ্রাতা উদ্ধব! মনের তিন অবস্থা হয়—জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি; এই তিন অবস্থার হেতু তিনগুণ—সত্ত্ব, রজ, তম এবং জগতের তিন ভেদ—অধ্যাত্ম, অধিভূত এবং অধিদৈব। এই সকল বৈচিত্র্য যার সত্তাতে সত্যসম প্রতীত হয় এবং সমাধি আদিতে এই বৈচিত্র্য না থাকলেও যার সত্তা অপরিবর্তিত থাকে তা তুরীয়তত্ত্ব—এই তিন থেকে পৃথক এবং এর অনুগত চতুর্থ ব্রহ্মতত্ত্বই সত্য। ১১-২৮-২০

BANGLADARSHAN.COM

ন যৎ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চান্মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্।

ভূতং প্রসিদ্ধং চ পরেণ যদ্ যৎ তদেব তৎ স্যাদিতি মে মনীষা॥ ১১-২৮-২১

যা সৃষ্টির পূর্বে ছিল না এবং প্রলয়ের পরেও থাকবে না তা মধ্যেও থাকে না—এটি স্থির সিদ্ধান্ত। মধ্যে যা ভাসিত হয় তা কেবল কল্পনাপ্রসূত, নাম সর্বস্বই। এ এক অব্যর্থ সত্য যে বস্তু যার দ্বারা নির্মিত হয় তথা প্রকাশিত হয়, সেটিই তার প্রকৃত স্বরূপ, সেটিই তার পরমার্থ সত্তা—এই আমার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। ১১-২৮-২১

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাসতে যো বৈকারিকো রাজসসর্গ এষঃ।

ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতিরতো বিভাতি ব্রহ্মেন্দ্রিয়ার্থাত্মবিকারচিত্রম্॥ ১১-২৮-২২

এই যে বিকারযুক্ত রাজস সৃষ্টি তার অস্তিত্ব না থাকলেও তা দেখা যায় না। এ-ই স্বয়ংপ্রকাশিত ব্রহ্মা। অতএব ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও পঞ্চভূত আদি যত চিত্রবিচিত্র নামরূপ বর্তমান, তা বস্তুত সেইরূপে উপস্থাপিত ব্রহ্মই। ১১-২৮-২২

এবং স্ফুটং ব্রহ্মবিবেকহেতুভিঃ পরাপবাদেন বিশারদেন।

ছিত্ত্বাঽঽত্মসংদেহমুপারমেত স্বানন্দতুষ্টোঽখিলকামুকেভ্যঃ॥ ১১-২৮-২৩

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও স্বানুভূতি হল ব্রহ্মবিচারের উপায়। ব্রহ্মবিচারের সহায়ক হলেন আত্মজ্ঞানী গুরুদেব! এই সকল সহযোগে বিচার করে সুস্পষ্টরূপে দেহাদি অনাত্ম সকল পদার্থের নিষেধ করে দেওয়া উচিত। তারপর নিষেধ সহকারে আত্মবিষয়ক সকল সন্দেহকে সমূলে উৎপাটিত করতে হয় ও নিজ আনন্দস্বরূপ আত্মাতে মগ্ন হয়ে যেতে হয়। এই অবস্থায় সর্বপ্রকারের বিষয়ে বাসনারাহিত্য আসে। ১১-২৮-২৩

নাত্মা বপুঃ পার্থিবমিন্দ্রিয়াণি দেবা হ্যসুর্বায়ুজলং হুতাশঃ।

মনোঽন্নমাত্রং ধিষণা চ সত্ত্বমহঙ্কৃতিঃ খং ক্ষিতিরর্থসাম্যম্॥ ১১-২৮-২৪

নিষেধ প্রক্রিয়া এইভাবে হয়ে থাকে—পৃথিবীর বিকার হওয়ায় শরীর আত্মা নয়। ইন্দ্রিয়, তাদের অধিষ্ঠাতা দেবতা, প্রাণ, বায়ু, জল, অগ্নি ও মন আত্মা নয়; কারণ তাদের ভরণপোষণ শরীরবৎ অন্নদ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, আকাশ পৃথিবী শব্দাদি বিষয় এবং গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতিও আত্মা নয়; কারণ এই সকলই দৃশ্য ও জড় পদার্থ। ১১-২৮-২৪

সমাহিতৈঃ কঃ করণৈর্গুণাত্মভির্গুণো ভবেন্মৎসুবিবিক্তধাম্নঃ।
বিক্ষিপ্যমাণৈরুত কিং নু দূষণং ঘনৈরুপেতৈর্বিগতৈ রবেঃ কিম্॥ ১১-২৮-২৫

হে উদ্ধব! যে আমার স্বরূপ জ্ঞানসম্পন্ন তার বৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়সকল যদি সমাহিত থাকে তাতে তার কী লাভ? যদি তা বিক্ষিপ্ত থাকে তাতেও ক্ষতি কোথায়? কারণ অন্তঃকরণ ও বাহ্যজ্ঞান—সকলই গুণময় এবং আত্মার সঙ্গে তাদের কোনো সম্বন্ধই নেই। যদি আকাশে মেঘের ঘনঘটা হয় অথবা মেঘ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তাতে সূর্যের কিছু এসে যায় কি? ১১-২৮-২৫

যথা নভো বায়্বনলাম্বুভূগুণৈর্গতাগতৈর্বর্তুগুণৈর্ন সজ্জতে।
তথাক্ষরং সত্ত্বরজস্তমোমলৈ রহংমতেঃ সংসৃতিহেতুভিঃ পরম্॥ ১১-২৮-২৬

যেমন বায়ু আকাশকে শুষ্ক করতে পারে না, অগ্নি দহন করতে পারে না, জল আর্দ্র করতে পারে না, ধূলি-ধূম্র ধূলিধূসর করতে পারে না এবং ঋতুসমূহের গুণ গ্রীষ্ম-শীতাদি তাকে প্রভাবিত করতে পারে না, তেমনভাবেই সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণের বৃত্তিসকল এবং কর্ম অবিনাশী আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না; আত্মা তো এই সকলে লিপ্ত হয়ই না। যারা এতে অহংকার আরোপ করে তারাই জগতে পরিভ্রমণ করতে থাকে। ১১-২৮-২৬

তথাপি সঙ্গঃ পরিবর্জনীয়ো গুণেষু মায়ারচিতেষু তাবৎ।
মদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়েন যাবদ্ রজো নিরস্যেত মনঃকষায়ঃ॥ ১১-২৮-২৭

BANGLADARSHAN.COM

হে উদ্ধব! যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সুদৃঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা মনের রজোগুণরূপ মল সম্পূর্ণভাবে দূরীকরণ না হয়, ততক্ষণ এই সকল মায়া-সঞ্জাত গুণসকল এবং তার কার্যের সঙ্গ সর্বতোভাবে ত্যাগ করাই শ্রেয়। ১১-২৮-২৭

যথাহহময়োহসাধুচিকিৎসিতো নৃণাং পুনঃ পুনঃ সংতুদতি প্ররোহন্।
এবং মনোহপক্বকষায়কর্ম কুযোগিনং বিধ্যতি সর্বসঙ্গম্॥ ১১-২৮-২৮

হে উদ্ধব! যেমন উত্তমরূপে চিকিৎসা না হলে রোগের সমূল বিনাশ হয় না এবং তা বারবার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে মানুষকে কষ্ট দেয়, ঠিক সেইভাবেই যে মনের বাসনার এবং কর্মের সংস্কারের সম্পূর্ণভাবে অবসান হয়নি তা বারংবার অপরিপক্ব যোগীকে বিচলিত করতে থাকে এবং বহুবার যোগভ্রষ্ট করে দেয়। ১১-২৮-২৮

কুযোগিনো যে বিহিতান্তরায়ৈর্মনুষ্যভূতৈস্ত্রিদশোপসৃষ্টৈঃ।
তে প্রাক্তনাভ্যাসবলেন ভূয়ো যুঞ্জন্তি যোগং ন তু কর্মতন্ত্রম্॥ ১১-২৮-২৯

দেবতাদের দ্বারা প্রেরিত শিষ্য-পুত্র আদি দ্বারা কৃত বিঘ্ন দ্বারা যদি কদাচিৎ অপরিপক্ব যোগী পথভ্রষ্ট হয়েও যায় তবুও সে পূর্বাভ্যাস হেতু পুনঃ যোগাভ্যাসেই যুক্ত হয়। কর্মাদিতে তার প্রবৃত্তি দেখা যায় না। ১১-২৮-২৯

করোতি কর্ম ক্রিয়তে চ জন্তুঃ কেনাপ্যসৌ চোদিত আনিপাতাৎ।
ন তত্র বিদ্বান্ প্রকৃতৌ স্থিতোহপি নিবৃত্ততৃষ্ণঃ স্বসুখানুভূত্যা॥ ১১-২৮-৩০

হে উদ্ধব! জীব সংস্কারাদি দ্বারা প্রবাহিত হয়ে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কর্মে সংযুক্ত থাকে এবং তাতে ইষ্ট-অনিষ্ট নিহিত জ্ঞান ধারণ করে হর্ষ-বিষাদাদি বিকারসকল প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে তত্ত্ব-জ্ঞানের সাক্ষাৎকার পেয়েছে সে প্রকৃতিতে নিবাস করলেও সংস্কারানুসারে কর্মরত থাকলেও, তাতে ইষ্ট-অনিষ্ট বুদ্ধিপূর্বক, হর্ষবিষাদাদি বিকারসমূহের সঙ্গে যুক্ত হয় না, কারণ আনন্দস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার দ্বারা তার জগৎ সম্বন্ধিত সকল আশা-তৃষ্ণা ইতিমধ্যেই বিনষ্ট হয়েই গেছে। ১১-২৮-৩০

তিষ্ঠন্তমাসীনমুত ব্রজন্তং শয়ানমুক্ষন্তমদন্তমন্নম্।

স্বভাবমন্যৎ কিমপীহমানমাত্মানমাত্মস্থমতির্ন বেদ॥ ১১-২৮-৩১

যে নিজস্বরূপে সুস্থিত তার এই বোধ আদৌ থাকে না যে, শরীর দণ্ডায়মান অথবা উপবেশিত, চলমান অথবা শায়িত, মল-মূত্র ত্যাগে রত, আহারে যুক্ত অথবা কোনো স্বাভাবিক কর্মরত; কারণ তার বৃত্তি তো আত্মস্বরূপ সুস্থিত–ব্রহ্মাকার হয়ে থাকে। ১১-২৮-৩১

যদি স্ম পশ্যত্যসদিন্দ্রিয়ার্থং নানানুমানেন বিরুদ্ধমন্যৎ।

ন মন্যতে বস্তুতয়া মনীষী স্বাপ্নং যথোত্থায় তিরোদধানম্॥ ১১-২৮-৩২

যদি জ্ঞানী ব্যক্তির দৃষ্টিপথে ইন্দ্রিয়সকলের বিবিধ বাহ্য বিষয়–যা অসত্য; আসেও, সে তাতে নিজ আত্মা থেকে পৃথক জ্ঞান রাখে না কারণ তা যুক্তি, প্রমাণ এবং স্বানুভূতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। যেমন নিদ্রাবসানে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু এবং জাগরণে তিরোহিত বস্তুকে কেউ সত্য-জ্ঞান করে না, ঠিক সেইভাবেই জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ থেকে পৃথক প্রতীয়মান বস্তুকে কখনো সত্য জ্ঞান করে না। ১১-২৮-৩২

পূর্বং গৃহীতং গুণকর্মচিত্রমজ্ঞানমাত্মন্যবিবিক্তমঙ্গ।

নিবর্ততে তৎ পুনরীক্ষয়ৈব ন গৃহ্যতে নাপি বিসৃজ্য আত্মা॥ ১১-২৮-৩৩

হে উদ্ধব! এর অর্থ এই নয় যে অজ্ঞানী আত্মাকে ত্যাগ করে ও জ্ঞানী তাকে গ্রহণ করে। এর সারমর্ম কেবল এই যে, বহু গুণ এবং কর্মতে যুক্ত দেহ, ইন্দ্রিয় আদি বস্তু পূর্বে অজ্ঞান হেতু আত্মার সঙ্গে অভিন্ন ধরে নেওয়া হয়েছিল; তখন বিবেকের অভাব ছিল। এখন আত্মাদৃষ্টি অর্জনের পর অজ্ঞান এবং তার কার্যের নিবৃত্তি হয়ে গেল। তাই অজ্ঞানের নিবৃত্তিই অভিষ্ট হয়। বৃত্তিসকল দ্বারা আত্মার গ্রহণও হয় না, ত্যাগও হয় না। ১১-২৮-৩৩

যথা হি ভানোরুদয়ো নৃচক্ষুষাং তমো নিহন্যান্ন তু সদ্ বিধত্তে।

এবং সমীক্ষা নিপুণা সতী মে হন্যাৎতমিস্রং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ॥ ১১-২৮-৩৪

যেমন সূর্যোদয় মানব চক্ষুর সম্মুখে অবস্থিত অন্ধকারের আবরণ অপসারণ করে, কোনো নতুন বস্তু নির্মাণ করে না–তেমনভাবেই আমার স্বরূপে সুদৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান মানবের বুদ্ধিগত অজ্ঞানের আবরণকে বিনষ্ট করে দেয়, ইদং অর্থাৎ নিজের স্বরূপ থেকে ভিন্নরূপে কোনো রূপের জ্ঞান প্রদান করে না। ১১-২৮-৩৪

BANGLADARSHAN.COM

এষ স্বয়ংজ্যোতিরজোঽপ্রমেয়ো মহানুভূতিঃ সকলানুভূতিঃ।

একোঽদ্বিতীয়ো বচসাং বিরামে যেনেষিতা বাগসবশ্চরন্তি॥ ১১-২৮-৩৫

হে উদ্ধব! আত্মা নিত্য, অপরোক্ষ, তাকে লাভ করতে হয় না। সে স্বয়ং প্রকাশিত। তাতে অজ্ঞানাদি কোনো প্রকারের বিকার থাকে না। আত্মা জন্মরহিত অর্থাৎ কখনো কোনো বৃত্তিতে আরূঢ় থাকে না, তাই আত্মা অপ্রমেয়। জ্ঞানাদি দ্বারা আত্মার সংস্কারও করা যায় না। আত্মাতে দেশ, কাল এবং বস্তু-কৃত পরিচ্ছিন্নতা না থাকায় অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিবর্তন, হ্রাস এবং বিনাশ তাকে স্পর্শ করতেও সক্ষম নয়। সকলের অন্য সকল অনুভূতিসমূহ আত্মস্বরূপই। যখন মন ও বাণী আত্মাকে নিজের বিষয় করতে না পেরে নিবৃত্ত হয়ে যায় তখন সেই সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদরহিত এক অদ্বিতীয় থেকে যায়। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তার স্বরূপকে এবং প্রাণাদির প্রবর্তকরূপে নিরূপণ করা হয়। ১১-২৮-৩৫

এতাবানাত্মসংমোহো যদ্ বিকল্পস্তু কেবলে।

আত্মন্যৃতে স্বমাত্মানমবলম্বো ন যস্য হি॥ ১১-২৮-৩৬

হে উদ্ধব! অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্বে অর্থহীন নামদ্বারা বহুরূপতার চিন্তা আনা মনের ভ্রমমাত্র এবং তা অজ্ঞানপ্রসূত। বস্তুত এ অতি বড় মোহ, কারণ নিজ আত্মা ছাড়া তার ভ্রমেরও অন্য কোনো অধিষ্ঠান নেই। অধিষ্ঠান-সত্তায় অধ্যস্ত-সত্ত্বার অস্তিত্বই নেই। তাই সবই স্বয়ং আত্মা। ১১-২৮-৩৬

যন্নামাকৃতিভির্গ্রাহ্যং পঞ্চবর্ণমবাধিতম্।

ব্যর্থেনাপ্যর্থবাদোঽয়ং দ্বয়ং পণ্ডিতমানিনাম্॥ ১১-২৮-৩৭

বহু পাণ্ডিত্যভিমানী ব্যক্তি এইরূপ বলে থাকেন যে, এই পাঞ্চভৌতিক দ্বৈত বিভিন্ন নামে ও রূপে ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা গ্রহণ করা হয়, তাই তা সত্য। কিন্তু এ তো বাণীর বাগাড়ম্বর মাত্রই, কারণ তত্ত্বত ইন্দ্রিয়সকলের স্বতন্ত্র সত্ত্বাই সিদ্ধ হয় না। তাই তা প্রমাণ রূপে কীভাবে গ্রহণীয় হতে পারে? ১১-২৮-৩৭

যোগিনোঽপক্কযোগস্য যুঞ্জতঃ কায় উত্থিতৈঃ।

উপসর্গৈর্বিহন্যেত তত্রায়ং বিহিতো বিধিঃ॥ ১১-২৮-৩৮

হে উদ্ধব! যদি যোগসাধনা সমাপনের পূর্বেই কোনো সাধনের শরীর রোগাদি উপদ্রবে পীড়িত হয়ে পড়ে, তখন তার এইসব পথের সাহায্য নেওয়া উচিত। ১১-২৮-৩৮

যোগধারণয়া কাংশ্চিদাসনৈর্ধারণান্বিতৈঃ।

তপোমন্ত্রৌষধৈঃ কাংশ্চিদুপসর্গান্ বিনির্দহেৎ॥ ১১-২৮-৩৯

গ্রীষ্ম-শীত আদিকে চন্দ্র-সূর্য আদির ধারণা দ্বারা, বাত আদি রোগের বায়ুধারণাযুক্ত আসন দ্বারা এবং গ্রহসর্পাদি-কৃত বিঘ্নসমূহের তপস্যা, মন্ত্র এবং ঔষধি দ্বারা নষ্ট করে ফেলা উচিত। ১১-২৮-৩৯

কাংশ্চিন্মমানুধ্যানেন নামসঙ্কীর্তনাদিভিঃ।

যোগেশ্বরানুবৃত্ত্যা বা হন্যাদশুভদাঞ্ছনৈঃ॥ ১১-২৮-৪০

কাম-ক্রোধ আদি বিঘ্নসমূহকে আমার চিন্তন এবং নাম সংকীর্তন আদি দ্বারা বিনাশ করা শ্রেয়। এবং পতনের দিকে আকর্ষণকারী দম্ভ মদ আদি বিঘ্নসমূহকে ধীরে ধীরে মহাপুরুষদের সেবার মাধ্যমে দূরীকরণ করাই শ্রেয়। ১১-২৮-৪০

কেচিদ্ দেহমিমং ধীরাঃ সুকল্পং বয়সি স্থিরম্।

বিধায় বিবিধোপায়ৈরথ যুঞ্জন্তি সিদ্ধয়ে॥ ১১-২৮-৪১

ন হি তৎ কুশলাদৃত্যং তদায়াসো হ্যপার্থকঃ।

অন্তবত্ত্বাচ্ছরীরস্য ফলস্যেব বনস্পতেঃ॥ ১১-২৮-৪২

বহু মনস্বী যোগীকে বিবিধ উপায় অবলম্বন করে যুবাবস্থায় দেহকে সুদৃঢ় করে তারপর অণিমাদি সিদ্ধির জন্য যোগসাধন করতে দেখা যায় কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইরূপ কার্যকে সমর্থন করেন না, কারণ এই প্রয়াস সর্বতোভাবে নিস্ফল। বৃক্ষে সংলগ্ন ফলসম এই শরীরের বিনাস তো অবশ্যম্ভাবি। ১১-২৮-৪১-৪২

যোগং নিষেবতো নিত্যং কায়শ্চেৎ কল্পতামিয়াৎ।

তচ্ছ্রদ্দধ্যান্ন মতিমান্ যোগমুৎসৃজ্য মৎপরঃ॥ ১১-২৮-৪৩

যদিও কদাচিৎ বহুদিন পর্যন্ত নিয়মিত এবং কঠিন পরিশ্রম করে যোগসাধনা করায় শরীর সুদৃঢ় হয়ে যায়, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে তাতে সন্তুষ্ট থাকে না। তার আমার প্রাপ্তি হেতু নিরন্তর সংলগ্ন থাকাই উচিত। ১১-২৮-৪৩

যোগচর্যামিমাং যোগী বিচরন্ মদপাশ্রয়ঃ।

নান্তরায়ৈর্বিহন্যেত নিঃস্পৃহঃ স্বসুখানুভূঃ॥ ১১-২৮-৪৪

যে সাধন আমার শরণাগত হয়ে আমার কথিত যোগসাধনায় সংলগ্ন থাকে তাকে কোনো বাধা-বিঘ্ন পথভ্রষ্ট করতে পারে না। তার কামনাসকল দূরীভূত হয়ে যায় এবং সে আত্মানন্দের অনুভূতিতে মগ্ন হয়। ১১-২৮-৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

BANGLADARSHAN.COM

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

ভাগবতধর্মের নিরূপণ এবং উদ্ধবের বদরীকাশ্রম গমন

উদ্ধব উবাচ

সুদুশ্চরামিমাং মন্যে যোগচর্যামনাত্মনঃ।
যথাঞ্জসা পুমান্ সিদ্ধ্যেৎ তন্মে ব্রূহ্যঞ্জসাচ্যুত॥ ১১-২৯-১

উদ্ধব বললেন—হে অচ্যুত! যে মনকে বশীভূত করতে সক্ষম হয়নি তার পক্ষে আপনার দ্বারা বর্ণিত যোগসাধনা করা অতি কঠিন বলেই আমার মনে হয়। অতএব আপনি এইবার এমন কোনো সহজ-সরল পথ বলুন যাতে মানব অনায়াসে আপনার পরমপদ প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়। ১১-২৯-১

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ॥ ১১-২৯-২

হে পদ্মলোচন! আপনি এই তথ্য অবগত আছেন যে, অধিকাংশ যোগিগণ যখন মনকে অভিনিবিষ্ট করতে গিয়ে বারংবার চেষ্টা সত্ত্বেও অকৃতকার্য হন তখন তারা পরাজয় স্বীকার করে নেন এবং সেই হেতু বিষাদগ্রস্ত হন। ১১-২৯-২

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন।
সুখং নু বিশ্বেশ্বর যোগকর্মভিস্ত্বন্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ॥ ১১-২৯-৩
কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো দাসেষ্বনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্।
যোঽরোচয়ৎ সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িতপাদপীঠঃ॥ ১১-২৯-৪

BANGLADARSHAN.COM

হে পদ্মপলাশলোচন! আপনি বিশ্বেশ্বর। আপনার দ্বারাই সমস্ত জগতের প্রতিপালন হয়ে থাকে। এইরূপ পরমোৎকর্ষ বিচারে চতুর মানব আপনার আনন্দঘন শ্রীচরণের শরণাপন্ন হয়ে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করতে সক্ষম। আপনার মায়া তাদের বিচ্যুত করতে পারে না কারণ তারা যোগসাধনা ও কর্মানুষ্ঠানের অভিমান থেকে দূরে থাকে। কিন্তু যারা আপনার শরণাগত হয় না সেই সকল যোগী ও কর্মী নিজ সাধনার অহংকারে পুষ্ট হয়ে থাকে; অবশ্যই তাদের মতিভ্রম আপনার মায়া হেতুই হয়। হে প্রভু! আপনি সকলের হিতৈষী ও সুহৃদ। আপনি আপনার অনন্য শরণাগত রাজা বলি আদি সেবকদের অধীন হয়ে গেলেও আশ্চর্য হব না; কারণ আপনি রামাবতারে প্রীতি সহকারে বানরদের সঙ্গেও সখ্যতা নির্বাহ করেছিলেন, যদিও ব্রহ্মাদি লোকেশ্বরগণ তাঁদের দিব্য কিরীট আপনার চরণযুগল স্থাপিত চৌকিতে প্রণাম জানিয়ে কৃতার্থ হন। ১১-২৯-৩-৪

তং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং সর্বার্থদং স্বকৃতবিদ্ বিসৃজেত কো নু।
কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়েঽনু ভূত্যৈ কিং বা ভবেন্ন তব পাদরজোজুষাং নঃ॥ ১১-২৯-৫

হে প্রভু! আপনি সকলের প্রিয়তম, স্বামী এবং আত্মা। আপনি আপনার শরণাগতদের সর্বস্ব দিয়ে থাকেন। আপনি বলি, প্রহ্লাদ আদি ভক্তদের যা সব দিয়েছেন তা জেনে কে আপনাকে ছেড়ে দেবে? এ কথা কিছুতেই আমার বোধগম্য হয় না যে কোনো বিচার-বুদ্ধি সমৃদ্ধ ব্যক্তি বিস্মৃতির গহ্বরে পতিতকারী তুচ্ছ বিষয় ভোগে কেন লিপ্ত থাকে! আমরা আপনার শ্রীচরণ রজের উপাসক। তাই আমাদের কাছে দুর্লভ কী? ১১-২৯-৫

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥ ১১-২৯-৬

ভগবন্! আপনি সমস্ত প্রাণীকুলের অন্তঃকরণে অন্তর্যামীরূপে এবং বাহিরে গুরুরূপে অবস্থান করে তাদের সমস্ত পাপ-তাপ হরণ করে নিজ বাস্তবিক স্বরূপকে তাদের সম্মুখে প্রকাশিত করেন। ব্রহ্মজ্ঞানীও ব্রহ্মাসম প্রলম্বিত আয়ু লাভ করেও আপনার ঋণ পরিশোধ করতে পারেন না। তাই তাঁরা আপনার কৃপার কথা স্মরণ করে ক্ষণে ক্ষণে উত্তরোত্তর অধিক আনন্দ অনুভব করে থাকেন। ১১-২৯-৬

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুদ্ধবেনাত্যনুরক্তচেতসা পৃষ্টো জগৎক্রীড়নকঃ স্বশক্তিভিঃ।

গৃহীতমূর্তিত্রয় ঈশ্বরেশ্বরো জগাদ সপ্রেমমনোহরস্মিতঃ॥ ১১-২৯-৭

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাদি ঈশ্বরদেরও ঈশ্বর। তিনিই সত্ত্ব, রজ আদি গুণসকলের দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্রর রূপ ধারণ করে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি আদি ক্রীড়ায় যুক্ত থাকেন। যখন উদ্ধব সানুরাগ চিত্তে তাঁকে এই প্রশ্ন করলেন তখন তিনি অধরে মৃদু-মন্দ হাস্য ধারণ করে বলতে শুরু করলেন। ১১-২৯-৭

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্মান্ সুমঙ্গলান্।

যাঞ্ছ্রদ্ধয়াহহচরন্ মর্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জয়ম্॥ ১১-২৯-৮

শ্রীভগবান বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব! এবার আমি তোমাকে সেই মঙ্গলময় ভাগবতধর্মের উপদেশ দান করব যার শ্রদ্ধা সহকারে আচরণ করে মানব সংসাররূপ দুর্জয় মৃত্যুকে অনায়াসে জয় করতে সমর্থ হবে। ১১-২৯-৮

কুর্যাৎ সর্বাণি কর্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্।

ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্মাত্মমনোরতিঃ॥ ১১-২৯-৯

BANGLADARSHAN.COM

হে উদ্ধব! আমার ভক্ত যেন সকল কর্ম আমার নিমিত্ত সম্পাদন করে আমাকে স্মরণ করার অভ্যাস ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করতে থাকে। এর ফলে খুবই অল্পকালেই তার মন ও চিত্ত আমাতে সমর্পিত হয়ে যাবে। তার মন এবং আত্মা আমার সঙ্গে এক হয়ে যাবে। ১১-২৯-৯

দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্।

দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ॥ ১১-২৯-১০

আমার ভক্ত সাধু ব্যক্তিগণ যে পবিত্র স্থানে নিবাস করে থাকেন সেখানেই যেন তারা নিবাস করে এবং দেবতা, অসুর অথবা মানব যারাই আমার অনন্য ভক্ত তাঁদের আচরণসমূহকে যেন অনুসরণ করে। ১১-২৯-১০

পৃথক্ সত্রেণ বা মহ্যং পর্বযাত্রামহোৎসবান্।

কারয়েদ্ গীতনৃত্যাদ্যৈর্মহারাজবিভূতিভিঃ॥ ১১-২৯-১১

উৎসব-পালাপার্বণ কালে সম্মিলিত অথবা একক ভাবে নৃত্য, গীত, বাদ্য আদি মহারাজোচিত জাঁকজমক সহকারে আমার যাত্রাদির মহোৎসব পালন করবে। ১১-২৯-১১

মামেব সর্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্।

ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ॥ ১১-২৯-১২

শুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষ বাহ্য ও অন্তরে পরিব্যাপ্ত আবরণহীন পরমাত্মা স্বরূপকে আকাশবৎ সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে ও নিজ হৃদয়ে দর্শন করবে। ১১-২৯-১২

ইতি সর্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদ্যুতে।

সভাজয়ন্ মন্যমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ॥ ১১-২৯-১৩

ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে।

অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ॥ ১১-২৯-১৪

হে নির্মলবুদ্ধি উদ্ধব! সাধক যখন এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমস্ত প্রাণীতে ও সমস্ত পদার্থে আমাকে প্রত্যক্ষ করতে থাকে ও তদনুরূপ আচরণও করে তখন তাকে প্রকৃত জ্ঞানী বলা হয়। তখন তার ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, চোর-ব্রাহ্মণভক্ত, সূর্য-স্ফুলিঙ্গ ও কৃপালু-ক্রূর –সর্বত্র সমদৃষ্টি লাভ হয়। ১১-২৯-১৩-১৪

নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ।

স্পর্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি॥ ১১-২৯-১৫

যখন সাধক সমস্ত নর-নারীর মধ্যে আমার ভাবনায় মগ্ন হয়ে আমার নিত্য স্মরণে যুক্ত হয়ে যায় তখন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার থেকে স্পর্ধা, ঈর্ষা, তিরস্কার ও অহংকারাদি দোষ দূরীভূত হয়। ১১-২৯-১৫

বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াং চ দৈহিকীম্।

প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ॥ ১১-২৯-১৬

সাধক স্বজনের উপহাস, আমি ভালো, সে মন্দ–এই দোষদৃষ্টি ও লোকলজ্জা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করবে এবং সারমেয়, চণ্ডাল, গো, গর্দভকেও আমার অংশজ্ঞানে প্রণাম করবে। ১১-২৯-১৬

যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।

তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ॥ ১১-২৯-১৭

সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মদ্ভাব অর্থাৎ ভগবদ্ভাব না আসা পর্যন্ত সাধক কায়মনোবাক্যে সর্ব সংকল্প ও সর্ব কর্মদ্বারা আমার সাধনায় নিত্য যুক্ত থাকবে। ১১-২৯-১৭

BANGLADARSHAN.COM

সর্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া।

পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্বতো মুক্তসংশয়ঃ॥ ১১-২৯-১৮

হে উদ্ধব! এইরূপে যখন সর্বত্র আত্মবুদ্ধি–ব্রহ্মভাবের অভ্যাস হতে থাকে তখন স্বল্পকালেই জ্ঞানের উন্মোচন হয়ে সবকিছুই ব্রহ্ম রূপে পরিলক্ষিত হয়। তখন তার সমস্ত সন্দেহ ও সংশয় স্বাভাবিকভাবেই নিবৃত্ত হয়ে যায় এবং সর্বত্র আমার সাক্ষাৎকার লাভ করে সাধক জাগতিক দৃষ্টি থেকে উপরত হয়ে যায়। ১১-২৯-১৮

অয়ং হি সর্বকল্পানাং সুধ্রীচীনো মতো মম।

মদ্ভাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ॥ ১১-২৯-১৯

আমার মতে আমার প্রাপ্তির যত উপায় আছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল সর্বজীবে ও সর্বপদার্থে কায়মনোবাক্যে আমার অবস্থিতির ভাবে তদ্‌গতচিত্ত হওয়া। ১১-২৯-১৯

ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্মস্যোদ্ধবাণ্বপি।

ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্‌নির্গুণত্বাদনাশিষঃ॥ ১১-২৯-২০

হে উদ্ধব! এই আমার একনিষ্ঠ ভাগবতধর্ম; একবার এপথে পা রাখলে সাধক কোনো রকমের বাধাবিপত্তিকে পথভ্রষ্ট হয় না। কারণ এই ভাগবতধর্ম নিষ্কাম নির্গুণ হওয়ার জন্য আমি এটিকে সর্বোত্তম বলে চিহ্নিত করেছি। ১১-২৯-২০

যো যো ময়ি পরে ধর্মঃ কল্প্যতে নিষ্কলায় চেৎ।

তদায়াসো নিরর্থঃ স্যাদ্ ভয়াদেরিব সত্তম॥ ১১-২৯-২১

ভগবতধর্ম কোনো রকম ত্রুটিযুক্ত হওয়াও সম্ভব নয়। যদি ভাগবতধর্মের সাধক ভয়-শোকাদির সময়ে দুশ্চিন্তা, ক্রন্দন ও বিক্ষিপ্তভাবে উন্মত্তসম আচরণাদি নিরর্থক কর্মসকল নিষ্কামভাবে আমাকে সমর্পণ করে, তাহলে আমার প্রীতিপ্রসাদে তাও ধর্ম আখ্যা পেয়ে যায়। ১১-২৯-২১

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্॥ ১১-২৯-২২

বিবেকীর বিবেকে ও বুদ্ধিমানের বুদ্ধির পরকাষ্ঠা এই যে, সাধক যেন এই নশ্বর ও অসত্য শরীর দ্বারাই আমার অবিনশ্বর ও সত্য তত্ত্বকে যথার্থভাবে জেনে নিক। ১১-২৯-২২

এষ তেঽভিহিতঃ কৃৎস্নো ব্রহ্মবাদস্য সঙ্গ্রহঃ।
সমাসব্যাসবিধিনা দেবানামপি দুর্গমঃ॥ ১১-২৯-২৩

হে উদ্ধব! ব্রহ্মবিদ্যার রহস্য প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিতভাবে তুমি অবগত হলে। এই রহস্যের অনুধাবন মানব শরীরের পক্ষে কী কথা, দেবতাদের পক্ষেও সুকঠিন। ১১-২৯-২৩

অভীক্ষ্ণশস্তে গদিতং জ্ঞানং বিস্পষ্টযুক্তিমৎ।
এতদ্ বিজ্ঞায় মুচ্যেত পুরুষো নষ্টসংশয়ঃ॥ ১১-২৯-২৪

সুস্পষ্ট ও যুক্তিযুক্ত যে জ্ঞানতত্ত্ব আমি তোমায় বার বার অবগত করালাম তার মর্ম অনুধাবনকারী ব্যক্তির হৃদয়ের সংশয় গ্রন্থিসকল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; সে মুক্তি লাভ করে। ১১-২৯-২৪

সুবিবিক্তং তব প্রশ্নং ময়ৈতদপি ধারয়েৎ।
সনাতনং ব্রহ্মগুহ্যং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ১১-২৯-২৫

BANGLADARSHAN.COM

তোমার সকল প্রশ্নের উত্তরদান আমি করেছি। যে ব্যক্তি এই প্রশ্নোত্তরকে বিশ্লেষণ করে আত্মস্থ করে সে বেদের পরম রহস্য –সনাতন পরব্রহ্মকে লাভ করে থাকে। ১১-২৯-২৫

য এতন্মম ভক্তেষু সম্প্রদদ্যাৎ সুপুষ্কলম্।
তস্যাহং ব্রহ্মদায়স্য দদাম্যাত্মানমাত্মনা॥ ১১-২৯-২৬

যে এই গুহ্যতত্ত্ব ভক্তদের মধ্যে উত্তম ও সুস্পষ্টরূপে বিতরণ করে আমি সেই জ্ঞান বিতরণকারীকে প্রসন্নতাযুক্ত নিজ স্বরূপ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানও প্রদান করে থাকি। ১১-২৯-২৬

য এতৎ সমধীয়ীত পবিত্রং পরমং শুচি।
স পূয়েতাহরহর্মাং জ্ঞানদীপেন দর্শয়ন্॥ ১১-২৯-২৭

হে উদ্ধব! এই প্রশ্নোত্তর সংবাদ স্বয়ং অতি পবিত্র এবং তা অন্যেরও পবিত্রতা প্রদানকারী। যে এটি নিত্য পাঠ করবে এবং অপরকেও শোনাবে, সে এই জ্ঞানদীপ দ্বারা অপরকে আমার দর্শন করানোয় নিজেও পরম পবিত্র হয়ে যাবে। ১১-২৯-২৭

য এতচ্ছ্রদ্ধয়া নিত্যমব্যগ্রঃ শৃণুয়ান্নরঃ।
ময়ি ভক্তিং পরাং কুর্বন্ কর্মভির্ন স বধ্যতে॥ ১১-২৯-২৮

তদ্গতচিত্ত শ্রদ্ধাযুক্ত নিত্য শ্রবণকারী ব্যক্তি আমার পরাভক্তি লাভ করে থাকে। তার কর্মবন্ধন থেকেও মুক্তি হয়। ১১-২৯-২৮

অপ্যুদ্ধব ত্বয়া ব্রহ্ম সখে সমবধারিতম্।
অপি তে বিগতো মোহঃ শোকশ্চাসৌ মনোভবঃ॥ ১১-২৯-২৯

হে প্রিয়সখা! আশা করি তুমি ব্রহ্মস্বরূপ অনুধাবনে এখন সক্ষম এবং তোমার চিত্তের শোক-মোহও নিবারিত হয়েছে। ১১-২৯-২৯

নৈতত্ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ।

অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্বিনীতায় দীয়তাম্॥ ১১-২৯-৩০

এই তত্ত্বজ্ঞান তুমি দাম্ভিক, নাস্তিক, শঠ, অশ্রুদ্ধালু, ভক্তিহীন ও উদ্ধত ব্যক্তিকে প্রদানে সতত বিরত থাকবে। ১১-২৯-৩০

এতৈর্দোষৈর্বিহীনায় ব্রহ্মণ্যায় প্রিয়ায় চ।

সাধবে শুচয়ে ব্রূয়াদ্ ভক্তিঃ স্যাচ্ছূদ্রযোষিতাম্॥ ১১-২৯-৩১

এইসকল দোষ থেকে মুক্ত, ব্রাহ্মণভক্ত, প্রেমী, সাধুস্বভাব, সচ্চরিত্র ব্যক্তিই এই তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণের যোগ্য পাত্র। রাগানুগভক্ত শূদ্র ও নারীও যদি আমার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি রাখে তাহলে তাদেরও এই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ করা উচিত। ১১-২৯-৩১

নৈতদ্ বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসোর্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।

পীত্বা পীযূষমমৃতং পাতব্যং নাবশিষ্যতে॥ ১১-২৯-৩২

যেমন দিব্য অমৃত পান সকল তৃষ্ণার অবসান ঘটায় তেমনভাবেই এই তত্ত্বজ্ঞান জিজ্ঞাসুর সমস্ত জিজ্ঞাসার সমাধান করে থাকে। ১১-২৯-৩২

জ্ঞানে কর্মণি যোগে চ বার্তায়াং দণ্ডধারণে।

যাবানর্থো নৃণাং তাত তাবাংস্তেঽহং চতুর্বিধঃ॥ ১১-২৯-৩৩

হে প্রিয় উদ্ধব! জ্ঞান, কর্ম, যোগ, বাণিজ্য-রাজার অনুগ্রহ থেকে যথাক্রমে মোক্ষ, ধর্ম, কাম ও অর্থরূপ ফল লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু তোমার মতন আমার একান্ত আপন ভক্তদের জন্য এই চতুর্বিধ ফল স্বয়ং আমিই। ১১-২৯-৩৩

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।

তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ ১১-২৯-৩৪

যখন কেউ সমস্ত কর্মের ত্যাগপূর্বক আমার শরণাগত হয় তখন সে বিশেষভাবে আমার প্রিয় হয়; তখন আমি তাকে জীব-জন্ম থেকে মুক্তি দিয়ে অমৃতস্বরূপ মোক্ষ প্রদান করি, সে আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার স্বরূপ লাভ করে। ১১-২৯-৩৪

শ্রীশুক উবাচ

স এবমাদর্শিতযোগমার্গস্তদোত্তমঃশ্লোকবচো নিশম্য।

বদ্ধাঞ্জলিঃ প্রীত্যুপরুদ্ধকণ্ঠো ন কিঞ্চিদূচেঽশ্রুপরিপ্লুতাক্ষঃ॥ ১১-২৯-৩৫

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! এরূপে উদ্ধব যোগমার্গের সম্পূর্ণ উপদেশ লাভ করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে তাঁর নয়নযুগল প্লাবিত হয়ে উঠল। প্রেমের বন্যায় তার বাক্ রুদ্ধ হল। তিনি হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখ থেকে একটি বাক্যও নিঃসৃত হল না। ১১-২৯-৩৫

বিষ্টভ্য চিত্তং প্রণয়াবঘূর্ণং ধৈর্যেণ রাজন্ বহু মন্যমানঃ।

কৃতাঞ্জলিঃ প্রাহ যদুপ্রবীরং শীর্ষ্ণা স্পৃহংস্তচ্চরণারবিন্দম্॥ ১১-২৯-৩৬

তাঁর চিত্ত প্রেমাবেশে বিহ্বল হয়েছিল; ধৈর্যধারণ করে তিনি সেই ভাবকে সংবরণ করলেন। নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান জ্ঞান করে তিনি যদুবংশ শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরনে মস্তক অবনত করে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং হাতজোড় করে প্রার্থনা করলেন। ১১-২৯-৩৬

উদ্ধব উবাচ

বিদ্রাবিতো মোহমহান্ধকারো য আশ্রিতো মে তব সন্নিধানাৎ।

বিভাবসোঃ কিং নু সমীপগস্য শীতং তমো ভীঃ প্রভবন্ত্যজাদ্য॥ ১১-২৯-৩৭

BANGLADARSHAN.COM

উদ্ধব বললেন—হে প্রভু! আপনি মায়া এবং ব্রহ্মাদিরও মূল কারণ। আমি মোহের ঘন অন্ধকারে বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আপনার সৎসঙ্গ লাভ করে তা সর্বতোভাবে অপসৃত হয়েছে। যে অগ্নির সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে তার কি শীত আর অন্ধকারে ভয় থাকে? ১১-২৯-৩৭

প্রত্যর্পিতো মে ভবতানুকম্পিনা ভৃত্যায় বিজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।

হিত্বা কৃতজ্ঞস্তব পাদমূলং কোঽন্যৎ সমীয়াচ্ছরণং ত্বদীয়ম্॥ ১১-২৯-৩৮

ভগবন্! আপনার মোহিনী মায়া আমার জ্ঞানালোকবর্তিকা হরণ করে নিয়েছিল যা আপনার কৃপায় আমি পুনঃপ্রাপ্ত হয়েছি। আমি আপনার কৃপাবারি সিঞ্চিত হয়ে ধন্য হয়ে গেছি। আপনার কৃপাপ্রসাদ লাভ করবার পর আপনার শ্রীচরণের শরণাগতি ত্যাগ করে বিকল্প সাহায্যের কথা চিন্তা করবে এমন কে আছে? ১১-২৯-৩৮

বৃক্ণশ্চ মে সুদৃঢ়ঃ স্নেহপাশো দাশার্হবৃষ্ণ্যন্ধকসাত্বতেষু।

প্রসারিতঃ সৃষ্টিবিবৃদ্ধয়ে ত্বয়া স্বমায়য়া হ্যাত্মসুবোধহেতিনা॥ ১১-২৯-৩৯

আপনি আপনার মায়ার সাহায্যে সৃষ্টি-বৃদ্ধির হেতু দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক এবং সাত্বত বংশজাত যাদবদের সঙ্গে আমাকে দৃঢ় স্নেহপাশ দ্বারা আবদ্ধ করেছিলেন। আজ আপনি আপনার সুতীক্ষ্ণ আত্মবোধরূপী তরবারি দ্বারা সেই বন্ধন ছিন্ন করে দিয়েছেন। ১১-২৯-৩৯

নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্।

যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী॥ ১১-২৯-৪০

হে মহাযোগেশ্বর! আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। এইবার আপনি আপনার শরণাগত ভক্তকে কৃপা করে এমন উপদেশ প্রদান করুন যাতে আপনার পাদপদ্মে আমার অনন্য ভক্তি নিত্য বজায় থাকে। ১১-২৯-৪০

শ্রীভগবানুবাচ

BANGLADARSHAN.COM

গচ্ছোদ্ধব ময়াঽঽদিষ্টো বদর্যাখ্যং মমাশ্রমম্।

তত্র মৎপাদতীর্থোদে স্নানোপস্পর্শনৈঃ শুচিঃ॥ ১১-২৯-৪১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব! এইবার তুমি আমার আদেশে বদরীবনে গমন করো। বদরীবনে আমারই আশ্রম; সেইখানে আমার নিত্য নিবাস। সেইখানে তুমি আমার পাদপদ্ম বিধৌত গঙ্গাবারি লাভ করবে যার স্নান-পান পবিত্রতা প্রদানকারী। ১১-২৯-৪১

ঈক্ষয়ালকনন্দায়া বিধূতাশেষকল্মষঃ।

বসানো বল্কলান্যঙ্গ বন্যভুক্ সুখনিঃস্পৃহঃ॥ ১১-২৯-৪২

অলকানন্দা দর্শনই তোমার সমস্ত পাপ-তাপ হরণ করবে। হে প্রিয় উদ্ধব! তুমি বল্কল চীর ধারণ করে বনের ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করবে এবং কোনো ভোগের স্পৃহা না রেখে ঈশ্বর চিন্তায় আত্মমগ্ন থাকবে। ১১-২৯-৪২

তিতিক্ষুর্দ্বন্দ্বমাত্রাণাং সুশীলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

শান্তঃ সমাহিতধিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ॥ ১১-২৯-৪৩

শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ যা কিছুই আসুক তাকে সমান জ্ঞান করে সহ্য করবে। সৌম্য স্বভাব ও ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত রেখো। শান্ত চিত্ত থাকবে। সমাহিত বুদ্ধি রেখে তুমি স্বয়ং আমার স্বরূপ জ্ঞান এবং অনুভবে নিত্যযুক্ত থাকবে। ১১-২৯-৪৩

মত্তোঽনুশিক্ষিতং যত্তে বিবিক্তমনুভাবয়ন্।

ময্যাবেশিতবাক্চিত্তো মদ্ধর্মনিরতো ভব।

অতিব্রজ্য গতীস্তিস্রো মামেষ্যসি ততঃ পরম্॥ ১১-২৯-৪৪

আমি তোমাকে যা কিছু শিক্ষা প্রদান করেছি তা একান্তবাসী থেকে বিচার করে অনুভব করতে থেকো। নিজ বাক্ ও চিত্ত আমার সঙ্গে সংযুক্ত রেখো এবং আমার কথিত ভাগবতধর্মের প্রেমে নিমগ্ন হয়ে যেও। অবশেষে তুমি ত্রিগুণ এবং তার সম্বন্ধিত গতিসকলকে অতিক্রম করে তার থেকে স্বতন্ত্র আমার পরমার্থ স্বরূপে সংযুক্ত হয়ে যাবে। ১১-২৯-৪৪

শ্রীশুক উবাচ

স এবমুক্তো হরিমেধসোদ্ধবঃ প্রদক্ষিণং তং পরিসৃত্য পাদয়োঃ।

শিরো নিধায়াশ্রুকলাভিরার্দ্রধীর্ন্যষিঞ্চদদ্বন্দ্বপরোঽপ্যপক্রমে॥ ১১-২৯-৪৫

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের জ্ঞান জগতের ভেদবুদ্ধিকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। যখন তিনি স্বয়ং উদ্ধবকে এইরূপ উপদেশ দিলেন তখন উদ্ধব উঠে তাঁকে পরিক্রমা করে তাঁর শ্রীচরণে মস্তক স্থাপন করে অবনত হলেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে উদ্ধব সংযোগ-বিয়োগ জাত সুখ-দুঃখের অতীত ছিলেন কারণ তিনি ভগবানের নির্দ্বন্দ্ব চরণকমলে স্থান লাভ করেছিলেন; তবুও সেই স্থান ত্যাগ কালে তাঁর চিত্ত প্রেমাবেশে নিমজ্জিত হল। তিনি নিজ নেত্র নির্গত অশ্রুধারায় ভগবানের শ্রীচরণকমলকে সিঞ্চিত করলেন। ১১-২৯-৪৫

সুদুস্ত্যজস্নেহবিয়োগকাতরো ন শকুবংস্তং পরিহাতুমাতুরঃ।

কৃচ্ছ্রং যযৌ মূর্ধনি ভর্তৃপাদুকে বিভ্রন্নমস্কৃত্য যযৌ পুনঃ পুনঃ॥ ১১-২৯-৪৬

হে পরীক্ষিৎ! ভগবানের প্রতি প্রেম জাগ্রত হলে তাঁকে ত্যাগ করা সম্ভব হয় না। তাঁর বিয়োগের কল্পনায় উদ্ধব কাতর হয়ে পড়লেন ও তাঁকে ত্যাগ করতে সমর্থ হলেন না। তিনি বিহ্বল হয়ে মুহুর্মুহু সংজ্ঞাহীন হয়ে যেতে লাগলেন। কিছু কাল পরে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণের পাদুকা নিজ মস্তকে ধারণ করলেন এবং বারংবার ভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে প্রস্থান করলেন। ১১-২৯-৪৬

ততস্তমন্তর্হৃদি সংনিবেশ্য গতো মহাভাগবতো বিশালাম্।

যথোপদিষ্টাং জগদেকবন্ধুনা তপঃ সমাস্থায় হরেরগাদ্ গতিম্॥ ১১-২৯-৪৭

ভগবানের পরম প্রেমী ভক্ত উদ্ধব হৃদয়ে তাঁর প্রভুর দিব্য রূপ ধারণ করে বদরীকাশ্রম পৌঁছলেন। সেখানে তিনি তাপস জীবন যাপন করে জগতের একমাত্র হিতৈষী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশানুসারে তাঁর স্বরূপভূত পরমগতি লাভ করলেন। ১১-২৯-৪৭

BANGLADARSHAN.COM

যঃ এতদানন্দসমুদ্রসম্ভৃতং জ্ঞানামৃতং ভাগবতায় ভাষিতম্।

কৃষ্ণেন যোগেশ্বরসেবিতাঙ্ঘ্রিণা সচ্ছ্রদ্ধয়াঽঽসেব্য জগদ্ বিমুচ্যতে॥ ১১-২৯-৪৮

ভগবান শংকরাদি যোগেশ্বরও সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরনে সেবা নিবেদন করে থাকেন। তিনি স্বয়ং তাঁর শ্রীমুখে নিজ পরমপ্রেমী ভক্ত উদ্ধবকে এই জ্ঞানামৃত বিতরণ করেছেন। এই জ্ঞানামৃত আনন্দ মহাসাগরের সার বস্তু। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তার সেবন করে থাকে সে তো মুক্ত হয়ে যায়ই, তার সঙ্গে সমস্ত জগৎও মুক্ত হয়ে যায়। ১১-২৯-৪৮

ভবভয়মপহন্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্ বেদসারম্।

অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ ভৃত্যবর্গান্ পুরুষমৃষমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি॥ ১১-২৯-৪৯

হে পরীক্ষিৎ! যেমন ভ্রমর বিভিন্ন পুষ্প থেকে তার সার মধু সংগ্রহ করে থাকে ঠিক সেইভাবেই স্বয়ং বেদসকলকে প্রকাশকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের বন্ধন থেকে মুক্ত করবার জন্য এই জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সার বিতরণ করেছেন। তিনি জরা-রোগ আদি ভয় নিবৃত্তি হেতু ক্ষীরসাগর থেকে অমৃতও বার করেছিলেন যা তিনি যথাক্রমে নিজ নিবৃত্তি-পথ ও প্রবৃত্তি-পথ অবলম্বনকারী ভক্তদের পান করিয়েছেন। সেই পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত জগতের মূল কারণ। আমি তাঁর চরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি। ১১-২৯-৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥

ত্রিংশ অধ্যায়

যদুকুলের সংহার

রাজোবাচ

ততো মহাভাগবত উদ্ধবে নির্গতে বনম্।

দ্বারবত্যাং কিমকরোদ্ ভগবান্ ভূতভাবনঃ॥ ১১-৩০-১

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্! যখন মহাভাগবত উদ্ধব বদরীবনে চলে গেলেন তখন ভূতভাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় কী লীলা করলেন? ১১-৩০-১

ব্রহ্মশাপোপসংসৃষ্টে স্বকুলে যাদবর্ষভঃ।

প্রেয়সীং সর্বনেত্রাণাং তনুং স কথমত্যজৎ॥ ১১-৩০-২

হে প্রভু! নিজ কুল ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হওয়ায় সকলের নেত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহের পরমপ্রিয় যদুবংশ শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিব্য শ্রীবিগ্রহের লীলা সংবরণ কেমন করে করলেন? ১১-৩০-২

প্রত্যাক্রষ্টুং নয়নমবলা যত্র লগ্নং ন শেকুঃ

কর্ণাবিষ্টং ন সরতি ততো যৎ সতামাত্মলগ্নম্।

যচ্ছ্রীর্বাচাং জনয়তি রতিং কিং নু মানং কবীনাং

দৃষ্ট্বা জিষ্ণোর্যুধি রথগতং যচ্চ তৎসাম্যমীয়ুঃ॥ ১১-৩০-৩

BANGLADARSHAN.COM

ভগবন্! যখন রমণীকুলের নেত্র তাঁর শ্রীবিগ্রহে যুক্ত হত তখন তারা তা স্থানান্তরণ করতেও অসমর্থ হয়ে পড়ত। যখন সন্ত ব্যক্তি তাঁর রূপ মাধুর্যের বর্ণনা শোনেন তখন সেই শ্রীবিগ্রহ কর্ণ পথে প্রবেশ করে তাঁদের চিত্তে সুস্থিত হয়ে যায়, সেই স্থান ত্যাগ করতেও তাঁরা অসমর্থ হয়ে পড়েন। তাঁর মনোমোহিনী সৌন্দর্য কবিদের কাব্যরচনাতে অনুরাগ সিঞ্চন করে থাকে এবং কবিকূলের সম্মান বৃদ্ধি করে থাকে। তাঁর সম্বন্ধে কোনো কথা বলাই যথেষ্ট নয়। মহাভারতের যুদ্ধের সময় যখন তিনি আমার পিতামহ অর্জুনের রথোপরি উপবিষ্ট হয়েছিলেন তখন তাঁর পুণ্য দর্শন মাত্রেই সকল যোদ্ধা পুণ্য লাভ করেছিল; তারা সারূপ্য মুক্তি লাভ করেছিল। তাঁর এইরূপ অদ্ভুত শ্রীবিগ্রহকে তিনি কীভাবে অন্তর্ধান করলেন? ১১-৩০-৩

ঋষিরুবাচ

দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ মহোৎপাতান্ সমুত্থিতান্।

দৃষ্ট্বাসীনান্ সুধর্মায়াং কৃষ্ণঃ প্রাহ যদূনিদম্॥ ১১-৩০-৪

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! যখন আকাশে, ভূমিতে ও অন্তরীক্ষে শ্রীকৃষ্ণ অতি ভয়ংকর উৎপাত ও অশুভ লক্ষণ লক্ষ করলেন তখন তিনি সুধর্মা-সভায় উপস্থিত সকল যদুবংশ জাতদের বললেন। ১১-৩০-৪

এতে ঘোরা মহোৎপাতা দ্বার্বত্যাং যমকেতবঃ।

মুহূর্ত্তমপি ন স্থেয়মত্র নো যদুপুঙ্গবাঃ॥ ১১-৩০-৫

হে যদুবংশ শিরোমণিগণ! এই দেখো দ্বারকায় অতি ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এ যেন সাক্ষাৎ যমের ধ্বজাসম আমাদের ভয়ানক অনিষ্ট ও বিপর্যয়-এর পূর্বসূচনা ঘোষণা করছে। আর আমাদের বেশিক্ষণ এখানে অবস্থান করা ঠিক হবে না। ১১-৩০-৫

স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ শঙ্খোদ্ধারং ব্রজন্ত্বিতঃ।

বয়ং প্রভাসং যাস্যামো যত্র প্রত্যক্ সরস্বতী॥ ১১-৩০-৬

আবালবৃদ্ধবনিতা সকল এখান থেকে শঙ্খোদ্বারক্ষেত্র অভিমুখে গমন করুক আর আমরা সেই প্রভাসক্ষেত্রে গমন করব যেখানে সরস্বতী পশ্চিমমুখী হয়ে সাগরে মিলিত হয়েছে। ১১-৩০-৬

তত্রাভিষিচ্য শুচয় উপোষ্য সুসমাহিতাঃ।

দেবতাঃ পূজয়িষ্যামঃ স্নপনালেপনার্হণৈঃ॥ ১১-৩০-৭

প্রভাসক্ষেত্রে আমরা স্নান করে পবিত্র হব, উপবাস করব এবং একাগ্রচিত্তে স্নান ও চন্দনাদি সামগ্রী সহযোগে দেবতাদের পূজায় আত্মনিবেদিত থাকব। ১১-৩০-৭

ব্রাহ্মণাংস্তু মহাভাগান্ কৃতস্বস্ত্যয়না বয়ম্।

গোভূহিরণ্যবাসোভির্গজাশ্বরথবেশ্মভিঃ॥ ১১-৩০-৮

সেখানে স্বস্তিবাচন করে আমরা গাভী, ভূমি, স্বর্ণ, বস্ত্র, হস্তী, অশ্ব, রথ এবং গৃহাদি দ্বারা মহাত্মা ব্রাহ্মণদের সেবা করব। ১১-৩০-৮

বিধিরেষ হ্যরিষ্টঘ্নো মঙ্গলায়নমুত্তমম্।

দেবদ্বিজগবাং পূজা ভূতেষু পরমো ভবঃ॥ ১১-৩০-৯

এই বিধিসকল অমঙ্গল বিনাশকারী ও পরম মঙ্গলজনক। হে যদুবংশ শিরোমণিগণ! দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং গাভীর পূজন করা হল মানব জন্মের পরম প্রাপ্তি। ১১-৩০-৯

ইতি সর্বে সমাকর্ণ্য যদুবৃদ্ধা মধুদ্বিষঃ।

তথেতি নৌভিরুত্তীর্য প্রভাসং প্রযযূ রথৈঃ॥ ১১-৩০-১০

হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কথা বয়োবৃদ্ধ যদুবংশজাতগণ সর্বতোভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করলেন। সকলে তখন জলপথ অতিক্রম করে রথে প্রভাসক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করলেন। ১১-৩০-১০

তস্মিন্ ভগবতাऽऽদিষ্টং যদুদেবেন যাদবাঃ।

চক্রুঃ পরময়া ভক্ত্যা সর্বশ্রেয়োপবৃংহিতম্॥ ১১-৩০-১১

প্রভাসক্ষেত্রে উপনীত হয়ে যাদবগণ যদুবংশ শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে পরম শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে শান্তিবাক্য উচ্চারণ ও অন্যান্য মঙ্গলাচরণ করলেন। ১১-৩০-১১

ততস্তস্মিন্ মহাপানং পপুর্মৈরেয়কং মধু।

দিষ্টবিভ্রংশিতধিয়ো যদ্দ্রবৈর্ভ্রশ্যতে মতিঃ॥ ১১-৩০-১২

এই সকল কার্য সুসম্পন্ন অবশ্যই হল কিন্তু দৈবযোগে তাদের সুবুদ্ধি বিনাশ হল। তারা সকলে সেই মৈরেয়ক সুরা পান করতে আরম্ভ করল যার নেশায় মতিভ্রম হয়ে থাকে। এই সুরা পান কালে সুমিষ্ট কিন্তু পরিণামে সর্বনাশকারী বলে পরিচিত। ১১-৩০-১২

মহাপানাভিমত্তানাং বীরাণাং দৃপ্তচেতসাম্।

কৃষ্ণমায়াবিমূঢ়ানাং সঙ্ঘর্ষঃ সুমহানভূৎ॥ ১১-৩০-১৩

সেই তীব্র সুরাপানে সকলেই উন্মত্ত হয়ে উঠল। পরম অহংকারযুক্ত যদুবংশজাত বীরগণ সুরাসক্ত মত্ত অবস্থায় পরস্পরে কলহ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হল। শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় তারা মূঢ় দশা প্রাপ্ত হয়েছিল। ১১-৩০-১৩

যুযুধুঃ ক্রোধসংরব্ধা বেলায়ামাততায়িনঃ।

ধনুর্ভিরসিভির্ভল্লৈর্গদাভিস্তোমরর্ষ্টিভিঃ॥ ১১-৩০-১৪

BANGLADARSHAN.COM

মত্ত বীরগণ ক্রোধান্বিত হয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করতে শুরু করল। সেই কলহে তরবারি, ধনুর্বাণ, বর্শা, গদা, তোমর আদি অস্ত্রশস্ত্র যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সমুদ্রতট রণক্ষেত্রে পরিণত হল। ১১-৩০-১৪

পতৎপতাকৈ রথকুঞ্জরাদিভিঃ খরোষ্ট্রগোভির্মাহিষৈর্নরৈরপি।

মিথঃ সমেত্যাশ্বতরৈঃ সুদুর্মদা ন্যহঞ্ছরৈর্দদ্ভিরিব দ্বিপা বনে॥ ১১-৩০-১৫

মত্ত যদুবংশজাতগণ সবাহন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে যুক্ত হয়ে পড়ল। বাহনরূপে রথ, হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, মহিষ, গর্দভ, বলদ এমনকি মানুষও ব্যবহৃত হতে দেখা গেল। রণক্ষেত্রে কোলাহল মাত্রা অত্যধিক হল; যেন অরণ্যের হস্তীযূথ তীক্ষ্ণ দণ্ডাঘাতে পরস্পরকে পর্যুদস্ত করতে উদ্যত হয়েছে—এইরূপ মনে হতে লাগল। বাহন ধ্বজা সবই যুদ্ধে স্থান পেল। যুদ্ধ পদাতিকদের মধ্যেও প্রসারিত হয়ে গেল। ১১-৩০-১৫

প্রদ্যুম্নসাম্বৌ যুধি রূঢ়মৎসরাবক্রূরভোজাবনিরুদ্ধসাত্যকী।

সুভদ্রসঙ্গ্রামজিতৌ সুদারুণৌ গদৌ সুমিত্রাসুরথৌ সমীয়তুঃ॥ ১১-৩০-১৬

মহারণে বাস্তবে কে প্রতিপক্ষ, তার হুঁশ রইল না। এইভাবে প্রদ্যুম্ন-সাম্ব, অক্রূর-ভোজ, অনিরুদ্ধ-সাত্যকি, সুভদ্র-সংগ্রামজিৎ, গদ-গদপুত্র এবং সুমিত্র-সুরথ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ল। সকলেই কুশল যোদ্ধা বলে পরিচিত। মত্ত জ্ঞানশূন্য অবস্থায় তারা পরস্পরকে বধ করতে লাগল। ১১-৩০-১৬

অন্যে চ যে বৈ নিশঠোল্মুকাদয়ঃ সহস্রজিচ্ছতজিদ্ভানুমুখ্যাঃ।

অন্যোন্যমাসাদ্য মদান্ধকারিতা জঘ্নুর্মুকুন্দেন বিমোহিতা ভৃশম্॥ ১১-৩০-১৭

এদিকে নিশঠ, উল্মুক, সহস্রজিৎ, সতজিৎ এবং ভানু প্রভৃতিরাও যুদ্ধে একে অপরকে বিনাশ করতে প্রবৃত্ত হল। সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত। সুরাসক্ত অবস্থায় তারা হিতাহিত জ্ঞান বিরহিত হয়ে পড়েছিল। ১১-৩০-১৭

দাশার্হবৃষ্ণ্যন্ধকভোজসাত্বতা মধ্বর্বুদা মাথুরশূরসেনাঃ।

বিসর্জনাঃ কুকুরা কুন্তয়শ্চ মিথস্ততস্তেঽথ বিসৃজ্য সৌহৃদম্॥ ১১-৩০-১৮

BANGLADARSHAN.COM

দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজ, সাত্বত, মধু, অর্বুদ, মাথুর, শূরসেন, বিসর্জন, কুকুর এবং কুন্তি আদি বংশের ব্যক্তিগণ পরস্পরের মধ্যে নিবিড় প্রেম-প্রীতি-সৌহার্দ্য ভুলে গিয়ে একে অপরকে আক্রমণ করতে লাগল। ১১-৩০-১৮

পুত্রা অযুধ্যন্ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চ স্বস্রীয়দৌহিত্রপিতৃব্যমাতুলৈঃ।

মিত্রাণি মিত্রৈঃ সুহৃদঃ সুহৃদ্ভির্জ্ঞাতীংস্ত্বহঞ্জ্ঞাতয় এব মূঢ়াঃ॥ ১১-৩০-১৯

বিমূঢ়মতি হয়ে পুত্র পিতার, ভ্রাতা ভ্রাতার, স্বস্ত্রীয় মাতুলের, পৌত্র মাতামহের, মিত্র মিত্রের, সুহৃদ সুহৃদের, পিতৃব্য ভ্রাতুস্পুত্রের, স্বগোত্রগণ পরস্পরকে বধ করতে লাগল। ১১-৩০-১৯

শরেষু ক্ষীয়মাণেষু ভজ্যমানেষু ধন্বসু।

শস্ত্রেষু ক্ষীয়মাণেষু মুষ্টিভির্জহ্রুরেরকাঃ॥ ১১-৩০-২০

যখন বাণভাণ্ডার নিঃশেষিত হল, ধনুক ভেঙে গেল ও অস্ত্রশস্ত্রাদি অবশিষ্ট রইল না তখন তারা সমুদ্রতীরে উদ্ভূত এরকা ঘাস উৎপাটন করে যুদ্ধে ব্যবহার করতে লাগল। এই সেই এরকা ঘাস—যা ঋষিগণের অভিশাপে মুষলচূর্ণ হতে উদ্ভূত। ১১-৩০-২০

তা বজ্রকল্পা হ্যভবন্ পরিঘা মুষ্টিনা ভৃতাঃ।

জঘ্নুর্দ্বিষস্তৈঃ কৃষ্ণেন বার্যমাণাস্তু তং চ তে॥ ১১-৩০-২১

প্রত্যনীকং মন্যমানা বলভদ্রং চ মোহিতাঃ।

হন্তুং কৃতধিয়ো রাজন্নাপন্না আততায়িনঃ॥ ১১-৩০-২২

হে রাজন্! এরকা ঘাস তাদের হাতে যেতেই তা বজ্রসম কঠোর মুদ্গরে পরিবর্তিত হল। ক্রোধে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হতে প্রতিপক্ষকে হত্যা করবার জন্য তারা সেই মুষ্টিবদ্ধ এরকা ঘাস ব্যবহার করতে লাগল। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের এই হত্যাকাণ্ডে বিরত থাকবার কথা

বললেন তারা তাকে ও অগ্রজ বলরামকে নিজ শত্রু জ্ঞান করতে লাগল। মতিভ্রম এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হল যে তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করবার জন্যও অগ্রসর হয়েছিল। ১১-৩০-২১-২২

অথ তাবপি সঙ্ক্রুদ্ধাবুদ্যম্য কুরুনন্দন।

এরকামুষ্টিপরিঘৌ চরন্তৌ জঘ্নতুর্যুধি॥ ১১-৩০-২৩

হে কুরুনন্দন! এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামও ক্রোধযুক্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ইতস্তত বিচরণ করতে লাগলেন এবং হস্তদ্বারা এরকা ঘাস উৎপাটন করে তাদের প্রহার করতে লাগলেন। এরকা ঘাসের গুচ্ছ মুদ্গরবৎ আঘাত করতে সক্ষম ছিল। ১১-৩০-২৩

ব্রহ্মশাপোপসৃষ্টানাং কৃষ্ণমায়াবৃতাত্মনাম্।

স্পর্ধাক্রোধঃ ক্ষয়ং নিন্যে বৈণবোঽগ্নির্যথা বনম্॥ ১১-৩০-২৪

যেমন বাঁশের ঘর্ষণে উৎপন্ন দাবানল বাঁশের বনকেই ভস্মীভূত করে দেয়, ঠিক সেইভাবেই ব্রহ্মশাপগ্রস্ত এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত যদুবংশজাতদের স্পর্ধাযুক্ত ক্রোধ তাদের ধ্বংস করল। ১১-৩০-২৪

এবং নষ্টেষু সর্বেষু কুলেষু স্বেষু কেশবঃ।

অবতারিতো ভুবো ভার ইতি মেনেঽবশেষিতঃ॥ ১১-৩০-২৫

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে সমস্ত যদুবংশের সংহার কার্য সম্পন্ন হয়েছে তখন তিনি নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে জগতের অবশিষ্ট ভারও লাঘব হল। ১১-৩০-২৫

রামঃ সমুদ্রবেলায়াং যোগমাস্থায় পৌরুষম্।

তত্যাজ লোকং মানুষ্যং সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি॥ ১১-৩০-২৬

BANGLADARSHAN.COM

হে পরীক্ষিৎ! বলরাম সমুদ্র তটভূমিতে উপবেশন করে একাগ্রচিত্ত হয়ে পরমাত্মতত্ত্বে নিমগ্ন হয়ে নিজ আত্মাকে আত্মস্বরূপেই স্থিত করলেন ও মানব শরীর ত্যাগ করলেন। ১১-৩০-২৬

রামনির্যাণমালোক্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ।

নিষসাদ ধরোপস্থে তূষ্ণীমাসাদ্য পিপ্পলম্॥ ১১-৩০-২৭

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে তাঁর অগ্রজ বলরাম পরমপদে লীন হয়ে গেলেন তখন তিনি এক ক্ষীরদ্রুম বৃক্ষের তলায় গিয়ে শান্ত হয়ে ভূমিতে উপবেশন করলেন। ১১-৩০-২৭

বিভ্রচ্চতুর্ভুজং রূপং ভ্রাজিষ্ণু প্রভয়া স্বয়া।

দিশো বিতিমরাঃ কুর্বন্ বিধূম ইব পাবকঃ॥ ১১-৩০-২৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন অঙ্গকান্তিতে সমুজ্জ্বল চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করেছেন। তাঁর অঙ্গকান্তি ধূম্ররহিত অগ্নিসম প্রকাশমান হয়েছিল। ১১-৩০-২৮

শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং তপ্তহাটকবর্চসম্।

কৌশেয়াম্বরযুগ্মেন পরিবীতং সুমঙ্গলম্॥ ১১-৩০-২৯

তাঁর নবজলদ শ্যামল অঙ্গ থেকে তপ্ত কাঞ্চনবৎ অঙ্গজ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। বক্ষস্থলে সেই শ্রীবৎসচিহ্ন, তাঁর অঙ্গে কৌপেয় বস্ত্র ও উত্তরীয় পরম শোভান্বিত ছিল। তাঁর সেই রূপ অতি মঙ্গলময় রূপ। ১১-৩০-২৯

সুন্দরস্মিতবক্ত্রাব্জং নীলকুন্তলমণ্ডিতম্।

পুণ্ডরীকাভিরামাক্ষং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্॥ ১১-৩০-৩০

তাঁর অধরে ছিল অতি রহস্যজনক স্মিতহাস্য ও কপোলে নীলকুণ্ডল অনুপম সৌন্দর্যের সমাবেশ। সুন্দর সুকুমার পদ্মপলাশলোচন-যুগল তার ভক্তদের পরম কৃপা বিতরণে সতত সচেষ্ট ছিল। কর্ণে মকরকুণ্ডলদ্বয়ও দিব্য আলোক বিতরণ করছিল। ১১-৩০-৩০

কটিসূত্রব্রহ্মসূত্রকিরীটকটকাঙ্গদৈঃ।

হারনূপুরমুদ্রাভিঃ কৌস্তুভেন বিরাজিতম্॥ ১১-৩০-৩১

তাঁর অনুপম শোভায় কটিতে কটিসূত্র, স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত, মস্তকে কিরীট, করদ্বয়ে বলয়, বাহুযুগলে বাজুবন্ধ, কণ্ঠে কণ্ঠহার, চরণযুগলে মঞ্জীর, অঙ্গুলিতে অঙ্গবীর ও বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি স্বমহিমায় বিরাজমান ছিল। ১১-৩০-৩১

বনমালাপরীতাঙ্গং মূর্তিমদ্ভির্নিজায়ুধৈঃ।

কৃত্বোরৌ দক্ষিণে পাদমাসীনং পঙ্কজারুণম্॥ ১১-৩০-৩২

বনমালা ছিল আজানুলম্বিত। শঙ্খ, চক্র, গদা, আদি আয়ুধ রূপ পরিগ্রহ করে যেন প্রভুর সেবায় সতত নিয়োজিত ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন বাম চরণ দক্ষিণ জানুতে স্থাপন করে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর অরুণপদতল রক্তকমলবৎ প্রকাশমান ছিল। ১১-৩০-৩২

মুসলাবশেষায়ঃখণ্ডকৃতেষুর্লুব্ধকো জরা।

মৃগাস্যাকারং তচ্চরণং বিব্যাধ মৃগশঙ্কয়া॥ ১১-৩০-৩৩

হে পরীক্ষিৎ! জরা নামক এক ব্যাধ ছিল। সে মুষলের অবশিষ্টাংশ দ্বারা নিজ বাণের মুখকে সুতীক্ষ্ণ করেছিল। ভগবানের রক্তিমাভ পদতলকে সে দূর থেকে মৃগমুখমণ্ডল মনে করল। তাকে হরিণ জ্ঞানে সে শরবিদ্ধ করল। ১১-৩০-৩৩

চতুর্ভুজং তং পুরুষং দৃষ্ট্বা স কৃতকিল্বিষঃ।

ভীতঃ পপাত শিরসা পাদয়োরসুরদ্বিষঃ॥ ১১-৩০-৩৪

যখন সে নিকটে গমন করল তখন সে দেখল যে তার শর বাস্তবে এক চতুর্ভুজ ব্যক্তিকে বিদ্ধ করেছে। সে তো অপরাধ করেই ফেলেছিল, তাই সে ভয়ে কাঁপতে লাগল। সে দৈত্যদলন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে মস্তক রেখে ভূপতিত হল। ১১-৩০-৩৪

অজানতা কৃতমিদং পাপেন মধুসূদন।

ক্ষন্তুমর্হসি পাপস্য উত্তমঃশ্লোক মেঽনঘ॥ ১১-৩০-৩৫

সে বলল—হে মধুসূদন! আমি অজ্ঞানে এই পাপকর্ম করেছি। বাস্তবে আমি অতি বড় পাপী; কিন্তু আপনি তো পরম যশস্বী ও বিকাররহিত। আপনি অনুগ্রহ করে আমার অপরাধ মার্জনা করুন। ১১-৩০-৩৫

যস্যানুস্মরণং নৃণামজ্ঞানধ্বান্তনাশনম্।

বদন্তি তস্য তে বিষ্ণো ময়াসাধু কৃতং প্রভো॥ ১১-৩০-৩৬

হে সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান প্রভু! সিদ্ধপুরুষগণ বলে থাকেন যে আপনাকে স্মরণ করলেই মানবের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়ে যায়। এ অতি বড় বিধিবিড়ম্বনা যে আমি নিজে আপনার অনিষ্টকারী চিহ্নিত হয়ে গেলাম। ১১-৩০-৩৬

তন্মাশু জহি বৈকুণ্ঠ পাপ্মানং মৃগলুব্ধকম্।

যথা পুনরহং ত্বেবং ন কুর্যাৎ সদতিক্রমম্॥ ১১-৩০-৩৭

হে বৈকুণ্ঠনাথ! আমি নিরীহ হরিণদের হত্যাকারী মহাপাপী। আপনি আমাকে এখনই বধ করুন যাতে আমার মৃত্যু হলে আমি যেন আর কখনো আপনার মতন মহাপুরুষদের প্রতি অপরাধ না করতে পারি। ১১-৩০-৩৭

যস্যাত্মযোগরচিতং ন বিদুর্বিরিঞ্চো রুদ্রাদয়োঽস্য তনয়াঃ পতয়ো গিরাং যে।

ত্বন্মায়য়া পিহিতদৃষ্টয় এতদঞ্জঃ কিং তস্য তে বয়মসদ্‌গতয়ো গৃণীমঃ॥ ১১-৩০-৩৮

ভগবন্! সম্পূর্ণ বিদ্যায় পারদর্শী ব্রহ্মা এবং তাঁর পুত্র রুদ্র আদিও আপনার যোগমায়ার বিলাস হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হন না; কারণ তাঁদের দৃষ্টিও আপনার মায়াদ্বারা আবৃত। এই অবস্থায় আমাদের মতন পাপযোনির লোকেরা সে বিষয়ে কী বলতে পারে? ১১-৩০-৩৮

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীভগবানুবাচ

মা ভৈর্জরে ত্বমুত্তিষ্ঠ কাম এষ কৃতো হি মে।

যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতঃ স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্॥ ১১-৩০-৩৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–হে জরা! ভয় পাস না, ওঠ! এ তো তুই আমার মনের অনুকূল কাজ করেছিস। তুই যা, আমার আজ্ঞায় তুই স্বর্গে নিবাস কর–যা অতি পুণ্যবান ব্যক্তিরাই প্রাপ্ত করে থাকে। ১১-৩০-৩৯

ইত্যাদিষ্টো ভগবতা কৃষ্ণেনেচ্ছাশরীরিণা।

ত্রিঃ পরিক্রম্য তং নত্বা বিমানেন দিবং যযৌ॥ ১১-৩০-৪০

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো স্বেচ্ছায় নিজ দেহ ধারণ করে থাকেন। যখন তিনি জরা নামক ব্যাধকে এই আদেশ দিলেন তখন সে ভগবানকে তিনবার পরিক্রমা করল, প্রণাম নিবেদন করল এবং বিমানে আরোহণ করে স্বর্গে চলে গেল। ১১-৩০-৪০

দারুকঃ কৃষ্ণপদবীমন্বিচ্ছন্নধিগম্য তাম্।

বায়ুং তুলসিকামোদমাঘ্রায়াভিমুখং যযৌ॥ ১১-৩০-৪১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক তখন তাঁর অবস্থানের অন্বেষণ করতে লাগল; তাঁর ধারণ করা তুলসীর গন্ধযুক্ত বায়ু অনুগমন করে সে সম্মুকে এগিয়ে এল। ১১-৩০-৪১

তং তত্র তিগ্মদ্যুভিরায়ুধৈর্বৃতং হ্যশ্বত্থমূলে কৃতকেতনং পতিম্।

স্নেহপ্লুতাত্মা নিপপাত পাদয়ো রথাদবপ্লুত্য সবাষ্পলোচনঃ॥ ১১-৩০-৪২

BANGLADARSHAN.COM

দারুক সেখানে গিয়ে দেখল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। অমিত তেজোদীপ্ত আয়ুধগণ মূর্তি পরিগ্রহ করে তাঁর সেবায় সংলগ্ন। তাঁকে প্রত্যক্ষ করে দারুকের নয়নযুগল প্লাবিত হল। সে রথ থেকে অবতরণ করে ভগবানের শ্রীচরণে পতিত হল। ১১-৩০-৪২

অপশ্যতস্ত্বচ্চরণাম্বুজং প্রভো দৃষ্টিঃ প্রনষ্টা তমসি প্রবিষ্টা।

দিশো ন জানে ন লভে চ শান্তিং যথা নিশায়ামুডুপে প্রনষ্টে॥ ১১-৩০-৪৩

সে ভগবানের উদ্দেশে প্রার্থনা নিবেদন করল–হে প্রভু! নিশীথে চন্দ্র অস্ত গেলে পথিকের যে অবস্থা হয়, আপনার পাদপদ্মের দর্শন না পেয়ে আমারও তাই হয়েছে। আমি দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছি, আমাকে অন্ধকার ঘিরে রেখেছে। এখন আমি দিগ্‌ভ্রান্ত; আমার চিত্ত অশান্ত। ১১-৩০-৪৩

ইতি ব্রুবতি সূতে বৈ রথো গরুড়লাঞ্ছনঃ।

খমুৎপপাত রাজেন্দ্র সাশ্বধ্বজ উদীক্ষতঃ॥ ১১-৩০-৪৪

হে পরীক্ষিৎ! যখন দারুক এইরূপ বলছিল তখন তার সম্মুখেই ভগবানের পতাকা ও অশ্বযুক্ত গরুড়ধ্বজ রথ আকাশে উঠে মিলিয়ে গেল। ১১-৩০-৪৪

তমন্বগচ্ছন্ দিব্যানি বিষ্ণুপ্রহরণানি চ।

তেনাতিবিস্মিতাত্মানং সূতমাহ জনার্দনঃ॥ ১১-৩০-৪৫

রথকে অনুসরণ করে ভগবানের দিব্য আয়ুধসকলও চলে গেল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে দারুক আশ্চর্যান্বিত হল। তখন ভগবান তাকে বললেন। ১১-৩০-৪৫

গচ্ছ দ্বারবতীং সূত জ্ঞাতীনাং নিধনং মিথঃ।

সঙ্কর্ষণস্য নির্যাণং বন্ধুভ্যো ব্রূহি মদ্দশাম্॥ ১১-৩০-৪৬

হে দারুক! এবার তুমি দ্বারকা গমন করো এবং সেখানে যদুবংশজাতদের পরস্পর সংহার, অগ্রজ বলরামের পরমগতি এবং আমার স্বধাম গমন বার্তা প্রদান করো। ১১-৩০-৪৬

দ্বারকায়াং চ ন স্থেয়ং ভবদ্ভিশ্চ স্ববন্ধুভিঃ।
ময়া ত্যক্তাং যদুপুরীং সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি॥ ১১-৩০-৪৭

তাঁদের বলবে যে আত্মীয়পরিজন সহযোগে আর দ্বারকায় অবস্থান করা উচিত নয়; আমার অনুপস্থিতিতে সমুদ্র অচিরেই দ্বারকা নগরীকে প্লাবিত করে দেবে। ১১-৩০-৪৭

স্বং স্বং পরিগ্রহং সর্বে আদায় পিতরৌ চ নঃ।
অর্জুনেনাবিতাঃ সর্ব ইন্দ্রপ্রস্থং গমিষ্যথ॥ ১১-৩০-৪৮

সকলে যেন ধনসম্পদ, আত্মীয়স্বজন ও আমার জনক-জননীকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করে ও অর্জুনের আশ্রয়ে নিবাস করে। ১১-৩০-৪৮

তং তু মদ্ধর্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ।
মন্মায়ারচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ॥ ১১-৩০-৪৯

হে দারুক! তুমি আমার উপদিষ্ট ভাগবতধর্ম আশ্রয় করে এবং জ্ঞাননিষ্ঠ হয়ে সব কিছু উপেক্ষা করো এবং এই দৃশ্যকে আমার মায়ার খেলা মনে করে শান্ত হয়ে যাও। ১১-৩০-৪৯

ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য নমস্কৃত্য পুনঃ পুনঃ।
তৎপাদৌ শীর্ষ্ণ্যুপাধায় দুর্মনাঃ প্রযযৌ পুরীম্॥ ১১-৩০-৫০

ভগবানের আদেশ শিরোধার্য করে দারুক তাঁকে পরিক্রমা করে তাঁর চরণকমলে মস্তক অবনত করে বারংবার প্রণাম নিবেদন করল। প্রণামান্তে সে বিষণ্ণচিত্তে দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করল। ১১-৩০-৫০

BANGLADARSHAN.COM

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥

একত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবানের স্বধামগমন

শ্রীশুক উবাচ

অথ তত্রাগমদ্ ব্রহ্মা ভবান্যা চ সমং ভবঃ।

মহেন্দ্রপ্রমুখা দেবা মুনয়ঃ সপ্রজেশ্বরাঃ॥ ১১-৩১-১

পিতরঃ সিদ্ধগন্ধর্বা বিদ্যাধরমহোরগাঃ।

চারণা যক্ষরক্ষাংসি কিন্নরাপ্সরসো দ্বিজাঃ॥ ১১-৩১-২

দ্রষ্টুকামা ভগবতো নির্যাণং পরমোৎসুকাঃ।

গায়ন্তশ্চ গৃণন্তশ্চ শৌরেঃ কর্মাণি জন্ম চ॥ ১১-৩১-৩

ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি বিমানাবলিভির্নভঃ।

কুর্বন্তঃ সঙ্কুলং রাজন্ ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ॥ ১১-৩১-৪

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! দারুক স্থান ত্যাগ করবার পর ব্রহ্মা, শিব-পার্বতী, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, মরীচি আদি প্রজাপতিগণ, শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষিগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব-বিদ্যাধরগণ, নাগ-চারণ, যক্ষ-রাক্ষসগণ, কিন্নর অপ্সরাগণ, গরুড়লোকের পক্ষীগণ ও মৈত্রেয় আদি ব্রাহ্মণগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম গমনকে প্রত্যক্ষ করবার নিমিত্ত কৌতূহল প্রেরিত হয়ে সেই স্থানে উপনীত হলেন। উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমীগণ ভগবানের জন্ম ও লীলার কীর্তনে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁদের উপস্থিতিতে বিমান পথ সুসংবৃত হয়ে গেল। চারিদিকে সুগন্ধযুক্ত পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। ১১-৩১-১-২-৩-৪

BANGLADARSHAN.COM

ভগবান্ পিতামহং বীক্ষ্য বিভূতীরাত্মনো বিভুঃ।

সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং পদ্মনেত্রে ন্যমীলয়ৎ॥ ১১-৩১-৫

সর্বত্র বিরাজিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা ও নিজ বিভূতিস্বরূপ দেবতাগণকে প্রত্যক্ষ করে নিজ আত্মাকে স্বরূপে অভিনিবিষ্ট করলেন ও তাঁর রাজীবলোচনযুগলদ্বার রুদ্ধ করলেন। ১১-৩১-৫

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।

যোগধারণয়াগ্নেয্যা দগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্॥ ১১-৩১-৬

শ্রীভগবানের বিগ্রহ উপাসকগণের ধ্যান-ধারণার মঙ্গলময় আধার ও সমস্ত লোকের পরম আরাধ্য আশ্রয়। তাই তিনি অগ্নি সম্বন্ধিত যোগ ক্রিয়া দ্বারা তার দহন করলেন না। তিনি সশরীরে নিজ ধামে গমন করলেন। ১১-৩১-৬

দিবি দুন্দুভয়ো নেদুঃ পেতুঃ সুমনসশ্চ খাৎ।

সত্যং ধর্মো ধৃতির্ভূমেঃ কীর্তিঃ শ্রীশ্চানু তং যযুঃ॥ ১১-৩১-৭

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বধাম গমন কাল স্বর্গে দুন্দুভি বাদনে অভিবন্দিত হল। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। হে পরীক্ষিৎ! ভগবানের স্বধাম গমনের সঙ্গে সঙ্গে ইহলোক থেকে সত্য, ধর্ম, ধৈর্য, কীর্তি ও শ্রীদেবী বিদায় নিলেন। ১১-৩১-৭

দেবাদয়ো ব্রহ্মমুখ্যা ন বিশন্তং স্বধামনি।

অবিজ্ঞাতগতিং কৃষ্ণং দদৃশুশ্চাতিবিস্মিতাঃ॥ ১১-৩১-৮

মন ও বাণীর অগোচর শ্রীভগবানের স্বধাম গমন দৃশ্য ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কেউই দেখতে পেলেন না। ঘটনা প্রবাহ তাঁদের আশ্চর্যান্বিত ও বিস্মিত করল। ১১-৩১-৮

সৌদামন্যা যথাঽঽকাশে যান্ত্যা হিত্বাভ্রমণ্ডলম্।

গতির্ন লক্ষ্যতে মর্ত্যৈস্তথা কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ॥ ১১-৩১-৯

যেমন সৌদামিনী যখন মেঘমণ্ডলকে ত্যাগ করে পরম গতিসম্পন্ন হয়ে আকাশে প্রবেশ করে তখন মানব চক্ষু তা প্রত্যক্ষ করতে অসমর্থ হয়ে থাকে, ঠিক সেইভাবেই শ্রীভগবানের স্বধাম গমন দৃশ্য দেবতাগণ অনুধাবন করতে অসমর্থ হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গতি তাঁদের কাছে অজ্ঞাত ও অদৃশ্যই থেকে গেল। ১১-৩১-৯

ব্রহ্মরুদ্রাদয়স্তে তু দৃষ্ট্বা যোগগতিং হরেঃ।

বিস্মিতাস্তাং প্রশংসন্তঃ স্বং স্বং লোকং যযুস্তদা॥ ১১-৩১-১০

ব্রহ্মা ও ভগবান শংকর আদি দেবতারা ভগবানের এই পরম যোগময় গতি প্রত্যক্ষ করে যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হলেন। তাঁরা তাঁর মহিমা কীর্তন সহযোগে নিজ নিজ ধামে প্রত্যাগমন করলেন। ১১-৩১-১০

রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।

সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে সংহৃত্য চাত্মমহিমোপরতঃ স আস্তে॥ ১১-৩১-১১

হে পরীক্ষিৎ! অভিনেতা বহু চরিত্রের অভিনয়কালে চরিত্র অভিনয়ই করে থাকে ও নিজ সত্তা কখনো বিসর্জন দেয় না। ঠিক সেইভাবেই ভগবানের মানবদেহ ধারণ, লীলা ও শেষে তার সংবরণ তাঁর লীলার বিলাস মাত্র। তিনিই জগৎ সৃষ্টি করেন, তাতে তিনিই প্রবেশ করেন ও তাতে বিহার করেন এবং পরিশেষে সংহার করে নিজ অনন্ত মহিমাযুক্ত স্বরূপে বিলীন হয়ে যান। ১১-৩১-১১

BANGLADARSHAN.COM

মর্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং ত্বাং চানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্ত্রদগ্ধম্।

জিগ্যেঽন্তকান্তকমপীশমসাবনীশঃ কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্মৃগয়ুং সদেহম্॥ ১১-৩১-১২

সান্দীপনি গুরুর পুত্র যমালয়ে গমন করবার পরেও তিনি তাকে সশরীরে হাজির করেছিলেন। তোমার শরীর ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে দগ্ধ হয়েছিল কিন্তু তিনি তোমায় জীবিত করে দিয়েছিলেন। এই হল তাঁর শরণাগত বাৎসল্য। তিনি কালেরও কাল মহাকাল ভগবান শংকরকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। তিনি পরম অপরাধী ব্যাধকেও সশরীরে স্বর্গে পাঠিয়েছিলেন। হে পরীক্ষিৎ! নিজেই বিচার করে দেখো যে তিনি কী তাহলে নিজ দেহকে চিরকালের জন্য সংরক্ষণ করতে সমর্থ ছিলেন না। অবশ্যই তিনি সক্ষম ছিলেন। ১১-৩১-১২

তথাপ্যশেষস্থিতিসম্ভবাপ্যয়েষ্বন্যহেতুর্যদশেষশক্তিধৃক্।

নৈচ্ছৎ প্রণেতুং বপুরত্র শেষিতং মর্ত্যেন কিং স্বস্থগতিং প্রদর্শয়ন্॥ ১১-৩১-১৩

যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের একমাত্র কারণ ও পরম শক্তিসম্পন্ন তবুও তিনি তাঁর শ্রীবিগ্রহকে এই জগতে সংরক্ষণের ইচ্ছা করেননি। এর দ্বারা তিনি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেছেন যে তাঁর মানবশরীরের প্রয়োজনীয়তা তাঁর কাছে চিরকালের নয়। আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য তাঁর সুস্পষ্ঠ আদেশ যে, তাঁরা যেন শরীরকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার জন্য সচেষ্ট না হন। ১১-৩১-১৩

য এতাং প্রাতরুত্থায় কৃষ্ণস্য পদবীং পরাম্।

প্রযতঃ কীর্তয়েদ্ ভক্ত্যা তামেবাপ্নোত্যনুত্তমাম্॥ ১১-৩১-১৪

যে ব্যক্তি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম গমনের এই কথা ভক্তি ও একাগ্রতা সহকারে কীর্তন করবে সেই ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ পরমপদ লাভ করবে। ১১-৩১-১৪

দারুকো দ্বারকামেত্য বসুদেবোগ্রসেনয়োঃ।

পতিত্বা চরণাবস্রৈর্ন্যষিঞ্চৎ কৃষ্ণবিচ্যুতঃ॥ ১১-৩১-১৫

এদিকে দারুক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল হয়ে দ্বারকায় এলেন। তিনি বসুদেব ও উগ্রসেনের চরণে পতিত হয়ে তাঁদের চরণ অশ্রুজলে বিধৌত করতে লাগলেন। ১১-৩১-১৫

কথয়ামাস নিধনং বৃষ্ণীনাং কৃৎস্নশো নৃপ।

তচ্ছ্রুত্বোদ্বিগ্নহৃদয়া জনাঃ শোকবিমূর্চ্ছিতাঃ॥ ১১-৩১-১৬

হে পরীক্ষিৎ! তিনি কোনো ক্রমে নিজেকে সংযত করে যদুবংশজাতদের বিনাশের সম্পূর্ণ বিবরণ বিবৃত করলেন। সেই কথা শুনে সকলে অতি বিষণ্ণ হলেন এবং শোকে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। ১১-৩১-১৬

তত্র স্ম ত্বরিতা জগ্মুঃ কৃষ্ণবিশ্লেষবিহ্বলাঃ।

ব্যসবঃ শেরতে যত্র জ্ঞাতয়ো ঘ্নন্ত আননম্॥ ১১-৩১-১৭

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগে বিহ্বল হয়ে তাঁরা মস্তকে করাঘাত করতে করতে সেই বিশেষ স্থানে গমন করলেন যেখানে তাঁদের আত্মীয়স্বজনের দেহ নিষ্প্রাণ অবস্থায় শায়িত ছিল। ১১-৩১-১৭

দেবকী রোহিণী চৈব বসুদেবস্তথা সুতৌ।

কৃষ্ণরামাবপশ্যন্তঃ শোকার্তা বিজহুঃ স্মৃতিম্॥ ১১-৩১-১৮

দেবকী, রোহিণী এবং বসুদেব নিজ প্রিয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে না দেখতে পেয়ে শোকাহত হয়ে বাহ্যজ্ঞান-রহিত হয়ে পড়লেন। ১১-৩১-১৮

প্রাণাংশ্চ বিজহুস্তত্র ভগবদ্বিরহাতুরাঃ।

উপগুহ্য পতীংস্তাত চিতামারুরুহুঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ১১-৩১-১৯

BANGLADARSHAN.COM

তাঁরা শ্রীভগবানের বিরহে ব্যাকুল হয়ে সেইখানেই প্রাণত্যাগ করলেন। রমণীকুল নিজ পতির শবদেহ সনাক্ত করে আলিঙ্গন করে তাঁদের পতির চিতায় উপবেশন করে সহগামিনী হয়ে গেলেন। ১১-৩১-১৯

রামপত্ন্যশ্চ তদ্দেহমুপগুহ্যাগ্নিমাবিশন্।

বসুদেবপত্ন্যস্তদ্গাত্রং প্রদ্যুম্নাদীন্ হরেঃ স্নুষাঃ।

কৃষ্ণপত্ন্যোঽবিশন্নগ্নিং রুক্মিণ্যাদ্যাস্তদাত্মিকাঃ॥ ১১-৩১-২০

বলরামের পত্নীগণ তাঁর দেহকে, বসুদেবের পত্নীগণ তাঁর শবকে এবং ভগবানের পুত্রবধূগণ তাঁদের পতিদের নিষ্প্রাণ দেহ নিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী আদি পাটরানিগণ তাঁর ধ্যানে মগ্ন হয়ে অগ্নিতে প্রবিষ্ট হলেন। ১১-৩১-২০

অর্জুনঃ প্রেয়সঃ সখ্যুঃ কৃষ্ণস্য বিরহাতুরঃ।

আত্মানং সান্ত্বয়ামাস কৃষ্ণগীতৈঃ সদুক্তিভিঃ॥ ১১-৩১-২১

হে পরীক্ষিৎ! অর্জুন তাঁর প্রিয়তম ও সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহে প্রথমে অতি বিহ্বল হয়ে পড়লেন; তারপর তাঁর গীতোক্ত সুদপদেশ সকল স্মরণ করে নিজেকে সংযত করতে সমর্থ হলেন। ১১-৩১-২১

বন্ধূনাং নষ্টগোত্রাণামর্জুনঃ সাম্পরায়িকম্।

হতানাং কারয়ামাস যথাবদনুপূর্বশঃ॥ ১১-৩১-২২

যদুবংশের মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁদের কেউ পিণ্ডদান করবার ছিল না, অর্জুন একে একে বিধিপূর্বক তাঁদের শ্রাদ্ধ করালেন। ১১-৩১-২২

দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।

বর্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্॥ ১১-৩১-২৩

হে মহারাজ! ভগবানের অন্তর্ধানের পর সমুদ্র একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিবাস স্থান বাদে সমস্ত দ্বারকাকে নিমেষে প্লাবিত করল। ১১-৩১-২৩

নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্বমঙ্গলমঙ্গলম্॥ ১১-৩১-২৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখনও সেখানে নিত্য নিবাস করেন। সেই স্থানকে স্মরণ করলেই সমস্ত পাপ-তাপ হরণ হয়। তা সর্বমঙ্গলেরও মঙ্গলকারী। ১১-৩১-২৪

স্ত্রীবালবৃদ্ধানাদায় হতশেষান্ ধনঞ্জয়ঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থং সমাবেশ্য বজ্রং তত্রাভ্যষেচয়ৎ॥ ১১-৩১-২৫

হে প্রিয় পরীক্ষিৎ! পিণ্ডদান কার্য সমাপনান্তে সেইখানে উপস্থিত অবশিষ্ট আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে নিয়ে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন। যথাযোগ্য ব্যবস্থান্তে অর্জুন অনিরুদ্ধ পুত্র বজ্রর রাজ্যাভিষেক করে তাঁকে সিংহাসনে বসালেন। ১১-৩১-২৫

শ্রুত্বা সুহৃদ্বধং রাজন্নর্জুনাত্তে পিতামহাঃ।
ত্বাং তু বংশধরং কৃত্বা জগ্মুঃ সর্বে মহাপথম্॥ ১১-৩১-২৬

রাজন্! যদুবংশ সংহার বার্তা তোমার পিতামহগণ অর্জুনের কাছ থেকেই পেলেন। তখন তাঁরা তোমাকে বংশধররূপে রাজ্যপদে অভিষেক করে হিমালয়ের পথে যাত্রা করলেন। ১১-৩১-২৬

য এতদ্ দেবদেবস্য বিষ্ণোঃ কর্মাণি জন্ম চ।
কীর্তয়েচ্ছ্রদ্ধয়া মর্ত্যঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১১-৩১-২৭

আমি তোমাকে দেবতাদেরও আরাধ্য দেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্মলীলা অবগত করালাম। এই লীলার সংকীর্তন মানবকে সকল পাপ থেকে মুক্তি প্রদান করে থাকে। ১১-৩১-২৭

BANGLADARSHAN.COM

ইত্থং হরের্ভগবতো রুচিরাবতারবীর্যাণি বালচরিতানি চ শন্তমানি।
অন্যত্র চেহ চ শ্রুতানি গৃণন্ মনুষ্যো ভক্তিং পরাং পরমহংসগতৌ লভেত॥ ১১-৩১-২৮

হে পরীক্ষিৎ! যে এই অভয় প্রদানকারী অখিল সৌন্দর্য মাধুর্যনিধি শ্রীকৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধিত পরাক্রম গাথা ও এই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে ও অন্য পুরাণে বর্ণিত পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-কৈশোর লীলাদির সংকীর্তন করে সে পরমহংস মুনীন্দ্রগণের পরম প্রাপ্তব্য শ্রীকৃষ্ণচরণযুগলে পরাভক্তি লাভ করে। ১১-৩১-২৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে বৈয়াসিক্যামষ্টাদশসাহস্র্যাং পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥

॥ইত্যেকাদশঃ স্কন্ধঃ সমাপ্ত॥

॥হরিঃ ওঁ তৎসৎ॥

॥ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়॥

॥দ্বাদশঃ স্কন্ধঃ॥

প্রথম অধ্যায়

কলিযুগের রাজবংশের বর্ণনা

রাজোবাচ

স্বধামানুগতে কৃষ্ণে যদুবংশবিভূষণে।
কস্য বংশোঽভবৎ পৃথ্যামেতদাচক্ষ্ব মে মুনে॥ ১২-১-১

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্! যদুবংশ শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বধাম গমনের পর পৃথিবীর উপর কোন্ বংশের রাজত্ব শুরু হল? অতঃপরই বা কোন্ বংশের রাজত্বকাল হবে? আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন। ১২-১-১

শ্রীশুক উবাচ

BANGLADARSHAN.COM

যোঽন্ত্যঃ পুরঞ্জয়ো নাম ভাব্যো বার্হদ্রথো নৃপ।
তস্যামাত্যস্তু শুনকো হত্বা স্বামিনমাত্মজম্॥ ১২-১-২
প্রদ্যোতসংজ্ঞং রাজানং কর্তা যৎ পালকঃ সুতঃ।
বিশাখযূপস্তৎপুত্রো ভবিতা রাজকস্ততঃ॥ ১২-১-৩
নন্দিবর্ধনস্তৎপুত্রঃ পঞ্চ প্রদ্যোতনা ইমে।
অষ্টত্রিংশোত্তরশতং ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং নৃপাঃ॥ ১২-১-৪

শ্রীশুকদেব বললেন—হে সুপ্রিয় পরীক্ষিৎ! আমি তোমাকে নবম স্কন্ধে বলেছি যে জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথের বংশের শেষ রাজা হবেন পুরঞ্জয় অথবা রিপুঞ্জয়। তাঁর মন্ত্রী শুনক নিজ প্রভুকে হত্যা করে নিজ পুত্র প্রদ্যোতকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করবেন। 'প্রদ্যোতন' বলে পরিচিত এই বংশে পাঁচজন নরপতি পৃথিবীর উপর রাজত্ব করবেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে প্রদ্যোত, পালক, বিশাখযূপ, রাজক ও নন্দিবর্ধন। এই রাজবংশের হবে মোট একশত অষ্টত্রিংশ বৎসর। ১২-১-২-৩-৪

শিশুনাগস্ততো ভাব্যঃ কাকবর্ণস্তু তৎসুতঃ।
ক্ষেমধর্মো তস্য সুতঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেমধর্মজঃ॥ ১২-১-৫
দর্ভকস্তৎসুতো ভাবী দর্ভকস্যাজয়ঃ স্মৃতঃ।
নন্দিবর্ধন আজেয়ো মহানন্দিঃ সুতস্ততঃ॥ ১২-১-৬
নন্দিবর্ধন আজেয়ো মহানন্দিঃ সুতস্ততঃ।
শিশুনাগা দশৈবৈতে ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ম্॥ ১২-১-৭

সমা ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং কুরুশ্রেষ্ঠ কলৌ নৃপাঃ।

মহানন্দিসুতো রাজন্ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো বলী॥ ১২-১-৮

মহাপদ্মপতিঃ কশ্চিন্নন্দঃ ক্ষত্রবিনাশকৃৎ।

ততো নৃপা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়াস্ত্বধার্মিকাঃ॥ ১২-১-৯

এরপর শিশুনাগের রাজত্বকাল হবে। তিনিও বংশ পরম্পরায় রাজত্ব করবেন। শিশুনাগ বংশের দশ জন রাজা রাজত্ব করবেন; তাঁদের নাম যথাক্রমে শিশুনাগ, কাকবর্ণ, ক্ষেমধর্ম, ক্ষেত্রজ্ঞ, বিধিসার, অজাতশত্রু, দর্ভক, অজয়, নন্দিবর্ধন ও মহানন্দি। কলিযুগে এই বংশের মোট রাজত্বকাল হবে তিন শত ষষ্টি বৎসর। প্রিয় পরীক্ষিৎ! মহানন্দির শূদ্রা পত্নীর গর্ভের পুত্রের নাম নন্দক। নন্দক অতি বলবান হবেন। মহানন্দি 'মহাপদ্ম' নামক নিধির অধিপতি হবেন। তাই লোকেরা তাঁকে 'মহাপদ্ম'ও বলবেন। তিনি ক্ষত্রিয় রাজাদের বিনাশের কারণ হবেন। তখন থেকেই রাজাগণ প্রায়শ শূদ্র ও অধার্মিক হয়ে যাবেন। ১২-১-৫-৬-৭-৮-৯

স একচ্ছত্রাং পৃথিবীমনুল্লঙ্ঘিতশাসনঃ।

শাসিষ্যতি মহাপদ্মো দ্বিতীয় ইব ভার্গবঃ॥ ১২-১-১০

মহাপদ্ম পৃথিবীর একছত্র অধিপতি হবেন। তাঁর শাসনের অবমাননা করবার সাহস কেউ করবে না। ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশের দৃষ্টিতে দেখলে তাঁকে দ্বিতীয় পরশুরাম আখ্যা প্রদান করাই সঙ্গত। ১২-১-১০

তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ।

য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ॥ ১২-১-১১

মহাপদ্মের সুমাল্য আদি অষ্টপুত্র সকলেই রাজা হবেন। তাঁরা শত বৎসর কাল পর্যন্ত এই পৃথিবীকে উপভোগ করবেন। ১২-১-১১

BANGLADARSHAN.COM

নব নন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি।

তেষামভাবে জগতীং মৌর্যা ভোক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ॥ ১২-১-১২

স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।

তৎসুতো বারিসারস্তু ততশ্চাশোকবর্ধনঃ॥ ১২-১-১৩

সুযশা ভবিতা তস্য সঙ্গতঃ সযুশঃসুতঃ।

শালিশূকস্ততস্তস্য সোমশর্মা ভবিষ্যতি॥ ১২-১-১৪

শতধন্বা ততস্তস্য ভবিতা তদ্ বৃহদ্রথঃ।

মৌর্যা হ্যেতে দশ নৃপাঃ সপ্তত্রিংশচ্ছতোত্তরম্।

সমা ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং কলৌ কুরুকুলোদ্বহ॥ ১২-১-১৫

কৌটিল্য, বাৎসায়ন ও চাণক্য এই নামে সুপ্রসিদ্ধ একজন ব্রাহ্মণ বিশ্ববিখ্যাত নন্দ ও তাঁর সুমাল্যাদি অষ্টপুত্রকে বিনাশ করবেন। এরপর কলিযুগে মৌর্যবংশের নরপতিগণ রাজত্ব করবেন। সেই ব্রাহ্মণ প্রথমে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে রাজারূপে অভিষিক্ত করবেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বংশপরম্পরায় মোট দশজন রাজা রাজত্ব করবেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, বারিসার, অশোকবর্ধন, সুযশ, সঙ্গত, শালিশূক, সোমশর্মা, শতধন্বা, বৃহদ্রথ আদি হবে। মৌর্যবংশের রাজাগণ কলিযুগে মোট একশত সপ্তত্রিংশ বৎসর কাল পর্যন্ত পৃথিবীকে উপভোগ করবেন। ১২-১-১২-১৩-১৪-১৫

হত্বা বৃহদ্রথং মৌর্যং তস্য সেনাপতিঃ কলৌ।

পুষ্যমিত্রস্তু শুঙ্গাহ্বঃ স্বয়ং রাজ্যং করিষ্যতি।

অগ্নিমিত্রস্ততস্তস্মাৎ সুজ্যেষ্ঠোঽথ ভবিষ্যতি॥ ১২-১-১৬

বসুমিত্রো ভদ্রকশ্চ পুলিন্দো ভবিতা ততঃ।

ততো ঘোষঃ সুতস্তস্মাদ্ বজ্রমিত্রো ভবিষ্যতি॥ ১২-১-১৭

ততো ভাগবতস্তস্মাদ্ দেবভূতিরিতি শ্রুতঃ।

শুঙ্গা দশৈতে ভোক্ষ্যন্তি ভূমিং বর্ষশতাধিকম্॥ ১২-১-১৮

অবশেষে বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্র শুঙ্গ, রাজাকে বধ করে স্বয়ং রাজা হবেন। পুষ্পমিত্র শুঙ্গ বংশপরম্পরায় রাজত্ব করে যাবেন। এই বংশে মোট দশজন রাজা হবেন যাঁদের নাম যথাক্রমে এইরূপ হবে—পুষ্পমিত্র শুঙ্গ, অগ্নিমিত্র, সুজ্যেষ্ঠ, বসুমিত্র, ভদ্রক, পুলিন্দ, ঘোষ, বজ্রমিত্র, ভাগবত ও দেবভূতি। এই শুঙ্গবংশের নরপতিগণ মোট একশত দ্বাদশ বৎসর কাল পর্যন্ত পৃথিবীর পালন করবেন। ১২-১-১৬-১৭-১৮

ততঃ কাণ্বানিয়ং ভূমির্যাস্যত্যল্পগুণান্ নৃপ।

শুঙ্গং হত্বা দেবভূতিং কাণ্বোঽমাত্যস্তু কামিনম্॥ ১২-১-১৯

স্বয়ং করিষ্যতে রাজ্যং বসুদেবো মহামতিঃ।

তস্য পুত্রস্তু ভূমিত্রস্তস্য নারায়ণঃ সুতঃ।

নারায়ণস্য ভবিতা সুশর্মা নাম বিশ্রুতঃ॥ ১২-১-২০

কাণ্বায়না ইমে ভূমিং চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।

শতানি ত্রীণি ভোক্ষ্যন্তি বর্ষাণাং চ কলৌ যুগে॥ ১২-১-২১

হে পরীক্ষিৎ! শুঙ্গবংশের রাজত্বকালের অবসান হলে এই পৃথিবী কণ্ববংশী রাজাদের হাতে চলে যাবে। কণ্ববংশের নরপতিগণ তাঁদের পূর্ববর্তী নরপতিগণের থেকে কম গুণবান হবেন। শুঙ্গবংশের অন্তিম নরপতি দেবভূতি অতি লম্পট প্রকৃতির হবেন। তিনি তাঁর মন্ত্রী কণ্ববংশের বসুদেব দ্বারা নিহত হবেন। মন্ত্রী বসুদেবই স্বয়ং রাজা হয়ে বুদ্ধিবলে রাজত্ব করবেন। তিনিও বংশ-পরম্পরায় রাজত্ব করবেন। কণ্ববংশের নরপতিগণ 'কাণ্বায়ন' বলে পরিচিত হবেন। কণ্ববংশের চার নরপতিগণ হবেন—বসুদেব, ভূমিত্র, নারায়ণ এবং সুশর্মা। এই কণ্ববংশ কলিযুগে ত্রিশত পঞ্চচত্বারিংশ বৎসর কাল পৃথিবীকে উপভোগ করবেন। সুশর্মা অতিশয় যশস্বী হবেন। ১২-১-১৯-২০-২১

হত্বা কাণ্বং সুশর্মাণং তদ্ভৃত্যো বৃষলো বলী।

গাং ভোক্ষ্যত্যন্ধ্রজাতীয়ঃ কঞ্চিৎ কালমসত্তমঃ॥ ১২-১-২২

কৃষ্ণনামাথ তদ্ভ্রাতা ভবিতা পৃথিবীপতিঃ।

শ্রীশান্তকর্ণস্তৎপুত্রঃ পৌর্ণমাসস্তু তৎসুতঃ॥ ১২-১-২৩

লম্বোদরস্তু তৎপুত্রস্তস্মাচ্চিবিলকো নৃপঃ।

মেঘস্বাতিশ্চিবিলকাদটমানস্তু তস্য চ॥ ১২-১-২৪

অনিষ্টকর্মা হালেয়স্তলকস্তস্য চাত্মজঃ।

পুরীষভীরুস্তৎপুত্রস্ততো রাজা সুনন্দনঃ॥ ১২-১-২৫

হে প্রিয় পরীক্ষিৎ! কণ্ববংশের সুশর্মার এক শূদ্র সেবক থাকবেন। বলী নামক এই অন্ধ্রজাতির শূদ্র সেবকটি সুশর্মাকে বধ করে কিছুকাল স্বয়ং রাজত্ব করবেন। তিনি হবেন অতি দুষ্ট প্রকৃতির। অতঃপর তাঁর ভ্রাতা কৃষ্ণ রাজা হবেন। কৃষ্ণও বংশপরম্পরায় রাজত্ব করবেন। রাজাদের নাম যথাক্রমে এইরূপে হবে—কৃষ্ণ, শ্রীশান্তকর্ণ, পৌর্ণমাস, লম্বোদর, চিবিলক, মেঘস্বাতি, অটমান, অনিষ্টকর্মা, হালেয়, তলক, পুরীষভীরু, সুনন্দন ও চকোর। ১২-১-২২-২৩-২৪-২৫

BANGLADARSHAN.COM

চকোরো বহবো যত্র শিবস্বাতিররিন্দমঃ।

তস্যাপি গোমতীপুত্রঃ পুরীমান্ ভবিতা ততঃ॥ ১২-১-২৬

মেদঃশিরাঃ শিবস্কন্দো যজ্ঞশ্রীস্তৎসুতস্ততঃ।

বিজয়স্তৎসুতো ভাব্যশ্চন্দ্রবিজ্ঞঃ সলোমধিঃ॥ ১২-১-২৭

চকোরের অষ্টপুত্র 'বহু' বলে পরিচিত হবেন। তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠতম শিবস্বাতি অতি বীর প্রকৃতির হয়ে শত্রু দমন করবেন। শিবস্বাতি বংশপরম্পরায় রাজত্ব করবেন; রাজাদের নাম যথাক্রমে–শিবস্বাতি, গোমতীপুত্র, পুরীমান, মেদঃশিরা, শিবস্কন্দ, যজ্ঞশ্রী ও বিজয়। বিজয়ের দুই পুত্র হবেন চন্দ্রবিজ্ঞ ও লোমধি। ১২-১-২৬-২৭

এতে ত্রিংশন্নৃপতয়শ্চত্বার্যব্দশতানি চ।

ষট্পঞ্চাশচ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি কুরুনন্দন॥ ১২-১-২৮

হে পরীক্ষিৎ! এই বংশের ত্রিশ সংখ্যক নরপতিগণ চারশত ষটপঞ্চাদশ বৎসর কাল পর্যন্ত পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। ১২-১-২৮

সপ্তাভীরা আবভৃত্যা দশ গর্দভিনো নৃপাঃ।

কঙ্কাঃ ষোড়শ ভূপালা ভবিষ্যন্ত্যতিলোলুপাঃ॥ ১২-১-২৯

হে পরীক্ষিৎ! অতঃপর অবভৃতি নগরের সপ্ত আভীর, দশ গর্দভী ও ষোড়শ কঙ্ক পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। তাঁরা সকলেই লোভী প্রকৃতির হবেন। ১২-১-২৯

ততোহষ্টৌ যবনা ভাব্যাশ্চতুর্দশ তুরষ্ককাঃ।

ভূয়ো দশ গুরুণ্ডাশ্চ মৌনা একদশৈব তু॥ ১২-১-৩০

অতঃপর অষ্ট যবন ও চতুর্দশ তুর্ক রাজত্ব করবেন। তারপর দশ গুরুণ্ড ও একাদশ সংখ্যক মৌন নরপতি হবেন। ১২-১-৩০

BANGLADARSHAN.COM

এতে ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং দশবর্ষশতানি চ।

নবাধিকাং চ নবতিং মৌনা একাদশ ক্ষিতিম্॥ ১২-১-৩১

ভোক্ষ্যন্ত্যব্দশতান্যঙ্গ ত্রীণি তৈঃ সংস্থিতে ততঃ।

কিলিকিলায়াং নৃপতয়ো ভূতনন্দোহথ বঙ্গিরিঃ॥ ১২-১-৩২

শিশুনন্দিশ্চ তদ্ভ্রাতা যশোনন্দিঃ প্রবীরকঃ।

ইত্যেতে বৈ বর্ষশতং ভবিষ্যন্ত্যধিকানি ষট্॥ ১২-১-৩৩

মৌন বাদ দিলে অবশিষ্ট নরপতিগণ মোট এক সহস্র নিরানব্বই বৎসর কাল পৃথিবী উপভোগ করবেন ও একাদশ সংখ্যক মৌন নরপতি ত্রিশত বৎসর কাল রাজত্ব করবেন। তাঁদের রাজত্বের শেষে 'কিলিকিলা' নগরে 'ভূতানন্দ' নামক রাজা হবেন। ভূতানন্দের পুত্র বঙ্গিরি, বঙ্গিরির ভ্রাতা শিশুনন্দি ও যশোনন্দি এবং প্রবীরম–তাঁরা একশত ছয় বৎসর কাল রাজত্ব করবেন। ১২-১-৩১-৩২-৩৩

তেষাং ত্রয়োদশ সুতা ভবিতারশ্চ বাহ্লিকাঃ।

পুষ্পমিত্রোহথ রাজন্যো দুর্মিত্রোহস্য তথৈব চ॥ ১২-১-৩৪

তাঁদের ত্রয়োদশ সংখ্যক পুত্রগণ 'বাহ্লিক' নামে পরিচিত হবেন। তার পরে পুষ্পমিত্র নামক ক্ষত্রিয় ও তাঁর পুত্র দুর্মিত্র রাজ্যশাসন করবেন। ১২-১-৩৪

এককালা ইমে ভূপাঃ সপ্তান্ধ্রাঃ সপ্ত কোসলাঃ।

বিদূরপতয়ো ভাব্যা নিষধাস্তত এব হি॥ ১২-১-৩৫

হে পরীক্ষিৎ! বাহ্লিক বংশের রাজারা যুগপৎ বহু প্রদেশে রাজত্ব করবেন। সাত জন অন্ধ্রপ্রদেশে ও অন্য সাতজন কৌশল প্রদেশে রাজত্ব করবেন। তাঁদের মধ্যে কিছু বিদুর ভূমির শাসক ও কিছু নিষেধদেশের প্রভু হবেন। ১২-১-৩৫

মাগধানাং তু ভবিতা বিশ্বস্ফূর্জিঃ পুরঞ্জয়ঃ।
করিষ্যত্যপরো বর্ণান্ পুলিন্দযদুমদ্রকান্॥ ১২-১-৩৬

অতঃপর মগধদেশের রাজা হবেন বিশ্বস্ফুর্জি। তিনি পূর্বোক্ত পুরঞ্জয়বৎ দ্বিতীয় পুরঞ্জয় নামে পরিচিত হবেন। তিনি ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণজাত ব্যক্তিদের পুলিন্দ, যদু ও মদ্র আদি ম্লেচ্ছপ্রায় জাতিকে পরিণত করবেন। ১২-১-৩৬

প্রজাশ্চাব্রহ্মভূয়িষ্ঠাঃ স্থাপয়িষ্যতি দুর্মতিঃ।
বীর্যবান্ ক্ষত্রমুৎসাদ্য পদ্মবত্যাং স বৈ পুরি।
অনুগঙ্গামাপ্রয়াগং গুপ্তাং ভোক্ষ্যতি মেদিনীম্॥ ১২-১-৩৭

তিনি প্রবল দুষ্টবুদ্ধি সহযোগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের বিনাশ করে শূদ্রপ্রায় ব্যক্তিদের রক্ষায় সচেষ্ট হবেন, নিজ বলবীর্য সহযোগে ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করে পদ্মাবতী পুরীকে রাজধানী করে হরিদ্বার থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত সুরক্ষিত পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। ১২-১-৩৭

সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যাভীরাশ্চ শূরা অর্বুদমালবাঃ।
ব্রাত্যা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়া জনাধিপাঃ॥ ১২-১-৩৮

হে পরীক্ষিৎ! যেমনভাবে কলিযুগের আগমন হতে থাকবে, তেমনভাবেই সৌরাষ্ট্র, অবন্তী, আভীর, শূর, অর্বুদ ও মালবদেশের ব্রাহ্মণগণ সংস্কাররহিত হয়ে যাবে এবং রাজাগণও শূদ্রতুল্য হয়ে যাবেন। ১২-১-৩৮

সিন্ধোস্তটং চন্দ্রভাগাং কৌন্তীং কাশ্মীরমণ্ডলম্।
ভোক্ষ্যন্তি শূদ্রা ব্রাত্যাদ্যা ম্লেচ্ছাশ্চাব্রহ্মবর্চসঃ॥ ১২-১-৩৯

BANGLADARSHAN.COM

সিন্ধুতট, চন্দ্রভাগা তটবর্তী প্রদেশ, কৌন্তীপুরী এবং কাশ্মীরমণ্ডলে প্রায় শূদ্রদের, সংস্কার ও তেজরহিত নামমাত্র দ্বিজদের ও ম্লেচ্ছদের রাজত্ব হবে। ১২-১-৩৯

তুল্যকালা ইমে রাজন্ ম্লেচ্ছপ্রায়াশ্চ ভূভৃতঃ।
এতেঽধর্মানৃতপরাঃ ফল্গুদাস্তীব্রমন্যবঃ॥ ১২-১-৪০

হে পরীক্ষিৎ! এই রাজাসকল আচার-বিচারে ম্লেচ্ছবৎ হবেন। সকলেই একই সময়ে বিভিন্ন প্রান্তে রাজত্ব করবেন। মাত্রাতিরিক্ত অসদাচরণযুক্ত অধার্মিক কৃপণ প্রকৃতির এই রাজাগণ সামান্য কারণেই ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানরহিত হতে থাকবেন। ১২-১-৪০

স্ত্রীবালগোদ্বিজঘ্নাশ্চ পরদারধনাদৃতাঃ।
উদিতাস্তমিতপ্রায়া অল্পসত্ত্বাল্পকায়ুষঃ॥ ১২-১-৪১

এই দুষ্ট ব্যক্তিগণ নারী, শিশু, গবাদি পশু ও ব্রাহ্মণ হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করবেন না। পরস্ত্রী ও পরদ্রব্য হরণে তাঁরা নিত্য যুক্ত থাকবেন। তাঁদের বৃদ্ধি ও বিনাশ–দুইই অল্পকাল সম্পন্ন হবে। তাঁদের ক্ষণে ক্ষণে রুষ্ট এবং ক্ষণে ক্ষণে তুষ্ট হতে দেখা যাবে। তাঁদের শক্তি ও আয়ু–দুইই ক্ষণস্থায়ী ও অল্প হবে। ১২-১-৪১

অসংস্কৃতাঃ ক্রিয়াহীনা রজসা তমসাবৃতাঃ।
প্রজাস্তে ভক্ষয়িষ্যন্তি ম্লেচ্ছা রাজন্যরূপিণঃ॥ ১২-১-৪২

তাঁদের মধ্যে পরম্পরাগত সংস্কারের অভাব দেখা যাবে। তাঁরা নিজ কর্তব্য-কর্ম পালনে আগ্রহী হবেন না। রজোগুণ ও তমোগুণের প্রভাবে তাঁরা দৃষ্টিহীনের মতো আচরণ করবেন। এই ম্লেচ্ছরাই রাজা হয়ে বসবেন। তারা লুণ্ঠতরাজ করে নিজ প্রজাদের শোষণ করতে থাকবেন। ১২-১-৪২

তন্নাথাস্তে জনপদাস্তচ্ছীলাচারবাদিনঃ।
অন্যোন্যতো রাজভিশ্চ ক্ষয়ং যাস্যন্তি পীড়িতাঃ॥ ১২-১-৪৩

যখন রাজার প্রকৃতি এইরূপ, তখন প্রজাদের স্বভাবে, আচরণে ও কথাবার্তাতেও তা প্রতিফলিত হতে থাকবে। রাজাগণ তাঁদের শোষণ তো করবেনই, তাঁরাও পরস্পরে একে অন্যকে উৎপীড়ন করবেন এবং পরিশেষে সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবেন। ১২-১-৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলিযুগধর্ম

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীশুক উবাচ

ততশ্চানুদিনং ধর্মঃ সত্যং শৌচং ক্ষমা দয়া।
কালেন বলিনা রাজন্ নঙ্ক্ষ্যত্যায়ুর্বলং স্মৃতিঃ॥ ১২-২-১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! কালের ক্ষমতা অপরিসীম; কলিকালে ধর্ম, সত্য, পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল ও স্মরণশক্তি উত্তরোত্তর হীনবল হয়ে পড়বে। ১২-২-১

বিত্তমেব কলৌ নৃণাং জন্মাচারগুণোদয়ঃ।
ধর্মন্যায়ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেব হি॥ ১২-২-২

কলিযুগে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণই কুলীন, সদাচারী ও সদ্‌গুণী বলে স্বীকৃতি পাবেন। তখন ধর্ম ও ন্যায় ব্যবস্থাকে স্বানুকূল করবার নিমিত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার হতে দেখা যাবে। ১২-২-২

দাম্পত্যেঽভিরুচির্হেতুর্মায়ৈব ব্যবহারিকে।
স্ত্রীত্বে পুংস্ত্বে চ হি রতির্বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি॥ ১২-২-৩

বিবাহাদি বিষয়ে যুবক-যুবতীদের পারস্পরিক আসক্তি কুল, শীল ও যোগ্যতার উর্ধ্বে স্থান পাবে। ব্যবহারিক নৈপুণ্য নির্ধারণে সত্য ও ধর্মপরায়ণতার স্থলে প্রতারণাই অগ্রাধিকার পাবে। নারী-পুরুষের ঔৎকর্ষের আধার শীল ও সংযম না হয়ে কেবল রতিক্রীড়া হয়ে যাবে। গুণ ও স্বভাবে পরিচিত না হয়ে ব্রাহ্মণ শুধুমাত্র যজ্ঞোপবীত দ্বারা চিহ্নিত হবেন। ১২-২-৩

লিঙ্গমেবাশ্রমখ্যাতাবন্যোন্যাপত্তিকারণম্।
অবৃত্ত্যা ন্যায়দৌর্বল্যং পাণ্ডিত্যে চাপলং বচঃ॥ ১২-২-৪

ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী আদির পরিচিতি বস্ত্র, দণ্ডকমণ্ডলুতেই সীমিত হয়ে যাবে। অপরের বাহ্য প্রতীক গ্রহণই আশ্রমে প্রবেশের স্বীকৃতি পাবে। উৎকোচ, অথবা ধনসম্পদ দিতে অপারগ ব্যক্তি ন্যায়ালয়ে যথার্থ বিচার পাবে না। বাক্‌চাতুর্য পাণ্ডিত্যের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াবে। ১২-২-৪

অনাঢ্যতৈবাসাধুত্বে সাধুত্বে দম্ভ এব তু।
স্বীকার এব চোদ্বাহে স্নানমেব প্রসাধনম্॥ ১২-২-৫

দরিদ্র হলেই অসৎ ও দোষী বলে ধরে নেওয়া হবে। অহংকার ও বাগাড়ম্বর বড় সাধু হওয়ার লক্ষণ বলে গণ্য হবে। বিবাহে পরস্পরের স্বীকৃতি যথেষ্ট বলে মানা হবে; শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থা ও সংস্কারকে অপ্রয়োজনীয় বলা হবে। স্নানকে মূল্যহীন ধরে কেশ-বিন্যাস ও বস্ত্রসজ্জার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। ১২-২-৫

দূরে বার্যয়নং তীর্থং লাবণ্যং কেশধারণম্।
উদরম্ভরতা স্বার্থঃ সত্যত্বে ধার্ষ্ট্যমেব হি॥ ১২-২-৬

দূরবর্তী পুষ্করিণী তীর্থের মর্যাদা লাভ করবে ও নিকটস্থ তীর্থ গঙ্গা, গোমতী, পিতা-মাতা উপেক্ষিত হবেন। শিয়রে প্রলম্বিত কেশরাশি ও তাতে পরিপাট্য সাধন, শারীরিক সৌন্দর্যের প্রতীক হবে। জীবনের চরমপুরুষার্থ উদর পূর্তিতে সীমিত থাকবে। উদ্ধত আলাপচারীকে সৎ ব্যক্তি বলে প্রাধান্য দেওয়া হবে। ১২-২-৬

দাক্ষ্যং কুটুম্বভরণং যশোঽর্থে ধর্মসেবনম্।
এবং প্রজাভির্দুষ্টাভিরাকীর্ণে ক্ষিতিমণ্ডলে॥ ১২-২-৭
ব্রহ্মবিট্‌ক্ষত্রশূদ্রাণাং যো বলী ভবিতা নৃপঃ।
প্রজা হি লুব্ধে রাজন্যৈর্নির্ঘৃণৈর্দস্যুধর্মভিঃ॥ ১২-২-৮
আচ্ছিন্নদারদ্রবিণা যাস্যন্তি গিরিকাননম্।
শাকমূলামিষক্ষৌদ্রফলপুষ্পাষ্টিভোজনাঃ॥ ১২-২-৯

BANGLADARSHAN.COM

কুটুম্বের প্রতিপালন করতে পারলেই সেই ব্যক্তিকে যোগ্য ও বুদ্ধিমান বলে মেনে নেওয়া হবে। ধর্ম সেবনের উদ্দেশ্য হবে নিজের নামযশ অর্জন। এইভাবে যখন পৃথিবীতে দুষ্ট ব্যক্তিদের আধিপত্য বিস্তার সম্পূর্ণ হবে তখন রাজা হওয়ার জন্য কোনো নিয়মকানুন আর থাকবে না; জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রের মধ্যে যে বলবান হবে সেই রাজসিংহাসন অধিকার করে বসবে। সেই সময়ের নীচ প্রকৃতির রাজারা অতিশয় নির্দয় ও ক্রূর হবে; তারা এত লোভী হবে যে তাদের সঙ্গে সাধারণ লুণ্ঠনকারীর কোনো পার্থক্য থাকবে না। তারা প্রজাদের ধনসম্পদ এমনকি পত্নীদের পর্যন্ত হরণ করতে প্রয়াসী হবে। তাদের ভয়ে প্রজাগণ নগর ছেড়ে পাহাড়-জঙ্গলে আশ্রয় নেবে; তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি তখন শাক, কন্দ-মূল, মাংস, মধু, ফল-মূল ও বীজ আদিতে নিবৃত্ত হবে। ১২-২-৭-৮-৯

অনাবৃষ্ট্যা বিনঙ্ক্ষ্যন্তি দুর্ভিক্ষকরপীড়িতাঃ।
শীতবাতাতপপ্রাবৃড়্‌হিমৈরন্যোন্যতঃ প্রজাঃ॥ ১২-২-১০

অনাবৃষ্টিজনিত পরিস্থিতিতে প্রবল খরা হবে ও তার উপর কখনো আবার করের বোঝায় জনগণকে শোষণ করা হবে। প্রবল শৈত্যপ্রবাহ, তুষারপাত, আঁধিঝড়, গ্রীষ্মাধিক্য, বন্যার তাণ্ডব আদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ স্থানে স্থানে পরিলক্ষিত হতে থাকবে। এই সকল দৈবদুর্বিপাকে ও অভ্যন্তরীণ কলহে প্রজাগণ নিত্য পীড়িত হবে ও ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে। ১২-২-১০

ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং ব্যাধিভিশ্চৈব সন্তপ্স্যন্তে চ চিন্তয়া।
ত্রিংশদ্বিংশতিবর্ষাণি পরমায়ুঃ কলৌ নৃণাম্॥ ১২-২-১১

প্রজাকুল ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়নায় ক্লেশ ভোগ করবে ও ভাবনা-চিন্তায় জর্জরিত থাকবে। এই সময় নানাপ্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব হতে থাকবে। তাদের আয়ুকাল বিশ-ত্রিশ বৎসরে নেমে আসবে। ১২-২-১১

ক্ষীয়মাণেষু দেহেষু দেহিনাং কলিদোষতঃ।
বর্ণাশ্রমবতাং ধর্মে নষ্টে বেদপথে নৃণাম্॥ ১২-২-১২

পরীক্ষিৎ! কলিকাল-দোষদুষ্ট প্রাণীদেহ খর্বকায়, ক্ষীণ ও রোগগ্রস্ত হতে থাকবে। বর্ণাশ্রমধর্মের পথপ্রদর্শক বেদমার্গ মৃতপ্রায় হয়ে যাবে। ১২-২-১২

পাষণ্ডপ্রচুরে ধর্মে দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
চৌর্যানৃতবৃথাহিংসানানাবৃত্তিষু বৈ নৃষু॥ ১২-২-১৩

ধর্মে ভণ্ডদের আধিপত্যে ভ্রষ্টাচার বাড়বে। নরপতিগণ দস্যু-লুণ্ঠনকারীরূপে আবির্ভূত হবে। মানুষ চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যাচার, নিরীহদের হিংসা আদি কুকর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহে যুক্ত হবে। ১২-২-১৩

শূদ্রপ্রায়েষু বর্ণেষুচ্ছাগপ্রায়াসু ধেনুষু।
গৃহপ্রায়েষ্বাশ্রমেষু যৌনপ্রায়েষু বন্ধুষু॥ ১২-২-১৪

চতুর্বিধ বর্ণের আচরণ শূদ্রসম হয়ে যাবে। গোজাতি আকৃতিতে ছাগসম হবে; দুগ্ধ প্রদানের পরিমাণ ভয়ানক কমে যাবে। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের ত্যাগী ব্যক্তিগণ ত্যাগ ভুলে গৃহবাসী হয়ে গৃহস্থসম আচরণে প্রবৃত্ত হবে। যাঁদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ, কেবল তাঁদেরই আত্মীয় বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। ১২-২-১৪

অণুপ্রায়াস্বোষধীষু শমীপ্রায়েষু স্থাস্নুষু।
বিদ্যুৎপ্রায়েষু মেঘেষু শূন্যপ্রায়েষু সদ্মসু॥ ১২-২-১৫

তণ্ডুল, যবক, গোধূম কৃষিজাতাদি সামগ্রী আকারে খর্বকায় হয়ে যাবে। অধিকাংশ বৃক্ষই সমীসম ক্ষুদ্রাকৃতি ও কণ্টকাকীর্ণ হবে। মেঘ জলবর্ষণে বিরত থেকে মুহুর্মুহু বজ্রপাত করতে থাকবে। গৃহস্থাবাস অতিথি সৎকার ও বেদধ্বনি বিরহিত থাকায় অথবা জনসংখ্যা হ্রাস হেতু রিক্ত বোধ হবে। ১২-২-১৬

চরাচরগুরোর্বিষ্ণোরীশ্বরস্যাখিলাত্মনঃ।
ধর্মত্রাণায় সাধূনাং জন্ম কর্মাপনুত্তয়ে॥ ১২-২-১৭

BANGLADARSHAN.COM

হে সুপ্রিয় পরীক্ষিৎ! সর্বব্যাপী ভগবান বিষ্ণু সর্বশক্তিমান। সর্বস্বরূপ হয়েও তিনি বিশ্বচরাচরের প্রকৃত শিক্ষক, জগদ্‌গুরু। সাধু-সজ্জনদের ধর্মরক্ষার জন্য ও তাঁদের কর্মবন্ধন ছেদন করে জন্ম-মৃত্যু আবর্ত থেকে মুক্তি দান হেতু, তিনি স্বয়ং অবতার গ্রহণ করবেন। ১২-২-১৭

সম্ভলগ্রামমুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি॥ ১২-২-১৮

সেই কালে শম্ভল-গ্রামে বিষ্ণুযশ নামক এক প্রকৃত ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি হবেন উদারচিত্ত ও ভগবদভক্তিতে পরিপূর্ণ। তাঁরই গৃহে অবতাররূপে কল্কি ভগবানের আগমন হবে। ১২-২-১৮

অশ্বমাশুগমারুহ্য দেবদত্তং জগৎপতিঃ।
অসিনাসাধুদমনমষ্টৈশ্বর্যগুণান্বিতঃ॥ ১২-২-১৯

শ্রীভগবান অষ্টসিদ্ধি ও সকল সদ্‌গুণের সর্বশ্রেষ্ঠ আধার। তিনি বিশ্বচরাচরের রক্ষক, সকলের প্রভু। তিনি দেবদত্ত নামক দ্রুতগামী অশ্বের উপর আসীন থেকে তরবারি হস্তে দুষ্টদের দমন করবেন। ১২-২-১৯

বিচরন্নাশুনা ক্ষৌণ্যাং হয়েনাপ্রতিমদ্যুতিঃ।
নৃপলিঙ্গচ্ছদো দস্যূন্ কোটিশো নিহনিষ্যতি॥ ১২-২-২০

তাঁর জ্যোতির্ময় অঙ্গের প্রতি রোমকূপ থেকে তেজরাশির বিচ্ছুরণ হবে। দ্রুতগামী অশ্বারূঢ় শ্রীভগবান সর্বত্র দুষ্টদমনে বিচরণশীল থাকবেন ও নরপতিরূপে পরিচিত সকল দস্যুদের সংহার করবেন। ১২-২-২০

অথ তেষাং ভবিষ্যন্তি মনাংসি বিশদানি বৈ।

বাসুদেবাঙ্গরাগাতিপুণ্যগন্ধানিলস্পৃশাম্।

পৌরজানপদানাং বৈ হতেষ্বখিলদস্যুষু॥ ১২-২-২১

পরীক্ষিৎ! দস্যু দমন কার্য সমাপনে গ্রামেগঞ্জে নগরে নিবাসকারী প্রজাদের হৃদয়ে পবিত্র ভাবের অনুভূতি আসবে কারণ ভগবান কল্কির অঙ্গের অঙ্গরাগ স্পর্শ পূত-পবিত্র বায়ু প্রজাদের স্পর্শদান করে পবিত্র করে দেবে। এইভাবে শ্রীভগবানের বিগ্রহের দিব্যগন্ধ প্রাপ্ত হয়ে তাঁরা ধন্য হবেন। ১২-২-২১

তেষাং প্রজাবিসর্গশ্চ স্থবিষ্ঠঃ সম্ভবিষ্যতি।

বাসুদেবে ভগবতি সত্ত্বমূর্তৌ হৃদি স্থিতে॥ ১২-২-২২

তাঁদের হৃদয়মন্দির পবিত্র হলে সেখানে সত্ত্ববিগ্রহ ভগবান বাসুদেব বিরাজমান থাকবেন যার ফলে তাঁদের বংশধরগণ পূর্ববৎ বলবান ও সক্ষম দেহধারী হয়ে যাবেন। ১২-২-২২

যদাতীর্ণো ভগবান্ কল্কির্ধর্মপতির্হরিঃ।

কৃতং ভবিষ্যতি তদা প্রজাসূতিশ্চ সাত্ত্বিকী॥ ১২-২-২৩

প্রজানয়নরঞ্জন শ্রীহরিই ধর্মের সংরক্ষক। তিনি স্বয়ং প্রভুও। সেই শ্রীভগবান যখন কল্কিরূপে অবতরণ করবেন তখনই সত্যযুগের আরম্ভ হবে আর প্রজাগণ স্বাভাবিকভাবেই বংশপরম্পরায় সত্ত্বগুণসম্পন্ন হয়ে যাবেন। ১২-২-২৩

যদা চন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ তথা তিষ্যবৃহস্পতী।

একরাশৌ সমেষ্যন্তি তদা ভবতি তৎ কৃতম্॥ ১২-২-২৪

যখন চন্দ্র, সূর্য ও বৃহস্পতি এক সময়ে একসঙ্গে পুষ্যা নক্ষত্রে প্রথম পলে প্রবেশ করেন ও একই রাশিতে অবস্থান করেন তখনই সত্যযুগের সূচনা হয়ে যায়। ১২-২-২৪

BANGLADARSHAN.COM

যেঽতীতা বর্তমানা যে ভবিষ্যন্তি চ পার্থিবাঃ।

তে ত উদ্দেশতঃ প্রোক্তা বংশীয়াঃ সোমসূর্যয়োঃ॥ ১২-২-২৫

হে পরীক্ষিৎ! অতীত কালের ও ভাবীকালের চন্দ্র ও সূর্য বংশের রাজাদের বর্ণনা আমি সংক্ষেপে করলাম। ১২-২-২৫

আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।

এতদ্ বর্ষসহস্রং তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥ ১২-২-২৬

তোমার জন্ম থেকে রাজা নন্দের অভিষেককাল পর্যন্ত এক সহস্র এক শত পঞ্চদশ বৎসর অতিক্রম করবে। ১২-২-২৬

সপ্তর্ষীণাং তু যৌ পূর্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।

তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি॥ ১২-২-২৭

সপ্তর্ষিমণ্ডলের উদয়কালে আকাশে সর্বপ্রথমে দুটি নক্ষত্র দেখা যায়। দুটি নক্ষত্রের মধ্যে দক্ষিণোত্তর রেখার উপর সমভাগে অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রদের মধ্যে একটি নক্ষত্র দেখা যায়। ১২-২-২৭

তেনৈত ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।

তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কালে অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ॥ ১২-২-২৮

সেই নক্ষত্র ও সপ্তর্ষিগণের যুগপৎ অবস্থানকালে মানব গণনানুসারে শত বৎসর। তোমার জন্মের সময়ে ও বর্তমানে তাদের অবস্থান হল মঘা নক্ষত্রে। ১২-২-২৮

বিষ্ণোর্ভগবতো ভানুঃ কৃষ্ণাখ্যোঽসৌ দিবং গতঃ।

তদাবিশৎ কলির্লোকং পাপে যদ্ রমতে জনঃ॥ ১২-২-২৯

সর্বগত সর্বশক্তিমান স্বয়ং শ্রীভগবানই শুদ্ধ-সত্ত্ব দেহ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যখন তিনি লীলা সংবরণ করে পরমধাম গমন করলেন তখনই কলিযুগের সংসারে প্রবেশ ঘটল আর মানবের মতিগতি পাপাসক্ত হতে লাগল। ১২-২-২৯

যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ।

তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরাক্রান্তুং ন চাশকৎ॥ ১২-২-৩০

লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্পর্শে যতদিন পৃথিবী ধন্য ছিল ততদিন তার উপর কলিযুগের আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ১২-২-৩০

যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি।

তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ॥ ১২-২-৩১

হে পরীক্ষিৎ! যখন সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রের উপর বিচরণ করতে থাকেন তখনই কলিযুগের সূচনা হয়ে থাকে। কলিযুগের আয়ু দেববর্ষ গণনানুসারে দ্বাদশ শত বৎসর হয়ে থাকে যা মানববর্ষ গণনানুসারে চার লক্ষ বত্রিশ সহস্র বৎসরের সমান। ১২-২-৩১

যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।

তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥ ১২-২-৩২

যে সময় সপ্তর্ষি মঘা ত্যাগ করে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে চলে যাবেন, তখন নন্দ রাজার রাজত্ব হবে। তখন থেকেই কলিযুগের বৃদ্ধির সূচনা হবে। ১২-২-৩২

BANGLADARSHAN.COM

যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।

প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ॥ ১২-২-৩৩

পুরাতত্ত্ববেত্তা ঐতিহাসিক বিদ্বানদের মতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বধামগমন দিবসেই কলিযুগ আরম্ভ হয়েছে। ১২-২-৩৩

দিব্যাব্দানাং সহস্রান্তে চতুর্থে তু পুনঃ কৃতম্।

ভবিষ্যতি যদা নৃণাং মন আত্মপ্রকাশকম্॥ ১২-২-৩৪

প্রিয় পরীক্ষিৎ! যখন দেববর্ষ গণনানুসারে এক সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হবে, তখন কলিযুগের শেষপ্রান্তে পুনরায় কল্কি ভগবানের কৃপায় মানুষের মনে সাত্ত্বিকতা সঞ্চার হবে ও তার নিজ বাস্তব স্বরূপ জ্ঞান লাভ করবে। তখন থেকেই সত্যযুগ আরম্ভ হয়ে যাবে। ১২-২-৩৪

ইত্যেষ মানবো বংশো যথা সংখ্যায়তে ভুবি।

তথা বিট্শূদ্রবিপ্রাণাং তাস্তা জ্ঞেয়া যুগে যুগে॥ ১২-২-৩৫

পরীক্ষিৎ! আমি তোমাকে সংক্ষেপে শুধুমাত্র মনুবংশের বর্ণনা করেছি। মনুবংশের গণনা যেমনভাবে হয় তেমনভাবেই প্রত্যেক যুগে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রগণেরও বংশপরম্পরা হয়ে থাকে। ১২-২-৩৫

এতেষাং নামলিঙ্গনাং পুরুষাণাং মহাত্মনাম্।

কথামাত্রাবশিষ্টানাং কীর্তিরেব স্থিতা ভুবি॥ ১২-২-৩৬

রাজন্! আমার দ্বারা বর্ণিত রাজাগণ ও মহাত্মাসকল এখন কেবল নামেই পরিচিত হয়। বর্তমানে তাঁরা কেউই জীবিত নেই, জগতে শুধুমাত্র তাঁদের যশ-কীর্তির কথা মাঝে-মধ্যে শোনা যায়। ১২-২-৩৬

দেবাপিঃ শান্তনোর্ভ্রাতা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।

কলাপগ্রাম আসাতে মহাযোগবলান্বিতৌ॥ ১২-২-৩৭

ভীষ্ম পিতামহের পিতা রাজা শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি ও ইক্ষ্বাকুবংশের মরু এখনও কলাপ গ্রামে বর্তমান। তাঁরা পরম যোগবলসম্পন্ন। ১২-২-৩৭

তাবিহেত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ।
বর্ণাশ্রমযুতং ধর্ম্মং পূর্ব্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ॥ ১২-২-৩৮

কলিযুগান্তে কল্কি ভগবানের আদেশে তাঁরা আবার এখানে পদার্পণ করবেন আর পূর্ববৎ বর্ণাশ্রম ধর্মের বিস্তার করবেন। ১২-২-৩৮

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্।
অনেন ক্রমযোগেন ভুবি প্রাণিষু বর্ততে॥ ১২-২-৩৯

চারযুগ হল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। যথাক্রমে এই যুগ চতুষ্টয়ের প্রভাব পৃথিবীর প্রাণীদের উপর পড়ে থাকে। ১২-২-৩৯

রাজন্নেতে ময়া প্রোক্তা নরদেবাস্তথাপরে।
ভূমৌ মমত্বং কৃত্বান্তে হিত্বেমাং নিধনং গতাঃ॥ ১২-২-৪০

পরীক্ষিৎ! আমার বর্ণিত রাজাসকল ও আরও অনেকে এই ধরিত্রীকে নিজের সম্পত্তি মনে করে ভোগ করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই অবশেষে মৃত্যুর কবলে গিয়ে ধুলোয় মিশে গেছেন। ১২-২-৪০

কৃমিবিড়্ভস্মসংজ্ঞান্তে রাজনাম্নোঽপি যস্য চ।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ॥ ১২-২-৪১

এই দেহকে যে কেউ রাজা আখ্যা প্রদান করতে পারে কিন্তু অবশেষে তা তো কীট, বিষ্ঠা অথবা ভস্মে পরিণত হবে; শেষে ভস্মই পড়ে থাকবে। তাই এই দেহ অথবা সংশ্লিষ্টদের জন্য যদি কেউ কোনো প্রাণীকে নিপীড়ন করে তাহলে তারা স্বার্থ ও পরমার্থ –উভয় বিষয়েই অজ্ঞ; কারণ প্রাণীদের নিপীড়ন করা তো নরকেরই দ্বার স্বরূপ। ১২-২-৪১

BANGLADARSHAN.COM

কথং সেয়মখণ্ডা ভূঃ পূর্ব্বৈর্মে পুরুষৈর্ধৃতা।
মৎপুত্রস্য চ পৌত্রস্য মৎপূর্বা বংশজস্য বা॥ ১২-২-৪২

তাঁরা এই কথাই ভেবে থাকেন যে তাঁদের পূর্বপুরুষগণ এই অখণ্ড ভূমণ্ডল শাসন করতেন; অতএব এটি পুনরায় কীভাবে আমার অধিকারে আসবে তথা আমার বংশধরগণ চিরকাল যাবৎ কীভাবে এটিকে ভোগ করতে সক্ষম হবে! ১২-২-৪২

তেজোঽবন্নময়ং কায়ং গৃহীত্বাত্মতয়াবুধাঃ।
মহীং মমতয়া চৌভৌ হিত্বান্তেঽদর্শনং গতাঃ॥ ১২-২-৪৩

সেই মূর্খগণ এই পঞ্চভূত নির্মিত দেহকে নিজের সম্পত্তি জ্ঞান করে বসেন আর ভূমি-সম্পত্তিকে নিজের ভেবে অহংকারে মত্ত হন। অবশেষে তাঁরা দেহ ও ভূমি–দুইই হারিয়ে নিজেরাই অদৃশ্য হয়ে যান। ১২-২-৪৩

যে যে ভূপতয়ো রাজন্ ভুঞ্জতে ভুবমোজসা।
কালেন তে কৃতাঃ সর্বে কথামাত্রাঃ কথাসু চ॥ ১২-২-৪৪

প্রিয় পরীক্ষিৎ! যে নরপতিগণ অতি উৎসাহে ও বল পৌরুষে এই পৃথিবীর ভোগাদি উপভোগ করতে সচেষ্ট ছিলেন তাঁদের সকলকেই কাল আত্মসাৎ করেছে। তাঁদের কথা এখন কেবল ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ১২-২-৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

তৃতীয় অধ্যায়

রাজ্য যুগধর্ম এবং কলিদোষ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায়—নাম সংকীর্তন

শ্রীশুক উবাচ

দৃষ্ট্বাত্মনি জয়ে ব্যগ্রান্ হসতি ভূরিয়ম্।
অহো মা বিজিগীষন্তি মৃত্যোঃ ক্রীড়নকা নৃপাঃ॥ ১২-৩-১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! রাজাগণকে ভূমি অধিকারে সচেষ্ট থাকতে দেখে পৃথিবীর হাসি পায়। যাঁরা নিজেরাই মৃত্যুর ক্রীড়নক তাঁদের ভূমি অধিকারের চিন্তা বস্তুত হাস্যকরই। ১২-৩-১

কাম এষ নরেন্দ্রাণাং মোঘঃ স্যাদ্ বিদুষামপি।
যেন ফেনোপমে পিণ্ডে যেঽতিবিশ্রম্ভিতা নৃপাঃ॥ ১২-৩-২

রাজাগণের কাছে এই তথ্য অজ্ঞাত নয় যে একদিন তাঁদের মরতেই হবে তবুও ভূ-সম্পদ অধিকার করবার নানা কল্পনা তাঁরা করতেই থাকেন। বস্তুত তাঁরা এই প্রকার কামনায় অন্ধ হয়েই জলবুদ্বুদসম ক্ষণভঙ্গুর এই দেহের উপর বিশ্বাস করে বসেন ও প্রতারিত হব। ১২-৩-২

BANGLADARSHAN.COM

পূর্বং নির্জিত্য ষড়্বর্গং জেষ্যামো রাজমন্ত্রিণঃ।
ততঃ সচিবপৌরাপ্তকরীন্দ্রানস্য কণ্টকান্॥ ১২-৩-৩

তাঁরা এইরূপ ভেবে থাকেন—প্রথমে মনের সাহায্যে পঞ্চেন্দ্রিয়কে পরাভূত করব অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ শত্রুদের বশীভূত করব, কারণ তাদের উপর জয়লাভ না করে বহিঃশত্রুদের পরাজিত করা কঠিন। তারপর শত্রুপক্ষের সমস্ত মন্ত্রী, অমাত্য, নাগরিক ও সেনাকেও বশীভূত করে নেব। আমাদের বিজয়ের পথে কণ্টকস্বরূপ সকলকে অবশ্যই পরাজিত করব। ১২-৩-৩

এবং ক্রমেণ জেষ্যামঃ পৃথ্বীং সাগরমেখলাম্।
ইত্যাশাবদ্ধহৃদয়া ন পশ্যন্ত্যন্তিকেঽন্তকম্॥ ১২-৩-৪

এইভাবে ক্রমশ সমগ্র পৃথিবী আমাদের অধীন হয়ে যাবে আর তারপর রাজ্যের সীমা সুরক্ষার কার্য সমুদ্রই করবে। এইরূপ বহুবিধ কামনা তাঁদের মনে বাসা বাঁধে। তাদের এই কথা মনেই থাকে না যে তাঁদের শিয়রে কাল অপেক্ষমান। ১২-৩-৪

সমুদ্রাবরণাং জিত্বা মাং বিশন্ত্যব্ধিমোজসা।
কিয়দাত্মজয়স্যৈতন্মুক্তিরাত্মজয়ে ফলম্॥ ১২-৩-৫

এতেও তাঁদের নিবৃত্তি হয় না। একটা দ্বীপ অধিকার করেই তাঁরা অন্য আর একটা দ্বীপ অধিকার করবার বাসনায় প্রবল শক্তি ও উদ্যম সহকারে সমুদ্রযাত্রা করে বসেন। মন ও ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত করে যখন কিছু লোক মুক্তিপথের পথিক তখন তাঁরা অল্প কিছু পরিমাণ ভূমিখণ্ড লাভের জন্য লালায়িত হয়ে পড়েন। এত পরিশ্রম ও ক্ষয়-ক্ষতির ফল এত তুচ্ছ বস্তু হবে কেন! ১২-৩-৫

যাং বিসৃজ্যৈব মনবস্তৎসুতাশ্চ কুরূদ্বহ।
গতা যথাগতং যুদ্ধে তাং মাং জেষ্যন্ত্যবুদ্ধয়ঃ॥ ১২-৩-৬

হে পরীক্ষিৎ! পৃথিবীর বক্তব্য অতি স্পষ্ট—বড় বড় মনু ও তাঁদের বীর বংশধরগণ পৃথিবীকে পূর্বাবস্থায় ত্যাগ করে রিক্তহস্তে স্বধামে প্রত্যাগমন করেছেন আর এই মূর্খ রাজাগণ যুদ্ধে জয়লাভ করে পৃথিবীকে অধিকারে রাখবার বাসনা পোষণ করেন! ১২-৩-৬

মৎকৃতে পিতৃপুত্রাণাং ভ্রাতৃণাং চাপি বিগ্রহঃ।
জায়তে হ্যসতাং রাজ্যে মমতাবদ্ধচেতসাম্॥ ১২-৩-৭

যাঁদের চিত্তে এই ধারণা বদ্ধমূল যে এই পৃথিবী তাঁদের নিজস্ব সম্পত্তি, সেই মূর্খদের রাজ্যে ভূমিখণ্ড অধিকারের নিমিত্ত পিতা-পুত্রের মধ্যে ও ভ্রাতাদের মধ্যেও প্রবল বিরোধ হয়ে থাকে। ১২-৩-৭

মমৈবেয়ং মহী কৃৎস্না ন তে মূঢ়েতি বাদিনঃ।
স্পর্ধমানা মিথো ঘ্নন্তি ম্রিয়ন্তে মৎকৃতে নৃপাঃ॥ ১২-৩-৮

'এ পৃথিবী আমার, তোমার নয়'—এইরূপ বাক্য তারা ব্যবহার করে থাকেন। রাজাগণ এইভাবে কলহ ও অন্তর্বিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এর ফল কলহ ও যুদ্ধ। যুদ্ধে তাঁরা যেমন অন্যকে বধ করেন, তেমন নিজেরাও নিহত হন। ১২-৩-৮

পৃথুঃ পুরূরবা গাধির্নহুষো ভরতোঽর্জুনঃ।
মান্ধাতা সগরো রামঃ খট্বাঙ্গো ধুন্ধুহা রঘুঃ॥ ১২-৩-৯
তৃণবিন্দুর্যযাতিশ্চ শর্যাতিঃ শন্তনুর্গয়ঃ।
ভগীরথঃ কুবলয়াশ্বঃ ককুৎস্থো নৈষধো নৃগঃ॥ ১২-৩-১০
হিরণ্যকশিপুর্বৃত্রো রাবণো লোকরাবণঃ।
নমুচিঃ শম্বরো ভৌমো হিরণ্যাক্ষোঽথ তারকঃ॥ ১২-৩-১১
অন্যে চ বহবো দৈত্যা রাজানো যে মহেশ্বরাঃ।
সর্বে সর্ববিদঃ শূরাঃ সর্বে সর্বজিতোঽজিতাঃ॥ ১২-৩-১২
মমতাং ময্যবর্তন্ত কৃত্বোচ্চৈর্মর্ত্যধর্মিণঃ।
কথাবশেষাঃ কালেন হ্যকৃতার্থাঃ কৃতা বিভো॥ ১২-৩-১৩

পৃথু, পুরূরবা, গাধি, নহুষ, ভরত, সহস্রবাহু, অর্জুন, মান্ধাতা, সগর, রাম, খট্বাঙ্গ, ধুন্ধুমার, রঘু, তৃণবিন্দু, যযাতি, শর্যাতি, শন্তনু, গয়, ভগীরথ, কুবলয়াশ্ব, ককুৎস্থ, নল, মৃগ, হিরণ্যকশিপু, বৃত্তাসুর, লোকদ্রোহী রাবণ, নমুচি, শম্বর, ভৌমাসুর, হিরণ্যাক্ষ এবং তারকাসুর ও আরও অনেক দৈত্য এবং শক্তিশালী ব্যক্তি নরপতি হয়েছিলেন। তাঁরা সকলে সব কিছু বুঝতেন। সকলেই শূরবীর ছিলেন ও অন্যদের দিগ্বিজয়ে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর কাছে সকলেই পরাজিত হয়েছিলেন। রাজন্! তাঁরা সর্বান্তকরণে আমার প্রতি মমতাযুক্ত ছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে এই পৃথিবী তাঁদের নিজস্ব সম্পত্তি। কিন্তু করাল কাল তাঁদের লালসা পূর্তির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন তাঁদের বলপৌরুষ ও দেহের অস্তিত্বই নেই। আছে কেবল সেগুলির বিবরণ মাত্র। ১২-৩-৯-১০-১১-১২-১৩

কথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং বিতায় লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাম্।
বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো বচো বিভূতীর্ন তু পারমার্থ্যম্॥ ১২-৩-১৪

পরীক্ষিৎ! এই ধরাতলে বহু প্রবল প্রতাপী ও মহান ব্যক্তিদের আগমন হয়েছে। তাঁরা নিজ যশ অর্জন করে বিদায় গ্রহণ করেছেন। জ্ঞান-বৈরাগ্য উপদেশ প্রদানকালে আমি তোমাকে তাঁদের কথা বলেছি। কিন্তু সবই বাণীর বিলাস বলে জেনো, কারণ তাতে পারমার্থিক সত্য বিন্দুমাত্রও নেই। ১২-৩-১৪

যস্তূত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ॥ ১২-৩-১৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদসকল অমঙ্গলনাশক; বড় বড় মহাত্মাগণ তারই সংকীর্তন করে থাকেন। যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণচরণযুগলে অনন্য রাগানুগা ভক্তির লালসায় আগ্রহী, তাঁর সদাসর্বদা ভগবানের দিব্য গুণানুবাদ শ্রবণে রত থাকা উচিত। ১২-৩-১৫

BANGLADARSHAN.COM

রাজোবাচ

কেনোপায়েন ভগবন্ কলের্দোষান্ কলৌ জনাঃ।

বিধমিষ্যন্তুপচিতাংস্তন্মে ব্রূহি যথা মুনে॥ ১২-৩-১৬

যুগানি যুগধর্মাংশ্চ মানং প্রলয়কল্পয়োঃ।

কালস্যেশ্বররূপস্য গতিং বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ॥ ১২-৩-১৭

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্! কলিযুগে তো কেবল দোষের প্রাচুর্যই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। সাধারণ মানুষ সেই দোষ নিবারণ করতে কীভাবে সমর্থ হবে? আর আমি জানতে ইচ্ছুক যে যুগসমূহের স্বরূপ ও ধর্ম কেমন হয়। এর সঙ্গে আমি জানতে চাই কল্পের অবস্থানকাল, প্রলয়কালের মান এবং সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান ভগবানের কালরূপের বিবরণ। আপনি অনুগ্রহ করে বলুন। ১২-৩-১৬-১৭

শ্রীশুক উবাচ

কৃতে প্রবর্ততে ধর্মশ্চতুষ্পাত্তজ্জনৈর্ধৃতঃ।

সত্যং দয়া তপো দানমিতি পাদা বিভোর্নৃপ॥ ১২-৩-১৮

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! সত্যযুগের চার চরণ হল—সত্য, দয়া, তপ ও দান। সত্যযুগের বিশেষত্ব এই যে জনগণ নিষ্ঠা সহকারে ধর্ম পালনে তৎপর থাকেন। এখানে ধর্মই শ্রীভগবানের বাস্তব স্বরূপ। ১২-৩-১৮

সন্তুষ্টাঃ করুণা মৈত্রাঃ শান্তা দান্তাস্তিতিক্ষবঃ।

আত্মারামাঃ সমদৃশঃ প্রায়শঃ শ্রমণা জনাঃ॥ ১২-৩-১৯

BANGLADARSHAN.COM

সত্যযুগের লোকেদের মধ্যে পরিতৃপ্তি ও দয়াভাব থাকে; ব্যবহারে থাকে পূর্ণ সৌহার্দ্য; স্বভাবে তাঁরা হন শান্ত। ইন্দ্রিয়াদি ও মন তাঁদের বশীভূত থাকে। সুখদুঃখ দ্বন্দ্বে তাঁরা সমভাবে সহনশীল। সত্যযুগের অধিকাংশ নরনারী সমদৃষ্টিসম্পন্ন ও আত্মারাম হয়ে থাকেন আর অন্যরা স্বরূপস্থিতি অভ্যাসে তৎপর থাকেন। ১২-৩-১৯

ত্রেতায়াং ধর্মপাদানাং তুর্যাংশো হীয়তে শনৈঃ।

অধর্মপাদৈরনৃতহিংসাসন্তোষবিগ্রহৈঃ॥ ১২-৩-২০

হে পরীক্ষিৎ! ধর্মের মতো অধর্মেরও চার চরণ—অসত্য, হিংসা, অসন্তোষ ও কলহ। ত্রেতাযুগে এর প্রভাব পড়ে। কালের প্রভাবে সত্যাদি চরণের এক চতুর্থাংশ ক্ষীণকাল হয়ে পড়ে। ১২-৩-২০

তদা ক্রিয়াতপোনিষ্ঠা নাতিহিংস্রা ন লম্পটাঃ।

ত্রৈবর্গিকাস্ত্রয়ীবৃদ্ধা বর্ণা ব্রহ্মোত্তরা নৃপ॥ ১২-৩-২১

রাজন্! সেই সময় বর্ণসমূহে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে। মানুষের মধ্যে অতি হিংসা ও লাম্পট্যের প্রভাব কম থাকে। সকলেই কর্মকাণ্ডে ও তপস্যাতে নিষ্ঠা ধারণ করেন এবং অর্থ, ধর্ম ও কামরূপ—এই ত্রিবর্গ সেবনে নিত্যযুক্ত থাকেন। অধিকাংশ ব্যক্তিগণ কর্মপ্রতিপাদক বেদসমূহে পারদর্শী হয়ে থাকেন। ১২-৩-২১

তপঃসত্যদয়াদানেষ্বর্ধং হ্রসতি দ্বাপরে।

হিংসাতুষ্ট্যনৃতদ্বেষৈর্ধর্মস্যাধর্মলক্ষণৈঃ॥ ১২-৩-২২

দ্বাপরযুগে হিংসা, অসন্তোষ, অসত্য ও দ্বেষ—অধর্মের এই চার চরণে বৃদ্ধি আসে যার ফলে ধর্মের চার চরণ—তপস্যা, সত্য, দয়া ও দান অর্ধেক হয়ে হীনবল হয়ে পড়ে। ১২-৩-২২

যশস্বিনো মহাশীলাঃ স্বাধ্যায়াধ্যয়নে রতাঃ।

আঢ্যাঃ কুটুম্বিনো হৃষ্টা বর্ণাঃ ক্ষত্রদ্বিজোত্তরাঃ॥ ১২-৩-২৩

দ্বাপরযুগের মানুষ অতি যশস্বী, কর্মকাণ্ড পারদর্শী ও বেদসকল অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় অতি তৎপর থাকেন। কুটুম্বসংখ্যা অধিক হয়ে থাকে ও প্রায়শ জনগণ ধনাঢ্য ও সুখী হয়ে থাকেন। বর্ণসমূহের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ—এই দুই বর্ণের প্রাধান্য থাকে। ১২-৩-২৩

কলৌ তু ধর্মপাদানাং তুর্যাংশোঽধর্মহেতুভিঃ।
এধমানৈঃ ক্ষীয়মাণো হ্যন্তে সোঽপি বিনঙ্ক্ষ্যতি॥ ১২-৩-২৪

কলিযুগে তো অধর্মের চার চরণের অতিশয় বৃদ্ধি হয়, যে কারণে ধর্মের চার চরণ ক্ষীণ ও হীনবল হতে থাকে; কেবল এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকে। পরিশেষে তাও বিলুপ্তির গহ্বরে বিলীন হয়ে যায়। ১২-৩-২৪

তস্মিঁল্লুব্ধা দুরাচারা নির্দয়াঃ শুষ্কবৈরিণঃ।
দুর্ভগা ভূরিতর্ষাশ্চ শূদ্রদাশোত্তরাঃ প্রজাঃ॥ ১২-৩-২৫

কলিযুগের মানুষ লোভী, অসদাচরণযুক্ত ও কঠোর হৃদয় হয়ে থাকেন। তাঁরা বিনাকারণে শত্রুতা করেন এবং ভোগলালসা তরঙ্গে নিত্য প্রবহমান থাকেন। তখনকার মন্দভাগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে শূদ্র ও হালী প্রভৃতিরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ১২-৩-২৫

সত্ত্বং রজস্তম ইতি দৃশ্যন্তে পুরুষে গুণাঃ।
কালসঞ্চোদিতাস্তে বৈ পরিবর্তন্ত আত্মনি॥ ১২-৩-২৬

সকল প্রাণীর মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ, তম—এই ত্রিগুণ নিত্যযুক্ত থাকে। কালের প্রেরণায় শরীরে, প্রাণে ও মনে ত্রিগুণের সংক্ষেপণ ও সংবর্ধন হয়ে থাকে। ১২-৩-২৬

প্রভবন্তি যদা সত্ত্বে মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
তদা কৃতযুগং বিদ্যাজ্ জ্ঞানে তপসি যদ্ রুচিঃ॥ ১২-৩-২৭

যখন মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ সত্ত্বগুণাশ্রিত থেকে নিজ কর্মে যুক্ত থাকে তখন জানবে যে সত্যযুগ এসেছে। সত্ত্বগুণের প্রাধান্যকালে মানুষ জ্ঞান ও তপস্যাতে অধিক আকর্ষণ অনুভব করে থাকে। ১২-৩-২৭

BANGLADARSHAN.COM

যদা ধর্মার্থকামেষু ভক্তির্ভবতি দেহিনাম্।
তদা ত্রেতা রজোবৃত্তিরিতি জানীহি বুদ্ধিমন্॥ ১২-৩-২৮

যখন মানব প্রবৃত্তি ও রুচি ধর্ম, অর্থ ও লৌকিক-পারলৌকিক সুখভোগের দিকে ধাবিত হয় এবং শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়গণ রজোগুণে অধিষ্ঠিত থেকে কর্ম সম্পাদনে যুক্ত হয়, হে বুদ্ধিমান পরীক্ষিৎ! জানবে যে তখন ত্রেতাযুগ চলছে। ১২-৩-২৮

যদা লোভস্ত্বসন্তোষো মানো দম্ভোঽথ মৎসরঃ।
কর্মণাং চাপি কাম্যানাং দ্বাপরং তদ্ রজস্তমঃ॥ ১২-৩-২৯

যখন লোভ, অসন্তোষ, অভিমান, দম্ভ, ঈর্ষা আদি দোষের বিবর্ধন স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয় এবং মানুষ অতি উৎসাহ ও রুচি সহকারে সকাম কর্মে সংযুক্ত হয় তখন জানবে যে দ্বাপর সমাগত। অবশ্যই রজোগুণ ও তমোগুণের মিশ্রিত প্রাধান্যের নামই দ্বাপরযুগ। ১২-৩-২৯

যদা মায়ানৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসা বিষাদনম্।
শোকো মোহো ভয়ং দৈন্যং স কলিস্তামসঃ স্মৃতঃ॥ ১২-৩-৩০

যখন মিথ্যা-কপটচারিতা, তন্দ্রা-নিদ্রা, হিংসা-বিষাদ, শোক-মোহ, ভয় ও দীনতা আদির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় তখন তাকে তমোগুণ-প্রধান কলিযুগ বলেই জানবে। ১২-৩-৩০

যস্মাৎ ক্ষুদ্রদৃশো মর্ত্যাঃ ক্ষুদ্রভাগ্যা মহাশনাঃ।
কামিনো বিত্তহীনাশ্চ স্বৈরিণ্যশ্চ স্ত্রিয়োঽসতীঃ॥ ১২-৩-৩১

কলিযুগের রাজত্বে জনগণের দৃষ্টি সংকীর্ণ হয়ে যায়; বহুলাংশ ব্যক্তিগণ অতি নির্ধন হওয়া সত্ত্বেও ভোজনবিলাসী হয়ে থাকে। মন্দভাগ্য হয়েও তাদের চিত্ত মাত্রাতিরিক্ত কামনায় পূর্ণ থাকে। স্ত্রীদের মধ্যে স্বৈরিতা ও অসতী-ভাবের বৃদ্ধি হয়। ১২-৩-৩১

দস্যূৎকৃষ্টা জনপদা বেদাঃ পাষণ্ডদূষিতাঃ।

রাজানশ্চ প্রজাভক্ষাঃ শিশ্নোদরপরা দ্বিজাঃ॥ ১২-৩-৩২

দেশে-গ্রামেগঞ্জে লুণ্ঠনকারীদের প্রাধান্য ও প্রাচুর্য প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ভণ্ড ব্যক্তিগণ নিত্য নতুন মত প্রচার করে তাঁদের ইচ্ছানুসারে বেদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তাকে কলঙ্কিত করে ফেলেন। রাজা নামধারী ব্যক্তিগণ প্রজাদের আয়ের সিংহভাগ আত্মসাৎ করে তাদের শোষণ করতে থাকেন। ব্রাহ্মণ নামধারী জীব উদরপূর্তি ও জননেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ১২-৩-৩২

অব্রতা বটবোঽশৌচা ভিক্ষবশ্চ কুটুম্বিনঃ।

তপস্বিনো গ্রামবাসা ন্যাসিনোঽত্যর্থলোলুপাঃ॥ ১২-৩-৩৩

ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্যবিরহিত ও অপবিত্র জীবনযাপন করে থাকেন। গৃহস্থ অপরকে ভিক্ষাদান না করে স্বয়ং ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। বানপ্রস্থআশ্রমী গ্রামে বসবাস করেন ও সন্ন্যাসীগণকে ধনসম্পদ লিপ্সু অর্থাৎ অর্থপিশাচ হতে দেখা যায়। ১২-৩-৩৩

হ্রস্বকায়া মহাহারা ভূর্যপত্যা গতহ্রিয়ঃ।

শশ্বৎকটুকভাষিণ্যশ্চৌর্যমায়োরুসাহসাঃ॥ ১২-৩-৩৪

রমণীকুল খর্বাকৃতি হয়েও অতিভোজী হয়ে থাকেন। তাদের সন্তানসন্ততি সংখ্যায় অত্যধিক হয়। তাঁরা কুলমর্যাদা লঙ্ঘন করে শীল-মান-সম্ভ্রম, যা তাদের ভূষণসম, হারিয়ে বসেন। তারা সর্বক্ষণ অকথ্য কুকথ্য ভাষণে যুক্ত থাকেন, চৌর্য ও কাপট্যতে ঔৎকর্ষ লাভ করে থাকেন। তাদের সাহসও অত্যধিক বেড়ে যায়। ১২-৩-৩৪

পণয়িষ্যন্তি বৈ ক্ষুদ্রাঃ কিরাটাঃ কূটকারিণঃ।

অনাপদ্যপি মংস্যন্তে বার্তাং সাধুজুগুপ্সিতাম্॥ ১২-৩-৩৫

বণিককুল সংকীর্ণ হৃদয় হয়ে পড়ে। তারা কানাকড়ির জন্যেও প্রতিপদে অসদাচরণ ও মিথ্যাচরণ করে। এমনকি তারা নিরাপদ ও সহায়সম্পদসম্পন্ন হয়েও নিন্দনীয় নিম্নশ্রেণীর ব্যবসাকে উপযুক্ত জ্ঞান করে ও তাতে যুক্ত হয়। ১২-৩-৩৫

BANGLADARSHAN.COM

পতিং ত্যক্ষ্যন্তি নির্দ্রব্যং ভৃত্যা অপ্যখিলোত্তমম্।

ভৃত্যং বিপন্নং পতয়ঃ কৌলং গাশ্চাপয়স্বিনীঃ॥ ১২-৩-৩৬

ধনসম্পদের অভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভুকেও সেবকগণ ত্যাগ করে চলে যায়। সেবক অতি বিশ্বস্ত হলেও তাকে বিপদগ্রস্ত দেখে প্রভু তাকেও ত্যাগ করে। এমনকি বকনা ও দুগ্ধদানে অসমর্থ গাভীকেও লোকেরা পরিত্যাগ করে। ১২-৩-৩৬

পিতৃভ্রাতৃসহৃজ্ জ্ঞাতীন্ হিত্বা সৌরতসৌহৃদাঃ।

ননান্দৃশ্যালসংবাদা দীনাঃ স্ত্রৈণাঃ কলৌ নরাঃ॥ ১২-৩-৩৭

প্রিয় পরীক্ষিৎ! কলিযুগে মানব অতিশয় লাম্পট্যে প্রবৃত্ত হয়। তারা নিজ কামবাসনা চরিতার্থ করতে ঔচিত্য বিচার না করেই যে কারও সঙ্গে ভোগবাসনা চরিতার্থ করে। বিষয়বাসনার বশীভূত হয়ে তারা এতই দীন হয়ে পড়ে যে তারা মা-বাবা, ভ্রাতা-আত্মীয় ও মিত্রদের উপেক্ষা করে শ্যালক-শ্যালিকা সম্বন্ধীয়দের পরামর্শে চলতে থাকে। ১২-৩-৩৭

শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ।

ধর্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্॥ ১২-৩-৩৮

কলিযুগে শূদ্রগণ তপস্বীবেশ ধারণপূর্বক জীবিকা নির্বাহ করে এবং দান গ্রহণ করে। যার ধর্মে কপর্দক পরিমাণও জ্ঞান নেই সেও ধর্ম-সিংহাসনে বিরাজমান থেকে ধর্মোপদেশ বিতরণ করতে থাকে। ১২-৩-৩৮

নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো দুর্ভিক্ষকরকর্শিতাঃ।

নিরন্নে ভূতলে রাজন্নানাবৃষ্টিভয়াতুরাঃ॥ ১২-৩-৩৯

পরীক্ষিৎ! অনাবৃষ্টি ও খরায় কলিযুগের প্রজারা আতঙ্কগ্রস্ত ও আতুর হয়ে পড়েন। দুর্ভিক্ষ ও শাসকের শোষণ তাদের রক্তচক্ষু প্রদর্শন করতে থাকে। তখন তাঁদের সম্বল কেবল অস্থি-চর্মসার দেহ ও উদ্বেগযুক্ত মন! এক গ্রাস অন্নসংস্থানও তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ১২-৩-৩৯

বাসোঽন্নপানশয়নব্যবায়স্নানভূষণৈঃ।

হীনাঃ পিশাচসন্দর্শা ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রজাঃ॥ ১২-৩-৪০

কলিযুগে প্রজাদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্ন, তৃষ্ণার জল ও বিশ্রামের সামান্য ভূমি –এই সকলের অভাব থাকে। দাম্পত্য জীবনযাপন, স্নান, ও আচরণ ধারণও তাঁদের লাভ হয় না। জনগণের আকৃতি, প্রকৃতি ও আচরণ পিশাচবৎ হতে দেখা যায়। ১২-৩-৪০

কলৌ কাকিণিকেঽপ্যর্থে বিগৃহ্য ত্যক্তসৌহৃদাঃ।

ত্যক্ষ্যন্তি চ প্রিয়ান্ প্রাণান্ হনিষ্যন্তি স্বকানপি॥ ১২-৩-৪১

কলিযুগে লোকের বিশাল ধনসম্পদের কথা তো ছেড়েই দিলাম, কপর্দক লাভের জন্যও তারা পরস্পরে বিরোধ-কলহে লিপ্ত হয়ে পড়ে ও দীর্ঘকালের সদ্‌ভাব ও মৈত্রীর কথা ভুলে যায়। অল্প পরিমাণ সম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা তাদের নিকট আত্মীয়দের হত্যা করবার প্ররোচনা দেয় এবং তারা তাদের নিজের প্রিয় প্রাণটুকুও হারিয়ে বসে। ১২-৩-৪১

ন রক্ষিষ্যন্তি মনুজাঃ স্থবিরৌ পিতরাবপি।

পুত্রান্ সর্বার্থকুশালান্ ক্ষুদ্রাঃ শিশ্নোদরম্ভরাঃ॥ ১২-৩-৪২

হে পরীক্ষিৎ! কলিযুগের হীনচিত্ত প্রাণিগণ কেবল কামবাসনা পূরণ ও উদর পূর্তিতেই নিত্যযুক্ত থাকে। পুত্র তার অথর্ব মাতা-পিতার পরিপালন না করে তাঁদের উপেক্ষা করে। পিতা নিজের পরম নিপুণ ও সর্বকার্যে সুযোগ্য পুত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন না, আলাদা করে দেন। ১২-৩-৪২

BANGLADARSHAN.COM

কলৌ ন রাজন্জগতাং পরং গুরুং ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্।

প্রায়েণ মর্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ॥ ১২-৩-৪৩

পরীক্ষিৎ! শ্রীভগবানই এই বিশ্ব চরাচরের পরম পিতা ও পরম গুরু। ইন্দ্র-ব্রহ্মা আদি ত্রিলোকাধিপতিগণ তাঁর পাদপদ্মে মস্তক অবনত করে সর্বস্ব সমর্পণ করে থাকেন। তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য এবং তিনি একরসে স্বস্বরূপে স্থিত। কিন্তু কলিযুগের মানুষের মধ্যে মূঢ়তা অত্যধিক হয়। ভণ্ডদের জন্য লোকেদের চিত্তবৈকল্য এত প্রবল হয় যে তারা প্রায়শ কর্ম ও চিন্তা সহযোগে শ্রীভগবানের পূজাবিমুখ হয়ে পড়ে। ১২-৩-৪৩

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।

বিমুক্তকর্মার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥ ১২-৩-৪৪

মৃত্যুকালের আতুরতায় কিংবা নিপতন-পদস্খলন কালে বাধ্যতা হেতু মানুষ যদি শ্রীভগবানের যে কোনো একটি নামও উচ্চারণ করে, তার সমস্ত কর্মবন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়; সে উত্তমগতি লাভ করে। কিন্তু হায় রে কলিযুগ! কলিযুগের প্রভাবে তারা শ্রীভগবানের সেইটুকু আরাধনা থেকেও বিমুখ হয়ে পড়ে। ১২-৩-৪৪

পুংসাং কলিকৃতান্ দোষান্ দ্রব্যদেশাত্মসম্ভবান্।

সর্বান্ হরতি চিত্তস্থো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ॥ ১২-৩-৪৫

পরীক্ষিৎ! কলিযুগের দোষের অন্ত নেই। সমস্ত বস্তুই দূষিত হয়ে যায়, স্থানে-স্থানে দোষের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। তবে সকল দোষের মূল প্রবাহ তো মানুষের অন্তরেই। কিন্তু যখন পুরুষোত্তম ভগবান এসে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন তখন তাঁর সান্নিধ্য হেতু সমস্ত দোষই নষ্ট হয়ে যায়। ১২-৩-৪৫

শ্রুতঃ সঙ্কীর্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতশ্চাদৃতোঽপি বা।

নৃণাং ধুনোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতাশুভম্॥ ১২-৩-৪৬

শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, ধাম এবং নাম শ্রবণ, সংকীর্তন, ধ্যান, পূজা ও সমাদরপূর্বক তাকে আহ্বান করলে তিনি উপেক্ষা করতে না পেরে মানব হৃদয়ে আগমন করেন ও সেখানে বিরাজমান হয়ে যান; আর দুই-এক জন্মের পাপের কী কথা, সহস্র জন্মের পাপ নিমেষে ভস্মসাৎ হয়ে যায়। ১২-৩-৪৬

যথা হেম্নি স্থিতো বহ্নির্দুর্বর্ণং হন্তি ধাতুজম্।
এবমাত্মগতো বিষ্ণুর্যোগিনামশুভাশয়ম্॥ ১২-৩-৪৭

যেমন অগ্নি সংযুক্তিতে সুবর্ণ তার ধাতুগত মালিন্যাদি দোষ ক্ষরণ করে থাকে, তেমনভাবেই সাধকদের দেহে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবান বিষ্ণু অশুভ সংস্কারসকল চিরতরে বিনাশ করে দেন। ১২-৩-৪৭

বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রীতীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥ ১২-৩-৪৮

হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীপুরুষোত্তম হৃদয়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে যেমন সম্যক্ শুদ্ধি হয় তেমন শুদ্ধি বিদ্যা, তপস্যা, প্রাণায়াম, সকলের প্রতি মৈত্রীভাব, তীর্থস্নান, দান, তপ আদির দ্বারাও হয় না। ১২-৩-৪৮

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হৃদিস্থং কুরু কেশবম্।
ম্রিয়মাণো হ্যবহিতস্ততো যাসি পরাং গতিম্॥ ১২-৩-৪৯

পরীক্ষিৎ! এখন তোমার মৃত্যুকাল সমুপস্থিত, সুতরাং সতর্ক হও। পূর্ণ শক্তিতে মনের সকল বৃত্তির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজ হৃদয়-সিংহাসনে আসীন করো। এরূপ করলে তুমি অবশ্যই পরমগতি লাভ করবে। ১২-৩-৪৯

ম্রিয়মাণৈরভিধ্যেয়ো ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
আত্মভাবং নয়ত্যঙ্গ সর্বাত্মা সর্বসংশ্রয়ঃ॥ ১২-৩-৫০

যারা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে তাদের সর্ব উপায়ে পরম ঐশ্বর্যশালী শ্রীভগবানের ধ্যানেই যুক্ত হওয়া সংগত। হে প্রিয় পরীক্ষিৎ! সকলের পরম আশ্রয়স্থল ও সর্বাত্মা শ্রীভগবান তাঁর ধ্যানে নিত্যযুক্ত ব্যক্তিদের নিজ স্বরূপে লীন করেন, তাদের স্বস্বরূপ দান করে থাকেন। ১২-৩-৫০

BANGLADARSHAN.COM

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥ ১২-৩-৫১

হে পরীক্ষিৎ! কলিযুগ স্তূপাকার দোষেই পরিপূর্ণ। কিন্তু তাতে একটি মহান গুণও বর্তমান। সেই অদ্ভুত অতি মহান গুণ হল শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনে সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্তি ও পরমাত্মা লাভ। ১২-৩-৫১

কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥ ১২-৩-৫২

যা সত্যযুগে শ্রীভগবানের ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতায় বিশাল যজ্ঞদ্বারা তাঁর আরাধনায় যুক্ত থেকে এবং দ্বাপরে বিধিপূর্বক তাঁর সেবা ও পূজা করে অর্জন করা যায় তা কলিযুগে কেবল শ্রীভগবানের নাম-সংকীর্তনেই লাভ হয়ে যায়। ১২-৩-৫২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

চতুর্থ অধ্যায়

চার প্রকারের প্রলয়

শ্রীশুক উবাচ

কালস্তে পরমাণ্বাদির্দ্বিপরার্ধাবধির্নৃপ।

কথিতো যুগমানং চ শৃণু কল্পলয়াবপি॥ ১২-৪-১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! পরমাণু থেকে দ্বিপরার্ধ পর্যন্ত কালের স্বরূপ ও এক একটা যুগ কত বৎসরের হয়ে থাকে আমি তা তোমায় জানিয়েছি। এখন তুমি কল্পের স্থিতিকাল ও তার প্রলয়ের বর্ণনাও শোনো। ১২-৪-১

চতুর্যুগসহস্রং চ ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে।

স কল্পো যত্র মনবশ্চতুর্দশ বিশাংপতে॥ ১২-৪-২

রাজন্! ব্রহ্মার এক দিনের বিস্তৃতি এক সহস্র চতুর্যুগ হয়ে থাকে যাকে কল্প আখ্যাও দেওয়া হয়। এক কল্পে চতুর্দশ মনু আবির্ভূত হয়ে থাকেন। ১২-৪-২

তদন্তে প্রলয়স্তাবান্ ব্রাহ্মী রাত্রিরুদাহৃতা।

ত্রয়ো লোকা ইমে তত্র কল্পন্তে প্রলয়ায় হি॥ ১২-৪-৩

BANGLADARSHAN.COM

কল্পান্তে প্রলয়ও অনুরূপকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই প্রলয়কেই ব্রহ্মার রাত্রি বলা হয়। তখন এই ত্রিলোকও লীন হয়ে যায়, তারও প্রলয় হয়। ১২-৪-৩

এষ নৈমিত্তিকঃ প্রোক্তঃ প্রলয়ো যত্র বিশ্বসৃক্।

শেতেঽনন্তাসনো বিশ্বমাত্মসাৎকৃত্য চাত্মভূঃ॥ ১২-৪-৪

এই হল নৈমিত্তিক প্রলয়। এই প্রলয়কালে সম্পূর্ণ বিশ্বকে নিজ অভ্যন্তরে স্থান দিয়ে অর্থাৎ লীন করে নিয়ে প্রথমে ব্রহ্মা, অতঃপর ভগবান নারায়ণও অনন্তনাগের দেহরূপ শয্যায় শয়ন করেন। ১২-৪-৪

দ্বিপরার্ধে ত্বতিক্রান্তে ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।

তদা প্রকৃতয়ঃ সপ্ত কল্পন্তে প্রলয়ায় বৈ॥ ১২-৪-৫

এইভাবে দিনরাত্রির চক্রে আবর্তিত হতে হতে যখন ব্রহ্মা তাঁর হিসেব মতো শত বৎসর ও মানব গণনায় দুই পরার্ধ আয়ুর সমাপ্তি ঘটে তখন মহত্তত্ত্ব, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্রা—এই সপ্ত প্রকৃতি তাদের কারণ মূল প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়। ১২-৪-৫

এষ প্রাকৃতিকো রাজন্ প্রলয়ো যত্র লীয়তে।

আণ্ডকোশস্তু সঙ্ঘাতো বিঘাত উপসাদিতে॥ ১২-৪-৬

রাজন্! এর নাম প্রাকৃতিক প্রলয়। এই প্রলয়কালে প্রলয়ের কারণ উপস্থিত হলে পঞ্চভূত নির্মিত ব্রহ্মাণ্ড নিজ স্থূলরূপ ত্যাগ করে কারণ রূপে স্থিত হন অর্থাৎ লীন হয়ে যান। ১২-৪-৬

পর্জন্যঃ শতবর্ষাণি ভূমৌ রাজন্ ন বর্ষতি।

তদা নিরন্নে হ্যন্যোন্যং ভক্ষ্যমাণাঃ ক্ষুধার্দিতাঃ॥ ১২-৪-৭

পরীক্ষিৎ! প্রলয়কালাগমনে মেঘ শতবর্ষ কাল পর্যন্ত বৃষ্টিপাত করে না। সকলেই অন্ন লাভে বঞ্চিত হয়। তখন প্রজারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে পরস্পরের প্রাণ সংহার করে এবং মাংস ভক্ষণ করেই প্রাণ ধারণ করে। ১২-৪-৭

ক্ষয়ং যাস্যন্তি শনকৈঃ কালেনোপদ্রুতাঃ প্রজাঃ।

সামুদ্রং দৈহিকং ভৌমং রসং সাংবর্তকো রবিঃ॥ ১২-৪-৮

রশ্মিভিঃ পিবতে ঘৌরৈঃ সর্বং নৈব বিমুঞ্চতি।

ততঃ সংবর্তকো বহ্নিঃ সঙ্কর্ষণমুখোত্থিতঃ॥ ১২-৪-৯

এইভাবে কালের উপদ্রবে ক্লিষ্ট প্রজাগণ ধীরে ধীরে হীনবল হয়ে পড়ে। প্রলয়কালীন সাংবর্তক সূর্য নিজ প্রচণ্ড তেজদ্বারা সমুদ্র, প্রাণী-শরীর ও পৃথিবীর সমস্ত রস বিশোষণ করে এবং তা নিয়মানুসারে পৃথিবীর উপর বর্ষণে বিরত থাকে। তখন সংকর্ষণ ভগবানের মুখ দিয়ে প্রলয়কালীন সংবর্তক অগ্নি উদ্গিরণ হতে থাকে। ১২-৪-৮-৯

দহত্যনিলবেগোত্থঃ শূন্যান্ ভূবিবরানথ।

উপর্যধঃ সমন্তাচ্চ শিখাভির্বহ্নিসূর্যয়োঃ॥ ১২-৪-১০

দহ্যমানং বিভাত্যণ্ডং দগ্ধগোময়পিণ্ডবৎ।

ততঃ প্রচণ্ডপবনো বর্ষাণামধিকং শতম্॥ ১২-৪-১১

পরঃ সাংবর্তকো বাতি ধূম্রং খং রজসাবৃতম্।

ততো মেঘকুলান্যঙ্গ চিত্রবর্ণান্যনেকশঃ॥ ১২-৪-১২

শতং বর্ষাণি বর্ষন্তি নদন্তি রভসস্বনৈঃ।

তত একোদকং বিশ্বং ব্রহ্মাণ্ডবিবরান্তরম্॥ ১২-৪-১৩

বেগবান বায়ু প্রবাহে অগ্নির কলেবর বৃদ্ধি হয় এবং তা তল-অতল আদি নীচের সপ্তলোক ভস্মসাৎ করে ফেলে। প্রাণীদেহের অস্তিত্ব তখন এমনিতেই থাকে না। অধঃদেশে অগ্নির প্রচণ্ড লেলিহান শিখা ও উর্ধ্বদেশে সূর্যের প্রচণ্ড রুদ্রমূর্তি। তখন অধঃ-উর্ধ্ব চতুর্দিক দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আর ব্রহ্মাণ্ডকে দেখে মনে হয় যেন গোময়পিণ্ডে ঠাসা অগ্নিকুণ্ডের অঙ্গার ধকধক করে জ্বলছে। এরপর প্রলয়কালীন অতি বেগবান প্রচণ্ড শক্তিধর সাংবর্তক বায়ু শত শত বৎসর পর্যন্ত প্রবাহিত হতে থাকে। আকাশ তখন ধূম্র-ধূলি ধূসর থাকে। তারপর অসংখ্য চিত্রবিচিত্র মেঘের আগমন হতে থাকে। সেই মেঘ অতি ভয়ংকর গর্জন করে এবং শত শত বৎসর পর্যন্ত বর্ষণ করতে থাকে। তখন ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সম্পূর্ণ জগৎ এক বিশাল জলসমুদ্রে পরিণত হয়ে যায় অর্থাৎ সব কিছু জলমগ্ন হয়ে যায়। ১২-৪-১০-১১-১২-১৩

BANGLADARSHAN.COM

তদা ভূমের্গন্ধগুণং গ্রসন্ত্যাপ উদপ্লবে।

গ্রস্তগন্ধা তু পৃথিবী প্রলয়ত্বায় কল্পতে॥ ১২-৪-১৪

এইভাবে যখন জলপ্রলয় হয়ে যায় তখন জল পৃথিবীর বিশেষ গুণকে হরণ করে নেয়–নিজের মধ্যে লীন করে দেয়। গন্ধ গুণের জলে লীন হওয়ার পর পৃথিবীর প্রলয় হয়ে যায়। তা জলে সম্মিলিত হয়ে জলরূপ হয়ে যায়। ১২-৪-১৪

অপাং রসমথো তেজস্তা লীয়ন্তেঽথ নীরসাঃ।

গ্রসতে তেজসো রূপং বায়ুস্তদ্রহিতং তদা॥ ১২-৪-১৫

লীয়তে চানিলে তেজো বায়োঃ খং গ্রসতে গুণম্।

স বৈ বিশতি খং রাজংস্ততশ্চ নভসো গুণম্॥ ১২-৪-১৬

শব্দং গ্রসতি ভূতাদির্নভস্তমনুলীয়তে।

তৈজসশ্চেন্দ্রিয়াণ্যঙ্গ দেবান্ বৈকারিকো গুণৈঃ॥ ১২-৪-১৭

রাজন্! তারপর জলের গুণ রসকে তৈজস-তত্ত্ব গ্রাস করে নেয় এবং জল বিশুষ্ক হয়ে তেজে সম্মিলিত হয়ে যায়। তদনন্তর বায়ু তেজের গুণ রূপকে গ্রাস করে নেয় এবং তেজ রূপবিহীন হয়ে বায়ুতে লীন হয়ে যায়। এরপর আকাশ বায়ুর গুণ স্পর্শকে নিজের মধ্যে ধারণ করে নেয়

এবং বায়ু স্পর্শরহিত হয়ে আকাশে শান্ত হয়ে যায়। অতঃপর তামস অহংকার আকাশের গুণ শব্দকে গ্রাস করে নেয় এবং আকাশ শব্দহীন হয়ে তামস অহংকারে লীন হয়ে যায়। সেই ভাবেই তৈজস অহংকার ইন্দ্রিয়গণকে এবং বৈকারিক অহংকার ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের ও ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিসমূহকে নিজের মধ্যে বিলীন করে নেয়। ১২-৪-১৫-১৬-১৭

মহান্ গ্রসত্যহঙ্কারং গুণাঃ সত্ত্বাদয়শ্চ তম্।

গ্রসতেঽব্যাকৃতং রাজন্ গুণান্ কালেন চোদিতম্॥ ১২-৪-১৮

অতঃপর মহত্তত্ত্ব অহংকারকে এবং সত্ত্ব আদি গুণ মহত্তত্ত্বকে গ্রাস করে ফেলে। হে পরীক্ষিৎ! এই সকলই হল কালের মহিমা। তারই প্রেরণায় অব্যক্ত প্রকৃতি গুণত্রয়কে গ্রাস করে নেয়। শেষে কেবল প্রকৃতিই অবশিষ্ট থাকে। ১২-৪-১৮

ন তস্য কালাবয়বৈঃ পরিণামাদয়ো গুণাঃ।

অনাদ্যনন্তমব্যক্তং নিত্যং কারণমব্যয়ম্॥ ১২-৪-১৯

প্রকৃতিই বিশ্বচরাচরের মূল কারণ। প্রকৃতি অব্যক্ত, অনাদি, অনন্ত, নিত্য ও অবিনাশী। যখন প্রকৃতি নিজ কার্যসমূহকে লীন করে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত করে তখন কালের অবয়ব বর্ষ, মাস, দিন-রাত, ক্ষণ আদির হেতুরূপ পরিণাম, ক্ষয়, বৃদ্ধি আদি কোনো প্রকারের বিকার প্রকৃতিতে হয় না। ১২-৪-১৯

ন যত্র বাচো ন মনো ন সত্ত্বং তমো রজো বা মহদাদয়োঽমী।

ন প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়দেবতা বা ন সন্নিবেশঃ খলু লোককল্পঃ॥ ১২-৪-২০

সেই সময় প্রকৃতিতে স্থূলরূপে অথবা সূক্ষ্মরূপে বাণী, মন, সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ, মহত্তত্ত্ব আদি বিকার, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও তাদের দেবতাগণ আদি কিছুই থাকে না। সৃষ্টিকালের বিভিন্ন লোকাদির কল্পনা ও তার স্থিতিও থাকে না। ১২-৪-২০

BANGLADARSHAN.COM

ন স্বপ্নজাগ্রন্ন চ তৎ সুষুপ্তং ন খং জলং ভূরনিলোঽগ্নিরর্কঃ।

সংসুপ্তবচ্ছূন্যবদপ্রতর্ক্যং তন্মূলভূতং পদমামনন্তি॥ ১২-৪-২১

তখন স্বপ্ন, জাগ্রত ও সুষুপ্তি–এই তিন অবস্থাও থাকে না। আকাশ, জল, পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি এবং সূর্যও থাকে না। সবই যেন গভীর নিদ্রামগ্ন মহাশূন্যবৎ থাকে। এই অবস্থাকে তর্কদ্বারা অনুমান করাও অসম্ভব। সেই অব্যক্তকেই জগতের মূলভূত তত্ত্ব আখ্যা দেওয়া হয়। ১২-৪-২১

লয়ঃ প্রাকৃতিকো হ্যেষ পুরুষাব্যক্তয়োর্যদা।

শক্তয়ঃ সম্প্রলীয়ন্তে বিবশাঃ কালবিদ্রুতাঃ॥ ১২-৪-২২

এই অবস্থার নাম প্রাকৃত প্রলয়। তখন কলির প্রভাবে পুরুষ ও প্রকৃতি–উভয়েরই শক্তি হীনবল হয়ে পড়ে এবং গত্যন্তরহীন হয়ে নিজ মূল স্বরূপে লীন হয়ে থাকে। ১২-৪-২২

বুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থরূপেণ জ্ঞানং ভাতি তদাশ্রয়ম্।

দৃশ্যত্বাব্যতিরেকাভ্যামাদ্যন্তবদবস্তু যৎ॥ ১২-৪-২৩

হে পরীক্ষিৎ! বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে তার অধিষ্ঠান জ্ঞানস্বরূপ বস্তুকেই ভাসিত করে। সেই সকলের আদি অন্ত দুইই থাকে। তাই তারা সত্য নয়। কেবল দৃশ্য এবং নিজ অধিষ্ঠান ছাড়া তাদের অস্তিত্বও থাকে না। তাই এগুলি সর্বতোভাবে মিথ্যা-মায়ামাত্র। ১২-৪-২৩

দীপশ্চক্ষুশ্চ রূপং চ জ্যোতিষো ন পৃথগ্ ভবেৎ।

এবং ধীঃ খানি মাত্রাশ্চ ন স্যুরন্যতমাদৃতাৎ॥ ১২-৪-২৪

যেমন প্রদীপ, নেত্র এবং রূপ–এই তিন তেজ থেকে পৃথক নয়, তেমনভাবেই বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং তার বিষয় তন্মাত্রাও নিজ অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়, যদিও ব্রহ্ম এদের থেকে সর্বতোভাবে ভিন্ন। ১২-৪-২৪

বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি চোচ্যতে।

মায়ামাত্রমিদং রাজন্ নানাত্বং প্রত্যগাত্মনি॥ ১২-৪-২৫

পরীক্ষিৎ! জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থা বুদ্ধিরই। অতএব তার জন্য অন্তরাত্মাতে যে বিশ্ব, তৈজস এবং প্রাজ্ঞরূপ বৈচিত্র্যের প্রতীতি হয় তা কেবল মায়া মাত্র। বুদ্ধিগত বিভিন্নতার একমাত্র সত্যস্বরূপ আত্মার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই। ১২-৪-২৫

যথা জলধরা ব্যোম্নি ভবন্তি ন ভবন্তি চ।

ব্রহ্মণীদং তথা বিশ্বমবয়ব্যুদয়াপ্যয়াৎ॥ ১২-৪-২৬

এই বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রলয় হতে থাকে তাই তার বহু অবয়ব সমগ্রের অস্তিত্ব আছে। যেমন আকাশে মেঘপুঞ্জের অবস্থান কখনো দৃশ্য আবার কখনো অদৃশ্য—তেমনভাবেই ব্রহ্মে বিশ্ব কখনো দৃশ্য কখনো অদৃশ্য। ১২-৪-২৬

সত্যং হ্যবয়বঃ প্রোক্তঃ সর্বাবয়বিনামিহ।

বিনার্থেন প্রতীয়েরন্ পটস্যেবাঙ্গ তন্তবঃ॥ ১২-৪-২৭

পরীক্ষিৎ! জগতের ব্যবহারে যত অবয়বী পদার্থ আছে তারা না থাকলেও তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বদের সত্য বলে মানা হয় যেহেতু তারা তার কারণ। উদাহরণ রূপে বস্ত্ররূপ অবয়বী না থাকলেও তার কারণরূপ সূত্রের অস্তিত্ব অবশ্যই থাকে। সেইভাবেই কার্যরূপ জগতের অনস্তিত্ব কালেও এই জগতের কারণরূপ অবয়বের অস্তিত্ব থাকতেও পারে। ১২-৪-২৭

যৎ সামান্যবিশেষাভ্যামুপলভ্যেত স ভ্রমঃ।

অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ সর্বমাদ্যন্তবদবস্তু যৎ॥ ১২-৪-২৮

কিন্তু ব্রহ্মের ক্ষেত্রে এই কার্য-কারণভাবের চিন্তা নিতান্তই অবাস্তব। সাধারণ বস্তু হচ্ছে কারণ আর বিশেষ বস্তু কার্য। এইরূপে যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় তা বস্তুত ভ্রমমাত্র। কারণ সাধারণ ও বিশেষভাব হল আপেক্ষিক অর্থাৎ অন্যান্যশ্রিত। বিশেষ না থাকলে সাধারণ আর সাধারণ না থাকলে বিশেষ হয় কেমন করে। কার্য ও কারণ ভাবের আদি ও অন্ত দুইই বর্তমান তাই তাও স্বপ্নদৃষ্ট প্রভেদসম সর্বতোভাবে অবস্তু। ১২-৪-২৮

বিকারঃ খ্যায়মানোহপি প্রত্যগাত্মানমন্তরা।

ন নিরূপ্যোহস্ত্যণুরপি স্যাচ্চেচ্চিৎসম আত্মবৎ॥ ১২-৪-২৯

সন্দেহ নেই যে এই প্রপঞ্চরূপ বিকার স্বপ্নদৃষ্ট বিকারসম বোধ হয় কিন্তু তা হলেও তাকে নিজ অধিষ্ঠান ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা থেকে পৃথক বলা যায় না। হাজার চেষ্টা করলেও তা আত্মা থেকে অণুমাত্র পৃথক সত্তাযুক্ত, তা নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। যদি কল্পনায় আমরা স্বীকার করে নিই যে আত্মার অতিরিক্ত আর এক পৃথক সত্তাও আছে তবে তাকে তো চিদ্রূপ আত্মাসম স্বয়ং সমুদ্ভাসিত হওয়া প্রয়োজন। এই অবস্থায় আমরা তো আত্মার একরূপকেই স্বীকৃতি দিচ্ছি। ১২-৪-২৯

নহি সত্যস্য নানাত্বমবিদ্বান্ যদি মন্যতে।

নানাত্বং ছিদ্রয়োর্যদ্বজ্জ্যোতিষোর্বাতয়োরিব॥ ১২-৪-৩০

কিন্তু আমরা তো এই সত্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত যে পরমার্থ সত্যতে বৈভিন্ন্য থাকা সম্ভব নয়। তবুও যদি কেউ অজ্ঞানবশত পরমার্থ সত্য বস্তুতে বৈভিন্ন্যের সন্ধানে বিচারে প্রবৃত্ত হয় তবে তা হবে সর্বতোভাবে অর্থহীন চিন্তা। মহাকাশ ও ঘটাকাশের মধ্যে, আকাশের সূর্য ও জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যের মধ্যে, বাহ্য বায়ু ও আন্তর বায়ুর মধ্যে প্রভেদ অন্বেষণ অর্থহীন অবশ্যই। এই সত্যই পরমার্থের পক্ষেও প্রযোজ্য। ১২-৪-৩০

যথা হিরণ্যং বহুধা সমীয়তে নৃভিঃ ক্রিয়াভির্ব্যবহারবর্ত্মসু।

এবং বচোভির্ভগবানধোক্ষজো ব্যাখ্যায়তে লৌকিকবৈদিকৈর্জনৈঃ॥ ১২-৪-৩১

মানুষ একই স্বর্ণকে অগ্নির সাহায্যে কঙ্কণ, কুণ্ডল, বলয় আদি রূপ প্রদান করে থাকে, তদনুরূপ নিপুণ বিদ্বান লৌকিক ও বৈদিক বাণীর সাহায্যে একই ইন্দ্রিয়াতীত আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপস্থাপিত করেন। ১২-৪-৩১

BANGLADARSHAN.COM

যথা ঘনোঽর্কপ্রভবোঽর্কদর্শিতো হ্যর্কাংশভূতস্য চ চক্ষুষস্তমঃ।

এবং ত্বহং ব্রহ্মগুণস্তদীক্ষিতো ব্রহ্মাংশকস্যাত্মন আত্মবন্ধনঃ॥ ১২-৪-৩২

দেখো! মেঘ সূর্য-সৃষ্ট ও সূর্য-প্রকাশিত; তবুও সেই মেঘ সূর্যেরই এক অংশ নেত্রের জন্য সূর্য-দর্শনের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একইভাবে অহংকারও ব্রহ্ম-সৃষ্ট ও ব্রহ্ম-প্রকাশিত কিন্তু ব্রহ্মের অংশবিশেষ জীবেন জন্য অহংকার ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ১২-৪-৩২

ঘনো যদার্কপ্রভবো বিদীর্যতে চক্ষুঃ স্বরূপং রবিমীক্ষতে তদা।

যদা হ্যহঙ্কার উপাধিরাত্মনো জিজ্ঞাসয়া নশ্যতি তর্হ্যনুস্মরেৎ॥ ১২-৪-৩৩

সূর্য-সৃষ্ট মেঘ ছিন্নভিন্ন হলেই তখন নেত্র তার স্বস্বরূপ সূর্য-দর্শন করতে সমর্থ হয়। একইভাবে জীবের অন্তরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জেগে উঠলে আত্মার উপাধি অহংকারের বিনাশ হয় আর তখনই তার স্বস্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়। ১২-৪-৩৩

যদৈবমেতেন বিবেকহেতিনা মায়াময়াহঙ্করণাত্মবন্ধনম্।

ছিত্ত্বাচ্যুতাত্মানুভবোঽবতিষ্ঠতে তমাহুরাত্যন্তিকমঙ্গ সংপ্লবম্॥ ১২-৪-৩৪

প্রিয় পরীক্ষিৎ! যখন জীব বিবেকরূপী খড়্গা দ্বারা মায়াময় অহংকারের পাশ ছিন্ন করে তখন সে নিজ একরস আত্মস্বরূপ পরমাত্মায় স্থিত হয়ে যায়। আত্মার এই মায়াযুক্ত বাস্তবিক স্থিতিকেই আত্যন্তিক প্রলয় বলা হয়। ১২-৪-৩৪

নিত্যদা সর্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং পরংতপ।

উৎপত্তিপ্রলয়াবেকে সূক্ষ্মজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে॥ ১২-৪-৩৫

হে অয়াতিদমন! তত্ত্বদর্শীগণের বিচারে ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত সমস্ত প্রাণী ও বস্তুর নিত্য সৃষ্টি ও নিত্য বিনাশ হতেই থাকে অর্থাৎ প্রলয়ের চক্র নিত্য আবর্তমান থাকে। ১২-৪-৩৫

BANGLADARSHAN.COM

কালস্রোতোজবেনাশু হ্রিয়মাণস্য নিত্যদা।

পরিণামিনামবস্থাস্তা জন্মপ্রলয়হেতবঃ॥ ১২-৪-৩৬

জগতের পরিণামী বস্তুসকল নদীর প্রবাহ, দীপশিখার প্রজ্বলন আদির মতো প্রতিক্ষণে পরিবর্তনের শিকার হয়। তাদের পরিবর্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এই বোধ আসে যে কালপ্রবাহে প্রবহমান মানবদেহও প্রতি ক্ষণে পরিবর্তনের শিকার হয়ে থাকে। তাই দেহাদিতেও উৎপত্তি ও প্রলয়ের ঘটনা মুহুর্মুহু ঘটতেই থাকে। ১২-৪-৩৬

অনাদ্যন্তবতানেন কালেনেশ্বরমূর্তিনা।

অবস্থা নৈব দৃশ্যন্তে বিয়তি জ্যোতিষামিব॥ ১২-৪-৩৭

যেমন আকাশে তারাগণ অনুক্ষণ গতিশীল থাকলেও তাদের গতির অনুভূতি স্পষ্টভাবে হয় না, তেমনভাবেই ভগবানের স্বরূপভূত অনাদি-অনন্তকালের প্রভাবে প্রাণিগণের প্রতিক্ষণের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কথা সহসা জানতে পারা যায় না। ১২-৪-৩৭

নিত্যো নৈমিত্তিকশ্চৈব তথা প্রাকৃতিকো লয়ঃ।

আত্যন্তিকশ্চ কথিতঃ কালস্য গতিরীদৃশী॥ ১২-৪-৩৮

পরীক্ষিৎ! আমি তোমাকে চার রকমের প্রলয়ের কথা বললাম যা নিত্যপ্রলয়, নৈমিত্তিক প্রলয়, প্রাকৃতিক প্রলয় এবং আত্যন্তিক প্রলয়রূপে পরিচিত। বস্তুত কালের সূক্ষ্ম গতিই এইরূপ। ১২-৪-৩৮

এতাঃ কুরুশ্রেষ্ঠ জগদ্বিধাতুর্নারায়ণস্যাখিলসত্ত্বধাম্নঃ।

লীলাকথাস্তে কথিতাঃ সমাসতঃ কার্ৎস্ন্যেন নাজোঽপ্যভিধাতুমীশঃ॥ ১২-৪-৩৯

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বিশ্ববিধাতা ভগবান নারায়ণই সমস্ত প্রাণীর ও শক্তির আশ্রয়। যে সকল কথা আমি সংক্ষেপে বলেছি, তা সবই তাঁর লীলাকথা। শ্রীভগবানের লীলাকথার পূর্ণ বিবরণ দান করতে তো স্বয়ং ব্রহ্মাও সক্ষম নন। ১২-৪-৩৯

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষোর্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ পুংসো ভবেদ্ বিবিধদুঃখদবার্দিতস্য॥ ১২-৪-৪০

যাঁরা অত্যন্ত দুস্তর সংসার সাগর অতিক্রম করতে ইচ্ছুক অথবা যাঁরা বহু দুঃখ-দাবানলে দগ্ধ হচ্ছেন তাঁদের পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবানের লীলাকথারস সেবন করা ছাড়া অন্য কোনো পথ, কোনো তরণী নেই। তাঁরা কেবল লীলা রসায়নের সেবন করেই নিজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন। ১২-৪-৪০

পুরাণসংহিতামেতামৃষির্নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
নারদায় পুরা প্রাহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় সঃ॥ ১২-৪-৪১

আমার বর্ণিত ঘটনা বিবরণই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ। সর্বপ্রথম এই বিবরণ সনাতন ঋষি নর-নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে দান করেছিলেন। আমার পিতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে তা শ্রবণ করেন। ১২-৪-৪১

স বৈ মহ্যং মহারাজ ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
ইমাং ভাগবতীং প্রীতঃ সংহিতাং বেদসম্মিতাম্॥ ১২-৪-৪২

মহারাজ! সেই বদরীবনবিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রসন্ন হয়ে আমাকে এই বেদতুল্য শ্রীভাগবতসংহিতার উপদেশ দান করেছিলেন। ১২-৪-৪২

এতাং বক্ষ্যত্যসৌ সূত ঋষিভ্যো নৈমিষালয়ে।
দীর্ঘসত্রে কুরুশ্রেষ্ঠ সম্পৃষ্টঃ শৌনকাদিভিঃ॥ ১২-৪-৪৩

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ভবিষ্যতে যখন শৌনকাদি ঋষিগণ নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে বিরাট সত্রের ব্যবস্থা করবেন তখন তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে পৌরাণিক বক্তা শ্রীসূত তাঁদের এই সংহিতার উপদেশ দান করবেন। ১২-৪-৪৩

BANGLADARSHAN.COM

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীশুকদেবের অন্তিম উপদেশ

শ্রীশুক উবাচ

অত্রানুবর্ণ্যতেঽভীক্ষ্ণং বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ।

যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ॥ ১২-৫-১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে প্রিয় পরীক্ষিৎ! এই শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণে বারে বারে এবং সর্বত্র বিশ্বাত্মা ভগবান শ্রীহরিরই সংকীর্তন হয়েছে। বস্তুত ব্রহ্মা ও রুদ্রও শ্রীহরি থেকে পৃথক সত্তা নন। তাঁরা যথাক্রমে শ্রীহরিরই কৃপা-লীলা ও ক্রোধলীলার অভিব্যক্তি। ১২-৫-১

ত্বং তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি।

ন জাতঃ প্রাগভূতোঽদ্য দেহবত্ত্বং ন নঙ্ক্ষ্যসি॥ ১২-৫-২

হে রাজন্! এখন তুমি মৃত্যুর এই অবিবেচনা প্রসূত ধারণা ত্যাগ করো। যেমন দেহ পূর্বে ছিল না, এখন জন্ম নিল এবং আবার বিনষ্ট হয়ে যাবে; তেমনভাবেই তুমিও পূর্বে ছিলে না, তোমার জন্ম হল, তুমি মরে যাবে—এই কথা ঠিক নয়। ১২-৫-২

ন ভবিষ্যসি ভূত্বা ত্বং পুত্রপৌত্রাদিরূপবান্।

বীজাঙ্কুরবদ্ দেহাদের্ব্যতিরিক্তো যথানলঃ॥ ১২-৫-৩

BANGLADARSHAN.COM

যেমন বীজ থেকে অঙ্কুর ও অঙ্কুর থেকে বীজের উৎপত্তি হয়ে থাকে ঠিক সেইভাবেই এক দেহ থেকে দ্বিতীয় দেহের এবং দ্বিতীয় দেহ থেকে তৃতীয় দেহের উৎপত্তি হয়ে থাকে। কিন্তু তুমি না তো কারো জাত, না তুমি ভবিষ্যতে পুত্র-পৌত্রাদির শরীররূপে উৎপন্ন হবে। দেখো! যেমন অগ্নি কাষ্ঠ থেকে সর্বদা পৃথক থাকে—কাষ্ঠের উৎপত্তি ও বিনাশের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধই থাকে না, তেমনভাবেই তুমিও দেহ থেকে সতত এক পৃথক সত্তা। ১২-৫-৩

স্বপ্নে যথা শিরশ্ছেদং পঞ্চত্বাদ্যাত্মনঃ স্বয়ম্।

যস্মাৎ পশ্যতি দেহস্য তত আত্মা হ্যজোঽমরঃ॥ ১২-৫-৪

স্বপ্নাবস্থায় যদি দেখতে পাও যে তোমার মস্তক ভূলুণ্ঠিত, তোমার মৃত্যু হয়েছে আর আত্মীয়-পরিজনেরা তোমায় শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করছে, তা তো সবই তোমার শরীর সম্পর্কিত ঘটনা প্রবাহ, আত্মার কখনো নয়। যে দর্শক সে তো ওই অবস্থা থেকে সর্বতোভাবে পৃথক সত্তা, জন্ম-মৃত্যুরহিত শুদ্ধ-বুদ্ধ পরমতত্ত্ব স্বরূপ। ১২-৫-৪

ঘটে ভিন্নে যথাঽঽকাশ আকাশঃ স্যাদ্ যথা পুরা।

এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুনঃ॥ ১২-৫-৫

যেমন ঘট খণ্ডিত হলে আকাশ পূর্ববৎ অখণ্ড থাকে কিন্তু ঘটাকাশের নিবৃত্তি হয়ে গেলে লোকেদের এইরূপ ধারণা হয় যে তা মহাকাশের সঙ্গে মিলিত হয়েছে—বস্তুত তা তো মিলিতই ছিল, তেমনভাবেই দেহপাত হয়ে গেলে মনে হয় যেন জীব ব্রহ্ম হয়ে গেল। বস্তুত তা তো ব্রহ্মই ছিল, ব্রহ্মের অভাব তো প্রতীতিমাত্র ছিল। ১২-৫-৫

মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্মাণি চাত্মনঃ।

তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ॥ ১২-৫-৬

মনই আত্মার জন্য শরীর, বিষয় এবং কর্মের কল্পনা করে থাকে; এবং সেই মনকে সৃষ্টি করে মায়া। বস্তুত মায়াই জীবের সংসার চক্রে পতিত হওয়ার একমাত্র কারণ। ১২-৫-৬

স্নেহাধিষ্ঠানবর্ত্যগ্নিসংযোগো যাবদীয়তে।

ততো দীপস্য দীপত্বমেবং দেহকৃতো ভবঃ।

রজঃসত্ত্বতমোবৃত্ত্যা জায়তেঽথ বিনশ্যতি॥ ১২-৫-৭

যতক্ষণ তৈল, তৈলাধার, বাতি ও অগ্নির সংযোগ বর্তমান থাকে ততক্ষণই প্রদীপে প্রদীপ-ভাব থাকে; তেমনভাবেই যতক্ষণ আত্মার কর্ম, মন, শরীর ও তাতে নিবাসকারী চৈতন্য-অধ্যাসের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে ততক্ষণ তাকে জন্মমৃত্যু চক্রে—এই সংসারে আবর্তিত হতে হয় এবং রজোগুণ, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণের বৃত্তিসকল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাকে সৃষ্ট, স্থিত এবং বিনষ্টও হতে বাধ্য হতে হয়। ১২-৫-৭

ন তত্রাত্মা স্বয়ংজ্যোতির্যো ব্যক্তাব্যক্তয়োঃ পরঃ।

আকাশ ইব চাধারো ধ্রুবোঽনন্তোপমস্ততঃ॥ ১২-৫-৮

কিন্তু যেমন প্রদীপ নিভে গেলেও তত্ত্বরূপে তেজের বিনাশ হয় না, তেমনই জগতের নাশ হলেও স্বয়ং প্রকাশমান আত্মার বিনাশ হয় না। কারণ আত্মা কার্য ও কারণ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত কোনোটাই নয়। আত্মা আকাশসম সকলের আধার, নিত্য ও নিশ্চল, অনন্ত। বস্তুত আত্মার উপমা আত্মা স্বয়ং। ১২-৫-৮

এবমাত্মানমাত্মস্থমাত্মনৈবামৃশ প্রভো।

বুদ্ধ্যানুমানগর্ভিণ্যা বাসুদেবানুচিন্তয়া॥ ১২-৫-৯

হে রাজন্! তুমি নিজ বিশুদ্ধ ও বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধিকে পরমাত্মার চিন্তনে পরিপূর্ণ করে নাও এবং স্বয়ংই নিজ অন্তরে স্থিত পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করো। ১২-৫-৯

চোদিতো বিপ্রবাক্যেন ন ত্বাং ধক্ষ্যতি তক্ষকঃ।

মৃত্যবো নোপধক্ষ্যন্তি মৃত্যূনাং মৃত্যুমীশ্বরম্॥ ১২-৫-১০

দেখো! তুমি মৃত্যুদেরও মৃত্যুস্বরূপ! তুমি স্বয়ং ঈশ্বর। ব্রাহ্মণের অভিশাপে প্রেরিত তক্ষক তোমাকে ভস্ম করতে পারবে না। শোনো! তক্ষক কী কথা! স্বয়ং মৃত্যু ও মৃত্যুসমষ্টিও তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। ১২-৫-১০

অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।

এবং সমীক্ষন্নাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে॥ ১২-৫-১১

তুমি এইরূপ অনুসন্ধান চিন্তনে মগ্ন হও—আমি স্বয়ংই সর্বাধিষ্ঠান পরব্রহ্ম। সর্বাধিষ্ঠান ব্রহ্ম আমিই। এইভাবে তুমি নিজেকে বাস্তবিক একরস অনন্ত অখণ্ড স্বরূপে স্থিত করে নাও। ১২-৫-১১

দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ।

ন দ্রক্ষ্যসি শরীরং চ বিশ্বং চ পৃথগাত্মনঃ॥ ১২-৫-১২

যে সময় তক্ষক নিজ বিষাক্ত লকলকে জিভ বার করে ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করতে করতে আসবে ও নিজ বিষ পরিপূর্ণ মুখদ্বারা তোমার পদে দংশন করবে—তুমি একটুও বিচলিত হবে না। তুমি নিজ আত্মস্বরূপে স্থিত থেকে এই দেহকে—এমনকি সমগ্র বিশ্বকেও নিজের থেকে পৃথক দেখবে না। ১২-৫-১২

এতত্তে কথিতং তাত যথাত্মা পৃষ্টবান্ নৃপ।

হরের্বিশ্বাত্মনশ্চেষ্টাং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ১২-৫-১৩

হে আত্মস্বরূপ পুত্র পরীক্ষিৎ! তুমি বিশ্বাত্মা শ্রীভগবানের লীলার সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন করেছিলে তার উত্তর তো আমি তোমায় দিয়েছি। তুমি আর কী জানতে ইচ্ছুক বলো। ১২-৫-১৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে ব্রহ্মোপদেশো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

BANGLADARSHAN.COM

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরীক্ষিৎ-এর পরমগতি, জনমেজয়ের সর্পসত্র এবং বেদের শাখাভেদ

সূত উবাচ

এতন্নিশম্য মুনিনাভিহিতং পরীক্ষিদ্ ব্যাসাত্মজেন নিখিলাত্মদৃশা সমেন।
তৎ পাদমূলমুপসৃত্য নতেন মূর্ধ্না বদ্ধাঞ্জলিস্তমিদমাহ স বিষ্ণুরাতঃ॥ ১২-৬-১

শ্রীসূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ! ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব মুনি সমস্ত বিশ্বচরাচরকে নিজ আত্মারূপে অনুভব করেন ও আচরণে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখেন। শ্রীভগবানের শরণাগত এবং তাঁর দ্বারা সুরক্ষিত রাজর্ষি পরীক্ষিৎ তাঁর সম্পূর্ণ উপদেশ অতি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করলেন। এক্ষণে তিনি মস্তক অবনত করে তাঁর শ্রীচরণের সমীপে সরে এলেন ও কৃতঞ্জলিপুটে তাঁর কাছে এই প্রার্থনা নিবেদন করলেন। ১২-৬-১

রাজোবাচ

সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা।
শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদনাদিনিধনো হরিঃ॥ ১২-৬-২

BANGLADARSHAN.COM

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—ভগবন্! আপনি মূর্তিমান করুণাস্বরূপ। আপনি কৃপা করে অনাদি-অনন্ত, একরস সত্য ভগবান শ্রীহরির স্বরূপ ও লীলাসমগ্র বর্ণনা করেছেন। আপনার কৃপায় এখন আমি অনুগৃহীত ও কৃতকৃত্য হয়ে গিয়েছি। ১২-৬-২

নাত্যদ্ভুতমহং মন্যে মহতামচ্যুতাত্মনাম্।
অজ্ঞেষু তাপতপ্তেষু ভূতেষু যদনুগ্রহঃ॥ ১২-৬-৩

সংসারাবদ্ধ প্রাণীকুল নিজ স্বার্থ ও পরমার্থ জ্ঞান বিরহিত। তারা বিভিন্ন দুঃখ-দাবানলে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হচ্ছে। তাদের উপর ভগবদনুগ্রহযুক্ত মহাত্মাদের অনুগ্রহ হওয়া কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা অথবা আশ্চর্যের কথা নয়। এ তো তাঁদের পক্ষে অতি স্বাভাবিকই বলা যায়। ১২-৬-৩

পুরাণসংহিতামেতামশ্রৌষ্ম ভবতো বয়ম্।
যস্যাং খলূত্তমঃশ্লোকো ভগবাননুবর্ণ্যতে॥ ১২-৬-৪

আমি ও আমার সঙ্গে অনেকে আপনার মুখনিঃসৃত এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ শ্রবণ করে ধন্য। এই পুরাণের প্রতিপদে ভগবান শ্রীহরির সেই স্বরূপ ও লীলাকথার বর্ণনা আছে যা পরমতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণও সংকীর্তন করে তাতেই নিত্য রমণ করেন। ১২-৬-৪

ভগবংস্তক্ষকাদিভ্যো মৃত্যুভ্যো ন বিভেম্যহম্।
প্রবিষ্টো ব্রহ্ম নির্বাণমভয়ং দর্শিতং ত্বয়া॥ ১২-৬-৫

ভগবন্! আপনি আমাকে অভয়পদ, ব্রহ্ম ও আত্মার অভিন্নতার সম্যক্ দর্শন দান করেছেন। তাই আমি এখন পরম শান্তিস্বরূপ ব্রহ্মে সুপ্রতিষ্ঠিত। তক্ষক দংশনের মৃত্যুভয় অথবা পুঞ্জীভূত মৃত্যুরও ভয় আর আমার নেই, আমি নির্ভয়চিত্ত। ১২-৬-৫

অনুজানীহি মাং ব্রহ্মন্ বাচং যচ্ছাম্যধোক্ষজে।
মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূন্॥ ১২-৬-৬

ব্রহ্মন্! আমি আপনার কাছে অনুমতি নিয়ে সংযতবাক মৌন হয়ে আমার সমস্ত কামনাবিরহিত চিত্তকে ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্মার স্বরূপে লীন করে প্রাণ ত্যাগ করতে প্রস্তুত। আপনি কৃপা করে অনুমতি দিন। ১২-৬-৬

অজ্ঞানং চ নিরস্তং মে জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠয়া।

ভবতা দর্শিতং ক্ষেমং পরং ভগবতঃ পদম্॥ ১২-৬-৭

আপনার উপদিষ্ট জ্ঞানবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমার অজ্ঞান চিরতরের জন্য অপসৃত হয়ে গেছে। আপনি আমাকে শ্রীভগবানের পরম কল্যাণময় স্বরূপের সন্ধান দিয়েছেন। ১২-৬-৭

সূত উবাচ

ইত্যুক্তস্তমনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।

জগাম ভিক্ষুভিঃ সাকং নরদেবেন পূজিতঃ॥ ১২-৬-৮

শ্রীসূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ! রাজা পরীক্ষিৎ ভগবান শ্রীশুকদেবের এইরূপ স্তুতি করে তারপর অতি প্রীতিসহকারে তাঁর পূজা করলেন। এরপর শ্রীশুকদেব রাজার কাছে বিদায় নিয়ে সমাগত মহাত্মা ও ভিক্ষুদের সঙ্গে নিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করলেন। ১২-৬-৮

পরীক্ষিদপি রাজর্ষিরাত্মন্যাত্মানমাত্মনা।

সমাধায় পরং দধ্যাবস্পন্দাসুর্যথা তরুঃ॥ ১২-৬-৯

রাজর্ষি পরীক্ষিৎও কোনো বাহ্য সাহায্য ছাড়াই স্বয়ংই নিজ অন্তরাত্মাকে পরমাত্মার চিন্তনে নিমজ্জিত করলেন ও ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলেন। সেই সময় তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে দেখে একটি স্থানু বৃক্ষসম মনে হচ্ছিল। ১২-৬-৯

BANGLADARSHAN.COM

প্রাক্কূলে বর্হিষ্যাসীনো গঙ্গাকূল উদঙ্‌মুখঃ।

ব্রহ্মভূতো মহাযোগী নিঃসঙ্গশ্ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১২-৬-১০

তিনি গঙ্গাতটে কুশ এমনভাবে পেতেছিলেন যে তার অগ্রভাগ পূর্বমুখে ছিল এবং তিনি স্বয়ং তার উপর উত্তরমুখে বসে ছিলেন। তাঁর আসক্তি ও সংশয় দুইই ইতিমধ্যেই অপসৃত হয়ে গিয়েছিল। এক্ষণে তিনি ব্রহ্ম আত্মার অভিন্নতারূপ মহাযোগে ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যোগারূঢ় হয়ে রইলেন। ১২-৬-১০

তক্ষকঃ প্রহিতো বিপ্রাঃ ক্রুদ্ধেন দ্বিজসূনুনা।

হন্তুকামো নৃপং গচ্ছন্ দদর্শ পথি কশ্যপম্॥ ১২-৬-১১

হে শৌনকাদি ঋষিগণ! মুনিকুমার শৃঙ্গী ক্রোধে অন্ধ হয়ে পরীক্ষিৎকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। এইবার তাঁর প্রেরিত তক্ষক সর্প রাজা পরীক্ষিৎকে দংশন করবার নিমিত্ত তাঁর সমীপে গমন করল। পথে কশ্যপ ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। ১২-৬-১১

তং তর্পয়িত্বা দ্রবিণৈর্নিবর্ত্য বিষহারিণম্।

দ্বিজরূপপ্রতিচ্ছন্নঃ কামরূপোঽদশন্নৃপম্॥ ১২-৬-১২

কশ্যপ ব্রাহ্মণ সর্পবিষ চিকিৎসায় অতি নিপুণ ছিলেন। তক্ষক তাঁকে প্রচুর ধনসম্পদ দিয়ে সেইখান থেকেই ফিরিয়ে দিল, রাজার কাছে যেতে দিল না। তক্ষক ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করতে সক্ষম ছিল। সে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে রাজা পরীক্ষিতের সমীপে উপস্থিত হল এবং তাঁকে দংশন করল। ১২-৬-১২

ব্রহ্মভূতস্য রাজর্ষের্দেহোঽহিগরলাগ্নিনা।

বভূব ভস্মসাৎ সদ্যঃ পশ্যতাং সর্বদেহিনাম্॥ ১২-৬-১৩

রাজর্ষি পরীক্ষিৎ তক্ষক দংশনের পূর্বেই ব্রহ্মে লীন হয়েছিলেন। এক্ষণে তক্ষকের বিষাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে তাঁর নশ্বর দেহ সকলের সম্মুখেই ভস্মে পরিণত হয়ে গেল। ১২-৬-১৩

হাহাকারো মহানাসীদ্ ভুবি খে দিক্ষু সর্বতঃ।

বিস্মিতা হ্যভবন্ সর্বে দেবাসুরনরাদয়ঃ॥ ১২-৬-১৪

পৃথিবীতে আকাশে-বাতাসে দিকে দিকে প্রবল হাহাকার রব উঠল। দেব, অসুর ও মানব সকলেই বিস্ময় সহকারে পরীক্ষিতের এই পরমগতি প্রত্যক্ষ করলেন। ১২-৬-১৪

দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্গন্ধর্বাপ্সরসো জগুঃ।

ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি বিবুধা সাধুবাদিনঃ॥ ১২-৬-১৫

দেবতাদের দুন্দুভি বাদ্য আপনাআপনি বেজে উঠল। গন্ধর্ব অপ্সরাসকল নৃত্য করতে লাগলেন। দেবতাগণ সাধুবাদ সহকারে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। ১২-৬-১৫

জনমেজয়ঃ স্বপিতরং শ্রুত্বা তক্ষকভক্ষিতম্।

যথা জুহাব সংক্রুদ্ধো নাগান্ সত্রে সহ দ্বিজৈঃ॥ ১২-৬-১৬

তক্ষক দংশনে পিতার মৃত্যু বার্তা জনমেজয়ের কর্ণগোচর হতেই তিনি অতীব ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন। সমস্ত সর্পকুল ধ্বংস করবার নিমিত্ত তিনি ব্রাহ্মণদের সাহায্যে অগ্নিকুণ্ডে সর্পযজ্ঞ করতে শুরু করলেন। ১২-৬-১৬

সর্পসত্রে সমিদ্ধাগ্নৌ দহ্যমানান্ মহোরগান্।

দৃষ্ট্বেন্দ্রং ভয়সংবিগ্নস্তক্ষকঃ শরণং যযৌ॥ ১২-৬-১৭

যখন তক্ষক দেখল যে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান শিখায় পতিত হয়ে অতি বড় মহাসর্পসকলও ভস্মসাৎ হয়ে যাচ্ছে তখন সে অত্যন্ত ভীত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাগত হল। ১২-৬-১৭

BANGLADARSHAN.COM

অপশ্যংস্তক্ষকং তত্র রাজা পারীক্ষিতো দ্বিজান্।

উবাচ তক্ষকঃ কস্মান্ন দহ্যেতোরগাধমঃ॥ ১২-৬-১৮

বহুসর্প ভস্ম হওয়ার পরও তক্ষক না আসায় পরীক্ষিৎনন্দন রাজা জনমেজয় ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করলেন –হে ব্রাহ্মণগণ! এখনও পর্যন্ত সর্পাধম তক্ষককে কেন ভস্ম করা যাচ্ছে না? ১২-৬-১৮

তং গোপায়তি রাজেন্দ্র শক্রঃ শরণমাগতম্।

তেন সংস্তম্ভিতঃ সর্পস্তস্মান্নাগ্নৌ পতত্যসৌ॥ ১২-৬-১৯

ব্রাহ্মণগণ বললেন–হে রাজেন্দ্র! তক্ষক এক্ষণে ইন্দ্রের শরণাগত হয়ে আছে এবং তিনি তাকে রক্ষা করে যাচ্ছেন। তিনি তক্ষককে স্তম্ভিত করে রেখেছেন তাই সে অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হয়ে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে না। ১২-৬-১৯

পারীক্ষিত ইতি শ্রুত্বা প্রাহর্ত্বিজ উদারধীঃ।

সহেন্দ্রস্তক্ষকো বিপ্রা নাগ্নৌ কিমিতি পাত্যতে॥ ১২-৬-২০

পরীক্ষিৎনন্দন জনমেজয় অতি বুদ্ধিমান ও বীর ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের কথা শুনে ঋত্বিকদের বললেন –হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা ইন্দ্রসহ তক্ষককে অগ্নিতে আহুতি কেন দিচ্ছেন না? ১২-৬-২০

তচ্ছ্রুত্বাঽঽজুহুবুর্বিপ্রাঃ সহেন্দ্রং তক্ষকং মখে।

তক্ষকাশু পতস্বেহ সহেন্দ্রং মরুত্বতা॥ ১২-৬-২১

জনমেজয়ের কথা শুনে ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রসহ তক্ষককে অগ্নিকুণ্ডে আবাহন করলেন। তাঁরা বললেন –ওহে তক্ষক! তুমি মরুৎগণের সহচর ইন্দ্রের সহিত এই অগ্নিকুণ্ডে অতি শীঘ্র পতিত হও। ১২-৬-২১

ইতি ব্রহ্মোদিতাক্ষেপৈঃ স্থানাদিন্দ্রঃ প্রচালিতঃ।

বভূব সম্ভ্রান্তমতিঃ সবিমানঃ সতক্ষকঃ॥ ১২-৬-২২

যখন ব্রাহ্মণগণ এইরূপ আকর্ষণ মন্ত্র উচ্চারণ করলেন তখন তো স্বয়ং ইন্দ্রই নিজ স্থান স্বর্গলোক থেকে বিচলিত হয়ে গেলেন। বিমানে উপবেশিত ইন্দ্র তক্ষকসহ ভয়ানক আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তাঁর বিমানও গতিশীল হয়ে নামতে লাগল। ১২-৬-২২

তং পতন্তং বিমানেন সহতক্ষকমম্বরাৎ।
বিলোক্যাঙ্গিরসঃ প্রাহ রাজানং তং বৃহস্পতিঃ॥ ১২-৬-২৩

অঙ্গিরানন্দন বৃহস্পতি দেখলেন যে আকাশ থেকে দেবরাজ ইন্দ্রের বিমান ও তক্ষক একসঙ্গে অগ্নি কুণ্ডে নিপতিত হচ্ছে; তখন তিনি রাজা জনমেজয়কে বললেন। ১২-৬-২৩

নৈষ ত্বয়া মনুষ্যেন্দ্র বধমর্হতি সর্পরাট্।
অনেন পীতমমৃতমথ বা অজরামরঃ॥ ১২-৬-২৪

হে নরেন্দ্র! সর্পরাজ তক্ষককে বধ করা আপনার পক্ষে সমীচীন নয়। সে অমৃত পান করে অজর ও অমর হয়ে আছে। ১২-৬-২৪

জীবিতং মরণং জন্তোর্গতিঃ স্বেনৈব কর্মণা।
রাজংস্ততোঽন্যো নাস্ত্যস্য প্রদাতা সুখদুঃখয়োঃ॥ ১২-৬-২৫

হে রাজন্! জগতের প্রাণিগণ নিজ কর্মানুসারেই জীবন, মৃত্যু ও মরণোত্তর গতি প্রাপ্তি হয়ে থাকে। কর্ম ছাড়া অন্য কিছুই কাউকে সুখ-দুঃখ প্রদান করবার ক্ষমতা রাখে না। ১২-৬-২৫

সর্পচৌরাগ্নিবিদ্যুদ্ভ্যঃ ক্ষুত্তৃড়্ব্যাধ্যাদিভির্নৃপ।
পঞ্চত্বমৃচ্ছতে জন্তুর্ভুঙ্ক্ত আরব্ধকর্ম তৎ॥ ১২-৬-২৬

হে জনমেজয়! এমনিতে তো বহু লোকের মৃত্যু সর্প, চোর, অগ্নি, বজ্রপাত আদি কারণে ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগভোগ আদির জন্য হতে দেখা যায়। কিন্তু তা তো কেবল কথার কথা। বস্তুত সকল প্রাণীই নিজ নিজ প্রারব্ধ কর্মফল ভোগ করে থাকে। ১২-৬-২৬

BANGLADARSHAN.COM

তস্মাৎ সত্রমিদং রাজন্ সংস্থীয়েতাভিচারিকম্।
সর্পা অনাগসো দগ্ধা জনৈর্দিষ্টং হি ভুজ্যতে॥ ১২-৬-২৭

হে রাজন্! তুমি বহু নিরপরাধ সর্পকে দগ্ধ করে বধ করেছ। এই অভিচার যজ্ঞের ফল কেবল জীবহিংসাই। তাই তা বন্ধ করে দেওয়া উচিত কারণ জগতের সকল প্রাণীই নিজ নিজ প্রারব্ধ কর্মই ভোগ করছে। ১২-৬-২৭

সূত উবাচ

ইত্যুক্তঃ স তথেত্যাহ মহর্ষের্মানয়ন্ বচঃ।
সর্পসত্রাদুপরতঃ পূজয়ামাস বাক্পতিম্॥ ১২-৬-২৮

শ্রীসূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ! মহর্ষি বৃহস্পতির উপদেশের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে জনমেজয় বললেন –আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করলাম। তিনি সর্পযজ্ঞ বন্ধ করে দিলেন এবং দেবগুরু বৃহস্পতির যথাযোগ্য পূজা করলেন। ১২-৬-২৮

সৈষা বিষ্ণোর্মহামায়াবাধ্যয়ালক্ষণা যয়া।
মুহ্যন্ত্যস্যৈবাত্মভূতা ভূতেষু গুণবৃত্তিভিঃ॥ ১২-৬-২৯

হে ঋষিগণ! এই সবই সেই ভগবান বিষ্ণুর মহামায়া। অনির্বচনীয় এই তত্ত্ব—যার প্রভাবে শ্রীভগবানের স্বরূপভূত জীব ক্রোধাদি গুণ-বৃত্তিসকলের দ্বারা দেহে মোহিত হয়ে পড়ে, একে অপরকে দুঃখ দেয় ও দুঃখিত হয়, নিজ চেষ্টায় তা নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয় না। ১২-৬-২৯

ন যত্র দম্ভীত্যভয়া বিরাজিতা মায়াঽঽত্মবাদেঽসকৃদাত্মবাদিভিঃ।
ন যদ্বিবাদো বিবিধস্তদাশ্রয়ো মনশ্চ সঙ্কল্পবিকল্পবৃত্তি যৎ॥ ১২-৬-৩০

এই দম্ভী, এই কপটী—তদাকার হয়ে বুদ্ধিতে বার বার যে দম্ভ-কপট-এর স্ফুরণ হয় তারই নাম মায়া। যখন আত্মতত্ত্ববিদ পুরুষ আত্মান্বেষণে যুক্ত হয় তখন সেটি পরমাত্মার স্বরূপে নির্ভয়ে অবস্থান করতে দেয় না; বরং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মোহাদি কর্ম বন্ধ রেখেও কোনো রকমে বর্তমান থাকে—এইরূপে তার প্রতিপাদন করা হয়ে থাকে। মারাশ্রিত বিভিন্ন প্রকারের বিবাদ, মতবাদও পরমাত্মার স্বরূপে থাকে না, কারণ সেগুলি বিশেষ-বিষয়ক ও পরমাত্মা নির্বিশেষ। কেবল বাদ-প্রতিবাদই বা কেন, লোক-পরলোকের বিষয়ে সংকল্প-বিকল্প ক্রিয়াযুক্ত মনও তখন শান্ত হয়ে যায়। ১২-৬-৩০

ন যত্র সৃজ্যং সৃজতোভয়োঃ পরং শ্রেয়শ্চ জীবস্ত্রিভিরন্বিতস্ত্বহম্।

তদেতদুৎসাদিতবাধ্যবাধকং নিষিধ্য চোর্মীন্ বিরমেৎ স্বয়ং মুনিঃ॥ ১২-৬-৩১

কর্ম ও তার সম্পাদনের বস্তু এবং তার সাধিত কর্ম—এই তিনে অন্বিত জীব—এই সকল যাতে নেই, সেই আত্মস্বরূপ পরমাত্মা না তো কারো দ্বারা কখনো সংরুদ্ধ হয়, না কারো বিরোধ করে। যে ব্যক্তি সেই পরমপদ-স্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হয় সে মনের মায়াময় তরঙ্গের ও অহংকারের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে স্বয়ং নিজ আত্মস্বরূপে বিহার করতে থাকে। ১২-৬-৩১

পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্ যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ।

বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা হৃদোপগুহ্যাবসিতং সমাহিতৈঃ॥ ১২-৬-৩২

মুমুক্ষু ও বিচার-বুদ্ধিসমৃদ্ধ ব্যক্তি পরমপদ ছাড়া অন্য সকল বস্তু পরিত্যাগ পূর্বক নেতি-নেতি দ্বারা তার নিষেধ করে এমন বস্তু লাভ করে যার নিষেধ ও ত্যাগ কখনো সম্ভব হয় না, তাই হল বিষ্ণুভগবানের পরমপদ; এই তত্ত্বের স্বীকৃতি মহাত্মাগণ ও স্মৃতিসকল নির্দ্বিধ চিত্তে প্রদান করে থাকেন। একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি অন্তঃকরণের মালিন্য ও অনাত্ম চিন্তাকে চিরতরের জন্য বিসর্জন দিয়ে অনন্য প্রেমে পরিপূর্ণ চিত্তে সেই পরমপদ আলিঙ্গন করে তাতেই নিত্যযুক্ত হন। ১২-৬-৩২

ত এতদধিগচ্ছন্তি বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।

অহং মমেতি দৌর্জন্যং ন যেষাং দেহগেহজম্॥ ১২-৬-৩৩

BANGLADARSHAN.COM

বিষ্ণুভগবানের প্রকৃত স্বরূপ এই; এই তাঁর পরমপদ। এই পরমপদ লাভ একমাত্র তাদেরই হয়ে থাকে যাদের না থাকে চিত্তে অহংকার আর না থাকে সংশ্লিষ্ট গৃহাদি বস্তুতে মমত্ব। জগতের বস্তু সমুদায়ে 'আমি' ও 'আমার' আরোপণ অতি বড় অনাচরণ। ১২-৬-৩৩

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।

ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ॥ ১২-৬-৩৪

হে শ্রীশৌনক! পরমপদাভীষ্ট ব্যক্তিদের অন্য কারো কটু বাক্যে বিচলিত হওয়া উচিত নয় ও তার প্রতিকাররূপে কারো অপমান করাও ঠিক নয়। এই ক্ষণভঙ্গুর দেহে 'অহং ও মমত্ব' ভাব আরোপ করে কোনো প্রাণীর বৈরাচরণ করাও ঠিক নয়। ১২-৬-৩৪

নমো ভগবতে তস্মৈ কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।

যৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ সংহিতামধ্যগামিমাম্॥ ১২-৬-৩৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত জ্ঞান। তাঁরই পাদপদ্মের ধ্যান করে আমি এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ অধ্যয়নে প্রয়াসী হয়েছি। এইবার আমি তাঁকেই প্রণাম নিবেদন করে এই পুরাণের পরিসমাপ্তি করছি। ১২-৬-৩৫

শৌনক উবাচ

পৈলাদিভির্ব্যাসশিষ্যৈর্বেদাচার্যৈর্মহাত্মভিঃ।

বেদাশ্চ কতিধা ব্যস্তা এতৎ সৌম্যাভিধেহি নঃ॥ ১২-৬-৩৬

শ্রীশৌনক জিজ্ঞাসা করলেন—হে সাধুশিরোমণি শ্রীসূত—বেদব্যাস শিষ্য পৈলাদি মহর্ষিগণ অতি বড় মহাত্মা ও বেদাচার্য ছিলেন। তাঁদের বেদ বিভাজনের পদ্ধতি আপনি কৃপা করে আমাদের বলুন। ১২-৬-৩৬

সূত উবাচ

সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।

হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্ বিভাব্যতে॥ ১২-৬-৩৭

শ্রীসূত বললেন—ব্রহ্মন্! যখন পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা পূর্বসৃষ্টির জ্ঞান সম্পাদন করবার উদ্দেশ্যে ধ্যানমগ্ন হলেন তখন তার হৃদয়াকাশ থেকে কণ্ঠ-তালু আদি স্থানসকলের সংঘর্ষ-ছাড়াই এক অতি আশ্চর্যজনক অনাহত নাদ সৃষ্ট হল। জীব মনোবৃত্তিসকল নিরোধে সফল হলে তারও অনাহত নাদের অনুভূতি লাভ হয়ে থাকে। ১২-৬-৩৭

যদুপাসনয়া ব্রহ্মন্ যোগিনো মলমাত্মনঃ।

দ্রব্যক্রিয়াকারকাখ্যং ধূত্বা যান্ত্যপুনর্ভবম্॥ ১২-৬-৩৮

হে শ্রীশৌনক! সেই অনাহত নাদের উপাসনা মহান যোগিগণই করে থাকেন, যার প্রভাবে তাঁরা অন্তঃকরণের দ্রব্য, ক্রিয়া এবং কারক রূপ মলকে বিনষ্ট করে পরমগতিরূপ মোক্ষ লাভ করে থাকেন; তাতে জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার চক্রে আর আবর্তিত হতে হয় না। ১২-৬-৩৮

ততোঽভূৎ ত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্।

যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥ ১২-৬-৩৯

সেই অনাহত নাদ থেকে 'অ'কার, 'উ'কার এবং 'ম'কার রূপ ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঁ-কার উৎপত্তি হল। এই ওঁ-কারের শক্তিতে প্রকৃতি অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত রূপে পরিণত হয়ে যায়। ওঁ-কার স্বয়ংও অব্যক্ত ও অনাদি এবং পরমাত্মস্বরূপ হওয়ার জন্য স্বয়ং প্রকাশিত-ও। যে পরমবস্তুকে ভগবান ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মা নামে অভিহিত করা হয় তার স্বরূপের বোধও ওঁ-কার দ্বারাই হয়ে থাকে। ১২-৬-৩৯

শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্তশ্রোত্রে চ শূন্যদৃক্।

BANGLADARSHAN.COM

যেন বাগ্ ব্যজ্যতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ॥ ১২-৬-৪০

যখন শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তি লুপ্ত হয়ে যায় তখনও এই ওঁ-কারকে—সমস্ত অর্থ প্রকাশক স্ফোট তত্ত্বকে যে শোনে ও সুষুপ্তি এবং সমাধি অবস্থায় সকলের অভাবকেও যে জানতে পারে তাই পরমাত্মার বিশুদ্ধ স্বরূপ। সেই ওঁ-কার পরমাত্মা থেকে হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হয়ে বেদরূপ বাণীকে অভিব্যক্ত করে। ১২-৬-৪০

স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্ বাচকঃ পরমাত্মনঃ।

স সর্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনম্॥ ১২-৬-৪১

ওঁ-কার নিজ আশ্রয় পরমাত্মা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ বাচক এবং ওঁ-কারই সম্পূর্ণ মন্ত্র, উপনিষদ্ ও বেদ চতুষ্টয়ের সনাতন বীজ। ১২-৬-৪১

তস্য হ্যাসংস্ত্রয়ো বর্ণা অকারাদ্যা ভৃগূদ্বহ।

ধার্যন্তে যৈস্ত্রয়ো ভাবা গুণানামার্থবৃত্তয়ঃ॥ ১২-৬-৪২

হে শ্রীশৌনক! ওঁ-কার ত্রিবর্ণ—'অ', 'উ' এবং 'ম' মণ্ডিত। এই তিন বর্ণ সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিন গুণ; ঋক্, যজুঃ, সাম—এই তিন নাম; ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই তিন অর্থ এবং জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিন বৃত্তিরূপে ত্রিসংখ্যক ভাবসকলকে ধারণ করে থাকে। ১২-৬-৪২

ততোঽক্ষরসমাম্নায়মসৃজদ্ ভগবানজঃ।

অন্তঃস্থোষ্মস্বরস্পর্শহ্রস্বদীর্ঘাদিলক্ষণম্॥ ১২-৬-৪৩

এরপর সর্বশক্তিমান ব্রহ্মা ওঁ-কার থেকেই অন্তস্থ, উষ্ম, স্বর, স্পর্শ ও হ্রস্ব ও দীর্ঘ আদি লক্ষণে যুক্ত অক্ষরসমূহ অর্থাৎ বর্ণমালা রচনা করলেন। ১২-৬-৪৩

তেনাসৌ চতুরো বেদাংশ্চতুর্ভির্বদনৈর্বিভুঃ।

সব্যাহৃতিকান্ সোঙ্কারাংশ্চাতুর্হোত্রবিবক্ষয়া॥ ১২-৬-৪৪

পুত্রানধ্যাপয়ত্তাংস্তু ব্রহ্মর্ষীন্ ব্রহ্মকোবিদান্।

তে তু ধর্মোপদেষ্টারঃ স্বপুত্রেভ্যঃ সমাদিশন্॥ ১২-৬-৪৫

সেই বর্ণমালা দ্বারা তিনি নিজ চতুর্মুখে হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা এবং ব্রহ্মা—এই চার ঋত্বিকদের কর্ম প্রকাশ হেতু ওঁ-কার এবং ব্যহৃতি-সহ চার বেদ প্রকাশ করলেন এবং নিজ পুত্র ব্রহ্মর্ষি মরীচি আদিকে বেদাধ্যয়নে উপযুক্ত দেখে তাঁদের বেদ শিক্ষা দিলেন। যখন তাঁরা ধর্মোপদেশ দানে নিপুণ হয়ে গেলেন তখন তিনি নিজ পুত্রদের তার অধ্যয়ন করালেন। ১২-৬-৪৪-৪৫

তে পরম্পরয়া প্রাপ্তাস্তত্তচ্ছিষ্যৈর্ধৃতব্রতৈঃ।

চতুর্যুগেষ্বথ ব্যস্তা দ্বাপরাদৌ মহর্ষিভিঃ॥ ১২-৬-৪৬

তদনন্তর তাঁদের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শিষ্য-প্রশিষ্যবৃন্দদ্বারা চার যুগে সম্প্রদায়রূপে বেদের সংরক্ষণ হতে থাকল। দ্বাপর অন্তে মহর্ষিগণ তার বিভাজনও করলেন। ১২-৬-৪৬

ক্ষীণায়ুষঃ ক্ষীণসত্ত্বান্ দুর্মেধান্ বীক্ষ্য কালতঃ।

বেদান্ ব্রহ্মর্ষয়ো ব্যস্যন্ হৃদিস্থাচ্যুতচোদিতাঃ॥ ১২-৬-৪৭

যখন ব্রহ্মবেত্তা ঋষিগণ দেখলেন যে কালের প্রভাবে জনগণের আয়ু, শক্তি ও বুদ্ধি ক্ষীণ হয়ে গেছে তখন হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মার প্রেরণায় তাঁরা বেদের বহু বিভাজনও করে দিলেন। ১২-৬-৪৭

অস্মিন্নপ্যন্তরে ব্রহ্মন্ ভগবাঁল্লোকভাবনঃ।

ব্রহ্মেশাদ্যৈর্লোকপালৈর্যাচিতো ধর্মগুপ্তয়ে॥ ১২-৬-৪৮

পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশাংশকলয়া বিভুঃ।

অবতীর্ণো মহাভাগ বেদং চক্রে চতুর্বিধম্॥ ১২-৬-৪৯

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীশৌনক! এই বৈবস্বত মন্বন্তরেও ব্রহ্মা-শংকর আদি লোকপালদের প্রার্থনায় অখিল বিশ্বের জীবনদাতা শ্রীভগবান ধর্মরক্ষা হেতু মহর্ষি পরাশর দ্বারা সত্যবতীর গর্ভ থেকে নিজ অঙ্গাংশ কলাস্বরূপ ব্যাসরূপে অবতার গ্রহণ করেছেন। হে পরম ভাগ্যবান শ্রীশৌনক! তিনিই বর্তমান যুগের বেদের চার বিভাগের স্রষ্টা। ১২-৬-৪৮-৪৯

ঋগথর্বযজুঃসাম্নাং রাশীনুদ্ধৃত্য বর্গশঃ।

চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে মন্ত্রৈর্মণিগণা ইব॥ ১২-৬-৫০

তাসাং স চতুরঃ শিষ্যানুপাহূয় মহামতিঃ।

একৈকাং সংহিতাং ব্রহ্মন্নেকৈকস্মৈ দদৌ বিভুঃ॥ ১২-৬-৫১

যেমন বিভিন্ন জাতির মণিমুক্তার সংগ্রহ থেকে বিভিন্ন বিশেষ জাতির রত্নাদি পরীক্ষা করে আলাদা করা হয়ে থাকে তেমনভাবেই মহামতি ভগবান ব্যাসদেব মন্ত্রসকলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকরণসকল বিচার করে মন্ত্রসকলকে চার ভাগে বিভক্ত করলেন। এইভাবে তিনি ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই চার সংহিতা রচনা করলেন। তারপর তিনি তাঁর চার শিষ্যকে ডেকে প্রত্যেককে এক একটি সংহিতার শিক্ষা প্রদান করলেন। ১২-৬-৫০-৫১

পৈলায় সংহিতামাদ্যাং বহ্বৃচাখ্যামুবাচ হ।

বৈশম্পায়নসংজ্ঞায় নিগদাখ্যং যজুর্গণম্॥ ১২-৬-৫২

সাম্নাং জৈমিনয়ে প্রাহ তথা ছন্দোগসংহিতাম্।

অথর্বাঙ্গিরসীং নাম স্বশিষ্যায় সুমন্তবে॥ ১২-৬-৫৩

তিনি ‘বহ্বৃচ’ নামক প্রথম ঋক্‌সংহিতা পৈলকে, ‘নিগদ’ নামক দ্বিতীয় যজুঃসংহিতা বৈশম্পায়নকে, সামশ্রুতিসমূহের ‘ছন্দোগসংহিতা’ জৈমিনিকে এবং নিজ শিষ্য সুমন্তকে ‘অথর্বাঙ্গিরসসংহিতার’ অধ্যয়ন করালেন। ১২-৬-৫২-৫৩

পৈলঃ স্বসংহিতামূচে ইন্দ্রপ্রমিতয়ে মুনিঃ।

বাষ্কলায় চ সোঽপ্যাহ শিষ্যেভ্যঃ সংহিতাং স্বকাম্॥ ১২-৬-৫৪

চতুর্ধা ব্যস্য বোধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যায় ভার্গব।

পরাশরায়াগ্নিমিত্রে ইন্দ্রপ্রমিতিরাত্মবান্॥ ১২-৬-৫৫

অধ্যাপয়ৎ সংহিতাং স্বাং মাণ্ডুকেয়মৃষিং কবিম্।

তস্য শিষ্যো দেবমিত্রঃ সৌভর্যাদিভ্য ঊচিবান্॥ ১২-৬-৫৬

হে শ্রীশৌনক! পৈলমুনি নিজ সংহিতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগ ইন্দ্রপ্রমিতিকে ও অপর ভাগ বাষ্কলকে অধ্যয়ন করালেন। বাষ্কলও নিজ শাখাকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে তা পৃথকভাবে নিজ শিষ্য বোধ, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও অগ্নিমিত্রকে অধ্যয়ন করালেন। পরম সংযমী ইন্দ্রপ্রমিতি প্রতিভাবান মাণ্ডুকেয় ঋষিকে নিজ সংহিতার অধ্যয়ন করালেন। মাণ্ডুকেয় ঋষির শিষ্য দেবমিত্র। তিনি সৌভরি আদি ঋষিদের বেদের অধ্যয়ন করালেন। ১২-৬-৫৪-৫৫-৫৬

শাকল্যস্তৎসুতঃ স্বাং তু পঞ্চধা ব্যস্য সংহিতাম্।

বাৎস্যমুদ্‌গলশালীয়গোখল্যশিশিরেষ্বধাৎ॥ ১২-৬-৫৭

মাণ্ডুকেয় ঋষির পুত্র শাকল্য। তিনি নিজ সংহিতাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে তা বাৎস, মুদ্‌গল, শালীয়, গোখল্য এবং শিশির নামক শিষ্যদের অধ্যয়ন করালেন। ১২-৬-৫৭

জাতূকর্ণশ্চ তচ্ছিষ্যঃ সনিরুক্তাং স্বসংহিতাম্।

বলাকপৈজবৈতালবিরজেভ্যো দদৌ মুনিঃ॥ ১২-৬-৫৮

শাকল্যের অন্য এক শিষ্য জাতূকর্ণ্যমুণি। তিনি নিজ সংহিতাকে তিন ভাগে বিভক্ত করে তৎসম্বন্ধিত নিরুক্তসহ নিজ শিষ্য বলাক, পৈজ, বৈতাল এবং বিরজকে অধ্যয়ন করালেন। ১২-৬-৫৮

বাষ্কলিঃ প্রতিশাখাভ্যো বালখিল্যাখ্যসংহিতাম্।

চক্রে বালায়নির্ভজ্যঃ কাসারশ্চৈব তাং দধুঃ॥ ১২-৬-৫৯

বাক্কলের পুত্র বাক্কলি সমস্ত শাখা থেকে ‘বালখিল্য’ নামক শাখা রচনা করলেন। তা বালায়নি, ভজ্য ও কাসার গ্রহণ করলেন। ১২-৬-৫৯

বহ্বৃচাঃ সংহিতা হ্যেতা এভির্ব্রহ্মর্ষিভির্ধৃতাঃ।

শ্রুত্বৈতচ্ছন্দসাং ব্যাসং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১২-৬-৬০

এই ব্রহ্মর্ষিগণ পূর্বোক্ত সম্প্রদায় অনুসারে ঋগ্বেদ সম্বন্ধিত বহ্বৃচ শাখাসকলকে ধারণ করলেন। বেদ বিভাজনের ইতিহাসের শ্রোতা সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। ১২-৬-৬০

বৈশম্পায়নশিষ্যা বৈ চরকাধ্বর্যবোঽভবন্।

যচ্চেরুর্ব্রহ্মহত্যাংহঃক্ষপণং স্বগুরোর্ব্রতম্॥ ১২-৬-৬১

হে শ্রীশৌনক! বৈশম্পায়নের কিছু শিষ্যের নাম ছিল চরকাধ্বর্যু। তাঁরা তাঁদের গুরুদেবের ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপস্খালনে এক ব্রতানুষ্ঠান করেছিলেন। তাই তাঁরা চরকাধ্বর্যু বলে পরিচিত হয়েছিলেন। ১২-৬-৬১

যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ তচ্ছিষ্য আহাহো ভগবন্ কিয়ৎ।

চরিতেনাল্পসারাণাং চরিষ্যেঽহং সুদুশ্চরম্॥ ১২-৬-৬২

বৈশম্পায়নের এক শিষ্য ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যমুনি। তিনি নিজ গুরুদেবকে বললেন—অহো ভগবন্! এই সকল চরকাধ্বর্যু ব্রাহ্মণদের শক্তি তো অতি সীমিত। এঁদের ব্রতপালনে এমন কী লাভ? আমি আপনার প্রায়শ্চিত্ত হেতু অতি কঠোর তপস্যা করব। ১২-৬-৬২

BANGLADARSHAN.COM

ইত্যুক্তো গুরুরপ্যাহ কুপিতো যাহ্যলং ত্বয়া।

বিপ্রাবমন্ত্রা শিষ্যেণ মদধীতং ত্যজাশ্বিতি॥ ১২-৬-৬৩

যাজ্ঞবল্ক্যমুনির এই কথা শ্রবণ করে বৈশম্পায়নমুনি রুষ্ট হলেন। তিনি বললেন—থাক! চুপ করো! তোমার মতন ব্রাহ্মণ-সমালোচক শিষ্যের আমার প্রয়োজন নেই। দেখো! আজ পর্যন্ত আমার কাছে যা কিছু অধ্যয়ন করেছ তা অবিলম্বে ত্যাগ করে এখান থেকে বিদায় হও। ১২-৬-৬৩

দেবরাতসুতঃ সোঽপিচ্ছর্দিত্বা যজুষাং গণম্।

ততো গতোঽথ মুনয়ো দদৃশুস্তান্ যজুর্গণান্॥ ১২-৬-৬৪

যজূংষি তিত্তিরা ভূত্বা তল্লোলুপতয়াদদুঃ।

তৈত্তিরীয়া ইতি যজুঃশাখা আসন্ সুপেশলাঃ॥ ১২-৬-৬৫

যাজ্ঞবল্ক্য দেবরাতের পুত্র ছিলেন। তিনি গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে তাঁর উপদিষ্ট যজুর্বেদ পরিত্যাগ করে সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন। যজুর্বেদ পরিত্যাগ অবস্থায় থাকতে দেখে অন্য মুনিদের চিত্তে তা ধারণ করবার লালসা উৎপন্ন হল। কিন্তু ব্রাহ্মণ হয়ে ত্যাগ করা মন্ত্র গ্রহণ করা অনুচিত মনে করে তাঁরা তিত্তির রূপ ধরে চঞ্চুদ্বারা তা ধারণ করলেন। এইভাবে যজুর্বেদের এই পরম রমণীয় শাখা 'তৈত্তিরীয়' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করল। ১২-৬-৬৪-৬৫

যাজ্ঞবল্ক্যস্ততো ব্রহ্মন্ ছন্দাংস্যধিগবেষয়ন্।

গুরোরবিদ্যমানানি সূপতস্থেঽর্কমীশ্বরম্॥ ১২-৬-৬৬

হে শ্রীশৌনক! এই যাজ্ঞবল্ক্য এমন শ্রুতি প্রাপ্ত করতে চাইলেন যা তাঁর গুরুদেবেরও কাছে নেই। এই হেতু তিনি সূর্য ভগবানের উপস্থান করতে লাগলেন। ১২-৬-৬৬

BANGLADARSHAN.COM

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

ওঁ নমো ভগবতে আদিত্যায়াখিলজগতামাত্মস্বরূপেণ কালস্বরূপেণ

চতুর্বিধভূতনিকায়ানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তানামন্তর্হৃদয়েষু বহিরপি চাকাশ

ইবোপাধিনাব্যবধীয়মানো ভবানেক এব ক্ষণলবনিমেষাবয়বোপচিত-

সংবৎসরগণেনাপামাদানবিসর্গাভ্যামিমাং লোকযাত্রামনুবহতি॥ ১২-৬-৬৭

শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য এইভাবে উপস্থান করলেন—আমি ওঁ-কার স্বরূপ ভগবান সূর্যকে নমস্কার করি। আপনি সমগ্র জগতের আত্মা ও কালস্বরূপ। ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত যত জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—চার প্রকারের প্রাণী বর্তমান তাদের সকলের হৃদয়দেশে ও বাইরে আকাশসম পরিব্যাপ্ত থেকেও আপনি উপাধির ধর্মে নিরাসক্ত এক অদ্বিতীয় ভগবান। আপনিই ক্ষণ, লব, নিমেষ প্রভৃতি অবয়বে সংঘটিত সংবৎসর দ্বারা এবং জলের আকর্ষণ বিকর্ষণ আদান-প্রদান দ্বারা সমস্ত লোকের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে থাকেন। ১২-৬-৬৭

যদু হ বাব বিবুধর্ষভ সবিতরদস্তপত্যনুসবনমহরহরাম্নায়-

বিধিনোপতিষ্ঠমানানামখিলদুরিতবৃজিনবীজাবভর্জন

ভগবতঃ সমভিধীমহি তপনমণ্ডলম্॥ ১২-৬-৬৮

হে প্রভু! আপনি সর্বদেবশ্রেষ্ঠ। বেদবিধি অনুসারে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা উপাসকের আপনি সমস্ত পাপ ও দুঃখের মূলকে ভস্মসাৎ করে দিয়ে থাকেন। হে সূর্যদেব! আপনি সমগ্র সৃষ্টির মূল কারণ এবং আপনিই সমগ্র ঐশ্বর্যের স্বামী। তাই আমি আপনার এই তেজোময় মণ্ডলের একাগ্রচিত্তে ধ্যান করি। ১২-৬-৬৮

য ইহ বাব স্থিরচরনিকরাণাং নিজনিকেতনানাং মনইন্দ্রিয়া-

সুগণাননাত্মনঃ স্বয়মাত্মান্তর্যামী প্রচোদয়তি॥ ১২-৬-৬৯

আপনি সর্বাত্মা ও সর্বান্তর্যামী। বিশ্ব চরাচরের সমস্ত প্রাণীকুল আপনারই আশ্রিত। তাদের অচেতন মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের আপনিই প্রেরক। ১২-৬-৬৯

য এবেমং লোকমতিকরালবদনান্ধকারসংজ্ঞাজগরগ্রহগিলিতং

মৃতকমিব বিচেতনমবলোক্যানুকম্পয়া পরমকারুণিক

ঈক্ষয়ৈবোত্থাপ্যাহরহরনুসবনং শ্রেয়সি স্বধর্মাখ্যাত্মাবস্থানে-

প্রবর্তয়ত্যবনিপতিরিবাসাধূনাং ভয়মুদীরয়ন্নটতি॥ ১২-৬-৭০

এই লোকসকল অন্ধকাররূপ অজগরের করাল গ্রাসে পড়ে নিত্য অচৈতন্য ও মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। আপনি পরম করুণাবিগ্রহ, তাই কৃপা করে আপনার দৃষ্টি প্রদান পূর্বক তাদের চৈতন্য প্রদান করেন ও সময়ানুসারে তাদের পরম কল্যাণকর ধর্মানুষ্ঠানে যুক্ত করে তাদের আত্মাভিমুখ করে থাকেন। যেমন দুষ্টদমন হেতু রাজা নিজ রাজ্যে বিচরণ করেন তেমনিভাবে আপনিও চোর-তস্কর আদি দুষ্টদমন উদ্দেশ্যে নিত্য বিচরণশীল থাকেন। ১২-৬-৭০

পরিত আশাপালৈস্তত্র তত্র কমলকোশাঞ্জলিভিরুপহৃতার্হণঃ॥ ১২-৬-৭১

অঞ্জলিবদ্ধ দিক্‌পতিসকল স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান থেকে তাঁদের উপহার আপনাকে নিবেদন করে থাকেন। ১২-৬-৭১

অত হ ভগবংস্তব চরণনলিনযুগলং ত্রিভুবনগুরুভির্বন্দিত-

মহমযাতযামযজুঃকাম উপসরামীতি॥ ১২-৬-৭২

ভগবন্! ত্রিলোকের গুরুসদৃশ মহাপুরুষগণ আপনার যুগল পাদপদ্ম বন্দনা করে থাকেন। আপনি আমাকে এমন যজুর্বেদ প্রদান করুন যা কেউ এখনও জানে না। আমি আপনার যুগল পাদপদ্মের শরণাগত। ১২-৬-৭২

BANGLADARSHAN.COM

সূত উবাচ

এবং স্তুতঃ স ভগবান্ বাজিরূপধরো হরিঃ।

যজূংষ্যযাতযামানি মুনয়েঽদাৎ প্রসাদিতঃ॥ ১২-৬-৭৩

শ্রীসূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ! স্তুতি ভগবান সূর্যকে প্রসন্ন করল। তিনি অশ্বরূপ ধরে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির সম্মুখে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁকে যজুর্বেদের সেই সকল মন্ত্র উপদেশ দিলেন যা ছিল তখনও পর্যন্ত অজানা। ১২-৬-৭৩

যজুর্ভিরকরোচ্ছাখা দশপঞ্চ শতৈর্বিভুঃ।

জগৃহুর্বাজসন্যস্তাঃ কাণ্বমাধ্যন্দিনাদয়ঃ॥ ১২-৬-৭৪

অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্যমুনি যজুর্বেদের অসংখ্য মন্ত্র সহকারে তার পঞ্চদশ শাখাসকল রচনা করলেন। তাই ‘বাজসনেয়’ শাখা নামে প্রসিদ্ধ। তা কণ্ব, মাধ্যন্দিন আদি ঋষিগণ গ্রহণ করলেন। ১২-৬-৭৪

জৈমিনেঃ সামগস্যাসীৎ সুমন্তুস্তনয়ো মুনিঃ।

সুন্বাংস্তু তৎসুতভ্যামেকৈকাং প্রাহ সংহিতাম্॥ ১২-৬-৭৫

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন জৈমিনিমুনিকে সামসংহিতা অধ্যয়ন করিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র ও পৌত্র যথাক্রমে সুমন্তমুনি ও সুন্বান্। জৈমিনিমুনি নিজ পুত্র ও পৌত্রকে এক-একটি সংহিতা অধ্যয়ন করালেন। ১২-৬-৭৫

সুকর্মা চাপি তচ্ছিষ্যঃ সামবেদতরোর্মহান্।

সহস্রসংহিতাভেদং চক্রে সাম্নাং ততো দ্বিজ॥ ১২-৬-৭৬

জৈমিনিমুনির এক শিষ্য ছিলেন সুকর্মা। তিনি ছিলেন অতি পণ্ডিত। বৃক্ষের অগুন্তি শাখাপ্রশাখাসম সুকর্মা সামবেদের এক সহস্র সংহিতা রচনা করলেন। ১২-৬-৭৬

হিরণ্যনাভঃ কৌসল্যঃ পৌষ্যঞ্জিশ্চ সুকর্ম্মণঃ।
শিষ্যৌ জগৃহতুশ্চান্য আবন্ত্যো ব্রহ্মবিত্তমঃ॥ ১২-৬-৭৭

সুকর্মা শিষ্য কৌশলদেশনিবাসী হিরণ্যাভ, পৌষ্যঞ্জি এবং অন্যতম ব্রহ্মবেত্তা আবন্ত্য সেই শাখাসকলকে গ্রহণ করলেন। ১২-৬-৭৭

উদীচ্যাঃ সামগাঃ শিষ্যা আসন্ পঞ্চশতানি বৈ।
পৌষ্যঞ্জ্যাবন্ত্যয়োশ্চাপি তাংশ্চ প্রাচ্যান্ প্রচক্ষতে॥ ১২-৬-৭৮

পৌষ্যঞ্জির এবং আবন্ত্যের পাঁচ শত শিষ্য ছিল। তাঁর উত্তর দিকের অধিবাসী বলে ঔদীচ্য সামবেদী নামে পরিচিত ছিলেন। প্রাচ্য সামবেদী রূপেও তাঁরা পরিচিত। তাঁরা এক একটি সংহিতা অধ্যয়ন করেছিলেন। ১২-৬-৭৮

লৌগাক্ষির্মাঙ্গলিঃ কুল্যঃ কুসীদঃ কুক্ষিরেব চ।
পৌষ্যঞ্জিশিষ্য জগৃহুঃ সংহিতাস্তে শতং শতম্॥ ১২-৬-৭৯

পৌষ্যঞ্জির আরও অনেক শিষ্য ছিল যেমন লৌগাক্ষি, মাঙ্গলি, কুল্য, কুসীদ এবং কুক্ষি। এঁরা প্রত্যেকে এক শত সংহিতা অধ্যয়ন করেছিলেন। ১২-৬-৭৯

কৃতো হিরণ্যনাভস্য চতুর্বিংশতিসংহিতাঃ।
শিষ্য ঊচে স্বশিষ্যেভ্যঃ শেষা আবন্ত্য আত্মবান্॥ ১২-৬-৮০

হিরণ্যাভের শিষ্য কৃত। তিনি নিজ শিষ্যদের চতুর্বিংশ সংহিতা অধ্যয়ন করেছিলেন। অবশিষ্ট সংহিতাগণ পরমসংযমী আবন্ত্য নিজ শিষ্যদের প্রদান করলেন। এইভাবে সামবেদের বিস্তার হল। ১২-৬-৮০

BANGLADARSHAN.COM

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে বেদশাখাপ্রণয়নং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥

সপ্তম অধ্যায়

অথর্ববেদের শাখাসকল এবং পুরাণের লক্ষণ

সূত উবাচ

অথর্ববিৎ সুমন্তুশ্চ শিষ্যমধ্যাপয়ৎ স্বকাম্।
সংহিতাং সোঽপি পথ্যায় বেদদর্শায় চোক্তবান্॥ ১২-৭-১

শ্রীসূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ! আমি পূর্বেই বলেছি যে অথর্ববেদের জ্ঞানী ছিলেন সুমন্তুমুনি। তিনি নিজ সংহিতা তাঁর প্রিয় শিষ্য কবন্ধকে অধ্যয়ন করালেন। কবন্ধ সেই সংহিতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে পথ্য ও বেদদর্শকে অধ্যয়ন করালেন। ১২-৭-১

শৌক্লায়নির্ব্রহ্মবলির্মোদোষঃ পিপ্পলায়নিঃ।
বেদদর্শস্য শিষ্যাস্তে পথ্যশিষ্যানথো শৃণু॥ ১২-৭-২

বেদদর্শের চার শিষ্য—শৌল্কায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ এবং পিপ্পলায়নি। এইবার পথ্যের শিষ্যদের নাম শোনো। ১২-৭-২

কুমুদঃ শুনকো ব্রহ্মন্ জাজলিশ্চাপ্যথর্ববিৎ।
বভ্রুঃ শিষ্যোঽথাঙ্গিরসঃ সৈন্ধবায়ন এব চ।
অধীয়েতাং সংহিতে দ্বে সাবর্ণ্যাদ্যাস্তথাপরে॥ ১২-৭-৩
নক্ষত্রকল্পঃ শান্তিশ্চ কশ্যপাঙ্গিরসাদয়ঃ।
এতে আথর্বণাচার্যাঃ শৃণু পৌরাণিকান্ মুনে॥ ১২-৭-৪

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীশৌনক! পথ্যের তিন শিষ্য—কুমুদ, শুনক ও অথর্ববেত্তা জাজলি। অঙ্গিরা গোত্রোৎপন্ন শুনকের দুই শিষ্য—বভ্রু ও সৈন্ধবায়ন। তাঁরা দুই সংহিতা অধ্যয়ন করলেন। অথর্ববেদের আচার্যদের মধ্যে এঁদের ছাড়াও সৈন্ধবায়নাদির শিষ্য সাবর্ণ্য আদি ও নক্ষত্রকল্প, শান্তি, কশ্যপ, আঙ্গিরস প্রমুখ আরও অনেকে বিদ্বানও হয়েছিলেন। এখন আমি পুরাণ সম্বন্ধে বলব। ১২-৭-৩-৪

ত্রয্যারুণিঃ কশ্যপশ্চ সাবর্ণিরকৃতব্রণঃ।
বৈশম্পায়ন হারীতৌ ষড্ বৈ পৌরাণিকা ইমে॥ ১২-৭-৫

হে শ্রীশৌনক! পুরাণের ছয় আচার্য প্রসিদ্ধ—ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, বৈশম্পায়ন এবং হারীত। ১২-৭-৫

অধীয়ন্ত ব্যাসশিষ্যাৎ সংহিতাং মৎপিতুর্মুখাৎ।
একৈকামহমেতেষাং শিষ্যঃ সর্বাঃ সমধ্যগাম্॥ ১২-৭-৬

এঁরা সকলে আমার পিতৃদেবের কাছে একটি করে পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করেছিলেন এবং আমার পিতৃদেব স্বয়ং ভগবান ব্যাসদেবের কাছে সেই সকল সংহিতা অধ্যয়ন করেছিলেন। আমি সেই ষড্ আচার্যের কাছ থেকে সংহিতার অধ্যয়ন করেছিলাম। ১২-৭-৬

কশ্যপোঽহং চ সাবর্ণী রামশিষ্যোঽকৃতব্রণঃ।
অধীমহি ব্যাসশিষ্যাচ্চতস্রো মূলসংহিতাঃ॥ ১২-৭-৭

সেই ছয় সংহিতার অতিরিক্ত আরও চারটি মূল সংহিতা ছিল। তাও কশ্যপ, সাবর্ণি, পরশুরামের শিষ্য অকৃতব্রণ এবং তাঁদের সঙ্গে আমিও ব্যাসদেবের শিষ্য আমার পিতৃদেব শ্রীরোমহর্ষণের কাছে অধ্যয়ন করেছিলাম। ১২-৭-৭

পুরাণলক্ষণং ব্রহ্মন্ ব্রহ্মর্ষিভির্নিরূপিতম্।
শৃণুষ্ব বুদ্ধিমাশ্রিত্য বেদশাস্ত্রানুসারতঃ॥ ১২-৭-৮

হে শ্রীশৌনক! বেদ ও শাস্ত্রবিধি মেনে মহর্ষিগণ পুরাণের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। এখন তুমি একাগ্রতা সহকারে স্বচ্ছন্দচিত্তে তার বিবরণ শোনো। ১২-৭-৮

সর্গোঽস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তী রক্ষান্তরাণি চ।
বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ॥ ১২-৭-৯
দশভির্লক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ।
কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মন্ মহদল্পব্যবস্থয়া॥ ১২-৭-১০

শ্রীশৌনক! পুরাণের পারদর্শী বিদ্বানদের মতে পুরাণের দশ লক্ষণ হয়ে থাকে। লক্ষণসকল এইরূপ–বিশ্বসর্গ, বিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, মন্বন্তর, বংশ, বংশানুচরিত, সংস্থা, হেতু এবং অপাশ্রয়। কোনো কোনো আচার্যের মতে পুরাণের লক্ষণ সংখ্যা পাঁচ হয়ে থাকে। বস্তুত দুইই সত্য। কারণ মহাপুরাণের লক্ষন দশ হলেও ছোট পুরাণের লক্ষণ পাঁচ। বিস্তার করলে দশ, সংক্ষেপ করলে পাঁচ। ১২-৭-৯-১০

অব্যাকৃতগুণক্ষোভান্মতস্ত্রিবৃতোঽহমঃ।
ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ার্থানাং সম্ভবঃ সর্গ উচ্যতে॥ ১২-৭-১১

এক্ষণে তাদের লক্ষণসকল শুনে রাখো–যখন মূল প্রকৃতিতে লীন গুণ ক্ষুব্ধ হয় তখন মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়ে থাকে। মহত্তত্ত্ব থেকে তামস, রাজস এবং বৈকারিক তিন রকমের অহংকার সৃষ্টি হয়। ত্রিবিধ অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্রা, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়সকলের উৎপত্তি হয়। এই উৎপত্তি পরম্পরার নাম সর্গ। ১২-৭-১১

BANGLADARSHAN.COM

পুরুষানুগৃহীতানামেতেষাং বাসনাময়ঃ।
বিসর্গোঽয়ং সমাহারো বীজাদ্ বীজং চরাচরম্॥ ১২-৭-১২

পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সৃষ্টির সামর্থ্য প্রাপ্ত করে মহত্তত্ত্ব আদি পূর্ব কর্মানুসারে সদসৎ প্রাধান্যানুসারে এই শরীরাত্মক জীবের উপাধি সৃষ্টি করেন ঠিক সেইভাবেই যেমন এক বীজ থেকে অন্য বীজ উৎপন্ন হয়। এটিকে ‘বিসর্গ’ বলা হয়। ১২-৭-১২

বৃত্তির্ভূতানি ভূতানাং চরাণামচরাণি চ।
কৃতা স্বেন নৃণাং তত্র কামাচ্চোদনয়াপি বা॥ ১২-৭-১৩

চর প্রাণীদের অচর-পদার্থ ‘বৃত্তি’ অর্থাৎ জীবন নির্বাহ সামগ্রী হয়। চর প্রাণীদের দুগ্ধ আদি এবং তার মধ্যেও মানুষ তার স্বভাব অনুসারে কিছু কিছু জীবন নির্বাহের বস্তু চয়ন করে নিয়েছে আবার কেউ চয়ন করেছে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে। ১২-৭-১৩

রক্ষাচ্যুতাবতারেহা বিশ্বস্যানু যুগে যুগে।
তির্যঙ্‌মর্ত্যর্ষিদেবেষু হন্যন্তে যৈস্ত্রয়ীদ্বিষঃ॥ ১২-৭-১৪

শ্রীভগবানে যুগে যুগে পশু-পক্ষী, মানব, ঋষি, দেবতাদির রূপে অবতার গ্রহণ করে বহু লীলা সম্পাদন করে থাকেন। এই অবতার গ্রহণকালে তিনি বেদধর্ম বিরোধীদের সংহারও করে থাকেন। তাঁর এই অবতারলীলা বিশ্বের রক্ষা হেতু হয়ে থাকে তাই তা ‘রক্ষা’ বলে পরিচিত। ১২-৭-১৪

মন্বন্তরং মনুর্দেবা মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরঃ।
ঋষয়োঽংশাবতারশ্চ হরেঃ ষড়্‌বিধমুচ্যতে॥ ১২-৭-১৫

মনু, দেবতা, মনুপুত্র, ইন্দ্র, সপ্তর্ষি এবং ভগবানের অংশাবতার–এই ছয় বিষয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত সময়কে ‘মন্বন্তর’ বলে। ১২-৭-১৫

রাজ্ঞাং ব্রহ্মপ্রসূতানাং বংশস্ত্রৈকালিকোঽন্বয়ঃ।
বংশানুচরিতং তেষাং বৃত্তং বংশধরাশ্চ যে॥ ১২-৭-১৬

ব্রহ্মাদ্বারা যত রাজার সৃষ্টি হয়েছে তাতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের সন্তান পরম্পরার নাম বংশ। রাজাদের ও তাঁদের বংশধরদের চরিত্রের নাম বংশানুচরিত। ১২-৭-১৬

নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকো নিত্য আত্যন্তিকো লয়ঃ।
সংস্থেতি কবিভিঃ প্রোক্তাশ্চতুর্ধাস্য স্বভাবতঃ॥ ১২-৭-১৭

প্রলয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক স্বাভাবিক ঘটনা। প্রলয় চার রকমের হয়ে থাকে যেমন নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক। তত্ত্বজ্ঞ বিদ্বানগণ তাকেই 'সংস্থা' আখ্যা দিয়েছেন। ১২-৭-১৭

হেতুর্জীবোঽস্য সর্গাদেরবিদ্যাকর্মকারকঃ।
যং চানুশায়িনং প্রাহুরব্যাকৃতমুতাপরে॥ ১২-৭-১৮

পুরাণসকলের লক্ষণরূপে ব্যক্ত 'হেতু' নামক যা ব্যবহার হয়ে থাকে তা জীবই; কারণ বাস্তবে তাই সর্গ-বিসর্গ আদির হেতু এবং সে অবিদ্যার হেতু বহু ক্রিয়াকর্মে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। যাঁরা তাকে চৈতন্যযুক্ত দৃষ্টিতে দেখে থাকেন তাঁরা তাকে অনুশায়ী অর্থাৎ প্রকৃতিতে শয়নকারী আখ্যা প্রদান করে থাকেন; এবং যাঁরা উপাধির দৃষ্টিতে অবলোকন করেন তাঁরা তাকে অব্যাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিরূপ বলে থাকেন। ১২-৭-১৮

ব্যতিরেকান্বয়ো যস্য জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
মায়াময়েষু তদ্ ব্রহ্ম জীববৃত্তিষ্বপাশ্রয়ঃ॥ ১২-৭-১৯

জীববৃত্তি তিন রকমের–জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। যা এই অবস্থাসকলে তার অভিমানী বিশ্ব, তৈজস এবং প্রাজ্ঞের মায়াময়রূপে প্রতীত হয় এবং এই অবস্থার বাহিরে তুরীয়তত্ত্ব রূপেও লক্ষিত হয়, তাই হল ব্রহ্ম; তাকেই এখানে 'অপাশ্রয়' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ১২-৭-১৯

BANGLADARSHAN.COM

পদার্থেষু যথা দ্রব্যং সন্মাত্রং রূপনামসু।
বীজাদিপঞ্চতান্তাসু হ্যবস্থাসু যুতাযুতম্॥ ১২-৭-২০

নামবিশেষ ও রূপবিশেষে যুক্ত পদার্থের বিচার করলে তা সত্তামাত্র বস্তুরূপে প্রমাণিত হয়ে যায়। তার বৈশিষ্ট্যসকল অবলুপ্ত হয়ে যায়। বস্তুত সেই সত্তাই বৈশিষ্টসকল রূপেও প্রতীত হয় এবং তার থেকে পৃথকও হয়ে থাকে। ঠিক সেইভাবে শরীর এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি থেকে মৃত্যু এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত যত বিশেষ অবস্থা বর্তমান–সেইরূপে পরমসত্যস্বরূপ ব্রহ্মই প্রতীত হয়ে থাকে এবং তা তার থেকে সর্বতোভাবে পৃথকও। এই বাক্য-ভেদ দ্বারা অধিষ্ঠান এবং সাক্ষীরূপে ব্রহ্মই হলেন পুরাণোক্ত আশ্রয়তত্ত্ব। ১২-৭-২০

বিরমেত যদা চিত্তং হিত্বা বৃত্তিত্রয়ং স্বয়ম্।
যোগেন বা তদাঽঽত্মানং বেদেহায়া নিবর্ততে॥ ১২-৭-২১

যখন চিত্ত স্বয়ং আত্মবিচার অথবা যোগাভ্যাস দ্বারা সত্ত্ব-রজো-তমো গুণজাত ব্যবহারিক বৃত্তিসকল এবং জাগ্রত স্বপ্ন আদি স্বাভাবিক বৃত্তিসকল ত্যাগ করে উপরত হয়ে যায় তখন শান্তবৃত্তিতে তত্ত্বমসি আদি মহাবাক্যসকল দ্বারা আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। তখন আত্মবেত্তা পুরুষ অবিদ্যাজনিত কর্ম-বাসনা এবং কর্মপ্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায়। ১২-৭-২১

এবংলক্ষণলক্ষ্যাণি পুরাণানি পুরাবিদঃ।
মুনয়োঽষ্টাদশ প্রাহুঃ ক্ষুল্লকানি মহান্তি চ॥ ১২-৭-২২

হে শৌনকাদি ঋষিগণ! পুরাতত্ত্ববেত্তা ঐতিহাসিক বিদ্বানগণ এইসব লক্ষণকেই পুরাণের পরিচিত বলে ঘোষণা করেছেন। ছোট-বড় মিলিয়ে এমন লক্ষণযুক্ত অষ্টাদশ পুরাণের খোঁজ পাওয়া যায়। ১২-৭-২২

ব্রাহ্মং পাদ্ম্যং বৈষ্ণবং চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্।
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দসংজ্ঞিতম্॥ ১২-৭-২৩

ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্।

বারাহং মাৎস্যং কৌর্মং চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতি ত্রিষট্॥ ১২-৭-২৪

অষ্টাদশ পুরাণ এইরূপ—ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, গরুড়পুরাণ, নারদপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বামনপুরাণ, বরাহপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, কূর্মপুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। ১২-৭-২৩-২৪

ব্রহ্মন্নিদং সমাখ্যাতং শাখাপ্রণয়নং মুনেঃ।

শিষ্যশিষ্যপ্রশিষ্যাণাং ব্রহ্মতেজোবিবর্ধনম্॥ ১২-৭-২৫

শ্রীশৌনক! মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য পরম্পরা দ্বারা কেমনভাবে বেদসংহিতা ও পুরাণসংহিতাসমূহ অধ্যয়ন-অধ্যাপন, বিভাজন আদি হয়েছে তা আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি। এই প্রসঙ্গ শ্রবণ ও অধ্যয়ন ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধি করে। ১২-৭-২৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥

BANGLADARSHAN.COM

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীমার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যা এবং বরপ্রাপ্তি

শৌনক উবাচ

সূত জীব চিরং সাধো বদ নো বদতাং বর।

তমস্যপারে ভ্রমতাং নৃণাং ত্বং পারদর্শনঃ॥ ১২-৮-১

শ্রীশৌনক বললেন—হে সাধুশিরোমণি শ্রীসূত! আপনি আয়ুষ্মান হোন। আপনি অতি বাগ্‌বিদগ্ধ। সংসারের অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আপনি জ্যোতির্ময় পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করাতে সক্ষম। আপনি কৃপা করে আমার এক প্রশ্নের উত্তর দান করুন। ১২-৮-১

আহুশ্চিবায়ুষমৃষিং মৃকণ্ডতনয়ং জনাঃ।

য কল্পান্তে উর্বরিতো যেন গ্রস্তমিদং জগৎ॥ ১২-৮-২

শোনা যায় যে মৃকণ্ড ঋষির পুত্র মার্কণ্ডেয় ঋষি চিরঞ্জীবী এবং যখন প্রলয় সমস্ত জগৎকে গ্রাস করেছিল তখনও তিনি জীবিত ছিলেন। ১২-৮-২

স বা অস্মৎকুলোৎপন্নঃ কল্পেঽস্মিন্ ভার্গবর্ষভঃ।

নৈবাধুনাপি ভূতানাং সংপ্লবঃ কোঽপি জায়তে॥ ১২-৮-৩

কিন্তু শ্রীসূত! তিনি তো এই কল্পেরই আমাদের বংশে উৎপন্ন এক শ্রেষ্ঠ ভৃগু বংশের এবং আমরা যতদূর জানি যে এই কল্পে এখনও কোনো প্রাণীদের প্রলয় হয়নি। ১২-৮-৩

এক এবার্ণবে ভ্রাম্যন্ দদর্শ পুরুষং কিল।

বটপত্রপুটে তোকং শয়ানং ত্বেকমদ্ভুতম্॥ ১২-৮-৪

এমন পরিস্থিতিতে এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয় যে, যখন সমগ্র পৃথিবী প্রলয়ের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল তখন মার্কণ্ডেয় মুনিও তাতে নিমজ্জিত হচ্ছিলেন এবং তিনি অক্ষয় বট পত্রের উপর অতি অদ্ভুত এবং নিদ্রিত বালমুকুন্দ দর্শন করেছিলেন। ১২-৮-৪

এষ নঃ সংশয়ো ভূয়ান্ সূত কৌতূহলং যতঃ।

তং নশ্ছিন্ধি মহাযোগিন্ পুরাণেষ্বপি সম্মতঃ॥ ১২-৮-৫

হে শ্রীসূত! আমার সন্দেহে পরিপূর্ণ মন বাস্তব ঘটনা জানতে উদগ্রীব। আপনি মহান যোগীপুরুষ, পৌরাণিক চরিত্ররূপে সম্মানিত ব্যক্তি। আপনি কৃপা করলে আমার সন্দেহের নিরসন হয়। ১২-৮-৫

সূত উবাচ

প্রশ্নস্ত্বয়া মহর্ষেঽয়ং কৃতো লোকভ্রমাপহঃ।

নারায়ণকথা যত্র গীতা কলিমলাপহা॥ ১২-৮-৬

শ্রীসূত বললেন–হে শ্রীশৌনক! তোমার প্রশ্ন বাস্তবে অতি সুন্দর। জনগণের ভ্রম নিবারণ ছাড়া এর বিশেষত্ব এই যে এতে ভগবান নারায়ণের মহিমার বর্ণনা বর্তমান, তার কীর্তন সমস্ত কলিমল বিধৌত করতে সক্ষম। ১২-৮-৬

প্রাপ্তদ্বিজাতিসংস্কারো মার্কণ্ডেয়ঃ পিতুঃ ক্রমাৎ।

ছন্দাংস্যধীত্য ধর্মেণ তপঃস্বাধ্যায়সংযুতঃ॥ ১২-৮-৭

শ্রীশৌনক! মৃকণ্ড ঋষি তাঁর পুত্র মার্কণ্ডেয়ের বিধিপূর্বক সকল সংস্কার নির্দিষ্ট সময়েই সমাপন করেছিলেন। বিধিপূর্বক বেদাধ্যয়ণ করে তপস্যা ও স্বাধ্যায়ও নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হয়েছিল। ১২-৮-৭

BANGLADARSHAN.COM

বৃহদ্ব্রতধরঃ শান্তো জটিলো বল্কলাম্বরঃ।

বিভ্রৎ কমণ্ডলুং দণ্ডমুপবীতং সমেখলম্॥ ১২-৮-৮

মার্কণ্ডেয় আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী ও অতি শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। মস্তকে জটাজুট, অঙ্গে বল্কল বস্ত্র, হস্তে কমণ্ডলু ও দণ্ড। যজ্ঞোপবীত ও মেখলা তাঁর শোভাবর্ধন করত। ১২-৮-৮

কৃষ্ণাজিনং সাক্ষসূত্রং কুশাংশ্চ নিয়মর্দ্ধয়ে।

অগ্ন্যর্কগুরুবিপ্রাত্মস্বর্চয়ন্ সন্ধ্যয়োর্হরিম্॥ ১২-৮-৯

কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম, রুদ্রাক্ষমাল্য এবং কুশ–এই সবই তাঁর আজীবন ব্রহ্মচর্যব্রত পূর্তির মূলধন ছিল। তিনি প্রাতঃসন্ধ্যা অগ্নিহোত্র, সূর্যোপস্থান, গুরুবন্দনা, ব্রাহ্মণ সৎকার, মানস পূজা ও ‘আমি স্বয়ংই পরমাত্মার স্বরূপ’ এইরূপ অনুচিন্তনে যুক্ত থেকে শ্রীভগবানের পূজাআরাধনা করতেন। ১২-৮-৯

সায়ং প্রাতঃ স গুরবে ভৈক্ষ্যমাহৃত্য বাগ্যতঃ।

বুভুজে গুর্বনুজ্ঞাতঃ সকৃন্নো চেদুপোষিতঃ॥ ১২-৮-১০

দুইবার প্রত্যহ মাধুকরী করে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি তিনি শ্রীগুরুর চরণে নিবেদন করে দিতেন ও মৌন হয়ে যেতেন। শ্রীগুরুর আজ্ঞা হলে তিনি দিনে একবার আহার করতেন অন্যথায় উপবাসে থাকতেন। ১২-৮-১০

এবং তপঃস্বাধ্যায়পরো বর্ষাণামযুতাযুতম্।

আরাধয়ন্ হৃষীকেশং জিগ্যে মৃত্যুং সুদুর্জয়ম্॥ ১২-৮-১১

শ্রীমার্কণ্ডেয় এইরূপ তপস্যায় ও স্বাধ্যায়ে তৎপর থেকে কোটি বৎসর পর্যন্ত শ্রীভগবানের আরাধনা করলেন এবং এইভাবে তিনি সেই মৃত্যুকেও জয় করলেন যা অতিবড় যোগীদের পক্ষেও সুকঠিন কার্য। ১২-৮-১১

ব্রহ্মা ভৃগুর্ভবো দক্ষো ব্রহ্মপুত্রাশ্চ যে পরে।

নৃদেবপিতৃভূতানি তেনাসন্নতিবিস্মিতাঃ॥ ১২-৮-১২

তাঁর মৃত্যুবিজয় প্রত্যক্ষ করে ব্রহ্মা, ভৃগু, শংকর, দক্ষ প্রজাপতি, ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্রগণ ও মানুষ, দেবতা, পিতৃপুরুষগণ ও অন্য প্রাণীসকল অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলেন। ১২-৮-১২

ইত্থং বৃহদ্ব্রতধরস্তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।

দধ্যাবধোক্ষজং যোগী ধ্বস্তক্লেশান্তরাত্মনা॥ ১২-৮-১৩

আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী এবং যোগী মার্কণ্ডেয় এইভাবে তপস্যা, স্বাধ্যায় ও সংযম আদি দ্বারা অবিদ্যাদি ক্লেশসমূহকে দূর করে শুদ্ধান্তকরণে ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্মার ধ্যানে যুক্ত থাকলেন। ১২-৮-১৩

তস্যৈবং যুঞ্জতশ্চিত্তং মহাযোগেন যোগিনঃ।

ব্যতীয়ায় মহান্ কালো মন্বন্তরষড়াত্মকঃ॥ ১২-৮-১৪

যোগী মার্কণ্ডেয় মহাযোগে নিজ চিত্ত শ্রীভগবানের স্বরূপে যুক্ত রাখতেন। এইরূপ সাধনায় অতি বিস্তর সময় –ছয় মন্বন্তর অতিবাহিত হয়ে গেল। ১২-৮-১৪

এতৎ পুরন্দরো জ্ঞাত্বা সপ্তমেঽস্মিন্ কিলান্তরে।

তপোবিশঙ্কিতো ব্রহ্মন্নারেভে তদ্বিঘাতনম্॥ ১২-৮-১৫

ব্রহ্মন্! সপ্তম মন্বন্তর কালে যখন ইন্দ্র এই সাধনার কথা জানতে পারলেন তখন তিনি উদ্বিগ্ন চিত্ত হয়ে পড়লেন। তাই তিনি তাঁর কঠিন তপস্যায় বাধা দেওয়ার চেষ্টায় যুক্ত হলেন। ১২-৮-১৫

BANGLADARSHAN.COM

গন্ধর্বাপ্সরসঃ কামং বসন্তমলয়ানিলৌ।

মুনয়ে প্রেষয়ামাস রজস্তোকমধৌ তথা॥ ১২-৮-১৬

হে শ্রীশৌনক! ইন্দ্র মার্কণ্ডেয়-কৃত তপস্যায় বিঘ্নদান হেতু তাঁর আশ্রমে গন্ধর্ব, অপ্সরা, কাম, বসন্ত, মলয়ানিল, লোভ ও দর্পকে নিযুক্ত করলেন। ১২-৮-১৬

তে বৈ তদাশ্রমং জগ্মুর্হিমাদ্রেঃ পার্শ্ব উত্তরে।

পুষ্পভদ্রা নদী যত্র চিত্রাখ্যা চ শিলা বিভো॥ ১২-৮-১৭

ভগবন্! তাঁরা ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে মার্কণ্ডেয় আশ্রমের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। এই আশ্রম হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত। সেখানে পুষ্পভদ্রা নামক নদী প্রবহমান। তারই সন্নিকটে ‘চিত্রা’ শিলার অবস্থান। ১২-৮-১৭

তদাশ্রমপদং পুণ্যং পুণ্যদ্রুমলতাঞ্চিতম্।

পুণ্যদ্বিজকুলাকীর্ণং পুণ্যামলজলাশয়ম্॥ ১২-৮-১৮

শ্রীশৌনক! এই মার্কণ্ডেয় আশ্রম অতি পবিত্র স্থান। সেখানে চতুর্দিকে চিরনবীন পবিত্র বৃক্ষরাজির অবস্থান; সেই বৃক্ষের সহযোগে লতাবিতানের অপরূপ শোভা। ঘন বৃক্ষসমগ্রের মধ্যে স্থানে স্থানে পুণ্যাত্মা ঋষিগণের শোভা। আশ্রমের অতি পবিত্র ও নির্মল জলে পরিপূর্ণ জলাশয়গুলি সকল ঋতুতেই সমরূপে বিদ্যমান। ১২-৮-১৮

মত্তভ্রমরসঙ্গীতং মত্তকোকিলকূজিতম্।

মত্তবর্হিনটাটোপং মত্তদ্বিজকুলাকুলম্॥ ১২-৮-১৯

আশ্রমে কোথাওবা মদমত্ত ভ্রমর তার সংগীতময় গুঞ্জনে আশ্রমবাসীদের মনোরঞ্জনে তৎপর আর কোথাও মত্ত কোকিল পঞ্চম স্বরে নিজ মধুর পিকতান বিতরণে সচেষ্ট। কোথাওবা মত্ত ময়ূর শিখণ্ডক বিস্তার করে নয়নাভিরাম নৃত্য পরিবেশনে রত। সর্বত্র অন্য সকল পক্ষীকুল ক্রীড়াশীল। ১২-৮-১৯

বায়ুঃ প্রবিষ্ট আদায় হিমনির্ঝরশীকরান্।
সুমনোভিঃ পরিষ্বক্তো ববাবুত্তম্ভয়ন্ স্মরম্॥ ১২-৮-২০

এইরূপ পবিত্র মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রমে প্রথমে ইন্দ্রপ্রেরিত বায়ুর প্রবেশ ঘটল। বায়ু প্রবেশ করেই শীতল নির্ঝর থেকে বারিবিন্দু সংগ্রহ করে নিল। অতঃপর সে সুগন্ধিত পুষ্পদলকে আলিঙ্গন প্রদান করে কামভাবকে উত্তেজিত করে মৃদুমন্দ প্রবাহরূপে আত্মপ্রকাশ করল। ১২-৮-২০

উদ্যচ্চন্দ্রনিশাবক্ত্রঃ প্রবালস্তবকালিভিঃ।
গোপদ্রুমলতাজালৈস্তত্রাসীৎ কুসুমাকরঃ॥ ১২-৮-২১

অতঃপর কামদেবের প্রিয় সখাগণ তাদের মায়াজাল বিস্তার করল। সন্ধ্যাগমনে নিশানাথ নিজ মনোহর কিরণডালি সহযোগে আকাশে উদয় হলেন। অজস্র শাখাবিশিষ্ট বিটপীকুল লতাবিতানের আলিঙ্গনে প্রেমবিদগ্ধ হয়ে আভূমি নত হয়ে পড়তে লাগল। নব নব নবপল্লব, ফল ও পুষ্পগুচ্ছ পৃথকভাবে সুদৃশ্যমান হয়ে শোভাবর্ধন করতে লাগল। ১২-৮-২১

অন্বীয়মানো গন্ধর্বৈর্গীতবাদিত্রযূথকৈঃ।
অদৃশ্যতাত্তচাপেষুঃ স্বঃস্ত্রীযূথপতিঃ স্মরঃ॥ ১২-৮-২২

বসন্তের সাম্রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখে কামদেবও মঞ্চে আরোহণ করলেন। তাঁর সঙ্গে দলে দলে গীতবাদ্যনিপুণ গন্ধর্বগণ ছিলেন এবং তিনি চতুর্দিকে স্বর্গের অপ্সরাগণ দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। কাম তাঁদের নেতৃত্ব দান করছিলেন। হস্তে তাঁর কুসুমধনু ও সম্মোহনাদি পঞ্চবান। ১২-৮-২২

BANGLADARSHAN.COM

হুত্বাগ্নিং সমুপাসীনং দদৃশুঃ শক্রকিঙ্করাঃ।
মীলিতাক্ষং দুরাধর্ষং মূর্তিমন্তমিবানলম্॥ ১২-৮-২৩

তখন মার্কণ্ডেয় মুনি অগ্নিহোত্র শেষ করে শ্রীভগবানের উপাসনায় যুক্ত ছিলেন। মুদিত নেত্রপল্লব তেজস্বী মুনিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং অগ্নিদেব স্বশরীরে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাঁকে পরাজিত করা যে অতি দুরূহ কর্ম তা স্পষ্ট। ইন্দ্রের আজ্ঞাকারীগণ মার্কণ্ডেয় মুনিকে এই অবস্থায় প্রত্যক্ষ করলেন। ১২-৮-২৩

ননৃতুস্তস্য পুরতঃ স্ত্রিয়োঽথো গায়কা জগুঃ।
মৃদঙ্গবীণাপণবৈর্বাদ্যং চক্রুর্মনোরমম্॥ ১২-৮-২৪

এইবার অপ্সরাসকল তাঁর সম্মুখে নৃত্যকলা প্রদর্শন করতে আরম্ভ করলেন। গন্ধর্বসকল গীত ও মৃদঙ্গ, বীণা, ঢোল আদি বাদ্যসকল অতি মধুর স্বরে পরিবেশন করতে লাগলেন। ১২-৮-২৪

সন্দধেঽস্ত্রং স্বধনুষি কামঃ পঞ্চমুখং তদা।
মধুর্মনো রজস্তোক ইন্দ্রভৃত্যা ব্যকম্পয়ন্॥ ১২-৮-২৫

হে শ্রীশৌনক! এই পরিস্থিতিতে কামদেবের হস্তের কুসুমধনুতে পঞ্চবানের সংযুক্তি হল। তাঁর পঞ্চবাণ –সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন। লক্ষ্যভেদ হওয়ার সময়ে ইন্দ্রের সেবক বসন্ত ও লোভ মার্কণ্ডেয় মুনির মন চঞ্চল করতে প্রয়াসী হল। ১২-৮-২৫

ক্রীড়ন্ত্যাঃ পুঞ্জিকস্থল্যাঃ কন্দুকৈঃ স্তনগৌরবাৎ।
ভৃশমুদ্বিগ্নমধ্যায়াঃ কেশবিস্রংসিতস্রজঃ॥ ১২-৮-২৬

মুনি-সম্মুখেই পুঞ্জিকস্থলী নামক সুন্দরী অপ্সরা কন্দুক-ক্রীড়ায় মত্ত হল। কটি তার পয়োধর বহনে অক্ষমতা ঘোষণা করছিল। কেশকলাপে সুসজ্জিত সুন্দর কুসুম ও মাল্যসকল ধরণীকে পুষ্পে আবৃত করতে প্রয়াসী ছিল। ১২-৮-২৬

ইতস্ততো ভ্রমদ্‌দৃষ্টেশ্চলন্ত্যা অনুকন্দুকম্।
বায়ুর্জহার তদ্বাসঃ সূক্ষ্মং ত্রুটিতমেখলম্॥ ১২-৮-২৭

কন্দুক-ক্রীড়ায় মত্ত রমণীর দৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে কন্দুক-অনুসরণ করে পরিবর্তিত হয়ে কখনো আকাশে, কখনো ভূমিতে ও কখনো করতলে নিবদ্ধ হতে লাগল। অঙ্গ সঞ্চালনে কাম উত্তেজক ভাবের প্রাধান্য ছিল। এমন সময়ে তার কোমরবন্ধ ভঙ্গ হওয়ায় বায়ু তার সূক্ষ্মবস্ত্রকে অঙ্গচ্যুত করল। ১২-৮-২৭

বিসসর্জ তদা বাণং মত্বা তং স্বজিতং স্মরঃ।
সর্বং তত্রাভবন্মোঘমনীশস্য যথোদ্যমঃ॥ ১২-৮-২৮

উপযুক্ত সময় সমাগত মনে করে কামদেবের ধারণা হল যে তিনি মার্কণ্ডেয় মুনিকে ধ্যানভঙ্গ করতে সক্ষম হবেন। অতএব তিনি পঞ্চাশর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু তিনি সফল হলেন না। তাঁর সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল প্রমাণিত হল। তাকে এক অসমর্থ ও ভাগ্যহীন ব্যক্তি বলে মনে হতে লাগল। ১২-৮-২৮

ত ইত্থমপকুর্বন্তো মুনেস্তত্তেজসা মুনে।
দহ্যমানা নিববৃতুঃ প্রবোধ্যাহিমিবার্ভকাঃ॥ ১২-৮-২৯

হে শ্রীশৌনক! মার্কণ্ডেয় মুনি অপরিমিত তেজস্বী ছিলেন। তাঁর তপস্যা ভঙ্গে কাম, বসন্ত প্রমুখের আগমন হয়েছিল কিন্তু তাঁরাই তাঁর তেজে যখন জ্বলতে লাগলেন তখন তাঁরা পালিয়ে বাঁচলেন। এ যেন নিদ্রিত সর্পকে জাগিয়ে শিশুর পলায়ন করা! ১২-৮-২৯

ইতীন্দ্রানুচরৈর্ব্রহ্মন্ ধর্ষিতোঽপি মহামুনিঃ।
যন্নাগাদহমো ভাবং ন তচ্চিত্রং মহৎসু হি॥ ১২-৮-৩০

শ্রীশৌনক! ইন্দ্র মার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েও তাঁকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করতে পারলেন না। এই কারণে মুনির মনে কোনো অহংকার হল না। অবশ্যই মহাপুরুষদের জন্য কোনো কথা আশ্চর্যজনক হয় না! ১২-৮-৩০

BANGLADARSHAN.COM

দৃষ্ট্বা নিস্তেজসং কামং সগণং ভগবান্ স্বরাট্।
শ্রুত্বানুভাবং ব্রহ্মর্ষের্বিস্ময়ং সমগাৎ পরম্॥ ১২-৮-৩১

দেবরাজ ইন্দ্র দেখলেন কামদেব সসৈন্য নিস্তেজ হতদর্প হয়ে প্রত্যাগমন করেছেন। ব্রহ্মর্ষি মার্কণ্ডেয় যে পরম প্রভাবশালী তা জেনে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লেন। ১২-৮-৩১

তস্যৈবং যুঞ্জতশ্চিত্তং তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
অনুগ্রহায়াবিরাসীন্নরনারায়ণো হরিঃ॥ ১২-৮-৩২

হে শ্রীশৌনক! মার্কণ্ডেয় মুনি তপস্যা, স্বাধ্যায়, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা শ্রীভগবানের চিত্ত স্থাপনে নিত্য প্রয়াসী থাকতেন। এইবার তাঁর উপর কৃপাপ্রসাদ বর্ষণ উদ্দেশ্যে মুনিজন-নয়ন-মনোহর নরোত্তম নর এবং ভগবান নারায়ণ উপস্থিত হলেন। ১২-৮-৩২

তৌ শুক্লকৃষ্ণৌ নবকঞ্জলোচনৌ চতুর্ভুজৌ রৌরববল্কলাম্বরৌ।
পবিত্রপাণী উপবীতকং ত্রিবৃৎ কমণ্ডলুং দণ্ডমৃজুং চ বৈণবম্॥ ১২-৮-৩৩

তাঁদের মধ্যে একজন গৌরবর্ণ ও অন্যজন শ্যামবর্ণ। তাঁদের নয়নযুগল সদ্যপ্রস্ফুটিত কমলসম কোমল ও বিশাল। চতুর্ভুজ বিগ্রহযুগল, একজন মৃগচর্ম ও অন্যজন বল্কল বস্ত্র ধারণ করেছিলেন। তাঁদের হস্তে কুশ ও অঙ্গ ত্রিসূত্র যজ্ঞোপবতিতে শোভিত ছিল। তাঁরা দুজনেই কমণ্ডলু ও খাড়া বাঁশের দণ্ড ধারণ করেছিলেন। ১২-৮-৩৩

পদ্মাক্ষমালামুত জন্তুমার্জনং বেদং চ সাক্ষাত্তপ এব রূপিণৌ।
তপত্তড়িদ্বর্ণপিশঙ্গরোচিষা প্রাংশূ দধানৌ বিবুধর্ষভার্চিতৌ॥ ১২-৮-৩৪

তাঁরা পদ্মাক্ষমালা ও জন্তু আদি অপসারণ হেতু বস্ত্রের কুঁচি ধারণ করেছিলেন। ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদিরও পূজনীয় ভগবান নর-নারায়ণ দীর্ঘাকৃতি এবং হস্তে বেদও ধারণ করেছিলেন। তাঁদের অঙ্গকান্তি থেকে স্বর্ণিম দিব্যজ্যোতির বিচ্ছুরণ হচ্ছিল—যেন পুঞ্জিভূত তেজ সশরীরে উপস্থিত। ১২-৮-৩৪

তে বৈ ভগবতো রূপে নরনারায়ণাবৃষী।
দৃষ্ট্বোত্থায়াদরেণোচ্চৈর্ননামাঙ্গেন দণ্ডবৎ॥ ১২-৮-৩৫

যখন মার্কণ্ডেয় মুনি দেখলেন যে ভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপ নর-নারায়ণের আগমন হয়েছে তখন তিনি অতিশয় শ্রদ্ধাপূর্বক উঠে দাঁড়ালেন এবং ভগবান নর-নারায়ণকে দণ্ডবৎ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করলেন। ১২-৮-৩৫

স তৎসন্দর্শনানন্দনির্বৃতাত্মেন্দ্রিয়াশয়ঃ।
হৃষ্টরোমাশ্রুপূর্ণাক্ষো ন সেহে তাবুদীক্ষিতুম্॥ ১২-৮-৩৬

শ্রীভগবানের দিব্যদর্শন প্রাপ্তি তাঁকে আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত করল; তিনি গাত্ররুহে, ইন্দ্রিয়সমূহে ও অন্তঃকরণে পরমশান্তির অনুভূতি লাভ করলেন। তাঁর অঙ্গে পুলক, শিহরণ ও রোমাঞ্চ দেখা দিল। নেত্র সজল হওয়ায় তিনি শ্রীবিগ্রহযুগলকে অনিমেষ নয়নে দেখতে সমর্থ হলেন না। ১২-৮-৩৬

উত্থায় প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্ব ঔৎসুক্যাদাশ্লিষন্নিব।
নমো নম ইতীশানৌ বভাষে গদ্‌গদাক্ষরঃ॥ ১২-৮-৩৭

তদনন্তর তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হলেন। ভাবাবেগের হেতু তিনি ভগবানের সম্মুখে বিনয়াবনত হয়ে গেলেন। হৃদয় ঔৎসুক্যে পরিপূর্ণ হয়েছিল। তিনি যেন ভগবানের আলিঙ্গন প্রার্থনা করছিলেন। আবেগ আধিক্য তাঁর বাক্‌শক্তি হরণ করে নিয়েছিল। তিনি গদগদ স্বরে কেবল প্রণাম! প্রণাম! উচ্চারণ করতে সমর্থ হলেন। ১২-৮-৩৭

BANGLADARSHAN.COM

তয়োরাসনমাদায় পাদয়োরবনিজ্য চ।
অর্হণেনানুলেপেন ধূপমাল্যৈরপূজয়ৎ॥ ১২-৮-৩৮
সুখমাসনমাসীনৌ প্রসাদাভিমুখৌ মুনী।
পুনরানম্য পাদাভ্যাং গরিষ্ঠাবিদমব্রবীৎ॥ ১২-৮-৩৯

অতঃপর তিনি তাঁদের আসন দান করে চরণ প্রক্ষালন করলেন। তাঁর আচরণে প্রেমের আধিক্য স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হচ্ছিল। অতঃপর সেইভাবেই তিনি অর্ঘ্য, চন্দন, ধূপ ও মালা আদি দ্বারা তাঁদের পূজা করলেন। ভগবান নর-নারায়ণ প্রীতিপূর্বক আসনে বসে রইলেন। তাঁরা মার্কণ্ডেয় মুনির উপর কৃপা-প্রসাদ বর্ষণ করছিলেন। পূজাবসানে মার্কণ্ডেয় মুনি সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মুনিবেশধারী নর-নারায়ণ ভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে স্তুতি করতে লাগলেন। ১২-৮-৩৮-৩৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ

কিং বর্ণয়ে তব বিভো যদুদীরিতোঽসুঃ সংস্পন্দতে তমনু বাঙ্মনইন্দ্রিয়াণি।
স্পন্দন্তি বৈ তনুভৃতামজশর্বয়োশ্চ স্বস্যাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ॥ ১২-৮-৪০

মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন—ভগবন্! আমি তো এক অল্পজ্ঞান জীবমাত্র! আপনার প্রেরণাতেই প্রাণীদেহে—ব্রহ্মা, শংকর ও আমার দেহেও প্রাণশক্তি সঞ্চার হয় এবং সেই কারণেই বাণী, মন ও ইন্দ্রিয়সকল ক্রীয়াশীল হয়ে শক্তি লাভ করে। এইভাবে আপনি সকলের প্রেরণাদায়ক ও পরম স্বতন্ত্র হয়েও আপনার ভজন-সংকীর্তনে যুক্ত ভক্তদের প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকেন। ১২-৮-৪০

মূর্তী ইমে ভগবতো ভগবংস্ত্রিলোক্যাঃ ক্ষেমায় তাপবিরমায় চ মৃত্যুজিত্যৈ।
নানা বিভর্ষ্যবিতুমন্যতনূর্যথেদং সৃষ্ট্বা পুনর্গ্রসসি সর্বমিবোর্ণনাভিঃ॥ ১২-৮-৪১

প্রভু! আপনার মৎস-কূর্ম আদি বহু অবতার গ্রহণ কেবল ত্রিলোক রক্ষা হেতু হয়েছিল। আপনার এই দুই রূপ ধারণও ত্রিলোকের কল্যাণ, তার দুঃখ নিবৃত্তি এবং বিশ্বের প্রাণিগণের মৃত্যুর উপর জয়লাভ করবার জন্য হয়েছে। আপনি যে রক্ষা করে থাকেন তা অবশ্যই সত্য কিন্তু ঊর্ণনাভসম বিশ্বকে আপনি নিজের মধ্যেই লীনও করে নিয়ে থাকেন। ১২-৮-৪১

তস্যাবিতুঃ স্থিরচরেশিতুরঙ্ঘ্রিমূলং যৎস্থং ন কর্মগুণকালরুজঃ স্পৃশন্তি।
যদ্ বৈ স্তবন্তি নিনমন্তি যজন্ত্যভীক্ষ্ণং ধ্যায়ন্তি বেদহৃদয়া মুনয়স্তদাপ্ত্যৈ॥ ১২-৮-৪২

আপনি বিশ্বচরাচরের প্রতিপালক ও নিয়ামক কর্তা। আমি আপনাদের পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করছি। আপনার শ্রীচরণ শরণাগতদের কর্ম, গুণ, ক্লেশ ও কালজনিত কল্মষ থেকে রক্ষা করে। বেদমর্মজ্ঞ ঋষিমুনিগণ আপনাকে লাভ করবার জন্য স্তব, বন্দনা, পূজা ও ধ্যানে নিত্যযুক্ত থাকেন। ১২-৮-৪২

নান্যং তবাঙ্ঘ্র্যুপনয়াদপবর্গমূর্তেঃ ক্ষেমং জনস্য পরিতোভিয় ঈশ বিদ্মঃ।
ব্রহ্মা বিভেত্যলমতো দ্বিপরার্ধধিষ্ণ্যঃ কালস্য তে কিমুত তৎকৃতভৌতিকানাম্॥ ১২-৮-৪৩

প্রভু! জীবের চতুর্দিকে ভয়েরই রাজত্ব। অন্য কারো কথা না বলে ব্রহ্মার কথাই বলি। তিনিও আপনার কালস্বরূপকে ভয় করে থাকেন; কারণ তাঁর আয়ুও সীমিত–দুই পরার্ধ মাত্র। অতএব ব্রহ্মাসৃষ্ট প্রাণীদের ভয় থাকাই তো স্বাভাবিক। এই পরিস্থিতিতে আপনার পাদপদ্মের শরণাগতি ছাড়া অন্য কোনো উপায়ের কথা আমার অজানা। আপনার শরণাগতিই পরম কল্যাণ ও সুখ শান্তির আশ্রয়স্থল। আপনি স্বয়ংই মোক্ষস্বরূপ। ১২-৮-৪৩

তদ্ বৈ ভজাম্যৃতধিয়স্তব পাদমূলং হিত্বেদমাত্মচ্ছদি চাত্মগুরোঃ পরস্য।
দেহাদ্যপার্থমসদন্ত্যমভিজ্ঞমাত্রং বিন্দেত তে তর্হি সর্বমনীষিতার্থম্॥ ১২-৮-৪৪

ভগবন্! আপনারা জীবসমূহের পরমগুরু, সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যজ্ঞানস্বরূপ। তাই আত্মস্বরূপ আচ্ছাদনকারী দেহগেহাদি নিস্ফল, অসত্য, বিনাশশীল ও প্রতীতিমাত্র বস্তুসকলকে পরিত্যাগ করে আমি ওই পাদপদ্মের শরণাগত হয়েছি। শরণাগত তো তার অভীষ্ট সকলবস্তু লাভ করে থাকে! ১২-৮-৪৪

BANGLADARSHAN.COM

সত্ত্বং রজস্তম ইতীশ তবাত্মবন্ধো মায়াময়াঃ স্থিতিলয়োদয়হেতবোঽস্য।
লীলা ধৃত্য যদপি সত্ত্বময়ী প্রশান্ত্যৈ নান্যে নৃণাং ব্যসনমোহভিয়শ্চ যাভ্যাম্॥ ১২-৮-৪৫

জীবের পরমসুহৃৎ হে প্রভু! যদিও সত্ত্ব, রজ, তম–এই ত্রিগুণ আপনারই মূর্তি–এদের সাহায্যে আপনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় আদি বহু লীলা সম্পাদন করে থাকেন তবুও আপনার সত্ত্বগুণসম্পন্ন মূর্তি জীবকে শান্তি প্রদান করে থাকে। রজোগুণ ও তমোগুণে যুক্ত মূর্তিতে জীবের শান্তি লাভ হয় না। তা তো দুঃখ, মোহ ও ভয় বৃদ্ধিই করে থাকে। ১২-৮-৪৫

তস্মাত্তবেহ ভগবন্নথ তাবকানাং শুক্লাং তনুং স্বদয়িতাং কুশলা ভজন্তি।
যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বং লোকো যতোঽভয়মুতাত্মসুখং ন চান্যৎ॥ ১২-৮-৪৬

ভগবন্! তাই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপনার এবং আপনার ভক্তদের পরম প্রিয় এবং শুদ্ধমূর্তি নর-নারায়ণের উপাসনা করে থাকেন; পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তনুসারে বিশুদ্ধ সত্ত্বকেই আপনার নিত্যধাম বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। সেই ধামের বিশেষত্ব এই যে তা নিত্য ভয়রহিত এবং ভোগযুক্ত হয়েও আত্মানন্দে পরিপূর্ণ। তাঁরা রজোগুণ ও তমোগুণকে আপনার প্রতিমূর্তিরূপে স্বীকৃতি দেন না। ১২-৮-৪৬

তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষায় ভূম্নে বিশ্বায় বিশ্বগুরবে পরদেবতায়ৈ।
নারায়ণায় ঋষয়ে চ নরোত্তমায় হংসায় সংযতগিরে নিগমেশ্বরায়॥ ১২-৮-৪৭

ভগবন্! আপনি অন্তর্যামী, সর্বগত, সর্বস্বরূপ, জগদ্‌গুরু, পরমারাধ্য ও শুদ্ধস্বরূপ। সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক বাণী আপনার অনুগত। আপনিই বেদমার্গের প্রবর্তক। আমি আপনার এই যুগলস্বরূপ নরোত্তম নর ও ঋষিকর নারায়ণকে নমস্কার করি। ১২-৮-৪৭

যং বৈ ন বেদ বিতথাক্ষপথৈর্ভ্রমদ্ধীঃ সন্তং স্বখেষ্বসুষু হৃদ্যপি দৃক্‌পথেষু।

তন্মায়য়াবৃতমতিঃ স উ এব সাক্ষাদাদ্যস্তবাখিলগুরোরুপসাদ্য বেদম্॥ ১২-৮-৪৮

যদিও আপনি প্রত্যেক জীবের ইন্দ্রিয়সমূহে ও তার বিষয়সকলে, প্রাণসমূহে ও হৃদয়েও বিদ্যমান তবুও আপনার মায়ায় জীবের বুদ্ধি এতই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে তারা নিষ্ফল ও অসদাচারী ইন্দ্রিয়জালে বদ্ধ হয়ে আপনার দর্শনলাভে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। কিন্তু আপনিই তো জগদ্‌গুরু। আপনার কৃপায় তাই সূচনায় অজ্ঞানী হয়েও যখন সে আপনার জ্ঞানভাণ্ডার অর্থাৎ বেদ লাভ করে, তখন সে আপনার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করে ধন্য হয়। ১২-৮-৪৮

যদ্দর্শনং নিগম আত্মরহঃপ্রকাশং মুহ্যন্তি যত্র কবয়োঽজপরা যতন্তঃ।

তং সর্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীলং বন্দে মহাপুরুষমাত্মনিগূঢ়বোধম্॥ ১২-৮-৪৯

হে প্রভু! বেদে আপনার সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সেই জ্ঞান পূর্ণরূপে বিদ্যমান যা আপনার স্বরূপরহস্য উন্মোষিত করে। ব্রহ্মাদি পরমপূজ্য মনীষীগণ তা লাভ করবার চেষ্টায় মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আপনার লীলাও অতুলনীয়। বিভিন্ন মতের ব্যক্তিগণ আপনার স্বরূপ যেমন কল্পনা করেন আপনি তেমনই শীলস্বভাব ও রূপ পরিগ্রহ করে তাদের তুষ্ট করবার জন্য প্রকাশিত হয়ে পড়েন। বস্তুত আপনিই দেহাদি সমস্ত উপাধির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন। হে পুরুষোত্তম! আমি আপনার বন্দনা করি। ১২-৮-৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥

BANGLADARSHAN.COM

নবম অধ্যায়

শ্রীমার্কণ্ডেয় মুনির মায়া-দর্শন

সূত উবাচ

সংস্তুতো ভগাবনিত্থং মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা।

নারায়ণো নরসখঃ প্রীত আহ ভৃগূদ্বহম্॥ ১২-৯-১

শ্রীসূত বললেন—যখন মহাজ্ঞানী মার্কণ্ডেয় মুনি এইভাবে স্তবস্তুতি করলেন, তখন ভগবান নর-নারায়ণ প্রসন্ন হয়ে মার্কণ্ডেয় মুনিকে বললেন। ১২-৯-১

শ্রীভগবানুবাচ

ভো ভো ব্রহ্মর্ষিবর্যাসি সিদ্ধ আত্মসমাধিনা।

ময়ি ভক্ত্যানপায়িন্যা তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ॥ ১২-৯-২

ভগবান নারায়ণ বললেন—হে সম্মাননীয় ব্রহ্মর্ষি শিরোমণি! তুমি চিত্তস্থৈর্য, তপস্যা, স্বধ্যায়, সংযম ও অনন্য ভক্তিদ্বারা সিদ্ধিলাভ করেছ। ১২-৯-২

বয়ং তে পরিতুষ্টাঃ স্ম ত্বদ্‌বৃহদ্ব্রতচর্যয়া।

বরং প্রতীচ্ছ ভদ্রং তে বরদেশাদভীপ্সিতম্॥ ১২-৯-৩

তোমার এই আজীবন ব্রহ্মচর্যব্রতের উপর নিষ্ঠা দেখে আমরা অতি প্রসন্ন হয়েছি। তোমার কল্যাণ হোক। আমরা সমস্ত বরপ্রদানকারী প্রভু। তুমি তোমার অভীষ্ট বর আমাদের কাছে চেয়ে নাও। ১২-৯-৩

ঋষিরুবাচ

জিতং তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্তিহরাচ্যুত।

বরেণৈতাবতালং নো যদ্ ভবান্ সমদৃশ্যত॥ ১২-৯-৪

মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন—হে দেবদেবেশ! হে প্রপন্নার্তিহারী অচ্যুত! আপনাদের জয় হোক! জয় হোক! আমার পক্ষে এই বরই পর্যাপ্ত যে আপনারা কৃপাপূর্বক আপনাদের এই মনোহর রূপ দর্শন করিয়ে দিয়েছেন। ১২-৯-৪

গৃহীত্বাজাদয়ো যস্য শ্রীমৎ পাদাব্জদর্শনম্।

মনসা যোগপক্কেন স ভবান্ মেঽক্ষিগোচরঃ॥ ১২-৯-৫

ব্রহ্মা-শংকরাদি দেবতাগণও যোগসাধনা সহযোগে একাগ্রচিত্তে আপনাদের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে কৃতার্থ হয়ে গেছেন। আজ তাই আমার দৃষ্টিপথে উপনীত হয়ে আপনারা আমাকে ধন্য করে দিয়েছেন। ১২-৯-৫

অথাপ্যম্বুজপত্রাক্ষ পুণ্যশ্লোকশিখামণে।

দ্রক্ষ্যে মায়াং যয়া লোকঃ সপালো বেদ সদ্ভিদাম্॥ ১২-৯-৬

হে মহানুভব শিরোমণি পবিত্রকীর্তি রাজীবলোচন! তবুও আপনার আজ্ঞা পালন করে আমি বর প্রার্থনা করছি। আমি আপনার সেই মায়া দর্শনাভিলাষী যাতে মোহিত হয়ে লোক ও লোকপালসকল অদ্বিতীয় ব্রহ্মেও বহু প্রকারের ভেদ-বিভেদ প্রত্যক্ষ করে থাকেন। ১২-৯-৬

BANGLADARSHAN.COM

সূত উবাচ

ইতীড়িতোঽর্চিতঃ কামমৃষিণা ভগবান্ মুনে।

তথেতি স স্ময়ন্ প্রাগাদ্ বদর্যাশ্রমমীশ্বরঃ॥ ১২-৯-৭

শ্রীসূত বললেন—হে শ্রীশৌনক! যখন এইভাবে মার্কণ্ডেয় মুনি ভগবান নর-নারায়ণের ইচ্ছানুসারে স্তুতি-পূজা করলেন ও বর প্রার্থনা করলেন তখন তাঁরা স্মিত হাস্যযুক্ত হয়ে বললেন—বেশ! তাই হবে। অতঃপর তাঁরা বদরীকাশ্রম অভিমুখে চলে গেলেন। ১২-৯-৭

তমেব চিন্তয়ন্নর্থমৃষিঃ স্বাশ্রম এব সঃ।

বসন্নগ্ন্যর্কসোমাম্বুভূবায়ুবিয়দাত্মসু॥ ১২-৯-৮

ধ্যায়ন্ সর্বত্র চ হরিং ভাবদ্রব্যৈরপূজয়ৎ।

ক্বচিৎ পূজাং বিসস্মার প্রেমপ্রসরসংপ্লুতঃ॥ ১২-৯-৯

মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁর আশ্রমেই থেকে গেলেন। মায়া দর্শন চিন্তা তাঁকে নিত্য নিমগ্ন করে রাখত। তিনি অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ ও অন্তঃকরণের অর্থাৎ সর্বত্র শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করে মানসিক বস্তু সহযোগে তাঁর পূজা করতে থাকলেন। হৃদয় কখনো কখনো তাঁর এত প্রেমাকুল হয়ে পড়ত যে তিনি তার প্রবাহে নিমজ্জিত হয়ে পড়তেন। তখন তাঁর শ্রীভগবানের পূজার কাল ও পদ্ধতিরও বিস্মরণ হয়ে যেত। ১২-৯-৮-৯

তস্যৈকদা ভৃগুশ্রেষ্ঠ পুষ্পভদ্রাতটে মুনেঃ।

উপাসীনস্য সন্ধ্যায়াং ব্রহ্মন্ বায়ুরভূন্মহান্॥ ১২-৯-১০

শ্রীশৌনক! সেইদিন সন্ধ্যাকালে পুষ্পভদ্রা নদীতটে মার্কণ্ডেয় মুনি শ্রীভগবানের উপাসনায় তন্ময় হয়েছিলেন। ব্রহ্মন্! তখন হঠাৎ প্রবল আঁধিঝড় শুরু হল। ১২-৯-১০

তং চণ্ডশব্দং সমুদীরয়ন্তং বলাহকা অন্বভবন্ করালাঃ।
অক্ষস্থবিষ্ঠা মুমুচুস্তড়িদ্ভিঃ স্বনন্ত উচ্চৈরভিবর্ষধারাঃ॥ ১২-৯-১১

সেই সময় প্রবল ঝড়ঝাপটায় ভয়ংকর শব্দ হতে লাগল এবং আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেল। সশব্দে বিদ্যুৎপ্রকাশ হতে লাগল। মুহুর্মুহু বজ্রাঘাত সহকারে মেঘ রথদণ্ডসম স্ফীত জলধারা বর্ষণ করতে লাগল। ১২-৯-১১

ততো ব্যদৃশ্যন্ত চতুঃসমুদ্রাঃ সমন্ততঃ ক্ষ্মাতলমাগ্রসন্তঃ।
সমীরবেগোর্মিভিরুগ্রনক্রমহাভয়াবর্তগভীরঘোষাঃ॥ ১২-৯-১২

কেবল এই নয়, মার্কণ্ডেয় মুনি যেন প্রত্যক্ষ করলেন যে পৃথিবীকে গ্রাস করবার জন্য চারদিক থেকে সমুদ্র ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আঁধিঝড়ে সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে ও তাতে অতি বিশালাকার তরঙ্গমালা তর্জন করছে। তিনি সমুদ্রে বিশালাকার আবর্তও দেখতে পেলেন ও লক্ষ করলেন যে শব্দমাত্রা শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিদীর্ণ করতে উদ্যত হয়েছে। সমুদ্রে তিনি কুম্ভীরাদি ভয়ানক হিংস্র জলচরদেরও দেখতে পেলেন। ১২-৯-১২

অন্তর্বহিশ্চাদ্ভিরতিদ্যুভিঃ খরৈঃ শতহ্রদাভীরুপতাপিতং জগৎ।
চতুর্বিধং বীক্ষ্য সহাত্মনা মুনির্জলাপ্লুতাং ক্ষ্মাং বিমনাঃ সমত্রসৎ॥ ১২-৯-১৩

সেই সময় বাইরে ভিতরে চতুর্দিকে জলই দেখা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন সেই জলরাশিতে শুধু পৃথিবী নয়, স্বর্গও নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। বায়ুর প্রবল গতিবেগ ও মুহুর্মুহু বজ্রপাতে সমগ্র জগৎ সন্তপ্ত হয়ে পড়ল। যখন মার্কণ্ডেয় মুনি দেখলেন যে এই জলপ্রলয়ে সমস্ত পৃথিবী ডুবে গেছে, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ প্রাণীদের সঙ্গে স্বয়ং তিনিও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন, তখন তিনি উদাস হয়ে গেলেন। অবশ্যই তিনিও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ১২-৯-১৩

BANGLADARSHAN.COM

তস্যৈবমুদ্বীক্ষত ঊর্মিভীষণঃ প্রভঞ্জনাঘূর্ণিতবার্মহার্ণবঃ।
আপূর্যমাণো বরষদ্ভিরম্বুদৈঃ ক্ষ্মামপ্যধাদ্ দ্বীপবর্ষাদ্রিভিঃ সমম্॥ ১২-৯-১৪

তাঁর সম্মুখেই প্রলয়-সমুদ্রে ভয়ংকর তরঙ্গমালা উথালপাথাল করছিল, আঁধিঝড়ের তাণ্ডবে জলস্তর ভয়ানক ওঠানামা করছিল এবং প্রলয়কালীন মেঘ বর্ষণ করে সমুদ্রকে আরও শক্তিশালী করবার প্রয়াসে যুক্ত ছিল। মার্কণ্ডেয় মুনি স্বচক্ষে পরিদর্শন করলেন যে সমুদ্র দ্বীপ, বর্ষ ও পর্বতসমেত সমস্ত পৃথিবীকে জল নিমজ্জিত করল। ১২-৯-১৪

সক্ষ্মান্তরিক্ষং সদিবং সভাগণং ত্রৈলোক্যমাসীৎ সহ দিগ্‌ভিরাপ্লুতম্।
স এক এবোর্বরিতো মহামুনির্বভ্রাম বিক্ষিপ্য জটা জড়ান্ধবৎ॥ ১২-৯-১৫

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, জ্যোতির্মণ্ডল এবং দশ দিগন্তসমেত ত্রিলোক জলে নিমজ্জিত হয়ে গেল। একমাত্র মহামুনি মার্কণ্ডেয়ই তখন জীবিত ছিলেন। তিনি উন্মুক্ত জটাজুট হয়ে উন্মুক্ত ও দৃষ্টিহীনসম এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে নিজের প্রাণ রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। ১২-৯-১৫

ক্ষুত্তৃট্‌পরীতো মকরৈস্তিমিঙ্গিলৈরুপদ্রুতো বীচিনভস্বতা হতঃ।
তমস্যপারে পতিতো ভ্রমন্ দিশো ন বেদ খং গাং চ পরিশ্রমেষিতঃ॥ ১২-৯-১৬

মার্কণ্ডেয় মুনি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। কোথাও বিশাল কুম্ভীর আর কোথাও তিমি থেকেও বিশাল তিমিঙ্গিল মাংস তাঁর উপর আক্রমণ করছিল। এক দিকে বায়ুর প্রবল ঝাপটা, অন্য দিকে বিশালাকার তরঙ্গের প্রহার তাঁকে আঘাত করছিল। তিনি ইতিউতি ছুটে বেড়াতে লাগলেন; এবং অবশেষে অপার অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হলেন। তিনি জ্ঞান হারালেন। তখন তিনি এত ক্লান্ত যে তাঁর পৃথিবী ও আকাশের জ্ঞানও রইল না। ১২-৯-১৬

ক্বচিদ্ গতো মহাবর্তে তরলৈস্তাড়িতঃ ক্বচিৎ।

যাদোভির্ভক্ষ্যতে ক্বাপি স্বয়মন্যোন্যঘাতিভিঃ॥ ১২-৯-১৭

কখনো বিশাল আবর্তে পতন আর কখনো তরল তরঙ্গাঘাত তাঁকে চঞ্চল করে তুলছিল। জলচরদের পরস্পরে সম্মুখসমরে তিনিও মাঝে মাঝে তাদের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ছিলেন। ১২-৯-১৭

ক্বচিচ্ছোকং ক্বচিন্মোহং ক্বচিদ্ দুঃখং সুখং ভয়ম্।

ক্বচিন্মৃত্যুমবাপ্নোতি ব্যাধ্যাদিভিরুতার্দিতঃ॥ ১২-৯-১৮

তিনি কখনো শোকগ্রস্ত আর কখনো মোহগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। দুঃখের অনবচ্ছিন্ন ধারা ও অল্প সুখ –তিনি দুইই ভোগ করছিলেন। কখনো ভীতসন্ত্রস্ত, কখনো মৃতবৎ আবার কখনো তিনি প্রবল রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলেন। ১২-৯-১৮

অযুতাযুতবর্ষাণাং সহস্রাণি শতানি চ।

ব্যতীয়ুর্ভ্রমতস্তস্মিন্ বিষ্ণুমায়াবৃতাত্মনঃ॥ ১২-৯-১৯

এইভাবে মার্কণ্ডেয় মুনি বিষ্ণুভগবানের মায়ায় মোহিত হয়েছিলেন। সেই প্রলয়কালীন সমুদ্রে ইতিউতি ঘুরতে থেকে তাঁর শত-সহস্র নয়, লক্ষ কোটি বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল। ১২-৯-১৯

স কদাচিদ্ ভ্রমংস্তস্মিন্ পৃথিব্যাঃ ককুদি দ্বিজঃ।

ন্যগ্রোধপোতং দদৃশে ফলপল্লবশোভিতম্॥ ১২-৯-২০

হে শ্রীশৌনক! মার্কণ্ডেয় মুনি প্রলয়কালীন সমুদ্রে বহুকাল পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকলেন। একদা পৃথিবীর এক টিলার উপর অবস্থিত একটি ছোট বটবৃক্ষে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। তিনি দেখলেন যে বটবৃক্ষে হরিদ্বর্ণ পত্রদল ও লোহিত বর্ণ ফলরাশি শোভা পাচ্ছে। ১২-৯-২০

প্রাগুত্তরস্যাং শাখায়াং তস্যাপি দদৃশে শিশুম্।

শয়ানং পর্ণপুটকে গ্রসন্তং প্রভয়া তমঃ॥ ১২-৯-২১

একটি দিব্যদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে মার্কণ্ডেয় মুনি অতি বিস্মিত হয়ে গেলেন। বটবৃক্ষের ঈশান কোণে একটি ডাল। সেই ডালে পত্রদল একটি পত্রপুটের আকৃতি ধারণ করে আছে। সেই পত্রপুটের উপর এক অপূর্ব সুন্দর শিশু শায়িত। শিশুর অঙ্গের আলোকচ্ছটায় স্থান আলোকিত। অন্ধকার সেই স্থানে প্রবেশ করতে পারছিল না। ১২-৯-২১

মহামরকতশ্যামং শ্রীমদ্বদনপঙ্কজম্।

কম্বুগ্রীবং মহোরস্কং সুনসং সুন্দরভ্রুবম্॥ ১২-৯-২২

শিশু মরকতমণিসম মেঘবর্ণ। মুখমণ্ডল দর্শনে বোধ হচ্ছিল যেন সেইখানেই সমস্ত সৌন্দর্য কেন্দ্রীভূত হয়েছে। শিশুর কম্বু-গ্রীব, বক্ষঃস্থল সুপ্রশস্ত। তোতা চঞ্চু-সম সুন্দর নাসিকা আর অতি মনোহর ভ্রুবিলাস শিশুর সৌন্দর্যবর্ধন করছিল। ১২-৯-২২

শ্বাসৈজদলকাভাতং কম্বুশ্রীকর্ণদাড়িমম্।

বিদ্রুমাধরভাসেষচ্ছোণায়িতসুধাস্মিতম্॥ ১২-৯-২৩

ঘনকৃষ্ণ আকুঞ্চিত কেশদাম কপোলদেশে ছড়িয়ে ছিল যা শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে কম্পমান হচ্ছিল। কম্বু-কর্ণে রক্তপুষ্প শোভা পাচ্ছিল। বিদ্রুমসম রক্তাভ ওষ্ঠকান্তি সেই শিশুর সুধাময় শ্বেত মুচকি হাস্যকেও মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছিল। ১২-৯-২৩

পদ্মগর্ভারুণাপাঙ্গং হৃদ্যহাসাবলোকনম্।

শ্বাসৈজদ্ বলিসংবিগ্ননিম্ননাভিদলোদরম্॥ ১২-৯-২৪

শিশুর নয়নপ্রান্তযুগল কণীনিকাসম রক্তাভ ছিল। শিশুর মৃদুহাস ও নির্মল দৃষ্টি হৃদয় আকৃষ্ট করছিল। নাভিকুণ্ডলী ছিল গভীর। ক্ষুদ্রাকার উদরদেশ অশ্বত্থপত্রসম লাগছিল ও শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াকালে তার পরতে পরতে ও নাভিকুণ্ডলীতে সাড়া জাগছিল। ১২-৯-২৪

BANGLADARSHAN.COM

চার্বঙ্গুলিভ্যাং পাণিভ্যামুন্নীয় চরণাম্বুজম্।

মুখে নিধায় বিপ্রেন্দ্রো ধয়ন্তং বীক্ষ্য বিস্মিতঃ॥ ১২-৯-২৫

শিশুর ক্ষুদ্র হস্ত, করতলে ক্ষুদ্রাকার অঙ্গুলি পঞ্চকের কী অপূর্ব শোভা! শিশু নিজ যুগল করকমল দ্বারা এক চরণকমলকে মুখে স্থাপন করে চোষণে ব্যস্ত ছিল। এই দিব্যদৃশ্য মার্কণ্ডেয় মুনিকে অতিশয় বিস্মিত করল। ১২-৯-২৫

তদ্দর্শনাদ্ বীতপরিশ্রমো মুদা প্রোৎফুল্লহৃৎপদ্মবিলোচনাম্বুজঃ।

প্রহৃষ্টরোমাদ্ভুতভাবশঙ্কিতঃ প্রষ্টুং পুরস্তং প্রসসার বালকম্॥ ১২-৯-২৬

শ্রীশৌনক! সেই দিব্যশিশুর দর্শন পেয়েই মার্কণ্ডেয় মুনির সমস্ত ক্লান্তির যেন অবসান হতে লাগল। আনন্দে তাঁর হৃদয়ারবিন্দ ও নেত্রসরোজ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। তাঁর অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভূতি জাগাল। সেই ক্ষুদ্র শিশুর এই অদ্ভুত ভাব প্রত্যক্ষ করে তাঁর চিত্তে 'শিশুটি কে' আদি বহু প্রশ্ন জাগল। কৌতূহল নিবৃত্তি হেতু তিনি শিশুর নিকটে সরে এলেন। ১২-৯-২৬

তাবচ্ছিশোর্বৈ শ্বসিতেন ভার্গবঃ সোঽন্তঃশরীরং মশকো যথাবিশৎ।

তত্রাপ্যদো ন্যস্তমচষ্ট কৃৎস্নশো যথা পুরামুহ্যদতীব বিস্মিতঃ॥ ১২-৯-২৭

মার্কণ্ডেয় মুনি শিশুর নিকটগামী হতেই তিনি শিশুর শ্বাসের সঙ্গে তার দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে গেলেন; এ যেন ঠিক কোনো মশকের হস্তীজঠরে প্রবেশসম হল। এই শিশুর উদরে প্রবেশ করে তিনি সেই সকল সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করলেন যা তিনি প্রলয়ের পূর্বে দেখেছিলেন। সেই সকল বিচিত্র দৃশ্য দেখে তিনি বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গেলেন। মোহের প্রভাবে তাঁর চিন্তাভাবনা করবারও উপায় ছিল না। ১২-৯-২৭

খং রোদসী ভগণানদ্রিসাগরান্ দ্বীপান্ সবর্ষান্ ককুভঃ সুরাসুরান্।

বনানি দেশান্ সরিতঃ পুরাকরান্ খেটান্ ব্রজানাশ্রমবর্ণবৃত্তয়ঃ॥ ১২-৯-২৮

মহান্তি ভূতান্যথ ভৌতিকান্যসৌ কালং চ নানাযুগকল্পকল্পনম্।

যৎ কিঞ্চিদন্যদ্ ব্যবহারকারণং দদর্শ বিশ্বং সদিবাবভাসিতম্॥ ১২-৯-২৯

BANGLADARSHAN.COM

শিশুর উদরে আকাশ, অন্তরীক্ষ, জ্যোতির্মণ্ডল, পর্বত, সমুদ্র, দ্বীপ, বর্ষ, দিগ্‌দিগন্ত, দেবতা, দৈত্য, বন, দেশ, নদী, নগর, খনি, কৃষকদের গ্রাম, পশুপালকদের আবাস, আশ্রম, বর্ণ, তাদের আচার-ব্যবহার, পঞ্চমহাভূত, ভূতনির্মিত প্রাণীদেহ ও বস্তুসকল অবলোকন করলেন। বহু যুগ এবং কল্পের ভেদে যুগ কাল আদিকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। কেবল এই নয়—দেশ, বস্তু, কালদ্বারা জগতের ব্যবহার সম্পন্ন হয় তা সবই সেখানে বিদ্যমান ছিল। আর কত বলব! এই সম্পূর্ণ বিশ্ব না হলেও সেখানে তা সত্যবৎ মনে হচ্ছিল। ১২-৯-২৮-২৯

হিমালয়ং পুষ্পবহাং চ তাং নদীং নিজাশ্রমং তত্র ঋষীনপশ্যৎ।

বিশ্বং বিপশ্যঞ্ছ্বসিতাচ্ছিশোর্বৈ বহির্নিরস্তো ন্যপতল্লয়াব্ধৌ॥ ১২-৯-৩০

হিমালয় পর্বত সেই পুষ্পভদ্রা নদী, নদীর তটে তাঁর আশ্রম ও আশ্রমে নিবাসকারী ঋষিদের মার্কণ্ডেয় মুনি প্রত্যক্ষ করলেন। এইভাবে সম্পূর্ণ বিশ্ব অবলোকন করতে করতে তিনি দিব্যশিশুর প্রশ্বাসে শিশুর দেহের বাইরে এসে পড়লেন ও পুনঃ প্রলয়কালীন সমুদ্রে পতিত হলেন। ১২-৯-৩০

তস্মিন্ পৃথিব্যাঃ ককুদি প্ররূঢ়ং বটং চ তৎপর্ণপুটে শয়ানম্।

তোকং চ তৎপ্রেমসুধাস্মিতেন নিরীক্ষিতোঽপাঙ্গনিরীক্ষণেন॥ ১২-৯-৩১

এইবার তিনি পুনরায় দেখলেন যে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত পৃথিবীর টিলায় সেই বটবৃক্ষ পূর্ববৎ অবস্থান করছে এবং পত্রদল দোলায় সেই শিশু শায়িত রয়েছে। শিশুর অধরে প্রেমামৃতে পরিপূর্ণ মৃদুমন্দ হাস্য বর্তমান। শিশু তার প্রেমময় দৃষ্টিতে মার্কণ্ডেয় মুনির দিকে তাকিয়ে আছে। ১২-৯-৩১

অথ তং বালকং বীক্ষ্য নেত্রাভ্যাং ধিষ্ঠিতং হৃদি।

অভ্যয়াদতিসংক্লিষ্টঃ পরিষ্বক্তুমধোক্ষজম্॥ ১২-৯-৩২

যে ইন্দ্রিয়াতীত ভগবান শিশুরূপে ক্রীড়ায় মত্ত ও নেত্র মার্গে পূর্বেই হৃদয়ে প্রবেশ করে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁকে আলিঙ্গন দান করবার উদ্দেশ্যে মার্কণ্ডেয় মুনি এইবার প্রবল পরিশ্রমে ও কষ্টে এগিয়ে গেলেন। ১২-৯-৩২

তাবৎ স ভগবান্ সাক্ষাদ্ যোগাধীশো গুহাশয়ঃ।

অন্তর্দধ ঋষেঃ সদ্যো যথেহানীশনির্মিতা॥ ১২-৯-৩৩

কিন্তু হে শ্রীশৌনক! ভগবান কেবল যোগীদেরই নয়, যোগেরও প্রভু ও সকলের হৃদয়ে প্রচ্ছন্নরূপে বিরাজমান থাকেন। এইবার মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁর নিকটে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই তিনি অন্তর্ধান করলেন; এ যেন অভাগা অসমর্থ ব্যক্তির পরিশ্রমের ফল হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া। ১২-৯-৩৩

তমন্বথ বটো ব্রহ্মন্ সলিলং লোকসংপ্লবঃ।

তিরোধায়ি ক্ষণাদস্য স্বাশ্রমে পূর্ববৎ স্থিতঃ॥ ১২-৯-৩৪

হে শ্রীশৌনক! শিশুর অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বটবৃক্ষ, প্রলয়কালীন দৃশ্য ও জলও অবলুপ্ত হল এবং মার্কণ্ডেয় মুনি নিজেকে নিজ আশ্রমেই উপবিষ্ট অবস্থায় আবিষ্কার করলেন। ১২-৯-৩৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে মায়া দর্শনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥

BANGLADARSHAN.COM

দশম অধ্যায়

শ্রীমার্কণ্ডেয় মুনিকে ভগবান শংকরের বরদান

সূত উবাচ

স এবমনুভূয়েদং নারায়ণবিনির্মিতম্।

বৈভবং যোগমায়ায়াস্তমেব শরণং যযৌ॥ ১২-১০-১

শ্রীসূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ! এইভাবে মার্কণ্ডেয় ঋষি নারায়ণ নির্মিত যোগমায়া বৈভবের অনুভূতি লাভ করলেন। তিনি জানলেন যে মায়া মুক্তির একমাত্র উপায় মায়াপতি শ্রীভগবানের শরণাগতি। তাই তিনি শরণাগত হলেন। ১২-১০-১

মার্কণ্ডেয় উবাচ

প্রপন্নোঽস্ম্যঙ্ঘ্রিমূলং তে প্রপন্নাভয়দং হরে।

যন্মায়য়াপি বিবুধা মুহ্যন্তি জ্ঞানকাশয়া॥ ১২-১০-২

শ্রীমার্কণ্ডেয় স্বগতোক্তি করলেন—হে প্রভু! বস্তুত আপনার মায়া প্রতীতিমাত্র হলেও সত্যজ্ঞানসম প্রকাশিত হয় এবং অতি বড় বিদ্বান ব্যক্তি ও তাতে মোহিত হয়ে পড়ে। আপনার শ্রীপাদপদ্মই শরণাগতকে সর্বতোভাবে অভয় দান করে থাকে। তাই আমি আপনার শরণাগত। ১২-১০-২

সূত উবাচ

তমেবং নিভৃতাত্মানং বৃষেণ দিবি পর্যটন্।

রুদ্রাণ্যা ভগবান্ রুদ্রো দদর্শ স্বগণৈর্বৃতঃ॥ ১২-১০-৩

শ্রীসূত বললেন—শ্রীমার্কণ্ডেয় এইভাবে শরণাগতির ভাবে তন্ময় হয়ে ছিলেন। সেই সময় ভগবান শংকর ভগবতী পার্বতীসহ নন্দীপৃষ্ঠে আসীন হয়ে আকাশপথে বিচরণ করতে করতে সেই স্থানে এসে পড়লেন। তাঁরা মার্কণ্ডেয় মুনিকে সেই অবস্থায় প্রত্যক্ষ করলেন। শিবানুচরগণ সকল তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। ১২-১০-৩

অথোমা তমৃষিং বীক্ষ্য গিরিশং সমভাষত।

পশ্যেমং ভগবন্ বিপ্রং নিভৃতাত্মেন্দ্রিয়াশয়ম্॥ ১২-১০-৪

নিভৃতোদঝষব্রাতো বাতাপায়ে যথার্ণবঃ।

কুর্বস্য তপসঃ সাক্ষাৎ সংসিদ্ধিং সিদ্ধিদো ভবান্॥ ১২-১০-৫

ধ্যানাবস্থায় মার্কণ্ডেয় মুনিকে প্রত্যক্ষ করে ভগবতীর হৃদয়ে বাৎসল্য স্নেহ উদ্বেল হয়ে পড়ল। তিনি ভগবান শংকরকে বললেন –ঝঞ্ঝাবাত অবসানে যেমন সমুদ্রের তরঙ্গরাশি, মৎসকুল শান্ত রূপ ধারণ করে ও সমুদ্র ধীর-গম্ভীর হয়ে যায় এই ব্রাহ্মণের শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণও তেমনভাবে শান্ত হয়ে গেছে। আপনি তো সর্বসিদ্ধিদাতা। তাই কৃপা করে এই ব্রাহ্মণকে তার তপস্যার প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করুন। ১২-১০-৪-৫

শ্রীভগবানুবাচ

BANGLADARSHAN.COM

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।

ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে॥ ১২-১০-৬

ভগবান শংকর বললেন—হে দেবী! এই ব্রহ্মর্ষি লোক অথবা পরলোকের কোনো বস্তুই কামনা করেন না। এমনকি তাঁর মনে কখনো মোক্ষ আকাঙ্ক্ষাও জাগে না। এর কারণ এই যে সর্বত্র বিরাজমান অবিনাশী ভগবানের পাদপদ্মে এঁর পরম ভক্তিলাভ হয়েছে। ১২-১০-৬

অথাপি সংবদিষ্যামো ভবান্যেতেন সাধুনা।

অয়ং হি পরমো লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ॥ ১২-১০-৭

হে প্রিয়তমা! যদিও এঁর আমাদের আদৌ প্রয়োজন নেই তবুও মহাত্মা ব্যক্তি বলে আমি এঁর সঙ্গে কথাবার্তা অবশ্যই বলব। জীবমাত্রের জন্যই সাধুসঙ্গ লাভ পরমকাম্য বস্তু। ১২-১০-৭

সূত উবাচ

ইত্যুক্ত্বা তমুপেয়ায় ভগবান্ স সতাং গতিঃ।

ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বদেহিনাম্॥ ১২-১০-৮

শ্রীসূত বললেন—হে শ্রীশৌনক! ভগবান শংকর সমস্ত বিদ্যার প্রবর্তক ও সমস্ত প্রাণীকুলের হৃদয়ে বিরাজমান অন্তর্যামী প্রভু। তিনিই সমগ্র জগতের সাধুসন্তদের আশ্রয় ও আদর্শ। ভগবতী পার্বতীকে এইরূপ বলে ভগবান শংকর মার্কণ্ডেয় মুনির কাছে গেলেন। ১২-১০-৮

তয়োরাগমনং সাক্ষাদীশয়োর্জগদাত্মনোঃ।

ন বেদ রুদ্ধধীবৃত্তিরাত্মানং বিশ্বমেব চ॥ ১২-১০-৯

তখন মার্কণ্ডেয় মুনির সমস্ত মনোবৃত্তি ভগবদ্ভাবে তন্ময় ছিল। জগতের ও তাঁর নিজ দেহের জ্ঞান তাঁর আদৌ ছিল না। তাই তিনি জানতেও পারলেন না যে স্বয়ং বিশ্বাত্মা গৌরী-শংকরের আবির্ভাব হয়েছে। ১২-১০-৯

ভগবাংস্তদভিজ্ঞায় গিরীশো যোগমায়য়া।

আবিশত্তদ্‌গুহাকাশং বায়ুশ্ছিদ্রমিবেশ্বরঃ॥ ১২-১০-১০

শ্রীশৌনক! মার্কণ্ডেয় মুনির বিশেষ অবস্থার কথা সর্বশক্তিমান ভগবান কৈলাসপতির অজানা রইল না। শূন্যস্থানে যেমন বায়ু অনায়াসে প্রবেশ করে তেমনভাবেই নিজ যোগমায়া দ্বারা ভগবান শংকর মার্কণ্ডেয় মুনির হৃদয়াকাশে প্রবেশ করলেন। ১২-১০-১০

আত্মন্যপি শিবং প্রাপ্তং তড়িৎপিঙ্গজটাধরম্।

ত্র্যক্ষং দশভুজং প্রাংশুমুদ্যন্তমিব ভাস্করম্॥ ১২-১০-১১

মার্কণ্ডেয় মুনি দেখলেন যে তাঁর হৃদয়ে ভগবান শংকরের দর্শন লাভ হচ্ছে। বিদ্যুতের ন্যায় দেদীপ্যমান পীত জটাজুটধারী ভগবান শংকর ত্রিনয়ন ও দশ বাহু-বিশিষ্ট। তাঁর বলবান দীর্ঘকায় দেহে সূর্যের তেজ বর্তমান। ১২-১০-১১

ব্যাঘ্রচর্মাম্বরধরং শূলখট্বাঙ্গচর্মভিঃ।

অক্ষমালাডমরুককপালাসিধনুঃ সহ॥ ১২-১০-১২

তাঁর অঙ্গে ব্যাঘ্রাম্বর। হস্তে শূল, খট্বাঙ্গ, ঢাল, রুদ্রাক্ষমালা, ডমরু, খর্প, তরবারি ও ধনুক। ১২-১০-১২

বিভ্রাণং সহসা ভাতং বিচক্ষ্য হৃদি বিস্মিতঃ।

কিমিদং কুত এবেতি সমাধের্বিরতো মুনিঃ॥ ১২-১০-১৩

নিজ হৃদয়ে অকস্মাৎ ভগবান শংকরের এই রূপ দর্শন করে মার্কণ্ডেয় মুনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগল –এ কী? কোথা থেকে এল? অতএব তিনি সমাধি থেকে উত্থিত হলেন। ১২-১০-১৩

নেত্রে উন্মীল্য দদৃশে সগণং সোমমাগতম্।

রুদ্রং ত্রিলোকৈকগুরুং ননাম শিরসা মুনিঃ॥ ১২-১০-১৪

সমাধি ভঙ্গের পর তিনি দেখলেন যে ত্রিলোকের একমাত্র গুরু ভগবান শ্রীশংকর, শ্রীপার্বতী ও নিজ গণাদি অনুচরসহ তাঁর নিকটে পদার্পণ করেছেন। তিনি তাঁদের শ্রীচরণে মস্তক অবনমিত করে প্রণাম নিবেদন করলেন। ১২-১০-১৪

তস্মৈ সপর্যাং ব্যদধাৎ সগণায় সহোময়া।

স্বাগতাসনপাদ্যার্ঘ্যগন্ধস্রগ্‌ধূপপদীপকৈঃ॥ ১২-১০-১৫

অদনন্তর মার্কণ্ডেয় মুনি স্বাগত, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্পমাল্য, ধূপ, দীপ, আদি উপচারে ভগবান শংকরের, ভগবতী পার্বতীর ও তাঁদের অনুচরদের পূজা করলেন। ১২-১০-১৫

আহ চাত্মানুভাবেন পূর্ণকামস্য তে বিভো।

করবাম কিমীশান যেনেদং নির্বৃতং জগৎ॥ ১২-১০-১৬

অতঃপর মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁদের বলতে লাগলেন–হে সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান প্রভু! আপনি আপনার আত্মানুভূতি ও মহিমাতে পূর্ণকাম। আপনার শান্তি ও সুখেই সমগ্র জগতে শান্তি ও সুখ। এই অবস্থায় আমি আপনার কীবা সেবা করতে সক্ষম হতে পারি? ১২-১০-১৬

নমঃ শিবায় শান্তায় সত্ত্বায় প্রমৃড়ায় চ।

রজোজুষেঽপ্যঘোরায় নমস্তুভ্যং তমোজুষে॥ ১২-১০-১৭

আমি আপনার ত্রিগুণাতীত সদাশিব স্বরূপকে ও সত্ত্বগুণযুক্ত শান্তস্বরূপকে নমস্কার করি। আমি আপনার রজোগুণকে সর্বপ্রবর্তক স্বরূপ এবং তমোগুণযুক্ত অঘোর স্বরূপকে নমস্কার করি। ১২-১০-১৭

BANGLADARSHAN.COM

সূত উবাচ

এবং স্তুতঃ স ভগবানাদিদেবঃ সতাং গতিঃ।

পরিতুষ্টঃ প্রসন্নাত্মা প্রহসংস্তমভাষত॥ ১২-১০-১৮

শ্রীসূত বললেন—হে শ্রীশৌনক! যখন মার্কণ্ডেয় মুনি সাধুসন্তদের পরম আশ্রয় দেবাদিদেব ভগবান শংকরের এইবার স্তুতি করলেন তখন তিনি পরমপ্রসন্ন হয়ে সহাস্য বদনে তাঁকে বললেন। ১২-১০-১৮

শ্রীভগবানুবাচ

বরং বৃণীষ্ব নঃ কামং বরদেশা বয়ং ত্রয়ঃ।

অমোঘং দর্শনং যেষাং মর্ত্যো যদ্ বিন্দতেঽমৃতম্॥ ১২-১০-১৯

ভগবান শংকর বললেন—হে মার্কণ্ডেয়! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও আমি—এই তিনই বরদানকারী প্রভু। আমাদের দর্শন লাভ কখনো বিফলে যায় না। আমাদের কাছেই এই মরণশীল মানব অমৃতত্ত্ব লাভ করে থাকে। তাই তোমার ইচ্ছানুসারে বর আমার কাছ থেকে চেয়ে নাও। ১২-১০-১৯

ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ নিঃসঙ্গা ভূতবৎসলাঃ।

একান্তভক্তা অস্মাসু নির্বৈরাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১২-১০-২০

ব্রাহ্মণ স্বভাবতই পরোপকারী, শান্তচিত্ত ও অনাসক্ত হয়ে থাকে। তারা বৈরীভাবাপন্ন হয় না ও সমদর্শী হয়েও সৃষ্টিতে কষ্ট উপস্থিত দেখে তার নিবারণ হেতু করুণায় বিগলিত হয়ে থাকে। তাদের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য হল যে তারা আমাদের অনন্য প্রেমী ও ভক্ত। ১২-১০-২০

সলোকা লোকপালাস্তান্ বন্দন্ত্যর্চন্ত্যুপাসতে।

অহং চ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং চ হরিরীশ্বরঃ॥ ১২-১০-২১

সমস্ত লোক ও লোকপাল এখন ব্রাহ্মণদের বন্দনা, পূজা ও উপাসনা করে থাকেন। কেবল তাঁরাই নয়, আমি, ভগবান ব্রহ্মা ও স্বয়ং সাক্ষাৎ ঈশ্বর বিষ্ণুও তাঁদের সেবায় নিত্য যুক্ত থাকেন। ১২-১০-২১

ন তে ময্যচ্যুতেঽজে চ ভিদামণ্বপি চক্ষতে।

নাত্মনশ্চ জনস্যাপি তদ্ যুষ্মান্ বয়মীমহি॥ ১২-১০-২২

এইরূপ শান্ত মহাপুরুষগণ, আমার, বিষ্ণু ভগবানের, ব্রহ্মার, স্বয়ং নিজের ও অন্যান্য প্রাণিগণের মধ্যে অণুমাত্রও বিভেদ জ্ঞান রাখেন না। তাঁরা প্রতিনিয়ত, সর্বত্র সর্বতোভাবে একরস আত্মারই দর্শন করে থাকেন। তাই আমরা তোমার মতন মহাত্মাদের স্তুতি ও সেবা করে থাকি। ১২-১০-২২

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবাশ্চেতনোজ্ঝিতাঃ।

তে পুনন্ত্যুরুকালেন যূয়ং দর্শনমাত্রতঃ॥ ১২-১০-২৩

হে মার্কণ্ডেয়! কেবল জলময় তীর্থই তীর্থ ও জড় মূর্তিই দেবতা হয় না। সর্বোৎকৃষ্ট তীর্থ ও দেবতা তো তোমার মতন সাধুসন্তগণই হয়ে থাকে; কারণ সেই সকল তীর্থ ও দেবতা বহুদিন অপগত হলে তবে পবিত্রতা প্রদান করে থাকে আর তোমার মতন সাধুসন্তগণ তো দর্শন দানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই কাজ সম্পন্ন করেন। ১২-১০-২৩

ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্যামো যেঽস্মদ্রূপং ত্রয়ীময়ম্।

বিভ্রত্যাত্মসমাধানতপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ॥ ১২-১০-২৪

আমরা তো ব্রাহ্মণ মাত্রকেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকি কারণ তাঁরা চিত্তের একাগ্রতা, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা আমাদের বেদময় শরীর ধারণ করে থাকেন। ১২-১০-২৪

BANGLADARSHAN.COM

শ্রবণাদ্ দর্শনাদ্ বাপি মহাপাতকিনোঽপি বঃ।

শুধ্যেরন্নন্ত্যজাশ্চাপি কিমু সম্ভাষণাদিভিঃ॥ ১২-১০-২৫

হে মার্কণ্ডেয়! অতি বড় মহাপাপী ও অন্ত্যজও তোমার মতন মহাপুরুষের চরিত্র শ্রবণ ও দর্শন প্রাপ্তিতে শুদ্ধ হয়ে যায়; তাহলে তারা তোমাদের মত সাধুসন্তদের সম্ভাষণ ও সঙ্গদ্বারা শুদ্ধ হয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী আছে! ১২-১০-২৫

সূত উবাচ

ইতি চন্দ্রললামস্য ধর্মগুহ্যোপবৃংহিতম্।

বচোঽমৃতায়নমৃষির্নাতৃপ্যৎ কর্ণয়োঃ পিবন্॥ ১২-১০-২৬

শ্রীসূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ! চন্দ্রমৌলি ভগবান শংকরের প্রতি কথায় ধর্মের সুগুপ্ত রহস্য নিহিত ছিল। তাঁর প্রতি অক্ষর ছিল অমৃতময় সমুদ্র। মার্কণ্ডেয় মুনি নিজ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা একাগ্রচিত্তে সেই সুধা পান করছিলেন কিন্তু তৃপ্তিলাভ করছিলেন না। ১২-১০-২৬

স চিরং মায়য়া বিষ্ণোর্ভ্রামিতঃ কর্শিতো ভৃশম্।

শিববাগমৃতধ্বস্তক্লেশপুঞ্জস্তমব্রবীৎ॥ ১২-১০-২৭

তিনি বহুকাল ধরে বিষ্ণুভগবানের মায়ায় বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে বেড়িয়েছেন ও স্বাভাবিকভাবেই অতি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভগবান শংকরের কল্যাণকর কথামৃত পান করে তাঁর সমস্ত ক্লেশ দূরীভূত হয়ে গেল। তখন তিনি ভগবান শংকরকে এইরূপ বললেন। ১২-১০-২৭

ঋষিরুবাচ

অহো ঈশ্বরলীলেয়ং দুর্বিভাব্যা শরীরিণাম্।

যন্নমন্তীশিতব্যানি স্তুবন্তি জগদীশ্বরাঃ॥ ১২-১০-২৮

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন—সত্যই সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানের এই লীলাসকল প্রাণীকুলের বুদ্ধির অগম্য। আরে! এই দেখো! এঁরা সমস্ত জগতের প্রভু হওয়া সত্ত্বেও তাঁদেরই অধীনস্থ আমার মতন জীবদের বন্দনা ও স্তুতি করেন। ১২-১০-২৮

ধর্মং গ্রাহয়িতুং প্রায়ঃ প্রবক্তারশ্চ দেহিনাম্।

আচরন্ত্যনুমোদন্তে ক্রিয়মাণং স্তুবন্তি চ॥ ১২-১০-২৯

ধর্ম প্রবচনকারী প্রায়শ শ্রোতাদের ধর্মের রহস্য ও স্বরূপ বোধগম্য করবার জন্য সেটির আচরণ তথা সমর্থন করে থাকেন এবং কেউ ধর্মাচরণ করলে তার প্রশংসাও করে থাকেন। ১২-১০-২৯

নৈতাবতা ভগবতঃ স্বমায়াময়বৃত্তিভিঃ।

ন দুষ্যেতানুভাবস্তৈর্মায়িনঃ কুহকং যথা॥ ১২-১০-৩০

যেমন জাদুকর বহু ভেলকি দেখিয়ে থাকে কিন্তু সেই সব ভেলকির কোনো প্রভাব তার নিজের উপর পড়ে না, তেমনভাবেই আপনি আপনার স্বজনমোহিনী মায়াবৃত্তিকে স্বীকার করে কারো বন্দনা-স্তুতি আদি করেন কিন্তু সেই কারণে আপনার মহিমায় কোনো তারতম্য হয় না। ১২-১০-৩০

সৃষ্ট্বেদং মনসা বিশ্বমাত্মনানুপ্রবিশ্য যঃ।

গুণৈঃ কুর্বদ্ভিরাভাতি কর্তেব স্বপ্নদৃগ্ যথা॥ ১২-১০-৩১

আপনি স্বপ্ন দ্রষ্টাবৎ আপনার ইচ্ছানুসারেই এই সম্পূর্ণ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কর্তা না হয়েও কর্মানুষ্ঠানকারী গুণসকল দ্বারা বার্তাসম প্রতীত হয়ে থাকেন। ১২-১০-৩১

তস্মৈ নমো ভগবতে ত্রিগুণায় গুণাত্মনে।

কেবলায়াদ্বিতীয়ায় গুরবে ব্রহ্মমূর্তয়ে॥ ১২-১০-৩২

ভগবন্! আপনি ত্রিগুণস্বরূপ হলেও তার ঊর্ধ্বে, তার আত্মারূপে অবস্থিত থাকেন। আপনিই সমস্ত জ্ঞানের মূল, অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ। আমি আপনাকে প্রণাম করি। ১২-১০-৩২

কং বৃণে নু পরং ভূমন্ বরং ত্বদ্ বরদর্শনাৎ।

যদ্দর্শনাৎ পূর্ণকামঃ সত্যকামঃ পুমান্ ভবেৎ॥ ১২-১০-৩৩

হে অনন্ত! আপনার শ্রেষ্ঠ দর্শন লাভের বেশি এমন অন্য কোনো বস্তু কী আছে যা বরদান রূপে আপনার কাছে প্রার্থনা করব? মানুষ তো আপনার দর্শন লাভেই পূর্ণকাম ও সত্যসংকল্প হয়ে যায়। ১২-১০-৩৩

বরমেকং বৃণেঽথাপি পূর্ণাৎ কামাভিবর্ষণাৎ।

ভগবত্যচ্যুতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা ত্বয়ি॥ ১২-১০-৩৪

আপনি স্বয়ং তো পূর্ণই। আপনি ভক্তদেরও সমস্ত কামনা পূর্তি করে থাকেন। তাই আমি আপনার দর্শন লাভ করবার পরও আর একটা বর প্রার্থনা করছি। আমার যেন শ্রীভগবানে, তাঁর ভক্তদের এবং আপনার প্রতি ভক্তি অবিচল, চিরস্থায়ী ও নিত্যযুক্ত হয়। ১২-১০-৩৪

সূত উবাচ

ইত্যর্চিতোঽভিষ্টুতশ্চ মুনিনা সূক্তয়া গিরা।

তমাহ ভগবাঞ্ছর্বঃ শর্বয়া চাভিনন্দিতঃ॥ ১২-১০-৩৫

শ্রীসূত বললেন—হে শ্রীশৌনক! যখন মার্কণ্ডেয় মুনি সুমধুর বাণীদ্বারা এইভাবে ভগবান শংকরের স্তুতি ও পূজা করলেন তখন তিনি ভগবতী পার্বতীর কৃপা প্রেরণায় এই কথা বললেন। ১২-১০-৩৫

কামো মহর্ষে সর্বোঽয়ং ভক্তিমাংস্ত্বমধোক্ষজে।

আকল্পান্তাদ্ যশঃ পুণ্যমজরামরতা তথা॥ ১২-১০-৩৬

হে মহর্ষি! তোমার সমস্ত কামনা পূর্ণ হোক। যেন ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্মাতে তোমার অনন্য ভক্তি অবিচল থাকে। কল্প পর্যন্ত তোমার পবিত্র যশ বিস্তার লাভ করুক ও তুমি অজর অমর হও। ১২-১০-৩৬

জ্ঞানং ত্রৈকালিকং ব্রহ্মন্ বিজ্ঞানং চ বিরক্তিমৎ।

ব্রহ্মবর্চস্বিনো ভূয়াৎ পুরাণাচার্যতাস্তু তে॥ ১২-১০-৩৭

ব্রহ্মন্! তোমার ব্রহ্মতেজ তো সর্বদা অক্ষুণ্ণ থাকবেই। তোমার ভূত, ভবিষ্যত এবং বর্তমানের সমস্ত বিশেষ জ্ঞানসমূহের এক অধিষ্ঠানরূপ জ্ঞানের এবং বৈরাগ্যযুক্ত স্বরূপস্থিতির প্রাপ্তি হোক। পুরাণের আচার্যরূপে তোমার স্বীকৃতির প্রাপ্তি হোক। ১২-১০-৩৭

সূত উবাচ

এবং বরান্ স মুনয়ে দত্ত্বাগাৎ ত্র্যক্ষ ঈশ্বরঃ।

দেব্যৈ তৎকর্ম কথয়ন্ননুভূতং পুরামুনা॥ ১২-১০-৩৮

শ্রীসূত বললেন—হে শ্রীশৌনক! এইভাবে ত্রিলোচন ভগবান শংকর মার্কণ্ডেয় মুনিকে বর দিয়ে ভগবতী পার্বতীকে মার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যা ও প্রলয়কালীন অনুভূতির বর্ণনা করতে করতে সেই স্থান ত্যাগ করলেন। ১২-১০-৩৮

সোঽপ্যবাপ্তমহাযোগমহিমা ভার্গবোত্তমঃ।

বিচরত্যধুনাপ্যদ্ধা হরাবেকান্ততাং গতঃ॥ ১২-১০-৩৯

ভৃগুবংশশিরোমণি মার্কণ্ডেয় মুনির মহাযোগের চরম ফললাভ হল। তিনি ভগবানের অনন্য প্রেমীরূপে বিরাজমান রইলেন এবং ঈশ্বরের ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে শাশ্বতভাবে থেকে পৃথিবীর উপর বিচরণশীল হলেন। ১২-১০-৩৯

BANGLADARSHAN.COM

অনুবর্ণিতমেতত্তে মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ।

অনুভূতং ভগবতো মায়াবৈভবমদ্ভুতম্॥ ১২-১০-৪০

পরমজ্ঞানী মার্কণ্ডেয় মুনি শ্রীভগবানের যোগমায়ার প্রভাবে যে অনন্য লীলানুভব করেছিলেন তার বর্ণনা আমি আপনাদের যথাসাধ্য জানালাম। ১২-১০-৪০

এতৎ কেচিদবিদ্বাংসো মায়াসংসৃতিমাত্মনঃ।

অনাদ্যাবর্তিতং নৃণাং কাদাচিৎকং প্রচক্ষতে॥ ১২-১০-৪১

হে শ্রীশৌনক! এই যে মার্কণ্ডেয় মুনি বহু কল্পের সৃষ্টি থেকে প্রলয়ের অনুভূতি লাভ করলেন তা সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানের বিভূতিই ছিল যা তাৎকালিক। বিশেষভাবে তাঁর জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল; সর্বসাধারণের জন্য নয়। যাঁরা এই বিভূতির কথা না ভেবে সেটিকে অনাদিকাল থেকে অনুষ্ঠিত সৃষ্টি-প্রলয় ঘটনার অংশ বলে ধরে নেন, তাদের ধারণা ঠিক নয়। ১২-১০-৪১

য এবমেতদ্ ভৃগুবর্য বর্ণিতং রথাঙ্গপাণেরনুভাবভাবিতম্।

সংশ্রাবয়েৎ সংশৃণুয়াদুতাবুভৌ তয়োর্ন কর্মাশয়সংসৃতির্ভবেৎ॥ ১২-১০-৪২

হে ভৃগুবংশ শিরোমণি! উল্লিখিত চরিত্রনামা ভগবান চক্রপাণির প্রভাব ও মহিমায় পরিপূর্ণ। তার শ্রবণকীর্তন কর্মবাসনা উদ্ভূত জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি দান করে। ১২-১০-৪২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ॥

BANGLADARSHAN.COM

একাদশ অধ্যায়

ভগবানের অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং আয়ুধ রহস্য ও সূর্যের বিভিন্ন গণের বর্ণনা

শৌনক উবাচ

অথেমমর্থং পৃচ্ছামো ভবন্তং বহুবিত্তমম্।

সমস্ততন্ত্ররাদ্ধান্তে ভবান্ ভাগবততত্ত্ববিৎ॥ ১২-১১-১

শ্রীশৌনক বললেন–হে শ্রীসূত! আপনি শ্রীভগবানের পরমভক্ত ও বহুজ্ঞ শিরোমণি। সমস্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মর্মজ্ঞ। তাই আপনাকে আমরা একটি বিশেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। ১২-১১-১

তান্ত্রিকাঃ পরিচর্যায়াং কেবলস্য শ্রিয়ঃ পতেঃ।

অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাকল্পং কল্পয়ন্তি যথা চ যৈঃ॥ ১২-১১-২

তন্নো বর্ণয় ভদ্রং তে ক্রিয়াযোগং বুভুৎসতাম্।

যেন ক্রিয়ানৈপুণ্যেন মর্ত্যো যায়াদমর্ত্যতাম্॥ ১২-১১-৩

আমরা ক্রিয়াযোগের যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে ইচ্ছুক কারণ সেটির উত্তমরূপে আচরণ নশ্বর মানবকে অমরত্ব প্রদান করে থাকে। অতএব আপনি আমাদের কৃপা করে বলুন যে পাঞ্চরাত্রাদি তন্ত্রবিধি শাস্ত্রজ্ঞানিগণ শুধুমাত্র শ্রীলক্ষ্মীপতি ভগবানের আরাধনা কালে কোন্ তত্ত্বসকল দ্বারা তাঁর চরণাদি অঙ্গ, গরুড়াদি উপাঙ্গ, সুদর্শনাদি আয়ুধ এবং কৌস্তভাদি আভরণাদির কল্পনা করে থাকেন? শ্রীভগবান আপনার কল্যাণ করুন। ১২-১১-২-৩

সূত উবাচ

নমস্কৃত্য গুরূন্ বক্ষ্যে বিভূতীর্বৈষ্ণবীরপি।

যাঃ প্রোক্তা বেদতন্ত্রাভ্যামাচার্যৈঃ পদ্মজাদিভিঃ॥ ১২-১১-৪

শ্রীসূত বললেন–হে শ্রীশৌনক! ব্রহ্মাদি আচার্যগণ দ্বারা উক্ত বেদে ও পাঞ্চরাত্রাদি তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত বিষ্ণুভগবানের যে সকল বিভূতির বর্ণনা আছে আমি শ্রীগুরুদেবের চরণে প্রণাম নিবেদন করে তা আপনাদের বলছি। ১২-১১-৪

মায়াদ্যৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ স বিকারময়ো বিরাট্।

নির্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকে ভুবনত্রয়ম্॥ ১২-১১-৫

ভগবানের যে চেতনাধিষ্ঠিত বিরাট্ রূপ এই ত্রিলোকে দৃশ্য হয় তা প্রকৃতি, সূত্রাত্মা, মহত্তত্ত্ব, অহংকার এবং পঞ্চতন্মাত্রা –এই নয় তত্ত্বসহ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত–এই ষোড়শ শাখাযুক্ত। ১২-১১-৫

এতদ্ বৈ পৌরুষং রূপং ভূঃ পাদৌ দ্যৌঃ শিরো নভঃ।

নাভিঃ সূর্যোঽক্ষিণী নাসে বায়ুঃ কর্ণৌ দিশঃ প্রভোঃ॥ ১২-১১-৬

এটি হল শ্রীভগবানের বিরাট্ পুরুষরূপ। পৃথিবী তাঁর চরণ, স্বর্গ মস্তক, অন্তরীক্ষ নাভি, সূর্য নেত্র, বায়ু নাসিকা ও দিশা কর্ণ। ১২-১১-৬

BANGLADARSHAN.COM

প্রজাপতিঃ প্রজননমপানো মৃত্যুরীশিতুঃ।

তদ্বাহবো লোকপালা মনশ্চন্দ্রো ভ্রুবৌ যমঃ॥ ১২-১১-৭

প্রজাপতি প্রজননাঙ্গ, মৃত্যু গুহ্য, লোকপালগণ বাহুসকল, চন্দ্র মন ও যমরাজ ভ্রু। ১২-১১-৭

লজ্জোত্তরোঽধরো লোভো দন্তা জ্যোৎস্না স্ময়ো ভ্রমঃ।

রোমাণি ভূরুহা ভূম্নো মেঘাঃ পুরুষমূর্ধজাঃ॥ ১২-১১-৮

লজ্জা উত্তরাধর, লোভ অধরৌষ্ঠ। চন্দ্রের জ্যোৎস্নালোক দন্তরাশি, ভ্রম স্মিত হাস্য, বৃক্ষ অঙ্গের রোম এবং মেঘ বিরাটঘ পুরুষের বিকশিত কেশদাম। ১২-১১-৮

যাবানয়ং বৈ পুরুষো যাবত্যা সংস্থয়া মিতঃ।

তাবানসাবপি মহাপুরুষো লোকসংস্থয়া॥ ১২-১১-৯

শ্রীশৌনক! যেমন এই ব্যষ্টিপুরুষ নিজ পরিমাণে সপ্ত বিঘত, সেইভাবেই সেই সমষ্টিপুরুষও এই লোকসংস্থিতির সঙ্গে সপ্ত বিঘতের। ১২-১১-৯

কৌস্তভব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতির্বিভর্ত্যজঃ।

তৎপ্রভা ব্যাপিনী সাক্ষাৎ শ্রীবৎসমুরসা বিভুঃ॥ ১২-১১-১০

স্বয়ং ভগবান অজর ও অমর। তিনি কৌস্তভমণি রূপে জীবচৈতন্যরূপ আত্মজ্যোতিকেই ধারণ করে থাকেন; তার সর্বব্যাপী প্রভাকেই বক্ষঃস্থলদেশে শ্রীবৎসরূপে ধারণ করেন। ১২-১১-১০

স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ।

বাসশ্ছন্দোময়ং পীতং ব্রহ্মসূত্রং ত্রিবৃৎ স্বরম্॥ ১২-১১-১১

BANGLADARSHAN.COM

তিনি নিজ সত্ত্ব, রজ আদি গুণসম্পন্ন মায়াকে বনমালারূপে, ছন্দকে পীতাম্বররূপে এবং অ+উ+ম–এই ত্রিমাত্রাযুক্ত প্রণবকে যজ্ঞোপবীতরূপে ধারণ করে থাকেন। ১২-১১-১১

বিভর্তি সাংখ্যং যোগং চ দেবো মকরকুণ্ডলে।

মৌলিং পদং পারমেষ্ঠ্যং সর্বলোকাভয়ঙ্করম্॥ ১২-১১-১২

দেবাধিদেব ভগবান সাংখ্য ও যোগরূপ মকরাকৃতি কুণ্ডল ও সর্বলোককে অভয়প্রদানকারী ব্রহ্মালোককেই কিরীটরূপে ধারণ করেন। ১২-১১-১২

অব্যাকৃতমনন্তাখ্যমাসনং যদধিষ্ঠিতঃ।

ধর্মজ্ঞানদিভির্যুক্তং সত্ত্বং পদ্মমিহোচ্যতে॥ ১২-১১-১৩

মূল প্রকৃতিই তাঁর অনন্তনাগের দেহরূপ শয্যা যার উপর তিনি বিরাজমান থাকেন এবং ধর্ম জ্ঞানাদিযুক্ত সত্ত্বগুণই তাঁর নাভিকমলরূপে বর্ণিত হয়েছে। ১২-১১-১৩

ওজঃসহোবলযুতং মুখ্যতত্ত্বং গদাং দধৎ।

অপাং তত্ত্বং দরবরং তেজস্তত্ত্বং সুদর্শনম্॥ ১২-১১-১৪

তিনি মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর সম্বন্ধিত শক্তির সঙ্গে যুক্ত প্রাণতত্ত্বরূপ কৌমোদকী গদা, জলতত্ত্বরূপ পাঞ্চজন্য শঙ্খ এবং তেজস্তত্ত্বরূপ সুদর্শন চক্র ধারণ করে থাকেন। ১২-১১-১৪

নভোনিভং নভস্তত্ত্বমসিং চর্ম তমোময়ম্।

কালরূপং ধনুঃ শার্ঙ্গং তথা কর্মময়েষুধিম্॥ ১২-১১-১৫

আকাশবৎ নির্মল আকাশস্বরূপ খড়্গ, তমোময় অজ্ঞানস্বরূপ ঢাল, কালরূপ শার্ঙ্গধনুক ও কর্মেরই তূণ ধারণ করে থাকেন। ১২-১১-১৫

ইন্দ্রিয়াণি শরানাহুরাকূতীরস্য স্যন্দনম্।

তন্মাত্রাণ্যস্যাভিব্যক্তিং মুদ্রয়ার্থক্রিয়াত্মতাম্॥ ১২-১১-১৬

ইন্দ্রিয়সকলকেই ভগবানের বাণরূপে বলা হয়ে থাকে। ক্রিয়াশক্তিযুক্ত মনই রথ। তন্মাত্রাসকল রথের বহির্ভাগ এবং বর-অভয় আদি মুদ্রায় তাঁর বরদান, অভয়দান আদির রূপে ক্রিয়াকুশলতা প্রকাশমান হয়ে থাকে। ১২-১১-১৬

মণ্ডলং দেবযজনং দীক্ষা সংস্কার আত্মনঃ।

পরিচর্যা ভগবত আত্মনো দুরিতক্ষয়ঃ॥ ১২-১১-১৭

সূর্যমণ্ডল অথবা অগ্নিমণ্ডলই ভগবানের পূজার স্থান, অন্তঃকরণের শুদ্ধিই মন্ত্রদীক্ষা এবং নিজের সমস্ত পাপ বিনাশ করে দেওয়াই ভগবানের পূজা। ১২-১১-১৭

ভগবান্ ভগশব্দার্থ লীলাকমলমুদ্বহন্।

ধর্মং যশশ্চ ভগবাংশ্চামরব্যজনেঽভজৎ॥ ১২-১১-১৮

আতপত্রং তু বৈকুণ্ঠং দ্বিজা ধামাকুতোভয়ম্।

ত্রিবৃদ্‌বেদঃ সুপর্ণাখ্যো যজ্ঞং বহতি পূরুষম্॥ ১২-১১-১৯

হে ব্রাহ্মণগণ! সমগ্র ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, লক্ষ্মী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ষড়লীলা-কমল শ্রীভগবান নিজ করকমলে ধারণ করে থাকেন। তিনি ধর্ম ও যশকে যথাক্রমে চামর ও ব্যজনরূপে এবং নিজ নির্ভয়ধাম বৈকুণ্ঠকে ছত্ররূপে ধারণ করেন। ত্রিবেদই গরুড়। তিনিই অন্তর্যামী পরমাত্মাকে বহন করে থাকেন। ১২-১১-১৯

অনপায়িনী ভগবতী শ্রীঃ সাক্ষাদাত্মনো হরেঃ।

বিষ্বক্‌সেনস্তন্ত্রমূর্তির্বিদিতঃ পার্ষদাধিপঃ।

নন্দাদয়োঽষ্টৌ দ্বাংস্থাশ্চ তেঽণিমাদ্যা হরের্গুণাঃ॥ ১২-১১-২০

BANGLADARSHAN.COM

আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যে আত্মশক্তি তার নামই লক্ষ্মী। শ্রীভগবানের পার্ষদদের নায়ক বিশ্ববিশ্রুত বিষ্কক্‌সেন হলেন পাঞ্চরাত্রাদি আগমরূপ। শ্রীভগবানের স্বাভাবিক গুণ—অণিমা, মহিমা আদি অষ্ট সিদ্ধিদেরই নন্দ-সুনন্দাদি অষ্ট দ্বারপাল বলা হয়। ১২-১১-২০

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নঃ পুরুষঃ স্বয়ম্।

অনিরুদ্ধ ইতি ব্রহ্মন্ মূর্তিব্যূহোঽভিধীয়তে॥ ১২-১১-২১

শ্রীশৌনক! শ্রীভগবান স্বয়ং বাসুদেব, সংকর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্বিধ মূর্তিরূপে অবস্থিত তাই তাঁকেই চতুর্ব্যূহরূপে বলা হয়ে থাকে। ১২-১১-২১

স বিশ্বস্তৈজসঃ প্রাজ্ঞস্তুরীয় ইতি বৃত্তিভিঃ।

অর্থেন্দ্রিয়াশয়জ্ঞানৈর্ভগবান্ পরিভাব্যতে॥ ১২-১১-২২

তিনিই জাগ্রত অবস্থায় অভিমানী 'বিশ্ব' হয়ে শব্দ, স্পর্শ আদি বাহ্য বিষয়সকলকে গ্রহণ করে থাকেন এবং তিনি স্বপ্নাবস্থায় অভিমানী 'তৈজস'রূপে বাহ্য বিষয় স্পর্শ না করেই মনে মনেই বহু বিষয়সকল প্রত্যক্ষ করে থাকেন ও গ্রহণও করে থাকেন। তিনিই সুষুপ্তি অবস্থায় অভিমানী 'প্রাজ্ঞ' হয়ে বিষয় ও মনের সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত অজ্ঞানে সুসংবৃত হয়ে যান এবং তিনিই সকলের সাক্ষী 'তুরীয়' হয়ে সমস্ত জ্ঞানের অধিষ্ঠান হয়ে বিরাজমান থাকেন। ১২-১১-২২

অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাকল্পৈর্ভগবাংস্তচ্চতুষ্টয়ম্।

বিভর্তি স্ম চতুর্মূর্তির্ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ॥ ১২-১১-২৩

এইভাবে অঙ্গ, উপাঙ্গ, আয়ুধ ও আভরণে যুক্ত এবং বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুষ্টয় মূর্তিরূপে সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরিই ক্রমশ বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং তুরীয়রূপে প্রকাশিত হয়ে থাকেন। ১২-১১-২৩

দ্বিজঋষভ স এষ ব্রহ্মযোনিঃ স্বয়ংদৃক্ স্বমহিমপরিপূর্ণো মায়য়া চ স্বয়ৈতৎ।

সৃজতি হরিত পাতীত্যাখ্যয়ানাবৃতাক্ষো বিবৃত ইব নিরুক্তস্তৎপরৈরাত্মলভ্যঃ॥ ১২-১১-২৪

হে শ্রীশৌনক! সেই সর্বস্বরূপ ভগবান বেদের মূল কারণ, তিনি স্বয়ং প্রকাশিত ও নিজ মহিমায় পরিপূর্ণ। তিনি তাঁর মায়ার দ্বারা ব্রহ্মা আদি রূপ ও নাম গ্রহণ করে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য করে থাকেন। এই সকল কর্ম ও নাম হেতু তাঁর জ্ঞান কখনো আবৃত হয় না। যদিও শাস্ত্রে তিনি ভিন্নবৎ বর্ণিত, তবুও তিনি নিজ ভক্তদের আত্মস্বরূপেই প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। ১২-১১-২৪

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য।

গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভৃত্যগীততীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্॥ ১২-১১-২৫

হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ! আপনি তো অর্জুনসখা। আপনি যদুবংশশিরোমণিরূপে অবতার গ্রহণ করে পৃথিবীর দ্রোহী ভূপতিদের ভস্মসাৎ করেছিলেন। আপনার পরাক্রম শাশ্বত, নিত্য ও অপরিবর্তনীয়। ব্রজগোপাঙ্গনাগণ ও আপনার নারদাদি প্রেমী ভক্তগণ নিরন্তর আপনার পবিত্র যশকীর্তন করে থাকেন। হে গোবিন্দ! আপনার নাম, গুণ ও লীলাদির শ্রবণ জীবের মঙ্গলসাধন করে থাকে। আমরা সকলেই আপনার সেবক। আপনি কৃপা করে আমাদের রক্ষা করুন। ১২-১১-২৫

য ইদং কল্য উত্থায় মহাপুরুষলক্ষণম্।

তচ্চিত্তঃ প্রয়তো জপ্ত্বা ব্রহ্ম বেদ গুহাশয়ম্॥ ১২-১১-২৬

পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের চিহ্নভূত অঙ্গ, উপাঙ্গ ও আয়ুধ আদির বর্ণনা যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে পবিত্রভাবে নিত্য প্রাতঃকালে পাঠ করবে তার হৃদয়স্থিত পরমাত্মজ্ঞানের অনুভূতি হয়ে যাবে। ১২-১১-২৬

BANGLADARSHAN.COM

শৌনক উবাচ

শুকো যদাহ ভগবান্ বিষ্ণুরাতায় শৃণ্বতে।

সৌরো গণো মাসি মাসি নানা বসতি সপ্তকঃ॥ ১২-১১-২৭

তেষাং নামানি কর্মাণি সংযুক্তানামধীশ্বরৈঃ।

ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং ব্যূহং সূর্যাত্মনো হরেঃ॥ ১২-১১-২৮

শ্রীশৌনক বললেন—হে শ্রীসূত! ভগবান শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা করবার সময়ে রাজর্ষি পরীক্ষিৎকে বলেছিলেন যে ঋষি, গন্ধর্ব, নাগ, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস এবং দেবতাদের একটি সৌরগণ হয় এবং এই সাতের প্রতি মাসে পরিবর্তন হয়ে থাকে। এই দ্বাদশ গণ নিজ স্বামী দ্বাদশ আদিত্যদের সঙ্গে থেকে কোন্ কার্য সম্পন্ন করে থাকেন? তাঁদের অন্তর্গত ব্যক্তিদের নামই বা কী কী? সূর্য রূপেও তো স্বয়ং ভগবানই; তাই তাঁদের পৃথক বর্ণনা আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে শুনতে ইচ্ছুক। আপনি কৃপা করে বলুন। ১২-১১-২৭-২৮

সূত উবাচ

অনাদ্যবিদ্যয়া বিষ্ণোরাত্মনঃ সর্বদেহিনাম্।

নির্মিতো লোকতন্ত্রোঽয়ং লোকেষু পরিবর্ততে॥ ১২-১১-২৯

শ্রীসূত বললেন—ভগবান বিষ্ণুই সমস্ত প্রাণীকুলের আত্মা। অনাদি অবিদ্যা অর্থাৎ বাস্তবিক স্বরূপজ্ঞানের অভাব হেতুই সমস্ত লোকের ব্যবহার-প্রবর্তক প্রাকৃত সূর্যমণ্ডলের রচনা হয়েছে। ত্রিলোকে তাঁরই পরিভ্রমণ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ১২-১১-২৯

এক এব হি লোকানাং সূর্য আত্মাদিকৃদ্ধরিঃ।

সর্ববেদক্রিয়ামূলমৃষিভির্বহুধোদিতঃ॥ ১২-১১-৩০

বস্তুত সমস্ত লোকের আত্মা এবং আদিকর্তা একমাত্র শ্রীহরিই অন্তর্যামীরূপে না থেকে সূর্যরূপে রয়েছেন। আর তাঁরা অভিন্ন হলেও ঋষিগণ তাঁদের বহুরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনিই সমস্ত বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মূল। ১২-১১-৩০

কালো দেশঃ ক্রিয়া কর্তা করণং কার্যমাগমঃ।
দ্রব্যং ফলমিতি ব্রহ্মন্ নবধোক্তোঽজয়া হরিঃ॥ ১২-১১-৩১

শ্রীশৌনক! স্বয়ং ভগবানই মায়ার দ্বারা কাল, দেশ, যজ্ঞাদি কর্ম-ক্রিয়া, বার্তা, স্রুবাদি কারণ, যাগাদি কর্ম, বেদমন্ত্র ও সাফল্য আদি দ্রব্য এবং ফলরূপে নয় প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন নামে বলা হয়ে থাকে। ১২-১১-৩১

মধ্বাদিষু দ্বাদশসু ভগবান্ কালরূপধৃক্।
লোকতন্ত্রায় চরতি পৃথগ্ দ্বাদশভির্গণৈঃ॥ ১২-১১-৩২

কালরূপধারী ভগবান সূর্য জনগণের ব্যবহার যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার নিমিত্ত চৈত্রাদি দ্বাদশ সংখ্যক মাসে নিজ ভিন্ন ভিন্ন গণদের সঙ্গে আবর্তিত হয়ে থাকেন। ১২-১১-৩২

ধাতা কৃতস্থলী হেতির্বাসুকী রথকৃন্মুনে।
পুলস্ত্যস্তুম্বুরুরিতি মধুমাসং নয়ন্ত্যমী॥ ১২-১১-৩৩

শ্রীশৌনক! ধাতা নামক সূর্য, কৃতস্থলী অপ্সরা, হেতি রাক্ষস, বাসুকি সর্প, রথকৃৎ যক্ষ, পুলস্ত্য ঋষি এবং তুম্বুরু গন্ধর্ব—এঁরা চৈত্র মাসে নিজ নিজ কার্য সম্পন্ন করে থাকেন। ১২-১১-৩৩

অর্যমা পুলহোঽথৌজাঃ প্রহেতিঃ পুঞ্জিকস্থলী।
নারদঃ কচ্ছনীরশ্চ নয়ন্ত্যেতে স্ম মাধবম্॥ ১২-১১-৩৪

অর্যমা, সূর্য, পুলহ ঋষি, অথৌজা যক্ষ, প্রহেতি রাক্ষস, পুঞ্জিকস্থলী অপ্সরা, নারদ গন্ধর্ব ও কচ্ছনীর সর্প—এঁরা বৈশাখ মাসের কার্যনির্বাহক। ১২-১১-৩৪

BANGLADARSHAN.COM

মিত্রোঽত্রিঃ পৌরুষেয়োঽথ তক্ষকো মেনকা হহাঃ।
রথস্বন ইতি হ্যেতে শুক্রমাসং নয়ন্ত্যমী॥ ১২-১১-৩৫

মিত্র সূর্য, অত্রি ঋষি, পৌরুষেয় রাক্ষস, তক্ষক সর্প, মেনকা অপ্সরা, হাহা গন্ধর্ব এবং রথস্বন যক্ষ—এঁরা জ্যৈষ্ঠ মাসের কার্যনির্বাহক। ১২-১১-৩৫

বসিষ্ঠো বরুণো রম্ভা সহজন্যস্তথা হুহূঃ।
শুক্রশ্চিত্রস্বনশ্চৈব শুচিমাসং নয়ন্ত্যমী॥ ১২-১১-৩৬

আষাঢ় মাসে বরুণ নামক সূর্যের সঙ্গে বশিষ্ঠ ঋষি, রম্ভা অপ্সরা, সহজন্য যক্ষ, হূহূ গন্ধর্ব, শুক্র নাগ এবং চিত্রস্বন রাক্ষস নিজ নিজ কার্য নির্বাহ করে থাকেন। ১২-১১-৩৬

ইন্দ্রো বিশ্বাবসুঃ শ্রোতা এলাপত্রস্তথাঙ্গিরাঃ।
প্রম্লোচা রাক্ষসো বর্যো নভোমাসং নয়ন্ত্যমী॥ ১২-১১-৩৭

শ্রাবণ মাস ইন্দ্র নামক সূর্যের কার্যকাল। তাঁর সঙ্গে বিশ্বাবসু গন্ধর্ব, শ্রোতা যক্ষ, এলাপত্র নাগ, অঙ্গিরা ঋষি, প্রম্লোচা অপ্সরা এবং বর্য নামক রাক্ষস নিজ কার্য সম্পাদন করেন। ১২-১১-৩৭

বিবস্বানুগ্রসেনশ্চ ব্যাঘ্র আসারণো ভৃগুঃ।
অনুম্লোচা শঙ্খপালো নভস্যাখ্যং ন্যয়ন্ত্যমী॥ ১২-১১-৩৮

ভাদ্র মাসে সূর্যের নাম বিবস্বান্। তাঁর সঙ্গে উগ্রসেন গন্ধর্ব, ব্যাঘ্র রাক্ষস, আসারণ যক্ষ, ভৃগু ঋষি, অনুম্লোচা অপ্সরা এবং শঙ্খপাল নাগ থাকেন। ১২-১১-৩৮

পূষা ধনঞ্জয়ো বাতঃ সুষেণঃ সুরুচিস্তথা।

ঘৃতাচী গৌতমশ্চেতি তপোমাসং নয়ন্ত্যমী॥ ১২-১১-৩৯

শ্রীশৌনক! মাঘ মাসে পূষা নামক সূর্য থাকেন। তাঁর সঙ্গে ধনঞ্জয় নাগ, বাত রাক্ষস, সুষেণ গন্ধর্ব, সুরুচি যক্ষ, ঘৃতাচী অপ্সরা ও গৌতম ঋষি থাকেন। ১২-১১-৩৯

ক্রতুর্বর্চা ভরদ্বাজঃ পর্জন্যঃ সেনজিত্তথা।

বিশ্ব ঐরাবতশ্চৈব তপস্যাখ্যং নয়ন্ত্যমী॥ ১২-১১-৪০

ফাল্গুন মাসের কার্যকাল পর্জন্য নামক সূর্যের। তাঁর সঙ্গে ক্রতু যক্ষ, বর্চা রাক্ষস, ভরদ্বাজ ঋষি, সেনজিৎ অপ্সরা, বিশ্ব গন্ধর্ব এবং ঐরাবত সর্প থাকেন। ১২-১১-৪০

অথাংশুঃ কশ্যপস্তার্ক্ষ্য ঋতসেনস্তথোর্বশী।

বিদ্যুচ্ছত্রুর্মহাশঙ্খঃ সহোমাসং নয়ন্ত্যমী॥ ১২-১১-৪১

মার্গশীর্ষ মাসে সূর্যের নাম অংশু। তাঁর সঙ্গে কশ্যপ ঋষি, তার্ক্ষ্য যক্ষ, ঋতসেন গন্ধর্ব, উর্বশী অপ্সরা, বিদ্যুচ্ছত্রু রাক্ষস এবং মহাশঙ্খ নাগ থাকেন। ১২-১১-৪১

ভগঃ স্ফূর্জোঽরিষ্টনেমিরূর্ণ আয়ুশ্চ পঞ্চমঃ।

কর্কোটকঃ পূর্বচিত্তিঃ পুষ্যমাসং নয়ন্ত্যমী॥ ১২-১১-৪২

পৌষমাসে ভগ নামক সূর্যের সঙ্গে স্ফূর্জ রাক্ষস, অরিষ্টনেমি গন্ধর্ব, ঊর্ণ যক্ষ, আয়ু ঋষি, পূর্বচিতি অপ্সরা এবং কর্কোটক নাগ থাকেন। ১২-১১-৪২

BANGLADARSHAN.COM

ত্বষ্টা ঋচীকতনয়ঃ কম্বলশ্চ তিলোত্তমা।

ব্রহ্মাপেতোঽথ শতজিদ্ ধৃতরাষ্ট্র ইষম্ভরাঃ॥ ১২-১১-৪৩

আশ্বিন মাসে ত্বষ্টা সূর্য, জমদগ্নি ঋষি, কম্বল নাগ, তিলোত্তমা অপ্সরা, ব্রহ্মাপেত রাক্ষস, শতজিৎ যক্ষ, এবং ধৃতরাষ্ট্র গন্ধর্বের কার্যকাল হয়ে থাকে। ১২-১১-৪৩

বিষ্ণুরশ্বতরো রম্ভা সূর্যবর্চাশ্চ সত্যজিৎ।

বিশ্বামিত্রো মখাপেত ঊর্জমাসং নয়ন্ত্যমী॥ ১২-১১-৪৪

এবং কার্তিক মাসে বিষ্ণু নামক সূর্যের সঙ্গে অশ্বতর নাগ, রম্ভা অপ্সরা, সূর্যবর্চা গন্ধর্ব, সত্যজিৎ যক্ষ, বিশ্বামিত্র ঋষি এবং মখাপেত রাক্ষস নিজ নিজ কার্য সম্পন্ন করে থাকেন। ১২-১১-৪৪

এতা ভগবতো বিষ্ণোরাদিত্যস্য বিভূতয়ঃ।

স্মরতাং সন্ধ্যয়োর্নৃণাং হরন্ত্যংহো দিনে দিনে॥ ১২-১১-৪৫

হে শ্রীশৌনক! এই সকল সূর্যরূপ ভগবানের বিভূতি। যাঁরা প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে এঁর স্মরণ করেন তাঁদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। ১২-১১-৪৫

দ্বাদশস্বপি মাসেষু দেবোঽসৌ ষড়্‌ভিরস্য বৈ।

চরন্ সমন্তাত্তনুতে পরত্রেহ চ সন্মতিম্॥ ১২-১১-৪৬

এই সূর্যদেব নিজ ছয়গণদের সঙ্গে বারো মাস সর্বত্র বিচরণ করতে থাকেন এবং এই লোকে ও পরলোকে বিবেকবুদ্ধি বিস্তার করে থাকেন। ১২-১১-৪৬

সামর্গ্‌যজুর্ভিস্তল্লিঙ্গৈর্ঋষয়ঃ সংস্তুবন্ত্যমুম্।

গন্ধর্বাস্তং প্রগায়ন্তি নৃত্যন্ত্যপ্সরসোঽগ্রতঃ॥ ১২-১১-৪৭

সূর্য ভগবানের গণেদের মধ্যে ঋষিগণ তো সূর্য সম্বন্ধিত ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদের মন্ত্রসকল দ্বারা তাঁর স্তুতি করতে থাকেন এবং গন্ধর্ব তাঁর সুযশ কীর্তন করতে থাকেন। অপ্সরাগণ তাঁর সম্মুখে নৃত্যকলা প্রদর্শন করতে করতে এগিয়ে যান। ১২-১১-৪৭

উন্নহ্যন্তি রথং নাগা গ্রামণ্যো রথযোজকাঃ।

চোদয়ন্তি রথং পৃষ্ঠে নৈর্ঋতা বলশালিনঃ॥ ১২-১১-৪৮

নাগগণ হলেন রজ্জুসম তাঁর রথের বন্ধন। যক্ষগণ রথকে উত্তমরূপে সজ্জিত করে থাকেন এবং বলবান রাক্ষস রথকে পিছন দিক থেকে ঠেলে নিয়ে যান। ১২-১১-৪৮

বালখিল্যাঃ সহস্রাণি ষষ্টির্ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ।

পুরতোঽভিমুখং যান্তি স্তুবন্তি স্তুতিভির্বিভুম্॥ ১২-১১-৪৯

এর অতিরিক্ত বালখিল্য নামক অষ্ট সহস্র নির্মলস্বভাব ব্রহ্মর্ষি সূর্যের দিকে মুখ করে তাঁর সম্মুখে স্তুতিপাঠ করতে করতে অগ্রসর হতে থাকেন। ১২-১১-৪৯

এবং হ্যনাদিনিধনো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

কল্পে কল্পে স্বমাত্মানং ব্যূহ্য লোকানবত্যজঃ॥ ১২-১১-৫০

এইভাবে অনাদি, অনন্ত, শাশ্বত ভগবান শ্রীহরিই বিভিন্ন কল্পে নিজ স্বরূপের বিভাজন করে লোকসকল প্রতিপালন করে থাকেন। ১২-১১-৫০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে আদিত্যব্যূহবিবরণং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ॥

BANGLADARSHAN.COM

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবতে সংক্ষিপ্ত বিষয়-সূচী

সূত উবাচ

নমো ধর্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।

ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্॥ ১২-১২-১

শ্রীসূত বললেন—ভগবদ্ভক্তিরূপ মহান ধর্মকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম করছি। বিশ্ববিধাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করছি। এইবার আমি ব্রাহ্মণদের নমস্কার করে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সনাতন ধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। ১২-১২-১

এতদ্ বঃ কথিতং বিপ্রা বিষ্ণোশ্চরিতমদ্ভুতম্।

ভবদ্ভির্যদহং পৃষ্টো নরাণাং পুরুষোচিতম্॥ ১২-১২-২

হে শৌনকাদি ঋষিগণ! আপনারা আমাকে যে ভাবে প্রশ্ন করেছিলেন আমি সেইভাবেই ভগবান বিষ্ণুর এই অদ্ভুত চরিত্র বর্ণনা করেছি। মানব জাতির প্রত্যেকের পক্ষেই তা কল্যাণকর। ১২-১২-২

অত্র সঙ্কীর্তিতঃ সাক্ষাৎ সর্বপাপহরো হরিঃ।

নারায়ণো হৃষীকেশো ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ॥ ১২-১২-৩

এই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে সর্বপাপহারী স্বয়ং ভগবান শ্রীহরির সংকীর্তনই করা হয়েছে। তিনি সর্বহৃদয়ে বিরাজমান, সকল ইন্দ্রিয়ের প্রভু ও প্রেমী ভক্তদের জীবন। ১২-১২-৩

অত্র ব্রহ্ম পরং গুহ্যং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্।

জ্ঞানং চ তদুপাখ্যানং প্রোক্তং বিজ্ঞানসংযুতম্॥ ১২-১২-৪

এই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে পরম রহস্যময় অতি গুহ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণিত আছে। সেই ব্রহ্মেই এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় প্রতীতি হয়ে থাকে। এই পুরাণে সেই পরমতত্ত্ব অর্থাৎ তার চেতনাত্মক জ্ঞান এবং সেটি লাভ করবার সাধন-পথের সুস্পষ্ট নির্দেশও দেওয়া আছে। ১২-১২-৪

ভক্তিযোগঃ সমাখ্যাতো বৈরাগ্যং চ তদাশ্রয়ম্।

পারীক্ষিতমুপাখ্যানং নারদাখ্যানমেব চ॥ ১২-১২-৫

শ্রীশৌনক! এই মহাপুরাণের প্রথম স্কন্ধে ভক্তিযোগের উত্তমভাবে নিরূপণ করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে ভক্তিযোগোৎপন্ন ও তাতে অটল থাকবার বৈরাগ্যের বিষয়ও উল্লিখিত হয়েছে। পরীক্ষিৎ প্রসঙ্গ ও ব্যাস-নারদ-সংবাদ প্রসঙ্গে নারদ চরিত্রও বর্ণিত হয়েছে। ১২-১২-৫

প্রায়োপবেশো রাজর্ষের্বিপ্রশাপাৎ পরীক্ষিতঃ।

শুকস্য ব্রহ্মর্ষভস্য সংবাদশ্চ পরীক্ষিতঃ॥ ১২-১২-৬

রাজর্ষি পরীক্ষিতের ব্রাহ্মণ-কর্তৃক শাপগ্রস্ত হয়ে গঙ্গাতটে অনশন ব্রত গ্রহণ ও ঋষিপ্রবর শ্রীশুকদেবের সঙ্গে তাঁর সংবাদ সূচনা বিবরণ প্রথম স্কন্ধেরই অন্তর্গত। ১২-১২-৬

BANGLADARSHAN.COM

যোগধারণয়োৎক্রান্তিঃ সংবাদো নারদাজয়োঃ।

অবতারানুগীতং চ সর্গঃ প্রাধানিকোঽগ্রতঃ॥ ১২-১২-৭

যোগসাধনা দ্বারা শরীর ত্যাগের বিধি, ব্রহ্মা ও নারদ সংবাদ, অবতারগণের সংক্ষিপ্ত চর্চা ও মহত্তত্ত্ব আদি ক্রমানুসারে প্রাকৃতিক সৃষ্টির উৎপত্তি আদি বিষয়ের বর্ণনা দ্বিতীয় স্কন্ধের অন্তর্গত। ১২-১২-৭

বিদুরোদ্ধবসংবাদঃ ক্ষত্তৃমৈত্রেয়য়োস্ততঃ।

পুরাণসংহিতাপ্রশ্নো মহাপুরুষসংস্থিতিঃ॥ ১২-১২-৮

তৃতীয় স্কন্ধে প্রথমে বিদুর ও উদ্ধব, তদনন্তর বিদুর-মৈত্রেয়ী সমাগম এবং সংবাদ প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। অতঃপর পুরাণসংহিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন এবং তারপর প্রলয়কালে পরমাত্মার অবস্থানের কথা আছে। ১২-১২-৮

ততঃ প্রাকৃতিকঃ সর্গঃ সপ্ত বৈকৃতিকাশ্চ যে।

ততো ব্রহ্মাণ্ডসম্ভূতির্বৈরাজঃ পুরুষো যতঃ॥ ১২-১২-৯

গুণক্ষোভ হেতু প্রাকৃতিক সৃষ্টি ও মহত্তত্ত্ব আদি সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি দ্বারা কার্যসৃষ্টির বর্ণনা আছে। অতঃপর ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি ও তাতে বিরাট পুরুষের অবস্থান স্বরূপজ্ঞানের বিবরণ দেওয়া আছে। ১২-১২-৯

কালস্য স্থূলসূক্ষ্মস্য গতিঃ পদ্মসমুদ্ভবঃ।

ভুব উদ্ধরণেঽম্ভোধের্হিরণ্যাক্ষবধো যথা॥ ১২-১২-১০

ঊর্ধ্বতির্যগবাক্সর্গো রুদ্রসর্গস্তথৈব চ।

অর্ধনারীনরস্যাথ যতঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ॥ ১২-১২-১১

শতরূপা চ যা স্ত্রীণামাদ্যা প্রকৃতিরুত্তমা।
সন্তানো ধর্মপত্নীনাং কর্দমস্য প্রজাপতেঃ॥ ১২-১২-১২
অবতারো ভগবতঃ কপিলস্য মহাত্মনঃ।
দেবহূত্যাশ্চ সংবাদঃ কপিলেন চ ধীমতা॥ ১২-১২-১৩

তদনন্তর স্থূল-সূক্ষ্ম কালের স্বরূপ, লোকপদ্মের উৎপত্তি, প্রলয় সমুদ্রে পৃথিবীকে উদ্ধারকার্য কালে বরাহ ভগবান দ্বারা হিরণ্যাক্ষ বধ; দেবতা, পশু, পক্ষী এবং রুদ্রসকলের উৎপত্তি প্রসঙ্গ আছে। অতঃপর অর্ধনারীনর স্বরূপ বিবেচন আছে যাতে স্বায়ম্ভুব মনু এবং নারীদের অতি উত্তম আদ্যা প্রকৃতি শতরূপার জন্মবৃত্তান্ত আছে। কর্দম প্রজাপতির জীবনচরিত, তাঁর থেকে মুনিপত্নীদের জন্ম, মহাত্মা ভগবানের কপিলরূপে অবতার গ্রহণ এবং তারপর কপিলদেব ও তাঁর জননী দেবহূতি সংবাদ প্রসঙ্গ আছে। ১২-১২-১০-১১-১২-১৩

নবব্রহ্মসমুৎপত্তির্দক্ষযজ্ঞবিনাশনম্।
ধ্রুবস্য চরিতং পশ্চাৎ পৃথোঃ প্রাচীনবর্হিষঃ॥ ১২-১২-১৪
নারদস্য চ সংবাদস্ততঃ প্রৈয়ব্রতং দ্বিজাঃ।
নাভেস্ততোঽনু চরিতমৃষভস্য ভরতস্য চ॥ ১২-১২-১৫
দ্বীপবর্ষসমুদ্রাণাং গিরিনদ্যুপবর্ণনম্।
জ্যোতিশ্চক্রস্য সংস্থানং পাতালনরকস্থিতিঃ॥ ১২-১২-১৬

চতুর্থ স্কন্ধে মরীচি আদি নয় প্রজাপতির উৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস, রাজর্ষি ধ্রুব ও পৃথু চরিত্র, প্রাচীনবর্হি ও নারদের সংবাদ বৃত্তান্তের বর্ণনা আছে। পঞ্চম স্কন্ধে প্রিয়ব্রত উপাখ্যান; নাভি, ঋষভ এবং ভরত চরিত্র, দ্বীপ, বর্ষ সমুদ্র, পর্বত এবং নদীসকলের বর্ণনা আছে; জ্যোতিশ্চক্র বিস্তার এবং পাতাল ও নরকের স্থিতির নিরূপণও করা হয়েছে। ১২-১২-১৪-১৫-১৬

দক্ষজন্ম প্রচেতোভ্যস্তৎপুত্রীণাং চ সন্ততিঃ।
যতো দেবাসুরনরাস্তির্যঙ্নগখগাদয়ঃ॥ ১২-১২-১৭
ত্বাষ্ট্রস্য জন্ম নিধনং পুত্রয়োশ্চ দিতের্দ্বিজাঃ।
দৈত্যেশ্বরস্য চরিতং প্রহ্রাদস্য মহাত্মনঃ॥ ১২-১২-১৮

শৌনকাদি ঋষিগণ! ষষ্ঠ স্কন্ধে বর্ণিত বিষয় হল—প্রচেতাগণ থেকে দক্ষের উৎপত্তি; দক্ষ কন্যাদের সন্তান দেবতা, অসুর, মানুষ, পশু, পর্বত এবং পক্ষীদের জন্ম-কর্ম; বৃত্তাসুরের উৎপত্তি ও তার পরমগতি। এই স্কন্ধে মুখ্যত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষের জন্ম-কর্ম এবং দৈত্য শিরোমণি মহাত্মা প্রহ্লাদের উৎকৃষ্ট চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। ১২-১২-১৭-১৮

মন্বন্তরানুকথনং গজেন্দ্রং বিমোক্ষণম্।
মন্বন্তরাবতারাশ্চ বিষ্ণোর্হয়শিরাদয়ঃ॥ ১২-১২-১৯
কৌর্মং ধান্বন্তরং মাৎস্যং বামনং চ জগৎপতেঃ।
ক্ষীরোদমথনং তদ্বদমৃতার্থে দিবৌকসাম্॥ ১২-১২-২০
দেবাসুরমহাযুদ্ধং রাজবংশানুকীর্তনম্।
ইক্ষ্বাকুজন্ম তদ্বংশঃ সুদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ॥ ১২-১২-২১
ইলোপাখ্যানমত্রোক্তং তারোপাখ্যানমেব চ।
সূর্যবংশানুকথনং শশাদাদ্যা নৃপাদয়ঃ॥ ১২-১২-২২

BANGLADARSHAN.COM

সৌকন্যং চাথ শর্যাতেঃ ককুৎস্থস্য চ ধীমতঃ।

খট্বাঙ্গস্য চ মান্ধাতুঃ সৌভরেঃ সগরস্য চ॥ ১২-১২-২৩

রামস্য কোসলেন্দ্রস্য চরিতং কিল্বিষাপহম্।

নিমেরঙ্গপরিত্যাগো জনকানাং চ সম্ভবঃ॥ ১২-১২-২৪

অষ্টম স্কন্ধে মন্বন্তরসকলের বৃত্তান্ত, গজেন্দ্র মোক্ষ, বিভিন্ন মন্বন্তরে জগদীশ্বর বিষ্ণু ভগবানের অবতার গ্রহণ –কূর্ম, মৎস্য, বামন, ধন্বন্তরি, হয়গ্রীব আদি; অমৃত প্রাপ্তি হেতু দেবতা ও দৈত্যদের সমুদ্র মন্থন এবং দেবাসুর সংগ্রাম আদি বিষয়ের বর্ণনা আছে। নবম স্কন্ধে মুখ্যত রাজবংশের বর্ণনা আছে। ইক্ষ্বাকুর জন্ম-কর্ম, বংশবিস্তার, মহাত্মা সুদ্যুম্ন, ইলা এবং তারা উপাখ্যান –এই সকল বৃত্তান্ত আছে। সূর্যবংশ বৃত্তান্ত, শশাদ ও নৃগ আদি রাজাদের বর্ণনা, সুকন্যা চরিত্র, শর্যাতি, খট্বাঙ্গ, মান্ধাতা, সৌভরি, সগর, বুদ্ধিমান ককুৎস্থ এবং কৌশলেন্দ্র ভগবান রামের সর্বপাপহারী চরিত্র বর্ণনাও এই স্কন্ধের অন্তর্গত। তদনন্তর নিমির দেহত্যাগ এবং জনকদের উৎপত্তির বর্ণনা আছে। ১২-১২-১৯-২০-২১-২২-২৩-২৪

রামস্য ভার্গবেন্দ্রস্য নিঃক্ষত্রীকরণং ভুবঃ।

ঐলস্য সোমবংশস্য যযাতের্নহুষস্য চ॥ ১২-১২-২৫

দৌষ্যন্তের্ভরতস্যাপি শন্তনোস্তৎসুতস্য চ।

যযাতের্জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোর্বংশোঽনুকীর্তিতঃ॥ ১২-১২-২৬

ভৃগুবংশশিরোমণি পরশুরামের ক্ষত্রিয় সংহার, চন্দ্রবংশজাত নরপতি পুরূরবা, যযাতি, নহুষ, দুষ্যন্তনন্দন ভরত, শান্তনু এবং তাঁর পুত্র ভীষ্মাদির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নবম স্কন্ধেরই অন্তর্গত। শেষে যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর বংশবিস্তার বৃত্তান্ত বলা হয়েছে। ১২-১২-২৫-২৬

BANGLADARSHAN.COM

যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ কৃষ্ণাখ্যো জগদীশ্বরঃ।

বসুদেবগৃহে জন্ম ততো বৃদ্ধিশ্চ গোকুলে॥ ১২-১২-২৭

তস্য কর্মাণ্যপারাণি কীর্তিতান্যসুরদ্বিষঃ।

পূতনাসুপয়ঃপানং শকটোচ্চাটনং শিশোঃ॥ ১২-১২-২৮

শৌনকাদি ঋষিগণ! এই যদুবংশেই জগৎপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বহু অসুর সংহার করেন। অসীম তাঁর লীলা, যার অল্প কিছু দশম স্কন্ধে বর্ণিত। বসুদেব পত্নী দেবকীর গর্ভে তাঁর জন্ম; গোকুলে নন্দবাবার গৃহে তাঁর প্রতিপালন। দুগ্ধ পান কালে পুতনার প্রাণবায়ু সেবন। শিশু অবস্থায়ই শকট উচ্চাটন। ১২-১২-২৭-২৮

তৃণাবর্তস্য নিষ্পেষস্তথৈব বকবৎসয়োঃ।

ধেনুকস্য সহভ্রাতুঃ প্রলম্বস্য চ সংক্ষয়ঃ॥ ১২-১২-২৯

তৃণাবর্ত, বকাসুর ও বৎসাসুর পেষণ, সপরিবারে ধেনুকাসুর ও প্রলম্বাসুর বধ। ১২-১২-২৯

গোপানাং চ পরিত্রাণং দাবাগ্নেঃ পরিসর্পতঃ।

দমনং কালিয়স্যাহের্মহাহের্নন্দমোক্ষণম্॥ ১২-১২-৩০

দাবাগ্নি পরিবেষ্টিত গোপদের রক্ষা, কালীয় নাগ দমন এবং অজগরের গ্রাস থেকে নন্দবাবাকে উদ্ধার করা। ১২-১২-৩০

ব্রতচর্যা তু কন্যানাং যত্র তুষ্টোঽচ্যুতো ব্রতৈঃ।

প্রসাদো যজ্ঞপত্নীভ্যো বিপ্রাণাং চানুতাপনম্॥ ১২-১২-৩১

অতঃপর গোপীগণ ভগবানকে পতিরূপে কামনা করে ব্রত ধারণ করলেন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে তাঁদের অভিলষিত বরদান করলেন। যজ্ঞপত্নীদের উপর কৃপাবর্ষণ ও তাঁদের পতিদের–ব্রাহ্মণদের মনে অনুশোচনা হওয়া। ১২-১২-৩১

গোবর্ধনোদ্ধারণং চ শক্রস্য সুরভেরথ।

যজ্ঞাভিষেকং কৃষ্ণস্য স্ত্রীভিঃ ক্রীড়া চ রাত্রিষু॥ ১২-১২-৩২

গোবর্ধনধারণ লীলান্তে ইন্দ্র ও কামধেনুর উপস্থিতিতে শ্রীভগবানের যজ্ঞাভিষেক। শারদ রাত্রিতে ব্রজললনাদের সঙ্গে রাসলীলা সম্পাদন। ১২-১২-৩২

শঙ্খচূড়স্য দুর্বুদ্ধের্বধোঽরিষ্টস্য কেশিনঃ।

অক্রূরাগমনং পশ্চাৎ প্রস্থানং রামকৃষ্ণয়োঃ॥ ১২-১২-৩৩

দুষ্ট শঙ্খচূড়, অরিষ্ট এবং কেশি বধলীলা সম্পাদন। তদনন্তর মথুরা থেকে অক্রূরের বৃন্দাবন আগমন ও তাঁর সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের মথুরা উদ্দেশ্যে যাত্রা। ১২-১২-৩৩

ব্রজস্ত্রীণাং বিলাপশ্চ মথুরালোকনং ততঃ।

গজমুষ্টিকচাণূরকংসাদীনাং চ যো বধঃ॥ ১২-১২-৩৪

সে প্রসঙ্গে ব্রজ সুন্দরীগণ যে বিলাপবচন উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর বর্ণনা আছে। রাম ও শ্যামের মথুরা গমন, বৈভবদর্শন, কুবলয়াপীড় গজ, মুষ্টিক, চাণূর এবং কংস আদির সংহার সাধন। ১২-১২-৩৪

মৃত্যস্যানয়নং সূনোঃ পুনঃ সান্দীপনের্গুরোঃ।

মথুরায়াং নিবসতা যদুচক্রস্য যৎ প্রিয়ম্।

কৃতমুদ্ধবরামাভ্যাং যুতেন হরিণা দ্বিজাঃ॥ ১২-১২-৩৫

সান্দীপনি গুরুগৃহে বিদ্যাধ্যয়নান্তে ভগবান গুরুর মৃত পুত্রের জীবনদান করলেন। হে শৌনকাদি ঋষিগণ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরা নিবাসকালে উদ্ধব ও শ্রীবলরাম সহযোগে যদুবংশজাতদের প্রীতি ও মঙ্গল সাধন করেছিলেন। ১২-১২-৩৫

BANGLADARSHAN.COM

জরাসন্ধসমানীতসৈন্যস্য বহুশো বধঃ।

ঘাতনং যবনেন্দ্রস্য কুশস্থল্যা নিবেশনম্॥ ১২-১২-৩৬

জরাসন্ধ বার বার বিশাল সৈন্য এনে আক্রমণ করলে ভগবান তাঁকে উদ্ধার করে পৃথিবীর ভার লাঘব করলেন। মুচুকুন্দ দ্বারা কালযবনকে ভস্ম করলেন। দ্বারকাপুরী স্থাপনা করে সকলকে রাত্রির মধ্যেই সেখানে উপস্থাপন করলেন। ১২-১২-৩৬

আদানং পারিজাতস্য সুধর্মায়াঃ সুরালয়াৎ।

রুক্মিণী হরণং যুদ্ধে প্রমথ্য দ্বিষতো হরেঃ॥ ১২-১২-৩৭

স্বর্গ থেকে কল্পবৃক্ষ এবং সুধর্মা সভা আনলেন। শ্রীভগবান দলে দলে সমাগত শত্রুদের যুদ্ধে পরাজিত করে রুক্মিণী হরণ করলেন। ১২-১২-৩৭

হরস্য জৃম্ভণং যুদ্ধে বাণস্য ভুজকৃন্তনম্।

প্রাগ্জ্যোতিষপতিং হত্বা কন্যানাং হরণং চ যৎ॥ ১২-১২-৩৮

বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ প্রসঙ্গে তাঁর মহাদেবের উপর বাণ নিক্ষেপ করে তাঁকে জৃম্ভণ করানো ও সেই ফাঁকে বাণাসুরের বাহু ছেদন করা। প্রাগজ্যোতিষপুরের স্বামী ভৌমাসুরকে বধ করে ভগবান বন্দীদশা প্রাপ্ত ষোড়শ সহস্র কন্যা সকল গ্রহণ করলেন। ১২-১২-৩৮

চৈদ্যপৌণ্ড্রকশাল্বানাং দন্তবক্ত্রস্য দুর্মতেঃ।

শম্বরো দ্বিবিদঃ পীঠো মুরঃ পঞ্চজনাদয়ঃ॥ ১২-১২-৩৯

মাহাত্ম্যং চ বধস্তেষাং বারাণস্যাশ্চ দাহনম্।

ভারাবতরণং ভূমের্নিমিত্তীকৃত্য পাণ্ডবান্॥ ১২-১২-৪০

শিশুপাল, পৌণ্ড্রক, শাল্ব, দুষ্ট দন্তবক্র, শম্বরাসুর, দ্বিবিদ, পীঠ, মুর, পঞ্চজন আদি দৈত্যদের বল-পৌরুষ বর্ণনা করে বলা হল যে ভগবান কীভাবে তাদের বধ করলেন। ভগবান চক্রদ্বারা কাশীকে প্রজ্বলন করলেন; অতঃপর তিনি যুদ্ধে পাণ্ডবদের নিমিত্ত করে পৃথিবীর গুরুভার লাঘব করলেন। ১২-১২-৩৯-৪০

বিপ্রশাপাপদেশেন সংহারঃ স্বকুলস্য চ।

উদ্ধবস্য চ সংবাদো বাসুদেবস্য চাদ্ভুতঃ॥ ১২-১২-৪১

হে শৌনকাদি ঋষিগণ! একাদশ স্কন্ধে বর্ণনা আছে কীভাবে ভগবান ব্রাহ্মণদের অভিশাপকে নিমিত্ত করে যদুবংশ সংহার করলেন। এই স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব সংবাদ অতীব সুন্দর। ১২-১২-৪১

যত্রাত্মবিদ্যা হ্যখিলা প্রোক্তা ধর্মবিনির্ণয়ঃ।

ততো মর্ত্যপরিত্যাগ আত্মযোগানুভাবতঃ॥ ১২-১২-৪২

এতে সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞান ও ধর্ম-নির্ণয় নিরূপণ হয়েছে এবং পরিশেষে বলা হয়েছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কীভাবে আত্মযোগের প্রভাবে মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করলেন। ১২-১২-৪২

যুগলক্ষণবৃত্তিশ্চ কলৌ নৃণামুপপ্লবঃ।

চতুর্বিধশ্চ প্রলয় উৎপত্তিস্ত্রিবিধা তথা॥ ১২-১২-৪৩

দ্বাদশ স্কন্ধে বিভিন্ন যুগের লক্ষণ ও তাতে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার বর্ণনা আছে। উল্লেখ করা হয়েছে যে কলিযুগের মানুষের গতি বিপরীত হয়ে থাকে। চার প্রকারের প্রলয় ও তিন প্রকারের উৎপত্তির বর্ণনাও এই স্কন্ধে আছে। ১২-১২-৪৩

দেহত্যাগশ্চ রাজর্ষের্বিষ্ণুরাতস্য ধীমতঃ।

শাখাপ্রণয়নমৃষের্মার্কণ্ডেয়স্য সৎকথা।

মহাপুরুষবিন্যাসঃ সূর্যস্য জগদাত্মনঃ॥ ১২-১২-৪৪

BANGLADARSHAN.COM

অতঃপর পরমজ্ঞানী রাজর্ষি পরীক্ষিতের দেহত্যাগের কথা বলা হয়েছে। তদনন্তর বেদের শাখাবিভাজন প্রসঙ্গ এসেছে। মার্কণ্ডেয় ঋষির সুন্দর প্রসঙ্গ, ভগবানের অঙ্গ-উপাঙ্গ স্বরূপ কথন ও পরিশেষে বিশ্বাত্মা ভগবান সূর্যের গণেদের বর্ণনা আছে। ১২-১২-৪৪

ইতি চোক্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠা যৎপৃষ্টোঽহমিহাস্মি বঃ।

লীলাবতারকর্মাণি কীর্তিতানীহ সর্বশঃ॥ ১২-১২-৪৫

শৌনকাদি ঋষিগণ! আপনারা এই ঔৎসুক্য নিবৃত্তি কালে আমাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করেছেন আমি তার উত্তর দান করেছি। অবশ্যই আমি আপনাদের সম্মুখে শ্রীভগবানের লীলাপ্রসঙ্গ ও অবতারচরিত্র বহুভাবে বর্ণনের চেষ্টা করেছি। ১২-১২-৪৫

পতিতঃ স্খলিতশ্চার্তঃ ক্ষুত্ত্বা বা বিবশো ব্রুবন্।

হরয়ে নম ইত্যুচ্চৈর্মুচ্যতে সর্বপাতকাৎ॥ ১২-১২-৪৬

যে পড়ে যাওয়া, হোঁচট খাওয়া, দুঃখ লাভ অথবা হাঁচন কালে বাধ্য হয়েও উচ্চ কণ্ঠে ‘হরয়ে নমঃ’ বলে ওঠে সে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ১২-১২-৪৬

সঙ্কীর্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।

প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ॥ ১২-১২-৪৭

যদি দেশ, কাল ও বস্তুর কথা না ভেবে অপরিচ্ছন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা, নাম ও গুণ আদির সংকীর্তন করা হয় অথবা তাঁর প্রভাব, মহিমা আদি শ্রবণ করা হয় তাহলে স্বয়ং শ্রীভগবান তখন হৃদয়দেশে বিরাজমান হন ও শ্রবণ-সংকীর্তনকারী ব্যক্তির সমস্ত দুঃখ হরণ করে নেন। এর তুলনা কেবল সূর্যের অন্ধকার বিনাশন অথবা ঝোড়ো হওয়ার মেঘমালাকে বিপর্যস্ত করে তোলার সঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। ১২-১২-৪৭

মৃষা গিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা ন কথ্যতে যদ্ ভগবানধোক্ষজঃ।

তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং তদেব পুণ্যং ভগবদ্‌গুণোদয়ম্॥ ১২-১২-৪৮

যে বাণীতে সর্বত্র বিরাজমান অবিনাশী শ্রীভগবানের নাম, শীল ও গুণের সংকীর্তন হয় না, তা ভাবে পরিপূর্ণ হলেও নিরর্থকই –অসার হয়। শুনতে সুন্দর লাগলেও তা অসুন্দর হয় এবং অতি উত্তম বিষয় প্রতিপাদনযুক্ত হলেও অসত্যবাদিতাযুক্ত হয়। ভগবানের গুণে পরিপূর্ণ বাণী ও বচনসকল পরমপবিত্র মঙ্গলময় ও পরমসত্য। ১২-১২-৪৮

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।

তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে॥ ১২-১২-৪৯

যে বচনে শ্রীভগবানের পরমপবিত্র যশগান হয় তাই পরমরমণীয়, রুচিকর এবং প্রতিনিয়ত নতুন বলে বোধ হয়ে থাকে। অনন্তকাল পর্যন্ত তা মনকে পরমানন্দ প্রদান করতে সমর্থ। সমুদ্রসম প্রলম্বিত ও গভীর শোককেও সেই বাণী সম্পূর্ণরূপে বিশুষ্ক করতে সক্ষম হয়ে থাকে। ১২-১২-৪৯

ন তদ্ বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।

তদ্ ধ্বাঙ্ক্ষতীর্থং ন তু হংসসেবিতং যত্রাচ্যুতস্তত্র হি সাধবোঽমলাঃ॥ ১২-১২-৫০

রস, ভাব, অলংকার আদিতে সমৃদ্ধ বাণীও যদি জগতে পবিত্রতা প্রদানকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যশকীর্তন না করে তবে তা বায়স স্পর্শপ্রাপ্ত উচ্ছিষ্ট বস্তুসম অতি অপবিত্র বলে গণ্য হয়ে থাকে, মানসসরোবর নিবাসী হংস অথবা ব্রহ্মধামে বিহরণকারী ভগবচ্চরণারবিন্দাশ্রিত পরমহংস ভক্তগণ কখনো তার সেবন করেন না। নির্মল হৃদয় সাধুজন তো সেইখানেই নিবাস করে থাকেন যেখানে শ্রীভগবান স্বয়ং বিরাজমান থাকেন। ১২-১২-৫০

BANGLADARSHAN.COM

স বাগ্বিসর্গো জনতাঘসংপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।

নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যচ্ছৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥ ১২-১২-৫১

অন্যথায় রচনা সুন্দর না হলেও এবং ব্যাকরণ আদির দৃষ্টিতে ত্রুটিযুক্ত হলেও যদি তা প্রতি শ্লোকে শ্রীভগবানের সুযশসূচক নাম মণ্ডিত হয় তবে তা সর্বপাপহারক হয়ে থাকে কারণ সদাচারী ব্যক্তিগণই এইরূপ বাণীর শ্রবণ, গান ও কীর্তন করে থাকেন। ১২-১২-৫১

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।

কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন হ্যর্পিতং কর্ম যদপ্যনুত্তমম্॥ ১২-১২-৫২

মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ সাধন সেই নির্মল জ্ঞান যদি ভগবদ্ভক্তিরহিত হয় তখন তার সৌন্দর্য ম্লান হয়ে পড়ে। তারপর যে কর্ম শ্রীভগবানকে অর্পণ করা হয়নি তা যতই উচ্চস্তরের হোক না কেন তা সর্বদাই অমঙ্গলকর ও দুঃখপ্রদায়ক হয়। তা শোভন অথবা বরণীয় হওয়া কীভাবে সম্ভব? ১২-১২-৫২

যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু।

অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়োর্গুণানুবাদশ্রবণাদিভির্হরেঃ॥ ১২-১২-৫৩

বর্ণাশ্রমের অনুকূল আচরণ, তপস্যা এবং অধ্যয়ন প্রভৃতির জন্য যে অত্যধিক পরিশ্রম করা হয় তার ফল কেবল যশ লাভ অথবা লক্ষ্মী লাভ। কিন্তু ভগবানের গুণ, লীলা, নাম আদির শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদি তো তাঁর শ্রীপাদপদ্মের অবিচল স্মৃতি প্রদান করে থাকে। ১২-১২-৫৩

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি শমং তনোতি চ।

সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানং চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥ ১২-১২-৫৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের অবিচল স্মৃতি সমস্ত পাপ-তাপ ও অমঙ্গলসকল দগ্ধ করে পরম শান্তি বিস্তার করে। তাঁর দ্বারা অন্তঃকরণের পরিশুদ্ধি হয়, ভগবদ্‌প্রাপ্তি হয় এবং পরাবৈরাগ্যযুক্ত শ্রীভগবানের স্বরূপজ্ঞান ও অনুভব প্রাপ্তি হয়ে থাকে। ১২-১২-৫৪

যূয়ং দ্বিজাগ্র্যা বত ভূরিভাগা যচ্ছশ্বদাত্মন্যখিলাত্মভূতম্।

নারায়ণং দেবমদেবমীশমজস্রভাবা ভজতাবিবেশ্য॥ ১২-১২-৫৫

শৌনকাদি ঋষিগণ! আপনারা পরম ভাগ্যবান! আপনারা ধন্য কারণ অতি প্রীতিপূর্বক আপনারা আপনাদের হৃদয়ে সর্বান্তর্যামী, সর্বাত্মা, সর্বশক্তিমান আদিদেবসকলের আরাধ্যদেব এবং স্বয়ং অন্য আরাধ্যদেবরহিত শ্রীনারায়ণ ভগবানকে স্থাপনা করে ভজন করে থাকেন। ১২-১২-৫৫

অহং চ সংস্মারিত আত্মতত্ত্বং শ্রুতং পুরা মে পরমর্ষিবক্ত্রাৎ।

প্রায়োপবেশে নৃপতেঃ পরীক্ষিতঃ সদস্যৃষীণাং মহতাং চ শৃণ্বতাম্॥ ১২-১২-৫৬

যখন রাজর্ষি পরীক্ষিৎ অনশন ব্রত নিয়ে মহান সব ঋষিদের উপস্থিতিতে সভায় বসে সকলের সম্মুখে শ্রীশুকদেব মুনির কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত কথা শুনছিলেন সেই সময় আমিও সেই সভায় বসে সেই পরম মহর্ষির মুখ থেকে এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করেছিলাম। সেই কথা আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে আপনারা আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন। আমি তার জন্য আপনাদের কাছে ঋণী হয়ে রইলাম। ১২-১২-৫৬

এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রাঃ কথনীয়োরুকর্মণঃ।

মাহাত্ম্যং বাসুদেবস্য সর্বাশুভবিনাশনম্॥ ১২-১২-৫৭

শৌনকাদি ঋষিগণ! ভগবান বাসুদেবের এক-এক লীলা নিরন্তর শ্রবণ-কীর্তন করলে কল্যাণ হয়ে থাকে। আমি এই প্রসঙ্গে তাঁর মহিমার বর্ণনাই করেছি; যা সমস্ত অশুভ সংস্কার সকলকে বিধৌত করে। ১২-১২-৫৭

য এবং শ্রাবয়েন্নিত্যং যামক্ষণমনন্যধীঃ।

শ্রদ্ধাবান্ যোঽনুশৃণুয়াৎ পুনাত্যাত্মানমেব সঃ॥ ১২-১২-৫৮

BANGLADARSHAN.COM

যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এক প্রহর অথবা অতি অল্প কালও প্রতিদিন তা কীর্তন করে এবং যে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তা শ্রবণ করে তারা সকলেই দেহসহ অন্তঃকরণকেও পবিত্র করে থাকে। ১২-১২-৫৮

দ্বাদশ্যামেকাদশ্যাং বা শৃণ্বন্নায়ুষ্যবান্ ভবেৎ।

পঠত্যনশ্নন্ প্রয়তস্ততো ভবত্যপাতকী॥ ১২-১২-৫৯

যে ব্যক্তি দ্বাদশী অথবা একাদশীর দিন তা শ্রবণ করে সে দীর্ঘায়ু হয় এবং যে সংযম সহকারে উপবাস করে তা পাঠ করে তার প্রথমে পাপের নিবৃত্তি তো হয়ই, পরে পাপের প্রবৃত্তির নিবৃত্তিও হয়ে থাকে। ১২-১২-৫৯

পুষ্করে মথুরায়াং চ দ্বারবত্যাং যতাত্মবান্।

উপোষ্য সংহিতামেতাং পঠিত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ॥ ১২-১২-৬০

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে বশীভূত রেখে উপবাস করে পুষ্কর, মথুরা অথবা দ্বারকায় এই পুরাণসংহিতা পাঠ করে সে সমস্ত ভয় থেকে মুক্তিলাভ করে। ১২-১২-৬০

দেবতা মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ পিতরো মনবো নৃপাঃ।

যচ্ছন্তি কামান্ গৃণতঃ শৃণ্বতো যস্য কীর্তনাৎ॥ ১২-১২-৬১

যে ব্যক্তি তার শ্রবণ অথবা উচ্চারণ করে; তার কীর্তনে দেবতা, মুনি, সিদ্ধ, পিতৃপুরুষ, মনু ও নরপতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন ও তার অভিলাষসকল পূর্ণ করে থাকেন। ১২-১২-৬১

ঋচো যজূংষি সামানি দ্বিজোঽধীত্যানুবিন্দতে।

মধুকুল্যা ঘৃতকুল্যাঃ পয়ঃকুল্যাশ্চ তৎফলম্॥ ১২-১২-৬২

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ পাঠ করলে ব্রাহ্মণ মধুকুল্যা, ঘৃতকুল্যা এবং পরকুল্যা প্রাপ্ত করে থাকেন। একই ফল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেও হয়ে থাকে। ১২-১২-৬২

পুরাণসংহিতামেতামধীত্য প্রয়তো দ্বিজঃ।
প্রোক্তং ভগবতা যত্তু তৎপদং পরমং ব্রজেৎ॥ ১২-১২-৬৩

যে দ্বিজ সংযম সহকারে এই পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করেন তাঁর সেই পরমপদ প্রাপ্তি হয়ে থাকে যার বর্ণনা স্বয়ং শ্রীভগবান করে গেছেন। ১২-১২-৬৩

বিপ্রোঽধীত্যাপ্নুয়াৎ প্রজ্ঞাং রাজন্যোদধিমেখলাম্।
বৈশ্যো নিধিপতিত্বং চ শূদ্রঃ শুদ্ধ্যেত পাতকাৎ॥ ১২-১২-৬৪

এর অধ্যয়নে ব্রাহ্মণ ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা লাভ করে এবং ক্ষত্রিয় আসমুদ্র ভূমণ্ডল রাজ্য প্রাপ্ত করে। বৈশ্য কুবের পদ লাভ করে ও শূদ্র সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। ১২-১২-৬৪

কলিমলসংহতিকালনোঽখিলেশো হরিরিতরত্র ন গীয়তে হ্যভীক্ষ্ম্।
ইহ তু পুনর্ভগবানশেষমূর্তিঃ পরিপঠিতোঽনুপদং কথাপ্রসঙ্গৈঃ॥ ১২-১২-৬৫

শ্রীভগবানই সকলের প্রভু এবং তিনিই সমূলে কলিমল বিনাশ করে থাকেন। এমনিতে তো তাঁর বর্ণনাসমৃদ্ধ বহু পুরাণ বর্তমান কিন্তু তাতে সর্বত্র তো প্রতিনিয়ত শ্রীভগবানের বর্ণনা পাওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে তো প্রত্যেক কথা প্রসঙ্গে পদে পদে সর্বস্বরূপ শ্রীভগবানের বর্ণনাই করা হয়েছে। ১২-১২-৬৫

তমহমজমনন্তমাত্মতত্ত্বং জগদুদয়স্থিতিসংযমাত্মশক্তিম্।
দ্যুপতিভিরজশক্রশঙ্করাদ্যৈর্দুরবসিতস্তবমচ্যুতং নতোঽস্মি॥ ১২-১২-৬৬

তা জন্ম-মৃত্যু আদি বিকাররহিত দেশকালাদিকৃত বিভাজন থেকে মুক্ত ও স্বয়ং আত্মতত্ত্বই। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ক্রিয়াযুক্ত শক্তিগণও তার স্বরূপভূত, পৃথক নয়। ব্রহ্মা, শংকর, ইন্দ্র আদি লোকপালগণও তাঁর স্তুতিগান করতে সক্ষম হন না। সেই অনাদি সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করি। ১২-১২-৬৬

BANGLADARSHAN.COM

উপচিতনবশক্তিভিঃ স্ব আত্মন্যুপরচিতস্থিরজঙ্গমালয়ায়।
ভগবত উপলব্ধিমাত্রধাম্নে সুরঋষভায় নমঃ সনাতনায়॥ ১২-১২-৬৭

যিনি নিজ স্বরূপেই প্রকৃতি আদি নয় শক্তির সংকল্প করে এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি এর অধিষ্ঠানরূপে বর্তমান ও যাঁর পরমপদ কেবল অনুভবগম্য—সেই দেবতাদেরও আরাধ্যদেব সনাতন ভগবানের পাদপদ্মে আমি প্রণাম নিবেদন করছি। ১২-১২-৬৭

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥ ১২-১২-৬৮

শ্রীশুকদেব মহারাজ নিজ আত্মানন্দেই বিভোর থাকতেন। এই অখণ্ড অদ্বৈতে অবস্থান তাঁর ভেদবুদ্ধিকে চিরতরে নিবৃত্ত করে দিয়েছিল। তবুও বংশীধর শ্যামসুন্দরের মধুময় মঙ্গলময়, মনোরম লীলাসমূহ তাঁর বৃত্তিসকলকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেছিল এবং তিনি জগতের প্রাণীকুলের উপর কৃপা করে ভগবত্তত্ত্বকে প্রকাশিত করে এই মহাপুরাণের বিস্তার করেছিলেন। আমি সেই সর্বপাপহারী ব্যাসনন্দন ভগবান শ্রীশুকদেবের চরণে প্রণাম নিবেদন করছি। ১২-১২-৬৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে দ্বাদশস্কন্ধার্থনিরূপণং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিভিন্ন পুরাণের শ্লোক সংখ্যা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা

সূত উবাচ

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈর্বেদৈঃ
সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥ ১২-১৩-১

শ্রীসূত বললেন–ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র এবং মরুৎগণ দিব্যস্তুতিদ্বারা যাঁর গুণ সংকীর্তনে নিত্য যুক্ত থাকেন; সামসংগীতের মর্মজ্ঞ ঋষি-মুনি অঙ্গ, পদ, ক্রম এবং উপনিষদ্‌সকল সহিত বেদপাঠ দ্বারা যাঁর সংকীর্তনে নিত্য যুক্ত থাকেন; যোগিগণ ধ্যানদ্বারা নিশ্চল এবং সন্নিবিষ্ট মনে যাঁর ভাবগম্য দর্শন লাভ করতে থাকেন; কিন্তু এ সত্ত্বেও দেবতা, দৈত্য, মানুষ কেউই যে তাঁর বাস্তব স্বরূপ জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লাভ করতে সমর্থ হননি, সেই স্বয়ং প্রকাশিত পরমাত্মাকে প্রণাম, পুনঃপুন প্রণাম। ১২-১৩-১

পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডূয়নান্নিদ্রালোঃ
কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ।
যৎ সংস্কারকলানুবর্তনবশাদ্‌ বেলানিভেনাম্ভসাং
যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি॥ ১২-১৩-২

শ্রীভগবানের কূর্মাবতার কালে তাঁর পৃষ্ঠের উপর অতি গুরুভার মন্দরাচল পর্বতকে মন্থনদণ্ডরূপে ব্যবহার করে সমুদ্রমন্থন করা হয়েছিল। মন্থনদণ্ড ঘূর্ণায়মান থাকা কালে মন্দরাচল পর্বতের সুতীক্ষ্ণ প্রস্তর দ্বারা কূর্মপৃষ্ঠে কণ্ডূয়ন হওয়ায় ভগবানের সুখানুভূতি হয়েছিল। তিনি তখন নিদ্রাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন ও তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস গতিতে অল্প বৃদ্ধি এসেছিল। তাঁর শ্বাসবায়ুর প্রভাবে সমুদ্রের জলে যে কলতলপ্রহার হয়েছিল তার সংস্কার আজও অব্যাহত আছে। আজও সমুদ্র সেই শ্বাসবায়ুর করতলপ্রহারে জোয়ার-ভাঁটা রূপে রাতদিন নামে ও ওঠে। এখনও সেই ক্রিয়া থেকে সে বিশ্রামলাভ করল না। শ্রীভগবানের সেই পরমপ্রভাবযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস বায়ু আপনাদের নিত্য রক্ষা করুক। ১২-১৩-২

পুরাণসংখ্যাসম্ভূতিমস্য বাচ্যপ্রয়োজনে।
দানং দানস্য মাহাত্ম্যং পাঠাদেশ্চ নিবোধত॥ ১২-১৩-৩

শ্রীশৌনক! এইবার বিভিন্ন পুরাণের আলাদাভাবে শ্লোক সংখ্যা, তার সমষ্টি, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় ও তার প্রয়োজনীয়তার কথাও শুনুন। দান পদ্ধতি এবং দান পাঠের মহিমার কথাও আপনারা শ্রবণ করুন। ১২-১৩-৩

ব্রাহ্মং দশসহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ।
শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশচ্চতুর্বিংশতি শৈবকম্‌॥ ১২-১৩-৪

ব্রহ্মপুরাণে দশ সহস্র, পদ্ম পুরাণে পঞ্চ পঞ্চাশৎ সহস্র, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ত্রয়োবিংশতি সহস্র এবং শিবপুরাণে চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক আছে। ১২-১৩-৪

দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতিঃ।
মার্কণ্ডং নব বাহ্নং চ দশপঞ্চ চতুঃশতম্‌॥ ১২-১৩-৫

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টাদশ সহস্র, নারদপুরাণে পঞ্চবিংশতি সহস্র, মার্কণ্ডেয় পুরাণে নয় সহস্র এবং অগ্নি পুরাণে পঞ্চদশ সহস্র চার শত শ্লোক আছে। ১২-১৩-৫

চতুর্দশ ভবিষ্যং স্যাত্তথা পঞ্চশতানি চ।

দশাষ্টৌ ব্রহ্মবৈবর্তং লিঙ্গমেকাদশৈব তু॥ ১২-১৩-৬

ভবিষ্যপুরাণে শ্লোক সংখ্যা হল চতুর্দশ সহস্র পাঁচ শত এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অষ্টাদশ সহস্র ও লিঙ্গপুরাণে একাদশ সহস্র। ১২-১৩-৬

চতুর্বিংশতি বারাহমেকাশীতিসহস্রকম্।

স্কান্দং শতং তথা চৈকং বামনং দশ কীর্তিতম্॥ ১২-১৩-৭

শ্লোক সংখ্যা বরাহপুরাণে চতুর্বিংশতি সহস্র, স্কন্ধপুরাণে একাশীতি সহস্র এক শত এবং বামনপুরাণে দশ সহস্র। ১২-১৩-৭

কৌর্মং সপ্তদশাখ্যাতং মাৎস্যং তত্তু চতুর্দশ।

একোনবিংশৎ সৌপর্ণং ব্রহ্মাণ্ডং দ্বাদশৈব তু॥ ১২-১৩-৮

কর্মপুরাণে সপ্তদশ সহস্র এবং মৎস্যপুরাণে চতুর্দশ সহস্র শ্লোক আছে। গরুড়পুরাণের শ্লোক সংখ্যা হল উনবিংশতি সহস্র ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের দ্বাদশ সহস্র। ১২-১৩-৮

এবং পুরাণসন্দোহশ্চতুর্লক্ষ উদাহৃতঃ।

তত্রাষ্টাদশসাহস্রং শ্রীভাগবতমিষ্যতে॥ ১২-১৩-৯

এইভাবে সমস্ত পুরাণের শ্লোক সংখ্যা যোগফল হল চার লক্ষ। তাতে শ্রীমদ্ভাগবতে, যেমন পূর্বেই বলা হয়েছে শ্লোক সংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র। ১২-১৩-৯

BANGLADARSHAN.COM

ইদং ভগবতা পূর্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে।

স্থিতায় ভবভীতায় কারুণ্যাৎ সম্প্রকাশিতম্॥ ১২-১৩-১০

শ্রীশৌনক! সর্ব প্রথম ভগবান বিষ্ণু নিজ নাভি কমলের উপর স্থিত ও সংসারের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ব্রহ্মাকে পরম করুণা করে এই পুরাণ প্রকাশিত করেছিলেন। ১২-১৩-১০

আদিমধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যখ্যানসংযুতম্।

হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরম্॥ ১২-১৩-১১

এর আদি মধ্য অন্ত অর্থাৎ সর্বত্র বৈরাগ্য উৎপাদনকারী অনেক বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই মহাপুরাণে যে ভগবান শ্রীহরির লীলাকথার কীর্তন করা আছে তা অবশ্যই অমৃতস্বরূপ। তার সেবনে সজ্জন ও দেবতাগণ পরম আনন্দ উপভোগ করে থাকেন। ১২-১৩-১১

সর্ববেদান্তসারং যদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।

বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥ ১২-১৩-১২

আপনারা সকলেই জানেন যে সমস্ত উপনিষদের সার হল ব্রহ্ম ও আত্মার অভিন্নত্বস্বরূপ অদ্বিতীয় সুবৃত্তান্ত। তা-ই বস্তুত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবতের রচনার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট কৈবল-মোক্ষ। ১২-১৩-১২

প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং হেমসিংহসমন্বিতম্।

দদাতি যো ভাগবতং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১২-১৩-১৩

যে ব্যক্তি ভাদ্র মাসে পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমদ্ভাগবতকে সুবর্ণ সিংহাসনে সংস্থাপন করে তা দান করে তার পরমগতি লাভ হয়ে থাকে। ১২-১৩-১৩

রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে।

যাবন্ন দৃশ্যতে সাক্ষাচ্ছ্রীমদ্ভাগবতং পরম্॥ ১২-১৩-১৪

সাধুসন্তদের সভায় অন্যান্য পুরাণের শোভা ততক্ষণই অক্ষুণ্ণ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের দর্শন প্রাপ্তি হয় না। ১২-১৩-১৪

সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥ ১২-১৩-১৫

এই শ্রীমদ্ভাবগত সমস্ত উপনিষদের সারমর্ম। এই রসসুধা পানে পরিতৃপ্ত বৈষ্ণব কখনো অন্য কোনো পুরাণে রমণ করতে ইচ্ছুক হয় না। ১২-১৩-১৫

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥ ১২-১৩-১৬

যেমন নদীসকলের মধ্যে গঙ্গা, দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রীশংকর সর্বশ্রেষ্ঠ তেমনই পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবত। ১২-১৩-১৬

ক্ষেত্রাণাং চৈব সর্বেষাং যথা কাশী হ্যনুত্তমা।
তথা পুরাণব্রাতানাং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ॥ ১২-১৩-১৭

শৌনকাদি ঋষিগণ! যেমন ক্ষেত্ররূপে কাশী সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনভাবেই পুরাণসকলের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের স্থান সর্বোচ্চ। ১২-১৩-১৭

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ বিপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥ ১২-১৩-১৮

BANGLADARSHAN.COM

এই শ্রীমদ্ভাগবত সর্বতোভাবে দোষত্রুটিরহিত। শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্ত বৈষ্ণবদের শ্রীমদ্ভাগবতের উপর বিশেষ প্রীতি বিরাজমান থাকে। এই পুরাণে মোক্ষপদাভিলাষী পরমহংসদের সর্বশ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয় এবং মায়াসংস্পর্শরহিত জ্ঞানের সংকীর্তন করা হয়েছে। এই গ্রন্থের সর্বোৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য যে তা নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ সকল কর্মের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, জ্ঞান-বৈরাগ্য ও ভক্তিতে নিত্যযুক্ত। ভাগবতের শ্রবণ, পঠন ও মননে নিত্যযুক্ত ভক্ত ভগবদ্ভক্তি লাভ করে ও মুক্ত হয়ে যায়। ১২-১৩-১৮

কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা
তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাথ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যতস্তচ্ছুদ্ধং
বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি॥ ১২-১৩-১৯

এই শ্রীমদ্ভাগবত ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের এক শ্রেষ্ঠ প্রকাশক। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের তুলনা অন্য কোনো পুরাণের সঙ্গে করা যায় না। সর্বপ্রথম স্বয়ং ভগবান নারায়ণ তা ব্রহ্মার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। অতঃপর তিনিই ব্রহ্মারূপে দেবর্ষি নারদকে তা উপদেশ দিয়েছিলেন ও নারদরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাসকে। তদনন্তর তিনিই ব্যাসরূপে যোগীন্দ্র শুকদেবকে এবং শ্রীশুকদেবরূপে পরমকরুণা সহকারে রাজর্ষি পরীক্ষিৎকে উপদেশ দান করেছিলেন। সেই ভগবান পরমশুদ্ধ ও মায়ামলরহিত। শোক ও মৃত্যু তাঁর সন্নিকটে আসতে পারে না। আমরা সেই পরমসত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের ধ্যান করি। ১২-১৩-১৯

নমস্তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় সাক্ষিণে।
য ইদং কৃপয়া কস্মৈ ব্যাচচক্ষে মুমুক্ষবে॥ ১২-১৩-২০

সেই সর্বসাক্ষী ভগবান বাসুদেবকে আমরা প্রণাম করি যিনি কৃপা করে মোক্ষাভিলাষী ব্রহ্মাকে এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে উপদেশ দান করেছিলেন। ১২-১৩-২০

যোগীন্দ্রায় নমস্তস্মৈ শুকায় ব্রহ্মরূপিণে।

সংসারসর্পদষ্টং যো বিষ্ণুরাতমমূমুচৎ॥ ১২-১৩-২১

তার সঙ্গে আমরা সেই মহাযোগী ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীশুকদেবকেও নমস্কার করি যিনি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের সংকীর্তন করে সংসার-সর্পদ্রষ্ট রাজর্ষি পরীক্ষিৎকে মুক্ত করেছিলেন। ১২-১৩-২১

ভবে ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে।

তথা কুরুষ্ব দেবেশ নাথস্ত্বং নো যতঃ প্রভো॥ ১২-১৩-২২

হে দেবতাদের আরাধ্যদেব! হে সর্বেশ্বর! আপনিই আমাদের একমাত্র প্রভু; আমাদের সর্বস্ব। এইবার প্রভু আপনি এমন কৃপা করুন যাতে জন্ম-জন্মান্তরে আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের ভক্তি অবিচল ও অচঞ্চল থাকে। ১২-১৩-২২

নামসঙ্কীর্তনং যস্য সর্বপাপপ্রণাশনম্।

প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥ ১২-১৩-২৩

যে ভগবানের নামসংকীর্তন পাপপুঞ্জকে সর্বতোভাবে বিনাশ করে এবং যাঁর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ, প্রণতি নিবেদন সর্বদুঃখকে চিরকালের জন্য নিবৃত্ত করে, সেই পরমতত্ত্বস্বরূপ শ্রীহরিকে আমি প্রণাম নিবেদন করছি। ১২-১৩-২৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে বৈয়াসিক্যামষ্টাদশসাহস্র্যাং পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥

BANGLADARSHAN.COM

॥ইতি দ্বাদশঃ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ॥

॥সম্পূর্ণোঽয়ং গ্রন্থঃ॥

ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে।

তেন ত্বদঙ্ঘ্রিকমলে রতিং মে যচ্ছ শাশ্বতীম্॥

হে গোবিন্দ! আপনারই বস্তু আপনাকেই সমর্পিত করে এই প্রার্থনা নিবেদিত হল যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মে শাশ্বত রতি লাভ হয়।

॥ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়॥

॥শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যম্॥

প্রথম অধ্যায়

পরীক্ষিৎ ও বজ্রনাভের সমাগম, শাণ্ডিল্য মুনির মুখে ভগবানের লীলারহস্য এবং ব্রজভূমির মাহাত্ম্য বর্ণনা

ব্যাস উবাচ

শ্রীসচ্চিদানন্দঘনস্বরূপিণে কৃষ্ণায় চানন্তসুখাভিবর্ষিণে।
বিশ্বোদ্ভবস্থাননিরোধহেতবে নুমো বয়ং ভক্তিরসাপ্তয়েঽনিশম্॥ ১-১

মহর্ষি বেদব্যাস বললেন—যিনি সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ, যিনি নিজ সৌন্দর্য ও মাধুর্যাদি গুণসকল দ্বারা সকলের মন তাঁর দিকে আকর্ষণ করে থাকেন, যাঁর শক্তিতেই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্য সংঘটিত হয়ে থাকে, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিরস আস্বাদন নিমিত্ত আমরা তাঁকে নিত্য প্রণাম নিবেদন করে থাকি। ১-১

BANGLADARSHAN.COM

নৈমিষে সূতমাসীনমভিবাদ্য মহামতিম্।
কথামৃতরসাস্বাদকুশলা ঋষয়োঽব্রুবন্॥ ১-২

নৈমিষারণ্যে শ্রীসূত প্রফুল্লচিত্তে নিজ আসনে সমাসীন ছিলেন। তখন ভগবানের অমৃতময় লীলাকথারসিক ও তার রসাস্বাদন অতি কুশল শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূতকে প্রণাম নিবেদন করে প্রশ্ন করলেন। ১-২

ঋষয় উচুঃ

বজ্রং শ্রীমাথুরে দেশে স্বপৌত্রং হস্তিনাপুরে।
অভিষিচ্য গতে রাজ্ঞি তৌ কথং কিং চ চক্রতুঃ॥ ১-৩

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করলেন—হে শ্রীসূত! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন শ্রীমথুরামণ্ডলে অনিরুদ্ধনন্দন বজ্র ও হস্তিনাপুরে নিজ পৌত্র পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক করে হিমালয় অভিমুখে প্রস্থান করলেন তখন রাজা বজ্র ও পরীক্ষিৎ কোন্ কার্য কীভাবে করলেন? ১-৩

সূত উবাচ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ ১-৪

শ্রীসূত বললেন—ভগবান নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী এবং বেদব্যাসকে নমস্কার করে শুদ্ধচিত্তযুক্ত হয়ে ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশক ইতিহাসপুরাণরূপ ‘জয়’ উচ্চারণ করা উচিত। ১-৪

মহাপথং গতে রাজ্ঞি পরীক্ষিৎ পৃথিবীপতিঃ।
জগাম মথুরাং বিপ্রা বজ্রনাভদিদৃক্ষয়া॥ ১-৫

হে শৌনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণ! যখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ স্বর্গারোহণ নিমিত্ত হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করলেন তখন সম্রাট পরীক্ষিৎ একদিন মথুরা গমন করলেন। বজ্রনাভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই তাঁর মথুরা গমনের উদ্দেশ্য ছিল। ১-৫

পিতৃব্যমাগতং জ্ঞাত্বা ব্রজঃ প্রেমপরিপ্লুতঃ।
অভিগম্যাভিবাদ্যাথ নিনায় নিজমন্দিরম্॥ ১-৬

বজ্রনাভ যখন জানতে পারলেন যে পিতৃতুল্য পরীক্ষিৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করবার নিমিত্ত আসছেন তখন তাঁর হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি স্বয়ং নগর সীমানার বাইরে উপস্থিত থেকে মহারাজ পরীক্ষিৎকে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে প্রেমপ্রীতি ও শ্রদ্ধা সহকারে তিনি তাঁকে নিজ রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলেন। ১-৬

পরিষ্বজ্য স তং বীরঃ কৃষ্ণৈকগতমানসঃ।
রোহিণ্যাদ্যা হরেঃ পত্নীর্ববন্দায়তনাগতঃ॥ ১-৭

বীর পরীক্ষিৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমীভক্ত ছিলেন। তাঁর মন সতত আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণেই রমণ করত। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভকে পরমপ্রীতি সহকারে আলিঙ্গন দান করলেন। অতঃপর তিনি অন্তঃপুরে গমন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রোহিণী আদি পত্নীদের প্রণাম জানালেন। ১-৭

তাভিঃ সংমানিতোঽত্যর্থং পরীক্ষিৎ পৃথিবীপতিঃ।
বিশ্রান্তঃ সুখমাসীনো বজ্রনাভমুবাচ হ॥ ১-৮

রোহিণী আদি শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণও সম্রাট পরীক্ষিৎকে অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করলেন। তিনি বিশ্রামের পর শান্ত হয়ে উপবেশন করে বজ্রনাভকে এই কথা বললেন। ১-৮

BANGLADARSHAN.COM

পরীক্ষিদুবাচ

তাত ত্বৎপিতৃভির্নূনমস্মৎপিতৃপিতামহাঃ।
উদ্ধৃতা ভূরিদুঃখৌঘাদহং চ পরিরক্ষিতঃ॥ ১-৯

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে সুপ্রিয়! তোমার পূর্বপুরুষগণ আমার পূর্বপুরুষদের বারে বারে অতি বড় বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আমারও রক্ষাকর্তা তাঁরাই। ১-৯

ন পারয়াম্যহং তাত সাধু কৃত্বোপকারতঃ।
ত্বামতঃ প্রার্থয়াম্যঙ্গ সুখং রাজ্যেঽনুযুজ্যতাম্॥ ১-১০

হে প্রিয় বজ্রনাভ! তাঁদের ঋণ পরিশোধ দেওয়া আমার পক্ষে কখনই সম্ভব হবে না। তাই আমি তোমাকে এই প্রার্থনা করছি যে, তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে রাজকার্য করে যাও। ১-১০

কোশসৈন্যাদিজা চিন্তা তথারিদমনাদিজা।
মনাগপি ন কার্যা তে সুসেব্যাঃ কিন্তু মাতরঃ॥ ১-১১

বৈভব, সৈন্যবল শত্রুদমন আদিতে তুমি একটুও চিন্তিত হয়ো না। মাতাদের প্রেমপ্রীতি সহকারে উত্তম সেবা করাই হবে তোমার একমাত্র কর্তব্য। ১-১১

নিবেদ্য ময়ি কর্তব্যং সর্বাধিপরিবর্জনম্।
শ্রুত্বৈতৎ পরমপ্রীতো বজ্রস্তং প্রত্যুবাচ হ॥ ১-১২

আপদবিপদ কালে অথবা অন্য কোনো কারণে হৃদয়ে ক্লেশাধিক্যের অনুভূতি হলেই, তুমি তা আমাকে নিশ্চিন্তে জানাবে। তোমার চিন্তাসকল নিবারণের ভার আমি গ্রহণ করলাম। সম্রাট পরীক্ষিতের কথা শ্রবণ করে বজ্রনাভ অতি প্রসন্ন হলেন। তিনি সম্রাট পরীক্ষিৎকে বললেন। ১-১২

ব্রজনাভ উবাচ

রাজন্নুচিতমেতত্তে যদস্মাসু প্রভাষসে।
ত্বৎপিত্রোপকৃতশ্চাহং ধনুর্বিদ্যাপ্রদানতঃ॥ ১-১৩

বজ্রনাভ বললেন—হে মহারাজ! আপনি আমাকে যে সকল কথা বললেন তা একমাত্র আপনার মতন মহানুভবের পক্ষেই সম্ভব। আপনার পিতৃদেবও আমাকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করে আমার পরম উপকার করেছেন। ১-১৩

তস্মান্নাল্পাপি মে চিন্তা ক্ষাত্রং দৃঢ়মুপেয়ুষঃ।
কিন্ত্বেকা পরমা চিন্তা তত্র কিঞ্চিদ্ বিচার্যতাম্॥ ১-১৪

বস্তুত আমার কোনো চিন্তাই নেই কারণ তাঁর কৃপায় ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্যবীর্যে আমার অপ্রতুলতা আদৌ নেই। তবে আমাকে একটি চিন্তা অহরহ ক্লেশিত করে। সেই সম্বন্ধে আপনি যদি কিছু বলেন। ১-১৪

মাথুরে ত্বভিষিক্তোঽপি স্থিতোঽহং নির্জনে বনে।
ক্ব গতা বৈ প্রজাত্রত্যা যত্র রাজ্যং প্ররোচতে॥ ১-১৫

যদিও আমি মথুরামণ্ডল রাজ্যে অভিষিক্ত তবুও কার্যত আমি এক নির্জন বনেই বাস করি। আমি আদৌ জানি না যে এখানকার প্রজারা কোথায় চলে গেছেন। প্রজাবিহীন রাজ্যে রাজ্যসুখ থাকা কেমন করে সম্ভব! ১-১৫

BANGLADARSHAN.COM

ইত্যুক্তো বিষ্ণুরাতস্তু নন্দাদীনাং পুরোহিতম্।
শাণ্ডিল্যমাজুহাবাশু বজ্রসন্দেহনুত্তয়ে॥ ১-১৬

বজ্রনাভের সন্দেহ নিরসনে রাজা পরীক্ষিৎ তৎক্ষণাৎ মহর্ষি শাণ্ডিল্যকে বার্তা প্রেরণ করলেন। শাণ্ডিল্য মুনি পূর্বে নন্দাদি গোপদের পুরোহিত ছিলেন। ১-১৬

অথোটজং বিহায়াশু শাণ্ডিল্যঃ সমুপাগতঃ।
পূজিতো বজ্রনাভেন নিষসাদাসনোত্তমে॥ ১-১৭

রাজা পরীক্ষিতের বার্তায় সাড়া দিয়ে মহর্ষি শাণ্ডিল্য আশ্রম কুটির থেকে সেখানে উপস্থিত হলেন। বজ্রনাভ তাঁর যথোচিত অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করলেন। তিনি এক উচ্চাসনে বিরাজমান হলেন। ১-১৭

উপোদ্ঘাতং বিষ্ণুরাতশ্চকারাশু ততস্ত্বসৌ।
উবাচ পরমপ্রীতস্তাবুভৌ পরিসান্ত্বয়ন্॥ ১-১৮

মহর্ষি শাণ্ডিল্য রাজা পরীক্ষিতের কাছ থেকে সব কথা শুনলেন এবং সান্ত্বনা প্রদান করে সুমিষ্ট বাক্যে বলতে লাগলেন। ১-১৮

শাণ্ডিল্য উবাচ

শৃণুতং দত্তচিত্তৌ মে রহস্যং ব্রজভূমিজম্।
ব্রজনং ব্যাপ্তিরিত্যুক্ত্যা ব্যাপনাদ্ ব্রজ উচ্যতে॥ ১-১৯

মহর্ষি শাণ্ডিল্য বললেন—হে প্রিয় পরীক্ষিৎ ও বজ্রনাভ! আমি তোমাদের ব্রজভূমির রহস্য বিশ্লেষণ করব। ব্রজ শব্দের অর্থ বিশাল। এই ব্যাপক অর্থেই এই ভূমির নাম ব্রজভূমি হয়েছে। ১-১৯

গুণাতীতং পরং ব্রহ্ম ব্যাপকং ব্রজ উচ্যতে।

সদানন্দং পরং জ্যোতির্মুক্তানাং পদমব্যয়ম্॥ ১-২০

সত্ত্ব-রজ-তম—এই ত্রিগুণের অতীত যে পরব্রহ্ম তাই বস্তুত ব্যাপক। তাকেই ব্রজ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। তা সদানন্দস্বরূপ পরম জ্যোতির্ময় ও অবিনাশী। জীবন্মুক্ত পুরুষেই তাতেই নিত্য অবস্থান। ১-২০

তস্মিন্ নন্দাত্মজঃ কৃষ্ণঃ সদানন্দাঙ্গবিগ্রহঃ।

আত্মারামশ্চাপ্তকামঃ প্রেমাক্তৈরনুভূয়তে॥ ১-২১

এই পরব্রহ্মস্বরূপ ব্রজধামে নন্দনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিবাস। তাঁর প্রতিটি অঙ্গ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তিনি আত্মারাম ও আপ্তকাম। প্রেমরসে নিমজ্জিত রসিকজনই তাঁর অনুভূতি লাভ করে থাকেন। ১-২১

আত্মা তু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমণাদসৌ।

আত্মারামতয়া প্রাজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে গূঢ়বেদিভিঃ॥ ১-২২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আত্মা স্বয়ং শ্রীরাধিকা; তাঁর সঙ্গে রমণ করেন বলেই রহস্যরস মর্মজ্ঞ জ্ঞানিগণ তাঁকে আত্মারাম বলে থাকেন। ১-২২

কামাস্তু বাঞ্ছিতাস্তস্য গাবো গোপাশ্চ গোপিকাঃ।

নিত্যাঃ সর্বে বিহারাদ্যা আপ্তকামস্ততস্ত্বয়ম্॥ ১-২৩

কাম শব্দের অর্থ কামনা—অভীপ্সা। ব্রজে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছিত বস্তুসকল হল—গোজাতি, রাখালবালক গোপী ও তাদের সঙ্গে লীলা বিহার আদি; সকল বস্তুই এখানে নিত্য উপলভ্য। তাই শ্রীকৃষ্ণকে আপ্তকাম বলা হয়। ১-২৩

BANGLADARSHAN.COM

রহস্যং ত্বিদমেতস্য প্রকৃতেঃ পরমুচ্যতে।

প্রকৃত্যা খেলতস্তস্য লীলান্যৈরনুভূয়তে॥ ১-২৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই রহস্যলীলা জ্ঞানের উর্ধ্বে। তিনি যখন প্রকৃতির সঙ্গে ক্রীড়ারত হন তখন অন্যরাও তাঁর লীলার অনুভূতি লাভ করে থাকেন। ১-২৪

সর্গস্থিত্যপ্যয়া যত্র রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ।

লীলৈবং দ্বিবিধা তস্য বাস্তবী ব্যবহারিকী॥ ১-২৫

প্রকৃতি সংলগ্ন লীলাতেই রজোগুণ, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণ দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-এর প্রতীতি হয়ে থাকে। এইভাবে এই ধারণা সুদৃঢ় হয় যে শ্রীভগবানের লীলা দুই প্রকারের—এক প্রাকৃত ও দুই ব্যবহারিক। ১-২৫

বাস্তবী তৎস্বসংবেদ্যা জীবানাং ব্যবহারিকী।

আদ্যাং বিনা দ্বিতীয়া ন দ্বিতীয়া নাদ্যগা ক্বচিৎ॥ ১-২৬

প্রাকৃত লীলা স্বসংবেদ্য—তা কেবল শ্রীভগবান ও তাঁর রসিক ভক্তজনই জানতে সক্ষম হয়ে থাকেন। জীবের সম্মুখে যে লীলাভিনয় হয়ে থাকে তা ব্যবহারিক লীলা। প্রাকৃত লীলা ছাড়া ব্যবহারিক লীলা হওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু ব্যবহারিক লীলার প্রাকৃত লীলা রাজ্যে কখনো প্রবেশ হওয়া নয়। ১-২৬

যুবয়োর্গোচরেয়ং তু তল্লীলা ব্যবহারিকী।

যত্র ভূরাদয়ো লোকা ভুবি মাথুরমণ্ডলম্॥ ১-২৭

তোমরা দুইজনে যে লীলা প্রত্যক্ষ করছ তা ব্যবহারিক লীলা। এই পৃথিবী ও স্বর্গাদিলোক এই লীলার অন্তর্গত। আর পৃথিবীতেই এই মথুরামণ্ডলের অবস্থান। ১-২৭

অত্রৈব ব্রজভূমিঃ সা যত্র তত্ত্বং সুগোপিতম্।

ভাসতে প্রেমপূর্ণানাং কদাচিদপি সর্বতঃ॥ ১-২৮

এই সেই ব্রজভূমি যেখানে শ্রীভগবানের প্রাকৃত রহস্যলীলা নিত্যই নিরন্তর ক্রিয়াশীল থাকে। যা কখনো কখনো রতিমতিযুক্ত রসিক ভক্তগণ চতুর্দিকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন। ১-২৮

কদাচিদ্‌ দ্বাপরস্যান্তে রহোলীলাধিকারিণঃ।

সমবেতা যদাত্র স্যুর্যথেদানীং তদা হরিঃ॥ ১-২৯

স্বৈঃ সহাবতরেৎ স্বেষু সমাবেশার্থমীপ্সিতাঃ।

তদা দেবাদয়োঽপ্যন্যেঽবতরন্তি সমন্ততঃ॥ ১-৩০

অষ্টবিংশ দ্বাপরান্তে যখন ভগবানের রহস্য লীলাধিকারী ভক্তগণ এইস্থানে সম্মিলিত হয়ে থাকেন, যেমন ঘটনা কিছুকাল পূর্বেই ঘটেছিল, তখন স্বয়ং ভগবান নিজ অন্তরঙ্গ প্রেমীদের সঙ্গে নিয়ে অবতার গ্রহণ করেন। এই বিশেষ ব্যবস্থা এইজন্য যাতে রহস্যলীলাধিকারী ভক্তগণ তাঁর অন্তরঙ্গ পরিবারদের সঙ্গে মিলিত হয়ে লীলারসাস্বাদন করতে পারেন। এইভাবে ভগবানের অবতার গ্রহণকালে ভগবানের অন্তরঙ্গ প্রেমী দেবতা ও ঋষিগণও দিকে দিকে অবতরণ করে থাকেন। ১-২৯-৩০

সর্বেষাং বাঞ্ছিতং কৃত্বা হরিরন্তর্হিতোঽভবৎ।

তেনাত্র ত্রিবিধা লোকাঃ স্থিতাঃ পূর্বং ন সংশয়ঃ॥ ১-৩১

কিছুকাল পূর্বে যে অবতারলীলা হয়েছিল তাতে ভগবান নিজ সকল প্রেমীদের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে তারপর অন্তর্ধান হয়ে গেছেন। এই ঘটনা থেকে জানা গেছে যে পূর্বে এখানে তিন শ্রেণীর ভক্তগণ ছিলেন; এটা নিশ্চিতরূপে বলা যায়। ১-৩১

নিত্যাস্তল্লিপ্সবশ্চৈব দেবাদ্যাশ্চেতি ভেদতঃ।

দেবাদ্যাস্তেষু কৃষ্ণেন দ্বারকাং প্রাপিতাঃ পুরা॥ ১-৩২

তাঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর হলেন তাঁরা যাঁরা ভগবানের নিত্য অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও যাঁদের শ্রীভগবানের সঙ্গে বিয়োগ কখনো হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণী হলেন তাঁরা যাঁরা একমাত্র শ্রীভগবানকে লাভ করবার ইচ্ছা ধারণ করে থাকেন অর্থাৎ তাঁর অন্তরঙ্গ লীলাতে নিজ প্রবেশ কামনা করে থাকেন। তৃতীয় শ্রেণীতে দেবতা আদি থাকেন। এঁদের মধ্যে দেবতাদি অংশে যাঁরা অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের ভগবান ব্রজভূমি থেকে পূর্বেই সরিয়ে দ্বারকা নিয়ে গিয়েছিলেন। ১-৩২

BANGLADARSHAN.COM

পুনর্মৌসলমার্গেণ স্বাধিকারেষু চাপিতাঃ।

তল্লিপ্সূংশ্চ সদা কৃষ্ণঃ প্রেমানন্দৈকরূপিণঃ॥ ১-৩৩

বিধায় স্বীয়নিত্যেষু সমাবেশিতবাংস্তদা।

নিত্যাঃ সর্বেঽপ্যযোগ্যেষু দর্শনাভাবতাং গতাঃ॥ ১-৩৪

অতঃপর শ্রীভগবান ব্রাহ্মণের অভিশাপে উৎপন্ন মুষলকে নিমিত্ত করে যদুকুলে অবতীর্ণ দেবতাদের স্বর্গে প্রত্যাগমন করিয়ে তাঁদের নিজ অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। যাঁদের মধ্যে একমাত্র শ্রীভগবানকেই লাভ করবার কামনা ছিল, তাঁদের তিনি প্রেমানন্দস্বরূপ করে নিজ নিত্য অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে চিরকালের জন্য সম্মিলিত করে নিলেন। যাঁরা তাঁর নিত্য পার্ষদ তাঁরা যদিও ব্রজভূমিতে গুপ্তরূপে নিত্যলীলায় নিত্য ক্রিয়াশীল থাকেন, তাঁরা কিন্তু দর্শন অধিকারী ব্যক্তিদের জন্য অদৃশ্য হয়েই থাকেন। ১-৩৩-৩৪

ব্যাবহারিকলীলাস্থাস্তত্র যন্নাধিকারিণঃ।

পশ্যন্ত্যত্রাগতাস্তস্মান্নির্জনত্বং সমন্ততঃ॥ ১-৩৫

যাঁরা তাঁর ব্যবহারিক লীলায় স্থিত তাঁরা তাঁর নিত্যলীলা দর্শন লাভ করবার অধিকারী নন; তাই এইখানে আগমনকারী ব্যক্তিদের কাছে চারিদিকেই নির্জন বন অর্থাৎ শূন্যতা প্রতীত হয় কারণ তাঁরা প্রাকৃত লীলায় যুক্ত ভক্তদের প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হন না। ১-৩৫

তস্মাচ্চিন্তা ন তে কার্যা বজ্রনাভ মদাজ্ঞয়া।

বাসয়াত্র বহূন্‌ গ্রামান্‌ সংসিদ্ধিস্তে ভবিষ্যতি॥ ১-৩৬

তাই হে বজ্রনাভ! তোমার চিন্তার প্রয়োজন নেই। আমার আজ্ঞায় তুমি এইস্থানে বহু জনপদ বসতি স্থাপন করো; তাতেও তোমার মনোরথ পূর্তি হয়ে যাবে। ১-৩৬

কৃষ্ণলীলানুসারেণ কৃত্বা নামানি সর্বতঃ।

ত্বয়া বাসয়তা গ্রামান্ সংসেব্যা ভূরিয়ং পরা॥ ১-৩৭

জনপদ বসতিসমূহের নামকরণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমির সম্যক্ বিচার করেই কোরো। এইভাবেই এই দিব্য ব্রজভূমির উত্তমরূপে সেবন করতে থাকো। ১-৩৭

গোবর্দ্ধনে দীর্ঘপুরে মথুরায়াং মহাবনে।

নন্দিগ্রামে বৃহৎসানৌ কার্যা রাজ্যস্থিতিস্ত্বয়া॥ ১-৩৮

গোবর্ধন, দীর্ঘপুর, মথুরা, মহাবন, নন্দীগ্রাম এবং বৃহৎসানু আদিতে তোমার নিজের জন্য বাসস্থান প্রস্তুত করলে ভালো হয়। ১-৩৮

নদ্যদ্রিদ্রোণিকুণ্ডাদিকুঞ্জান্ সংসেবতস্তব।

রাজ্যে প্রজাঃ সুসম্পন্নাস্ত্বং চ প্রীতো ভবিষ্যসি॥ ১-৩৯

সেই সকল স্থানে নিবাস করে ভগবানের লীলাস্পর্শপূত নদী, পর্বত, মালভূমি, সরোবর, কুণ্ড ও কুঞ্জবনাদির তুমি সেবন করতে থাকো। তোমার রাজ্যের প্রজাকুল তাতে প্রসন্ন হবেন এবং তুমিও প্রসন্নচিত্তে থাকতে পারবে। ১-৩৯

সচ্চিদানন্দভূরেষা ত্বয়া সেব্যা প্রযত্নতঃ।

তব কৃষ্ণস্থলান্যত্র স্ফুরন্তু মদনুগ্রহাৎ॥ ১-৪০

সচ্চিদানন্দঘন এই ব্রজভূমি। তাই সযত্নে এই ভূমির সেবন করা উচিত। আমার আশীর্বাদ রইল। তুমি ভগবানের লীলাস্থলসমূহ যথার্থরূপে চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে। ১-৪০

BANGLADARSHAN.COM

বজ্র সংসেবনাদস্য উদ্ধবস্ত্বাং মিলিষ্যতি।

ততো রহস্যমেতস্মাৎ ত্বং সমাতৃকঃ॥ ১-৪১

হে বজ্রনাভ! এই ব্রজভূমির সেবায় নিত্যযুক্ত থাকলে তোমার একদিন শ্রীউদ্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়ে যাবে। তখন তো তুমি ও তোমার জননীসকলসহ তাঁর কাছ থেকেই ব্রজভূমির ভূমিকা ও ভগবানের লীলারহস্য জানতে পারবে। ১-৪১

এবমুক্ত্বা তু শাণ্ডিল্যো গতঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্।

বিষ্ণুরাতোঽথ বজ্রশ্চ পরাং প্রীতিমবাপতুঃ॥ ১-৪২

মুনিবর শ্রীশাণ্ডিল্য তাঁদের এইরূপ উপদেশ প্রদান করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে সংলগ্ন হয়ে নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন করলেন। তাঁর উপদেশামৃত যুগপৎ পরীক্ষিৎ ও বজ্রনাভকে প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। ১-৪২

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে শাণ্ডিল্যোপদিষ্টব্রজভূমিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

যমুনা এবং শ্রীকৃষ্ণপত্নীদের সংবাদ, সংকীর্তনোৎসবে শ্রীউদ্ধবের আগমন

ঋষয় উচুঃ

শাণ্ডিল্যে তৌ সমাদিশ্য পরাবৃত্তে স্বমাশ্রমম্।
কিং কথং চক্রতুস্তৌ তু রাজানৌ সূত তদ্ বদ॥ ২-১

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করলেন—হে শ্রীসূত! শাণ্ডিল্য মুনি তো রাজা পরীক্ষিৎ ও বজ্রনাভকে উপদেশ দিলেন তা আমরা শুনলাম। এখন বলুন যে, কার্য সম্পাদন বস্তুত কেমনভাবে হল। ২-১

সূত উবাচ

ততস্তু বিষ্ণুরাতেন শ্রেণীমুখ্যাঃ সহস্রশঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থাৎ সমানায্য মথুরাস্থানমাপিতাঃ॥ ২-২

শ্রীসূত বললেন—তদনন্তর মহারাজ পরীক্ষিৎ ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে বহু সংখ্যক সুসমৃদ্ধ ব্যক্তিকে ডেকে মথুরাতে বসবাস করতে আদেশ দিলেন। ২-২

BANGLADARSHAN.COM

মাথুরান্ ব্রাহ্মণাংস্তত্র বানরাংশ্চ পুরাতনান্।
বিজ্ঞায় মাননীয়ত্বং তেষু স্থাপিতবান্ স্বরাট্॥ ২-৩

অতঃপর সম্রাট পরীক্ষিৎ মথুরামণ্ডলের ব্রাহ্মণদের ডেকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক মথুরানগরে বসবাস করবার অনুরোধ করলেন। এমনকি শ্রীভগবানের অতিপ্রিয় বানরদেরও তিনি মথুরায় থাকবার ব্যবস্থা করলেন। ২-৩

বজ্রস্তু তৎসহায়েন শাণ্ডিল্যস্যাপ্যনুগ্রহাৎ।
গোবিন্দগোপগোপীনাং লীলাস্থানান্যনুক্রমাৎ॥ ২-৪
বিজ্ঞায়াভিধয়াস্থাপ্য গ্রামানাবাসয়দ্ বহূন্।
কুণ্ডকূপাদিপূর্তেন শিবাদিস্থাপনেন চ॥ ২-৫

এইবার বজ্রনাভ মহারাজ পরীক্ষিতের সহায়তায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাস্পর্শপূত স্থানসকল চিহ্নিতকরণে উদ্যোগী হলেন। নিজ গোপ-গোপীদের সঙ্গে শ্রীভগবানের লীলাস্থলীসকল খুঁজে বার করা তাঁর পক্ষে কঠিন হল না, কারণ এতে মহর্ষি শাণ্ডিল্যের আশীর্বাদ সহায়ক হয়েছিল। স্থান নিরূপণান্তে সেই স্থানের মাহাত্ম্য স্মরণ করেই তিনি নামকরণ করলেন। নামকরণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানের লীলাবিগ্রহ স্থাপনা কার্যও হতে থাকল। লীলাস্পর্শপূত স্থানসকল জনবসতির সুযোগ-সুবিধার সূচনা করে তিনি তা বাসযোগ্য করে তুললেন। স্থানে স্থানে শ্রীভগবানের নামে কুণ্ড ও কূপ খনন করালেন। স্থানসকলকে কুঞ্জ ও উদ্যান মণ্ডিতও করলেন। শিবাদি দেবতাদের প্রতিষ্ঠিত করলেন। ২-৪-৫

গোবিন্দহরিদেবাদিস্বরূপারোপণেন চ।
কৃষ্ণৈকভক্তিং স্বে রাজ্যে ততান চ মুমোদ হ॥ ২-৬

তিনি গোবিন্দদেব, হরিদেব আদি নামে ভগবদ্বিগ্রহ স্থাপনা করলেন। এই সকল শুভকর্ম সম্পাদন করে বজ্রনাভ নিজ রাজ্যে দিকে দিকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রচার করলেন ও তার ফলে অতি আনন্দিত হলেন। ২-৬

প্রজাস্তু মুদিতাস্তস্য কৃষ্ণকীর্তনতৎপরাঃ।
পরমানন্দসম্পন্না রাজ্যং তস্যৈব তুষ্টুবঃ॥ ২-৭

তাঁর প্রজাদের মনেও আনন্দের সীমা রইল না। নিত্য শ্রীভগবানের মধুর নাম ও লীলা সংকীর্তনে নিমগ্ন থেকে তাঁরা পরমানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকতেন। তাঁরা বজ্রনাভ পরিচালিত রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার প্রশংসায় সদাসর্বদা পঞ্চমুখ হয়ে থাকতেন। ২-৭

একদা কৃষ্ণপত্নস্তু শ্রীকৃষ্ণবিরহাতুরাঃ।
কালিন্দীং মুদিতাং বীক্ষ্য পপ্রচ্ছুর্গতমৎসরাঃ॥ ২-৮

একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহবেদনাকাতর ষোড়শ সহস্র রানিগণ প্রিয় পতিদেবের চতুর্থ পাটরানি কালিন্দীকে সদানন্দভাবে থাকতে দেখে সরলভাবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁদের মনে সতিনসুলভ মাৎসর্যভাব আদৌ ছিল না। ২-৮

শ্রীকৃষ্ণপত্ন্য উচুঃ

যথা বয়ং কৃষ্ণপত্ন্যস্তথা ত্বমপি শোভনে।
বয়ং বিরহদুঃখার্তাস্ত্বং ন কালিন্দি তদ্ বদ॥ ২-৯

শ্রীকৃষ্ণের রানিগণ বললেন—হে ভগিনী কালিন্দী! আমরা যেমন শ্রীকৃষ্ণের সহধর্মিণী তুমিও তো তাই। আমরা তো তাঁর বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি; আমাদের হৃদয় তাঁর বিয়োগবেদনায় ব্যথিত হয়ে থাকে; কিন্তু তোমার অবস্থা তো দেখি একদম আলাদা, তুমি তো সদা প্রসন্ন। এর কারণ কী? হে কল্যাণী! কিছু অন্তত বলো। ২-৯

BANGLADARSHAN.COM

তচ্ছ্রুত্বা স্ময়মানা সা কালিন্দী বাক্যমব্রবীৎ।
সাপত্ন্যং বীক্ষ্য তত্তাসাং করুণাপরমানসা॥ ২-১০

প্রশ্ন শুনে শ্রীযমুনা হেসে ফেললেন। অবশ্যই যখন তাঁর মনে হল যে এরা সকলে আমার প্রিয়তমের পত্নী তখন তিনি দয়ায় দ্রবীভূত হয়ে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন। ২-১০

কালিন্দ্যুবাচ

আত্মারামস্য কৃষ্ণস্য ধ্রুবমাত্মাস্তি রাধিকা।
তস্যা দাস্যপ্রভাবেণ বিরহোঽস্মান্ ন সংস্পৃশেৎ॥ ২-১১

শ্রীযমুনা বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ আত্মাতেই রমণ করে থাকেন আর তাঁর আত্মা স্বয়ং শ্রীরাধা। আমি দাসীরূপে সেবায় নিত্যযুক্ত থাকি, তাই বিরহ আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। ২-১১

তস্যা এবাংশবিস্তারাঃ সর্বাঃ শ্রীকৃষ্ণনায়িকাঃ।
নিত্যসম্ভোগ এবাস্তি তস্যাঃ সাম্মুখ্যযোগতঃ॥ ২-১২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যত রানি আছেন তাঁরা সকলেই শ্রীরাধা অংশের বিস্তার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা পরস্পরের সম্মুখে অবস্থান করায় তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ ও প্রতীতি নিত্য ও শ্বাশত। তাই শ্রীরাধা স্বরূপে অংশত বিদ্যমান শ্রীকৃষ্ণের অন্য রানিগণও ভগবানের সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকেন। ২-১২

স এব সা স সৈবাস্তি বংশী তৎপ্রেমরূপিকা।
শ্রীকৃষ্ণনখচন্দ্রলিসঙ্গাচ্চন্দ্রাবলী স্মৃতা॥ ২-১৩

শ্রীকৃষ্ণই রাধা ও রাধাই শ্রীকৃষ্ণ। যুগলের প্রেমচিহ্ন হল বংশী। আর রাধার প্রিয় সখী চন্দ্রাবলীও শ্রীকৃষ্ণ চরণের নখরূপ চন্দ্রগণের সেবায় আসক্ত থাকার জন্য 'চন্দ্রাবলী' নামে পরিচিত। ২-১৩

রূপান্তরমগৃহ্ণানা তয়োঃ সেবিতলালসা।

রুক্মিণ্যাদিসমাবেশো ময়াত্রৈব বিলোকিতঃ॥ ২-১৪

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ সেবায় তার অতি লালসা, পরম নিষ্ঠা; তাই সে অন্য কোনো রূপ ধারণ করে না। আমি এখানেই শ্রীরাধায় রুক্মিণী আদির সমাবেশ দেখেছি। ২-১৪

যুষ্মাকমপি কৃষ্ণেন বিরহো নৈব সর্বতঃ।

কিন্তু এবং ন জানীথ তস্মাদ্ ব্যাকুলতামিতাঃ॥ ২-১৫

তোমাদের সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণের সর্বাংশ বিয়োগ হয়নি। কিন্তু তোমরা এই রহস্যকে এইরূপে অবগত নও তাই এত ব্যাকুল হয়ে যাও। ২-১৫

এবমেবাত্র গোপীনামক্রূরাবসরে পুরা।

বিরহাভাস এবাসীদুদ্ধবেন সমাহিতঃ॥ ২-১৬

একইভাবে পূর্বেও যখন অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে নন্দগ্রাম থেকে মথুরা নিয়ে এসেছিলেন তখনও গোপীদের যে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের প্রতীতি হয়েছিল তাও বাস্তবিক বিরহ ছিল না কেবল বিরহের আভাসমাত্র ছিল। এই কথা যতদিন পর্যন্ত তারা জানত না ততদিন তাদের অতিশয় কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। তারপর যখন শ্রীউদ্ধব এসে তার সমাধান করলেন তখন তারা এই কথাকে বুঝতে পারলেন। ২-১৬

তেনৈব ভবতীনাং চেদ্ ভবেদত্র সমাগমঃ।

তর্হি নিত্যং স্বকান্তেন বিহারমপি লপ্স্যথ॥ ২-১৭

যদি তোমাদেরও শ্রীউদ্ধবের সাধুসঙ্গ লাভ হয়ে যায় তখন তোমরাও নিজ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্যবিহার করবার সুখ লাভ করবে। ২-১৭

BANGLADARSHAN.COM

সূত উবাচ

এবমুক্তাস্তু তাঃ পত্ন্যঃ প্রসন্নাং পুনরব্রুবন্।

উদ্ধবালোকনেনাত্মপ্রেষ্ঠসঙ্গমলালসাঃ॥ ২-১৮

শ্রীসূত বললেন—হে ঋষিগণ! যখন তিনি এইভাবে বোঝালেন তখন শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীগণ নিত্যপ্রসন্ন শ্রীযমুনাকে আবার বললেন। তখন তাদের হৃদয়ে যে কোনো উপায়ে শ্রীউদ্ধবের দর্শন লাভ করবার অতি উগ্র লালসা ছিল; তাঁরা তাঁদের প্রিয়তমের নিত্য সংযোগের সৌভাগ্য লাভ করবার আশায় ছিলেন। ২-১৮

শ্রীকৃষ্ণপত্ন্য ঊচুঃ

ধন্যাসি সখি কান্তেন যস্যা নৈবাস্তি বিচ্যুতিঃ।

যতস্তে স্বার্থসংসিদ্ধিস্তস্যা দাস্যো বভূবিম॥ ২-১৯

শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণ বললেন—হে সখী! ধন্য তোমার জীবন; কারণ তোমাকে কখনো নিজ প্রাণনাথের বিয়োগদুঃখ সহ্য করতে হয় না। যে শ্রীরাধার কৃপায় তোমার অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ হয়েছে এখন আমরাও তার দাসী হয়ে গেলাম। ২-১৯

পরন্তূদ্ধবলাভে স্যাদস্মৎসর্বার্থসাধনম্।

তথা বদস্ব কালিন্দি তল্লাভোঽপি যথা ভবেৎ॥ ২-২০

কিন্তু তুমি এইমাত্র বলেছ যে শ্রীউদ্ধবের দর্শন লাভ হলে আমাদেরও সকল মনোরথ পূর্তি হবে। তাই হে কালিন্দী! এই শ্রীউদ্ধবের দর্শন প্রাপ্তির দ্রুত উপায় আমাদের বলো। ২-২০

সূত উবাচ

এবমুক্তা তু কালিন্দী প্রত্যুবাচাথ তাস্তথা।

স্মরন্তী কৃষ্ণচন্দ্রস্য কলাঃ ষোড়শরূপিণীঃ॥ ২-২১

শ্রীসূত বললেন—যমুনা শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীদের কাছে এই কথা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ষোলো কলাকে স্মরণ করে বলতে শুরু করলেন। ২-২১

সাধনভূমির্বদরী ব্রজতা কৃষ্ণেন মন্ত্রিণে প্রোক্তা।

তত্রাস্তে স তু সাক্ষাত্তদ্বয়ুনং গ্রাহয়ঁল্লোকান্॥ ২-২২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বধাম প্রত্যাগমনের পূর্বে নিজ মন্ত্রী উদ্ধবকে বলেছিলেন—হে উদ্ধব! সাধনা করবার উত্তম ভূমি বদরীকাশ্রম। তাই নিজ সাধনা পূর্তি হেতু তুমি সেইখানে গমন করো। শ্রীভগবানের আজ্ঞানুসারে শ্রীউদ্ধব এখনও সাক্ষাৎ স্বরূপে বদরীকাশ্রমে বিরাজমান আছেন। সেই স্থানে গমনকারী জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের তিনি শ্রীভগবানের কাছ থেকে লাভ করা জ্ঞানোপদেশ সকল বিতরণ করে থাকেন। ২-২২

ফলভূমির্ব্রজভূমির্দত্তা তস্মৈ পুরৈব সরহস্যম্।

ফলমিহ তিরোহিতং সত্তদিহেদানীং স উদ্ধবোঽলক্ষ্যঃ॥ ২-২৩

সাধনফলরূপ হল এই ব্রজভূমি। সকল রহস্যসহ এই ভূমিও ভগবান পূর্বেই উদ্ধবকে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু এখান থেকে ভগবানের অন্তর্ধান হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে সেই যাগভূমি স্থূল দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেছে; তাই এখন এখানে উদ্ধব প্রত্যক্ষ রূপে দেখা দেন না। ২-২৩

গোবর্দ্ধনগিরিনিকটে সখীস্থলে তদ্রজঃকামঃ।

তত্রত্যাঙ্কুরবল্লীরূপেণাস্তে স উদ্ধবো নূনম্॥ ২-২৪

তবুও এক জায়গায় উদ্ধবের দর্শন লাভ হওয়া সম্ভব। গোবর্ধন পর্বতের নিকটে শ্রীভগবানের লীলাসহচরী গোপীদের বিহারস্থল; সেখানে তরুলতা ও অঙ্কুররূপে অবশ্যই শ্রীউদ্ধব নিবাস করেন। তরুলতারূপে তাঁর সেইখানে নিবাসের উদ্দেশ্য অবশ্যই শ্রীভগবানের প্রিয়তম গোপীদের চরণ রজ স্পর্শ লাভ করতে থাকা। ২-২৪

BANGLADARSHAN.COM

আত্মোৎসবরূপত্বং হরিণা তস্মৈ সমর্পিতং নিয়তম্।

তস্মাত্তত্র স্থিত্বা কুসুমসরঃপরিসরে সবজ্রাভিঃ॥ ২-২৫

শ্রীউদ্ধব সম্বন্ধে একটা কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, শ্রীভগবান তাঁকে নিজ উৎসবস্বরূপ প্রদান করেছেন। শ্রীভগবানের উৎসব শ্রীউদ্ধবের অঙ্গ; তিনি তার থেকে পৃথক থাকতে পারেন না। অতএব এইবার তোমরা বজ্রনাভকে সঙ্গে নিয়ে সেই স্থানে গমন করো এবং কুসুম সরোবরের কাছে নিবাস করো। ২-২৫

বীণাবেণুমৃদঙ্গৈঃ কীর্তনকাব্যাদিসরসসঙ্গীতৈঃ।

উৎসব আরব্ধব্যো হরিরতলোকান্ সমানায্য॥ ২-২৬

ভগবদ্ভক্তদের একত্র করে বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গ আদি বাদ্য সহযোগে শ্রীভগবানের নাম ও লীলা সংকীর্তন, ভগবান সম্বন্ধিত কাব্যকথা শ্রবণ ও ভগবদগুণগানে যুক্ত সরস-সংগীত দ্বারা এক মহান উৎসব আরম্ভ করো। ২-২৬

তত্রোদ্ধবাবলোকো ভবিতা নিয়তং মহোৎসবে বিততে।

যৌস্মাকীণামভিমতসিদ্ধিং সবিতা স এব সবিতানাম্॥ ২-২৭

এইভাবে যখন সেই মহান উৎসবের বিস্তার হবে তখন সুনিশ্চিতভাবে সেখানে শ্রীউদ্ধবের দর্শন লাভ হবে। তিনিই তোমাদের মনোরথ পূরণে সক্ষম হবেন। ২-২৭

সূত উবাচ

ইতি শ্রুত্বা প্রসন্নাস্তাঃ কালিন্দীমভিবন্দ্য তৎ।

কথয়ামাসুরাগত্য বজ্রং প্রতি পরীক্ষিতম্॥ ২-২৮

শ্রীসূত বললেন–শ্রীযমুনার কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণের রানিগণ অতি প্রসন্ন হলেন। তাঁরা শ্রীযমুনাকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং প্রত্যাগমন করে বজ্রনাভ ও পরীক্ষিৎকে সব কথা বললেন। ২-২৮

বিষ্ণুরাতস্তু তচ্ছুত্বা প্রসন্নস্তদ্‌যুতস্তদা।

তত্রৈবাগত্য তৎ সর্বং কারয়ামাস সত্বরম্॥ ২-২৯

সব কথা শুনে পরীক্ষিৎ অতি প্রসন্ন হলেন। তিনি বজ্রনাভ ও শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীদের সঙ্গে নিয়ে সেই স্থানে উপনীত হলেন ও শ্রীযমুনা নির্দেশিত কার্যসকল করতে শুরু করলেন। ২-২৯

গোবর্দ্ধনাদদূরেণ বৃন্দারণ্যে সখীস্থলে।

প্রবৃত্তঃ কুসুমাম্ভোধৌ কৃষ্ণসঙ্কীর্তনোৎসবঃ॥ ২-৩০

গোবর্ধনের নিকটে বৃন্দাবনের মধ্যে সখীদের বিহারস্থল, কুসুমসরোবরে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন উৎসবের সূচনা হল। ২-৩০

বৃষভানুসুতাকান্তবিহারে কীর্তনশ্রিয়া।

সাক্ষাদিব সমাবৃত্তে সর্বেঽনন্যদৃশোঽভবন্॥ ২-৩১

বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা ও তাঁর প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলাভূমি যখন সাক্ষাৎ সংকীর্তনে শোভামণ্ডিত হয়ে উঠল তখন সেই স্থানের ভক্তগণও একাগ্রচিত্ত হয়ে গেলেন; তাঁদের দৃষ্টি ও মনের বৃত্তি উৎসবানন্দে নিমজ্জিত হয়ে স্থির হয়ে রইল। ২-৩১

BANGLADARSHAN.COM

ততঃ পশ্যৎসু সর্বেষু তৃণগুল্মলতাচয়াৎ।

আজগামোদ্ধবঃ স্রগ্বী শ্যামঃ পীতাম্বরাবৃতঃ॥ ২-৩২

গুঞ্জামালাধরো গায়ন্ বল্লবীবল্লভং মুহুঃ।

তদাগমনতো রেজে ভৃশং সঙ্কীর্তনোৎসবঃ॥ ২-৩৩

চন্দ্রিকাগমতো যদ্বৎ স্ফাটিকাট্টালভূমণিঃ।

অথ সর্বে সুখাম্ভোধৌ মগ্নাঃ সর্বং বিসস্মরুঃ॥ ২-৩৪

তদনন্তর সকলের দৃষ্টিপথের সম্মুখেই বিস্তৃত তৃণ, গুল্ম ও লতাসকল থেকে আবির্ভূত শ্রীউদ্ধবের আগমন হল। তাঁর শ্যামল অঙ্গে পীতাম্বরের অপরূপ শোভা ছিল। তাঁর কণ্ঠে ছিল বনমালা ও গুঞ্জমালা। তিনি অবিরাম গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাগানে মত্ত হয়েছিলেন। শ্রীউদ্ধবের আগমনে সেই সংকীর্তনোৎসবের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেল। মনে হল যেন স্ফটিকমণি নির্মিত অট্টালিকার ছাদে চন্দ্রালোক পতিত হওয়ায় তার সৌন্দর্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সকলেই আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়ে অন্য সব কিছু ভুলে গেলেন ও ভাবে বিভোর হয়ে রইলেন। ২-৩২-৩৩-৩৪

ক্ষণেনাগতবিজ্ঞানা দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণরূপিণম্।

উদ্ধবং পূজয়াঞ্চক্রুঃ প্রতিলব্ধমনোরথাঃ॥ ২-৩৫

তাঁদের চেতনা দিব্যস্তরে উন্নীত হয়ে গিয়েছিল। ভাব প্রশমনে তাঁরা শ্রীউদ্ধবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে প্রত্যক্ষ করে আনন্দে পরিপূর্ণ হলেন। তাঁদের মনোরথ আজ পূর্ণ। শ্রীউদ্ধবকে যথাযোগ্য পূজা সেবা নিবেদন করে তাঁরা কৃতার্থ হলেন। ২-৩৫

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে গোবর্দ্ধনপর্বতসমীপে পরীক্ষিদাদীনামুদ্ধবদর্শনবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবত-পরম্পরা ও তাঁর মাহাত্ম্য এবং ভাগবত শ্রবণে শ্রোতাদের ভগবদধাম লাভ

BANGLADARSHAN.COM

সূত উবাচ

অথোদ্ধবস্তু তান্ দৃষ্ট্বা কৃষ্ণকীর্তনতৎপরান্।

সৎকৃত্যাথ পরিষ্বজ্য পরীক্ষিতমুবাচ হ॥ ৩-১

শ্রীসূত বললেন—সমবেত ভক্তদলকে শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সংকীর্তনে যুক্ত থাকতে দেখে শ্রীউদ্ধব তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। পরীক্ষিৎকে প্রেমালিঙ্গন দান করে শ্রীউদ্ধব বললেন। ৩-১

উদ্ধব উবাচ

ধন্যোঽসি রাজন্ কৃষ্ণৈকভক্ত্যা পূর্ণোঽসি নিত্যদা।

যস্ত্বং নিমগ্নচিত্তোঽসি কৃষ্ণসঙ্কীর্তনোৎসবে॥ ৩-২

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ-নামসংকীর্তন মহোৎসবে তোমাকে আত্মমগ্ন দেখে আমি আনন্দিত। তোমার হৃদয়ে যে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি বর্তমান তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। তুমি ধন্য! ৩-২

কৃষ্ণপত্নীষু বজ্রে চ দিষ্ট্যা প্রীতিঃ প্রবর্তিতা।

তবোচিতমিদং তাত কৃষ্ণদত্তাঙ্গবৈভব॥ ৩-৩

তোমার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীদের উপর ভক্তি ও বজ্রনাভের উপর প্রেমপ্রীতি আছে যা অতি সৌভাগ্যের প্রতীক। হে তাত! এ কর্ম তোমারই উপযুক্ত কর্ম। এমনই তো হওয়া স্বাভাবিক, কারণ শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং তোমাকে দেহ ও বৈভব –দুইই দিয়েছেন। তাঁর প্রপৌত্র তো তোমার প্রেমপ্রীতি পাবেই। ৩-৩

দ্বারকাস্থেষু সর্বেষু ধন্যা এতে ন সংশয়ঃ।

যেষাং ব্রজনিবাসায় পার্থমাদিষ্টবান্ প্রভুঃ॥ ৩-৪

দ্বারকার অল্প কিছু ব্যক্তিদের ব্রজে প্রতিষ্ঠিত করবার নির্দেশ তো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীঅর্জুনকে দিয়েছিলেন। ধন্য সেই সকল ব্যক্তিগণ! তাঁরা যে পরম সৌভাগ্যের অধিকারী তাতে আর সন্দেহ কোথায়! ৩-৪

শ্রীকৃষ্ণস্য মনশ্চন্দ্রো রাধাস্যপ্রভয়ান্বিতঃ।

তদ্বিহারবনং গোভির্মণ্ডয়ন্ রোচতে সদা॥ ৩-৫

শ্রীকৃষ্ণের মনরূপ চন্দ্র রাধার মুখের প্রভারূপ চন্দ্রালোকে যুক্ত হয়ে তাঁর লীলাভূমি বৃন্দাবনকে নিজ কিরণে সুশোভিত করে এখানে নিত্য প্রকাশমান থাকে। ৩-৫

কৃষ্ণচন্দ্রঃ সদা পূর্ণস্তস্য ষোড়শ যাঃ কলাঃ।

চিৎসহস্রপ্রভাভিন্না অত্রাস্তে তৎস্বরূপতা॥ ৩-৬

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিত্য পূর্ণচন্দ্র, প্রাকৃত চন্দ্রের ক্ষয়বৃদ্ধিরূপ বিকার তাতে অনুপস্থিত। তাঁর ষোলো কলা থেকে সহস্র সহস্র চিন্ময় কিরণ নির্গত হয় যা তাঁর বিভিন্ন ভেদের কারণ হয়ে থাকে। এই সকল কলাসম্পন্ন, নিত্য পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রজভূমিতে নিত্য বিরাজমান থাকেন। এই ব্রজভূমি ও তাঁর বাস্তব স্বরূপে বস্তুত কোনো প্রভেদই নেই। ৩-৬

এবং বজ্রস্তু রাজেন্দ্র প্রপন্নভয়ভঞ্জকঃ।

শ্রীকৃষ্ণদক্ষিণে পাদে স্থানমতেস্য বর্ততে॥ ৩-৭

হে রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ! এইরূপ বিচারে ব্রজবাসীগণ শ্রীভগবানের অঙ্গেই অবস্থান করেন। শরণাগতদের অভয় প্রদানকারী এই যে ব্রজগণ, তাঁদের স্থান শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণে। ৩-৭

BANGLADARSHAN.COM

অবতারেঽত্র কৃষ্ণেন যোগমায়াতিভাবিতাঃ।

তদ্বলেনাত্মবিস্মৃত্যা সীদন্ত্যেতে ন সংশয়ঃ॥ ৩-৮

এই কৃষ্ণাবতার শ্রীভগবান সকলকে নিজ যোগমায়ায় অভিভূত করে রেখেছেন যার প্রভাবে তাঁদের নিজ স্বরূপ বিস্মরণ হয়েছে। তাই তাঁরা নিত্য বিষাদগ্রস্ত থাকেন। এই কথা সত্য ও অভ্রান্ত বলা যেতে পারে। ৩-৮

ঋতে কৃষ্ণপ্রকাশং তু স্বাত্মবোধো ন কস্যচিৎ।

তৎপ্রকাশস্তু জীবানাং মায়য়া পিহিতঃ সদা॥ ৩-৯

শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ লাভ না করলে কারো পক্ষে নিজ স্বরূপের বোধলাভ সম্ভব হয় না। সকল জীবের অন্তঃকরণে যে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের প্রকাশ বর্তমান তার উপর নিত্য মায়ার আবরণ থাকে। ৩-৯

অষ্টাবিংশে দ্বাপরান্তে স্বয়মেব যদা হরিঃ।

উৎসারয়েন্নিজাং মায়াং তৎপ্রকাশো ভবেত্তদা॥ ৩-১০

অষ্টবিংশ দ্বাপরান্তে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই সকলের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে নিজ মায়ার আবরণ নিজেই সরিয়ে নেন তখন জীবসকল তাঁর প্রকাশ লাভ করতে সমর্থ হয়ে থাকে। ৩-১০

স তু কালো ব্যতিক্রান্তস্তেনেদমপরং শৃণু।

অন্যদা তৎপ্রকাশস্তু শ্রীমদ্ভাগবতাদ্ ভবেৎ॥ ৩-১১

সেই কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে, তাই তার কোনো সম্ভাবনা এখন নেই। সেই প্রকাশ প্রাপ্তির অবশ্যই এক ভিন্ন উপায় বর্তমান, যার কথা শুনে রাখো। অষ্টবিংশ দ্বাপর কাল ছাড়া অন্য সময়ে এই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের প্রকাশ লাভ করতে হলে শ্রীমদ্ভাগবতের সান্নিধ্য লাভ অতি আবশ্যক হয়ে থাকে। ৩-১১

শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং যত্র ভাগবতৈর্যদা।
কীর্ত্যতে শ্রূয়তে চাপি শ্রীকৃষ্ণস্তত্র নিশ্চিতম্॥ ৩-১২

শ্রীভগবানের ভক্ত যখনই কোথাও শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র সংকীর্তন ও শ্রবণ করেন তখন সেখানে অবশ্যই সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান থাকেন। ৩-১২

শ্রীমদ্ভাগবতং যত্র শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব চ।
তত্রাপি ভগবান্ কৃষ্ণো বল্লবীভির্বিরাজতে॥ ৩-১৩

যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক অথবা শ্লোকার্ধও পাঠ হয় সেখানেও শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয় বল্লবীদের সঙ্গে বিদ্যমান থাকেন। ৩-১৩

ভারতে মানবং জন্ম প্রাপ্য ভাগবতং ন যৈঃ।
শ্রুতং পাপাপরাধীনৈরাত্মঘাতস্তু তৈঃ কৃতঃ॥ ৩-১৪

এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেও যারা পাপাচারে যুক্ত থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে অনিচ্ছুক থাকে তাঁদের আচরণ তো আত্মহননের সমতুল্য। ৩-১৪

শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং নিত্যং যৈঃ পরিসেবিতম্।
পিতুর্মাতুশ্চ ভার্যায়াঃ কুলপঙ্‌ক্তিঃ সুতারিতা॥ ৩-১৫

যে সৌভাগ্যবানগণ নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র সেবন করেন, তাঁরা নিজ পিতৃকুল, মাতৃকুল ও পত্নীকুল–এই তিন কুলেরই সর্বাত্মক উদ্ধার সাধন করে থাকেন। ৩-১৫

বিদ্যাপ্রকাশো বিপ্রাণাং রাজ্ঞাং শত্রুজয়ো বিশাম্।
ধনং স্বাস্থ্যং চ শূদ্রাণাং শ্রীমদ্ভাগবতাদ্ ভবেৎ॥ ৩-১৬

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীমদ্ভাগবতের স্বাধ্যায় ও শ্রবণ করলে ব্রাহ্মণদের বিদ্যার প্রকাশ লাভ হয়, ক্ষত্রিয়দের শত্রুদের উপর বিজয় লাভ হয়। বৈশ্যদের ধন লাভ হয় ও শূদ্রদের সুস্বাস্থ্য লাভ হয়। ৩-১৬

যোষিতামপরেষাং চ সর্ববাঞ্ছিতপূরণম্।
অতো ভাগবতং নিত্যং কো ন সেবেত ভাগ্যবান্॥ ৩-১৭

নারী ও অন্ত্যজ আদিগণের কামনাও শ্রীমদ্ভাগবত দ্বারা পূর্ণ হয়ে থাকে। অতএব ভাগ্যবান পুরুষ মাত্রেই শ্রীমদ্ভাগবতের নিত্য সেবনে অবশ্যই সংলগ্ন থাকবেন। ৩-১৭

অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ শ্রীমদ্ভাগবতং লভেৎ।
প্রকাশো ভগবদ্ভক্তেরুদ্ভবস্তত্র জায়তে॥ ৩-১৮

বহুজন্মের সাধনান্তে মানব যখন পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করে তখন তার শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্তি হয়ে থাকে। ভাগবতে শ্রীভগবানের সান্নিধ্য লাভ হয়, ভগবদ্ভক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে। ৩-১৮

সাংখ্যায়নপ্রসাদাপ্তং শ্রীমদ্ভাগবতং পুরা।
বৃহস্পতির্দত্তবান্ মে তেনাহং কৃষ্ণবল্লভঃ॥ ৩-১৯

পুরাকালে সাংখ্যায়নের কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীবৃহস্পতি লাভ করেছিলেন এবং তিনি আমাকে প্রদান করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতই আমাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সখা স্তরে উন্নীত করেছে। ৩-১৯

আখ্যায়িকাং চ তেনোক্তাং বিষ্ণুরাত নিবোধ তাম্।
জ্ঞায়তে সম্প্রদায়োঽপি যত্র ভাগবতশ্রুতেঃ॥ ৩-২০

হে পরীক্ষিৎ! শ্রীবৃহস্পতি আমাকে এক আখ্যায়িকাও বলেছিলেন, তা তুমিও শুনে রাখো। এই আখ্যায়িকা থেকে শ্রীমদ্ভাগবত সম্প্রদায়ের ক্রমবিবর্তনও জানা যায়। ৩-২০

বৃহস্পতিরুবাচ

ঈক্ষাঞ্চক্রে যদা কৃষ্ণো মায়াপুরুষরূপধৃক্।
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চাপি রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ॥ ৩-২১
পুরুষাস্ত্রয় উত্তস্থুরধিকারাংস্তদাদিশৎ।
উৎপত্তৌ পালনে চৈব সংহারে প্রক্রমেণ তান্॥ ৩-২২

শ্রীবৃহস্পতি বলেছিলেন—নিজ মায়ার প্রভাবে পুরুষরূপ ধারণকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন সৃষ্টির সংকল্প করলেন তখন তাঁর দিব্যবিগ্রহ থেকে তিনজন পুরুষ আবির্ভূত হলেন। রজোগুণ প্রধান ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণপ্রধান বিষ্ণু ও তমোগুণপ্রধান রুদ্র সৃষ্ট হলেন। শ্রীভগবান এই তিনজনকে যথাক্রমে জগতের উৎপত্তি, পালন ও সংহার কার্যের দায়িত্ব প্রদান করলেন। ৩-২১-২২

ব্রহ্মা তু নাভিকমলাদুৎপন্নস্তং ব্যজিজ্ঞপৎ।

তখন ভগবানের নাভিকমল থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মা তাঁকে নিজ মনোভাব এইভাবে প্রকাশ করলেন।

ব্রহ্মোবাচ

নারায়ণাদিপুরুষ পরমাত্মন্ নমোঽস্তু তে॥ ৩-২৩

শ্রীব্রহ্মা বললেন—হে পরমাত্মা! আপনি 'নার' অর্থাৎ জল শয্যায় শয়ন করেন বলে 'নারায়ণ' রূপে পরিচিত। আপনিই সকলের আদি কারণ তাই আপনি আদিপুরুষ। আমি আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। ৩-২৩

BANGLADARSHAN.COM

ত্বয়া সর্গে নিযুক্তোঽস্মি পাপীয়ান্ মাং রজোগুণঃ।
ত্বৎস্মৃতৌ নৈব বাধেত তথৈব কৃপয়া প্রভো॥ ৩-২৪

হে প্রভু! আপনি আমাকে সৃষ্টিকর্মে নিযুক্ত করেছেন। আমি কিন্তু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি কারণ অতি বিষম পাপাত্মা রজোগুণ আপনার স্মৃতি-ধারণে এক বড় বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অতএব কৃপা করে এমন এক পথ বলে দিন যাতে আপনার স্মরণ মননও আমার সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকে। ৩-২৪

বৃহস্পতিরুবাচ

যদা তু ভগবাংস্তস্মৈ শ্রীমদ্ভাগবতং পুরা।
উপদিশ্যাব্রবীদ্ ব্রহ্মন্ সেবস্বৈনৎ স্বসিদ্ধয়ে॥ ৩-২৫

শ্রীবৃহস্পতি বললেন—শ্রীব্রহ্মার প্রার্থনা পূর্তি হেতু পুরাকালে শ্রীভগবান স্বয়ং নিজমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশামৃত তাঁকে দান করে বলেছিলেন—ব্রহ্মন্! তুমি তোমার মনোরথ সিদ্ধি হেতু নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত সেবনে যুক্ত থেকো। ৩-২৫

ব্রহ্মা তু পরমপ্রীতস্তেন কৃষ্ণাপ্তয়েঽনিশম্।
সপ্তাবরণভঙ্গায় সপ্তাহং সমবর্তয়ৎ॥ ৩-২৬

শ্রীব্রহ্মা শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ লাভ করে অতি প্রসন্ন হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রাপ্তি ও সপ্ত আবরণ ভঙ্গ করবার নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ পারায়ণ করলেন। ৩-২৬

শ্রীভাগবতসপ্তাহসেবনাপ্তমনোরথঃ।
সৃষ্টিং বিতনুতে নিত্যং সসপ্তাহঃ পুনঃ পুনঃ॥ ৩-২৭

সপ্তাহযজ্ঞবিধি অনুসারে সপ্তদিবস পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত সেবন করায় শ্রীব্রহ্মার সকল মনোরথ পূর্ণ হয়ে গেল। এরই প্রভাবে তিনি সদাসর্বদা ভগবদস্মরণ করে সৃষ্টির বিস্তার সাধন করতে থাকলেন। তাঁর সপ্তাহ যজ্ঞানুষ্ঠান বারংবার হতেই থাকল। ৩-২৭

বিষ্ণুরপ্যর্থয়ামাস পুমাংসং স্বার্থসিদ্ধয়ে।

প্রজানাং পালনে পুংসা যদনেনাপি কল্পিতঃ॥ ৩-২৮

শ্রীব্রহ্মার মতোই বিষ্ণুও নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি হেতু সেই পরমপুরুষ পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করলেন, কারণ সেই পুরুষোত্তম বিষ্ণুকেও প্রজা প্রতিপালনরূপ কর্মে নিযুক্ত করেছিলেন। ৩-২৮

বিষ্ণুরুবাচ

প্রজানাং পালনং দেব করিষ্যামি যথোচিতম্।

প্রবৃত্ত্যা চ নিবৃত্ত্যা চ কর্মজ্ঞানপ্রয়োজনাৎ॥ ৩-২৯

বিষ্ণু বললেন—হে দেব! আমি আপনার আজ্ঞায় কর্ম ও জ্ঞানোদ্দেশ্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দ্বারা সুষ্ঠুভাবে প্রজা প্রতিপালন করবার চেষ্টায় যুক্ত থাকব। ৩-২৯

যদা যদৈব কালেন ধর্মগ্লানির্ভবিষ্যতি।

ধর্মং সংস্থাপয়িষ্যামি হ্যবতারৈস্তদা তদা॥ ৩-৩০

কালের প্রভাবে যখনই ধর্মে গ্লানি অনুভূত হবে তখন আমি ধর্মসংস্থাপনার জন্য বহু অবতার রূপে আবির্ভূত হব। ৩-৩০

ভোগার্থিভ্যস্তু যজ্ঞাদিফলং দাস্যামি নিশ্চিতম্।

মোক্ষার্থিভ্যো বিরক্তেভ্যো মুক্তিং পঞ্চবিধাং তথা॥ ৩-৩১

ভোগের ইচ্ছা ধারণকারীদের আমি অবশ্যই তাদের কৃত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের ফল প্রদান করব এবং যারা সংসারবন্ধন থেকে মুক্তির অভিলাষী ও আচরণে ত্যাগী হবে তাদের ইচ্ছানুসারে পঞ্চ প্রকারের মুক্তিও প্রদান করব। ৩-৩১

যেঽপি মোক্ষং ন বাঞ্ছন্তি তান্ কথং পালয়াম্যহম্।

আত্মানং চ শ্রিয়ং চাপি পালয়ামি কথং বদ॥ ৩-৩২

কিন্তু যারা মোক্ষ আদৌ চায় না তাদের প্রতিপালন করা তো অতি দুরূহ কর্ম। আমি নিজের ও শ্রীলক্ষ্মীর প্রতিপালনই বা কেমন করে করব! তাও বুঝি না। আপনি এর একটা পথ আমাকে বলে দিন। ৩-৩২

তস্মা অপি পুমানাদ্যঃ শ্রীভাগবতমাদিশৎ।

উবাচ চ পঠস্বৈনত্তব সর্বার্থসিদ্ধয়ে॥ ৩-৩৩

বিষ্ণুর এই প্রার্থনা শুনে আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তাকেও শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ দিলেন ও বললেন—নিজ মনোরথ সিদ্ধি হেতু নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রপাঠে সংলগ্ন থেকো। ৩-৩৩

ততো বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা পরমার্থকপালনে।

সমর্থোঽভূচ্ছ্রিয়া মাসি মাসি ভাগবতং স্মরন্॥ ৩-৩৪

এই উপদেশ লাভ করে বিষ্ণুভগবান প্রসন্ন চিত্ত হয়ে গেলেন এবং তিনি প্রতি মাসে শ্রীলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত চিন্তন করতে শুরু করলেন। এইভাবে তাঁর পরমার্থ ও জগতের প্রতিপালন কার্য—দুইই সুষ্ঠুভাবে চলতে লাগল। ৩-৩৪

যদা বিষ্ণুঃ স্বয়ং বক্তা লক্ষ্মীশ্চ শ্রবণে রতা।

তদা ভাগবতশ্রাবো মাসেনৈব পুনঃ পুনঃ॥ ৩-৩৫

BANGLADARSHAN.COM

ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং বক্তা হলে শ্রীলক্ষ্মী তা প্রেমপ্রীতি সহকারে শ্রবণ করে থাকেন। তখন ভাগবত কথা শ্রবণ এক মাসেই সম্পূর্ণ হয়ে যেতে থাকল। ৩-৩৫

যদা লক্ষ্মীঃ স্বয়ং বক্ত্রী বিষ্ণুশ্চ শ্রবণে রতঃ।

মাসদ্বয়ং রসাস্বাদস্তদাতীব সুশোভতে॥ ৩-৩৬

কিন্তু যখন স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী বক্তা হন এবং বিষ্ণু শ্রোতারূপে থাকেন তখন ভাগবতকথার রসাস্বাদন দুই মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। সেই সময় ভাগবতকথার মাধুর্য অপরিসীম হয় ও তা অতীব শ্রুতিমধুর হয়ে থাকে। ৩-৩৬

অধিকারে স্থিতো বিষ্ণুর্লক্ষ্মীর্নিশ্চিন্তমানসা।

তেন ভাগবতাস্বাদস্তস্যা ভূরি প্রকাশতে॥ ৩-৩৭

অথ রুদ্রোঽপি তং দেবং সংহারাধিকৃতঃ পুরা।

পুমাংসং প্রার্থয়ামাস স্বসামর্থ্যবিবৃদ্ধয়ে॥ ৩-৩৮

এর কারণরূপে বলা যেতে পারে যে ভগবান বিষ্ণু অধিকারারূঢ় বলে তাঁকে জগতের প্রতিপালনের চিন্তা করতে হয় যা শ্রীলক্ষ্মীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়; তাই শ্রীলক্ষ্মীর হৃদয় নিশ্চিন্ত। অতএব শ্রীলক্ষ্মীর মুখে ভাগবতকথার রসাস্বাদন অধিক সরস হয়ে থাকে। অতঃপর রুদ্রও, যাঁকে ভগবান পূর্বেই সংহার কার্যে নিযুক্ত করেছেন, তিনিও নিজ সামর্থ্য বৃদ্ধি হেতু সেই পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করলেন। ৩-৩৭-৩৮

রুদ্র উবাচ

নিত্যে নৈমিত্তিকে চৈব সংহারে প্রাকৃতে তথা।

শক্তয়ো মম বিদ্যন্তে দেবদেব মম প্রভো॥ ৩-৩৯

আত্যন্তিকে তু সংহারে মম শক্তির্ন বিদ্যতে।

মহদ্দুঃখং মমৈতত্তু তেন ত্বাং প্রার্থয়াম্যহম্॥ ৩-৪০

রুদ্র বললেন—হে দেবাদিদেব প্রভু! আমার নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত সংহারের শক্তিসকল থাকলেও আত্যন্তিক সংহারের শক্তি আদৌ নেই। কথাটা মোটেই সুখের নয়। এই অপ্রতুলতা নিরসনে আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি। ৩-৩৯-৪০

বৃহস্পতিরুবাচ

শ্রীমদ্ভাগবতং তস্মা অপি নারায়ণো দদৌ।

স তু সংসেবনাদস্য জিগ্যে চাপি তমোগুণম্॥ ৩-৪১

কথা ভাগবতী তেন সেবিতা বর্ষমাত্রতঃ।

লয়ে ত্বাত্যন্তিকে তেনাবাপ শক্তিং সদাশিবঃ॥ ৩-৪২

শ্রীবৃহস্পতি বললেন—রুদ্রের প্রার্থনা শুনে নারায়ণ তাঁকেও শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ দিলেন। সদাশিব রুদ্র বাৎসরিক পারায়ণ অনুসারে এক বৎসরে ভাগবতকথা শ্রবণ করলেন। এই শ্রবণের ফলে তিনি তমোগুণের উপর নিয়ন্ত্রণ করলেন এবং আত্যন্তিক সংহার শক্তিও লাভ করলেন। ৩-৪১-৪২

উদ্ধব উবাচ

শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যমিমামাখ্যায়িকাং গুরোঃ।

শ্রুত্বা ভাগবতং লব্ধা মুমুদেঽহং প্রণম্য তম্॥ ৩-৪৩

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীউদ্ধব বললেন–শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধিত এই আখ্যায়িকা আমি আমার গুরু শ্রীবৃহস্পতির কাছ থেকে শ্রবণ করেছি। তাঁর কাছ থেকে ভাগবতের উপদেশ লাভ করে তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে আমি আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলাম। ৩-৪৩

ততস্তু বৈষ্ণবীং রীতিং গৃহীত্বা মাসমাত্রতঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদো ময়া সম্যঙ্নিষেবিতঃ॥ ৩-৪৪

অতঃপর ভগবান নারায়ণের বিধি অনুসারে আমিও এক মাস কাল উত্তমরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের রসাস্বাদন করি। ৩-৪৪

তাবতৈব বভূবাহং কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।

কৃষ্ণেনাথ নিযুক্তোঽহং ব্রজে স্বপ্রেয়সীগণে॥ ৩-৪৫

তাতেই আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সখার স্থান অর্জন করলাম। অতঃপর শ্রীভগবান আমাকে ব্রজে নিজ গোপীদের সেবায় নিযুক্ত করলেন। ৩-৪৫

বিরহার্ত্তাসু গোপীষু স্বয়ং নিত্যবিহারিণা।

শ্রীভাগবতসন্দেশো মন্মুখেন প্রয়োজিতঃ॥ ৩-৪৬

নিজ লীলাপরিকরদের সঙ্গে শ্রীভগবান সতত বিহার করে থাকেন। অতএব গোপীদের শ্রীকৃষ্ণবিয়োগ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ভ্রমবশত যখন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ বেদনায় কাতর হয়েছিলেন তখন শ্রীভগবান আমার মুখ থেকে তাঁদের ভাগবতের কথা শুনিয়েছিলেন। ৩-৪৬

তং যথামতি লব্ধ্বা তা আসন্ বিরহবর্জিতাঃ।

নাজ্ঞাসিষং রহস্যং তচ্চমৎকারস্তু লোকিতঃ॥ ৩-৪৭

ভাগবতের সারমর্ম নিজ বুদ্ধি অনুসারে গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ গোপীগণ বিরহবেদনা থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। তাই ভাগবতরহস্য সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম না হলেও আমি তার অলৌকিক ক্ষমতা অবশ্যই দেখেছি। ৩-৪৭

BANGLADARSHAN.COM

স্বর্বাসং প্রার্থ্য কৃষ্ণং চ ব্রহ্মাদ্যেষু গতেষু মে।

শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণস্তদ্রহস্যং স্বয়ং দদৌ॥ ৩-৪৮

পুরতোঽশ্বত্থমূলস্য চকার ময়ি তদ্ দৃঢ়ম্।

তেনাত্র ব্রজবল্লীষু বসামি বদরীং গতঃ॥ ৩-৪৯

বহুকাল পর যখন ব্রহ্মাদি দেবতাগণ শ্রীভগবানের কাছে এসে তাঁকে পরমধাম প্রত্যাগমনের প্রার্থনা করে গেলেন, তখন পিপুল বৃক্ষমূলে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে শ্রীভগবান সেই শ্রীমদ্ভাগবত বিষয়ক রহস্যকে উন্মীলন করলেন। আমার বুদ্ধিতে তার দৃঢ় প্রত্যয়ের আগমন হল। তারই প্রভাবে আমি বদরীকাশ্রমে নিবাস করেও এই ব্রজের লতাপাতাতেই নিবাস করি। ৩-৪৮-৪৯

তস্মান্নারদকুণ্ডেঽত্র তিষ্ঠামি স্বেচ্ছয়া সদা।

কৃষ্ণপ্রকাশো ভক্তানাং শ্রীমদ্ভাগবতাদ্ ভবেৎ॥ ৩-৫০

তারই প্রভাবে এই নারদকুণ্ডে স্বেচ্ছায় আমি নিত্য বিরাজমান থাকি। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের সার বস্তু লাভ করতে সক্ষম হন। ৩-৫০

তদেষামপি কার্যার্থং শ্রীমদ্ভাগবতং ত্বহম্।

প্রবক্ষ্যামি সহায়োঽত্র ত্বয়ৈবানুষ্ঠিতো ভবেৎ॥ ৩-৫১

সমবেত ভক্তগণের কার্য সিদ্ধি হেতু আমি এখানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করব; কিন্তু এই কার্যে তোমার সাহায্যও যে প্রয়োজন! ৩-৫১

সূত উবাচ

বিষ্ণুরাতস্তু শ্রুত্বা তদুদ্ধবং প্রণতোঽব্রবীৎ॥

শ্রীসূত বললেন—এইরূপ শুনে রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীউদ্ধবকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

পরীক্ষিদুবাচ

হরিদাস ত্বয়া কার্যং শ্রীভাগবতকীর্তনম্॥ ৩-৫২

শ্রীপরীক্ষিৎ বললেন—হে হরিদাস শ্রীউদ্ধব! আপনি নিশ্চিন্ত মনে শ্রীমদ্ভাগবত সংকীর্তন করুন। ৩-৫২

আজ্ঞাপ্যোঽহং যথা কার্যঃ সহায়োঽত্র ময়া তথা॥

আর আমার কী সাহায্য প্রয়োজন, বলুন।

সূত উবাচ

শ্রুত্বৈতদুদ্ধবো বাক্যমুবাচ প্রীতমানসঃ॥ ৩-৫৩

শ্রীসূত বললেন—পরীক্ষিতের কথা শুনে প্রসন্ন চিত্ত শ্রীউদ্ধব বললেন। ৩-৫৩

উদ্ধব উবাচ

শ্রীকৃষ্ণেন পরিত্যক্তে ভূতলে বলবান্ কলিঃ।

করিষ্যতি পরং বিঘ্নং সৎকার্যে সমুপস্থিতে॥ ৩-৫৪

শ্রীউদ্ধব বললেন—রাজন্! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বধাম গমনের পর থেকে এই পৃথিবীতে অতি বলবান কলিযুগের রাজত্বকাল শুরু হয়েছে। শুভানুষ্ঠান আরম্ভ হলেই বলবান কলি অবশ্যই বিঘ্ন সৃষ্টি করবার চেষ্টা করবে। ৩-৫৪

BANGLADARSHAN.COM

তস্মাদ্ দিগ্বিজয়ং যাহি কলিনিগ্রহমাচর।

অহং তু মাসমাত্রেণ বৈষ্ণবীং রীতিমাস্থিতঃ॥ ৩-৫৫

শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদং প্রচার্য ত্বৎসহায়তঃ।

এতান্ সম্প্রাপয়িষ্যামি নিত্যধাম্নি মধুদ্বিষঃ॥ ৩-৫৬

অতএব তুমি দিগ্‌বিজয় করতে প্রস্থান করো ও কলিযুগকে পরাস্ত করে নিয়ন্ত্রণ করো। বৈষ্ণবী রীতি অনুসরণ করে এইখানে আমি তোমার সাহায্যে একমাসকাল পর্যন্ত এই ভক্তদের শ্রীমদ্ভাগবতের রসাস্বাদন করাবার চেষ্টা করব। আর এইভাবে ভাগবত কথারস পরিবেশন করে শ্রোতাদের ভগবান মধুসূদনের গোলকধামে প্রেরণ করবার চেষ্টা করব। ৩-৫৫-৫৬

সূত উবাচ

শ্রুত্বৈবং তদ্বচো রাজা মুদিতশ্চিন্তয়াতুরঃ।

তদা বিজ্ঞাপয়ামাস স্বাভিপ্রায়ং তমুদ্ধবম্॥ ৩-৫৭

শ্রীসূত বললেন—রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীউদ্ধবের আদেশে কলিযুগকে বশীভূত করবার কথায় অতি প্রসন্নচিত্ত হলেন। তাঁর প্রসন্নতা ক্ষণস্থায়ী হল এই চিন্তা করে যে, দিগ্‌বিজয়ে গেলে তো তাঁকে ভাগবতকথা শ্রবণে বঞ্চিতই থাকতে হবে! তিনি চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়লেন এবং শ্রীউদ্ধবকে তাঁর অভিপ্রায় এইভাবে নিবেদন করলেন। ৩-৫৭

পরীক্ষিদুবাচ

কলিং তু নিগ্রহীষ্যামি তাত তে বচসি স্থিতঃ।

শ্রীভাগবতসম্প্রাপ্তিঃ কথং মম ভবিষ্যতি॥ ৩-৫৮

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে তাত! আপনার আদেশানুসারে আমি অতি শীঘ্র কলিযুগকে পরাস্ত করতে তৎপর অবশ্যই হব কিন্তু আমার শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্তি কেমন করে হবে? ৩-৫৮

অহং তু সমনুগ্রাহ্যস্তব পাদতলে শ্রিতঃ॥

আমিও আপনার শ্রীচরণে শরণাগত। তাই আমার উপরও আপনার অনুগ্রহ বর্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সূত উবাচ

শ্রুত্বৈতদ্ বচনং ভূয়োঽপ্যুদ্ধবস্তমুবাচ হ॥ ৩-৫৯

শ্রীসূত বললেন—তাঁর কথা শুনে শ্রীউদ্ধব আবার বললেন। ৩-৫৯

উদ্ধব উবাচ

রাজংশ্চিন্তা তু তে কাপি নৈব কার্যা কথঞ্চন।

তবৈব ভগবচ্ছাস্ত্রে যতো মুখ্যাধিকারিতা॥ ৩-৬০

শ্রীউদ্ধব বললেন—রাজন্! তোমার তো কোনো রকম চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই; কারণ এই ভাগবতশাস্ত্রের প্রধান অধিকারী প্রকৃতপক্ষে তো স্বয়ং তুমিই। ৩-৬০

BANGLADARSHAN.COM

এতাবৎ কালপর্যন্তং প্রায়ো ভাগবতশ্রুতেঃ।

বার্তামপি ন জানন্তি মনুষ্যাঃ কর্মতৎপরাঃ॥ ৩-৬১

সমস্যাজর্জরিত জনগণ সাংসারিক কর্মে এত বেশি সংলগ্ন যে প্রায়শ এখন তারা ভাগবত শ্রবণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও অবগত নয়। ৩-৬১

ত্বৎপ্রসাদেন বহবো মনুষ্যা ভারতাজিরে।

শ্রীমদ্ভাগবতপ্রাপ্তৌ সুখং প্রাপ্স্যন্তি শাশ্বতম্॥ ৩-৬২

তোমারই পুণ্যফলে এই ভারতবর্ষের অধিকাংশ জনগণ শ্রীমদ্ভাগবতকথা লাভ করে শাশ্বত সুখ উপভোগ করবে। ৩-৬২

নন্দনন্দনরূপস্তু শ্রীশুকো ভগবানৃষিঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতং তুভ্যং শ্রাবয়িষ্যত্যসংশয়ম্॥ ৩-৬৩

মহর্ষি ভগবান শ্রীশুকদেব স্বয়ং সাক্ষাৎ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। তিনিই তোমাকে শ্রীমদ্ভাগবতকথা শ্রবণ করাবেন। এই কথা সর্বতোভাবে সত্য বলেই জানবে। ৩-৬৩

তেন প্রাপ্স্যসি রাজংস্ত্বং নিত্যং ধাম ব্রজেশিতুঃ।

শ্রীভাগবতসঞ্চারস্ততো ভুবি ভবিষ্যতি॥ ৩-৬৪

রাজন্! সেই কথা শ্রবণ করে তুমি স্বয়ং ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম লাভ করবে। অতঃপর এই ধরাতলে শ্রীমদ্ভাগবত কথার প্রচার ও প্রসার হবে। ৩-৬৪

তস্মাত্ত্বং গচ্ছ রাজেন্দ্র কলিনিগ্রহমাচর॥

অতএব হে রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ! তুমি নিশ্চিন্তমনে গমন করো ও কলিযুগকে পরাস্ত করে বশীভূত করে নাও।

সূত উবাচ

ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য গতো রাজা দিশাং জয়ে॥ ৩-৬৫

শ্রীসূত বললেন—শ্রীউদ্ধবের কথনে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা পরীক্ষিৎ তাঁকে পরিক্রমা করে প্রণাম করলেন ও দিগ্‌বিজয়ের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন। ৩-৬৫

ব্রজস্তু নিজরাজ্যেশং প্রতিবাহুং বিধায় চ।

তত্রৈব মাতৃভিঃ সাকং তস্থৌ ভাগবতাশয়া॥ ৩-৬৬

এদিকে বজ্রও পুত্র প্রতিবাহুকে মথুরায় রাজারূপে অভিষিক্ত করে সেই স্থানে গমন করলেন যেখানে শ্রীউদ্ধবের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে মাতাগণও ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ইচ্ছায় তাঁরা সেইস্থানে বসবাস করতে লাগলেন। ৩-৬৬

অথ বৃন্দাবনে মাসং গোবর্ধনসমীপতঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদস্তূদ্ধবেন প্রবর্তিতঃ॥ ৩-৬৭

তদনন্তর শ্রীউদ্ধব বৃন্দাবনের গোবর্ধন পর্বত সমীপে এক মাস পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত কথামৃতের রসধারা প্রবাহিত করলেন। ৩-৬৭

তস্মিন্নাস্বাদ্যমানে তু সচ্চিদানন্দরূপিণী।

প্রচকাশে হরের্লীলা সর্বতঃ কৃষ্ণ এব চ॥ ৩-৬৮

রসাস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমী শ্রোতাদের শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময় লীলারও দর্শন হতে লাগল। তাঁরা সবকিছু শ্রীকৃষ্ণময় প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। ৩-৬৮

BANGLADARSHAN.COM

আত্মানং চ তদন্তঃস্থং সর্বেঽপি দদৃশুস্তদা।

বজ্রস্তু দক্ষিণে দৃষ্টা কৃষ্ণপাদসরোরুহে॥ ৩-৬৯

স্বাত্মানং কৃষ্ণবৈধুর্যান্মুক্তস্তদ্ভুব্যশোভত।

তাশ্চ তন্মাতরঃ কৃষ্ণে রাসরাত্রিপ্রকাশিনি॥ ৩-৭০

চন্দ্রে কলাপ্রভারূপমাত্মানং বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ।

স্বপ্রেষ্ঠবিরহব্যাধিবিমুক্তা স্বপদং যযুঃ॥ ৩-৭১

সমবেত শ্রোতৃগণ এও দেখলেন যে তাঁরা শ্রীভগবানের স্বরূপে অবস্থান করছেন। বজ্রনাভ দেখলেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পাদপদ্মে স্থান পেয়েছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিয়োগ-বিরহ থেকে মুক্ত হয়ে সেইস্থান সুশোভিত মনে করে কৃতার্থ হলেন। বজ্রনাভের রোহিণী আদি মাতাগণ রাস-রজনীতে প্রকাশিত পূর্ণচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে নিজেদের কলা ও প্রভারূপে প্রত্যক্ষ করে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁর প্রাণসম প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের বিরহ বেদনা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে শ্রীকৃষ্ণেরই পরমধামে প্রবিষ্ট হয়ে গেলেন। ৩-৬৯-৭০-৭১

যেঽন্যে চ তত্র তে সর্বে নিত্যলীলান্তরং গতাঃ।

ব্যবহারিকলোকেভ্যঃ সদ্যোঽদর্শনমাগতাঃ॥ ৩-৭২

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য শ্রোতাগণও শ্রীভগবানের নিত্য অন্তরঙ্গ লীলায় সংলগ্ন হয়ে ব্যবহারিক এই স্থূল জগৎ থেকে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। ৩-৭২

গোবর্ধননিকুঞ্জেষু গোষু বৃন্দাবনদিষু।

নিত্যং কৃষ্ণেন মোদন্তে দৃশ্যন্তে প্রেমতৎপরৈঃ॥ ৩-৭৩

তাঁরা সকলেই গোবর্ধন পর্বতের কুঞ্জকাননাদিতে, বৃন্দাবন-কাম্যবন আদি বনে এবং সেইখানকার ধেনুসকলের মধ্যে বিচরণরত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিচরণ করে অনন্ত আনন্দাভূতি লাভ করতে লাগলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিভোর ভক্তদের শ্রীভগবানের দর্শন লাভও হয়ে গেল। ৩-৭৩

সূত উবাচ

য এতাং ভগবৎপ্রাপ্তিং শৃণুয়াচ্চাপি কীর্তয়েৎ।
তস্য বৈ ভগবৎপ্রাপ্তির্দুঃখহানিশ্চ জায়তে॥ ৩-৭৪

শ্রীসূত বললেন—ভগবদপ্রাপ্তিকারী এই শ্রীমদ্ভাগবত কথা যাঁরা শ্রবণ ও কীর্তন করবেন তাঁদের শ্রীভগবান লাভ অবশ্যই হবে। তাঁদের দুঃখেরও অবসান সর্বকালের জন্য হয়ে যাবে। ৩-৭৪

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে পরীক্ষিদুদ্ধবসংবাদে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্য তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

BANGLADARSHAN.COM

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ, প্রমাণ, শ্রোতা ও বক্তার লক্ষণ, শ্রবণবিধি এবং মাহাত্ম্য

ঋষয় উচুঃ

সাধু সূত চিরং জীব চিরমেবং প্রশাধি নঃ।
শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যমপূর্বং ত্বন্মুখাচ্ছ্রুতম্॥ ৪-১

শৌনকাদি ঋষিগণ বললেন—হে শ্রীসূত! আপনি আমাদের এক অতি পুণ্যকথা শুনিয়েছেন। আপনার আয়ু পরিবর্ধিত হোক; আপনি চিরজীবী হয়ে অনন্তকাল পর্যন্ত এইরূপ উপদেশ আমাদের দিতে থাকুন। আজ আপনার শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব মাহাত্ম্য আমরা শ্রবণ করেছি। ৪-১

তৎস্বরূপং প্রমাণং চ বিধিং চ শ্রবণে বদ।
তদ্বক্তুর্লক্ষণং সূত শ্রোতুশ্চাপি বদাধুনা॥ ৪-২

হে শ্রীসূত! আমাদের এখন বলে দিন যে শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ কী? তার প্রমাণ তার শ্লোকসংখ্যা কত? কোন্ শ্রেষ্ঠ বিধি আচরণ করে তা শ্রবণ করা উচিত? আর শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা ও শ্রোতার লক্ষণ কী? আমরা বস্তুত জানতে চাই যে শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা ও শ্রোতা কেমন হওয়া উচিত। ৪-২

সূত উবাচ

শ্রীমদ্ভাগবতস্যাথ শ্রীমদ্ভাগবতঃ সদা।

স্বরূপমেকমেবাস্তি সচ্চিদানন্দলক্ষণম্॥ ৪-৩

শ্রীসূত বললেন—হে ঋষিগণ! শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ ও শ্রীভগবানের স্বরূপ এক এবং অভিন্ন। তা সচ্চিদানন্দময়। ৪-৩

শ্রীকৃষ্ণাসক্তভক্তানাং তন্মাধুর্যপ্রকাশকম্।

সমুজ্জৃম্ভতি যদ্বাক্যং বিদ্ধি ভাগবতং হি তৎ॥ ৪-৪

শ্রীকৃষ্ণ চিত্তে সংলগ্ন ভাবুক ভক্তহৃদয়ে যে সর্বোৎকৃষ্ট রসধারা শ্রীভগবানের মাধুর্যকে অভিব্যক্ত করে ও তার দিব্য রসাস্বাদন করায়, তাই শ্রীমদ্ভাগবত। ৪-৪

জ্ঞানবিজ্ঞানভক্ত্যঙ্গচতুষ্টয়পরং বচঃ।

মায়ামর্দনদক্ষং চ বিদ্ধি ভাগবতং চ তৎ॥ ৪-৫

যা বাক্য, বিজ্ঞান, ভক্তি এবং তাঁর অঙ্গসম্ভূত সাধনা চতুষ্টয়ের প্রকাশক ও যা মায়ামর্দন করতে সমর্থ, তাই শ্রীমদ্ভাগবত। ৪-৫

প্রমাণং তস্য কো বেদ হ্যনন্তস্যাক্ষরাত্মনঃ।

ব্রহ্মণে হরিণা তদ্দিক্ চতুঃশ্লোক্যা প্রদর্শিতা॥ ৪-৬

শ্রীমদ্ভাগবত অনন্ত, অক্ষরস্বরূপ; তার প্রমাণের কথা জানা কেমন করে সম্ভব হবে! পুরাকালে ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মাকে শ্লোকচতুষ্টয়ের মাধ্যমে তার দিগ্‌দর্শন করিয়েছিলেন মাত্র! ৪-৬

BANGLADARSHAN.COM

তদানন্ত্যাবগাহেন স্বেপ্সিতাবহনক্ষমাঃ।

ত এব সন্তি ভো বিপ্রা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ॥ ৪-৭

হে বিপ্রগণ! এই শ্রীমদ্ভাগবতের অতলস্পর্শী গভীরতায় ডুব দিয়ে কাম্য বস্তু আহরণ করে নেওয়ার ক্ষমতা কেবল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবেরই আছে, অন্য কারো নেই। ৪-৭

মিতবুদ্ধ্যাদিবৃত্তীনাং মনুষ্যাণাং হিতায় চ।

পরীক্ষিচ্ছুকসংবাদো যোঽসৌ ব্যাসেন কীর্তিতঃ॥ ৪-৮

গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো যোঽসৌ ভাগবতভিধঃ।

কলিগ্রাহগৃহীতানাং স এব পরমাশ্রয়ঃ॥ ৪-৯

কিন্তু যাঁরা পরিমিত বুদ্ধি, তাঁদের হিতার্থে শ্রীব্যাসদেবের দ্বারা পরীক্ষিৎ ও শ্রীশুকদেবের সংবাদরূপে যা বর্ণিত হয়েছে তারই নাম শ্রীমদ্ভাগবত। সেই গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র। এই ভবসাগের যে প্রাণিগণ কলিরূপ মকর থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত তাদের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতই সর্বোত্তম আশ্রয়স্থল। ৪-৮-৯

শ্রোতারোঽথ নিরূপ্যন্তে শ্রীমদ্বিষ্ণুকথাশ্রয়াঃ।

প্রবরা অবরাশ্চেতি শ্রোতারো দ্বিবিধা মতাঃ॥ ৪-১০

এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীর আশ্রিত শ্রোতাদের বর্ণনা করছি। শ্রোতা দুই রকমের হয়ে থাকে উত্তম আর অধম। ৪-১০

প্রবরাশ্চাতকো হংসঃ শুকো মীনাদয়স্তথা।

অবরা বৃকভূরুণ্ডবৃষোষ্ট্রাদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥ ৪-১১

উত্তম শ্রোতাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ বর্তমান—যেমন চাতক, হংস, শুক, মীন আদি। একইভাবে অধম শ্রোতাদের মধ্যে বহু শ্রেণীবিভাগ বর্তমান যেমন বৃক, ভূরুণ্ড, বৃষ, উষ্ট্র আদি। ৪-১১

অখিলোপেক্ষয়া যস্তু কৃষ্ণশাস্ত্রশ্রুতৌ ব্রতী।

স চাতকো যথাম্ভোদমুক্তে পাথসি চাতকঃ॥ ৪-১২

‘চাতক’ বলে পাপিয়াকে। তার স্পৃহা কেবল বাদলবর্ষজনিত বারিধারায় থাকে; সে অন্য জল স্পর্শও করে না। সমভাবে যে শ্রোতা অন্য সব ত্যাগ করে কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধিত শাস্ত্র শ্রবণের ব্রত গ্রহণ করে তাকে ‘চাতক’ বলা হয়ে থাকে। ৪-১২

হংসঃ স্যাৎ সারমাদত্তে যঃ শ্রোতা বিবিধাচ্ছ্রুতাৎ।

দুগ্ধেনৈক্যং গতাত্তোয়াদ্ যথা হংসোঽমলং পয়ঃ॥ ৪-১৩

হংস জলমিশ্রিত দুগ্ধ থেকে কেবল দুগ্ধ গ্রহণ করে ও জল ত্যাগ করে। সমভাবে যে শ্রোতা বহু শাস্ত্র শ্রবণ করে কেবল তার সারবস্তু ধারণ করে তাকে ‘হংস’ বলা হয়ে থাকে। ৪-১৩

শুকঃ সুষ্ঠু মিতং ব্যক্তি ব্যাসং শ্রোতৃংশ্চ হর্ষয়ন্।

সুপাঠিতঃ শুকো যদ্বচ্ছিক্ষকং পার্শ্বগানপি॥ ৪-১৪

উত্তমরূপে শিক্ষিত ‘শুক’ তার মধুর বাণীদ্বারা শিক্ষক ও আগমনকারী অন্যান্য ব্যক্তিদের আনন্দদান করে থাকে। সমভাবে যে শ্রোতা কথক ব্যাসের মুখে উপদেশাদি শ্রবণ করে তা সুন্দর ও পরিমিত ভাষায় পুনঃ প্রচার করে ব্যাস ও অন্যান্য শ্রোতাদের পরমআনন্দ প্রদান করে তাকে ‘শুক’ বলে। ৪-১৪

শব্দং নানিমিষো জাতু করোত্যাস্বাদয়ন্ রসম্।

শ্রোতা স্নিগ্ধো ভবেন্মীনো মীনঃ ক্ষীরনিধৌ যথা॥ ৪-১৫

ক্ষীরসাগরে মীন মৌন থেকে অপলক দৃষ্টি রেখে সদা দুগ্ধ পানে রত থাকে। সমভাবে যে কথা শ্রবণকালে অনিমিষ নয়নে কোনে কথা না বলে সদাই কথা রসাস্বাদন করে যেতেই থাকে, তাকে প্রেমী ‘মীন’ শ্রোতা বলে। ৪-১৫

BANGLADARSHAN.COM

যস্তুদন্ রসিকাঞ্ছ্রোতৄন বিরৌত্যজ্ঞো বৃকো হি সঃ।

বেণুস্বনরসাসক্তান্ বৃকোঽরণ্যে মৃগান্ যথা॥ ৪-১৬

‘বৃক’ মানে নেকড়ে বাঘ। বেণুর সুমধুর শব্দ শুনে যখন মৃগকুল শান্ত হয়ে তা শ্রবণ করে, তখন নেকড়ে বাঘ তাদের ভয় দেখানোর জন্য ভীষণ গর্জন করে থাকে। সমভাবে যে মূর্খ, কথা শ্রবণকালে রসিক শ্রোতাদের বিরক্ত করবার জন্য মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা বলতে শুরু করে তাকে ‘বৃক’ বলে। ৪-১৬

ভূরুণ্ডঃ শিক্ষয়েদন্যাঞ্ছ্রুত্বা ন স্বয়মাচরেৎ।

যথা হিমবতঃ শৃঙ্গে ভূরুণ্ডাখ্যো বিহঙ্গমঃ॥ ৪-১৭

হিমালয় পর্বত শিখরে ভূরুণ্ড জাতির পক্ষী দেখা যায়। শিক্ষাপ্রদ কথা শুনে ভূরুণ্ড তা কপচাতে থাকে কিন্তু তার তাতে কোনো লাভ আদৌ হয় না। সমভাবে যে শিক্ষাপ্রদ কথা শ্রবণ করে তা অন্য লোকেদের বলে কিন্তু নিজে তা আচরণ করে না তেমন শ্রোতাকে ‘ভূরুণ্ড’ বলা হয়। ৪-১৭

সর্বং শ্রুতমুপাদত্তে সারাসারান্ধধীর্বৃষঃ।

স্বাদুদ্রাক্ষাং খলিং চাপি নির্বিশেষং যথা বৃষঃ॥ ৪-১৮

‘বৃষ’ মানে ষাঁড়। তার সম্মুখে সুমিষ্ট আঙুর ফল থাক অথবা কষাটে জাবনা, সে দুটোকেই এক মনে করে ভক্ষণ করে। সমভাবে যে শ্রবণ করা সকল কথা গ্রহণ করে কিন্তু সার-অসার বিবেচনা বুদ্ধি বিরহিত হয়, তাকে ‘বৃষ’ বলে। ৪-১৮

স উষ্ট্রো মধুরং মুঞ্চন্ বিপরীতে রমেত যঃ।

যথা নিম্বং চরত্যুষ্ট্রো হিত্বাম্রমপি তদ্‌যুতম্॥ ৪-১৯

উষ্ট্র অর্থাৎ উট মাধুর্যযুক্ত আম না খেয়ে নিমপাতা ভক্ষণ করে থাকে। সমভাবে যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের মধুর কথা ছেড়ে সাংসারিক কথাবার্তাতেই আনন্দ লাভ করবার চেষ্টায় রত থাকে তাকে 'উষ্ট্র' শ্রোতা বলে। ৪-১৯

অন্যেঽপি বহবো ভেদা দ্বয়োর্ভৃঙ্গখরাদয়ঃ।
বিজ্ঞেয়াস্তত্তদাচারৈস্তত্তৎপ্রকৃতিসম্ভবৈঃ॥ ৪-২০

এইখানে অল্প কিছু শ্রেণীবিভাগ আলোচিত হল। এ ছাড়া উত্তম-অধম দুই রকমের শ্রোতাদের মধ্যে ভ্রমর, গর্দভ আদি বহু শ্রেণীবিভাগ বর্তমান। এই শ্রেণীবিভাগকে শ্রোতাদের স্বাভাবিক আচরণ-ব্যবহারের মাধ্যমে বিচার করে দেখা উচিত। ৪-২০

যঃ স্থিত্বাভিমুখং প্রণম্য বিধিবৎত্যক্তান্যবাদো হরের্লীলাঃ
শ্রোতুমভীপ্সতেঽতিনিপুণো নম্রোঽথ ক্লৃপ্তাঞ্জলিঃ।
শিষ্যো বিশ্বসিতোঽনুচিন্তনপরঃ প্রশ্নেঽনুরক্তঃ শুচির্নিত্যং
কৃষ্ণজনপ্রিয়ো নিগদিতঃ শ্রোতা স বৈ বক্তৃভিঃ॥ ৪-২১

বক্তার সম্মুখে তাঁকে বিধি অনুসারে প্রণাম নিবেদন করে উপবেশন করা, সাংসারিক কথা না বলে শ্রীভগবানের লীলাকথা শ্রবণের ইচ্ছা পোষণ করা, বুঝতে পারঙ্গম, নম্র, জোড়হস্ত, শিষ্যভাবে উপদেশ সকল গ্রহণ করা, অন্তরে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ধারণ করা, কোনো কথা না বুঝতে পারলে পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করা, পবিত্রভাবে থাকা ও শ্রীকৃষ্ণভক্তদের উপর নিত্য প্রেম ধারণ করা—বক্তাগণ এরূপ শ্রোতাদের উত্তম শ্রোতা বলে থাকেন। ৪-২১

ভগবন্মতিরনপেক্ষঃ সুহৃদো দীনেষু সানুকম্পো যঃ।
বহুধা বোধনচতুরো বক্তা সম্মানিতো মুনিভিঃ॥ ৪-২২

এইবার সুবক্তার লক্ষণ শুনে রাখো। শ্রীভগবানে নিত্যযুক্ত মন, বস্তুকামনা বিরহিত, সর্বসুহৃদ, দীনদরিদ্র ব্যক্তিদের উপর দয়াশীল ও বহু যুক্তি সহকারে তত্ত্বকথা বোধ প্রদানে সুচতুর বক্তা, সুবক্তারূপে পরিচিত হয়ে থাকেন। তাঁদের মুনিগণও সম্মান প্রদর্শন করেন। ৪-২২

BANGLADARSHAN.COM

অথ ভারতভূস্থানে শ্রীভাগবতসেবনে।
বিধিং শৃণুত ভো বিপ্রা যেন স্যাৎ সুখসন্ততিঃ॥ ৪-২৩

হে বিপ্রগণ! আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষে শ্রীমদ্ভাগবত সেবনের যে সর্বোৎকৃষ্ট বিধি প্রচলিত আছে তা বলছি; আপনারা শুনুন। সুখ পরম্পরা বিস্তারে এই বিধি অতুলনীয়। ৪-২৩

রাজসং সাত্ত্বিকং চাপি তামসং নির্গুণং তথা।
চতুর্বিধং তু বিজ্ঞেয় শ্রীভাগবতসেবনম্॥ ৪-২৪

শ্রীমদ্ভাগবত সেবন চারভাবে হয়ে থাকে—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ও নির্গুণ। ৪-২৪

সপ্তাহং যজ্ঞবদ্ যত্তু সশ্রমং সত্বরং মুদা।
সেবিতং রাজসং তত্তু বহুপূজাদিশোভনম্॥ ৪-২৫

প্রসন্নতা সহকারে 'রাজসিক' শ্রীমদ্ভাগবত সেবনের লক্ষণসকল এইরূপ—যজ্ঞ সম্পাদনের ন্যায় প্রস্তুতি, পূজাসামগ্রীসকল আয়োজনে অত্যধিক জাঁকজমক প্রদর্শন, অত্যধিক পরিশ্রম করে উদ্বিগ্ন চিত্তে সপ্ত দিবসেই সমাপন আদি। ৪-২৫

মাসেন ঋতুনা বাপি শ্রবণং স্বাদসংযুতম্।
সাত্ত্বিকং যদনায়াসং সমস্তানন্দবর্ধনম্॥ ৪-২৬

'সাত্ত্বিক' শ্রীমদ্ভাগবত সেবনের লক্ষণ এইরূপ হয়ে থাকে—এক বা দুই মাসকাল ধরে ধীরে ধীরে কথার রসাস্বাদন করা, শ্রবণকালে অহেতুক বা পরিশ্রম করে শক্তিক্ষয় থেকে বিরত থাকা, পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করাই আসল উদ্দেশ্য—এই কথা মনে রাখা ইত্যাদি। ৪-২৬

তামসং যত্তু বর্ষেণ সালসং শ্রদ্ধয়া যুতম্।

বিস্মৃতিস্মৃতিসংযুক্তং সেবনং তচ্চ সৌখ্যদম্॥ ৪-২৭

‘তামসিক’ শ্রীমদ্ভাগবত সেবনের লক্ষণ এইরূপ হয়ে থাকে—ধারাবাহিকতার অভাবদুষ্ট অর্থাৎ প্রমাদবশত মাঝে-মধ্যে বিরাম ঘটিয়ে আবার সুযোগমতো আরম্ভ করা। তাৎপর্য হল যে আলস্য ও অশ্রদ্ধাযুক্ত থেকে শ্রবণকাল এক বৎসর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা। এই ‘তামস’ ভাগবত শ্রবণও না-শোনা থেকে ভালো এবং পরিণামে তাও সুখ প্রদানকারী হয়ে থাকে। ৪-২৭

বর্ষমাসদিনানাং তু বিমুচ্য নিয়মাগ্রহম্।

সর্বদা প্রেমভক্ত্যৈব সেবনং নির্গুণং মতম্॥ ৪-২৮

যখন প্রেম ও ভক্তি সহকারে বৎসর, মাস, দিন আদির বন্ধন থেকে মুক্ত থেকে শ্রীমদ্ভাগবত সেবন করা হয় তখন সেই সেবনকে ‘নির্গুণ’ সেবন বলা হয়। ৪-২৮

পারীক্ষিতেঽপি সংবাদে নির্গুণং তৎ প্রকীর্তিতম্।

তত্র সপ্তদিনাখ্যানং তদায়ুর্দিনসংখ্যয়া॥ ৪-২৯

রাজা পরীক্ষিৎ! শ্রীশুকদেবের সংবাদে যে শ্রীমদ্ভাগবত সেবনের উল্লেখ আছে তাকে নির্গুণ সেবনেই বলা হয়ে থাকে। সাত দিনে শ্রীমদ্ভাগবত সেবনের তাৎপর্য হল এই যে রাজা পরীক্ষিতের পরমায়ু সাত দিন মাত্র অবশিষ্ট ছিল। এখানে সপ্তাহ-কথা নিয়ম পালনের প্রশ্ন নিরর্থক। ৪-২৯

অন্যত্র ত্রিগুণং চাপি নির্গুণং চ যথেচ্ছয়া।

যথা কথঞ্চিৎ কর্তব্যং সেবনং ভগবচ্ছুতেঃ॥ ৪-৩০

ভারতবর্ষ বহির্ভূত অন্যান্য স্থানেও শ্রীমদ্ভাগবতের সেবন ত্রিগুণ অথবা নির্গুণ যে কোনো ভাবে নিজের রুচি অনুসারে হওয়া উচিত। তাৎপর্য হল, যে কোনো উপায়েই হোক না কেন শ্রীমদ্ভাগবতের সেবন, শ্রবণ একান্তই প্রয়োজন। ৪-৩০

BANGLADARSHAN.COM

যে শ্রীকৃষ্ণবিহারৈকভজনাস্বাদলোলুপাঃ।

মুক্তাবপি নিরাকাঙ্ক্ষাস্তেষাং ভাগবতং ধনম্॥ ৪-৩১

যে কেবল শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণ-সংকীর্তন ও রসাস্বাদনে স্পৃহা রাখে, এমনকি মোক্ষেরও স্পৃহা ধারণ করে না, তার পক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতই এক বিশাল সম্পদসম। ৪-৩১

যেঽপি সংসারসন্তাপনির্বিণ্ণা মোক্ষকাঙ্ক্ষিণঃ।

তেষাং ভবৌষধং চৈতৎ কলৌ সেব্যং প্রযত্নতঃ॥ ৪-৩২

এবং যে সাংসারিক দুঃখে কাতর হয়ে নিজের মুক্তি কামনা করে, তারজন্য এই শ্রীমদ্ভাগবত ভবরোগের ঔষধি-সম। অতএব কলিকালে উত্তমরূপে শ্রীমদ্ভাগবত সেবন করাতেই কল্যাণ বিহিত। ৪-৩২

যে চাপি বিষয়ারামাঃ সাংসারিকসুখস্পৃহাঃ।

তেষাং তু কর্মমার্গেণ যা সিদ্ধিঃ সাধুনা কলৌ॥ ৪-৩৩

সামর্থ্যধনবিজ্ঞানাভাবাদত্যন্তদুর্লভা।

তস্মাত্তৈরপি সংসেব্যা শ্রীমদ্ভাগবতী কথা॥ ৪-৩৪

আর কলিযুগে বিষয়াসক্ত জীবের পক্ষে সুখ ভোগের বাসনা ধারণ করাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু কর্মপথ অবলম্বন করবার সামর্থ্য, সম্পদ ও শাস্ত্রজ্ঞানই বা তাদের কোথায়, যার দ্বারা তারা সিদ্ধিলাভ করতে পারে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতকথা সেবন দ্বারা সিদ্ধিলাভ করবার পথই তাদের পক্ষে প্রযোজ্য। ৪-৩৩-৩৪

ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ বাহনাদি যশো গৃহান্।

অসাপত্ন্যং চ রাজ্যং চ দদ্যাদ্ ভাগবতী কথা॥ ৪-৩৫

এই শ্রীমদ্ভাগবতকথা তাদের স্ত্রী, পুত্র, সম্পদ, হস্তী-অশ্বাদি বাহন, যশ, বাসস্থান ও নিষ্কণ্টক রাজত্ব দানেও সক্ষম। ৪-৩৫

ইহ লোকে বরান্ ভুক্ত্বা ভোগান্ বৈ মনসেপ্সিতান্।

শ্রীভাগবতসঙ্গেন যাত্যন্তে শ্রীহরেঃ পদম্॥ ৪-৩৬

আধার সকাম হলেও যদি ভাগবত আশ্রিত হয়, সে দেহধারণকালে এই জগতের বস্তুসকলকে উপভোগ করে আর দেহান্তে শ্রীমদ্ভাগবতের সান্নিধ্যলাভ হেতু শ্রীহরির পরমধাম লাভ করতে সক্ষম হয়। ৪-৩৬

যত্র ভাগবতী বার্তা যে চ তচ্ছ্রবণে রতাঃ।

তেষাং সংসেবনং কুর্যাদ্ দেহেন চ ধনেন চ॥ ৪-৩৭

ভাগবত কথার আয়োজক ও শ্রোতাদের কায়িক ও আর্থিক সেবা সাহায্য করা ভক্তদের অবশ্য কর্তব্য। ৪-৩৭

তদনুগ্রহতোঽস্যাপি শ্রীভাগবতসেবনম্।

শ্রীকৃষ্ণব্যতিরিক্তং যত্তৎ সর্বং ধনসংজ্ঞিতম্॥ ৪-৩৮

শ্রীহরির কৃপায় সেবা-সাহায্যে যুক্ত ব্যক্তিগণও শ্রীমদ্ভাগবত সেবনের পুণ্য লাভ করে থাকেন। কামনা হয় দুই প্রকারের –শ্রীকৃষ্ণলাভ অথবা সম্পদের। শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য সকল বস্তুই সম্পদের অন্তর্গত হয়ে থাকে। ৪-৩৮

কৃষ্ণার্থীতি ধনার্থীতি শ্রোতা বক্তা দ্বিধা মতঃ।

যথা বক্তা তথা শ্রোতা তত্র সৌখ্যং বিবর্ধতে॥ ৪-৩৯

শ্রোতা ও বক্তা উভয়ই দুই প্রকারের হয়–কেউ শ্রীকৃষ্ণ কামনা করে আর কেউ সম্পদ কামনা করে। শ্রোতা ও বক্তা সমগোত্র হলে কথায় রসাস্বাদন হয়ে থাকে। এই অবস্থায় সুখবৃদ্ধি লাভ হওয়াই স্বাভাবিক। ৪-৩৯

BANGLADARSHAN.COM

উভয়োর্বৈপরীত্যে তু রসাভাসে ফলচ্যুতিঃ।

কিন্তু কৃষ্ণার্থিনাং সিদ্ধির্বিলম্বেনাপি জায়তে॥ ৪-৪০

যদি শ্রোতা ও বক্তার শ্রেণী ভিন্ন হয় তখন রসাভাব হয়ে থাকে, তাতে ফলবিচ্যুতি হয়। কিন্তু বিলম্ব হলেও শ্রীকৃষ্ণলাভের কামনাযুক্ত বক্তা ও শ্রোতার সুফল লাভ অবশ্যই হয়। ৪-৪০

ধনার্থিনস্তু সংসিদ্ধির্বিধিসম্পূর্ণতাবশাৎ।

কৃষ্ণার্থিনোঽগুণস্যাপি প্রেমৈব বিধিরুত্তমঃ॥ ৪-৪১

কিন্তু সম্পদ কামনাযুক্ত ব্যক্তির সিদ্ধিলাভের জন্য প্রধান শর্ত হল যে, অনুষ্ঠান বিধি-বিধান অনুসারে সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কামনাযুক্ত ব্যক্তি সর্বতোভাবে গুণবিরহিত হলেও এবং তার বিধিবিধানে অসম্পূর্ণতা থেকে গেলেও যদি তার হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ থাকে, তবে তার পক্ষে এই প্রেমই হল সর্বোত্তম বিধি। ৪-৪১

আসমাপ্তি সকামেন কর্ত্তব্যো হি বিধিঃ স্বয়ম্।

স্নাতো নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা প্রাশ্য পাদোদকং হরেঃ॥ ৪-৪২

পুস্তকং চ গুরুং চৈব পূজয়িত্বোপচারতঃ।

ব্রূয়াদ্ বা শৃণুয়াদ্ বাপি শ্রীমদ্ভাগবতং মুদা॥ ৪-৪৩

সকাম ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতকথা সমাপন দিবস পর্যন্ত স্বয়ং অতি সতর্ক থেকে সকল বিধির উত্তমরূপে পালন করবে। নিত্য প্রাতঃকালে স্নান করে নিত্যকর্ম করা। অতঃপর শ্রীভগবানের চরণামৃত ধারণ করে পূজাসামগ্রী সহযোগে শ্রীমদ্ভাগবত ও গুরুদেবের পূজা করা। অতঃপর অতি প্রসন্নচিত্তে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা স্বয়ং পাঠ করা অথবা শ্রবণ করা। ৪-৪২-৪৩

পয়সা বা হবিষ্যেণ মৌনং ভোজনমাচরেৎ।

ব্রহ্মচর্যমধঃসুপ্তিং ক্রোধলোভদিবর্জনম্॥ ৪-৪৪

মৌনভাবে দুগ্ধ অথবা ক্ষীর গ্রহণ করা। নিত্য ব্রহ্মচর্য পালন ও ভূমিতে শয়ন করা, ক্রোধ এবং লোভ আদি ত্যাগ করা। ৪-৪৪

কথান্তে কীর্ত্তনং নিত্যং সমাপ্তৌ জাগরং চরেৎ।

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু দক্ষিণাভিঃ প্রতোষয়েৎ॥ ৪-৪৫

নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত-কথা সমাপন হলে নামসংকীর্তন করা ও পারায়ণের সমাপ্তিতে রাত্রি জাগরণ করা। সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে তাঁদের দক্ষিণা দান করে সন্তুষ্ট করা। ৪-৪৫

গুরবে বস্ত্রভূষাদি দত্ত্বা গাং চ সমর্পয়েৎ।

এবং কৃতে বিধানে তু লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্॥ ৪-৪৬

দারাগারসুতান্ রাজ্যং ধনাদি চ যদীপ্সিতম্।

পরংতু শোভতে নাত্র সকামত্বং বিড়ম্বনম্॥ ৪-৪৭

কথক গুরুদেবকে বস্ত্র, আভরণ দান ও ধেনু অর্পণ করে সম্মান প্রদর্শন করা কর্তব্য। এই বিধি অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা পাঠ আয়োজন করলে স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, রাজ্য ও সম্পদাদি অভীষ্ট বস্তুসকল লাভ হয়ে থাকে; মনোবাঞ্ছা পূরণে এই পথ অতুলনীয়। কিন্তু সকাম শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের আয়োজন একটি বিড়ম্বনা মাত্র; ভাগবত কথায় সকাম চিন্তা যে অশোভনীয়। ৪-৪৬-৪৭

কৃষ্ণপ্রাপ্তিকরং শশ্বৎ প্রেমানন্দফলপ্রদম্।

শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং কলৌ কীরেণ ভাষিতম্॥ ৪-৪৮

শ্রীশুকদেবকথিত এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র তো সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিকে সহায়ক; কলিযুগে তা শাশ্বত প্রেমানন্দ-রূপ ফল প্রদান করে থাকে। ৪-৪৮

BANGLADARSHAN.COM

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে ভাগবতশ্রোতৃবক্তৃলক্ষণশ্রবণবিধিনিরূপণং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

॥সমাপ্তিমিদং শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যম্॥

॥হরিঃ ওঁ তৎসৎ॥